কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী

কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী
ষষ্ঠ খণ্ড

কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

খোন্দকার সিরাজুল হক
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০২/জুন ১৯৯৫

বাএ ৩২১০

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

KAZI ABDUL WADUD RACANABALI [Shashtha Khanda] (Complete Works of kazi Abdul Wadud, vol. VI). Edited by Prof. Khondker Sirajul Haque. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : June 1995.

Price : Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-3219-6

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪—১৯৭০)-এর শেষজীবনের দুটি রচনা 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' এবং 'পবিত্র কোরআন' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)-কে অবলম্বন করে 'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। পূর্বের পাঁচটি খণ্ডে ওদুদের উনিশটি প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ, কয়েকটি গ্রন্থ-পরিচিতি ও গ্রন্থ-সমালোচনা এবং কয়েকটি চিঠি সংকলিত হয়েছে। এই ছয় খণ্ডের রচনাবলীতে 'ব্যবহারিক শব্দ কোষ' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ওদুদের এই গ্রন্থটি রচনাবলীর বাইরে থেকে যাচ্ছে। অথচ 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' বাংলা ভাষার অভিধানগুলোর মধ্যে নানাদিক থেকে বিশিষ্ট। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত ওদুদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী এই অভিধানটিকে স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুতরাং ছয় খণ্ডের পরিবর্তে 'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী' এখন সাত খণ্ডে সমাপ্য। রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' ছাড়াও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, গ্রন্থ-ভূমিকা ও চিঠিপত্র সঙ্কলিত হবে।

॥দুই॥

'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৬) এবং 'পবিত্র কোরআন' (প্রথম ভাগ ১৯৬৬ ; দ্বিতীয় ভাগ ১৯৬৭) যখন প্রকাশিত হয় তখন কাজী আবদুল ওদুদ সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন। এই পরিণত বয়সে ইসলাম ধর্ম, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থকে ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করায় তিনি আবার নতুন করে বিতর্কের সম্মুখীন হন। প্রায় চার দশক আগে ১৯২৬ সালের ৮ই জুলাই তারিখে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রথম বর্ষের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে তিনি "সম্মোহিত মুসলমান" নামে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তা সমকালীন মুসলমান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রবন্ধটি পরে মাসিক 'অভিযান' (ভাদ্র ১৩৩৩)-এ প্রকাশিত হয়ে 'নবপর্যায়' (১৩৩৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়। মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮—১৯৬৮) 'নবপর্যায়' গ্রন্থটি এবং বিশেষভাবে "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটিকে উদ্দেশ্য করে "নবপর্যায় না নবপর্যয়" শিরোনামে 'মাসিক মোহাম্মদী'র চারটি সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩৪, চৈত্র ১৩৩৪, বৈশাখ ১৩৩৫ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) ধারাবাহিকভাবে একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করেন। ওদুদ তাঁর এই প্রবন্ধে হজরত মোহম্মদ (দঃ) (৫৭০—৬৩২) এবং ইসলাম সম্পর্কে বলেছিলেন :

"হজরত মোহম্মদ যে একজন মহাপুরুষ, অর্থাৎ, সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেন নি তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য-দৃঢ় রূপ লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে তর্কবিচার করবার কাল বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো যাঁরা তাঁর সাহায্যের পানে সন্দিগ্ধ চিত্তে তাকান, কেননা তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, অথবা শেষ বয়সে বহু বিবাহ করেছিলেন, বলা যেতে পারে, কিছু সরল প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা তাঁর জীবনের জটিলতাবর্তে ঘুরপাক খেয়ে মরছেন।...

[দুই]

"বাস্তবিক মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবনসংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ ; তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহ্‌র উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়—যে আল্লাহ্ চির জাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভচেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত ; হজরত মোহম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছেন ; হয়ত তারই ফলে অন্যান্য ছোটো খাটো প্রতিমার সামলে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও 'প্রেরিতত্ত্ব' রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবনপাত করছেন, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সব দিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।...

"জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে যে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে,—এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারা জীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে!

"মুসলমানের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই—সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয় ; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে,—তার মানবসুলভ সমস্ত বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ, আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত। বর্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নাই।...

"কিন্তু এই সম্মোহন আজ যত প্রবল চেহারা নিয়েই দাঁড়াক, অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারা যাবে, এই নতুনই নয়,—পুরাতনও বটে। মনে হয়, এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্মে, বিচিত্র ও বিরাট : নানা দুঃখ-দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর তার ঔজ্জ্বল্য ; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক ; কিন্তু হজরত মোহম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্যের জন্যই হয়ত মুসলমান ইতিহাসের অনেক শক্তিধর পুরুষও তাঁর সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নাই।...

"যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভারের মতনই মানুষের জীবনের উপর চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে আসে।...

"ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। হজরত মোহম্মদের সংযমের সাধনা তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পরই আরবের আদিম উচ্ছৃঙ্খলতার ও পারস্যের বিলাস মত্ততার আবর্তে পড়ে বিপর্যয় ভোগ করেছিল। সে বিপর্যয় সামলে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করবার অবসর খুব কমই তার ঘটেছে। হয়ত সেই জন্যও কিছু বাড়াবাড়ির ছবি মুসলমান ইতিহাসের প্রায় সব পর্যায়েই আমাদের চোখে পড়ে—কখনো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি, কখনো অন্ধ অনুবর্তিতার বাড়াবাড়ি। তবু, হজরত মোহম্মদের সাধনার পথে উদার

বিচারবুদ্ধি নিয়ে সহজ ছন্দে বেড়ে উঠলে মানুষের জীবনে যে কি অলৌকিক মহিমা প্রকাশ পায়, সৌভাগ্যবশত তার দৃষ্টান্তও মুসলমান-ইতিহাসে খুব বিরল নয়।... বিশ্ববরেণ্য শেখ সাদী এই পুণ্যশ্লোক মুসলমানদের অন্যতম।... আবার যদি জ্ঞানে ও মনুষ্যত্বে বিকশিত হয়ে জগতের কাজে লাগবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের অন্তরে জাগে তখন এই মহামনীষী সাদী হবেন তাঁদের একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। বুদ্ধিবিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া যে তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায় এবং সেই অধিকারে, প্রয়োজন হলে, তাকে অতিক্রম করায়, সেই তত্ত্বের সন্ধান যাদের কাছ থেকে নব মুসলিমের লাভ হবে এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাদী হবেন তাঁদের অন্যতম।...

"মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছু মাত্র বিরোধ নাই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ,—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহ্‌কে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান, অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।...

"সত্য ও সত্যসাধকের মহৈশ্বর্যময় প্রকাশের সামনে মুসলমান চকিত সম্মোহিত হয়েছে, জগতের সমস্ত সাধনাকে জীবন গঠনের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যে মানুষের চিরন্তন অধিকার, সে কথা সে শোচনীয়রূপে বিস্মৃত হয়েছে—বার বার এই কথাটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ;—একটা বড় সম্প্রদায় হিসাবে এই-ই মুসলমানের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার যে সমস্ত পরমাত্মীয় পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য প্রকৃতি নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ইসলাম ও হজরত মোহম্মদের দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে সম্মোহিত হয়ে আস্ফালন করছেন তাঁদের প্রচণ্ডতা, তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশী,—আর আজ পর্যন্ত সেই আকর্ষণই তার উপর প্রবলতম।" ... (নবপর্যায়, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃ. ৬৯-৮২)

প্রথম জীবনে লেখা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও হজরত মোহম্মদের জীবনকে জানবার জন্য ওদুদের গভীর আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। 'অভিযান'-এর এই সংখ্যাতেই আবুল হুসেন (১৮৯৭—১৯৩৮)-এর "নিষেধের বিড়ম্বনা" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়। কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের প্রবন্ধ দুটি সম্পর্কে 'দৈনিক ছোলতান' ও 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' বিরূপ আলোচনা প্রকাশ করেছিল। আবুল হুসেন ঢাকার 'জাগরণ' নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে 'সবজানতা' ছদ্মনামে এই বিরূপ সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্ম ও হজরত মোহম্মদ (দঃ) কে নিয়ে ঢাকার পত্র-পত্রিকায় তীব্র বিতর্কের অবতারণা ঘটলে ঢাকার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ-সময়ে ঢাকার বলিয়াদির জমিদার খান বাহাদুর চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর উদ্যোগে তাঁর বৈঠকখানায় এ-নিয়ে আলোচনার জন্য ওদুদ ও আবুল হুসেনকে ডাকা হয়। কয়েকদিন এ-নিয়ে আলোচনার পর তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উভয়েই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট তারিখে 'ঘোষণাপত্র' লিখে দেন। ওদুদ তাঁর 'ঘোষণাপত্রে' বলেন :

"আমার জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে ইসলাম ও হজরত মুহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে এমন কোনো কথা আমি ব্যবহার করি নাই যাতে অসম্ভ্রম বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেতে পারে। বরং আমি বিশ্বাস করি যে কোরআন ও হজরত মুহম্মদ (দঃ) থেকে আমি আমার এই সামান্য জীবনে প্রেরণা

লাভ করেছি ও করি, অবশ্য কোরআন ও হজরতের জীবন অতি বড় ব্যাপার, হয়ত ভবিষ্যত জীবনে এই দুইয়ের মাহাত্ম্য আরো উপলব্ধি করতে পারব এমন আশা রাখি, কিন্তু এ-সম্পর্কে অশ্রদ্ধা আমার ধারণার অতীত, মানুষে মানুষে বিভেদ আছেই—কাজেই আমার অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে কোনো কোনো ব্যাপারে আমার মতভেদ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু হজরত মুহাম্মদে (দঃ) জীবন থেকে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমি আমার অন্যান্য মুসলমান ভাইদের চাইতে কম মনোযোগী, এ আমার ধারণা নয়। মুসলমান সমাজের উন্নতি আমি কামনা করি আর সে সম্বন্ধে যতটুকু আমার ধারণা আসে ভাষায় তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। দুঃখের বিষয় আমার ভাষা বর্তমানে অনেকেরই কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, এবং অনেকের নিকট এমন অর্থ জ্ঞাপন করছে যা লিখবার সময় আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার লেখা মুসলমান সমাজে এক বিষম অসন্তোষ ও মনঃক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এর জন্য কি কথা বলে যে আমি নিজের দুঃখ, লজ্জা ও ব্যথা প্রকাশ করব তা ভেবে পাই না, খোদার দরগায় প্রার্থনা করি, যদি অজ্ঞাতসারেও আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোনো কথা আমার কলম থেকে বার হয়ে থাকে যা সত্য ও মুসলমান সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী তবে খোদাওন্দ করিম আমার গোনাহ্ মাফ করে আমাকে 'সিরাতুল মুস্তাকিমে' পৌঁছে দিন। ইসলাম ও মুসলমান সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি আমার দ্বারা না হোক, এই তাঁর দরগায় বারবার মোনাজাত করি।" ["ঢাকার দুইখানা ঘোষণাপত্র", 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', ১৫ই ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ.৭]

এ সময়েই ওদুদ হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর জীবনচরিত লেখার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। এই জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহের জন্য পূর্বোক্ত বলিয়াদির জমিদার চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী তাঁকে "২৫০ টাকা কি তার কিছু বেশি দিয়েছিলেন।" এ-কথা তিনি 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই জীবনচরিত রচনা ১৯৬৪ সালের আগে শুরু করতে পারেন নি। এ-সম্পর্কে গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ তিনি বলেছেন :

> "অশেষ শক্তিমান আর অশেষ প্রেমিক হযরত মোহম্মদের একটি জীবনচরিত লিখবার সংকল্প করি বহুদিন পূর্বে—১৯২৮ সালে। সেইদিনই সেটি আরম্ভও করেছিলাম। কিন্তু তাতে বাধা পড়ে। কাজ অবশ্য চলতে থাকে। তবে সেই চরিত্র-চিত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে হাত দিতে পারি ১৯৬৪ সালের শেষে। ১৯৬৪ সালের সূচনাতেও বলা যেতে পারে, কেননা, সমগ্র কোরআনের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করি সেই সময়ে—এই অনুবাদের কাজটি আমি গ্রহণ করি হযরতের চরিতকথার ভূমিকা রচনা হিসাবেই।"

বহুল আলোচিত "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটি ছাড়াও ওদুদ তাঁর বিভিন্ন রচনায় নানাভাবে হজরত মোহম্মদ (দঃ) ও কোরআন-এর অবতারণা করেছেন —

(ক) মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)-র 'মানব মুকুট' (১৯২২) গ্রন্থের আলোচনা। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', চৈত্র ১৩৩১। 'নবপর্যায়' (কলিকাতা ১৩৩৩) প্রবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ২৩-২৫)।

(খ) "নবী-প্রশস্তি" (কবিতা)। কবিতাটি শিরোনামবিহীনভাবে 'নবপর্যায়' (কলিকাতা ১৩৩৩) গ্রন্থের মুখপাতে মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে "নবী-প্রশস্তি" শিরোনামে শামসুল হুদা সম্পাদিত 'কয়েকটি কবিতা' (কলিকাতা ১৯৬৪) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

(গ) "ফাতেহাই-দোয়াজ দাহাম"। বার্ষিক 'সওগাত' ১৩৩৩। 'নবপর্যায়'—দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা ১৩৩৬) প্রবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ৪৩-৪৬)।

(ঘ) "হজরত মোহম্মদ (দঃ)"। ১৯২৯ সালের ২রা জুন তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা। 'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে (ঢাকা ১৯৮৮) সংকলিত (পৃ. ৬২৬–২৮)।

(ঙ) "মহৎ সংবাদ"। ১৯৪৭ সালের ২৯শে অক্টোবরে লিখিত। 'শাশ্বত বঙ্গ' (কলিকাতা ১৯৫১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ৩১–৩৫)। এ-প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ "The Foundations of State in Islam" নামে "Creative Bengal" (Calcutta 1950) গ্রন্থে।

(চ) "ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি"। ১৯৪৮ সালে লিখিত। 'শাশ্বত বঙ্গ' (কলিকাতা ১৯৫১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ৩১–৩৫)। এ-প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ "The Foundations of State in Islam" নামে "Creative Bengal" (Calcutta 1950) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে (পৃ. ১৩৫–৪১)।

(ছ) "কোরআনের আল্লাহ"। সাপ্তাহিক 'কৃষক', ঈদসংখ্যা ১৯৪২। 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ৩৬–৩৮)। এ প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ "The Allah of the Quran" নামে 'Creative Bengal' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে (পৃ. ১০৮–১১২)।

(জ) 'দিনলিপি'। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এই দিনলিপি 'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী -- ২য় খণ্ড (ঢাকা ১৯৯০)–এর অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ২৮৩–৩৩১)। ২৮ জানুয়ারি ১৯২৪ ; ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ ; ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ; ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ ; ১ মে ১৯২৬ ; ৩০ অক্টোবর ১৯২৭ ; ৩১ অক্টোবর ১৯২৭ ; ৪ জানুয়ারি ১৯২৮ ; ২০ জুন ১৯২৮।

॥ তিন ॥

কাজী আবদুল ওদুদ "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটি লেখার জন্য ১৯২৮ সালে ঢাকার ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজপতিদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে যে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে তিনি হজরত মোহম্মদ (দঃ)–এর জীবন ও ইসলাম ধর্মকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন, সেখান থেকে যে তিনি কখনো স্থানচ্যুত হন নি, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থটি। এই বিখ্যাত প্রবন্ধটি (ঢাকা, ৮ জুলাই ১৯২৬) এবং জীবনী গ্রন্থটির (কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯৬৫) রচনাকালের ব্যবধান প্রায় চার দশকের। কিন্তু এই চার দশকে বাঙালী মুসলমান সমাজ সমাজবিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়েছে বলেই ওদুদকে 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' রচনার জন্য ধর্মান্ধ সমাজপতিদের কাছে জবাবদিহি করতে হয় নি। আজো বাঙালী মুসলমান সমাজে ধর্মান্ধতা আছে, ধর্মান্ধ নেতারও অভাব নেই, কিন্তু সমাজের নেতৃত্ব আর ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের হাতে নেই। তাই ওদুদের মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তাধারা আজ বাঙালী মুসলমান সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

গ্রন্থ রচনার সংকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবে আর রূপদানের মধ্যে যে দীর্ঘ চার দশক অতিবাহিত হয়েছে তার কারণ ব্যক্ত করে ওদুদ এ-গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'–এ বলেছেন :

> "সংকল্প গ্রহণ আর তার রূপদান এই দুয়ের মধ্যে এমন দীর্ঘ ব্যবধানের কারণ প্রস্তুতিই। প্রস্তুতি কথাটা অবশ্য ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। প্রস্তুতি বলতে বোঝা যেতে পারে হযরতের জীবনের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আয়োজন। সেই কাজটিও লোভনীয়। কিন্তু সেটি আংশিকভাবেই আমার বিষয়। আমার সত্যকার বিষয় : একালে আমরা, অর্থাৎ প্রধানত মুসলমান সমাজের লোকেরা, কিভাবে হযরতের দিকে তাকাব--

তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝবো, একালের মানুষের সামনে যে সব চিন্তা-ভাবনা ও গুরু সমস্যা এসে পড়েছে সে সব সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জন্য কি নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত বহন করে—এইসব সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা।... চিন্তা সার্থক রূপ নেয় যখন তা প্রকাশ পায় নতুন চেতনা ও নতুন প্রত্যয়ের রূপে।... চিন্তার সেই অনেকটা অকুণ্ঠিত পরিচয় এই বইটিতে অন্তত কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে আশা করি। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির হয়ত প্রয়োজন ছিল।... বলাবাহুল্য নতুন চিন্তা-ভাবনার দাবি যদি স্বীকার না করতাম তবে নতুনকালে এই বই লেখা অর্থহীন হতো।"

কাজী আবদুল ওদুদ দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এ-গ্রন্থ রচনাকালে তিনি 'পারকিনসন্‌স' নামক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তিনি কলম ধরতে পারতেন না বলে এ-গ্রন্থের অনুলিখনে সন্ধ্যা ঘোষ নামে জনৈক মহিলার সহায়তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বভাবতই অসুস্থ অবস্থায় রচিত এ-গ্রন্থে তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন নি। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাভাষায় রচিত হযরত মোহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ-গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে। কারণ তিনি "নতুন চিন্তা-ভাবনার দাবি" স্বীকার করে নিয়েই বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এ-ধরনের জীবনীগ্রন্থ রচনার তাগিদ অনুভব করেছিলেন।

প্রসঙ্গত মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর (১৮৮৮-১৯৪০) 'মানব মুকুট' (১৯২২) গ্রন্থের কথা স্মরণীয়। গ্রন্থটি সম্পর্কে ওদুদ 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' (চৈত্র ১৩৩১)-তে দীর্ঘ আলোচনা করেন। 'মানব-মুকুট' হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়, তাঁর "ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা" সম্পর্কে লিখিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে "একজন জীবন্ত আধুনিক যুগের পুরুষ পাঠ করতে চেষ্টা করেছেন হজরত মোহম্মদের মহাজীবন" বলেই এ-গ্রন্থ পাঠে অত্যন্ত প্রীত হয়ে ওদুদ প্রত্রিকায় গ্রন্থটি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। এ-আলোচনায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালে যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকেই সুস্পষ্ট যে, হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর মতো একজন ধর্মপ্রবর্তক মহামানবের জীবনী রচনার জন্য একজন সাহিত্যিকের যে চেতনা ও মানস-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সে-সম্পর্কে ওদুদ তাঁর লেখকজীবনের সূচনাতেই অবহিত ছিলেন।

"এই অল্প পরিসরে ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা তাঁর কলমের মুখে বেরিয়েছে যা বাংলার মুসলিম সমাজের কাছে এক অতি বড় সুসংবাদ—অন্তত মুসলমানের নবজাগরণের প্রতীক্ষায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের চোখে এ এক চমৎকার পূর্ব-সূচনা।...

"হজরত মোহম্মদের জীবনচরিতও আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু শুষ্ক আর অর্থহীন ঘটনাবিন্যাস ভিন্ন আর কিছু কি তাতে সম্ভবপর? কি আমাদের বর্তমান অবস্থা, কিসে আমাদের মঙ্গল, এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব যাদের ভিতরে এত বেশী, তারা কোথায় পাবে সেই ধ্যানীর দৃষ্টি যাতেই কেবল প্রতিভাত হতে পারে হজরত মোহম্মদের মতো ইতিহাসের এক বিরাট পুরুষের শক্তি-মাহাত্ম্য।...'

('নবপর্যায়', কলিকাতা ১৩৩৩, পৃ. ২৩-২৪)

বাংলা ভাষায় লিখিত হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর জীবনচরিতগুলোর মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) রচিত 'হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শেখ আবদুর রহিম "প্রথমবারের বিজ্ঞাপন" শিরোনামে বলেছেন :

"ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় হজরত মুহম্মদের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায় অসম্পূর্ণ এবং ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত বলিয়া কোন কোন বিষয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। হজরত মুহম্মদ তরবারি বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ যে তাঁহার নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন এই পুস্তক পাঠ করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।"

'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'কেই বাংলাভাষায় লিখিত হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থের মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। গ্রন্থটি সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ-গ্রন্থের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সত্য এবং এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে ড. আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭) বলেছেন :

"ভক্ত ও বিশ্বাসী মনের পক্ষে যুক্তিবাদের যে সীমাবদ্ধতা আছে, লেখকের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। কেননা, সকল ব্যাপারে প্রশ্ন করা ও যুক্তি প্রয়োগ করা এই জাতীয় মনের প্রবণতার প্রশ্ন করা ও যুক্তি প্রয়োগ করা এই জাতীয় মনের প্রবণতার বিরোধী। অনেক স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়েই এঁদের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব।... ("শেখ আবদুর রহিম : জীবন ও সাধনা", 'শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী'—দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৭, পরিশিষ্ট, পৃ. ২৬৪)

এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় যে, সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি উপকরণের প্রাচুর্যে, পরিবেশনের নৈপুণ্যে এবং রচনাশৈলীর বিশিষ্টতায় বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় জীবনী গ্রন্থ।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব-মুকুট' প্রকাশের তিন বছর পরে (১৯২৫) মওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফাচরিত' প্রকাশিত হয়। তথ্যসমৃদ্ধ এই বিরাট কলেবরের গ্রন্থটিও সমকালে পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। দেশের 'সম্মোহিত' পাঠকসমাজ এ-গ্রন্থের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে অবহিত হতে না পারলেও ওদুদ সে-সময়েই তাঁর এক প্রতিবাদ-পত্রে (মাসিক 'প্রদীপ'-এর ভাদ্র ১৩৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত) এ-গ্রন্থের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছিলেন :

"... আপনাদের যুক্তিবাদ যে কত অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক তার এক বড় প্রমাণ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের বিরাটকায় 'মোস্তফা-চরিত'। সেখানে সহি হাদিস নির্ণয়ের চেষ্টা বেশ আছে, পাদ্রীদের ধোকা-ভঞ্জনের চেষ্টা তার চাইতেও বেশী আছে। কিন্তু নেই মানুষ মোহম্মদের চরিত্র; কেমন করে তার চিত্ত-কোরক দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে, কেমন করে তিনি পরিজনকে ভালবেসেছেন মানুষকে ভালবেসেছেন জীবনকে ভালবেসেছেন, কেমন করে সময় সময় ভুলও করেছেন, কেমন করে তাঁর আদর্শ বুকে ধরে সর্বস্বপণে অগ্রসর হয়েছেন, অনন্ত অত্যাচার-অবিচার প্রেম ও ক্ষমার অতলে নিমজ্জিত করেছেন,—অর্থাৎ, মানুষের মনুষ্যত্ব যখন জাগে তখন তা কেমন করে এমনিভাবে সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের শীর্ষে জীবনের অপরূপত্ব ফুটিয়ে তোলে—নেই সেই সমস্ত কথা। কেমন করেই বা থাকবে? পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে যদি আপনারা সমস্ত প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতেন তা হলে আপনাদের হাতে মহাপুরুষ মোহাম্মদকে না পাওয়া গেলেও মানুষ-মোহম্মদকে ও সেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর আরবকে হয়ত অনেকখানি পাওয়া যেত।..." ('শাশ্বত বঙ্গ', কলিকাতা ১৯৫১, পৃ. ৪০৪)

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)-র 'বিশ্বনবী' (১৯৪২) বাংলা ভাষায় লিখিত এ-ধারারই আরেকটি উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ। এ-গ্রন্থও শেখ আবদুর রহিম এবং মওলানা আকরম খাঁর জীবনীগ্রন্থের মতো জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। লেখকের জীবদ্দশাতেই মাত্র একুশ বছরে এ-গ্রন্থের আটটি সংস্করণ হয়। কিন্তু 'মোস্তফা-চরিত'-এর মতো এ-গ্রন্থেরও

জনপ্রিয়তার কারণ অন্যত্র নিহিত। সৈয়দ আলী আহসান (জ. ১৯২২) এ-গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করে নবম সংস্করণের (১৯৬৭) "প্রসঙ্গ-কথা"য় যথার্থই বলেছেন :

"বাংলা সীরৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, অন্য কোনটির ভাগ্যে তা হয় নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপুণ বাক্‌শিল্পী, কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তিপ্রবণ বাঙালী অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনাবিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।"

কিন্তু জনপ্রিয়তাই কোনো রচনার সার্থকতার মাপকাঠি নয়। জীবনী গ্রন্থ তখনই মানুষের জীবনে অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়, যখন তা জীবনের চলার পথে দিগ্‌দর্শনের কাজ করে। এবং সেজন্য "শুধু কোরআন ও মোহম্মদকে ভালবাসলেই কাজ হয় না, জীবন-রহস্যের সমাধানের দিক থেকে যদি এই ভালবাসার উদ্ভব হয় তবেই কোরআন ও মোহম্মদ-প্রীতি থেকে সত্যকার কল্যাণ সম্ভবপর। অন্যকথায় জীবন রহস্যের বোধই আমাদের ভিতরে প্রবলভাবে চাই, তারই আনুষঙ্গিকভাবে আসবে কোরআন, মোহম্মদ, সুফী-সাধনা, বৈষ্ণব-সাধনা, ইয়োরোপীয় সাধনা ইত্যাদি। কিন্তু হায় এই জীবনকে আস্বাদ করবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সমাজে কোথায়।"

('নানা কথা", "কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী—২য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ৩২০)

কাজী আবদুল ওদুদ উপরিউক্ত কথাগুলো বলেছিলেন ১৯২৭ সালের ৩০শে অক্টোবরে লিখিত এক রোজনামচায়। এই বাক্যসমূহ উচ্চারণের প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পরে হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনার অবকাশ তাঁর জীবনে এসেছে। কিন্তু এতদিন পরেও তিনি বিস্মৃত হন নি সেই মূল্যবান উক্তিটি—"জীবন রহস্যের সমাধানের দিক থেকে যদি এই ভালবাসার উদ্ভব হয় তবেই কোরআন ও মোহম্মদ-প্রীতি থেকে সত্যকার কল্যাণ সম্ভবপর।" হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর জীবনের ঘটনা ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যুগ ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে বিচার করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুতীব্র বাসনা 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। একজন মহামানবের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও কৌতূহল থাকা দরকার তা ওদুদের মধ্যে ছিল। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা ও কৌতূহল অন্ধ অনুবর্তিতার দ্বারা চালিত না হয়ে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছে। তাই এ-গ্রন্থ হতে পেরেছে একজন জীবন্ত মানুষের জীবনী। এ-গ্রন্থ রচনায় ওদুদ "কোরআন, হাদিস, ইতিহাস—এই তিনেরই সাহায্য" নিয়েছেন। কিন্তু তথ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন ইবনে ইসহাকের 'সিরাত রসুল আল্লাহ'-এর Guillaume-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'The Life of Muhammad' (Oxford University Press, 1955)-এর ওপর। তিনি ইবনে ইসহাকের হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর জীবনীকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন। 'মুখবন্ধ'-এ তিনি বলেছেন : 'ইবনে ইসহাকের চরিত-কথা থেকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছি, কেননা তিনি সুপ্রাচীন, আর ইতিহাসবেত্তা হিসাবে নির্ভরযাগ্যও। আশ্-শাফিই, আল-বুখারী তাঁর ইতিহাস-বর্ণনা নির্ভরযাগ্য জ্ঞান করেছেন।"

ইবনে ইসহাক ছাড়া তিনি যাঁদের গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন তাঁরা হলেন গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মার্মাডিউক পিকথল (১৮৭৫-১৯৩৬) প্রমুখ ইসলামতত্ত্ববিদ।

॥ চার ॥

হজরত মোহম্মদ (দঃ)–এর জীবনী রচনার জন্য ওদুদের যে দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতি ছিল কোরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। হজরত মোহম্মদ (সঃ)–এর মতো একজন ধর্মপ্রবর্তক মহামানবের জীবনী রচনা করতে গিয়েই কোরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন। এ–সম্পর্কে তাঁর 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'–এ তিনি স্পষ্টতই বলেছেন :

"...এই অনুবাদের কাজটি আমি গ্রহণ করি হযরতের চরিতকথার ভূমিকা রচনা হিসাবেই। হযরতের পত্নী হযরত আয়েশা বলেছিলেন : কোরআন হযরতের চরিত্র।—হযরতের মানস ও চরিত্র সম্বন্ধে এর চাইতে সারগর্ভ কথা আর কেউ বলতে পারেন নি।"

অবশ্য ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিচয় তাঁর "মানব–মুকুট" ও "সম্মোহিত মুসলমান" রচনাদ্বয়ে স্পষ্টভাবেই মুদ্রিত হয়ে আছে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক কৃষক' পত্রিকার (ঈদসংখ্যা) "কোরআনের আল্লাহ্" প্রবন্ধটিও সমকালের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সচকিত করে তুলেছিল। আচার্য বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭–১৯৪৯) প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

"মুসলমান মনীষী আবদুল ওদুদ 'কোরআনের আল্লাহ্" সম্বন্ধে সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকায় (ঈদসংখ্যা ১৯৪২) যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস,—১৯৮০ সনের যুগে বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানকে সেইরূপ যুক্তিনিষ্ঠার প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। ফলত, উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন—বিশেষভাবে আত্মিক সমঝৌতা অনিবার্য।" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৪৪, পৃ. ৪৪২)

কোরআন অনুবাদ সাহিত্যিক জীবনের পরিকল্পনায় না থাকলেও বাংলা ভাষায় অনূদিত কোরআনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওদুদ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। চলিত ভাষায় কোরআন অনুবাদ করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এ–অনুবাদের প্রায় দশ বছর আগে 'সূর আর–রহমান' অনুবাদ করে তৃপ্তও হয়েছিলেন। কিন্তু হজরত মোহম্মদ (দঃ)–এর জীবনী রচনার আগে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন নি। তিনি এই দুটি গ্রন্থকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে চিহ্নিত করে 'পবিত্র কোরআন'–এর ভূমিকায় বলেছেন :

"...কোরআনের এই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামে আমার বইখানি। তাতে হজরত মোহম্মদের জীবন–কথা, কোরআন, ইসলামীয় সংস্কৃতি এসব সম্বন্ধে স্বতঃই কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক—সে কথা বলাই বাহুল্য।"

কোরআনের অনুবাদ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫–১৯৬৯) তাঁর "কুরআন অনুবাদের মূলনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন : "কুরআন আল্লাহর শাশ্বত বাণী, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। সমসাময়িক আরবের কবি ও বাগ্মীরা অবনত মস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল, "লায়সা হাযা কালামুল বশর"—ইহা তো মানুষের ভাষা নয়। এহেন কুরআন মজীদের অনুবাদ, যে–কোন ভাষাতেই হউক না কেন, অসম্ভব। তবে অনুবাদে মূলের কিছু ছায়া দেওয়া যাইতে পারে। নূরজাহানের ছায়াতে কি নূর থাকিতে পারে? কুরআন তো আল্লাহ্র কালাম ; কিন্তু

সাধারণ আরবী ভাষারও এমন শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় দেওয়া দুঃসাধ্য।" (ইসলামিক একাডেমিক পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, পৃ. ১৮৫)।

এতদ্‌সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষ মাতৃভাষায় এই মহৎ গ্রন্থটিকে পাবার জন্য বার বার অনুবাদ করেছে। যতদূর জানতে পারা যায়, কোরআনের সর্বাধিক অনুবাদ হয়েছে উর্দু ভাষায়। এ ভাষায় শতাধিক অনুবাদ হয়েছে। এরপরেই বাংলা ভাষার স্থান। বাংলা ভাষায় তিরাশিটি অনুবাদের সন্ধান মেলে। ফার্সী (৫২), ইংরেজি (২৬), ফরাসি (২২), ইতালী (১৯) প্রভৃতি ভাষার স্থান এর পরে। একটি বিরাট সংখ্যার অনুবাদক বাংলায় কোরআনের অনুবাদ করলেও সার্থক অনুবাদকের সংখ্যা অতি নগণ্য।

বাংলা ভাষায় কোরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)। তিনি শুধু প্রথম অনুবাদকই নন বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোরআন অনুবাদকদের অন্যতম। তিনি সমগ্র কোরআন তিনটি ভাগে প্রকাশ করেছিলেন। এর প্রথম ভাগ ১৮৮১ সালে এবং সমগ্র কোরআন অখণ্ডভাবে প্রকাশ লাভ করে ১৮৮৬ সালে। গিরীশ চন্দ্র সেন লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত আলেমের কাছে আরবিভাষা শিখে মূল আরবি থেকে কোরআনের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তিনি অনুবাদে সাধ্যমত মূলানুসারী হতে চেয়েছিলেন। অনুবাদ সম্পর্কে অনূদিত 'কোরআন-শরীফ'-এর তৃতীয়ভাগের শেষে তাঁর বক্তব্য : "মূল কোরানের অবিকল অনুবাদ হয় ইহাই আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল ; তাহা হওয়া একান্ত সঙ্গত বোধ করিয়াই অবিকল আক্ষরিক অনুবাদ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তজ্জন্য সর্বত্র ভাষার লালিত্য রক্ষা পায় নাই। বরং স্থানে স্থানে কাঠিন্য হইয়াছে। বচন সকলের অর্থ বিষদরূপে প্রকাশ পায়, তন্নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা গিয়াছে।"

কাজী আবদুল ওদুদই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার চলিত রূপকে ব্যবহার করে মূল কোরআনের 'দীপ্ত, মিত, আবেগচঞ্চল বাক্‌ভঙ্গী'কে অনুবাদে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের তুলনা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ওদুদ মূলানুসারী হয়েও আরবি ভাষার ধ্বনি মাধুর্যকে অনেকটাই বাংলা ভাষায় ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। —

(ক) গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) 'কোরান-শরীফ' (১৮৮৬) :

সূরা ফাতেহা

৭ আয়াত

(দাতা দায়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা।

তিনি দাতা ও দয়ালু

বিচার দিবসের অধিপতি।

আমরা তোমাকেই অর্চনা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

যাহাদিগের প্রতি আক্রোশ হইয়াছে, এবং যাহারা পথভ্রান্ত তাহাদের পথ নয়, যাহাদের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ তাহাদিগের পথ প্রদর্শন কর।

(খ) **মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৫৭-১৯৩১)**--TRANSLATION OF THE HOLY QURAN (১৯২৮) :

AL-FATIHA : THE OPENING

(Mecca-7 Verses)

In the name of God, the Beneficent, the Merciful.

1. (All) Praise is due to God, the Lord of the worlds,
2. The Beneficent, the Merciful,
3. Master of the day of requital,
4. Thee do we serve and thee do we beseech for help,
5. Guide us on the right path,
6. The path of those upon whom thou haste bestowed favours,
7. Not of those upon whom wrath is brought down, nor of those who go astray.

(গ) **মোহাম্মদ মার্মেডিউক পিকথল (১৮৭৫-১৯৩৬)**—The Glorious Koran (১৯৩০) :

THE OPENING
Revealed at Mecca

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1. Praise be to Allah, Lord of the worlds,
2. The Beneficent, the Merciful.
3. Owner of the Day of Judgment,
4. Thee (alone) we worship ; Thee (alone) we ask for help.
5. Show us the straigth path,
6. The path of those whom Thou hast favoured ;
7. Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.

(ঘ) **আলহাজ্জ্ব আবদুর রহমান খাঁ (১৮৯০-১৯৬৪)**--'কু'র-আন শরীফ' (১৯৫২) :

(১) সূরা আল্-ফাতিহা

[মক্কায় অবতীর্ণ : ৭ আয়াত – ১ রুকু]

করুণাময় পরম দয়ালু আল্লা-র নামে

১ সব প্রশংসা খোদার, [যিনি] জগৎ সমূহের প্রভু,

২ করুণাময়, পরম দয়ালু,

৩ বিচারের দিনের অধিপতি।

৪ আমরা তোমারই এবাদত করি, এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫ দেখাও আমাদের সরল পথ—

৬ তাঁহাদের পথ যাঁহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ,

৭ নয় তাহাদের পথ যাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত।

(ঙ) **কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)**--'পবিত্র কোরআন্' (১৯৬৬-৬৭) :

আল-ফাতিহাহ্

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা —
২ করুণাময়—ফলদাতা —
৩ বিচারের দিনের প্রভু।
৪ তোমারই বন্দনা আমরা করি, আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই।
৫ আমাদের সরলপথে চালাও —
৬ তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ ;
৭ তাদের পথ নয় যারা তোমার রোষের পাত্র, তাদের পথেও নয় যারা পথহারা।

মূল সূরায় আল্লাহ্‌কে 'রব্', 'রহ্‌মান', 'রহীম' ও 'মালিক' নামে বিশেষিত করা হয়েছে। এই শব্দগুলোর অর্থ বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্নভাবে করেছেন। ওদুদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সময় শব্দগুলোর আক্ষরিক অনুবাদ না করে শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের ওপর জোর দিয়েছেন এবং সমগ্র সূরার মধ্যে যে বাক্-বিন্যাস, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা ও অর্থের গভীরতা আছে, তাকেই চলিত ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কারণ "অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।" (রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্যের তাৎপর্য", 'সাহিত্য', পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা ১৯৫৮, পৃ. ১০)

উপরিউক্ত শব্দগুলো উল্লিখিত পাঁচজন অনুবাদক নিম্নোক্তভাবে অনুবাদ করেছেন —

	মূল শব্দ →	আল্লাহ্	রব্	রহ্‌মান	রহীম	মালিক
১	গিরীশচন্দ্র সেন	ঈশ্বর	পালক	দাতা	দয়ালু	অধিপতি
২	মওলানা মোহাম্মদ আলী	God	Lord	Beneficnet	Merciful	Master
৩	মার্মেডিউক পিকথল	Allah	Loard	Beneficnet	Merciful	Master
৪	আবদুর রহমান খান	খোদা	প্রভু	করুণাময়	পরম দয়ালু	অধিপতি
৫	কাজী আবদুল ওদুদ	আল্লহ	পালয়িতা	করুণাময়	ফলদাতা	প্রভু

ওদুদ 'রব্', 'রহ্‌মান', 'রহীম', 'মালিক' শব্দের অর্থ কেন 'পালয়িতা', 'করুণাময়', 'ফলদাতা' ও 'প্রভু' করলেন তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তিনি 'আল্-ফাতিহাহ্' সূরার মুখপাতে দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যা থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর অনুবাদকে সাহিত্য-গুণান্বিত ও ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

।। পাঁচ ।।

'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' এবং 'পবিত্র কোরআন' (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ)-এর একটি করে সংস্করণ হয়েছিল। 'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী'র ষষ্ঠ খণ্ডে সেই প্রকাশিত সংস্করণেরই পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। 'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত

হয়েছিল ১৯৯৪ সালের জুন মাসে। এক বছরের মধ্যে রচনাবলীর আরেকটি খণ্ড প্রকাশ সম্ভব হয়েছে জনাব শামসুজ্জামান খান ও জনাব ওবায়দুল ইসলামের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এঁদের এবং সংকলন উপবিভাগ ও বাংলা একাডেমী প্রেসের কর্মীদের সহৃদয়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে কাজী আবদুল ওদুদের দৌহিত্র জনাব এনায়েত আকবর নানাভাবে সহায়তা দান করেছেন। এজন্য তাঁর কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি।

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১০ জুন ১৯৯৫

খোন্দকার সিরাজুল হক
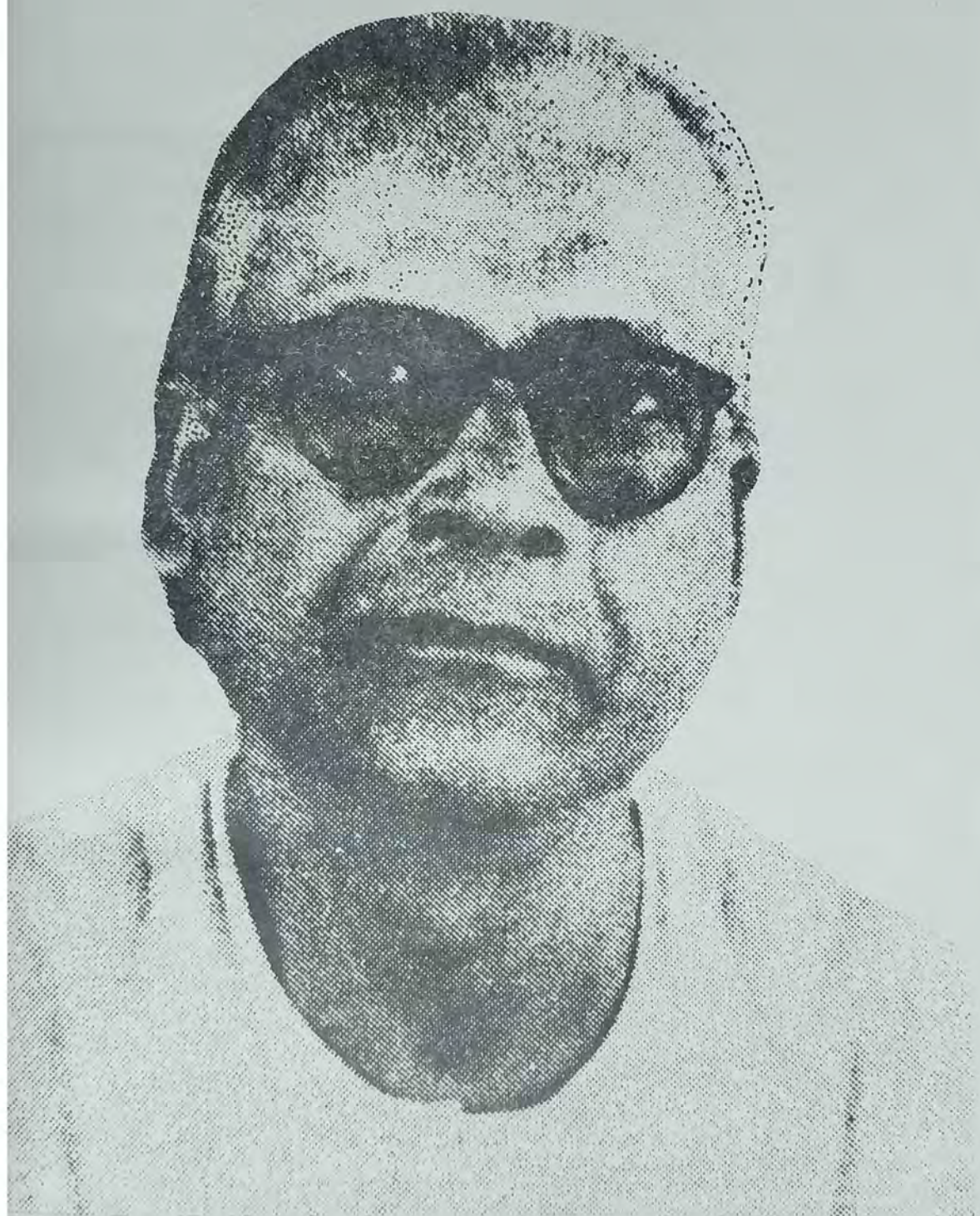
কাজী আবদুল ওদুদ
জন্ম : ১৮৯৪ ❑ মৃত্যু : মে ১৯, ১৯৭০

হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৭৩

ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজের
সহকর্মীদের
স্মরণে

মুখবন্ধ

অশেষ শক্তিমান আর অশেষ প্রেমিক হযরত মোহম্মদের একটি জীবনচরিত লিখবার সংকল্প করি বহুদিন পূর্বে—১৯২৮ সালে। সেই দিনেই সেটি আরম্ভও করেছিলাম। কিন্তু তাতে বাধা পড়ে। কাজ অবশ্য চলতে থাকে। তবে সেই চরিত্র-চিত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে হাত দিতে পারি ১৯৬৪ সালের শেষে। ১৯৬৪ সালের সূচনাতেও বলা যেতে পারে, কেননা, সমগ্র কোর্‌আনের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করি সেই সময়ে—এই অনুবাদের কাজটি আমি গ্রহণ করি হযরতের চরিতকথার ভূমিকা রচনা হিসাবেই। হযরতের পত্নী হযরত আয়েশা বলেছিলেন : কোর্‌আন হযরতের চরিত্র।— হযরতের মানস ও চরিত্র সম্বন্ধে এর চাইতে সারগর্ভ কথা আর কেউ বলতে পারেন নি।

সংকল্প গ্রহণ আর তার রূপদান এই দুয়ের মধ্যে এমন দীর্ঘ ব্যবধানের কারণ প্রস্তুতিই। প্রস্তুতি কথাটা অবশ্য ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। প্রস্তুতি বলতে বোঝা যেতে পারে হযরতের জীবনের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আয়োজন। সেই কাজটিও লোভনীয়। কিন্তু সেটি আংশিকভাবেই আমার বিষয়। আমার সত্যকার বিষয় : একালে আমরা, অর্থাৎ প্রধানত মুসলমান সমাজের লোকেরা, কি ভাবে হযরতের দিকে তাকাব—তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝবো, একালের মানুষের সামনে যে সব চিন্তা-ভাবনা ও গুরু সমস্যা এসে পড়েছে সে সব সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জন্য কি নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত বহন করে—এইসব সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা। এই ধরনের চিন্তা একালের মুসলমানদের মধ্যে স্বতঃই দেখা দিয়েছে। তবে সে সব এখনো তাদের জন্য হয় পুরাতনের দুর্বল ওকালতি, না হয় তার পাশ কাটাবার চেষ্টা। বলা বাহুল্য চিন্তার এমন কুণ্ঠিত রূপ অসার্থক রূপ। চিন্তা সার্থক রূপ নেয় যখন তা প্রকাশ পায় নতুন চেতনা ও নতুন প্রত্যয়ের রূপে। অবশ্য সার্থক নতুন খাপছাড়া নতুন নয় কখনো। তার জন্ম হয় অতীতের বিচিত্র জীবন-রস থেকেই, কিন্তু নতুন পরিস্থিতির তাগিদে,—যেমন পুরাতন গাছে নতুন পাতা ও ডাল গজায় নতুন বসন্তের তাগিদে, তা অকুণ্ঠিতভাবে নতুন আর অকুণ্ঠিতভাবে পুরাতনও।

চিন্তার সেই অনেকটা অকুণ্ঠিত পরিচয় এই বইটিতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে আশা করি। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির হয়ত প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে স্বভাবত মারমুখো নতুনের প্রেমপরায়ণ নতুন হতে সময় লাগে। অবশ্য নতুন প্রেমপরায়ণ হলেও সমাদর যে পাবেই এমন কথা নেই। তবে প্রেমপরায়ণ নতুন সার্থকতর নতুন, বিশেষ করে বহু-বিরুদ্ধতা-কন্টকিত ও ব্যর্থতাময় আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীতে, একথা হয়ত মিথ্যা নয়।

যাই হোক এই বইতে নতুনকে পাওয়া যাবে রূঢ়-আঘাত-অনিচ্ছু, বিচারবান, প্রেমপরায়ণ রূপেই। কোর্‌আনে বলা হয়েছে : ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ ; আরো বলা হয়েছে : আল্লাহ্ নিজের অন্য বিধান করেছেন করুণা ; অন্য কথায় মানুষরা পরস্পরের প্রতি করুণা ও প্রেম-পূর্ণ আচরণ করবে এই তাঁর অভিপ্রেত ; আরো বলা হয়েছে : প্রযত্ন কর যা ভালো তার জন্য, আর নিষেধ কর যা মন্দ। এই তিন জীবন-বর্ধক চিন্তাই আমরা শিরোধার্য করেছি। আমরা আশা করবো, যে গুরু বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তাতে আমাদের সঙ্গে যে সব বন্ধুর মতভেদ হবার সম্ভাবনা আছে, তাঁরাও এই নির্দেশত্রয় অবশ্যপালনীয় জ্ঞান করবেন।

কোর্‌আন, হাদিস, ইতিহাস, এই তিনেরই সাহায্য আমরা নিয়েছি—এই শ্রেণীর রচনায় যেমন সবাই নিয়ে থাকেন। কোর্‌আন আল্লাহ্‌র বাণী, সেই বাণী স্বর্গীয় দূত জিব্রিল বহন করে' এনেছিল ও হযরতের অন্তরে অবতীর্ণ করেছিল একথা কোর্‌আনে বহুবার বহুভাবে বলা হয়েছে। (এসব সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আমরা করতে চেষ্টা করেছি)। এমন বাণী হযরত তাঁর আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়স থেকে আনুমানিক ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত নানা সময়ে নানা অবস্থায় লাভ করেছিলেন। সেইসব বাণী সেই সময়েই হযরতের বহু অনুবর্তী কণ্ঠস্থ করতেন—আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ—খেজুরের পাতা, পাথর, চামড়া, এসবের উপরে লিখেও রাখতেন। সেইসব যত্নে সংগৃহীত হয় ও একটি সুসম্বন্ধ রূপ পায় প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের শাসনকালে, আর পাঠান্তর-বর্জিত একক গ্রন্থের রূপ পায় তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের শাসনকালে। সেই রূপেই কোর্‌আন অবিকৃত আছে। কোর্‌আনের অবিকৃততা সম্বন্ধে স্যর উইলিয়ম মূয়র বলেছেন : We have now the Koran as it was left by Muhammad.

হাদিস হচ্ছে হযরতের আলাপ আলোচনা ও উপদেশ নির্দেশ, অথবা হযরতের সম্পর্কে মুখ্যতঃ তাঁর সমসাময়িকদের, উক্তি। নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রহ করতে হাদিস-সংগ্রাহকরা কত যত্ন নিয়েছিলেন তা বোঝা যায় কত হাদিস তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি তা থেকে। স্বনামখ্যাত হাদিস-সংগ্রাহক আল-বুখারী তাঁর সময়ে প্রচলিত ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্যে চার হাজার হাদিস নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছিলেন। ইয়োরোপীয় ইসলামতত্ত্ববিদেরা 'নির্ভরযোগ্য' হাদিসেরও এইটা বড় অংশ অনির্ভরযোগ্য মনে করেন। যেসব হাদিস 'বিশ্বস্ত' বলে' পরিচিত সেসবের বিশ্বস্ততাও যে নতুন ক'রে বিচার করে' দেখবার আছে সে-সম্বন্ধে আমাদের একালের কোনো কোনো মুসলমান জীবনীকারও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন।

অনেকটা কোর্‌আনের মতো হাদিসও হযরতের সময় থেকেই সংগৃহীত হয়ে আসছিল ; তবে তা স্থায়ী রূপ পায় আল্‌মামুন প্রমুখ আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে। হযরতের যুদ্ধাবলীর ইতিহাস আর তাঁর চরিত-কথাও সেই কালের কিঞ্চিৎ পূর্বে থেকে সুসংবদ্ধ রূপ পেতে থাকে। বলাবাহুল্য ইতিহাস আর চরিত-কথাও হাদিস, তবে বিশ্বস্ত হাদিসকে ইতিহাস ও চরিত-কথার চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করা হয়।

এই তিন সূত্র সম্বন্ধেই পরে পরে আরো বহু কথা আসবে। এই তিনের মধ্যে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি কোর্‌আনের উপরে ; আর অবশ্য কাণ্ডজ্ঞানের উপরে। ইব্‌নে ইসহাকের চরিত-কথা থেকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছি* , কেননা তিনি সুপ্রাচীন, আর ইতিহাসবেত্তা হিসাবে নির্ভরযোগ্যও। আশ্‌শাফিই, আল্‌-বুখারী তাঁর ইতিহাস-বর্ণনা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছেন।

বইখানির নাম আমরা দিয়েছি "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম"। একে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে : পরিবেশ ও প্রযত্ন ; সংঘর্ষ ; বিজয় ; পরিণতি। হযরতের সুপরিচিত জীবন-কথা বিবৃত করা হয়েছে এর প্রথম তিন ভাগে—অবশ্য কিছু কাঁটছাঁট করে'। চতুর্থ ভাগটিও ইসলামের সুপরিচিতি ইতিহাসের সংক্ষেপ ; তবে সেই সঙ্গে তাতে, আর প্রথম তিন খণ্ডের অনুবৃত্তিতে, কিছু নতুন ভাবনাও স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে। বলা বাহুল্য নতুন চিন্তা-ভাবনার দাবি যদি স্বীকার না করতাম তবে নতুন কালে এই বই লেখা অর্থহীন হতো।

কাজী আবদুল ওদুদ

---

* ইব্‌নে ইসহাকের একটি ভাল ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন A. Guillaume, Oxford University press.

বি: দ্র: আরবী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে একটি সহজ পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করেছি : S-ধ্বনিগুলো ব্যক্ত করেছি স–এর দ্বারা, আর Z-ধ্বনিগুলো ব্যক্ত করেছি য–এর দ্বারা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

যখন হযরতের জীবনী লিখবার সংকল্প গ্রহণ করি সেই দিনে ঢাকা জেলার বলিয়াদির জমিদার চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী হাদিস–আদি থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমাকে ২৫০ টাকা কি তার কিছু বেশি দিয়েছিলেন। জীবনী লিখতে দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে এক সময়ে চৌধুরী সাহেবের পুত্রকে টাকাটা ফেরৎ দিতে চাই, কিন্তু তিনি ফেরৎ নেন না। চৌধুরী সাহেবের সেই সাহায্যের স্মরণে ৪০ খণ্ড "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" বিতরণ করা হবে।

বন্ধুবর মঈন–উদ্দীন হোসায়েন তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে মৌলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের "মহাপুরুষ–চরিত" ও মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁর "মোস্তফা–চরিত" ব্যবহারের জন্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করতেও তিনি সাহায্য করেছেন।

নবীন গবেষক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও কয়েকখানি বই দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের দুজনকেই অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার শেষ বয়সের কয়েকখানি গ্রন্থের মতো এটিরও পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন আমার কন্যাস্থানীয়া কল্যাণীয়া সন্ধ্যা। তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলিকাতা :

অক্টোবর, ১৯৬৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে হযরত মোহম্মদের পরিচয় ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রূপে। কিন্তু ইসলামের মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের মতে ইসলামের অর্থ বিশ্বপাতায় আত্মসমর্পণ, আর সেই আত্মসমর্পণ হচ্ছে মানব-আত্মার শাশ্বত ধর্ম—জগৎপাতার মনোনীত ধর্ম-ব্যবস্থা ; এই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ঐশ্বরিক প্রেরণা প্রাপ্ত বাণী-বাহকরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন ; হযরত মোহম্মদ সেই বাণী-বাহকদের অন্যতম—এই আত্মসমর্পণ-ধর্ম তাঁতে এসে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে।

বলা বাহুল্য এই সব চিন্তার সঙ্গে এই গ্রন্থে নানাভাবে আমাদের পরিচয় হবে।

আরব দেশ

এই মহা-ধর্মস্থাপয়িতার আবির্ভাব হয়েছিল আরব দেশে। সেই দেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় হযরত মোহম্মদের প্রথম বিশিষ্ট চরিতকার মৌলানা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে এই বর্ণনা দেন :

"আরব আসিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে স্থিত। ইহা একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। এই দেশের উত্তরে তুরস্ক দেশ, পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র বর্গ ক্রোশ, লোকসংখ্যা এক কোটি। আরব দেশে প্রকৃতির অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মূর্তি, এ দেশের অধিকাংশ স্থান নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময়, তরুলতা তৃণ গুল্মাদির চিহ্নও নাই, স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদিশূন্য উপশৈল বিদ্যমান, প্রায় কোথাও নদ নদী নাই। দিবাভাগে প্রচণ্ড রৌদ্র হয়, তাহাতে বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। একমাত্র উষ্ট্রের সাহায্যে এই ভীষণ মরুক্ষেত্র দিয়া লোক গমনাগমন করে। এখানকার বায়ু শুষ্ক, দিবাভাগে অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে, 'সমুম' নামক প্রাণনাশক বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। কখন কখন ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া পর্বতাকার বালুকারাশি উড্ডীয়মান করে। সেই বালুকাপুঞ্জের চাপে পড়িয়া জীবজন্তু মারা পড়ে। এ দেশে দিবা ভাগে যেমন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, রাত্রিতে তেমনই দুরন্ত শীত। বৃষ্টি কদাচিৎ হয়।"

এই দেশের লোকদের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন :

"এদেশবাসীদিগের জীবন ধারণোপযোগী শস্য এ দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশ হইতে বিশেষতঃ তুরস্ক দেশ হইতে পণ্য জাতের আমদানি না হইলে আরবীয় লোকের প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। আরবের উপকূলভাগ বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন রমণীয়, তথায় খর্জ্জুর কমলালেবু আকরট বাদাম প্রভৃতি সুরস ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপকূল ভাগে ও অভ্যন্তরের যে যে স্থান কিঞ্চিৎ উর্বরা ও বৃক্ষাদি জন্মে, তথায় লোকের বসতি। আরবীয় লোক যাযাবর, গ্রামবাসী ও নগরবাসী, এই তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যাযাবর সম্প্রদায় মরুভূমির প্রান্ত ভাগে অথবা তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্বরা ভূমিখণ্ডে পটমণ্ডপে বাস করিয়া থাকে, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে তৎসম এই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া বসতি করে। সেই দল বদওয়ি অর্থাৎ প্রান্তরনিবাসী বলিয়া আখ্যাত। বদওয়িগণ

প্রথম খণ্ড : পরিবেশ ও প্রযত্ন

বহু সংখক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। সাধারণতঃ আরবেরা দীর্ঘকায়, পাটলবর্ণ, সুশ্রী ও বলবান, মুখমণ্ডল অণ্ডাকৃতি ও তাম্রবর্ণ, ললাটদেশ প্রসারিত ও উন্নত, দশনপঙ্‌ক্তি শুভ্র ও সুগঠিত, ভ্রূ ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু চঞ্চল, মগ্ন ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা সরল ও মধ্যমাকার। ইহারা নির্ভয় সুবুদ্ধি চতুর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতি তেজস্বী বীর পুরুষ। পূর্ব্বকালে যুদ্ধবিগ্রহ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড এই জাতির জীবনের প্রধান ব্যবসায় ছিল।"

এই রুক্ষ ও কঠিন মরুভূমির দেশে মরূদ্যানের যে শোভা ও সার্থকতা, আমরা দেখবো, সব দিক দিয়ে তাই যেন রূপ পেয়েছিল হযরত মোহম্মদের চরিত্রে ও সাধনায়।

মক্কার ঐতিহ্য

আরব দেশের মক্কা নগরে হযরতের জন্ম। এই নগর খুব প্রাচীন—সেই প্রাচীনকাল থেকেই এর খ্যাতি এর কাবা-মন্দিরের জন্য। সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানদের আদি ধর্মগুরু হযরত ইব্রাহিম থেকে—এই ওদেশের পরম্পরাগত চিন্তা ও প্রত্যয়। তাঁর কথা কোর্‌আনে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান কালে মেসোপোটেমিয়া নামে যে অঞ্চল পরিচিত সেই দেশে অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্বে ইব্রাহিমের জন্ম হয়—এক পৌত্তলিক পরিবারে আর পৌত্তলিক পরিবেশে। অর্থাৎ তাঁকে বৈদিক ঋষিদের সমকালীন জ্ঞান করা যেতে পারে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালয়িতা বহু দেবতা নন, একজন, এই চেতনা কেমন ভাবে তাঁর ভিতরে সঞ্চারিত হয় তার উল্লেখ কোর্‌আনে কয়েক জায়গায় করা হয়েছে; একটি উল্লেখ এই:

> যখন রাত্রি তার (ইব্রাহিমের) উপরে আঁধার হলো সে দেখলে একটি তারা; সে বল্লে: এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল তখন সে বল্লে: যারা অস্ত যায় তাদের আমি ভালবাসি না।
>
> তারপর যখন সে দেখলে চন্দ্র উদিত হচ্ছে, সে বল্লে: এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল সে বল্লে: যদি আমার পালয়িতা আমাকে পথ না দেখান তবে আমি নিঃসন্দেহে সেই দলের একজন হবো যারা বিপথগামী।
>
> তারপর যখন সে দেখলে সূর্য উঠছে সে বল্লে: এই আমার পালয়িতা; এ সব চাইতে বড়। আর যখন তা অস্ত গেল, সে বল্লে: হে আমার সম্প্রদায়, আমি মুক্ত তোমরা যেসব অংশী (দেবতা) দাঁড় করাও সেসব থেকে;
>
> নিঃসন্দেহ আমি সোজা হয়ে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি বহুদেববাদীদের দলের নই। (৬ : ৭৭-৮০)

এই নতুন চেতনার ফলে ইব্রাহিম ও তাঁর স্বজন ও স্বদেশীয়দের মধ্যে কিভাবে প্রবল বিরোধ দেখা দিল কোর্‌আনে তারও বর্ণনা আছে।

এই বিরোধের ফলে ইব্রাহিম স্বদেশ ত্যাগ করে প্যালেষ্টাইনে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে কালে কালে তাঁর পারিবারিক জীবনে যে সংকট দেখা দেয় সে সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"ইব্রাহিমের দুই স্ত্রী ছিলেন এক জনের নাম সারা অন্য জনের নাম হাজেরা ছিল। সারা প্রধানা পত্নী, হাজেরা সারার দাসী ছিলেন। সারার কথানুসারে পরে ইব্রাহিম হাজেরাকে পত্নীরূপে

গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভেই ইসমাইলের জন্ম হয়। একমাত্র পুত্র ইসমাইলের প্রতি ইব্রাহিমের স্নেহ অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা দেখিয়া সারার ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অসূয়া-প্রণোদিত হইয়া তিনি সপত্নী হাজেরাকে তাঁহার শিশুপুত্রসহ অরণ্যে নির্বাসন করিবার জন্য স্বামীকে দৃঢ় অনুরোধ করেন। ইব্রাহিম সারাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন ও তাঁহার একান্ত বশীভূত ছিলেন, তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হন। এ বিষয়ে ঈশ্বরেরও স্পষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন। তদনুসারে তিনি পুত্রসহ হাজেরাকে মক্কার প্রান্তরে বিসর্জন করিয়া আইসেন। তখন সেই স্থান জনশূন্য কণ্টকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর ছিল। এইক্ষণ নগরের যে স্থানে জম্‌জম্ কূপ ও কাবা মন্দির বিদ্যমান, সেই স্থানে ইব্রাহিম স্বীয় পত্নী ও পুত্রকে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিকটে কিছু খোর্মাফল ও কয়েক মশক জল রাখিয়া প্রস্থান করেন।

হাজেরা স্বামী প্রদত্ত সেই খোর্মাফল ভক্ষণ ও পানীয় পান করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছিলেন, ইসমাইল স্তন্য পান করিয়া জীবিত ছিলেন। অল্পদিন পরে জল নিঃশেষিত হইল, হাজেরা প্রবল পিপাসায় অস্থির হইলেন। ইসমাইলকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া ইতস্ততঃ জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই সময়ে একটি সুনির্মল শীতল জলের প্রস্রবণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পরমেশ্বর সেই প্রস্রবণ হাজেরার জন্য সমুৎপন্ন করিয়াছিলেন, উহাই জম্‌জম্ নামে আখ্যাত। তাহা কূপসদৃশ ছিল, উহার জল পুণ্য জল বলিয়া সমাদৃত। হাজেরা সেই উৎস দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার জল পান করিয়া তিনি ও শিশুটি পরিতৃপ্ত হন।"

প্রাচীন বিবরণ অনুসারে জম্‌জমের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লোকেরা সেখানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। তারপর কাবা মন্দির মক্কার আকর্ষণ ও তার গৌরব বাড়ায়।

কারো কারো মতে মক্কার প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব পূর্বেই ছিল, হযরত ইব্রাহিম তা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কোর্‌আনের বর্ণনা থেকে মনে হয়, হযরত ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

আর যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল গৃহের ভিত্তি গেঁথে তুললেন তখন (বল্লেন) :

হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের থেকে গ্রহণ করো—নিঃসন্দেহ তুমি শ্রোতা জ্ঞাতা।

হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের তোমার অনুগত করো, আর আমাদের সন্তানদের থেকে তোমার প্রতি অনুগত মণ্ডলী সৃষ্টি করো, আর আমাদের উপাসনা প্রণালী দেখাও : আমাদের প্রতি ফের, নিঃসন্দেহ তুমি বারবার প্রত্যাবর্তনকারী—ফলদাতা।

হে আমাদের পালয়িতা, তাদের থেকে তাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষ উত্থিত করো যাঁরা তাদের কাছে পাঠ করবেন তোমার প্রত্যাদেশসমূহ, আর তাদের শিক্ষা দেবেন ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান, আর তাদের পবিত্র করবেন—নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তি জ্ঞানময়। (২ : ১২৭–২৯)

কোর্‌আনের সূরা আল্-ই-ইম্‌রানের ৯৫ সংখ্যক আয়াতে উক্ত হয়েছে : নিঃসন্দেহ মানুষদের জন্য যে প্রথম ভজনালয় নির্মিত হয়েছিল তা মক্কায়—অশেষ কল্যাণময় আর বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ভজনালয় 'কাবা' এই এসবের সঙ্গত ব্যাখ্যা মনে হয়।

ইসমাইল বড় হলে হযরত ইব্রাহিম স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁকে ইসমাইলকে কোরবানি দিতে হবে। এ সম্বন্ধে কোর্‌আনে আছে :

আর যখন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করার যোগ্য হলো তিনি বল্লেন : হে আমার পুত্র, নিঃসন্দেহ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমাকে তোমাকে কোরবানি দিতে হবে। তবে করো তোমার ভাবনায়

যা আসে। সে বল্লে : হে পিতা, তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আমাকে পাবেন ধৈর্যবান।

তারপর যখন তাঁরা উভয়ে আত্মসমর্পিত হলেন, তিনি তাকে পাতিত করলেন তার কপালের উপরে।

তখন আমি তাঁকে ডেকে বল্লাম : হে ইব্রাহিম : নিঃসন্দেহ তুমি স্বপ্নের সত্যতা দেখিয়েছ, নিশ্চয় এই ভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই।

নিঃসন্দেহ এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

আর আমি তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম এক মহা কোরবানির পরিবর্তে ... (৩৭ : ১০২-১০৭)

ইব্রাহিম এমন একটা বড় আত্মসমর্পণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন আর পুত্রের পরিবর্তে একটি মেষ বা ছাগ কোরবানি দিতে তাঁকে বলা হল। এর থেকেই কোরবানির অনুষ্ঠান। হযরত ইব্রাহিম প্রবর্তিত হজ আর কোরবানির অনুষ্ঠান কাবা-গৃহের মর্যাদা আরো বাড়ায়।

কিন্তু এই এক আল্লাহ্‌র ভজনালয়ে কালে কালে বিচিত্র আকৃতির আর বিচিত্র নামের সংখ্যাহীন দেবতার মূর্তি স্থান পায়। ইব্রাহিম-প্রবর্তিত হজ অবশ্য সেখানে চলতে থাকে ; কিন্তু তা মিশ্রিত হয়ে যায় নানা বিসদৃশ পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে। কোর্‌আনে তার উল্লেখ আছে।

হযরত মোহম্মদের পিতৃপুরুষ

ইসমাইল বিবাহ করেন স্থানীয় আরব পরিবারে ও তাদের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। এই ইসমাইলের সন্ততি থেকেই হযরত মোহম্মদের খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ কোরেশদের উৎপত্তি—এই কোরেশদের দাবি, আর কোর্‌আনেরও উক্তি।

কোরেশবংশ কালে কালে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়। আরবরা কোনো রাজার অধীন ছিল না ; কিন্তু তারা তাদের গোষ্ঠীপতিদের মান্য করতো। কোরেশ-গোষ্ঠীপতিরা আরবে ব্যাপক প্রতিপত্তির অধিকারী হয় মক্কার মন্দিরের সেবাইৎ হয়ে। এই সেবাইতের মান-প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র কোরে কোরেশ বংশে পরে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় হাশিম গোত্র ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে। ইসলামের ইতিহাসে সেই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বিচিত্র ফল প্রসব করেছিল।

হযরতের প্রপিতামহ তাঁর বহু সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত হন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিদেশ থেকে অনেক আটা এনে আর উট জবাই করে তিনি দেশের লোকদের খাইয়েছিলেন। হাশিমের পুত্র শায়বা বা আবদুল মোত্তালেবও কৃতী পুরুষ হন। বিখ্যাত জম্‌জম্ কূপ নানা আবর্জনায় ঢাকা পড়েছিল ; তাঁর যত্নে তার পুনরুদ্ধার হয়। সেজন্য তাঁর প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায়।

আবদুল মোত্তালেবের বহু পুত্র ও কন্যা লাভ হয়,তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ্ হযরত মোহম্মদের পিতা।

আবদুল মোত্তালেব এই সময়ে মানত করেছিলেন যে তাঁর দশ পুত্র লাভ হলে একটি পুত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানি দেবেন। পুত্রেরা বড় হলে তাদের থেকে কাকে কোরবানি দেওয়া হবে এই নিয়ে সুর্তি খেলা হলে আব্দুল্লাহ্‌র নাম ওঠে। দৈবজ্ঞদের ব্যবস্থা মতো এক শত উট কোরবানি দিয়ে আবদুল মোত্তালেব পুত্রকে কোরবানি দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পান। হযরত ইসমাইলকে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, আবার হযরতের পিতাকেও কোরবানি দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ; এই জন্য হযরতকে বলা হতো দুই

কোরবানের—উৎসর্গীকৃতের—পুত্র। এই অনন্যসাধারণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে হযরত বিশেষ সচেতন ছিলেন।

বাল্যকাল

হযরত মোহম্মদের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন তাঁর জন্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে, কেউ বলেছেন ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০, ২১ অথবা ২২ এপ্রিলে। তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার বৎসরে মক্কায় একটি বড় ঘটনা ঘটে—সেটি হচ্ছে ইয়েমেনের খৃষ্টানশাসক আব্‌রাহার মক্কা আক্রমণ। তার সৈন্যদলে একটি হাতী ছিল। আব্‌রাহার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার মন্দির বিনষ্ট করে' তার নিজের নির্মিত মন্দিরের গৌরব বাড়াবে। কিন্তু সৈন্যদলে বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয়, ফলে তাকে বিফলমনোরথ হতে হয়। এ সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হয়েছে :

> তুমি কি দেখো নি তোমার পালয়িতা হস্তীর মালিকদের প্রতি কেমন আচরণ করেছিলেন?
> তাদের চক্রান্তে তিনি কি বিফল করেন নি?
> আর পাঠাননি কি তাদের বিরুদ্ধে পাখীর দল? যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল কাদা দিয়ে তৈরী (ছোটো) পাথর।
>
> আর তাদের করেছিল পশুতে খাওয়া শস্য ক্ষেতের মতো!

হজরতের পিতা আব্দুল্লাহ্ বিশ বৎসর বয়সে (মতান্তরে চব্বিশ বৎসর বয়সে) বিবাহিত হন কোরেশ বংশের যোহরা গোত্রের আমিনার সঙ্গে। সেই সময়ে বর্ষীমান আবদুল মোত্তালেব বিবাহিত হন বিবি আমিনার চাচাতো বোন হালার সঙ্গে।[১] বিবাহের পর আব্দুল্লাহ্ বাণিজ্যে যান সিরিয়ার দক্ষিণে, আর সেখান থেকে ফিরবার পথে অসুস্থ হয়ে মদিনায় প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন হযরত মাতৃগর্ভে।

এর পর যথাসময়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর পিতামহ তাঁর নাম রাখেন মোহম্মদ—প্রশংসিত। এই নাম আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

হযরতের অপর নাম আহ্‌মদ—তারও অর্থ প্রশংসিত। হযরতের জন্মকালে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল—তাঁর পুরাতন জীবনচরিতে ও ইতিহাসে এই মর্মের অনেক কথা আছে। প্রাচীন কালের সব মহাপুরুষ সম্পর্কেই এমন বহু অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে।

আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের রীতি ছিল তাদের সন্তানরা শৈশবে ধাত্রীদের দ্বারা লালিত হতো। হযরত লালিত হয়েছিলেন বনি সা'দ গোত্রের হালিমার দ্বারা। ধাত্রীহস্তে সমর্পিত হবার পূর্বে তিনি কিছুদিন তাঁর পিতৃব্য আবু লাহাবের দাসী সোয়াইবিয়ার স্তন্য পান করেছিলেন। তাঁর এই দুধ-মাদের প্রতি হযরত উত্তরকালে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। বনি সা'দ গোত্রে হযরত লালিত হয়েছিলেন প্রথমে দুই বৎসর। ধাত্রীগৃহে তাঁর বাড় চমৎকার হয়েছে দেখে মাতা আমিনা তাঁকে পুনরায় ধাত্রীগৃহের মরুভূমির স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাঠান। সেখানে তাঁর আরো দুই বৎসর কাটে।

---

১. হালার গর্ভে আবদুল মোত্তালেবের বীরপুত্র হাম্‌যার জন্ম হয়।

প্রাচীন কাহিনীকারদের মতে সেই সময়ে একদিন যখন তিনি তাঁর দুধ-ভাইদের সঙ্গে মাঠে মেষ চরাতে গিয়েছিলেন তখন দুইজন ফেরেশ্‌তা—দেবদূত—এসে তাঁর বুক চিরে তাঁর ভিতরে থেকে সমস্ত কলুষ বের করে দেয়। মুসলিম যুক্তিবাদীরা অবশ্য এইসব অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করেন না। কোর্‌আনে আছে :

তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচিত (প্রসারিত) করি নি কি?
আর তোমার থেকে নামিয়ে দিই নি কি তোমার ভার? (৯৪ : ১-২)
এই উন্মোচন বা সম্প্রসারণ অন্তরের সম্প্রসারণ অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন।

পুরাবৃত্তে আছে, ধাত্রী হালিমা ও তাঁর লোকেরা আশঙ্কা করেছিল বালকের উপরে কোনো আত্মার ভর হয়েছে। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে হালিমা হযরতকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন।[২] কিন্তু মাতা আমিনা এ সব কথার কোনো মূল্য না দিয়ে হযরতকে হালিমার হস্তে পুনরায় সমর্পণ করেন। আরো এক বৎসর হযরত ধাত্রীগৃহে উন্মুক্ত মরুভূমিতে মানুষ হন।

বনি সা'দ গোত্রে যে হযরতের শৈশব কেটেছিল এটি তাঁর জন্য খুব সুফলদায়ক হয়েছিল। কেননা বনি সা'দ গোত্রের ভাষা ছিল উৎকৃষ্ট আরবী ভাষা। হযরতের একটি বাণীতে আছে : আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম আরব—আমার জন্ম কোরেশ বংশে আর আমার ভাষা বনি সা'দের।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত হযরতকে লালনপালন করে' হালিমা তাঁকে তাঁর জননীর ক্রোড়ে সমর্পণ করেন।

ষষ্ঠ বৎসর হযরতের মক্কায় কাটে। তারপর তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে মদিনায় যান স্বামীর কবর দেখতে ও স্বামীর মাতুলালয় পরিদর্শন করতে। এই গৃহের স্মৃতি হযরতের মনে অম্লান ছিল। বহু বৎসর পরে মদিনায় এসে তিনি তাঁর বাল্যকালের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন : এই বাড়ীতে আমি আমার মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে আর মদিনার উনেসা নামের একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে খেলতাম। ঘরের ছাদের উপরে যেসব পাখী বসতো তাদের তাড়িয়ে দিতাম ... আর ঐ পুকুরে আমি সাঁতার শিখেছিলাম।

মদিনায় একমাস কাটিয়ে হযরত আমিনা মক্কায় ফেরেন। কিন্তু মাঝপথে এসে তিনি অসুস্থ হন ও সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁর সমাধি হয়। হযরতকে মক্কায় নিয়ে আসে তাঁর মাতার দাসী উম্মে আয়মন।

হযরতকে লালনপালন করতে থাকেন তাঁর পিতামহ আবদুল মোত্তালেব। সম্ভ্রান্ত আরবদের মধ্যেও তখন লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। বাল্যকালে হযরতের লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থাই হয় নি। তাঁর লেখাপড়া জানার অভাব সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হয়েছে :

আর তুমি (হে মোহম্মদ) এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ পাঠ কর নি, তোমার ডান হাত দিয়ে তা লেখও নি, তাহলে তারা সন্দেহ করতে পারতো যারা মিথ্যা রটনা করে। (২৯ : ৪৮)।

দুই বৎসর কাল পিতামহের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হয়ে তাঁকেও তিনি হারান। প্রায় আশি বৎসর বয়সে অশেষসম্মানিত গোষ্ঠীপতি আবদুল মোত্তালেব তাঁর বহু পুত্র ও কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। ইব্‌নে ইসহাক লিখিত হযরতের জীবনচরিতে আছে : অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলে আবদুল মোত্তালেব তাঁর ছয় কন্যাকে ডেকে বল্লেন : আমার উদ্দেশ্যে তোমরা যে শোকগাথা

---

২ এই ঘটনা থেকে অনেক ইয়োরোপীয় ইসলামবিদ্ বলেছেন হযরত মোহম্মদ বাল্যকালে মৃগী রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন অনুমান ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়, কেননা হযরত অসাধারণ মানসিক ও দৈহিক বীর্যের অধিকারী ছিলেন।

রচনা করবে তা রচনা করে আমাকে শোনাও। তাঁর কন্যারা যে সব পদ রচনা করেছিলেন তার কিছু অংশ এই :

ওরে আমার দুই চোখ, তোদের অশ্রুর মুক্তা ঝরা তার উদ্দেশ্যে
যে কখনো কোনো ভিক্ষুককে হাঁকিয়ে দেয় নি ;

যার বংশ উঁচু, যে সফলকর্মা,
সুদর্শন, যার পিতৃপুরুষের অতুল গৌরব।
শায়বা তার নাম, প্রশংসিত, মহাপ্রাণ,
মহামান্য, শক্তিশালী, অশেষ খ্যাতিমান,
ক্ষমাশীল, বিপদে ধীর,
উদারহৃদয়, সদামুক্তহস্ত,
গৌরবের যার তুলনা নেই —
উজ্জ্বল যেন চাঁদের জ্যোৎস্না।
মৃত্যু ধরলো তাকে, দিলে না রেহাই।

কন্যাদের গাথা আবৃত্তি করা যখন শেষ হলো তখন বৃদ্ধ বাক্‌শক্তিহীন হয়েছেন। ইঙ্গিতে তিনি জানালেন গাথা তাঁর মনে ধরেছে।

আবদুল মোত্তালেব হযরতের লালনপালনের ভার দিয়ে যান তাঁর পুত্র আবু তালেবকে। আমরা দেখবো আবু তালেব অতি যোগ্যতার সঙ্গে এই ভার বহন করেছিলেন।

হযরতের বয়স যখন বারো বৎসর তখন আবু তালেব তাঁকে রেখে দূর সিরিয়ায় বাণিজ্যের জন্য যাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু হযরত কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। তখন আবু তালেব হযরতকে সঙ্গে নিয়েই বাণিজ্যে রওনা হলেন। সে-যাত্রায় তাঁরা সিরিয়ার বসরা এমনকি তারও থেকে দূরে গিয়েছিলেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তে আছে : বসরায় বহিরা নামে এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী হযরত সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎ-বাণী করে ও ইহুদিদের থেকে তাঁকে সাবধানে রক্ষা করতে বলে। এই যাত্রায় হযরত অনেক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখেন। লোকপ্রসিদ্ধি ছিল যে সেই সব নগর বিধ্বস্ত হয়েছিল আল্লাহ্‌র রোষের ফলে, কেননা তাদের লোকেরা দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ হয়েছিল। কোর্‌আনে বহু স্থানে বলা হয়েছে লোকেরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করুক আর দেখুক কি পরিণতি হয়েছিল তাদের যারা আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

এই যাত্রায় আবু তালেবেরপ্রচুর লাভ হয়। সম্ভবত সেই জন্য তাঁকে পরবর্তী কালে আর বাণিজ্য-যাত্রা করতে দেখা যায় না।

তরুণ বয়সে হযরত কখনো কখনো ছাগ ও মেষ চড়াতেন। কোর্‌আনে বলা হয়েছে, এমন নবী নেই যিনি মেষের রাখাল ছিলেন না। ছাগ ও মেষ চড়াবার কালে অন্য রাখালদের সঙ্গে মিশে বনের পাকা ফল তিনি খেতেন। কিন্তু তরুণসুলভ কোনো অশালীন কাজে তাঁকে রত দেখতে পাওয়া যায় না।

একবার তাঁর চাচা আব্বাসের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্য-যাত্রা করেন।

নব যৌবন

ইব্‌নে ইসহাকের মতে হযরতের বয়স যখন বিশ বৎসর তখন ঘটে প্রখ্যাত হরবুল্ ফিজার, অর্থাৎ ফিজারের যুদ্ধ। তবকাত-ই-ইব্‌নে সা'দ-এ আছে, কোরেশদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন ছিল এমন একটি

গোত্রের একব্যক্তি বানু হাওয়াযিনের এক বণিকদলকে আক্রমণ করে' তাদের মাল লুটে নেয় ও একজনকে হত্যা করে, আর তখন ওকাযের[৩] মেলা হচ্ছিল সেই মেলায় সে কোরেশদের আশ্রয় নেয়। এর ফলে ফিজারের যুদ্ধ ঘটে। তা চলে চার বৎসর ধরে, আর তাতে দুই পক্ষে বহু লোক নিহত হয়। হযরত বলেছেন, এই যুদ্ধে তিনি তাঁর চাচাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন আর দুইচার তীর মেরেছিলেন কিন্তু এই কাজ না করলেই তিনি খুশি হতেন।[৪] তার কারণ, কোরেশরা এই যুদ্ধে যোগদান করেছিল অত্যাচারীর পক্ষে।

ফিজারের এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ সেইদিনের অনেকের মনে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আর তার ফলে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে যদ্‌আন নামক এক ধনী ব্যক্তির গৃহে হযরতের চাচা আয্‌-যোবেরের নেতৃত্বে অনেকে সমবেত হন, আর তাঁরা এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন :

(১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

(২) বিদেশী লোকদের ধনপ্রাণ ও মানসম্মান রক্ষা করতে আমরা চেষ্টা করবো।

(৩) দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য করতে আমরা কুণ্ঠিত হবো না।

(৪) অত্যাচারী ও অত্যাচার দুইই ব্যাহত করতে, দুর্বলদের রক্ষা করতে, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো।[৫]

এই প্রতিজ্ঞায় হযরতও অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিজ্ঞা তাঁর গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছিল। পরবর্তী কালে তিনি বলতেন : আমি যে আব্দুল্লাহ্‌র গৃহে অনুষ্ঠিত অঙ্গীকারে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাতে বনি হাশিম, যোহ্‌রা ইব্‌নে কিলাব আর তইম ইব্‌নে মুর্‌রা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল যে তারা অত্যাচারিতের পক্ষে দাঁড়াবে, তার স্মৃতি আমি লাল উটের সঙ্গে বদল করব না। (আরবে লাল উটকে বহুমূল্য জ্ঞান করা হয়।)

নব যৌবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সঙ্গে হযরত যে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন এতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তরুণ বয়সেই তাঁর অন্তর কত সুবিকশিত হয়েছিল। তাঁর এই বিকাশ সম্বন্ধে ইব্‌নে ইস্‌হাকের গ্রন্থে বলা হয়েছে : "আল্লাহ্‌র নবী বেড়ে উঠেছিলেন—আল্লাহ্ তাঁকে পৌত্তলিকার কলুষ থেকে রক্ষা করেছিলেন, কেননা, তিনি তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন নবীত্বের সম্মান ; তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বে, অনুপম, চরিত্রে উত্তম, বংশগৌরবে সম্ভ্রান্ততম, শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী, পরমসদয়, সত্যপরায়ণ, বিশ্বস্ত, নৈতিক অশালীনতা ও গ্লানি থেকে বহু দূরে অবস্থিত ... ফলে তাঁর লোকেদের মধ্যে তিনি পরিচিত ছিলেন আল্‌-আমীন—বিশ্বস্ত—নামে, আল্লাহ্ তাঁকে যেসব উঁচু গুণে ভূষিত করেছিলেন সেই জন্য।"

---

৩. এমন মেলায় কবির লড়াই, ঘোড়াদৌড়, জুয়াখেলা, মদ্যপান, এসব তো হতোই, খৃষ্টান ও ইহুদি পুরোহিতরা ধর্মের আলোচনাও করতেন। মূয়র বলেছেন : সেই সব আলোচনা তরুণ মোহম্মদের মনকে ধর্মবোধের গভীরতার দিকে আকর্ষণ করে থাকবে।

৪. মূলে আছে 'ওমা উহেব্বু আন্নি লাম্‌আকুন্ ফাআলতু', মূয়র এর অনুবাদ দিয়েছেন and I do not regret it ; কিন্তু এর অনুবাদ হবে .. 'আমি চাই যে একাজ আমি না করেছি'। মূলের 'মা' এখানে নিষেধার্থক নয়। একজন বড় মাওলানারও (ঢাকা মাদ্রাসার মৌলনা মোহম্মদ ইসহাকের) এই বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে ভুল হয়েছিল ; পরে তিনি সে সম্বন্ধে অবহিত হন।

৫. দ্র: মোস্তফা-চরিত, পৃ : ২৩০।

গার্হস্থ্য জীবন

কোরেশদের মধ্যে একজন বিশিষ্টা ধনবতী বিধবা ছিলেন। তাঁর নাম খদিজা—তিনি বিশিষ্টা ছিলেন তাঁর বিত্তের জন্য আর বিশেষ করে' তাঁর শুচিশুভ্র চরিত্রের জন্য। তিনি কর্মচারীদের সহায়তায় বাণিজ্য করতেন। হযরতের এমন সুনামের কথা শুনে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন ও অনুরোধ জানালেন তাঁর সিরিয়াগামী কাফেলার ভার নিতে,বল্লেন : অন্যদের তিনি যা দেন তার চাইতে বেশি তিনি তাঁকে (হযরতকে) দেবেন। হযরত রাজি হলেন, আর বিবি খদিজার ভৃত্য মায়াসারাকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। এই যাত্রায় প্রচুর লাভ হয়েছিল। মায়াসারা বহুভাবে হযরতের সুখ্যাতি করে। এর পরেও হযরত বিবি খদিজার কাফেলার ভার নিয়ে সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যান, আর তাঁর সততার ও ভদ্র ব্যবহারের গুণে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

এই সময়ে বিবি খদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। হযরতের কর্মক্ষমতা ও উত্তম চরিত্র তাঁর মনে দাগ কাটে। তিনি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করতে অভিলাষ করেন। হযরত তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে এই প্রস্তাবের কথা জানান। দুই পক্ষের সম্মতিতে হযরত ও বিবি খদিজার বিবাহ অচিরে সুসম্পন্ন হয়। হযরতের বয়স এই সময়ে ছিল পঁচিশ বৎসর। কিন্তু হযরত ও বিবি খদিজার দাম্পত্য-জীবন পরম সুখের হয়েছিল। আমরা পরে পরে পরিচয় পাবো পরস্পরের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

হযরত ও বিবি খদিজার বিবাহের ব্যাপারে প্রাচীন বিবরণে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনারও উল্লেখ আছে।

বিবি খদিজার গর্ভে হযরতের সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন—তিনটি পুত্র আর চারটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আল্ কাসেম, সেজন্য হযরতের সম্ভ্রমসূচক ডাক নাম ছিল আবুল কাসেম অর্থাৎ কাসেমের পিতা। পুত্ররা সবাই অল্প বয়সে মারা যান। কন্যারা সবাই যথাসময়ে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। হযরতের কনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতেমা ভিন্ন তাঁরা সবাই হযরতের জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন।

হযরতের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন কাবাগৃহ পুনর্নির্মিত হয়। এই নির্মাণকার্যে হযরত একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কোরেশ বংশের সব গোত্রের লোকই এতে যোগ দিয়েছিল, এবং কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গেই এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু গণ্ডগোল দেখা দিল কাবার বিখ্যাত কৃষ্ণ প্রস্তর স্থাপনার সমস্যা নিয়ে, কেননা, তাদের চিন্তায় কৃষ্ণপ্রস্তর স্থাপনার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। সহজেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো। সামান্য কারণে আরবদের মধ্যে যেমন ভীষণ যুদ্ধ হতো তেমন এক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল।

এই সংকটে বর্ষীয়ান আবু উমাইয়া তাদের নিরস্ত করে বল্লেন : আমার কথা শোনো, যে ব্যক্তি প্রথম কাবার ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে তার উপরে তোমাদের এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার ভার দাও। তারা রাজি হলো। সেই দরজা দিয়ে প্রথম প্রবেশ করলেন হযরত। তাঁকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো : এই যে আমাদের আল্-আমীন (বিশ্বাসভাজন) এসেছে, আমরা সবাই এর মীমাংসায় সম্মত। হযরত তাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে নিজের চাদর বিছিয়ে তার উপরে কৃষ্ণপ্রস্তরখানি রাখলেন, আর সব গোত্রকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বল্লেন। তারপর সেই প্রতিনিধিদের বল্লেন চাদরখানির বিভিন্ন প্রান্ত ধরে যেখানে কৃষ্ণপ্রস্তর বসানো হবে সেখানে নিয়ে যেতে। তারপর তিনি নিজে পাথরখানি তুলে যথাস্থানে বসালেন। তাঁর শুভবুদ্ধির গুণে কোরেশ এক ভীষণ আত্মঘাত থেকে রক্ষা পেল। কৃষ্ণপ্রস্তর সম্বন্ধে মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ লিখেছেন :

"হাজরে আছওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর সম্বন্ধে অন্য ধর্মাবলম্বী লেখকগণ যৎপরোনাস্তি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। হযরত এবরাহিম ও তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল যে, প্রান্তরে বা অন্য কুত্রাপি উপাসনা ও বলিদানের স্থান মনোনীত হইলে তথায় তাঁহারা চিহ্ন স্বরূপ এক একখানা প্রস্তর স্থাপন করিতেন। বাইবেলও ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। হযরত এবরাহিম ও এসমাইল মক্কায় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথা নিয়মে সেখানেও একখানা প্রস্তর রাখিয়াছিলেন। প্রস্তরখানা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় শেষে উহা হাজরে আছওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর নামে খ্যাত হয়। বংশের আদি পুরুষের স্মৃতিফলক মনে করিয়া আরবগণ স্বভাবতই ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরের সমাদর করিত। কিন্তু ঘোর পৌত্তলিকতার যুগেও কখনই তাহার কোনোপ্রকার 'পূজা' হয় নাই। ... মক্কা-বিজয়ের পরে হযরত যখন বোৎবিগ্রহগুলি কা'বা হইতে অপসারিত করিয়া ফেলেন, তখন এই জন্যই ঐ প্রস্তরটিকে স্বস্থানচ্যুত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় নাই।

একদা হজ্বের মৌসুমে সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া হযরত ওমর এই প্রস্তরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছি যে তুমি একখণ্ড প্রস্তর মাত্র, কাহারও উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিই তোমার নাই।"

ফিজারের যুদ্ধের পরের অঙ্গীকার গ্রহণ আর পুনর্নির্মিত কাবাগৃহে কৃষ্ণপ্রস্তর স্থাপনা, এই দুইয়ের মতো অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও হযরতের নবীত্ব লাভের পূর্বে তাঁর পরিবেশে ঘটে, সেটি হচ্ছে সত্যধর্ম নির্ণয়ের জন্য মক্কার চারজন সন্ধানীর উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। ইব্‌নে ইসহাক থেকে তাঁদের বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করছি।

এক বাৎসরিক উৎসবের দিনে আরবদের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি বিরূপতা জানালেন এই চার ব্যক্তি : ওরাকা বিন নওফল, ওবেদুল্লাহ্ বিন্ জহ্‌শ, ওসমান বিন্ আল্ হুওয়েরিস আর যায়েদ বিন্ আমর। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁদের লোকেরা জাতির পিতা ইব্রাহিবের ধর্ম বিকৃত করেছে, তাদের পাথরের মূর্তি প্রদক্ষিণ করা এক অর্থহীন অনুষ্ঠান, সেই মূর্তির না আছে শোনার ক্ষমতা, না আছে দেখার ক্ষমতা, তা না ক্ষতি করতে পারে, না সাহায্য করতে পারে। সেজন্য তাঁরা বিভিন্নভাবে ইব্রাহিমের দ্বারা প্রচারিত 'হানিফিয়া' ধর্মের সন্ধানী হলেন।

এই চারজনের জীবনের পরিণতি লাভ হয় এই : ওরাকা কালে কালে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন আর তাতে ব্যুৎপন্ন হন। ইসলাম প্রচারিত হলে ওবেদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন ও মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ওম্মে হবিবাকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় যান। সেখানে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ; তিনি মুসলমানদের বলতেন : আমরা স্পষ্টভাবে দেখি, কিন্তু তোমাদের চোখ আধ-খোলা। তিনি আবিসিনিয়ায় মারা যান। তাঁর পত্নী পরে হযরতের পত্নী হন। ওসমান আল্-হুওয়েরিস বাইজেন্টিয়ামে যান ও সেখানে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হন। কথিত আছে যে তিনি মক্কাজয়ের ষড়যন্ত্র করেছিলেন, আর মক্কার লোকদের তরফ থেকে কেউ তাঁকে বিষ দিয়ে হত্যা করে। যায়েদ বিন আমর সত্যের সন্ধানী হয়ে সিরিয়া ইরাক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি কন্যাহত্যা নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ, যদি জানতাম কেমন করে তোমার উপাসনা করলে তুমি খুশী হও তবে তাই আমি করতাম, কিন্তু আমি জানি না। ওমর (পরে দ্বিতীয় খলিফা) ছিলেন তাঁর সহোদর (কিন্তু দুইজন বিভিন্ন পিতার সন্তান) ; যায়েদ পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন এ জন্য তিনি তাঁর উপরে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, আর ছোকরাদের উসকিয়ে দিতেন যায়েদের উপরে অত্যাচার করার জন্য। বিদেশ থেকে মক্কায় ফিরবার পথে যায়েদ নিহত হন। ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে যায়েদের কবিতা ব'লে প্রচারিত অনেকগুলো লাইন আছে, সে সবের থেকে আমরা চার লাইন উদ্ধৃত করছি :

হে আল্লাহ্, এক দীনহীন কয়েদী আমি, আমার মুখ
ধুলায় লুটিয়ে ;
তোমার যা আদেশ তাই আমি পালন করবো ;
অহঙ্কার আমি চাই না, আমি চাই ভক্তির আশীর্বাদ —
যে পথিক দুপুরে চলেছে সে নয় তার মতো
যে আছে দুপুরে ঘুমিয়ে।

তাঁর সম্বন্ধে ওরাকার শোকগাথাও ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, তার চার লাইন এই :

তুমি ছিলে সম্পূর্ণ সত্য পথে হে যায়েদ,
তুমি এড়িয়ে গেছ দোযখের আগুন —
একমাত্র আল্লাহ্‌র সেবা করে'
আর মিথ্যা প্রতিমাদের বিসর্জন দিয়ে।

ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থেই আছে, হযরত ওমর একবার এই যায়েদ সম্বন্ধে হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আমরের পুত্র যায়েদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি কি ? হযরত বলেছিলেন : হ্যাঁ, কেননা, মৃতদের থেকে তাকে তোলা হবে একটি সমগ্র জাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে।

মার্মাডিউক পিক্‌থল বলেছেন, নবীত্ব লাভের পূর্বে হযরত ছিলেন হানিফিয়া-পন্থী।—হানিফিয়াদের মত অবশ্য তেমন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। তবে তাঁদের প্রতি, বিশেষ করে' যায়েদ বিন্ আমর্‌-এর প্রতি, হযরত যে বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা বোঝা কঠিন নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত দেখতে কেমন ছিলেন

হযরত দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদিস-সংগ্রহে ও চরিত-কথায় বহু বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় সে সবের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি।

হযরত দেখতে লম্বা ছিলেন না, খাটোও ছিলেন না। তিনি বলতেন : মধ্যমাকৃতিই ভালো।

তাঁর বর্ণ ছিল গৌর—গমের রঙের নয়, অত্যন্ত সাদাও নয়। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর বর্ণ ছিল রক্তাভ। তাঁর শরীরের যেসব অংশ বাতাসে ও রৌদ্রে উন্মুক্ত থাকতো, যেমন মুখ, ঘাড়, কান, সেসব ছিল রক্তাভ, আর যেসব অংশ বস্ত্রাবৃত থাকতো তা ছিল সম্পূর্ণ সাদা।

তাঁর কেশ ছিল কিছু কুঞ্চিত, যখন তিনি চুল আঁচড়াতেন তখন তাতে ঢেউয়ের ভাব দেখা দিত। তাঁর কেশ ছিল স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বিত।

তাঁর মুখ ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি সুন্দর—পূর্ণচন্দ্রের মতো। তাঁর প্রসন্নতা অথবা অপ্রসন্নতা ফুটে উঠতো তাঁর মুখে।

তাঁর কপাল ছিল চওড়া, আর ভ্রূ ছিল বাঁকানো আর সংযুক্ত। তাঁর দুই চোখ ছিল কালো, বড়, উন্মুক্ত—তাদের সাদা অংশে ছিল লালের ছোঁওয়া। তাঁর নাক ছিল সরল উঁচু সুগঠিত। তাঁর দাঁত ছিল কিছু ফাঁক ফাঁক ওষ্ঠাধর সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। তাঁর চিবুক কোমল ছিল না, ছিল দৃঢ়। তাঁর মুখাকৃতি লম্বা ছিল না, গোলাকারও ছিল না, তবে কিছু গোলাকার ছিল। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন, তা ছাঁটা হতো না ; তাঁর গোঁফ ছিল ছাঁটা। তাঁর ঘাড় ছিল অন্যদের চাইতে বেশি সুন্দর—লম্বাও নয়, খাটোও নয়, তার যে অংশে রোদ ও হাওয়া লাগতো তা ছিল সোনার-ছোঁওয়া-লাগা রূপার পাত্রের মতো। স্থূলতার দিক দিয়ে তাঁর দেহ ছিল মাঝারি রকমের, বৃদ্ধ বয়সেও তা ছিল পেশীযুক্ত। তাঁর পদক্ষেপ ছিল দৃঢ়—চলবার সময়ে তিনি সামনে কিছু ঝুঁকতেন।

বহু প্রাচীন বিবরণে আছে হযরত প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হলে। তার কয়েক বৎসর পূর্বে থেকেই ধ্যানের দিকে তাঁর প্রবণতা বেড়ে যায়। ইব্‌নে ইসহাকে আছে : হযরত বৎসরে একমাস হেরা পর্বতে নির্জনে প্রার্থনা করতেন আর যেসব দরিদ্র তাঁর কাছে আসতো তাদের খাবার দিতেন। একমাস পূর্ণ হলে নির্জন বাস ত্যাগ করে গৃহে ফিরে সাত বার অথবা আরো বেশি বার কাবা প্রদক্ষিণ করতেন।

প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ

কোর্‌আনে আছে রমযান মাসে কোর্‌আন প্রথম অবতীর্ণ হয়। হযরতের প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের বিবরণ আমরা ইব্‌নে ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করছি :

রমযান মাসে হযরত হেরা পর্বতে গেলেন তাঁর পরিবার সঙ্গে নিয়ে। রাত্রি হলে জিব্রিল তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র আদেশ আনে। হযরত বলেছেন : জিব্রিল যখন এসেছিল একটি নক্‌সা-বোনা চাদর গায়ে দিয়ে, তাতে—কিছু লেখা ছিল, তখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম। সে বল্লে : পড়ো। আমি

বল্লাম : কি পড়বো ? সে তার চাদর সমেত আমাকে এমন চেপে ধরলো যেন আমার মৃত্যু হলো, তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে : পড়ো। আমি বল্লাম : কি আমি পড়বো ? সে পুনরায় আমাকে সেই চাদর সমেত চেপে ধরলো, আমার মনে হলো আমার যেন মৃত্যু হলো, তারপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে : পড়ো। আমি বল্লাম : কি আমি পড়বো ? সে আমাকে তৃতীয়বার সেই চাদর সমেত চেপে ধরলো, ফলে আমার মনে হলো আমার মৃত্যু হলো, আর বল্লে : পড়ো ? আমি বল্লাম : কি তবে পড়বো। আর এই কথা আমি বল্লাম তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাছে সে পুনরায় আমার প্রতি তেমনি আচরণ করে। সে বল্লে :

> ইক্‌রা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা ... পড়ো তোমার পালয়িতার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পড়ো—আর তোমার পালয়িতা মহাসম্মানিত—যিনি শিখিয়েছেন লেখনীর যোগে, শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। ...

তাই আমি তা পড়লাম আর সে আমার কাছ থেকে চলে গেল। আর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, আর এই কথাগুলো যেন আমার হৃদয়ের উপরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছ থেকে কেউই বেশি ঘৃণিত ছিল না একজন ভাবোন্মত্ত কবির চাইতে অথবা একজন ভূতে-পাওয়া অথবা জিনে-পাওয়া লোক থেকে। আমি তাদের দিকে তাকাতে পারতাম না। আমি ভাবলাম—হায় আমার দুর্ভাগ্য, হলাম কি না একজন কবি, অথবা জিনে বা ভূতে পাওয়া—কোরেশ আমার সম্বন্ধে এমন কথা কখনো না বলুক। আমি চড়বো পাহাড়ের চূড়ায় আর সেখান থেকে নিজেকে ফেলে দেবো নিচে যেন আমি নিজেকে হত্যা করতে পারি ও শান্তি পেতে পারি। সেজন্য আমি তাই করতে চললাম ; আর যখন পাহাড়ের মধ্যপথে গিয়েছি তখন শুনলাম আকাশ থেকে একটি কণ্ঠ বলছে : হে মোহম্মদ, তুমি এই যুগের পয়গাম্বর আর আমি জিব্রিল। আমি আকাশে দিকে মাথা তুললাম কে কথা কইছে তাই দেখতে। আর দেখলাম মানুষের রূপ ধরে জিব্রিল দিগন্তে দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে : হে মোহম্মদ, তুমি আল্লাহ্‌র রসুল আর আমি জিব্রিল।[৬]

আমি দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। সামনেও এগোলাম না পিছনেও হঠলাম না। আর এতে আমার সংকল্পের পরিবর্তন হলো। তারপর আমি তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু আকাশের যেদিকেই তাকালাম পূর্বের মতো তাকে দেখলাম আমার সামনে। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম, এগোলাম না পিছেও হঠলাম না। খদিজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা মক্কার টিলায় উঠে তাঁর কাছে ফিরে গেল। আমি সেখানে দাঁড়িয়েই রইলাম। তারপর সে আমার কাছ থেকে চলে গেল, আর আমিও ফিরে পরিজনের কাছে এলাম। আমি খদিজার কাছে গিয়ে তাঁর উরু ঘেঁষে বসলাম। তিনি বল্লেন : আবুল কাসেম, আপনি কোথায় ছিলেন ? আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আমার লোকদের পাঠিয়েছিলাম আপনার খোঁজে, তারা মক্কার টিলা ঘুরে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি বল্লাম, হায়, আমি কবি হয়েছি অথবা আমাকে জিনে অথবা ভূতে পেয়েছে। খদিজা বল্লেন : হে আবুল কাসেম, তা থেকে আমি আল্লাহ্‌তে আশ্রয় নিই—আল্লাহ কখনো আপনার প্রতি এরূপ ব্যবহার করবেন না, কেননা তিনি জানেন আপনার সত্যবাদিতা, অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আপনার উত্তম চরিত্র আর আপনার দয়া। এ কখনোই হতে পারে না প্রিয়তম। হয়ত আপনি কিছু দেখেছেন। আমি বল্লাম : হাঁ আমি দেখেছি। তারপর তাঁকে বল্লাম কি আমি দিখেছি। তিনি বল্লেন : আমার পিতৃব্য-পুত্র, আনন্দিত হোন আর আশ্বস্ত হোন, যাঁর হাতে খদিজার জীবন তাঁর শপথ কোরে বলছি নিশ্চয় আপনি এই জাতির নবী হবেন।

---

৬. কোর্‌আনে আছে : নিঃসন্দেহ তিনি তাকে দেখেছিলেন স্পষ্ট আকাশ প্রান্তে — (৮১ : ২৩)।

এরপর হযরত খদিজা তাঁর আত্মীয় সুপণ্ডিত ওরাকা বিন্ নওফলের কাছে গিয়ে হযরত সম্পর্কিত সব ব্যাপার বিবৃত করলেন। ওরাকা বলে উঠলেন : কদ্দুস কদ্দুস (পবিত্র পবিত্র), যাঁর হাতে ওরাকার জীবন তাঁর শপথ, হে খদিজা, তুমি যদি আমাকে সত্য বলে' থাকো তবে তাঁর কাছে সব চাইতে বড় নামুস (অর্থৎ জিব্রিল) এসেছে যে এর পূর্বে এসেছিল মূসার কাছে, আর নিঃসন্দেহ তিনিই এই জাতির পয়গাম্বর, তাঁকে আশ্বস্ত হতে বলো। এরপর হযরতের সঙ্গে ওরাকার দেখা হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কি তিনি দেখেছেন, আর তাঁর কাছ থেকে সব শুনে তাঁকে আশ্বস্ত হতে বল্লেন ; আর বল্লেন : তোমার কাছে শ্রেষ্ঠতম নামুস এসেছে, যে এসেছিল মূসার কাছে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, অপমানিত করবে, তাড়িয়ে দেবে, আর তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। নিশ্চয় সেই সময় পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি আমি আল্লাহ্কে সাহায্য করবো সেইভাবে যা তিনি জানেন। তারপর ওরাকা নিজের মাথা হযরতের কাছে এনে তাঁর ললাট চুম্বন করলেন ও বাড়ী চলে গেলেন। ওরাকার কথায় হযরতের আত্মবিশ্বাস বাড়লো, আর তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা হলো।

হযরতের প্রথম প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে বলা হয়েছে :

"হযরত এই বাক্যগুলি (পূর্বোক্ত পাঁচটি আয়াত) লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেনে। তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল—তিনি খদিজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। খদিজার তাহাই করিলেন। তারপর সেই ত্রাস দূর হইয়া গেলে, হযরত খদিজাকে হেরার সমস্ত বিবরণ অবগত করিয়া বলিলেন—'আমার নিজের সম্বন্ধে ভয় হইতেছে।' তখন খদিজা বলিলেন—'কখনই নহে, আল্লাহ্র দিব্য, তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করিবেন না।

... অতঃপর খদিজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় খুল্লতাত পুত্র অর্কা–বেন–নওফলের নিকট লইয়া গেলেন ... কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই অর্কা পরলোক গমন করিলেন।

বোখারীতে এই সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লেখিত হইয়াছে যে, অহি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর হযরতের ত্রাস ও চিন্তা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি মধ্যে মধ্যে পর্বত শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু বোখারীর বর্ণিত হাদিসের এই অংশটুকু হযরতের বা বিবি আয়েশার এমনকি তাঁহার পরবর্তী রাবিরও (বর্ণনকারীরও) উক্তি নহে। ইহা তৃতীয় বর্ণনাকারী জোহ্রীর বর্ণনা। এমাম বোখারীর এই অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নহে।" প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইব্নে ইসহাক লিখেছেন : প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি এক কষ্টকর ভার—কেবল সবল সংকল্পবান বাণীবাহকরাই আল্লাহ্র সহায়তায় ও কৃপায় তা বহন করতে পারেন।[৭]

প্রথম আয়াতগুলো পাবার পরে হযরতের কাছে কিছুদিন কোনো বাণী আসে নি ; এতে তাঁর চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় "একদিন হঠাৎ তিনি পূর্ববৎ সেই পরিচিত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিলেন, স্বর্গ মর্তের মধ্যস্থলে এক আসনের উপর উপবিষ্ট—হেরার পূর্ব পরিচিত সেই ফেরেশতা। তখনও তাঁহার ত্রাস হইল এবং তিনি বাটীতে আসিয়া পূর্ববৎ কাপড় গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হইল।[৮]

---

৭. প্রত্যাদেশ স্বতঃই অনুবৃত্তিতে এবং চতুর্থ খণ্ডেও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

৮. দ্র: মোস্তফা-চরিত।

হে পোষাক-পরিহিত,
ওঠো, তারপর সতর্ক করো ;
আর তোমার প্রতিপালক—তাঁর মহিমা কীর্তন করো,
আর তোমার পোষাক—তা পবিত্র করো,
আর কদর্যতা— পরিহার করো,
আর অনুগ্রহ করো না পুনরায় বেশি পাবার জন্য,
আর তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো ...

গোপনে ধর্মপ্রচার

হযরত যে নব ধর্মজীবনের বাণী লাভ করলেন তাতে প্রথম আস্থাবতী হলেন তাঁর পত্নী হযরত খদিজা। তাঁর সম্বন্ধে ইব্‌নে-ইসহাক বলেছেন : তিনিই প্রথম আল্লাহ্‌তে, তাঁর রসুলে, আর তাঁর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তিনি কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচারিণী অথবা তাঁতে অনাস্থাবতী হয়ে তাঁকে দুঃখিত করেন নি, বরং তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যখন তিনি গৃহে ফিরেছিলেন। তিনি তাঁর বলবৃদ্ধি করেছিলেন, তাঁর বোঝা হাল্কা করেছিলেন, তিনি তাঁর সত্য প্রচার করেছিলেন, আর লোকদের বিরোধিতা তুচ্ছ করেছিলেন।

হযতর খদিজার পরে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলী—তখন তিনি দশ বৎসরের বালক। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইব্‌নে ইসহাকে বলা হয়েছে :

দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত তাঁর চাচা আল্-আব্বাসকে বল্লেন (তিনি ছিলেন হাশিম গোত্রে সব চাইতে সঙ্গতিসম্পন্ন) তাঁর চাচা আবু তালেবের পরিজনের কিছু অংশের ভার নিয়ে তাঁকে সাহায্য করা সঙ্গত। আল্-আব্বাস রাজী হলে তাঁকে দেওয়া হলো আবু তালেবের পুত্র জাফরের ভার আর হযরত নিলেন আলীর ভার। সেই থেকে আলী হযরতের পরিবারভুক্ত হলেন। প্রত্যাদেশ লাভের পরে হযরত নামায পড়তে মক্কার কোনো সংকীর্ণ উপত্যকায় চলে যেতেন আলীকে সঙ্গে নিয়ে, সেখানে নামায পড়ে সন্ধ্যায় তাঁরা গৃহে ফিরতেন। তখন হযরতের এইভাবে নামায পড়ার কথা বাইরের কেউ জানতো না। একদিন আবু তালেব তাঁদের এইভাবে নামায পড়তে দেখে হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন : ভাই-পো, তোমরা যে ধর্মকর্ম করছ এটা কি? তিনি বল্লেন : চাচা, এই ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের, তাঁর রসুলদের, আর এই ধর্ম হচ্ছে আমাদের পিতা ইব্রাহিমের। মতান্তরে তিনি বলেছিলেন : আল্লাহ্ আমাকে মানুষদের কাছে পয়গাম্বররূপে পাঠিয়েছেন, আর আপনি আমার চাচা সেজন্য সব চাইতে সঙ্গত যে আপনাকে জানাবো সত্য ও পথনির্দেশের কথা। তাঁর চাচা উত্তর দিয়েছিলেন : আমার পূর্বপুরুষ যে ধর্ম অনুসরণ করেছেন তা আমি ছাড়তে পারি না, তবে আল্লাহ্‌র শপথ করে' বলছি আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমার কোনো বিপদ ঘটতে দেবো না। তাঁর পুত্র আলীকেও তিনি তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর তাঁর উত্তর শুনে বলেছিলেন : সে (মোহম্মদ) তোমাকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করবে না যা ভালো নয়, কাজেই তার সঙ্গে থাকো।

আলীর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন যায়েদ। যায়েদ প্রথমে ছিলেন হযরত খদিজার দাস, তিনি তাঁকে উপহার দেন হযরতকে। হযরত যায়েদকে মুক্তি দিয়ে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

যায়েদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরতের বন্ধু হযরত আবু বকর। তিনি হযরতের চাইতে বছর দুয়েকের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত সওদাগর, সততার জন্য তাঁর বিশেষ

সম্মান ছিল। তিনি কোরেশদের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সব চাইতে ওয়কিফহাল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ধীরতা ও বিজ্ঞতাও সুপরিচিত ছিল। হযরত যখন প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন ও কোর্‌আনের যে অংশ সেই সময় পর্যন্ত তাঁর লাভ হয়েছিল তা পড়ে শোনালেন, আর বল্লেন যে এক আল্লাহ্‌র বশ্যতা স্বীকার আর বিভিন্ন দেবতার পূজা পরিত্যাগ এই তাঁকে আদেশ করা হয়েছে, তখন কিছুমাত্র দ্বিধা না করে হযরত আবু বকর হযরতের প্রেরিতত্বে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করলেন শুধু আস্থা স্থাপন নয়, তখন পর্যন্ত ইসলাম প্রকাশ্য ভাবে প্রচারিত হচ্ছিলো না, হযরত আবু বকর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের প্রকাশ্য ভাবে ইসলামে আহ্বান করতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধে যাঁরা সেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে এই পাঁচ জন বিশেষ খ্যাতনামা : ওসমান বিন্ আফফান (পরে তৃতীয় খলিফা) ; আয্‌যুবের বিন্ আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন্ আউফ, সাদ বিন্ আবু ওক্কাস, তাল্‌হা বিন্ উবায়দুল্লাহ। এঁদের মধ্যে ওসমানের বয়স এই সময়ে ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, তাল্‌হা ছিলেন হযরতের চাইতে দশ বৎসরের ছোট। অবশিষ্ট তিনজন ছিলেন তরুণবয়স্ক।

হযরত তাঁর নবীত্ব লাভের অতিপ্রাথমিক যুগে যেসব প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন তার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি। কোর্‌আনের আম্‌পারায়—শেষ খণ্ডে—সেই অতিপ্রাথমিক যুগের প্রত্যাদেশ আরো পাওয়া যাবে। সেইসব বাণীতে দেখা যায়, নবীত্বের সূচনায় হযরতের লাভ হয়েছে আল্লাহ্‌র একত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, আর মানুষকে যে তার জীবনের মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আর তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে সেসব কথাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ; যারা দুঃস্থ ও বঞ্চিত তাদেরও প্রতি যে মানুষের বিশেষ কর্তব্য আছে কোনো কোনো সূরায় তারও স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবু তাঁর নবীত্ব লাভের পরে প্রথম তিন বৎসর তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর লব্ধ বাণী প্রচার করেন নি।

প্রকাশ্য প্রচারের ফল

ইব্‌নে ইসহাকে আছে :

লোকেরা, নারী পুরুষ উভয়েই, ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। তাতে এর কথা মক্কাময় রাষ্ট্র হলো। তখন আল্লাহ্ নবীকে আদেশ দিলেন যে-সত্য তাঁর (নবীর) লাভ হয়েছে তা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে : আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সাবধান করো ; আর তোমার ডানা আনত করো (করুণায়) সেই বিশ্বাসীদের প্রতি যারা তোমার অনুসরণ করে (২৬ : ২১৪-২১৫)।

এই বাণী লাভ করে হযরত আলীকে বল্লেন, আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন আমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করতে, কিন্তু এই দায়িত্ব আমার সাধ্যের অতিরিক্ত ; আমি জানি তাদের কাছে এই বাণী প্রচার করলে আমি তাদের খুব অপ্রিয় হবো ; তাই আমি কিছু বলি নি ; কিন্তু জিব্রিল এসে আমাকে বল্লে যে আমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা যদি আমি পালন না করি তবে আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দেবেন। সেজন্য, তিনি আলীকে কয়েকটি ছোটখাটো ভোজের আয়োজন করতে বল্লেন তাঁর পরিজনদের জন্য। অভ্যাগতদের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের পরে হযরত তাদের কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু আবু লাহাবের বাধা দানের ফলে সেদিন আর তাঁর কিছু বলা হলো না। এরপরে আর একদিন হযরত তাদের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন ভোজনের পরে তাদের সম্বোধন করে তিনি বলতে পারলেন : "হে আবদুল মোত্তালেবের সন্তানগণ, আমি কোন আরবকে জানি না যে তার জাতির কাছে আমার চাইতে ভালো বাণী নিয়ে এসেছে। আমি

তোমাদের কাছে এনেছি তাই যা ভালো ইহকালে আর পরকালে, আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাদের তাঁর দিকে আহ্বান করতে ...।" কিন্তু তাঁর লোকেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না।

এই প্রচারের আদেশ অবতরণ সম্বন্ধে বুখারীতে আছে : এই বাণীর অবতরণ হলে হযরত সাফা পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে কোরেশ বংশের সব গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন, আর যখন সেইসব গোত্রের প্রতিনিধিরা সমবেত হলো—তাদের মধ্যে হযরতের কড়া বিরোধী আবু লাহাবও ছিল—তখন হযরত তাদের বল্লেন : আমি যদি বলি যে এক সৈন্যদল উপত্যকার মধ্যে লুকিয়ে আছে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য তাহলে তোমরা আমার সেই কথা কি বিশ্বাস করবে? তারা সবাই একবাক্যে বল্লে : হাঁ, কেননা তোমার মুখ থেকে কখনো আমরা সত্য ভিন্ন মিথ্যা কিছু পাই নি। হযরত বল্লেন : তবে জেনে রাখো তোমাদের জন্য যে সংকট এগিয়ে আসছে আমি সে সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছি। বদমেজাজী আবু লাহাব বলে উঠলো : তোমার মরণ হোক—এইজন্য তুমি আমাদের একত্রিত করেছ।

প্রকাশভাবে প্রচার আরম্ভ করার পূর্বে হযরতের জন চল্লিশেক শিষ্য লাভ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দুঃস্থদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কোর্‌আনের কয়েক জায়গায় আছে ক্ষমতাগর্বী কোরেশ বিদ্রূপ করে বলছে, মক্কায় আর তায়েফে আল্লাহ্‌র বাণী লাভ হ'ল কিনা মোহম্মদের, সেখানকার কোনো প্রধানের তা লাভ হ'ল না, আর সেই বাণীর ধারক ও বাহক হ'ল তারা যাদের কিছুই নেই।

প্রকাশ্যভাবে এই ধর্মের প্রচার আরম্ভ করতে গিয়ে হযরতকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হলো তা অত্যন্ত প্রবল। তাঁর স্বজাতি ছিল ক্ষমতা-গর্বে অন্ধ, আর ছিল ঘোর ইহবাদী—মৃত্যুতেই জীবনের শেষ এই ছিল তাদের স্থির ধারণা। কাজেই মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিনে তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে, তাদের কৃত কার্যের বিচার হবে, আর তাদের নানা পাপের জন্য কঠিন শাস্তি লাভ হবে, এসব তাদের জন্য ছিল অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথা। কোর্‌আনের বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। হযরতের প্রচারিত এইসব কথা প্রথমতঃ তারা ঠাট্টা তামাসা করে উড়িয়ে দিতে চাইল; বল্লে : লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; বল্লে : এসব সেকালের লোকদের গল্পগুজব; বল্লে : লোকটা গণৎকার। তবুও যখন দেখলে লোকেরা তাঁর কথার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তখন বল্লে : লোকটা বড়দরের যাদুকর। স্বজাতির তরফ থেকে আসা এমন অপমান ও উপেক্ষা হযরতকে কতটা বিঁধতো কোর্‌আনের বহু বাণীতে তারও পরিচয় আছে। কিন্তু হযরত অসাধারণভাবে শান্ত ও কোমল প্রকৃতির লোক হলেও সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে ছিলেন অনমনীয়। কন্যাহত্যা, অনাথ ও নিঃস্বদের প্রতি অবিচার, ব্যাপক দায়িত্বহীনতা, জাতির এইসব বড় বড় পাপের প্রতি উদাসীন থাকা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। ফলে অল্পদিনেই পরিস্থিতি কেমন ঘোরালো হলো কোর্‌আনের বহু আয়াতে তার পরিচয় আছে। আমরা অতিপ্রাথমিক মক্কীয় সূরা আল্-কলম্ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

> তোমার পালয়িতার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। আর নিঃসন্দেহ তোমার পুরস্কার হবে অব্যাহত। আর নিঃসন্দেহ তুমি মহৎ চরিত্রের।
>
> ফলে তুমি দেখবে আর তারাও দেখবে তোমাদের মধ্যে কে উন্মত্ত।
> নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট আর তিনি ভালো জানেন পথে চালিতদের।
>
> অতএব অন্যায়কারীদের অনুবর্তী হয়ো না। তারা চায় তুমি নমনীয় হও তবে তারাও নমনীয় হবে।

> আর অনুগত হয়ো না প্রত্যেক হীন শপথকারীর—নিন্দুকের, যে নিন্দা করে' বেড়াচ্ছে, কল্যাণের নিষধকারীর, সীমা অতিক্রমকারীর, পাপীর, নীচের, এসব ভিন্ন, অসৎ চরিত্রের।
>
> এই জন্য যে সে বিত্তবান আর সন্তানসন্ততিযুক্ত—যখন আমার নির্দেশাবলী তার কাছে পড়া হয় সে বলে : সেকালের লোকদের গল্প। আম দাগ দেবো তার উঁচু নাকে।[৯]
>
> নিশ্চয় আমি তাদের পরীক্ষা করবো যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের যখন তারা সংকল্প করেছিল যে তারা নিশ্চয় ভোরে ফসল কাটবে ...

জাতির বহুদেববাদ হযরতের গভীর অসন্তোষের কারণ হয়েছিল তা বোঝা যায় সহজেই। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো একটি বড় ব্যাপার। সেই ব্যাপারটি এই যে, তাঁর জাতির বিচিত্র প্রতিমাপূজার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল শুধু বিচিত্র অজ্ঞানতার নয়, বিচিত্র দুষ্কৃতিরও। কাজেই তার সঙ্গে কোনো আপোসের উপায় তিনি দেখেন নি। সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকরা অর্থাৎ কল্যাণ প্রচারকরা অন্যায়ের প্রতিকার সম্বন্ধে আপোসহীন।

অল্পদিনেই কোরেশদের একটি গণ্যমান্য দল হযরতের চাচা আবু তালবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলে যে তাঁর ভাই-পো মোহম্মদ তাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম, তাদের চিরাচরিত জীবনধারা, এসবের নিন্দা করছে, বলছে, এসব ভুল, আবু তালেব তাকে এসব বলতে নিষেধ করুন অথবা তাকে তাদের হাতে দিন। আবু তালেব নরম কথায় তাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন। তারা সে যাত্রায় চলে গেল।

কিন্তু হযরতের প্রচার চলতেই লাগল। এরপর অন্য একদিন কোরেশ প্রধানরা আবু তালেবকে এসে বল্লে : আবু তালেব, আমাদের মধ্যে তোমার মর্যাদা উঁচু, তোমাকে বলেছি তোমার ভাইপো'র কার্যকলাপের কথা, কিন্তু তুমি কিছুই করো নি। আল্লাহ্‌র দিব্য আমাদের পূর্বপুরুষদের যে এমন নিন্দা করা হবে, আমাদের আচরণ নিয়ে তামাশা করা হবে, আমাদের দেবতাদের অপমান করা হবে, এ আমরা সহ্য করতে পারছি না। যদি তুমি তার কার্যকলাপ বন্ধ না কর তবে তোমাদের দুই জনের বিরুদ্ধেই আমরা যুদ্ধ করবো যে পর্যন্ত না একপক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়।—ব্যাপারের গতি দেখে আবু তালেব দুঃখিত হলেন। তিনি হযরতকে ডাকালেন ও তাঁকে বল্লেন, আমাকে বাঁচাও আর নিজেও বাঁচো, আমার উপরে এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার সাধ্য আমার নেই।—হযরতের মনে হলো তাঁর চাচা তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করছেন। তিনি উত্তর দিলেন : চাচা, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁ হাতে চাঁদ দেয় এই শর্তে যে আমি এই প্রচারধারা ত্যাগ করবো তবু আমি এই ধারা ত্যাগ করবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ এই ধারাকে জয়ী করেন, অথবা আমার মৃত্যু হয়। বলে' তিনি কেঁদে ফেললেন ও উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চাচা তাঁকে ডেকে বল্লেন : ভাইপো, ফিরে এসো। ফিরে এলে তিনি তাঁকে বল্লেন : যা তুমি ইচ্ছা করো প্রচার করো, আল্লাহ্‌র দিব্য আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করবো না।[১০]

যখন কোরেশরা দেখলে আবু তালেব কিছুতেই মোহম্মদকে ত্যাগ করবেন না তখন উমারা নামের একজন সুদর্শন যুবককে সঙ্গে নিয়ে বল্লে : আবু তালেব, এই উমারা কোরেশদের মধ্যে সব চাইতে বলবান ও সুদর্শন যুবক, তুমি তাকে আপন পালিত পুত্র রূপে গ্রহণ করো আর যে আমাদের ধর্ম আমাদের পূর্বপুরুষের আচার এসবের বিরুদ্ধাচারী, আমাদের স্বজাতির ঐক্যকে যে

---

৯. ওয়ালিদ্ বিন্ মুগিরার নাক ছিল উঁচু — বদরের যুদ্ধে সে নাকে আঘাত পায়।
১০. ইব্‌নে ইস্‌হাক দ্রষ্টব্য।

নষ্ট করেছে, তোমার সেই ভাইপোকে আমাদের দাও, আমরা তাকে হত্যা করবো, আমরা প্রাণের বদলে প্রাণ দিচ্ছি। আবু তালেব বল্লেন : আল্লাহ্‌র দিব্য, এই নিন্দনীয় কাজের ভার আমার উপরে তোমরা চাপিয়েছ। তোমরা তোমাদের সন্তানকে আমাকে দিচ্ছ তাকে আমি খাওয়াবো পরাবো সেই জন্য আর আমার সন্তানকে তোমরা নিচ্ছ তাকে হত্যা করার জন্য ! আল্লার শপথ, এ কখনো হবে না।—এমনি ক'রে অবস্থা দিন দিন আরো ঘোরালো হতে লাগলো।

এরপর কোরেশদের কাজ হলো যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের উপরে অত্যাচার চালানো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা তাদের মধ্যেকার মুসলমানদের উপরে মারধোর শুরু করলো। অসহায় দাসদের উপরে তো লোমহর্ষক অত্যাচার চলতে লাগলো। "মোস্তফা চরিতে" তার কিছু কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। এই পরিস্থিতিতে আবু তালেব হাশিম ও মোত্তালেব বংশের স্বজনদের ডেকে বললেন মোহম্মদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁকে সহায়তা করতে। তারা সবাই সম্মত হলো—আবু লাহাব ভিন্ন।

তাঁর গোষ্ঠীর লোকেদের আনুকূল্য

মনীষী ইব্‌নে খলদুন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-তত্ত্ব 'মুকাদ্দিমা'য় বলেছেন, কোনো ব্যাপক কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এই যে সেই প্রচেষ্টা সমর্থন পাবে একটি সুসংবদ্ধ দলের। এই সম্পর্কে তিনি হযরতের প্রতি তাঁর স্বজনগণের আনুকূল্য দানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় সত্যের পরিমাণ যথেষ্ট, কেননা হযরতকে হত্যা করতে কোরেশরা সাহস করে নি তাঁর রক্ষার জন্য তাঁর স্বজনরা যে সংঘবদ্ধ ছিল সেই কারণে। তাহলেও হযরতকে নানাভাবে নিগৃহীত করতে কোরেশরা কসুর করে নি। একদিন কাবায় কোরেশরা হযরতের উপরে এমনি নিগ্রহ চালিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন আবু বকর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাদের হাত থেকে হযরতকে নিষ্ক্রান্ত করেন। কিন্তু হযরতকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

হাম্‌যার ইসলাম গ্রহণ

অন্য একদিন আবু জেহেল হযরতকে খুব অবমাননাকর কথা বলে, তাঁর প্রচারিত ধর্মের কুৎসা করে, ও এইভাবে তাঁকে যারপর নাই অপমান করে। কিন্তু হযরত একটি কথাও না বলে আবু জেহেল ও তার দলবলের কাছ থেকে বাড়ী চলে যান। আবদুল মোত্তালেবের কনিষ্ঠ পুত্র বীরবর হাম্‌যা তখন শিকার করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এলে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী হাম্‌যাকে বলে আবু জেহেল কিভাবে হযরতকে অপমান করেছে, আর দুঃখ প্রকাশ করে এই বলে যে তাঁর সহায়-স্বজন থাকতেও তাঁকে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। হাম্‌যা কালবিলম্ব না ক'রে কাবায় আবু জেহেল যেখানে বসে ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন আর সোজা তার সামনে গিয়ে তাঁর ধনুক দিয়ে তাকে জোরে আঘাত করে' বলেন : তুমি কি তাকে অপমান করবে যখন আমি তার ধর্ম গ্রহণ করবো আর বলবো সে যা বলে? যদি পার আমাকে প্রতিঘাত করো। আবু জেহেলকে সাহায্য করার জন্য কেউ কেউ দাঁড়ালো, কিন্তু আবু জেহেল বল্লে : হাম্‌যাকে কিছু বোলো না, আল্লাহ্‌র শপথ আমি তার ভাইপোকে খুব অপমান করেছি। এরপর হাম্‌যা অচিরে ইসলাম গ্রহণ করেন, আর তার ফলে হযরতের পক্ষের বলবৃদ্ধি হয়।

উৎবা বিন্ রাবিয়া-র প্রচেষ্টা

হযরতের অনুবর্তীদের দল শক্তিশালী হচ্ছে দেখে উৎবা বিন্ রাবিয়া নামে একজন কোরেশ-প্রধান কৌশলে হযরতকে বশীভূত করার কথা ভাবে। কোরেশদের সম্মতি নিয়ে সে হযরতের কাছে গিয়ে বলে : ভাইপো, তুমি আমাদের আপন জন, আমাদের মধ্যে সব চাইতে সেরা বংশের সন্তান, তুমি তোমার জাতির কাছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে তোমার জাতির লোকেদের মধ্যে মনান্তর দেখা দিয়েছে ; তাদের আচার-আচরণকে তুমি বিদ্রূপ করছ, তাদের দেবতা ও ধর্ম সম্বন্ধে অপমানকর কথা বলছ, আর তাদের পূর্বপুরুষদের বলছ ধর্মহীন ; সেজন্য আমি কিছু বলতে চাচ্ছি, তুমি তা শোনো, হয়ত আমার কোনো কথা তুমি গ্রহণ করতে পারবে। হযরত তার কথা শুনতে স্বীকৃত হলে সে বল্লে : যদি তুমি অর্থ চাও তবে আমরা অর্থ সংগ্রহ ক'রে তোমাকে আমাদের মধ্যে সব চাইতে ধনী করবো, যদি সম্মান চাও, তবে তোমাকে আমাদের প্রধান করবো, তোমার কথার উপরে কারো কথা চলবে না, যদি রাজত্ব চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা করবো, আর যে ভূতটা তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখো, যদি তার হাত থেকে রেহাই পেতে না পারো তবে আমরা তোমার জন্য চিকিৎসক ডাকবো আর আমাদের যথাসাধ্য ব্যয় করে' তোমার চিকিৎসা করাবো। এই ধরনের কথা সে অনেকক্ষণ ধরে' বললো। হযরত ধীর ভাবে তার কথা শুনে বল্লেন : এখন আমার কথা শোনো। এই বলে তিনি কোর্‌আন শরীফের 'হা মীম' সূরার সূচনা থেকে পড়তে আরম্ভ করলেন :

> করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে
>
> হা-মীম—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্। একটি অবতরণ করুণাময় কৃপাময় থেকে—একটি গ্রন্থ যার নির্দেশগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে ; একটি আরবী কোর্‌আন্ (ভাষণ) সেই লোকদের জন্য যারা জানে—সুসংবাদ ও স্মারক, কিন্তু তাদের অনেকেই ফিরে যায়, ফলে তারা শোনে না। আর তারা বলে : আমাদের হৃদয় আবরণে রক্ষিত তা থেকে যাতে তুমি (হে মোহাম্মদ) আমাদের ডাকো, আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর আমাদের ও তোমার মধ্যে রয়েছে একটি পর্দা, সেজন্য কাজ করে যাও আমরাও কাজ করছি। বলো : আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, আমাতে প্রত্যাদিষ্ট হয় যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, সেজন্য তাঁর দিকে সরল পথে চলো আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর দুর্ভাগ্য বহুদেববাদীরা—
>
> যারা যাকাত দেয় না, আর তারা অবিশ্বাসী পরলোক সম্বন্ধে।
>
> নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার যা রুদ্ধ হবে না।

হযরত আবৃত্তি করে' চল্লেন। উৎবা তার পীঠের দিকে দুই হাত রেখে তার উপরে ভর করে' মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলো। হযরত আবৃত্তি করতে করতে ৩৭ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেই আয়াতটি এই :

> আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত হচ্ছে রাত্রি ও দিন আর সূর্য ও চন্দ্র ; সেজদা (প্রণতি) কোরো না সূর্যকে ও চন্দ্রকে, আর সেজদা করো আল্লাহ্‌কে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন যদি তাঁরই উপাসনা তোমরা করো।

এই আয়াত পাঠ করার পরে হযরত সেজদা করলেন। তারপর উৎবাকে বল্লেন : ওলিদের পিতা, তুমি তো শুনলে, এরপর কি করবে তা তোমাদের উপরে নির্ভর করছে। উৎবা যখন তার দলবলের কাছে ফিরে গেল তারা তার মুখে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ভাব লক্ষ্য করলো—তারা জানতে চাইলে কি ঘটেছে। উৎবা বল্লে সে এমন সব কথা শুনেছে যা পূর্বে কখনো শোনে নি, সে সব কবিতা নয়, মন্ত্র নয়, জাদুও নয়। সে বল্লে : আমার কথা শোনো আর আমি যা করছি তাই

করো—এই লোককে তার মতো থাকতে দাও, আল্লাহ্‌র শপথ, যেসব কথা আমি শুনেছি তা দিকে দিকে প্রচারিত হবে, যদি অন্য আরবরা তাকে হত্যা করে তবে অন্যেরাই তার হাত থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলে, আর যদি সে আরবদের উপরে জয়ী হয় তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদের রাজত্ব তার ক্ষমতা হবে তোমাদের ক্ষমতা আর তার ভিতর দিয়ে তোমাদের সুদিন আসবে।

তারা বল্লে : সে তার কথা দিয়ে তোমাকে ভুলিয়েছে। উৎবা বল্লে : আমার মত তোমাদের জানালাম—যা ভালো বোঝো করো।

কোরেশদের বিচিত্র প্রচেষ্টা

এরপর কোরেশরা চেষ্টা করলে নানা তর্ক তুলে হযরতকে তাঁর প্রচার থেকে নিবৃত্ত করতে। তারা হযরতকে অর্থ দেবার ক্ষমতা দেবার প্রলোভন দেখালে, তিনি বার বার সে সব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তারা বল্লে : মোহম্মদ, তুমি তো আমাদের কোনো কথাই শুনছ না, আচ্ছা তুমি তো জানো কোনো জাতিরই আমাদের চাইতে চাষের জমি ও পানীয় জল কম নেই আর আমাদের চাইতে কষ্টে কেউ দিন কাটায় না, তাহলে তোমার যে প্রভু তোমাকে পাঠিয়েছেন তিনি এই পাহাড়গুলো আমাদের চারিদিক থেকে দূর ক'রে দিন, আর আমাদের দেশকে সমতল করুন, আর তাতে সিরিয়া ও ইরাকের মতো নদী বইয়ে দিন, আর আমাদের সেকালের সম্মানিত গোষ্ঠীপতি কুসাঈ-বিন্-কিলাবকে পুনর্জীবিত করুন আর তিনি এসে আমাদের বলুন তুমি যা বলছ তা সত্য কি না, তাহলে তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করবো, আমরা জানবো আল্লাহ্‌র কাছে তোমার কি মর্যাদা, আর সত্যই তিনি তোমাকে একজন রসুল (বাণীবাহক) ক'রে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত উত্তর দিলেন : তিনি এ সবের জন্য প্রেরিত হন নি ; তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বাণী, তারা তা গ্রহণ করে' লাভবান হতে পারে অথবা প্রত্যাখ্যান করে' আল্লাহ্‌র বিচারের প্রতীক্ষা করতে পারে। কোরেশরা বল্লে : তিনি (হযরত) যদি তাদের জন্য কিছু না করতে পারেন তবে নিজের জন্য কিছু করুন—আল্লাহ্‌কে তিনি বলুন যে তিনি তাঁর জন্য একজন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিন তাঁর কথার সমর্থন করতে আর তাদের কথার প্রতিবাদ জানাতে, অথবা তাঁর জন্য তৈরি করে দিক বাগান ও প্রাসাদ, আনুক তাঁর জন্য সোনা রূপা তাঁর অভাবে দূর করতে কেননা তিনি তাদেরই মতো রাস্তায় ঘোরেন আর তাদেরই মতো জীবিকার সংস্থানের চেষ্টা করেন, এসব যদি করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হবে আর তাঁকে সত্যকার নবী বলে' জানবে। হযরত বল্লেন : তিনি এসব করবেন না, এমন সব জিনিস চাইবেনও না, কেন না এসবের জন্য তিনি প্রেরিত হন নি। তারা বল্লে : তবে আকাশ আমাদের উপরে ভেঙে পড়ুক যেমন তুমি বলো যে আল্লাহ্ তাই করবেন যদি তাঁর ইচ্ছা হয়—তা না হলে আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো না। হযরত বল্লেন : এ আল্লাহ্‌র ব্যাপার, তিনি যদি চান তোমাদের এমন শাস্তি দেবেন, তবে তা তিনি দেবেন।

এসব ভিন্ন আরো অনেক অদ্ভুত প্রস্তাব কোরেশরা হযরতের কাছে করে। যেমন—আকাশে মৈ লাগিয়ে তুমি তাতে ওঠো, আর চারজন ফেরেশতা তোমার সঙ্গে এসে বলুক যে তুমি সত্য কথা বলছ, আর আল্লাহ্‌র শপথ, এসব যদি করতে পারো তবুও যে তোমাতে বিশ্বাস করতে পারবো তা মনে হয় না।

বলা বাহুল্য জাতির এমন অর্থহীন বিরোধিতা হযরতকে মর্মাহত করেছিল। এরপর কোরেশরা মদিনায় গিয়ে ইহুদিদের সঙ্গে পরামর্শ করে আর তাদের নির্দেশ মতো অনেক কূট তর্ক তুলে হযরতকে বিব্রত করতে চেষ্টা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের প্রথম দেশত্যাগ

হযরতের অনুবর্তীদের উপরে, বিশেষ করে যারা অপেক্ষাকৃত অসহায় তাদের উপরে, যে ঘোর অত্যাচার চলেছিল তার কথা আমরা জেনেছি। হযরত আবু বকর এমন কিছু সংখ্যক অসহায় ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে তাদের দুর্গতির অবসান ঘটান। কিন্তু অনেকের উপরে অত্যাচার চলতেই থাকে। শিষ্যদের এমন দশা দেখে হযরত সহজেই চিন্তিত হলেন। তিনি তাদের আবিসিনিয়ায় চলে যাবার প্রস্তাব করলেন ; বল্লেন : সেখানকার রাজা অন্যায়–অত্যাচারের পক্ষপাতী নন, ওদেশ মিত্রভাবাপন্ন, আল্লাহ্ যত দিন না তোমাদের দুঃখ দূর করেন তত দিন সেখানে গিয়ে থাকো। হযরতের উপদেশ অনুসারে তাঁর নবীত্ব লাভের পঞ্চম বৎসরে বারো জন পুরুষ ও চার জন নারী আবিসিনিয়ায় যাওয়ার জন্য গোপনে প্রস্তুত হলো। কোরেশ যখন তাদের দেশত্যাগের কথা জানতে পেলে তখন তাদের পিছনে ধাওয়া করলো, কিন্তু তার পূর্বেই তারা বন্দর ত্যাগ করতে পেরেছিল।

প্রথম দলের পরে আবু তালেবের পুত্র জাফরের নেতৃত্বে আরো অনেকে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলো। ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন : ছেলেপিলে বাদ দিয়ে আনুমানিক ৮৩ জন লোক আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল।

প্রবাসী মুসলমানেরা আবিসিনিয়ায় কয়েক মাস কাটাবার পরে শুনতে পায় যে মক্কার কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই সংবাদ পেয়ে তাদের কেউ কেউ গোপনে মক্কায় আসে, আর জানতে পারে সংবাদটি সত্য নয়।

এরপর হযরতের উপদেশে প্রায় এক শত জন মুসলমান নরনারী বিভিন্ন সময়ে আবিসিনিয়ায় যায়।

কোরেশরা যখন দেখলে যে হযরতের অনেক শিষ্য আবিসিনিয়ায় গিয়ে বসবাস করছে ও নিরপাদে আছে তখন তারা সংকল্প আঁটলো তাদের ফিরিয়ে আনবার ও তাদের ধর্মান্তরিত করবার। সেই উদ্দেশ্যে তারা তাদের মধ্যেকার দুই জন কূটনীতিজ্ঞকে আবিসিনিয়ায় পাঠালো। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী ও তাঁর সেনাপতিদের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতে তারা অবশ্য ভোলেনি। মক্কার চামড়ার কাজের খুব খ্যাতি ছিল। তারা বহু চামড়া সংগ্রহ করলো যেন প্রত্যেককে কিছু কিছু উপহার দিতে পারে।

কূটনীতিকরা প্রথমেই উপহার দিল সেনাপতিদের ও তাদের বল্লে : আমাদের কতকগুলো নির্বোধ লোক মহামান্য নাজ্জাশীর দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা এক নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে যার কিছুই আমরাও বুঝি না আপনারাও বোঝেন না ; আমাদের প্রধানরা আমাদের নাজ্জাশী মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাদের ফেরত পাঠান সেজন্য আমরা যখন মহামান্য নাজ্জাশীর কাছে দরবার করবো তখন সেনাপতি মহোদয়েরা যেন এই ধর্মত্যাগীদের কোনো কথা না শুনে আমাদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দেন কেননা তাদের দেশের লোকেরাই তাদের দোষ সম্বন্ধে সব চাইতে বেশি ওয়াকিফহাল। কূটনীতিকরা এইভাবে কথা বললে কেননা তারা চাচ্ছিল না যে মুসলমানদের

বক্তব্য কি আছে নাজ্জাশী তা জানুন। সেনাপতিরা সেইভাবে নাজ্জাশীর কাছে কথা তুললো। কিন্তু নাজ্জশী অসন্তুষ্ট হয়ে বল্লে : না—ঈশ্বরের শপথ, আমি তাদের এদের হাতে ছেড়ে দেবো না ; যারা আমার আশ্রয় নিয়েছে, আমার দেশে বসবাস করছে, আমার কাছে আসাই ভালো মনে করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এইসব লোকের কি অভিযোগ আছে তা না জেনে আমি তাদের হাতে এদের দিয়ে দেবো না ও তাদের জাতির কাছে তাদের পাঠিয়ে দেবো না ; অধিকন্তু তারা যা বলছে তা যদি মিথ্যা হয় তবে আমি তাদের রক্ষা করবো আর দৃষ্টি রাখবো যেন তারা আমার এখানে আশ্রয় পায়।[১১]

এরপর নাজ্জাশী হযরতের অনুবর্তীদের ডাকালেন। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলে কি তারা বলবে আর সংকল্প গ্রহণ করলো যে তারা বলবে যা তারা জানে আর হযরত তাদের যা আদেশ করেছেন—তাতে যা হয় হোক। তারা সভায় প্রবেশ করে' দেখলে রাজা তাঁর ধর্মযাজকদের আহ্বান করেছে, তাঁরা তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ খুলে তাঁর চারপাশে বসেছেন। রাজা জানতে চাইলেন কি সেই ধর্ম যার জন্য তারা নিজেদের জাতিকে পরিত্যাগ করেছে আর নাজ্জাশীর ধর্মে বা অন্য ধর্মে প্রবেশ করে নি। নাজ্জাশীর কথায় আবু তালেবের পুত্র জাফর যে উত্তর দিলেন ইসলামের ইতিহাসের তা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বল্লেন :

হে রাজন্ আমরা ছিলাম এক সভ্যতাবর্জিত জাতি, প্রতিমাদের পূজা করতাম, মৃত পশু ভক্ষণ করতাম, অনেক ঘৃণিত কাজ করতাম, স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের মর্যাদা রক্ষা করতাম না, অতিথিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতাম, আর আমাদের সবলরা দুর্বলদের সর্বস্বান্ত করতো। এইভাবেই আমরা চলেছিলাম যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে পাঠালেন এক রসুল যাঁর বংশমর্যাদা, সত্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সদয়তা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। তিনি আমাদের আহ্বান করলেন আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করতে এবং তাঁর বন্দনা করতে আর পাথর ও মূর্তি-পূজা বিসর্জন দিতে যা আমাদের পূর্বপুরুষরা ও আমরা এতদিন ধরে করে আসছিলাম। তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন সত্য কথা বলতে, অঙ্গীকার পালন করতে রক্তের বন্ধন ও সদয় আতিথেয়তা সম্বন্ধে মনোযোগী হতে, আর অপরাধ ও রক্তপাত পরিহার করতে, তিনি আমাদের আদেশ করেছেন অশালীন আচরণ না করতে, মিথ্যা না বলতে, অনাথদের ধনসম্পত্তি গ্রাস না করতে, আর সাধ্বী রমণীদের কুৎসা না রটাতে। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দনা করতে আর তাঁর সঙ্গে কোনো অংশী দাঁড় না করাতে। আর তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন নামাযের আর যাকাতের আর রোযা পালনের। তাঁর আনা সত্য আমরা স্বীকার করেছি, আমরা তাঁতে বিশ্বাসী, আমরা তার অনুসরণ করি যা তিনি এনেছেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দনা করি তাঁর সঙ্গে কিছুকে অংশী দাঁড় না করিয়ে। আমরা নিষিদ্ধ জ্ঞান করি যা তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন, আর আমরা বৈধ জ্ঞান করি যা তিনি বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। এসব কারণে আমাদের জাতির লোকেরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের প্রতি কঠোর হয়েছে, আমাদের ধর্ম থেকে আমাদের ফিরিয়ে নেবার আর এক আল্লাহ্‌র উপাসনার পরিবর্তে পুনরায় প্রতিমাপূজায় আমাদের রত করতে চেয়েছে। আর যে সব কুক্রিয়া আমরা পূর্বে করতাম তাই আমাদের জন্য বৈধ করতে যত্নবান হয়েছে। সেইজন্য যখন আমরা আর তাদের সঙ্গে পেরে উঠলাম না, আমাদের প্রতি তারা দুর্ব্যবহার করেই চললো আর আমাদের প্রতিদিনের জীবন দুর্বহ করলো, আমাদের ধর্মের প্রতিবন্ধকতা ঘটালো, তখন আমরা আপনার দেশে হিজরত করলাম, অন্য কারো চাইতে আপনার আশ্রয় নেওয়া বেশি ভালো মনে করলাম। আমরা আপনার

---

১১. *ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য।*

আশ্রয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করছি, আর মহারাজ, আমরা আশা করি যে আপনার রাজত্বে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

অল্পদিনেই হযরতের শিক্ষা তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে কেমন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল জাফরের এই ভাষণে তার পরিচয় রয়েছে।

নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলেন প্রত্যাদেশ যা তারা পেয়েছে তার কিছু তাদের কাছে আছে কিনা। জাফর বল্লেন : আছে। তখন নাজ্জাশী তা পড়তে তাঁকে আদেশ করলেন। তখন তিনি কোর্‌আনের ১৯ সংখ্যক সূরা মরিয়ম থেকে একটি অংশ পড়ে শোনালেন। শুনে নাজ্জাশীর চোখে জল ঝরলো, তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত হলো, প্রধান ধর্মযাজকরাও অশ্রু মোচন করলেন। তার পর নাজ্জাশী বল্লেন : এটি আর যীশু যা এনেছিলেন তা একই স্থান থেকে। মক্কার প্রতিনিধিদের তিনি বল্লেন : তোমারা চলে যেতে পারো, ঈশ্বরের শপথ আমি কখনো তাদের তোমাদের হতে ছেড়ে দেবো না, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করবো না।

পরদিন ভোরে মক্কার প্রতিনিধিদের একজন গিয়ে রাজাকে বললে যে মুসলমানেরা মরিয়ম–পুত্র যীশুর সম্বন্ধে এক ভয়ঙ্কর উক্তি করে, মহারাজ তাদের কাছ থেকে শুনুন। যথা সময়ে মুসলমানদের দরবারে ডাক পড়লো আর রাজার প্রশ্নের উত্তরে জাফর বল্লেন : আমরা হযরত ঈসা সম্বন্ধে তাই বলি যে বাণী আমাদের রসুল এনেছেন—ঈসা আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর রসুল, তাঁর প্রেরণা, তাঁর বাণী, যা তিনি পুন্যময়ী কুমারী মেরীতে নিক্ষেপ করেছিলেন। নাজ্জাশী ভূমি থেকে একটি কাঠি উঠিয়ে বল্লেন : ঈশ্বরের শপথ, মরিয়মতনয় যীশু সম্বন্ধে তোমরা যা বলছ তিনি তার চাইতে এই কাঠির পরিমাপেও বেশি নন। এই বলে' নাজ্জাশী মক্কার প্রতিনিধিদের দেওয়া সব উপহার ফিরিয়ে দিলেন। তারা তাদের উপহার ফেরত নিয়ে মলিন মুখে ফিরে গেল।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে, নাজ্জাশী হযরতের রসুলত্বে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে হযরত তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ

মুসলমানদের একটি বড় দলের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেবার পরের বড় ঘটনা খাত্তাবের পুত্র স্বনামখ্যাত ওমরের ইসলাম গ্রহণ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর হযরতের প্রতি ও মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন আর পূর্বপুরুষের ধর্মে একান্ত আস্থাবান ছিলেন ; তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে :

ওমরের ভগিনী ফাতেমা ও ফাতেমার স্বামী সঈদ দুই জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ওমরের কাছ থেকে তা তারা লুকিয়ে রেখেছিল। একদিন ওমর তলোয়ার হাতে যাত্রা করলেন হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে। তাঁরা জন চল্লিশেক সাফা অঞ্চলের আকরম নামক এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থিতি করছিলেন ; হযরতের সঙ্গে ছিলেন হামযা, আবু বকর, আর আলী। পথে নাইম্ নামে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ওমরের দেখা হল, নাইম্‌ও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নাইম্ ওমরকে জিজ্ঞাসা করলে, সে কোথায় যাচ্ছে। ওমর বল্লেন : আমি যাচ্ছি ধর্মদ্রোহী মোহম্মদকে হত্যা করতে—সে কোরেশদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে, তাদের এতদিনের জীবনধারাকে তামাশায় পরিণত করেছে, তাদের দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করেছে। নাইম বল্লে : তুমি নিজেকে মিথ্যা প্রবোধ–দিচ্ছ, তুমি কি মনে করো মোহম্মদের বংশের লোকেরা তোমাকে জীবন্ত রাখবে যদি তুমি তাকে হত্যা করো? তার চাইতে বরং তোমার পরিজনদের মধ্যে

কি ঘটেছে সেদিকে নজর দাও। ওমর বল্লেন : কি হয়েছে আমার পরিজনদের? নাইম বল্লে : তোমার ভগিনী ও ভগিনীপতি মুসলমান হয়েছে ও মোহম্মদের দলভুক্ত হয়েছে ; কাজেই তুমি বরং গিয়ে তাদের যা করবার তা করো। শুনে ওমর তাঁর ভগিনী ও ভগিনীপতির বাড়ীতে গেলেন। খাব্বাব নামে একজন মুসলমান তখন ওমরের বোন ও ভগিনীপতিকে কোর্‌আন্ শরীফের সূরা তা-হা থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। ওমরের গলার আওয়াজ পেয়ে তিনি বাড়ীর একটি ছোট কামরায় লুকোলেন, ফাতেমা সূরা তা-হা-র পাণ্ডুলিপি তার ঊরুর নীচে রাখলো। ওমর বল্লেন : কি পড়া হচ্ছিল—শুনলাম? তারা বল্লে : কিছুই না। ওমর বল্লেন, আমি শুনেছি তোমরা মোহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ, বলে' তিনি সইদকে ধরলেন। ফাতেমা স্বামীর সাহায্যে অগ্রসর হলে ওমর তাকে আহত করলেন। এর পর তারা দুইজন বল্লে : হাঁ আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করি, তুমি যা পারো করো। ওমর যখন দেখলেন তাঁর বোন রক্তাক্ত হয়েছে তখন তিনি নিজের আচরণে খুব দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর বোনকে বল্লেন : যা তোমরা এখন পড়ছিলে তা আমাকে দাও দেখি মোহম্মদ কি এনেছে। ওমর পড়তে জানতেন। তাঁর বোন বল্লে তাঁর হাতে কোর্‌আনের পাণ্ডুলিপি দিতে সে ভরসা পাচ্ছে না। ওমর বল্লেন : ভয় পেয়ো না। তিনি তাঁর দেবতাদের নামে শপথ করলেন যে পড়ে পাতাগুলো তিনি ফেরত দেবেন। ফাতেমার মনে ভরসা হলো হয়ত ওমর মুসলমান হবেন। তিনি বল্লেন : তুমি পৌত্তলিক, শুচি অশুচি মানো না, কেবল যারা শুচি তারাই কোর্‌আন স্পর্শ করতে পারে। তখন ওমর উঠে গিয়ে নিজেকে ধৌত করলেন ; ফাতেম তাঁকে সূরা তা-হা-র পাতাটি দিলেন।[১২] কিছুদূর পড়েই তিনি বল্লেন : কি

---

১২ সূরা তা-হা-র প্রথম ১৬টি আয়াত এই—
করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১. তা-হা-হে—মানব,
২. আমি তোমার কাছে কোরআন অবতীর্ণ করি নি যে তুমি বিপন্ন বোধ করবে—
৩. (অবতীর্ণ করি নি) স্মারকরূপে ভিন্ন তার কাছে যে ভয় করে,—
৪. একটি অবতরণ তাঁর কাছ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী আর উঁচু আকাশ ;—
৫. করুণাময় সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনের উপরে।
৬. তাঁরই যা আছে আকাশে, আর যা আছে পৃথিবীতে, আর যা আছে দুয়ের মধ্যে , আর যা আছে ভিজে মাটির নিচে।
৭. আর যদি কথা জোরে বলো তবে নিঃসন্দেহ তিনি গোপনের জ্ঞাতা, আর তার চাইতেও যা লুকোনো।
৮. আল্লাহ্ — নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন, তাঁরই শ্রেষ্ঠ নামসমূহ।
৯. আর মূসার কাহিনী কি তোমার কাছে এসেছে?
১০. আর তিনি যখন আগুন দেখলেন তিনি তাঁর পরিজনদের বল্লেন : থামো, নিঃসন্দেহ আমি একটি আগুন দেখছি, সম্ভবতঃ তার থেকে তোমাদের জন্য আনতে পারবো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আগুনের কাছ থেকে একটি পথনির্দেশ পাবো।
১১. আর যখন তিনি তার কাছে এলেন তাঁকে নাম ধরে ডাকা হলো ; হে মূসা,
১২. নিঃসন্দেহ আমি তোমার পালয়িতা সেজন্য তোমার জুতো খুলে ফেলো, যেহেতু নিঃসন্দেহ তুমি তুওয়ার-র পবিত্র উপত্যকায়,
১৩. আর আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি, সেজন্য শোনো যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়,
১৪. নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্ , কোনো উপাস্য নেই আমি ভিন্ন, সেজন্য আমার বন্দনা করো, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আমার স্মরণে,
১৫. নিঃসন্দেহ সেই সময় আসছে কিন্তু আমি চাই তা গোপন রাখতে যেন প্রত্যেক প্রাণ পুরস্কৃত হতে পারে যার জন্য সে চেষ্টা করে।
১৬. সেজন্য যে এতে বিশ্বাস করে না, আর তার কামনার অনুবর্তী হয়, সে তোমাকে এ থেকে না ফেরাক, তাহলে তুমি বিনষ্ট হবে।

চমৎকার, কি মহৎ ভাবপূর্ণ বাণী। এই কথা শুনে খাব্বাব লুকোনো স্থান থেকে বেরিয়ে বল্লেন : ওমর, আল্লাহর শপথ, রসুলের আহ্বানে আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, কেননা গত রাত্রে আমি শুনছিলাম তিনি বলছেন : আল্লাহ, ইসলামকে শক্তিশালী করো, আবুল হাকামের (আবু জেহেলের) দ্বারা অথবা খাত্তাবের পুত্র ওমরের দ্বারা । ওমর, আল্লাহর কাছে এসো, আল্লাহর কাছে এসো। তাতে ওমর বল্লেন : আমাকে মোহম্মদের কাছে নিয়ে যাও। খাব্বাব বল্লেন : হযরত আছেন সাফা-অঞ্চলে ভক্তপরিবেষ্টিত হয়ে। ওমর তলোয়ার নিয়ে চল্লেন হযরত ও তাঁর সঙ্গীরা যেখানে ছিলেন সেখানে ও এসে দরজায় ঘা দিলেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে একজন সাহাবী (সঙ্গী) দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন ওমর তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে, তিনি ভীত হয়ে হযরতকে বল্লেন সে কথা। হামযা বল্লেন : তাকে আসতে দাও, কিন্তু যদি সে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তাকে আমরা স্বাগত জানাব, যদি মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে এসে থাকে তবে তার তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করবো। হযরত ওমরকে আসবার অনুমতি দিলেন। হযরত উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে ওমরের কোমরবন্ধ ধরে জোরে টেনে নিয়ে বল্লেন : কেন তুমি এসেছ হে খাত্তাবের পুত্র? আল্লাহ্‌র শপথ, আমার মনে হয় না তুমি তোমার অত্যাচার থামাবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তোমার উপরে বিপদ আনেন। ওমর বল্লেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে বিশ্বাস জানাতে আর রসুল যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এনেছেন তাতে। রসুল তখন সজোরে বলে' উঠলেন আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ মহোত্তম)। ভক্তরাও জয়ধ্বনি করলেন—আল্লাহু আকবর। এই প্রথম ইসলামে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে, ওমর মুসলমান হয়ে সেই রাত্রে ভাবলেন, যে ইসলামের সব চাইতে বড় শত্রু তার কাছে গিয়ে তিনি বলবেন তিনি মুসলমান হয়েছেন। পরের দিন ভোরে তিনি গিয়ে আবু জেহেলের দরজায় ঘা দিলেন। আবু জেহেল তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কেন তিনি এসেছেন। তিনি বল্লেন : আমি এসেছি তোমাকে এই সংবাদ দিতে যে আমি আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসুল মোহম্মদে আর তিনি যা এনেছেন তাতে বিশ্বাসী হয়েছি। আবু জেহেল তাঁর মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে বল্লে : আল্লাহ্ ধ্বংস করুন তোমাকে আর তুমি যা এনেছ তা।

ইসলাম গ্রহণের পরে হযরত ওমরকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি আদৌ দমেন নি।

ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরে হযরত ওমর আকরমের গৃহে গিয়ে প্রস্তাব করেন যে মুসলমানদের প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র আরাধনা করা উচিত। হযরত তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন আর তাঁর সঙ্গীরাও সন্তুষ্ট হন। তখন দলবদ্ধভাবে তাঁরা কাবায় গিয়ে নামায পড়েন।

কোরেশদের বিরোধিতায় হযরতের অন্তর্বেদনা আমরা জেনেছি। যেসব মুসলমান আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল তাদের একটি দল মক্কায় ফিরে এসেছিল এই সংবাদ শুনে যে কয়েকজন কোরেশ-প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা এসে জানতে পারে সংবাদটি ঠিক নয়। এই বহুআলোচিত ব্যাপারটি সম্পর্কে ইব্‌নে ইস্‌হাকের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

যখন রসুল দেখলেন তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়েছে তখন তাদের ও তাঁর মধ্যে এই বিচ্ছেদ তিনি ব্যথিত হন। তিনি কামনা করতে লাগলেন যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এমন কোনো বাণী আসুক যা তাঁর জাতির সঙ্গে তাঁকে পুনর্মিলিত করবে। সেই কালে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয় সূরা আন্-নজ্‌ম্-এর এইসব আয়াত :

ভাবো নক্ষত্রে কথা, যখন তা অস্ত যায়—তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নন, প্রবঞ্চিতও নন, আর তিনি নিজের কামনা থেকে কথা বলেন না, ইত্যাদি।

আর যখন তিনি এই সূরার এইসব কথায় পৌছলেন—"তবে লাত আর উয্যার কথা ভেবেছ? আর মানাত যেটি তৃতীয়, অন্যটি (১৯-২০)"? তখন, শয়তান স্বজাতির সঙ্গে হযরতের মিলনের কামনার সুযোগ নিয়ে তাঁর জিহ্বার উপরে বসিয়ে দেয় এই কথা "এরা উচ্চ-মার্গবিহারী হংস যাদের সুপারিশ গৃহীত হয়।" এই উক্তি শুনে কোরেশরা খুব খুশী হলো তাদের দেবতাদের এমন প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখে, আর মুসলমানরা স্বতঃই ধারণা করলো যে তাদের নবী আল্লাহর কাছ থেকে যা এনেছেন তা সত্য, তাঁর কোনো ভ্রম-প্রমাদের কথা তাদের মনে উদিত হয় নি; আর যখন এই সূরার শেষে রসুল সেজদার আদেশ-স্থলে উপনীত হলেন তখন তিনি সেজদা করলেন, তাঁর সঙ্গে মুসলমানরাও সেজদা করলো, আর বহুদেববাদী কোরেশ ও অন্যান্য যারা মসজিদে উপস্থিত ছিল তারাও সেজদা করলো; কেবল ওয়ালিদ্ বিন্ আল্‌মুগিরা খুব বৃদ্ধ হয়েছিল বলে সেজদা করতে পারলো না, সে এক মুঠো ধুলোবালি হাতে তুলে তার উপরে আনত হলো। এরপর লোকেরা যার যার জায়গায় চলে গেল, কোরেশরা বলাবলি করতে লাগলো মোহম্মদ তাদের দেবতাদের খুব প্রশংসা করেছে—বলেছে তারা উচ্চ-মার্গ-বিহারী হংস।

এই সংবাদ আবিসিনিয়ায় পৌছল এই মর্মে যে কোরেশ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে কিছু লোক মক্কায় রয়ে গেল। তারপর জিব্রিল এসে রসুলকে বল্লে : মোহম্মদ, আপনি কি করেছেন? আপনি এই লোকদের কাছে আবৃত্তি করেছেন এমন কিছু যা আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আনি নি আর আপনি এমন কথা বলেছেন যা আল্লাহ্ আপনাকে বলেন নি। রসুল অত্যন্ত দুঃখিত হলেন আর খুব ভীত হলেন আল্লাহ্‌র ভয়ে। তখন আল্লাহ্ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে ও যা হয়ে গেছে তা হাল্কা ক'রে তাঁর জন্য এইটি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, কেননা আল্লাহ্ ছিলেন নবীর প্রতি করুণাময়। শয়তানের আরোপ-করা বাণী তিনি বাতিল করলেন এই বাণীর দ্বারা :

> তোমাদের জন্য ছেলে আর তাঁর জন্য মেয়ে?
>
> এ অসঙ্গত বিভাগ।
>
> তারা নাম ভিন্ন আর কিছু নয়, তোমরা সে সব নাম দিয়েছে, তোমরা ও তোমাদের পিতাপিতামহরা, আল্লাহ্ তাদের জন্য অবতীর্ণ করেন নি কোনো নির্দেশ। তারা আর কিছুর অনুসরণ করে না অনুমান আর কামনা ব্যতীত যা তাদের অন্তর চায়। আর নিঃসন্দেহ পথপ্রদর্শন তাদের কাছে এসেছে তাদের পালয়িতা থেকে।
>
> অথবা মানুষ কি তাই পাবে যা সে কামনা করে?
>
> কিন্তু আল্লাহ্‌রই শেষ ও সূচনা।
>
> আর কত ফেরেশতা আছে আকাশে যার সুপারিশে আদৌ কাজ দেয় না—আল্লাহ্‌র অনুমতি দানের পরে ব্যতীত —তাকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন আর যার প্রতি তিনি প্রসন্ন। (৫৩ : ২১-২৬)

আর নবীকে আল্লাহ্ সান্ত্বনা দিলেন এই বাণীর দ্বারা :

> আর আমি তোমার পূর্বে কোনো রসুল (বাণীবাহক) অথবা নবী (সংবাদদাতা) পাঠাই নি এ ভিন্ন যে যখন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তখন শয়তান তাঁর আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি মন্ত্রণা দিয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ বাতিল করেন শয়তান যে মন্ত্রণা দেয় তা, তার পর আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নির্দেশাবলী; আর আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ জ্ঞানী; (২২ : ৫২)।

শয়তানের আরোপ করা কথা যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এইভাবে বাতিল করা হলো তখন কোরেশরা হযরতের উপরে ও মুসলমানদের উপরে মহা অসন্তুষ্ট হলো কেন না শয়তানের আরোপ করা কথা তাদের প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরছিল। যে সব মুসলমান আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিল তারা মক্কায় প্রবেশ করলে গোপনে অথবা কারো আশ্রয় নিয়ে।

হযরতের জিহ্বার উপরে শয়তানের এমন বাণী আরোপ করার বিবরণ হযরত সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের মধ্যে স্বতঃই মতভেদের কারণ হয়েছে। কেউ কেউ এই বিবরণকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব'লে মত প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে মোস্তফা-চরিতে মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ'র দীর্ঘ আলাচনা দ্রষ্টব্য।

খ্যাতনামা ইসলাম-তত্ত্ব-বিদ্ সৈয়দ আমীর আলি এই বিবরণকে অবিশ্বাস্য ভাবেন নি।

এই বিবরণকে যাঁরা অবিশ্বাস্য জ্ঞান করেছেন তাঁদের বিশেষ নির্ভরস্থল হচ্ছে কোর্‌আনের এই মর্মের উক্তি : সম্মুখ ও পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে কোর্‌আনে মিথ্যা স্পর্শ করতে পারে না ; আল্লাহ্‌র যারা দাস তাদের উপরে শয়তানের কোনো হাত নেই ; ইত্যাদি। এই ধরনের সমালোচনার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, (১) কোনো কোনো নবীর বড় রকমের ভুলভ্রান্তির কথা কোর্‌আনে আছে ; সেইসব ভুলভ্রান্তির পরে তাঁরা অনুতপ্ত হ'য়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আর আল্লাহ্ তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন ; (২) শয়তানের কুমন্ত্রণা দানের অশেষ ক্ষমতার কথাও কোর্‌আনে বলা হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্‌র যাঁরা দাস তাঁরা শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা পান।

হযরতের ক্ষেত্রেও সেই রক্ষা পাবার দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক—Psychological। কাজেই তার বিচার সেই দিকে দৃষ্টি রেখে করাই উচিত, তর্কের—logic-এর—বাঁধাধরা সূত্রের দ্বারা তার মীমাংসা সম্ভবপর নয়। এমন ভুলের জন্য হযরতের মানবিক মূল্য কমে না আদৌ, বরং বাড়ে।—এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরো আলোচনা আমরা করবো।

কোরেশদের বয়কট ঘোষণা ও তার অবসান

কোরেশ যখন দেখলে আবিসিনিয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানের আশ্রয় লাভ হয়েছে আর মক্কায় পর পর হাম্‌যা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের সাহস যথেষ্ট বেড়েছে, হাশিম ও আবদুল মোত্তালেবের বংশের লোকদের আনুকূল্য তো রয়েছেই, তখন তারা সংকল্প আঁটলো গোটা হাশিম বংশ ও মোত্তালেব বংশকে তারা বয়কট করবে ; তাদের সঙ্গে বিবাহাদি হতে পারবে না, তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে। এই মর্মের এক প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে তারা কাবার মাঝখানে ঝুলিয়ে দিলে।

কোরেশ এমন সংকল্প গ্রহণ করাতে হাশিম বংশের ও মোত্তালেব বংশের লোকেরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আবু তালেবের সঙ্গে তাঁদের পার্বত্য গলির গৃহে আশ্রয় নিল। আবু লাহাব স্বজনদের ত্যাগ করে' কোরেশদের সঙ্গেই রইল।

ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন, দুই কি তিন বৎসর তাঁদের এই গিরি-সঙ্কটে কাটে। অবর্ণনীয় কষ্ট তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল। এই সংকটে হাশিম বংশের নিকট-আত্মীয় হাশিম বিন্ আমর তাঁদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। রাত্রে উটের পিঠে খাদ্য বা কাপড়চোপড় বোঝাই করে এনে তিনি সেই উটকে ঢুকিয়ে দিতেন তাঁদের গলিতে। হযরতের কোনো কোনো শিষ্য বলেছেন, তাঁরা গাছের পাতা সিদ্ধ ক'রে খেতেন, হাড় পুড়িয়ে খেতেন।[১৩] কিন্তু এত কষ্টেও মুসলমানেরা তো দমেনই নি, পূর্বপুরুষের ধর্মে বিশ্বাসী হযরতের স্বজনেরাও দমেন নি। মনীষী ইব্‌নে খলদুন এমন

---

১৩. মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য :

গোষ্ঠীচেতনাকে বা সংহতি-বোধকে মহামূল্য জ্ঞান করেছেন, তাঁর মতে এমন চেতনার ফলে আর তাঁর সঙ্গে ধর্মবোধের উদ্দীপনার ফলে আরবদের লাভ হয়েছিল অমন উচ্চাঙ্গের বিজয়।

শেষে হিশাম বিন্ আমর উদ্যোগী হলেন এই বয়কট ভাঙতে—তিনি সঙ্গীরূপে পেলেন যুহের বিন্ আবু উমাইয়াকে, আল্ মোৎয়েম বিন্ আদিকে, আবুল বখতরী বিন হিশামকে আর যামাআ বিন আল আসওয়াদকে। এঁদের সমবেত চেষ্টা আবু জেহেল প্রতিরোধ করতে পারলো না। আল মোৎয়েম অঙ্গীকার-পথ ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে দেখলেন তার সব অংশ পোকায় খেয়েছে, কেবল সূচনার "হে আল্লাহ্ তোমারই নামে" এই অংশ ভিন্ন। এইভাবে বয়কট উঠে গেল।

এই সংকট-কালেও হযরত তাঁর প্রচারধারা থেকে বিচ্যুত হন নি। তবে তিনি প্রচারের বিশেষ সুযোগ পেতেন হজের শান্তিপূর্ণ মৌসুমে। কোরেশদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম দূরে দূরে কেমন বিস্তার লাভ করছিল তার প্রমাণ দাউস গোত্রের কবি তোফেলের আর সাধু আবু যর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ । এঁদের প্রভাবে এঁদের বংশের লোকদের মধ্যে ইসলাম যথেষ্ট ব্যাপক হয়। ইব্‌নে ইসহাকে আছে, এই সময়ে আবিসিনিয়া থেকে কিছু সংখ্যক খৃষ্টান মক্কায় আসে আর হযরতের মুখে কোর্‌আন শুনে ইসলাম গ্রহণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবি খদিজার ও আবু তালেবের মৃত্যু

হযরতের প্রচারক জীবনের দশম বৎসরে গিরি–সংকটে বাস থেকে তাঁর ও তাঁর স্বজনদের মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু মুক্তিলাভের কয়েক মাস পরেই তিনি প্রথমে হারান তাঁর জীবন–সঙ্গিনী হযরত খদিজাকে, তার পর তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে।

মৃত্যুকালে হযরত খদিজার বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। তাঁর মতো পত্নী জগতে খুব কম লোকেরই লাভ হয়েছে, বিশেষ করে কোনো প্রতিভাবানের। তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি হযরত চিরদিন শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। বাড়ীতে কোনো ভালো খাবার প্রস্তুত হলে তিনি তার কিছু অংশ হযরত খদিজার স্বজনদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। হযরত খদিজার মহৎ গুণাবলীর কথা হযরত সব সময়ে বলতেন বলে' একদিন হযরত আয়েশা তাঁকে বলেছিলেন : হযরত, সেই বৃদ্ধার কথা কি আপনি ভুলতে পারেন না। খদিজার প্রতি এই কিছু বিদ্রূপপূর্ণ কথায় হযরতের মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠলো। তিনি উত্তর দিলেন : না—কখনোই নয়, খদিজার প্রেম আমার অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। লোকে যখন আমাকে অগ্রাহ্য করেছিল তখন খদিজা আমাতে বিশ্বাস করেছিলেন, সকলে যখন আমাকে বলেছিল মিথ্যাবাদী তখন খদিজা আমার কথার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন, সকলে যখন আমাকে ত্যাগ করেছিল তখন খদিজা ছিলেন আমার সঙ্গিনী—তাঁর ধনভাণ্ডার তিনি লুটিয়ে দিয়েছিলেন ধর্ম–কর্মে ব্যয় করার জন্য।

হযরত খদিজার মৃত্যুর মাত্র এক মাস পাঁচ দিন পরে ঘটলো আবু তালেবের মৃত্যু। তাঁর অন্তিমকালের বর্ণনা ইব্‌নে ইসহাকে এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

আবু তালেবের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝে আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, প্রমুখ কোরেশ প্রধানরা তাকে গিয়ে বল্লে : মোহম্মদের সঙ্গে একটা মিটমাট তুমি করে দিয়ে যাও, তার ধর্ম নিয়ে সে থাকুক আমাদের ধর্ম নিয়ে আমরা থাকবো। হযরত এলে আবু তালেব তাঁকে বল্লেন : ভাইপো, এই প্রধানরা তোমার কাছে এসেছেন যেন তুমি তাঁদের কাছ থেকে কিছু নিতে পার আর তাঁরাও তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে পারেন। হযরত বল্লেন : এঁরা যদি আমাকে একটি কথা দেন তবে আরবদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবেন আর পারশিকদের অধীন করতে পারবেন। আবু জেহেল বল্লে : দশ কথা দিতে রাজি আছি। হযরত বল্লেন : আপনাদের বলতে হবে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, আর তাঁকে ভিন্ন যাদের উপাসনা আপনারা করেন যে সব বর্জন করতে হবে। কোরেশ–প্রধানরা হাততালি দিয়ে বল্লে ; মোহম্মদ, তুমি সব দেবতাকে এক দেবতা করে ফেলতে চাও? সে তো এক অদ্ভুত ব্যাপার হবে। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করলে, এ লোকের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা নেই, কাজেই পূর্বপুরুষের ধর্মে বলবৎ থাকতে হবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে বিচার করেন। এই বলে তারা চলে গেল। আবু তালেব হযরতকে বল্লেন : ভাইপো, তুমি যে তাদের কাছে অসম্ভব দাবী করেছিলে আমার তা মনে হয় না। তাঁর এই কথা শুনে হযরত আশান্বিত হলেন আবু তালেব হয়ত তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বল্লেন :

চাচা, আপনি এই বাণী উচ্চারণ করুন, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারবো। হযরতের আগ্রহ লক্ষ্য করে আবু তালেব বল্লেন : যদি আমি ভয় না করতাম যে তোমাকে ও তোমার ভাইদের আমার মৃত্যুর পরে গালাগালি দেওয়া হবে আর কোরেশ বলবে যে আমি এই বাণী উচ্চারণ করেছি শুধু মৃত্যুর ভয়ে, তবে আমি এই উচ্চারণ করতাম—আমি এটি করতাম কেবল তোমাকে খুশী করার জন্য। এই সময়ে আবু তালেবের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এলো। আল্-আব্বাস তাঁর ঠোঁট নাড়া দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন ও তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন, আর বল্লেন : ভাইপো, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার ভাই সেই বাণী উচ্চারণ করেছেন যা তুমি তাঁকে বলেছিলে। হযরত বল্লেন ; আমি তা শুনি নি।

আবু তালেবের অন্তিমকালের বর্ণনা ইব্‌নে সা'দের গ্রন্থে এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

তাঁর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে দেখে হযরত যত তাঁকে বলতে লাগলেন : চাচা, আপনি আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই এই বাণী উচ্চারণ করুন, তত কোরেশ-প্রধানরা বলতে লাগলো : আবু তালেব, তুমি তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম বিসর্জন দেবে? শেষে আবু তালেব হযরতকে বল্লেন : তুমি পূর্বে যদি বলতে তবে তোমার আনা ধর্ম আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু এখন যদি গ্রহণ করি, তবে কোরেশের বুড়ীরাও বলবে আবু তালেব দোযখের আগুনের ভয়ে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে। দেখো শরমের চেয়ে আগুন ভালো।

আবু তালেবের মৃত্যুর পরে হযরতের উপরে কোরেশদের উপদ্রব স্বতঃই বাড়লো। আবু তালেবের মৃত্যুর পরে আবু লাহাব হযরতকে বলেছিল বটে : আবু তালেবের জীবদ্দশায় তুমি যা করতে তাই করে যাও, লাত-এর শপথ, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সে তার কথা রাখতে পারে নি। একদিন রাস্তা দিয়ে হযরত চলেছিলেন, এক দুষ্টলোক তাঁর মাথায় ধুলাবালি দিলো ; সেই অবস্থায় বাড়ী এলে তাঁর কন্যাদের একজন তাঁর মাথা পরিষ্কার করে দিলেন ও কাঁদতে লাগলেন। হযরত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ; বাছা, কেঁদো না, কেননা নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার পিতাকে সাহায্য করবেন।

তায়েফে প্রচার

আবু তালেবের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই হযরত মক্কা থেকে ৬০/৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত তায়েফে গেলেন, সঙ্গে নিলেন মাত্র যায়েদকে। তায়েফ ছিল এক উর্বর অঞ্চল—ফলে ফুলে শোভিত। তাদের প্রধান দেবতা ছিল লাত। হযরত তায়েফে পৌঁছে প্রথম গেলেন সকিফ গোত্রের প্রধানদের কাছে। তারা ছিল তিন ভাই, তাদের এক ভাইয়ের সঙ্গে এক কোরেশ-কন্যার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তিন জনের কেউই হযরতের কথায় কর্ণপাত করলে না। তাদের একজন বল্লে : আল্লাহ্ তাহলে রসুল ক'রে পাঠাবার জন্য তোমার চাইতে ভালো আর কাউকে খুঁজে পান নি। অপরজন বল্লে : আল্লাহ্‌র শপথ, তোমার সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে চাই না ; যদি তুমি রসুল হও, যেমন তুমি বলছ, তবে তো তুমি মহামান্য, তোমাকে কিছু বলা আমার সাজে না, আর যদি মিথ্যুক হও তবে তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলাই উচিত হবে না। হযরত তাদের বল্লেন : তোমাদের যা করবার তা তো করলে, অন্ততঃ এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন এদের এমন উপেক্ষার কথা কোরেশরা শুনলে তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু এই প্রধানরা তাঁর কোনো কথাই শুনলো না ; বরং তারা গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকদের ও দাসদের উসকিয়ে দিলে হযরতকে অপমান করার জন্য।

তায়েফে হযরত দিন দশেক ছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেখানকার অনেক প্রধান এসেছিল, কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি। প্রধানদের এই অবহেলায় শেষের দিকে সেখানকার অনেক লোক প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখাতে আরম্ভ করলো। শুধু তাই নয় তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। এর ফলে তাঁর দুই পা দিয়ে রক্তের ধারা বইলো—তাঁকে আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যায়েদও আহত হলেন। এইভাবে প্রায় দুই তিন মাইল পথ জনতার হাতে লাঞ্ছনা সয়ে হযরত শহরের এক বাগানে প্রবেশ ক'রে এক দ্রাক্ষালতার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।[১৪]

হযরতের জুতার ভিতরে রক্ত জমে গিয়েছিল। অতি কষ্টে পা বার করে তিনি ওযু সমাধা করলেন। নামায পড়ার পরে তিনি এই প্রার্থনা করেন :

"আল্লাহ তোমারই কাছে আমি নালিশ জানাই—আমার দুর্বলতার জন্য, আমার সম্বলহীনতার জন্য, আর মানুষের সামনে তুচ্ছতার জন্য। হে পরম করুণাময়, তুমি দুর্বলদের প্রভু—তুমি আমার প্রতিপালক। কার হাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে? অপরিচিত দূরের লোকদের হাতে যারা আমাকে লাঞ্ছিত করবে? অথবা আমার দেশের শত্রুদের হাতে যাদের তুমি ক্ষমতা দিয়েছ আমার উপরে? যদি তুমি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকো তবে আমি কিছুই পরোয়া করি না। তোমার অনুগ্রহ আমার জন্য বিশালতর আশ্রয়। আমি তোমার আননের আলোকে আশ্রয় নিই—যার দ্বারা অন্ধকার উজ্জ্বল হয়, আর এই সংসারের ও পরকালের সব কিছুর সুরাহা হয়। তোমার ক্রোধ আমার উপরে অবতীর্ণ না হোক, তোমার অসন্তোষও নয়। তুমি দয়া করে ফেরো—প্রসন্ন হও। কোনো শক্তি কোনো ক্ষমতা কোথাও নেই তোমাতে ভিন্ন।"[১৫]

এই প্রার্থনা অপূর্ব। সীমাহীন লাঞ্ছনা হযরতকে ধৈর্যচ্যুত করতে পারছে না। তাঁর নির্ভরতা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রসন্নতার উপরে—সেই প্রসন্নতা তাঁর জন্য সব বল, সব ভরসা। এমন নির্ভরতা অতিমানবিক মনে হয়। কিন্তু বহু দেশে শ্রেষ্ঠ মানবরা এমন অতিমানবিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

"কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।

সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল ওগো ধরায় আস।"

এই বাগানের মালিক ছিল দুই জন কোরেশ—ওত্‌বা ও শায়বা। ধনী কোরেশদের তায়েফে এমন বাগান থাকতো। হযরতের প্রতি লোকদের ব্যবহার সবই তারা দেখছিল, দেখে দয়ার্দ্র হয়েছিল। তারা তাদের এক দাসের হাতে হযরতের জন্য একপাত্র আঙুর পাঠিয়ে দিলে। হযরত আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তা ভক্ষণ করলেন।

তায়েফে আনুকূল্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে হযরত মক্কায় ফিরলেন। মাঝপথে নাখলায় তিনি কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। এখানে সূরা 'জিন' অবতীর্ণ হয়।

জিন বলতে বর্বর জাতির লোকও বোঝানে হয়েছে।

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে তিনি সঙ্গত মনে করলেন সেখানকার কোনো প্রধানের শরণ প্রার্থনা করা। প্রথম যে দুইজনের কাছে লোক পাঠালেন, তারা আশ্রয় দিতে অপারগতা জানালো। কিন্তু মোৎয়েম বিন্ আদি-র নিকটে লোক পাঠাতেই তিনি সম্মতি জানালেন। তাঁর গোত্রের সক্ষম পুরুষদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে হযরতকে নিয়ে তিনি কাবায় পৌছলেন।

---

১৪. মূয়রের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৫. ইব্‌নে ইস্‌হাক দ্রষ্টব্য।

তাঁকে দেখে আবু জেহেল বল্লে : তুমি মোহম্মদকে আশ্রয় দিচ্ছ, না, তার ধর্ম গ্রহণ করেছ? মোৎয়েম বল্লেন : আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। আবু জেহেল বল্লে : তুমি যাকে আশ্রয় দাও আমরাও তাকে আশ্রয় দিই।

গিরিসঙ্কট থেকে হযরতকে ও তাঁর স্বজনদের উদ্ধার করার ব্যাপারে মোৎয়েম যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা জানি। মহান মোৎয়েমের প্রতি হযরত গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বদরের যুদ্ধের পরে তিনি বলেছিলেন : আজ যদি মোৎয়েম বেঁচে থাকতেন আর সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে বলতেন তবে আমি কালবিলম্ব না করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতাম।

মে'রাজ

কোনো কোনো বিবরণ অনুসারে তায়েফ থেকে ফিরবার পরে হযরতের জীবনে বড় ঘটনা মে'রাজ। এ–সম্বন্ধে 'মোস্তফা–চরিতে' লেখা হয়েছে :

"নবুয়তের দশম সনে এবং তাএফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই ঘটনার দিন তারিখ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। একদা নিশীথকালে হযরত মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া বায়তুল মোকাদ্দছ বা যেরুজেলম মসজিদে উপনীত হন এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে উপস্থিত হন। এই ঘটনার প্রথম অংশ এছরা এবং শেষ অংশ মে'রাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আজকাল এই পার্থক্যটা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উভয় ঘটনা সমবেতভাবে মে'রাজ বলিয়া কথিত হইতেছে।

মে'রাজের ঘটনা যে সত্য, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না। . . . কিন্তু এই মে'রাজ কোন সময় কোন স্থানে এবং কি আবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা লইয়া প্রথম হইতেই অসাধারণ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিসগুলির স্থানকালাদি বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এর অধিক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হঠাৎ দুই চারি কথায় তাহার আলোচনা বা সমাধা করা ... কখনোই সম্ভব নহে। ছাহাবাগণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ... ফলে বিষয়টি এমন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কথিত অসামঞ্জস্যগুলির সমাধা করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই একাধিকাবার মে'রাজ হওয়ার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ ৩০ ও ৩৪ বার মে'রাজ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মূল মে'রাজ সম্বন্ধে একদল বলিতেছেন যে উহা স্বপ্নের ব্যাপার। অহির প্রারম্ভে যেরূপ হযরত স্বপ্নযোগে সত্যের স্বরূপ সন্দর্শন করিতেন, সেইরূপ মে'রাজের সময়ও আল্লাহ্ তা আলা তাঁহাকে স্বপ্নযোগে অনেক তথ্য ও বহু সত্য অবগত করাইয়া দেন। ইহাঁরাও কোর্‌আন হাদিস্ ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা নিজেদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। আর একদল বলিতেছেন—মে'রাজ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, দেহের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহাঁরাও প্রমাণ প্রয়োগে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত এই যে, মে'রাজের সমস্ত ব্যাপারই সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল।"

মে'রাজ সম্বন্ধে হযরত আয়েশার উক্ত এই ; মে'রাজের কালে হযরতের দেহ ছিল যেখানে তা পূর্বে ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে। রাত্রিকালে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

স্বনামধন্য মরমী কবি রুমি মে'রাজ সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বলেছেন : মে'রাজ উপরে ওঠা বা নীচে নামা নয়, মে'রাজ আত্মার সম্প্রসারণ।

হযরতের এই "ভ্রমণে"র কিছু কিছু বিবরণ ইব্‌নে ইসহাক থেকে আমরা উদ্ধৃত করছি :

হযরত বোরাক–এর পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। বোরাক জীবটি ছিল অর্ধেক খচ্চর অর্ধেক গাধা, তার দুই পাশে ছিল পাখা, তার সাহায্যে এই জন্তুটি প্রতি পদক্ষেপে যেত যত দূর দৃষ্টি যায়।

হযরত প্রথমে পৌঁছিলেন যেরুজালেমের মসজিদে, সেখানে বহু পয়গাম্বরের মধ্যে তাঁর দেখা হয় ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসার সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে নামায পড়ার সময় হযরত নেতৃত্ব করেন। তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : ইব্রাহিম ছিলেন দেখতে হযরতেরই মতো, মূসার মুখ ছিল রক্তবর্ণ দেখতে তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি, অস্থূল, কুঞ্চিতকেশ, আর তাঁর নাকটি ছিল বঁড়শির মতো বাঁকা। মরিয়ম–তনয় যীশু ছিলেন রক্তবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, দীর্ঘকেশযুক্ত, তাঁর মুখে ছিল বহু তিল—যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছেন।

হযরত প্রথম আকাশে দেখেন আদমকে। দ্বিতীয় আকাশে দেখেন মরিয়ম–তনয় যীশুকে আর যাকারিয়া–তনয় জনকে, তৃতীয় আকাশে তিনি দেখেন পরমসুদর্শন ইউসুফকে, চতুর্থ আকাশে তিনি দেখেন ইদ্রিসকে, পঞ্চম আকাশে তিনি দেখেন শুভ্রকেশ দীর্ঘশ্মশ্রু হারুনকে। ষষ্ঠ আকাশে তিনি দেখেন মূসাকে, সপ্তম আকাশে তিনি দেখেন মহাগৌরবান্বিত ইব্রাহিমকে। তারপর জিব্রিল হযরতকে নিয়ে যায় বেহেশতে। সেখানে তিনি দেখেন এক রক্তোষ্ঠী কন্যাকে, তাকে দেখে তিনি খুশী হন। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কার জন্য ? সে বল্লে ; হারেসার পুত্র যায়েদের জন্য। হযরত যায়েদকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত যখন প্রথম আকাশে প্রবেশ করেন তখন যে সব ফেরেশতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তারা তাঁকে সবাই হাসিমুখে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু একজন তাঁকে স্বাগত জানায়—না হেসে। হযরত জিব্রিলকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জিব্রিল বলে : এই ফেরেশতা কখনো হাসে নি ; সে দোযখের প্রহরী। হযরত দোযখ দেখতে চাইলে জিব্রিল সেই প্রহরীকে দোযখ দেখাতে বলে। দোযখের ঢাকা যখন খোলা হলো তখন আগুনের শিখাগুলো এমন দাউ দাউ উঠলো যেন সব পুড়িয়ে দেবে। হযরত জিব্রিলকে বল্লেন : এ শিখাগুলোকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। প্রহরী দোযখের উপরে ঢাকা চাপিয়ে দিলে।

মে'রাজ সম্বন্ধে কোর্‌আনে স্পষ্ট উল্লেখ এই আছে : মহিমা তাঁর যিনি তাঁর দাসকে এক রাত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন পবিত্র মসজিদ (মক্কার) থেকে দূরবর্তী মসজিদে (জেরুজালেমে) যার পরিমণ্ডল আমি পুণ্যময় করেছি, যেন আমি তাঁকে দেখাতে পারি আমার কিছু নিদর্শন। নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। (১৭ : ১)।

হযরত কখনো জেরুজালেমে যান নি। ইব্‌নে ইসহাকে আছে, হযরত আবু বকর হযরতকে বলেছিলেন জেরুজালেমের বর্ণনা দিতে তখন তিনি তার সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন। হযরত যে জেরুজালেমের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন হযরত আবু বকর তা সম্পূর্ণ স্বীকার করেছিলেন। তাতে হযরত তাঁকে বলেন : তুমি সিদ্দিক—অর্থাৎ সত্যের সাক্ষী। সেই সময় থেকে হযরত আবু বকর এই সম্মানিত নাম পান।

একালের কোনো কোনো পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন : মধ্যযুগের স্বনাম খ্যাত খৃষ্টান কবি দান্তে তাঁর বিখ্যাত 'ডিভাইন কমেডি' রচনায় সম্ভবত হযরতের এই স্বর্গ–মর্ত্য–ভ্রমণ' থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

মে'রাজের পরের দিন ভোরে হযরত যখন কোরেশদের তাঁর 'ভ্রমণে'র কথা বল্লেন তারা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ক'রে বল্লে : এ অসম্ভব, সিরিয়ায় যেতে লাগে এক মাস আসতে লাগে এক মাস। অনেক মুসলমান তাদের ধর্ম ত্যাগ করলে। কিন্তু হযরত আবু বকরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বল্লেন : হযরত যদি এ কথা বলে থাকেন তবে এ সত্য। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

তিনি আমাকে বলে থাকেন যে তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আকাশ থেকে পৃথিবী থেকে দিনে রাত্রে বাণী পান, আর আমি তা বিশ্বাস করি, কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

বিবি সওদা ও বিবি আয়েশার সঙ্গে বিবাহ

তায়েফ থেকে ফিরবার কিছু দিন পরে হযরত বিবি সওদাকে বিবাহ করেন। বিবি সওদা ছিলেন কোরেশ-কন্যা। তিনি ও তাঁর স্বামী সক্‌রান প্রাথমিক যুগের মুসলমান, তাঁরা আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন ও সেখানে সকরানের মৃত্যু হয়। বিবি সওদার দুঃস্থ অবস্থার জন্য হযরত তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। মোস্তফা-চরিতে আছে : বিবি সওদা হযরতকে বলেন :

"হযরত, বিবাহ করার সাধ আমার নাই। তবে আমি কিয়ামতে আপনার সহধর্মিণীরূপে উত্থিত হইবার বাসনা করি।" প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই তিনি নিজের "বারী" (বার, পালা) বিবি আয়েশাকে দান করিয়াছিলন।

বিবি সওদার বিবাহের পরে হযরত বাগ্‌দত্ত হন হযরত আবু বকরের কন্যা আয়েশার সঙ্গে। তখন তিনি নিতান্ত বালিকা।

হজের সময়ে প্রচার

তায়েফে হযরতের কোনো সাফল্য লাভ হয় নি তা আমরা দেখেছি। কিন্তু ব্যর্থতা-বোধ যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না। এই সময় হজের মৌসুম শেষ হয়ে এসেছিল, তবু যাত্রীদের ভিড় কিছু কিছু ছিল। তিনি তাদের কাছে এক আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করার কথা আর প্রতিমাদের বর্জন করার কথা কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে বলেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তার ফল কিছু হয় নি। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত এক আল্লাহ্‌র কথা প্রচার করছেন আর আবু লাহাব তাঁর পেছনে পেছনে বলে চলেছে : এই লোকটা লাত ও উয্‌যা থেকে তোমাদের সরিয়ে নিতে চাচ্ছে, তার কথা শুনো না, তাকে আমল দিও না।—এক দলের একজন হযরতের কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে বলে, আল্লাহ্ যদি তোমাকে জয় দেয় তবে তোমার পরে আমাদের কর্তৃত্ব লাভ হবে তো? হযরত উত্তর করেন : কর্তৃত্ব আল্লাহ্ যাকে খুশী দেন। সে বলে : তাহলে তুমি চাচ্ছ যে আমরা আরবদের থেকে তোমাকে বুক দিয়ে রক্ষা করি, আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে জয় দেয় তবে ফল ভোগ করবে অন্যেরা?—সেটি হবে না।

এমন প্রচারের ফলে হযরতের কিছু কিছু সাফল্য লাভও যে হয় নি তা নয়। ইয়াস নামে মদিনার একটি যুবক হযরতের কথা শুনে তার লোকদের বলে—এ তো বেশ ভাল কথা। তাতে তার সঙ্গের একজন তার মুখে এক মুঠো ধূলি ছুঁড়ে দিয়ে বলে : চুপ কর, আমরা এর জন্য এখানে আসি নি। ইয়াস চুপ করে যায়। মদিনায় গিয়ে অল্প দিনেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু তার লোকেরা বলতো—সে সব সময় এক আল্লাহ্‌র স্তবস্তুতি করতো।

হযরতের প্রচারক জীবনের একাদশ বৎসরে এমনি হজের মৌসুমে হেরা ও মীনার মধ্যবর্তী আকাবা নামক স্থানে তাঁর দেখা হয় ছয় জন লোকের সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞাসা করে জানেন যে তারা মদিনার খায়রাজ গোত্রের লোক, ইহুদিদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। তিনি তাদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন ও তাদের কোর্‌আন পাঠ করে শোনালেন। খায়রাজ গোত্রের এই লোকেরা ইহুদিদের মুখে প্রায়ই শুনতো যে শিগ্‌গিরই একজন পয়গাম্বর আবির্ভূত হবেন—তাঁর আবির্ভাবের আর দেরী

নেই—আর ইহুদিরা তাঁর সাহায্যে আরব পৌত্তলিকদের ধ্বংস করবে পূর্বে যেমন আদ্ ও ইরাম ধ্বংস হয়েছিল। হযরতের কথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, এই সেই নবী যাঁর সম্বন্ধে ইহুদিরা আমাদের সাবধান করেছে, তাদের পূর্বেই আমরা কেন না এঁর অনুবর্তী হই। এই ভেবে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এই ছয় জনের নাম হচ্ছে; আবু ইমাম আস্আদ্ বিন্ যারারাহ্, (২) আউফ বিন্ হারিস, (৩) রাফি বিন্ মালিক, (৪) উৎবা বিন্ আমীর বিন্ হুদায়দা, (৫) আকাবা বিন্ আমীর বিন্ নবী, (৬) সা'আদ বিন্ রবি।

তারা মদিনায় ফিরে আপন লোকদের হযরত ও ইসলামের কথা বলে। তাদের প্রচারের ফলে মদিনায় এমন পরিবার রইল না যেখানে হযরতের ও ইসলামের কথা অজানা রইল।

আকাবার অঙ্গীকার

পর বৎসর এদের বারো জন লোক হজের সময়ে মক্কায় এলো আর তারা হযরতের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করলো :

(১) আমরা কোনো-কিছুকে আল্লাহ্র অংশী দাঁড় করাবো না;
(২) আমরা চুরি করবো না;
(৩) আমরা ব্যভিচার করবো না;
(৪) আমরা সন্তান-হত্যা করবো না;
(৫) আমরা পাড়াপ্রতিবেশীর কুৎসা রটাবো না;
(৬) যা ভালো তাতে আমরা রসুলের অবাধ্য হবো না;
(৭) যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করি তবে আমাদের লাভ হবে বেহেশ্ত; আর যেদি এইসব পাপের কোনো একটি আচরণ করি তবে আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করবেন যা তাঁর ইচ্ছা।

একে বলা হয় নারীদের অঙ্গীকার কেন না যুদ্ধ করার দায়িত্ব এতে ছিল না।

এই বারো জনের সঙ্গে হযরত পাঠিয়ে দেন মুস্আব বিন্ উমেরকে তাদের ধর্ম-শিক্ষকরূপে, মুস্আব থাকতেন আস্আদ্ বিন্ যুরারাহ্-র বাড়ীতে।

কেউ কেউ বলেছেন মদিনায় আউস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে যে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেইজন্য সেখানে নামাযে নেতৃত্ব করতেন মুস্আব।

ইসলাম প্রচারে মুস্আব-এর ধৈর্য ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে ইব্নে ইসহাকের গ্রন্থে ও অন্য ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে : আস্আদ্ ও মুস্আব আউস গোত্রের এক বাগানে কুয়োর ধারে বসে অন্যান্য নতুন মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আসার সংবাদ পেয়ে ঐ গোত্রের দুই প্রধান সা'দ ইব্নে মোয়ায ও ওসেদ, পূর্বপুরুষের ধর্মের অবসান আশঙ্কা করে বিচলিত হ'ল, আর আসআদের আত্মীয় ওসেদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে গালাগালি করলে : তোরা দুই জন কেন এসেছিস আমাদের ছোকরাদের আর নির্বোধদের বিপথে নিতে? পালা যদি জীবনের ভয় থাকে। মুস্আব বিনীত কণ্ঠে বল্লেন : একটু বসে দুটো কথা শুনুন, যদি ভালো লাগে তবে তা নেবেন নইলে স্বচ্ছন্দে তা ত্যাগ করবেন। উসেদ দেখলে কথাটা যুক্তিযুক্ত। সে তার বর্শা মাটিতে খোঁচা দিয়ে দাঁড় করিয়ে বসে পড়ল। মুস্আব তাঁর কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন আর কোর্আন পাঠ করলেন। ওসেদের মুখে ভাবান্তর দেখা দিল। সে বল্লে : কি চমৎকার আর সুন্দর কথা এসব!

এই ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয়? তাঁরা বল্লেন : তাকে নিজেকে ধৌত করতে হবে আর নিজেকে ও নিজের কাপড়চোপড় পবিত্র করতে হবে আর কলেমা পড়তে হবে, আর নামায পড়তে হবে। সে তৎক্ষণাৎ তা করলো আর দুই সেজদা দিলে। তারপর বল্লে : আমার পেছনে আর একজন আছে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে। তারপর সা'দও তাদের কাছে এলো আর মোস্‌আবের মধুর ব্যবহারে ও তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যা শুনে ইসলামে দীক্ষিত হলে। ইসলামের প্রতি তাদের প্রধানের অকৃত্রিম নিষ্ঠা দেখে তাদের গোত্রের প্রত্যেক নরনারী ইসলাম গ্রহণ করলে।

আমরা দেখেছি চরম ব্যর্থতার দিনেও হযরত ব্যর্থতা স্বীকার করেন নি। এইকালে যেসব প্রত্যাদেশ হযরতের লাভ হয় তার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করছি :

> আর অবিশ্বাসীরা তাদের পয়গাম্বরদের বলেছিল : নিশ্চয় আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সেজন্য তাঁদের পালয়িতা তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করবো অন্যায়কারীদের ;
> আর নিঃসন্দেহ তাদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটি তার জন্য যে ভয় করে আমার সামনে দাঁড়াতে আর ভয় করে আমার শাস্তি।
> আর তারা বিচার চেয়েছিল—আর প্রত্যেক গর্বিত বিরুদ্ধাচারী বিফল হয়েছিল।
> তার সামনে জাহান্নাম আর তাকে পান করতে দেওয়া হবে ক্লেদপূর্ণ জল। (১৪ : ১৩-১৪)

*

> রোমীয়গণ পরাভূত হয়েছে—
> কাছের এক দেশে, আর তাদের পরাভবের পরে, বিজয়ী হবে,
> অল্প কয়েক বৎসরের (দশ বৎসরের) মধ্যে। আল্লাহ্‌রই হুকুম আগে ও পরে, আর সেদিন বিশ্বাসীরা খুশী হবে—
> আল্লাহ্‌র সহায়তায়, তিনি সাহায্য করবেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি মহাশক্তি কৃপাময় ; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি—আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অনেক লোকই জানে না। (৩০ : ২—৬)।

*

> আর যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি, আর দূর করে দিই তাদের আপদ, তারা লেগে থাকবে তাদের বাড়াবাড়িতে অন্ধভাবে।
> আর পূর্বেই আমি তাদের উপরে এনে দিয়েছি শাস্তি, কিন্তু তারা বিনত হয় নি তাদের পালয়িতার প্রতি, তারা তাঁর অনুগতও নয়—যে পর্যন্ত না আমি তাদের উপরে খুলে দিই কঠোর শাস্তির দরজা—তখন দেখো তারা তাতে হতাশ্বাস। (২৩ : ৭৫-৭৭)।[১৬]

*

আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার

মোসআবের সফল প্রচারের ফলে পর বৎসর, অর্থাৎ হযরতের প্রচারের ত্রয়োদশ বৎসরে, হজের সময়ে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী মদিনার মুসলমাদের তরফ থেকে হযরত সঙ্গে দেখা করতে আসে। এটি মদিনার লোকদের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় সাক্ষাৎকার। হযরতের চাচা আল-আব্বাস

---

১৬. এইকালে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

মুসলমান না হলেও হযরতের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই তৃতীয় সাক্ষাৎকারে তিনি মদিনার লোকদের বলেন : হে খাযরাজ–বংশীয়গণ, আপনারা জানেন আমাদের মধ্যে মোহম্মদের কি স্থান। আমাদের নিজেদের লোকদের থেকে আমরা তাঁকে যথাসাধ্য রক্ষা ক'রে এসেছি তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তিনি আমাদের লোকেদের মধ্যে সম্মানে ও নিরাপত্তায় বাস করছেন। কিন্তু তিনি যাচ্ছেন আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে। যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা তাঁর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন তা বজায় রাখতে পারবেন আর তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন তবে আপনারা সেই ভার গ্রহণ করুন, কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে তাঁর পক্ষ সমর্থন আপনারা করবেন না আর আপনাদের সঙ্গে তাঁর চলে যাবার পরে তাঁকে ত্যাগ করবেন তবে তাঁকে ত্যাগ করে যান, কেননা তিনি যেখানে আছেন সেখানে নিরাপদেই আছেন। মদিনাবাসীরা উত্তর দিলে : আমরা আপনার কথা শুনেছি, হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি বলুন আর নিজের জন্য আর আপনার প্রতিপালকের জন্য যা বেছে নেবার তা নিন। হযরত কোর্‌আন পাঠ করলেন আর তাদের ইসলামে আহ্বান করলেন ও তারপর বল্লেন : আমি তোমাদের এই আনুগত্য চাচ্ছি যে তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের নারীদের ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করো। তাদের প্রধান আল্–বরা হস্ত প্রসারিত করে বল্লে : তাঁর শপথ, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন সত্য দিয়ে আমরা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করবো যেমন আমরা আমাদের নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করি। আমরা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করছি আর আমরা অস্ত্রধারী যোদ্ধা, আমরা যুদ্ধের জ্ঞান রাখি উত্তরাধিকার–সূত্রে।

মদিনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের আরো কথা হয়। তিনি স্বীকার করেন বিজয় লাভের পরে তিনি মদিনাবাসীদের ছেড়ে যাবেন না।

এরপর প্রথম প্রধানেরা হযরতের হাতে হাত রেখে আনুগত্য স্বীকার করল, তারপর সবাই সেইভাবে আনুগত্য স্বীকার করলো। নারীরা আনুগত্যের কথা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মুখে উচ্চারণ করলো। তারপর হযরত খাযরাজদের মধ্যে থেকে নয় জন আর আউস গোত্র থেকে তিনজন এই বারোজন নেতা ঠিক করে দিলেন মদিনার লোকদের ভার নেবার জন্য।

খুব গোপনে এই বৈঠক সমাধা হয়েছিল। তবু কোরেশ এর কথা জানতে পারে। পর দিন ভোরে মদিনার যাত্রীদের কাছে এসে তারা অভিযোগ করে কেন তারা তাদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করছে। মদিনার বহুদেববাদী যাত্রীরা আকাবার অঙ্গীকারের কথা কিছুই জানতো না, কাজেই তারা কিছু বলতে পারলো না, বরং সব অভিযোগ অস্বীকার করলো। এই অবসরে মুসলমানেরা মদিনা থেকে রওনা হয়ে গেল। তাদের দুই একজনকে কোরেশরা ধরতে পেরেছিল, আর তাদের উপরে উৎপীড়নও করলো। কিন্তু মদিনার পথে কোরেশদের বাণিজ্যযাত্রা করতে হয়, সেই সূত্রে তাদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আছে, এইসব বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দিলে।

যুদ্ধের আদেশ লাভ

ইব্‌নে ইসহাক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকারের পূর্বে যুদ্ধে করার অথবা রক্তপাত করার অনুমতি হযরতের লাভ হয় নি। তাঁকে শুধু আদেশ দেওয়া হয়েছিল মানুষদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করতে আর অপমান

সহ্য করতে এবং অজ্ঞদের ক্ষমা করতে।[১৭] কোরেশরা তাঁর অনুবর্তীদের উপরে অত্যাচার করেই চলেছিল, তাদের কাউকে কাউকে ধর্মচ্যুত করেছিল, আর কাউকে কাউকে দেশান্তরিত করেছিল। যখন কোরেশ আল্লাহ্‌র প্রতি উদ্ধত হলো আর তাঁর সদয় অভিপ্রায় অস্বীকার করলো, নবীকে বল্লে মিথ্যাবাদী, আর যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হলো তাঁর একত্ব স্বীকার করলো তাঁর রসুলে আস্থা স্থাপন করলো আর আল্লাহ্‌র দেওয়া ধর্ম আঁকড়ে রইল তাদের তারা উৎপীড়ন করলো আর দেশান্তরিত করল, তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন।

উর্‌ওয়া বিন্ আল যুবায়ের ও অন্যান্য পণ্ডিতব্যক্তিদের কাছে থেকে শোনা গেছে যে এ সম্বন্ধে প্রথম যে বাণী অবতীর্ণ হয় সেটি এই :

> যারা যুদ্ধ করে তাদের অনুমতি দেওয়া গেল কেননা তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ সক্ষম তাদের সাহায্য করতে —
>
> যারা তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায় ভাবে এইজন্য ভিন্ন নয় যে তারা বলে : আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্। আর যদি না থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ মানুষের একদলের দ্বারা অন্য দলের, তবে নিঃসন্দেহ ভেঙে ফেলা হতো মঠ গির্জা ইহুদিভজনালয় ও মসজিদ যাতে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে নেওয়া হয় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবল, মহাশক্তি—

এরপরে আল্লাহ্ নবীর কাছে পাঠান এই বাণী :

> আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত পীড়ন আর না থাকে, আর ধর্ম হবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য . . . (৮ : ৩৯)।

যখন আল্লাহ্ যুদ্ধের অনুমতি দিলেন আর আনসারদের (মদিনার সাহায্যকারীদের) এই দল ইসলামের জন্য তাঁকে তাঁর অনুবর্তীদের, আর যেসব মুসলমান তাদের আশ্রয় নিয়েছিল তাদের, সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো তখন রসুল তাঁর সঙ্গীদের ...... আদেশ করলেন মদিনায় হিজরত করতে আর তাদের আনসার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হতে : "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভাই ও গৃহ সৃষ্টি করবেন যাতে তোমরা নিরাপদ হবে।" এইভাবে তারা দলে দলে যাত্রা করলো, আর নবী মক্কায় রইলেন তাঁর পালয়িতার অনুমতি পেয়ে মক্কা ত্যাগ ক'রে মদিনায় হিজরত করবার জন্য।

যুদ্ধের অনুমতি যে হযরতের প্রথম মক্কায় লাভ হয় কোর্‌আনের ইংরেজি অনুবাদক মৌলবী মোহম্মদ আলীও এই মত দিয়েছেন। মার্মাডিউক পিক্‌থলেরও এই মত। কিন্তু মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁর (এবং আরো কারো কারো) সিদ্ধান্ত এই যে যুদ্ধের অনুমতি হযরতের লাভ হয়েছিল মদিনায়।

হযরতের অনুবর্তীরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সবাই রওনা হয়ে গেল। কাউকে কাউকে কোরেশরা আটক ক'রে রাখলো, আর ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন, কাউকে কাউকে তারা অন্তত সাময়িকভাবে, ধর্মচ্যুতও করলো। মক্কায় রয়ে গেলেন হযরত নিজে আর হযরত আলী আর হযরত আবু বকর। হযরত হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। যখন হযরত আবু বকর হিজরত করার জন্য হযরতের অনুমতি চাইতেন তখন হযরত বলতেন : ব্যস্ত হয়ো না ; হতে পারে আল্লাহ্ তোমাকে সঙ্গী দেবেন।

---

১৭. দ্র; কোর্‌আন ১৪ : ১২

ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থেই আছে : যখন কোরেশরা দেখলে হযরতের একটি অনুবর্তী দল গড়ে উঠেছে ভিন্ন দেশে আর ভিন্ন জাতির মধ্যে আর তাঁর সঙ্গীরা দেশত্যাগ করেছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য, তার সেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় ও নিরাপত্তা দুইই লাভ করেছে, তখন তাদের ভয় হলো যে হযরত তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, আর তারা জানতো যে হযরত ঠিক করেছেন যে কোরেশদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন। তখন তারা সমবেত হলো তাদের দরবার-গৃহে কি করণীয় তা নির্ধারণ করতে।

প্রাচীন বিবৃতিতে আছে : শয়তান এই সভায় যোগ দিয়েছিল নেজ্‌দের এক সম্ভ্রান্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি শেখের বেশে। এই সভায় বিচার্য বিষয় দাঁড়ায় : মোহম্মদকে আমৃত্যু কারারুদ্ধ করে রাখা হবে, না, ভিন্ন দেশে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই শেখ এই দুই প্রস্তাবেরই অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দেয়। তখন আবু জেহেল এই প্রস্তাব করে : প্রত্যেক গোত্র থেকে নেওয়া হোক একজন শক্তিমান তরুণবয়স্ক কুলগৌরবসম্পন্ন যোদ্ধাকে, তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হোক তীক্ষ্ণধার তরবারি যেন প্রত্যেকে মোহম্মদকে আঘাত হেনে হত্যা করতে পারে। এইভাবে তাকে তারা নিঃশেষ করতে পারবে আর তার রক্তের মূল্য দানের দায়িত্ব সব গোত্রের উপরে বর্তাবে। আব্‌দ্‌-মনাফের বংশের লোকেরা তাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না, কাজেই তাদের রক্তের মূল্যই নিতে হবে। তখন সেই শেখ বলে উঠলো : এই লোক ঠিক কথা বলেছে, আমার বিবেচনায় এই একমাত্র করণীয়।

এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোর্‌আনে আছে :

> আর যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে তোমাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করবে, অথবা হত্যা করবে, অথবা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে—আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্‌ও যড়যন্ত্র করেছিলেন ; আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ। (৮ : ৩০)

হিজরত

এরপর জিব্রিল এসে হযরতকে বল্লে : যে বিছানায় আপনি ঘুমোন আজ সেখানে ঘুমোবেন না।

সেই রাত্রে হযরত গৃহত্যাগ করেন। তাঁর গৃহত্যাগ সম্বন্ধে প্রাচীন বিবরণে এই অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে : কিছু রাত হতেই আততায়ীরা তাঁর ঘর ঘেরাও করলে। হযরত সেই রাতে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন আলীকে, হযরতের চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়েছিলেন। আবু জেহেল হযরতের বর্ণিত বেহেশত ও দোযখ সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করে। হযরত এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে এসে বলেন—তুমি সেই দোযখের বাসিন্দাদের একজন আর সূরা 'ইয়াসিনে'র প্রথম আট আয়াত পড়তে পড়তে তাদের মাথার উপরে সেই ধুলো দিয়ে বাড়ী থেকে চলে যান। আল্লাহ্ আততায়ীদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করেছিলেন, সেজন্য তারা তাঁকে দেখতে পায় নি।

কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য বর্ণনাও আছে :

> ঘাতকগণ হযরতের বাটীর দ্বারদেশে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছিল এবং দ্বারের ফাটল দিয়া শয্যার উপর শায়িত আলীকে দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছিল যে হযরতই শুইয়া আছেন। এই সময় সদর দিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না দেখিয়া হযরত বাটীর অন্যদিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ বহির্গত হইয়া পড়েন। হযরতের পরিচারিকা মারিয়া বলিতেছে : "হেজরতের রাত্রে আমি অবনমিত হইলে হযরত আমার পিঠের উপর পা দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়াছিলেন।"[১৮]

---

১৮. মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে ... আয়েশা বলেছেন : হযরত প্রত্যেক দিন আবু বকরের বাড়ীতে আসতেন হয় ভোরে না হয় রাত্রে। যেদিন তাঁর মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি মিললো সেদিন তিনি এলেন দুপুরে—এমন অসময়ে তিনি কখনো আসতেন না .. আবু বকরকে তিনি বল্লেন : আল্লাহ্ আমাকে চলে যাবার ও দেশ ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন : দুইজন একসঙ্গে? হযরত উত্তর দিলেন : দুইজন একসঙ্গে। .. হযরত আয়েশা বলেছেন : এই কথায় আবু বকরের মতো এমন আনন্দের অশ্রু বিসর্জন করতে আমি আর কখনো দেখি নি। এই যাত্রার জন্য আবু বকর দুইটি উট কিনে রেখেছিলেন। হযরত একটি উট নিলেন কিন্তু বিনামূল্যে নিতে রাজী হলেন না, দাম দিয়ে নিলেন। উটের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিল আবদুল্লাহ্ বিন্ আরকত। সে তখনও ছিল বহুদেববাদী।

একটু রাত হলে আবু বকরের ঘরের পিছনের জান্‌লা দিয়ে হযরত ও হযরত আবু বকর বেরিয়ে গেলেন আর মক্কার দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্বতের এক উঁচু গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই পথটি খুব বন্ধুর। হযরত আবু বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে বল্লেন মক্কার লোকেরা কি বলে সেই খবর রাত্রিকালে তাঁকে জানাতে। হযরত আবু বকরের মুক্ত দাস আমীর বিন্ ফুহেরা তার ভোর পাল দিনে বাইরে চড়িয়ে রাতে সেই গুহার কাছে নিয়ে যেতো ও তাঁদের দুধ সরবরাহ করতো। এবং তাঁদের জন্য দুই একটি জবাইও করতো। আবু বকরের কন্যা আস্‌মা রাতে তাঁদের জন্য খাবার পৌঁছে দিতেন।

> এই গিরি-গুহায় বাসের বর্ণনা কোর্‌আনে এইভাবে দেওয়া হয়েছে : যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন যারা অবিশ্বাসী তারা তাঁকে বার করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুইজনের দ্বিতীয় জন যখন তাঁরা দুইজন ছিলেন পাহাড়ের গুহার ভিতরে, যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন : দুঃখে অভিভূত হয়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে ; তারপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর শান্তি তাঁর উপরে আর তাঁর বল বৃদ্ধি করেছিলেন সৈন্যদল দিয়ে যাদের তোমরা দেখো নি, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বাণীকে তুচ্ছতম করেছিলেন, আর আল্লাহ্‌র বাণী—তা হচ্ছে উচ্চতম। আর আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী। (৯ : ৪০)

এঁরা দুইজন সেই গিরিগুহায় ছিলেন তিন দিন। হযরতকে না পেয়ে কোরেশরা ঘোষণা করে, যে তাঁকে ধরে আনতে পারবে[১৯] তাকে একশত উষ্ট্রী পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁদের রওনা হওয়ার সময়ে আস্‌মা এক থলি খাবার নিয়ে এলেন, কিন্তু উপরে বেঁধে দেওয়ার জন্য রশি আনতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ ছিঁড়ে তার আধখানা দিয়ে সেই রশির কাজ চালালেন, আর আধখানা তাঁর কোমরবন্ধরূপে ব্যবহার করেন। এই থেকে তিনি নাম পান "দুই কোমরবন্ধওয়ালী"।

হযরত ও আবু বকর রওনা হয়ে গেলে আবু জেহেল ও আরো কয়েকজন কোরেশ আবু বকরের দরজায় এসে তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করে। আস্‌মা উত্তর দেন তিনি জানেন না। তাতে আবু জেহেল তাঁর মুখে এমন জোরে চড় মারে যে তাঁর কানের বালি খুলে পড়ে যায়।

আবু বকর চলে যাবার সময় তাঁর সব টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে যান। তাতে তাঁর অন্ধ পিতা আবু কোহাফা অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। আস্‌মা তখন এক কুলুঙ্গিতে কতকগুলো পাথর রেখে তার উপরে একটা কাপড়ের ঢাকা দিয়ে তাঁর পিতামহকে বলেন : টাকাপয়সা আছে, দাদা, আপনি হাত দিয়ে দেখুন। তা নেড়েচেড়ে বৃদ্ধ বল্লেন : হাঁ, তোমাদের জন্য যথেষ্ট রেখে গেছে, চিন্তিত হবার কারণ নেই।

---

১৯. ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য

অনেক বিবরণে আছে ; হযরতের ও হযরত আবু বকরের সওরগিরিগুহায় প্রবেশের পরে সেই গুহার মুখে মাকড়সা জাল বোনে ও পায়রা ডিম পাড়ে, তাই দেখে অনুসন্ধানকারীরা আর সেই গুহায় ঢোকে না।

বহু বিবরণে আছে : সোরাকা নামে এক ব্যক্তি হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের খবর পেয়ে পুরস্কারের লোভে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের পশ্চাৎধাবন করে। যাত্রা করার পূর্বে সে ভাগ্যনির্দেশক তীর ছোঁড়ে, কিন্তু উত্তর পায় "তাঁর কোনো ক্ষতি করো না"। তবু সে তার ঘোড়া ছোটায়। কিন্তু ঘোড়া হোঁচট খেয়ে তাকে ফেলে দেয়। পুনরায় সে ভাগ্যনির্দেশক তীর ছোঁড়ে, পুনরায় উত্তর পায় "তাঁর কোনো ক্ষতি করো না"। কিন্তু সে দমে না। পুনরায় তার ঘোড়া হোঁচট খায় ও তাকে ফেলে দেয়, আর পূনরায় সে তীর ছুঁড়ে পূর্বের উত্তরই পায়। সোরাকা বলছে "আমি ঘোড়া চালিয়েই চল্লাম, অবশেষে সেই অল্প কয়েকটি যাত্রীর যখন দেখা পেলাম তখন আমার ঘোড়া হোঁচট খাওয়ার ফলে তার সামনের দুই পা মাটির মধ্যে বসে গেল ও আমি পড়ে গেলাম ; যখন ঘোড়া তার দুই পা বার করে নিতে পারলো তখন মাটি থেকে ধোঁয়া উঠল ধূলিঝড়ের মতো। এই দেখে আমি বুঝলাম তাঁর ক্ষতি করবার সাধ্য আমার নেই বরং তিনি আমার সম্বন্ধে উপরহাত হবেন। আমি তাঁদের ডেকে নিজের পরিচয় দিলাম ও অপেক্ষা করতে বল্লাম এই বলে' যে আমার থেকে তাঁদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। রসুল আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন আমি কি চাই, আমি বল্লাম : আমাকে একটি লেখন দিন যা হবে আপনাদের ও আমার মধ্যেকার একটি চিহ্ন। রসুল আবু বকরকে তেমন কিছু লিখে দিতে বল্লেন। সেই লেখন (হাড়ের উপর লেখা হয়েছিল না কাগজের উপরে লেখা হয়েছিল সোরাকার তা স্মরণ ছিল না) সোরাকা হযরতকে দেখায় তাঁর মক্কা ও তায়েফ ও হুনায়েন বিজয়ের পরে। তখন সোরাকা হযরতকে শুধু বলতে পেরেছিল ; আমার উটগুলোর জন্য যে পানি মজুদ রাখি বাইরের উটরা এসে তা খেয়ে যায় ; তাদের যে এমন পানি খেতে দিই তার জন্য আমার কি কোনো পুরস্কার মিলবে? হযরত বলেছিলেন : হাঁ,— প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত জীবকে পানি খাওয়ানোর জন্য পুরস্কার আছে।

পথে দয়াবতী উম্মেমা'বদে-র আবাসে উপনীত হয়ে হযরত ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্য ও পানিয়ের প্রার্থী হন। তিনি বিষণ্ন মুখে উত্তর দেন—"না মহাশয়। থাকিলে মূল্য দিতে হইত না, আমি নিজেই তাহা উপস্থিত করিতাম। আশ্রমের এক প্রান্তে একটি ছাগী শুইয়াছিল, হযরত উম্মেমা'বদকে বলিলেন—উহাকে দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কি? উম্মেমা'বদ উত্তর করিলেন, ছাগীটি কৃশ বলিয়া পালের সহিত চরিতে যায় নাই। যদি উহার স্তনে দুধ থাকে, তবে তাহা আপনি দোহন করিয়া লইতে পারেন। হযরত 'বিছমিল্লা' বলিয়া, তাহাকে দোহন করিলেন। সম্ভবতঃ কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল, তাহা পথিকগণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল । সুতরাং হযরত ও তাঁহার সঙ্গীত্রয় কতকটা দুগ্ধ পান করিয়া তাহার একাংশ আশ্রম-স্বামিনীর জন্য রাখিয়া দিয়া সকলে আবার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"[২০]

সোরাকার আক্রমণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, পথে আসলাম বংশের প্রধান বারিদা তার ৭০ জন দুর্ধর্ষ অনুচরকে নিয়ে হযরতের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু হযরতের কোর্‌আন পাঠ শুনে ও তাঁর কথা শুনে তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে ও তার অনুবর্তীরা হযরতের আনুগত্য স্বীকার করে। (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)

---

২০. মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড : সংঘর্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদিনায় প্রথম দুই বৎসর

মদিনার লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। তারা ভোরে নামায পড়ে শহরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতো যে পর্যন্ত না রোদ প্রখর হতো। হযরতের কাফেলাকে প্রথম আসতে দেখে একজন ইহুদি— সে তখন তার দুর্গ-প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে চেঁচিয়ে বল্লে—ও হে কায়লা গোত্রের লোকেরা, তোমাদের সৌভাগ্য এসেছে। মুসলমানেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেখল হযরত ও হযরত আবু বকর উট থেকে নেমে এক খেজুরের গাছের ছায়ায় বসেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত কে তা তারা চিনলো যখন তারা দেখলে হযরত আবু বকর তাঁর বহির্বাস মেলে ধরে হযরতকে সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। এই পল্লীর নাম কোবা। মূয়রের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে হযরত কোবায় পৌঁছেছিলেন ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৮ জুন তারিখে—সোমবারে। পথে তাঁর কেটেছিল আট দিন।

বলা বাহুল্য কোবায় হযরত খুব আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করেন। এখানে তিনি চার দিন (মতান্তরে চৌদ্দ দিন) কাটান। হযরত আলী এখানে এসে হযরতের সঙ্গে মিলিত হন। হযরতের মক্কা ত্যাগের পরে তিনি তিন দিন ও রাত্রি সেখানে ছিলেন হযরতের কাছে লোকদের যে সব গহনা ও টাকা পয়সা আমানত থাকতো তা ফেরত দেবার জন্য। দেশের লোক হযরতের চরম শত্রু হয়েও তাঁর বিশ্বস্ততায় আস্থা হারায় নি।

কোবায় হযরত একটি মসজিদের পত্তন করেন। এই মসজিদ্ বিখ্যাত। শুক্রবারে হযরত কোবা থেকে মদিনায় যাত্রা করেন তাঁর প্রিয় আল্-কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে। জুমার নামাযের সময় উপস্থিত হলে বনি সালিম গোত্রের পল্লীতে তিনি জুমার নামায সমাধা করেন। এই ইসলামে প্রথম জুমার নামায পাঠ। নামায অন্তে পুনরায় চলতে আরম্ভ করেন। তাঁকে অতিথিরূপে পাবার জন্য বহুজন চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি বলেন, উষ্ট্রী তার ইচ্ছা মতো চলুক। শেষে উষ্ট্রী গিয়ে যেখানে থামলো সেখানে ছিল আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ী। তাঁর আগ্রহে হযরত তাঁর আতিথ্যই স্বীকার করলেন। যেখানে উষ্ট্রী বসে পড়েছিল সেটি ছিল দুইজন নাবালকের জমি। হযরত সেখানে মসজিদ্ তৈরি করতে চাচ্ছেন জেনে তারা সেই জমি বিনামূল্যে দিতে রাজী হলো, কিন্তু হযরত দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তা নিলেন। এই অর্থ দিলেন হযরত আবু বকর। যতদিন মসজিদ্ এবং হযরতের কামরাগুলো নির্মিত না হয়েছিল (কামরাগুলোর আয়তন ছিল বারো কি চৌদ্দ বর্গ ফুট, রোদে শুকোনো ইটের তৈরি, তার ছাদ হাতে লাগাল পাওয়া যেতো) ততদিন তিনি বাস করেছিলেন আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ীতেই। আবু আইয়ুবের যত্ন ও শ্রদ্ধার কথা অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এই মসজিদ্ নির্মাণের কাজে হযরত নিজে যোগ দিয়েছিলন—নিজে পাথর বয়েছিলেন। এতে নির্মাতারা সুর করে গেয়েছিল :

> কোনো জীবন নেই পরকালের জীবন ব্যতীত ;
> হে আল্লাহ্, আনসার ও মোহাজীরদের উপরে করুণা করো।
> হযরতও সেই সুরে সুর মিলিয়েছিলেন।

এরপর হযরতের পরিজন, হযরত আবু বকরের পরিজন এবং অন্যান্য মুসলমান মক্কা থেকে মদিনায় চলে এলেন। কেবল রয়ে গেল তারা যাদের কোরেশরা আটক করে রেখেছিল, আর যারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল[১]। ক্রমে ক্রমে মদিনার সব আনসার পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করলো, কেবল গ্রহণ করলো না আউস গোত্রের আউস আল্লাহ্ নামের এইসব পরিবার—খাৎমা, ওয়াকিফ, ওয়েল এবং উমাইয়া। এরা বহুদেববাদীই রইল।

ইসলামের একটি বড় শিক্ষা হচ্ছে—মোমিনরা (বিশ্বাসীরা) পরস্পরের ভাই। হযরত মদিনায় এসে মোহাজীর (শরণার্থী) আর আনসারদের (সাহায্যকারীদের) মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ় করলেন। ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে আছে হযরত বলেছিলেন : তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ ক'রে একজন ভাই নাও।—তিনি আলীর হাত ধরে বল্লেন এই আমার ভাই। হামযা হলেন যায়েদ বিন্ হারিসার ভাই। আবু বকর হলেন খারিজা বিন্ যুহের-এর ভাই। ওমর হলেন ঈৎবান বিন্ মালিক খাযরাজি আনসারির ভাই। আবদুর রহমান বিন্ আউফ হলেন সাদ বিন্ আল্-রবির ভাই। ওসমান বিন্ আফফান হলেন আউস বিন্ সবিৎ আনসারির ভাই। তাল্‌হা বিন্ উবায়েদুল্লাহ্ হলেন কাআব বিন্ মালিকের ভাই। ইত্যাদি। এঁরা পরস্পরের সত্যকার ভাই হলেন। আনসাররা মোহাজীরদের অর্থ ও জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতে মুক্তহস্ত হলেন আর মক্কার শরণার্থীরাও ব্যবসায়ে ও অন্যান্য কাজে মন দিলেন। আবু বকর ও ওমর চাষের কাজে সাহায্য করতে তৎপর হলেন। মোহাজীর ও আনসারদের অপূর্ব প্রীতিবন্ধনের ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একটি এই :

> মদিনার প্রধান ধনী ছাআদ-বেন-রবী প্রবাসী আবদুল রহমানের ভ্রাতৃরূপে নির্বাচিত হইলে, ছাআদ ভাবের আবেশে মাতওয়ারা হইয়া যখন আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তির অর্ধেক অংশ (এমনকি আপনার দুই স্ত্রী'র মধ্যে একটি) স্বীয় ধর্মভ্রাতাকে দান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন আবদুর রহমান অতি সংযত ভাষায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতঃ ধন্যবাদ সহকারে বলিলেন—'ভাই, আমাকে তোমাদের বাজারের পথ দেখাইয়া দাও'। তখন লোকে তাঁহাকে 'বনি কাইনোকা' বাজারের পথ দেখাইয়া দিল। আবদুর রহমান প্রথমে মাথায় মোট করিয়া সেই বাজারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং কালে তদ্বারা বহু ধরনের অধিপতি হইয়া পড়িলেন।
>
> এই আত্মীয়তার বন্ধন অনুসারে, প্রথম প্রথম মুসলমানদিগকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কোন আনছার পরলোক গমন করিলে জুবেল-আরহাম বা দূরবর্তী দায়াদকে বঞ্চিত করিয়া এই 'ধর্মভাই' তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতেন। কিছুদিন পরে —সম্ভবত বদর সমর শেষ হইয়া গেলে—এই উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হইয়া যায়।[২]

যখন মদিনার মসজিদ তৈরি হচ্ছিল তখন ঘটে বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক আবু উমামা আস্‌আদ্ বিন্ যুরারা-র মৃত্যু—ডিপথিরিয়া রোগে। তাঁর মৃত্যুতে হযরত বলেন : আবু উমামার মৃত্যু কি শোচনীয় ; ইহুদিও আরবদের মধ্যে যারা কপট তারা নিশ্চয় বলবে : সে (মোহম্মদ) যদি আল্লাহ্‌র নবী হতো তবে তার সঙ্গী এমন করে মারা যেত না ; কিন্তু আমার নিজের ও আমার সঙ্গীদের সম্বন্ধে (মৃত্যু রোধ করার ব্যাপারে) কোনো শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্ আমাকে দেন নি।

---

১. ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য।

২. মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।

হযরত যখন মদিনায় আসেন তখন মদিনার স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। নবাগত মুসলমানরা অনেকেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন, কেবল হযরত আক্রান্ত হন নি। তিনি প্রার্থনা করেন : হে আল্লাহ্, মদিনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতো প্রিয় করো—তার চাইতেও বেশি প্রিয় করো।

এই বৎসরেই সুপরিচিত ইসলামীয় অনুষ্ঠান আযান প্রবর্তিত হয়।

এই বৎসরেই বিখ্যাত ইহুদিপণ্ডিত আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন : যখন আমি রসুলের কথা শুনি তখনই তাঁর বর্ণনা থেকে ও তাঁর নাম থেকে ও তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে আমি বুঝেছিলাম যে তিনি হচ্ছেন সেই নবী যাঁর প্রতীক্ষা আমরা করছিলাম। আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম, কিন্তু এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলি নি নবীর মদিনায় না আসা পর্যন্ত। ... আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে মুসলমান হলাম আর বাড়ী ফিরে আমার পরিজনদের ইসলাম গ্রহণ করতে বল্লাম।" কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ইহুদিদের কাছে রাষ্ট্র না ক'রে হযরতকে তাদের ডেকে জানতে বলেন ইহুদিসমাজে তাঁর (আবদুল্লাহ্ বিন্ সালামের) কি স্থান। হযরতের প্রশ্নে ইহুদিরা বল্লে : আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম আমাদের প্রধান, আমাদের প্রধানের পুত্র, তিনি আমাদের ধর্মনেতা—বিদ্বান। তখন আবদুল্লাহ্ তাদের সামনে এসে বল্লেন : "হে ইহুদিসম্প্রদায়, আল্লাহ্কে ভয় করো আর তিনি যা পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করো, কেননা আল্লাহ্র শপথ, তোমারা জানো তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র রসুল, তওরাতে তাঁর বর্ণনা পাবে, এমনকি তাঁর নামও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহ্র রসুল ; আমি তাঁতে বিশ্বাস করি, তাঁকে সত্য বলে জানি, আর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি।" বলাবাহুল্য ইহুদিরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে আর তাঁকে গালি দেয়।

কিন্তু মদিনায় এসে হযরত তাঁর অপূর্ব শুভবুদ্ধির ও কর্মক্ষমতার প্রভাবে যে অসাধারণ কাজটি করলেন—অসাধারণ শুধু ধর্মের দিক দিয়ে নয় মানব-সভ্যতার দিক দিয়েও—সেটি হচ্ছে মদিনার মুসলমান, ইহুদি, আর অমুসলমানদের সহায়তায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এ সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে লেখা হয়েছে :

> ...মদিনার ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীগুলি তখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনটি, "জাতির" আবাসভূমি। পরস্পর বিপরীত চিন্তা রুচি ও ধর্মভাব সম্পন্ন এহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য, একই কর্মকেন্দ্রে সমবেত করিতে হইবে, তাহাদিগকে একটা রাজনৈতিক 'জাতি' বা 'কওমে' পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, এক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ, নিজের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও, দেশমাতৃকার সেবা-মন্দিরে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং এইরূপ হওয়াই কর্তব্য।
>
> জগতে সর্বপ্রথমে এই আদর্শ স্থাপন করিলেন—হেজাজের মরুপ্রান্তরবাসী নিরক্ষর মোহম্মদ মোস্তফা। তিনি মদিনার এহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমাদিগকে একত্র করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক সনন্দ ... লিপিবদ্ধ করাইলেন, এবং মদিনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর-বিদ্বেষ-পরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব সকলকে লইয়া এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই আন্তর্জাতিক সনন্দে, প্রথমে মোহাজের আনছার ও অন্যান্য মুসলমানদিগকে পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার এবং তাঁহাদের সমাজগত বিষয়সমূহের শাসন ও বিচারের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল। তাহাতে এই কথাটি পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার মুসলমান-জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। পৌত্তলিকদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করিয়া, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীকৃত হইল। তবে ইহুদি ও মুসলমানদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও কতকগুলি সাধারণ শর্তে আবদ্ধ করা হইল। ...

পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে এবং মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী বিভিন্ন 'জাতি'কে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হয়। ফলতঃ যাহাতে ভাবী যুদ্ধবিগ্রহের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যায়, হযরত সেজন্য চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। এই উদ্দেশ্যে হযরত ওদ্দান, বোওয়াত, জুল আশীরা প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া, সন্ধিপত্রে স্থানীয় অধিবাসীগণের স্বাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বিখ্যাত সনদের একটি অংশের অনুবাদ আমরা দিচ্ছি :

... (দুই পক্ষেরই) সাধারণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ রত থাকা কালে মুসলানদের সঙ্গে ইহুদিরা যুদ্ধের খরচ দেবে। মদিনার অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ইহুদিদের গোত্রগুলো সবাই মিলে মুসলমানদের সঙ্গে একজাতি হয়েছে। ইহুদিরা নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করবে, মুসলমানেরা অনুসরণ করবে নিজেদের ধর্ম। যেমন ইহুদিরা তেমনি তাদের সঙ্গে যারা সংযুক্ত তারাও (নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করবে) কেউ যুদ্ধযাত্রা করবে না মোহম্মদের অনুমতি ব্যতিরেকে। কিন্তু তাদের বৈধ বদলা নেবার অধিকার থাকবে। ইহুদিরা দায়ী থাকবে তাদের যে সব খরচপত্র হবে সেসবের জন্য, মুসলমানরা (দায়ী থাকবে) তাদের খরচপত্রের জন্য, কিন্তু আক্রন্ত হলে একে অন্যের সাহায্যে অগ্রসর হবে। যারা এই সন্ধিবদ্ধ হলো তাদের জন্য মদিনা হবে পবিত্র ও অনাক্রমণীয়। যেসব বিদেশীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার করা হবে যেমন ব্যবহার করা হবে আশ্রয়দাতাদের প্রতি, কিন্তু কোনো নারীকে আশ্রয় দেওয়া হবে না তার স্বজনদের অনুমতি ব্যতিরেকে। সমস্ত মতভেদ ও বাদবিসম্বাদের মীমাংসার ভার দেওয়া হবে আল্লাহ্ ও রসুলের উপরে। কেউ মক্কার লোকদের অথবা তাদের পক্ষভুক্ত লোকদের সঙ্গে যোগ দেবে না কেন না সম্মিলিত দলরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে মদিনা আক্রমণ করবে তারই বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ও সন্ধি হবে সম্মিলিত ভাবে। ...

এই যুগান্তকারী সনদকে কিন্তু অচিরে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হলো। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা যখন ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তাদের মধ্যে যারা ইসলামে প্রকৃতই বিশ্বাসী হয় নি, বরং পূর্বপুরুষের ধারাই আঁকড়ে ছিল, তাদেরও অনেকে সেই জনমতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করল না। কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের সেই বিমুখতা সুযোগ বুঝে তারা প্রকাশ করতে লাগল। এই দল মোনাফেক—কপট—নামে পরিচিত হলো।—অনেক ইহুদি পণ্ডিতও ইসলামের প্রতি তাদের বিরূপতা প্রকাশ্যভাবে দেখাতে লাগলো হযরতের সামনে নানা কূটতর্কের অবতারণা করে'। ইহুদিরা ও কপটরা কতভাবে হযরতকে বিব্রত করতে তৎপর হয়েছিল সে সম্বন্ধে বহু কথা আছে সূরা বাকারায়। কপটদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন্ উবাই। তার বিরোধিতার সঙ্গে আমরা পরে পরে পরিচিত হব। হযরতের মদিনায় আসার পূর্বে আবদুল্লাহ বিন্ উবাই মদিনার রাজারূপে গৃহীত হতে যাচ্ছিল, এমনকি তার জন্য একটি মুকুটও প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই সম্বন্ধে এই বিবৃতিটি আছে :

'হযরত এক গাধায় চড়ে যাচ্ছিলেন অসুস্থ সা'দ বিন্ উবাদাকে দেখতে, হযরতের পেছনে বসেছিলেন যায়েদ, গাধার উপরে যে জিন ছিল তার উপরে ছিল ফাদাকের কাপড়, আর তার লাগামটি ছিল খেজুরের বাকলের। পথে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের দুর্গ, তার ছায়ায় সে লোকজন নিয়ে বসে ছিল। সৌজন্য বোধ থেকে হযরত গাধা থেকে নামলেন ও কিছুক্ষণ বসলেন। তিনি কোর্‌আন আবৃত্তি করলেন ও তাকে আহ্বান করলেন আল্লাহ্‌র পানে। তাকে তিনি উপদেশ দিলেন, সাবধান করলেন আর তার কাছে সুসংবাদ প্রচার করলেন ; কিন্তু সে নাক উঁচিয়ে রইল,

একটি কথাও বললে না। হযরতের বলা শেষ হলে সে বল্লে : আপনি যা বল্লেন তা যদি সত্য হত তবে এর চাইতে ভালো আর কিছুই হতো না। কিন্তু নিজের বাড়ীতে বসে থাকুন আর যদি কেউ আপনার কাছে আসে তবে তাকে এসব বলুন, কিন্তু যারা আপনার কাছে যায় না তাদের পীড়াপীড়ি করবেন না, আর কোনো লোকের মজলিসে আসবেন না সেই কথা নিয়ে যা সে পছন্দ করে না। আবদুল্লাহ্ বিন্ রাওয়াহা সেখানে বসেছিলেন ; তিনি ছিলেন মুসলিম, তিনি বল্লেন : আপনি অবশ্যই এই নিয়ে আমাদের বৈঠকে বাসায় ও বাড়ীতে আসবেন, কেননা আল্লাহ্র শপথ, এই আমরা ভালবাসি আর এই দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন, আর এর দিকে তিনি আমাদের চালিত করেছেন। যখন আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই দেখলে তার লোকেরা তার বিরোধী হয়েছে সে বল্লে :

> যখন বন্ধু তোমার বিরোধী হয়েছে তখন তুমি অবশ্যই সম্ভ্রমহীন হবে ; আর তোমার শত্রুরা তোমাকে পর্যুদস্ত করবে ;
> বাজ কি আকাশে উড়তে পারে তার পাখা বাদ দিয়ে ?
> যদি তার পালক কাটা যায় তবে সে পড়ে যায় মাটিতে।

হযরত উঠে সা'দ বিন্ উবাদার বাড়ীতে গেলেন। আল্লাহ্র শত্রু ইব্নে উবাই-এর কথায় তাঁর যে মনঃক্ষোভ হয়েছিল তা তাঁর মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। সা'দ জানতে চাইলেন কেন হযরতকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে, যেন তিনি এমন কোনো কথা শুনেছেন যা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। হযরত ইব্নে উবাই যা বলেছিল তা বল্লেন। সা'দ বল্লেন : তার প্রতি কঠোর হবেন না, কেননা আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এমন সময়ে যখন আমরা তার অভিষেকের জন্য একটি মুকুট তৈরী করছিলাম। আল্লাহ্র শপথ, সে ভাবছে আপনি তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন।"

এসবের সঙ্গে যুক্ত হ'ল মুসলমানদের সম্বন্ধে কোরেশদের অনমনীয় মনোভাব। মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ-র ও হাফিয গোলাম সরওয়ারের গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ও তার দলকে লেখা কোরেশদের এই গোপন-পত্র উদ্ধৃত হয়েছে :

> "হে মদীনাবাসী ! (তোমরা আমাদের ধর্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের সেই পরম শত্রু মোহম্মদকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, না হয়—নিজেদের দেশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। আমরা চরম দিব্য করিয়াছি যে যদি এই দুইটি শর্তের কোনো একটি তোমরা অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব, তোমাদের যুবদলকে নিহত করিব এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাঁদি বানাইয়া লইব।"

ইব্নে ইসহাকের গ্রন্থে আছে—অন্যান্য বিবরণেও আছে—হযরতের প্রচারের আদেশ প্রাপ্তির ১৩ বৎসর কাল পূর্ণ হলে ও তাঁর মদিনায় আগমনের এক বৎসর পরে, আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁর শত্রুদের সঙ্গে ও বহুদেববাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তিনি প্রথম যে অভিযান করেন তার নাম আল্আব্ওয়া-র অভিযান। এতে তিনি একটি কোরেশ দল ও বানু-যাম্রা-র বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু কোরেশদের দেখা পান না। বানু-যাম্রা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে। সেখান থেকে মদিনায় পৌছবার পূর্বে তিনি হাম্যাকে আল্-ইসের নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে পাঠান মোহাজীরদের ৩০ জন আরোহীকে সঙ্গে দিয়ে। সেখানে আবু জেহেলের তিন শত আরোহীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় না। এরপরে তিনি অভিযান করেন বুওয়াতের অভিমুখে দুই শত জন মোহাজীর ও আনসার সঙ্গে নিয়ে। এবারও কোনো যুদ্ধ হয় না। এর দুই কি তিন মাস পরে তিনি একটি দল পাঠান ইয়ান্-বো উপত্যকায় আল্ উশায়েরায়। এবারও কোনো যুদ্ধ হয় না। তিনি সেখানকার বানু-মুদ্লিজ ও তাদের মিত্রদের

সঙ্গে সন্ধি করেন। এরপর রসুল সা'দ বিন্ আব-ওয়াক্কাসকে অভিযানে পাঠান আট জন মোহাজীর সঙ্গে দিয়ে, তিনি হেজাজের আল-খার্‌রার পর্যন্ত যান। কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় না।

আল-উশায়েরা থেকে হযরতের ফিরবার দিন দশেকের মধ্যে মক্কার কুর্য বিন্ জাবির আল্-ফিহ্‌রি ও তার দলবল মদিনার মাঠ থেকে অনেক উট ও ভেড়া ধরে নিয়ে যায়। হযরত তাদের খোঁজে বদরের নিকটবর্তী সাফাওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান কিন্তু কুর্য ও তার দলবলকে ধরতে পারেন না।

এর মাস আড়াই পরে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ জহশের নেতৃত্বে ৮ জন মোহাজীরকে তার সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। তার হাতে দিলেন একটি সীল করা পত্র এই নির্দেশ দিয়ে যে এই পত্র যেন সে না পড়ে দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পূর্বে, তারপর এই পত্র খুলে পত্রের লেখা অনুযায়ী যেন কাজ করে, কিন্তু সঙ্গীদের কারো উপরে যেন কোনো জোর-জবরদস্তি না করে।

আবদুল্লাহ্ দুই দিনের পথ অতিক্রম করে এই পত্র খুলে দেখল তাতে লেখা আছে 'আমার এই পত্র পড়ার পরে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা পর্যন্ত এগিয়ে যাও, সেখানে অপেক্ষা করে কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করো'। পত্র পড়ে সে বল্লে : শোনার অর্থ আজ্ঞার অনুবর্তী হওয়া। তারপর সে তার সঙ্গীদের বল্লে : রসুল আমাকে আদেশ করেছেন নাখলায় গিয়ে কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে যেন আমি তাদের সংবাদ তাঁকে দিতে পারি ; তোমাদের কাউকে পীড়াপীড়ি করতে তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন ; সেজন্য যদি তোমাদের কেউ শহীদ হবার গৌরব লাভ করতে চায় তবে সে এগোক, আর যে চায় না সে ফিরে যাক, আমি তাই করছি যা রসুল আদেশ করেছেন। এই বলে সে অগ্রসর হলো। তার সঙ্গীরাও অগ্রসর হলো—কেউ পিছিয়ে রইল না। একটি উট হারিয়ে যায়, তাতে দুইজন (সা'দ ও উৎবা) সেই উটের খোঁজে রইল, অবশিষ্ট কয়েকজন নাখলায় পৌঁছলো। কিস্‌মিস্ চামড়া এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে কোরেশের এক কাফেলা তাদের পাশ দিয়ে গেল। কোরেশের কাফেলায় ছিল আমর বিন্ আল্ হাযরামি, উসমান বিন্ আব্দুল্লাহ ও তার ভ্রাতা নওফল, আল্ হাকাম বিন্ কাইসান্ প্রভৃতি। সেই দিন ছিল রজবের শেষ দিন। অভিযানকরীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল এবং এই পবিত্র মাসেও কাফেলার কোরেশদের আক্রমণ করতে মনস্থ করলো। তাদের তীরে আম্‌র্ বিন্ আল্ হাযরামি নিহত হলো আর ওসমান এবং আল হাকাম আত্মসমর্পণ করল—নওফল (ও আরও কয়েকজন) পালিয়ে গেল। আব্দুল্লাহ্ ও তার সঙ্গীরা কাফেলা ও দুইজন বন্দীকে নিয়ে মদিনায় এল।

হযরতের কাছে তারা যখন এলো তখন তিনি বল্লেন : আমি তোমাদের পবিত্র মাসে যুদ্ধ করতে আদেশ দিই নি। ফলে কাফেলা ও দুইজন বন্দী অমনি রইল, হযরত এই অভিযানকারীদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। হযরতের কথায় অভিযানকারীরা হতাশ হলো—তারা ভাবলো তারা ধ্বংসে পাবে। তাদের মুসলমান-ভাইরাও তাদের কাজের জন্য নিন্দা করলেন। আর কোরশরা বলতে লাগল : মোহম্মদ ও তার সঙ্গীরা পবিত্র মাসের নিয়ম ভঙ্গ করেছে, তাতে রক্তপাত করেছে, লুণ্ঠন করেছে, আর লোকদের বন্দী করেছে। তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হলো এই বাণী :

> তারা তোমাকে পবিত্র মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে—তাতে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে। বলো : এই মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর (সীমালঙ্ঘন), কিন্তু (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরানো, আর তাঁকে অস্বীকার করা, আর (লোকদের) পবিত্র মসজিদ থেকে ফেরানো, আর এর লোকদের তা থেকে বার করে দেওয়া, এসব আল্লাহ্‌র কাছে আরো গুরুতর অপরাধ, আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে গুরুতর। আর তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থামাবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদের ভ্রষ্ট করতে পারে—যদি তা পারে ...

এই বাণী অবতীর্ণ হলে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা দূর হলো, আর হযরত কাফেলা ও বন্দীদের গ্রহণ করলেন। কোরেশ ওসমান ও আল্ হাকামকে মুক্তি দেবার কথা বলে পাঠালো। তাতে হযরত বল্লেন : আমরা এদের মুক্তি দেবো না যে পর্যন্ত না আমাদের দুইজন (যে দুইজন উট খোঁজার জন্য ছিল) ফিরে আসে কেননা তাদের বিষয়ে তোমরা অনর্থ করতে পার আমাদের এমন ভয় আছে। যদি তোমরা তাদের হত্যা করো তবে আমরাও তোমাদের দুই বন্ধুকে হত্যা করবো। সেজন্য যখন সা'দ ও উৎবা ফিরে এলো তখন হযরত মুক্তিপণ গ্রহণ করে' বন্দী দুইজনকে মুক্তি দিলেন। এদের দুইজনের মধ্যে আল্ হাকাম ইসলাম গ্রহণ করে' হযরতের সঙ্গে রইল, সে পরে বীরমৌনায় শহীদ হয়, আর ওসমান মক্কায় ফিরে গেল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্ ও রসুলের জন্য (অর্থ্যৎ রাষ্ট্রের জন্য) রইল, আর পাঁচ ভাগের চার ভাগ অভিযানকারীরা পেল।

হযরতের মদিনায় আগমনের দ্বিতীয় বৎসরে বদর যুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত কোরেশদের বিরুদ্ধে যেসব "অভিযান" তিনি পাঠিয়েছিলেন প্রাচীন বিবরণে সে সবকে অভিযানই বলা হয়েছে—অর্থাৎ প্রাচীন চরিতকারও ঐতিহাসিকদের মতে সে-সবের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও লুণ্ঠন, কেননা উৎপীড়নকারী কোরেশেদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ হযরত মক্কাতেই লাভ করেছিলেন। কিন্তু একালের কোনো কোনো চরিতকারের মতে হযরত যুদ্ধের আদেশ পান মদিনায়, আর এই সব তথাকথিত অভিযানের উদ্দেশ্য যুদ্ধ ও লুণ্ঠন ছিল না, ছিল কোরেশদের গতিবিধি লক্ষ্য করা,—এসবের শেষ অভিযানটিতে ভিন্ন কোনোটিতে কোনো রক্তপাত অথবা লুণ্ঠন হয় নি, আর শেষেরটিতেও রক্তপাত ও লুণ্ঠন হয়েছিল হযরতের আদেশ ব্যতিরেকে।—সবটা ভেবে দেখে আমাদের মনে হয়েছে : বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত যে সব 'অভিযান' পাঠিয়েছিলেন সে সব মুখ্যতঃ ছিল কোরেশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করারই জন্য, তবে সেসবের সাহায্যে মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার কাজেও তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন, কেননা উৎপীড়নকারী কোরেশদের সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ অভিযানটি সম্পর্কে হযরত যে বাণী পেলেন তা দেখে তাই প্রতিপন্ন হয়।

হযরত প্রকাশ্য প্রচারের জন্য আদেশ পেয়েও সেই প্রচারে রত হন বেশ কিছু কাল পরে, তেমনি উৎপীড়নকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ পেয়েও সেই আদেশ পুরোপুরি কার্যে পরিণত করতে সময় নেন। সময় নেন শক্তি সংগ্রহের জন্যও বটে আর বিশেষ করে' বিপক্ষকে তাদের আচরণ সম্বন্ধে সমঝে দেখার জন্য। কুর্যের মদিনার মাঠ থেকে উট ও ভেড়া ধরে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কোরেশ কোনো কথাই বলে নি।

হযরত যে সংঘর্ষ যথাসম্ভব এড়াতে চেয়েছিলেন, আর সমঝৌথা ও মৈত্রী বিশেষভাবে কামনা করেছিলেন এ পর্যন্ত তার অনেক পরিচয় আমরা পেয়েছি। সে সবের মধ্যে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ আর মদিনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা খুব চোখে পড়ে। কিন্তু উৎপীড়ন, অবমাননা, স্বেচ্ছাচার, এ সবের সামনে নতশির হয়ে থাকা—এ হযরত চান নি, কেননা 'উৎপীড়ন হত্যার চাইতে গুরুতর'। বদর যুদ্ধের পরেও তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় আমরা পাব। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক ইয়োরোপীয় ইসলাম-তত্ত্ববিদ্ হযরতের এই মনোভাবের দিকে তেমন মনোযোগ দেন নি।

এতদিন মুসলমানদের কিবলা ছিল জেরুজালেম, অর্থাৎ তাঁরা নামায পড়তেন জেরুজালেমের দিকে মুখ করে। হযরতের মদিনায় আসবার সতেরো মাস পরে এই কিবলার পরিবর্তন হয় ; তখন থেকে মক্কার 'কাবা'র দিকে মুখ করে তাঁরা নামায পড়তে থাকেন। বলা বাহুল্য ইহুদিরা এতে অসন্তুষ্ট হয়, কেননা তারা তাদের 'নামায' সমাধা করতো জেরুজালেমের দিকে মুখ করে।

বদরের যুদ্ধে

দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাসে (জানুয়ারী, ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঘটে বদর সমর। এইটিই ইসলামের প্রথম সমর—খুব অর্থপূর্ণ। আবু সুফিয়ান তার প্রকাণ্ড কাফেলায় পঞ্চাশ হাজার দিনারের (স্বর্ণ মুদ্রার) বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরছিল। ইব্‌নে ইসহাকের গ্রন্থে আছে, আবু সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে ফেরার সংবাদ পেয়ে হযরত মুসলমানদের ডেকে বল্লেন : কোরেশ-কাফেলা তাদের বহু ধনসম্পত্তি নিয়ে আসছে, আক্রমণ করতে যাও, হয়তো আল্লাহ্ এটি তোমাদের শিকাররূপে (বৈধ লুণ্ঠন রূপে) দেবেন। আবু সুফিয়ান হযরতের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে যম্‌যম বিন্ আমর নামক এক ব্যক্তিকে দ্রুতগামী উটে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় এই সংবাদ দিয়ে যে কোরেশ তাদের ধনসম্পদ রক্ষা করতে অগ্রসর হোক—মোহম্মদ ও তার দলবল তা লুটে নেবার আয়োজন করেছে।

'যম্‌যম্ মক্কায় পৌছে' তার উটের নাক কান কেটে তাকে রক্তাক্ত করলো আর নিজের জামা ছিঁড়ে উটের উপরে থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল : কোরেশ ! কাফেলার উট ! কাফেলার উট ! মোহম্মদ আর তার দলবল লুটে নিতে এগিয়েছে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তোমাদের যে মাল-মাত্তা আছে সব—মনে করিনা তোমরা আর তা পাবে—সাহায্যে এগোও সাহায্যে এগোও। মক্কার লোকেরা অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে এলো। তারা বলতে লাগলো : মোহম্মদের দলবল কি ভাবছে যে এও হতে যাচ্ছে ইব্‌নে হাযরামির কাফেলার মতো? আল্লাহ্‌র দিব্য, তারা শীগগিরই জানবে যে ব্যাপারটা তা নয়।— প্রত্যেকে, হয় নিজে অথবা তার প্রতিনিধি, রওনা হলো। প্রধানদের মধ্যে কেবল আবু লাহাব রয়ে গেল, সে তার জায়গায় পাঠালো আল্-আস্ বিন্ হিশামকে, সে আবু লাহাবের কাছে চার হাজার দিরহাম্ ধারতো, আবু লাহাবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সে তার ঋণ শোধ করার সুযোগ পেল।

কোরেশ-বাহিনী যম্‌যমের সংবাদ দেবার দুই তিন দিনের মধ্যে যাত্রা করলো। যে সময় কোরেশ মক্কা থেকে বেরুলো প্রায় সেই সময় হযরতও মদিনা থেকে বেরিয়েছিলেন।

পথে কোরেশ-বাহিনী জানতে পারে আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে এগিয়ে এসেছে, আর আবু সুফিয়ানের এই বার্তাও তারা পেলে যে মক্কার দলের আর এগিয়ে কাজ নেই। তাদের মধ্যে তখন আলোচনা হলো তারা এগোবে, না মক্কায় ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে শান্তিকামী দল বল্লে :

যুদ্ধে আমাদের ভাইদের ও জ্ঞাতিদের হত্যা করার পরে জীবনের আর কি অর্থ আমাদের জন্য থাকবে? এখন আমরা ফিরে যাই এই দায়িত্ব নিয়ে যে নাখলায় নিহত আমর-এর শোণিত-পণ আমরা আদায় করতে তৎপর হব। কিন্তু অন্যেরা—তাদের মধ্যে আবু জেহেল প্রধান—চাইলে কোরেশ-সৈন্য অগ্রসর হোক। তারা বল্লে : আমরা যদি ফিরে যাই তবে বলা হবে আমরা ভীত হয়ে পিছিয়েছি। বরং আমরা বদর যাব, আর সেখানে জলাশয়ের ধারে তিন দিন পান ভোজন ও উৎসব করব। সমস্ত আরব আমাদের কথা শুনতে পাবে আর এর ফলে আমাদের ভয় করে চলবে।

যোহরা গোত্রের লোকেরা কোরেশ-দলের সঙ্গী হয়েছিল। কোরেশের ধনসম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে দেখে তাদের নেতা বল্লে, আবু জেহেলের কথা মতো যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এই বলে তারা কোরেশদের ত্যাগ করে ফিরে গেল।

হযরতের নেতৃত্বে মুসলমানরা, কাফেলা নিয়ে আবু সুফিয়ান, আর কোরেশ সৈন্যদল, সবাই অগ্রসর হচ্ছিল বদরের জলাশয় বা কুয়োগুলোর দিকে। পথে আস-সাফ্‌রার নিকটবর্তী স্থান থেকে হযরত দুইজনকে বদরে পাঠালেন আবু সুফিয়ান ও তার কাফেলার সংবাদ জানতে। তারা বদরে পৌছে জানতে পেলে আবু সুফিয়ানের কাফেলা সেখানে পরের দিন অথবা তার পরের

দিন পৌছবে ; এইটি জেনে তাড়াতাড়ি তারা হযরতের কাছে ফিরে এলো ও যা জেনেছিল তা বল্লে।

আবু সুফিয়ান বদরের নিকটবর্তী হয়ে একাই বদরের জলাশয়ের কাছে এসে তার পূর্বে যে দুইজন সেখানে এসেছিল তাদের কথা শুনতে পেলে, আর উটের নাদা ভেঙে দেখলে তার মধ্যে মদিনার খেজুরের ছোট আঁটি রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে তার কাফেলা নিয়ে ভিন্ন পথে সমুদ্রের ধারে চলে গেল ও এইভাবে মুসলমানদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল। এইভাবে নিরাপদ হয়ে সে কোরেশদের সংবাদ পাঠিয়েছিল।

বদরের অদূরবর্তী যাফিরান নামক স্থানে হযরত জানতে পেলেন যে কোরেশ তাদের দলবল নিয়ে তাদের কাফেলা রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছে। তিনি সঙ্গীদের সে কথা জানালেন ও তাঁদের মত চাইলেন। আবু সুফিয়ান যে নাগালের বাইরে চলে গেছে সে কথা মুসলমানেরা জানতে পারে বদরে পৌছে। আবু বকর ও ওমর পর পর উটে ত্বরিত অগ্রগতির প্রয়োজনের কথা বল্লেন। তারপর আল্ মিকদাদ্ দাঁড়িয়ে যুদ্ধে হযরতকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। হযরত তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন ও আশীর্বাদ করলেন। তারপর তিনি আনসারদের মত চাইলেন, কেননা তারাই ছিল সংখ্যায় বেশি। আরো বিশেষ করে এই জন্য যে আকাবায় যখন তিনি তাদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন তার শর্ত ছিল যে নিজেদের অঞ্চলে তারা হযরতের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবে, যেমন তারা দায়ী তাদের স্ত্রীদের ও সন্তানসন্ততির রক্ষার জন্য ; তাই হযরতের মনে সন্দেহ ছিল যে মদিনার বাইরে এমন যুদ্ধে তারা যোগ দিতে নাও পারে। তাঁর এই কথা শুনে সা'দ বিন্ মোয়ায বল্লেন : আমরা আপনাতে বিশ্বাস করি,আপনার সত্য ঘোষণা করি, আর আমরা সাক্ষ্য দিই যে আপনি যা এনেছেন তাই সত্য, আর আপনাকে আমরা কথা দিয়েছি এবং আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি শুনতে ও আজ্ঞানুবর্তী হতে, অতএব অগ্রসর হোন যেখানে আপনার খুশি, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি যদি আমাদের বলেন সমুদ্র লঙ্ঘন করতে আর আপনি যদি তাতে ঝাঁপ দেন তবে আমরা আপনার সঙ্গে তাতে ঝাঁপ দেবো, আমাদের একজনও পেছনে পড়ে থাকবে না ; ফলে আপনার শত্রুদের সম্মুখীন হতে আমরা বিমুখ নই, আমরা যুদ্ধ জানি, লড়াইয়ে নির্ভরযোগ্যও ; হতে পারে আল্লাহ্ আমাদের এমন কিছু আপনাকে দেখাতে দেবেন যা আপনাকে আনন্দ দেবে ; সেজন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করুন।[৩]

সা'দের কথা শুনে হযরত খুশি হলেন ও খুব উৎসাহিত হলেন। তারপর তিনি বল্লেন : হিম্মৎ নিয়ে এগিয়ে যাও, কেননা আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে দুই দলের[৪] একটি আমার হবে আর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যেন দেখছি শত্রুদল ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। এর পর বদরে পৌছে হযরত জানতে পেলেন কোরেশের সৈন্যদল আছে সামনের পাহাড়ের পেছনে, সংখ্যায় তারা হবে ন'শ থেকে হাজার, কেননা, তাদের খাদ্যের জন্য রোজ নটি কি দশটি পশু জবাই হয়, আরো জানতে পেলেন কোরেশ দলে আছে উৎবা, শায়বা, আবুল বখতরি, হাকিম, নওফল, আল্ হারিস বিন্ আমির, তুয়াইমা, আন্ নয্‌র, জামাআ, আবু জেহেল, উমাইয়া, নবিহ, মুনব্বিহ, সুহায়েল, আমর বিন্ আবদুল উদ্দ্। হযরত লোকদের বল্লেন : মক্কা তার কলিজার টুক্‌রোগুলো[৫] তোমাদের সামনে ফেলে দিয়েছে।

---

৩. মৌলানা আকরম খাঁ বলেছেন, সা'দ ইব্‌নে মোয়ায বদরে উপস্থিত ছিলেন না। — তিনি মদিনায় তাঁর বক্তব্য হযরতকে জানিয়ে থাকবেন।

৪. আবু সুফিয়ানের কাফেলা অথবা কোরেশ সৈন্যদল। (কোর্‌আন ৮ : ৭)

৫. অর্থাৎ মক্কার সব চাইতে গণ্যমান্যদের।

এই সময়ে বৃষ্টি হলো—কোরেশদের দিকে হলো খুব বেশি, মুসলমানদের দিকে কম, তাতে কোরেশদের গতি ব্যাহত হলো, কিন্তু মুসলমানদের গতি ব্যাহত হলো না।

বদরে পৌঁছে মুসলমানরা তার কুয়ো দখল করে নিলে ; তাতে তাদের সুবিধা হলো, কোরেশদের হল অসুবিধা। পরের দিন ভোরে যখন কোরেশ দল পাহাড় অতিক্রম করে নামল, তাদের দেখে হযরত প্রার্থনা করলেন : হে আল্লাহ্, কোরেশ আসছে তাদের অহঙ্কার ও দম্ভ দেখিয়ে তোমার প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করে আর তোমার রসুলকে মিথ্যাবাদী বলে ; হে আল্লাহ্, যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছ তা আজ দাও, আজ প্রাতে তাদের ধ্বংস করো।

কোরেশদের দলে যারা শান্তিকামী ছিল তারা যুদ্ধ না করার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করলে উৎবা বিন্ রাবিয়ার নেতৃত্বে। কিন্তু আবু জেহেল কোনো কথাই শুনলো না, সে বরং আমর বিন্ আল হাযরামির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার ভাইকে উসকিয়ে দিল। সে শোকধ্বনি তুললো—হায় আমর ! হায় আমর ! তখন যুদ্ধের উত্তেজনা দেখা দিল। আবু জেহেল উৎবাকে কাপুরুষতার অপবাদ দিয়েছিল, সে তার ভাই ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রথম অবতীর্ণ হলো।

প্রথমে কোরেশ পক্ষের থেকে একজন চেষ্টা করে মুসলমানদের দখল-করা কুয়ো বা জলাশয় নষ্ট করতে। হাম্‌যার তরবারির আঘাতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এরপর উৎবা অগ্রসর হয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান জানালো। মুসলমানদের তরফ থেকে তিন জন আনসার এগিয়ে এলো। কোরেশ যোদ্ধারা জিজ্ঞাসা করলে : তোমরা কারা? তারা বল্লে : আমরা কয়েকজন আনসার। কোরেশ বীররা বল্লে : তোমাদের দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কোরেশ নকিব তখন হাঁকলো : মোহম্মদ, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে করার জন্য পাঠাও আমাদের গোত্রের যারা আমাদের সমকক্ষ তাদের। হযরত বল্লেন : ওঠো উবায়দা বিন্ হারিস, ওঠো হাম্‌যা, ওঠো আলী। তাঁরা উঠে কোরেশদের সম্মুখবর্তী হলে তারা জিজ্ঞাসা করলে : তোমরা কারা? আর প্রত্যেকের নাম জেনে বল্লে : হাঁ এরা সম্ভ্রান্ত আর আমাদের সমকক্ষ। এঁদের মধ্যে উবায়দা ছিলেন বয়সে সব চাইতে বড়, তিনি সম্মুখীন হলেন উৎবা বিন্ রাবিয়ার, আর আলী সম্মুখীন হলেন আল্-ওয়ালিদ্ বিন্ উৎবার। অবিলম্বে হাম্‌যা শায়বাকে হত্যা করলেন, আলী হত্যা করলেন আল্-ওয়ালিদকে। উবায়দা আর উৎবা পরস্পরকে আঘাত করলেন আর পরস্পরকে ঘায়েল করলেন। তখন হাম্‌যা ও আলী তরবারি হস্তে উৎবাকে আক্রমণ করলেন আর তাঁকে নিহত করে তাঁদের সঙ্গীকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে এলেন। তাঁর পা কাটা পড়েছিল—তা থেকে মজ্জা বেরিয়ে পড়ছিল। যখন তাঁরা উবায়দাকে হযরতের কাছে আনলেন, তখন উবায়দা হযরতকে বল্লেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি কি শহীদ নই? তিনি উত্তর দিলেন : নিঃসন্দেহ তুমি শহীদ।

এরপর দুইদল এগিয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী হ'ল। কোরেশ দলে ছিল অন্ততঃ নয় শত যোদ্ধা, তাদের মধ্যে তিন শত অশ্বারোহী—সবাই যোগ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ; আর মুসলমান-সৈন্য ছিল সংখ্যায় তিন শ'র সামান্য কিছু বেশি, অস্ত্রশস্ত্রেও তারা ছিল হীন। হযরত তাঁর সঙ্গীদের আদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন শত্রুদের আক্রমণ না করে যে পর্যন্ত না তাঁর আদেশ পায় আর শত্রুসৈন্য যদি তাদের ঘেরাও করে তাদের যেন তারা দূরে রাখে তীর চালিয়ে।—তাঁর জন্য খেজুরের পাতা দিয়ে একটি চালা তৈরি করা হয়েছিল। তিনি ও আবু বকর ছিলেন তাতে।

বর্ণিত হয়েছে : বদর-যুদ্ধের দিন হযরত মুসলমান সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন একটি তীর হাতে নিয়ে। সওয়াদ নামে একজনের পেটে তীর দিয়ে একটু খোঁচা দিয়ে তিনি বল্লেন : হে সওয়াদ, কাতার ঠিক কর। তখন সওয়াদ বলে : হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি আমাকে আঘাত দিয়েছেন, আর আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে, সেজন্য আমাকে প্রতিশোধ

নিতে দিন। হযরত তাঁর পেট অনাবৃত ক'রে বল্লেন : তোমার প্রতিশোধ নাও। সওয়াদ তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর পেটে চুমু খেলে। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে এমন করলে কেন ! সে উত্তর দিলে : হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি দেখছেন কি আমাদের সামনে, আজকার যুদ্ধে বাঁচতে নাও পারি, আর এই যখন আপনার সঙ্গে আমার শেষ সময়, আমি চাই, আমার গাত্রচর্ম আপনার গাত্রচর্ম স্পর্শ করুক। হযরত তাকে আশীর্বাদ করলেন।

সৈন্যদের কাতার ঠিক করে হযরত তাঁর চালায় প্রবেশ করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কেবল আবু বকর। হযরত আকুল হয়ে তাঁর প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তাঁর প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন তার জন্য। তিনি যা বলেছিলেন তার একটি অংশ এই : হে আল্লাহ্ এই দল যদি আজ বিনষ্ট হয়, তবে তোমার উপাসনা করবার আর কেউ থাকবে না।— কিন্তু আবু বকর বল্লেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি বার বার অনুনয় করছেন এতে আল্লাহ্ রুষ্ট হবেন, তার কারণ, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। —এই চালার ভিতরে হযরতের একটু তন্দ্রা এসেছিল, জেগে উঠে তিনি বল্লেন : আবু বকর, আনন্দিত হও, আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমাদের কাছে পৌঁছেছে, এই তো জিব্রিল ঘোড়ার লাগম ধরে তাকে চালাচ্ছে, তার দাঁতের উপরে ধুলো জমেছে !

বিপক্ষের শরাঘাতে দুইজন মুসলমান নিহত হলো। তখন হযরত লোকদের সামনে গিয়ে এই বলে তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন : যাঁর হাতে মোহম্মদের প্রাণ সেই আল্লাহ্‌র শপথ, আজ যে তাদের বিরুদ্ধে অবিচলিত সাহসে যুদ্ধ করবে, এগোবে, পিছে হঠবে না, আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন বেহেশতে। এতে মুসলমানদের মনে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। একজন খেজুর খাচ্ছিল, খেজুর ফেলে দিয়ে সে তলোয়ার হাতে যুদ্ধে ছুটে গেল, আর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করল। আর একজন হযরতকে জিজ্ঞাসা করে : কিসে আল্লাহ্ তাঁর দাসকে দেখে আনন্দের হাসি হাসেন। হযরত উত্তর দিলেন : যখন সে বর্ম না পরে শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুনে সে তার বর্ম খুলে ফেলে তলোয়ার হাতে যুদ্ধে ছুটে গেল, আর মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করল।

সৈন্যরা যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী হলো তখন আবু জেহেল চেঁচিয়ে বল্লে : হে আল্লাহ্, আজ প্রাতে ধ্বংস করো তাকে যে আমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করেছে আর তাই করেছে যা বৈধ নয়। ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন : এইভাবে আবু জেহেল নিজেকেই মৃত্যুর মুখে সঁপে দিলে।

তারপর রসুল হাতে এক মুঠো কাঁকর নিয়ে কোরেশ সৈন্যের দিকে ফিরে বল্লেন : তাদের মুখ বিকৃত হোক।—তারপর তিনি সে কাঁকরগুলো ছুঁড়ে মারলেন আর তাঁর সঙ্গীদের আদেশ দিলেন আক্রমণ করতে।

সেদিনকার যুদ্ধে শত্রুদল পর্যুদস্ত হলো। তাদের প্রধানদের অনেকেই নিহত হলো ও বন্দী হলো।

হযরত সেদিন মুসলমানদের বলেছিলেন : বনি হাশিমের কেউ কেউ এবং অন্যেরাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ; তোমরা যদি কেউ বনি হাশিমের কাউকে পাও, অথবা আবুল বখ্‌তরিকে অথবা আল্ আব্বাসকে তবে তাকে মেরে ফেলো না, কেননা সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছে। আবু হুযায়ফা বল্লে : আমরা কি তবে আমাদের পিতাদের পুত্রদের আর ভাইদের আর পরিজনদের হত্যা করব আর আল্ আব্বাসকে ছেড়ে দেবো ? আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যদি তার দেখা পাই তবে আমার তলোয়ার মারবো তার চোয়ালে। এই কথা হযরতের কানে পৌঁছলে তিনি হযরত ওমরকে বল্লেন : হাফ্‌সের পিতা, পয়গাম্বরের চাচার মুখে কি তলোয়ার মারা সঙ্গত ? ওমর উত্তর দেন : (যে বলেছে) তার মাথা আমাকে উড়িয়ে দিতে দিন ; আল্লাহ্‌র

শপথ, এই লোক কপট মুসলমান। এই কথায় আবু হুযায়ফা খুব ভীত হয়েছিল। আল্-ইয়ামামার যুদ্ধে সে শহীদ হয়।

রসুল আবুল বখতরিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন মক্কায় তিনি যে হযরতের প্রতি বহু সময়ে অনুকূলতা করেছিলেন সেইজন্য। বয়কট তুলে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আনসারদের একজন তাঁর দেখা পায় আর তাঁকে জানায় হযরত তাঁকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আবুল বখতরির সঙ্গে এক সোয়ারিতে যে ছিল তার সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : আমার এই বন্ধুর কি হবে? আনসার উত্তর দেয় : রসুল শুধু তোমার সম্বন্ধেই আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আবুল বখতরি বল্লেন ; তাহলে আমিও মরবো তার সঙ্গে, মক্কার মেয়েলোকেরা না বলুক যে আমি আমার জীবন রক্ষা করার জন্য বন্ধুকে ত্যাগ করেছি।—আনসার গিয়ে হযরতকে জানায় সে আবুল বকতরিকে বন্দী ক'রে আনতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আবুল বকতরি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয় না, ফলে সে মারা গেছে।

আবদুর রহমান বিন্ আউফের হাতে তাঁর পুরাতন বন্ধু উমাইয়া বিন্ খলফ্ ও তার পুত্র বন্দী হয়.। উমাইয়া মক্কায় বেলালের উপরে ঘোর অত্যাচার করতো। সে তাকে দেখে চীৎকার করে লোক জড়ো করে আর আবদুর রহমান বিন্ আউফের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জনতা তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে।

কেউ কেউ বলেছে এই যুদ্ধে তারা ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ করতে দেখেছিল, তাদের মাথায় ছিল সাদা পাগড়ী।

শত্রুরা পর্যুদস্ত হলে হযরত আদেশ দেন নিহতদের মধ্যে আবু জেহেলের খোঁজ করতে। তাকে প্রথম দেখতে পান মোয়ায বিন্ আম্‌র বিন যামু। মোয়ায বলেছেন : আমি লোকদের মুখে শুনলাম আবু জেহেল আছে এক ঘন কাঁটা-ঝোপের মধ্যে, তাকে নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না। এই কথা শুনে আমি তার দিকে এগোলাম। তলোয়ারের নাগালের মধ্যে পেয়ে আমি তাকে আঘাত করলাম, তাতে তার পায়ের নলার অর্ধেক কেটে ছিটকে পড়লো। তার পুত্র ইক্‌রামা আমার কাঁধের উপরে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো, তাতে আমার হাত কেটে পড়ে চামড়া থেকে ঝুলতে লাগলো। এই হাত টেনে টেনে সমস্ত দিন আমি যুদ্ধ করলাম ; যখন খুব যন্ত্রণা হলো আমি সেই হাতের উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তা টেনে ছিঁড়ে ফেল্লাম।—এই মোয়ায বিন্ আমর্ হযরত ওসমানের শাসনকাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

মোয়ায বিন্ আমর্-এর পরে আর একজন আবু জেহেলের উপরে আঘাত হানে। আবু জেহেলকে মুমূর্ষু অবস্থায় পায় আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসূদ। একে আবু জেহেল এক সময়ে হাতের নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল ও ঘুষি মেরেছিল। আবু জেহেলের ঘাড়ে পা দিয়ে সে বল্লে : আল্লাহ্‌র শত্রু, আল্লাহ্ তোমাকে তো লজ্জা দিয়েছেন? সে উত্তর দেয় ; তিনি আমাকে কেমন করে লজ্জা দিয়েছেন? তোমরা যেসব লোককে মেরেছ আমি কি তাদের থেকে অদ্ভুত কিছু। বলো, যুদ্ধের গতি কি হলো? আবদুল্লাহ্ তাকে জানায় যুদ্ধে আল্লাহ্ ও রসুলের জিত হয়েছে। আবদুল্লাহ বলতো আবু জেহেল তাকে বলেছিল : ক্ষুদ্র রাখাল—উঠেছ বহু দূর।—আবদুল্লাহ্ আবু জেহেলের মাথা কেটে হযরতের কাছে এনে বলে : এই আল্লাহ্‌র শত্রু আবু জেহেলের মাথা। রসুল আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, বদর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে উক্কাশা বিন্ মিহ্‌সানের হাতে তার তলোয়ার ভেঙে যায়। রসুলের কাছে এলে তিনি তাকে একটি কাঠের লাঠি দেন ও তাই দিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন। সেইটি নিয়ে ঘুরোতে ঘুরোতে তা তার হাতে হয়ে উঠলো এক দীর্ঘ মজবুত চকচকে তলোয়ার আর তাই দিয়ে সে যুদ্ধ করল—যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ মুসলমানদের বিজয় দিলেন।

রসুলের আদেশে মৃত সবাইকে একটি গর্তে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু উমাইয়া বিন্ খলফ্‌কে ফেলা হয় নি কেননা, তার শরীর তার বর্মের মধ্যে এত ফুলে গিয়েছিল যে তা থেকে বার করতে গেলে তা ছিঁড়ে যাচ্ছিল, কাজেই তা যেখানে ছিল সেখানেই তারা রেখে দিল, আর তা ঢেকে দিল মাটি ও পাথর দিয়ে।

তাদের যখন গর্তে ফেলা হচ্ছিল তখন রসুল দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—হে গর্তের অধিবাসীরা, তোমরা কি দেখেছ যে আল্লাহ্ যার ভয় দেখিয়েছিলেন তা সত্য ? আমি দেখছি আমার প্রভু আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য হয়েছে। তাঁর সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি মৃতদের বলছেন? তিনি উত্তর দেন, তারা জানে যার কথা তাদের তিনি বলছিলেন তা সত্য।

একটি বিবরণে আছে রসুলের সঙ্গীরা মধ্যরাত্রে তাঁকে বলতে শুনেছিলেন : হে গর্তের অধিবাসীরা—হে উৎবা, হে শায়বা, হে উমাইয়া, হে আবু জেহেল, (যাদের গর্তে ফেলা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের নাম ক'রে ক'রে বলেছিলেন) তোমরা কি বুঝেছ আল্লাহ্ তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য। আমার প্রভু আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি বুঝেছি তা সত্য। মুসলমানরা বলেছিলেন : আপনি কি মৃত দেহদের সম্বোধন করছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চাইতে বেশি ভালো শোনো না, কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারে না।

যখন রসুল তাদের গর্তে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন তখন উৎবার দেহ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্ণিত হয়েছে : হযরত, উৎবার পুত্র আবু হুযায়ফা-র মুখপানে চেয়ে দেখলেন সে দুঃখিত হয়েছে আর তার রং বদলে গেছে। হযরত এই ধরনের কিছু বলেছিলেন : তোমার পিতার ভাগ্য দেখে তুমি হয়ত খুব আঘাত পেয়েছ। আবু হুযায়ফা উত্তর দিয়েছিল ; না, আমার পিতার সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু আমার পিতাকে আমি জানতাম একজন জ্ঞানবান মার্জিত রুচি ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক বলে, সেজন্য আমি আশা করেছিলাম যে তিনি ইসলামের দিকে আসবেন। কিন্তু যখন আমি দেখলাম কি তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে আর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন অবিশ্বাসী অবস্থায়, তাঁর সম্বন্ধে আমার এমন আশা পোষণ করার পরে, তখন তাতে আমি দুঃখিত হয়েছি। রসুল তাকে আশীর্বাদ করলেন ও তার সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বল্লেন।

বদরে এমন কয়েকজন লোক মারা পড়েছিল যারা এক সময়ে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু হযরত যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তাদের আপন জনেরা তাদের আটকে রেখে ধর্মত্যাগী করেছিল। সম্ভবতঃ তাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

> নিঃসন্দেহ ফেরেশতারা যাদের গ্রহণ করে (মৃত্যুতে), আর তারা ছিল নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী, (ফেরেশতারা) তাদের জিজ্ঞাসা করবে কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবে : আমরা সংসারে ছিলাম দুর্বল। তারা বলবে : আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যার ফলে তোমরা দেশান্তরে যেতে পারতে? কাজেই এরাই তারা যাদের বাসস্থান জাহান্নাম—
>
> আর মন্দ সেই আশ্রয়—(৪ : ৯৭)

লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কলহ দেখা দিয়েছিল। যারা সে সব সংগ্রহ করেছিল আর যারা যুদ্ধ করেছিল ও শত্রুর পশ্চাৎধাবন করেছিল তারা বলতে লাগল লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাদের বেশি অধিকার। যারা হযরতকে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল তারাও বলতে লাগল লুণ্ঠিত দ্রব্যে তারা সমান ভাগ পাবে। তখন অবতীর্ণ হয়েছিল সুরা আন্‌ফালের এই আয়াত :

> তারা তোমাকে যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো যুদ্ধ লব্ধ সামগ্রীগুলো আল্লাহ্ ও রসুলের জন্য। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো আর তোমাদের মতভেদের

বিষয়ে মীমাংসা কোরে ফেলো আর আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকের অনুবর্তী হ্ও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮ : ১)

আর জেনো যা কিছু বস্তু তোমরা যুদ্ধে লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য আর রসুলের জন্য আর (রসুলের) নিকট–আত্মীয়দের জন্য আর অনাথ আর নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী হও আর তাতে যা আমি অবতীর্ণ করেছিলাম আমার দাসের কাছে সেই মীমাংসাকারী দিনে যেদিন দুইদল মিলেছিল ; আর আল্লাহ্ সব–কিছুর ক্ষমতা রাখেন। (৮ : ৪১) ।

লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করা হলো আস–সাফরায়। এসবের এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্য ছিল আল্লাহ্ ও রসুলের অর্থাৎ রাষ্ট্রের, অবশিষ্ট অংশ সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল যোদ্ধাদের মধ্যে। অশ্বারোহী তার ঘোড়ার জন্য পেল আরো দুই ভাগ। প্রত্যেকে পেল একটি উট সরঞ্জাম সমেত অথবা দুইটি উট সরঞ্জাম ভিন্ন। হযরত পেলেন আবু জেহেলের উট ও যুলফিকার তরবারি[৬]।

পথে আন্–নযর আর উক্বা এই দুইজন বন্দীর শিরশ্ছেদ হয়।

বিজয়ের বার্তাসহ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা ও যায়েদকে মদিনার দুই অঞ্চলে পাঠান। যায়েদ মদিনায় পৌঁছে যখন চেঁচিয়ে বলেছিলেন : উৎবা, শায়বা, আবু জেহেল, আবুল বখতরি, উমাইয়া, নুবাই, মুনব্বিহ এইসব কোরেশ–প্রধান নিহত হয়েছে, তখন তাঁর পুত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল : বাবা, এ সব কি সত্যি? হাঁ, সত্যি—বলেছিলেন যায়েদ।—এই সময় মদিনার লোকেরা ব্যস্ত ছিল হযরতের কন্যা রুকাইয়া–কে কবরস্থ করা নিয়ে। তিনি অসুস্থ ছিলেন সেজন্য তাঁর স্বামী ওস্মান বিন্ আফফান যুদ্ধে যেতে পারেন নি।—হযরতের মদিনায় পৌছার একদিন পরে বন্দীরা পৌঁছে। নেতৃস্থানীয় আবু ইয়াযিদ সুহায়েল বিন্ আমরকে বন্দী করে আনা হয়েছিল। তাকে ঘরের কোণে ঘাড়ের সঙ্গে হাত–বাঁধা অবস্থায় দেখে হযরতের পত্নী বিবি সওদার খুব দুঃখ হয়। তখনো পর্দার আদেশ আসে নি। তিনি বলে ওঠেন : আবু ইয়াযিদ, তুমি ধরা দিয়েছিলে সহজে, তোমার যোগ্যভাবে মৃত্যু বরণ করা উচিত ছিল। বিবি সওদা বলেন ; সহসা হযরতের কণ্ঠস্বরে আমি চমকিত হলাম, তিনি বলেছিলেন : সওদা,তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চাও? বিবি সওদা বল্লেন : আল্লাহ্র শপথ আবু ইয়াযিদকে এই অবস্থায় দেখে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারি নি, সেজন্য আমি তাকে ওকথা বলেছিলাম। (আবু ইয়াযিদকে কিছু বেশি বাঁধা হয়েছিল, কেননা সে পালাতে চেষ্টা করেছিল)।

হযরত বন্দীদের তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। একজন বন্দীর উক্তি এই : বদর থেকে আমাকে আনা হলে আমি ছিলাম একদল আনসারের সঙ্গে ; নবীর নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় খাবার সময়ে তারা আমাকে দিতো রুটি আর নিজেরা খেত খেজুর ; যদি কারো এক টুক্রো রুটি থাকতো সে আমাকে তা দিত ; আমি লজ্জাবোধ করে তাদের একজনকে ফিরিয়ে দিতাম ; কিন্তু সেই রুটি স্পর্শ না ক'রে সে আমাকে ফিরিয়ে দিত।

বহু কোরেশ–প্রধান বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এই সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছলো তখন অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় নি। আবু লাহাবের মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে কোরেশ পক্ষ দাঁড়াতেই পারে নি, এই সংবাদ শুনে একজন বলে : ফেরেশতারা এই যুদ্ধে নেমেছিল। আবু লাহাব তার মুখে চড় মারে, আর তার পক্ষের লোকের কাছে মারও খায়। কয়েক

---

৬. মূয়র দ্রষ্টব্য।

দিনের মধ্যে আবু লাহাবের গা দিয়ে ফুস্কুড়ি বেরোয়, আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। কয়েক দিন তার শব অমনি পড়ে থাকে ; শেষে তার ছেলেরা অতি কষ্টে তাকে মাটি চাপা দেয়।

আবু সুফিয়ানের এক পুত্র যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। একজন মুসলমান হজ করতে যায় ; আবু সুফিয়ান তাকে বন্দী করে রাখে আর তার ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হলে তাকে ছেড়ে দেয়।

বন্দীদের মধ্যে ছিলেন আবুল আস বিন্ আল্-রবি, তিনি ছিলেন হযরতের জামাতা, তাঁর কন্যা বিবি যয়নাবের স্বামী। আবুল আস মক্কার গণমান্যদের অন্যতম ছিলেন। তাঁকে মুক্ত করার জন্য হযরতের কন্যা যয়নাব মুক্তিপণ পাঠান আর তাঁর মায়ের দেওয়া হার পাঠিয়ে দেন। এই হার দেখে হযরত ভাবে অভিভূত হন। তিনি লোকদের বলেন : তোমরা যদি যয়নাবের স্বামীকে মুক্তি দিতে পারো আর তার অর্থও তাকে ফেরৎ দিতে পারো তবে দাও। সবাই তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন আর আবুল আসকে মুক্তি দিলেন এবং হযরতের কন্যাকে তাঁর অর্থ পাঠিয়ে দিলেন।

আবুল আসের সঙ্গে হযরতের কথা হয়েছিল যে তিনি বিবি যয়নাবকে মদিনায় হযরতের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁকে যখন মক্কা থেকে উটে করে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন হাববার বিন্ আল্ আসোয়াদ বর্শা উঁচিয়ে তাঁকে ভয় দেখায়। যয়নাব গর্ভবতী ছিলেন, এতে তাঁর গর্ভপাত হয়। এরপরে যয়নাবকে গোপনে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্বামী আবুল আস্ বহুদেববাদী ছিলেন, হযরতের মক্কা-বিজয়ের কিছু পূর্বে পর্যন্ত। সেই সময়ে নিজের টাকা ও কোরেশদের টাকা নিয়ে তিনি সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যান আর তাঁর ফিরবার পথে মুসলমানদের এক অভিযানকারী দল তাঁর সব লুটে নেয়। কিন্তু আবুল আস পালিয়ে যান ও গোপনে মদিনায় বিবি যয়নাবের শরণার্থী হন। বিবি যয়নাব তাঁকে আশ্রয় দেন আর সে কথা উচ্চ কণ্ঠে বলেন, কেননা তাঁর ধারণায় নগণ্যতম মুসলমানেরও অধিকার ছিল অন্যকে আশ্রয় দেবার। হযরত জানতে পেরে বলেন : যয়নাব তাঁর অতিথির সম্বর্ধনা করুক, কিন্তু অমুসলমান অবস্থায় আবুল আস্ তার জন্য বৈধ নয়। আবুল আসের যেসব মাল লুটে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে তা ফেরৎ দেওয়া হোক এই অনুরোধ আবুল আস্ বিবি যয়নাবকে জানিয়েছিলেন। যারা আবুল আসের মাল লুটে নিয়েছিল তাদের ডেকে হযরত বলেন : এই লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে, যদি তোমরা তাকে তার মাল ফেরৎ দাও তবে তা ভালই হবে, কিন্তু যদি না দাও তবে এই যুদ্ধে লব্ধ মাল আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন, তোমাদের তাতে অধিকার আছে। অভিযানকারীরা বল্লে তারা আবুল আসের মাল খুশি মনেই ফিরিয়ে দেবে। আর তারা বড় ছোটো যা-কিছু নিয়েছিল সব ফিরিয়ে দিলে। আস্ মক্কায় গিয়ে যার যা প্রাপ্য সব ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কারো কিছু পাওনা আছে কি না। তারা বল্লে : না, আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কার দিন, তুমি যে বিশ্বস্ত ও সদাশয় তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তখন আবুল আস্ বল্লেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই আর মোহম্মদ তাঁর দাস ও প্রেরিত, আমি যখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম তখনই মুসলমান হতে পারতাম, কিন্তু তোমরা তাহলে ভাবতেও পারতে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার ফন্দি করেছি ; কিন্তু এখন তোমাদের মাল আল্লাহ্ তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন ও আমি দায় থেকে মুক্ত হয়েছি, আমি আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করি। এই বলে তিনি হযরতের কাছে চলে গেলেন।

> বদরে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, এই ইব্‌নে ইসহাকের মত। মতান্তরে কোরেশ পক্ষে সত্তর জন নিহত হয়েছিল আর সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল বন্দীদের হত্যা করা হবে, না, তাদের জন্য মুক্তিপণ নেওয়া হবে।

"আবু বকর নিবেদন করিলেন—হযরত! ইহারা সকলেই আমাদিগের স্বজন ও আত্মীয়। আমার মতে কিছু কিছু অর্থ লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। ইহাতে আমাদিগের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের সকলের পক্ষে এছলাম

গ্রহণ করাও সম্ভব। এখানে বলা আবশ্যক যে হযরত ভক্তপ্রবর আবু বকরের নিকট ছাহাবাগণের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তখন ওমরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—খাত্তাবের পুত্র, আপনার কি মত? ওমর সম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন—"আমি আবু বকরের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। ইহারা এছলামের চিরশত্রু এবং মুসলমানগণের প্রাণের বৈরী। আমাদিগকে নির্যাতিত করিতে আল্লাহ্‌র রসুলকে হত্যা করার চেষ্টা করিতে এবং আল্লাহ্‌র সত্যধর্মকে জগতের পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে ইহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এগুলি অন্যায় অধর্ম ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি—এগুলিকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলা হউক। প্রত্যেক মুসলমান উলঙ্গ তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান হউক, এবং নিজহস্তে নিজের আত্মীয়বর্গের মুণ্ডপাত করুক—আমার ইহাই মত। ...

আবু বকর ছাহাবাগণের সাধারণ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। অতএব ওমরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আবু বকরের অভিমত অনুসারে হযরত মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।"[৭]

বন্দীরা অনেকেই মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের মুক্ত করলো—মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম। কয়েক জনকে মুক্তি দেওয়া হলো বিনা পণেই। একজন দরিদ্রকে মুক্তি দেওয়া হলো এই শর্তে যে সে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। কয়েক জন ইসলাম গ্রহণ করলে ও তার ফলে মুক্তি পেল। কয়েক জনকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হলো যে তারা প্রত্যেকে মদিনার দশটি বালককে লিখতে শেখাবে।

আল্-আব্বাস ও তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আকিল বিন্ আবু তালেব এবং নওফল বিন্ আল হারিস এই যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। হযরত আল-আব্বাসকে মুক্তিপণ দিতে বল্লেন। আল্-আব্বাস বল্লেন : আমি মুসলমান ছিলাম, কিন্তু লোকেরা আমাকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। হযরত বল্লেন : বাহ্যতঃ আপনি ছিলেন আমাদের বিরুদ্ধে সেজন্য মুক্তিপণ দিতে হবে।

আল্-আব্বাস বলেন : তাঁর টাকা পয়সা কিছুই নেই। হযরত জিজ্ঞাসা করেন : মক্কায় আপনি আল্-হারিসের কন্যা উম্মুল-ফযলের কাছে যে টাকা রেখে এসেছেন সে টাকা কোথায়? এতে আল্-আব্বাস বলে ওঠেন : আমি আর উম্মুল-ফযল ভিন্ন কেউ এই টাকার কথা জানে না, আমি এখন (নিশ্চিতরূপে) জানলাম যে তুমি আল্লাহ্‌র রসুল। আল্-আব্বাস তাঁর ও তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের মুক্তিপণ দিলেন।

পথে যে দুইজনের শিরশ্ছেদ হয়েছিল তাদের প্রতি নৃশংস আচরণ করা হয়েছিল এই কথা মূয়র বলেছেন। তাদের মধ্যে আন্-নয্‌র যে মুসলমানদের উপরে উৎপীড়ন করতো তাঁর গ্রন্থেই তার উল্লেখ আছে। উক্‌বার অপরাধও সেই ধরনের ছিল। কিন্তু সে যখন দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে হযরতকে বলে : আমার ছোট্টো মেয়ের কি হবে? কে, তার খবরদারি করবে? তার উত্তরে হযরত নাকি বলেন ; তার খবরদারি করবে দোযখের আগুন।—এটি অবশ্য গুরু অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগের মূল্য দেওয়া কঠিন, কেন না পিতার অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী নয় এটি হযরতের এক বিশিষ্ট শিক্ষা। তা ছাড়া শিশুদের প্রতি হযরত সব সময় সদয় ব্যবহার করতেন। অবশ্য তাঁর মেজাজ যে কখনো খারাপ হতো না এমন কথা বলা সঙ্গত হবে না। কিন্তু দেখা গেছে ক্রোধের ফলে কোনো অসঙ্গত বা কড়া কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলে পরক্ষণেই সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন হতেন। ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে ইব্‌নে ইসহাকে। তবে হযরত সম্বন্ধে,

---

৭. মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসেরই হোক আর হাদিসেরই হোক সব বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য নয়, সে কথা আমরা জানতে পেরেছি।[৮]

বদরে হেরে কোরেশ প্রথমে শোক করে নি। আবু সুফিয়ান তাদের বলে : তোমাদের যারা হত হয়েছে তাদের জন্য শোক কোরো না, কবিরাও তাদের জন্য শোকগাথা রচনা না করুক, যদি গাথা রচনা করে' শোক করে তবে মোহম্মদ ও তার দলবলের প্রতি তোমাদের ক্রোধ ও শত্রুতা কমে যাবে ... আমি তেল স্পর্শ করবো না আমার স্ত্রীদের থেকেও দূরে থাকেবো যে পর্যন্ত না পুনরায় মোহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করি।—তার স্ত্রী হিন্দকে লোকেরা যখন বল্লে, কেন তুমি তোমার বাবা উৎবা আর তোমার চাচা আর তোমার ভাইয়ের জন্য শোক করো না? হিন্দ উত্তর দেয় ; তোমাদের পুনরায় মোহম্মদের ও তার দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমি চোখের পানি ফেলবো না, যদি চোখের পানি আমার অন্তরের ব্যথা মুছে নিতে পারতো তবে তোমাদের মতো আমিও শোক করতাম। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে তার চুলে তেল দেবে না আবু সুফিয়ানের শয্যার নিকটবর্তী হবে না যে পর্যন্ত না সৈন্যদল মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে।

উমের মক্কায় মুসলমানদের উপরে খুব উৎপীড়ন করতো। বদর যুদ্ধে তার পুত্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। উমের তার মহাজন সাফওয়ানের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে যে সে মদিনায় গিয়ে হযরতকে হত্যা করবে। সাফওয়ান বলে এই কাজে সফল হলে সে উমেরের ঋণ মাফ করে দেবে ও তার পরিবারের ভার নেবে। উমের তার তরবারিতে ধার দিয়ে ও তা বিষাক্ত করে গলায় ঝুলিয়ে মদিনায় যায়। তাকে প্রথম মসজিদের দরজায় দেখতে পান হযরত ওমর আর দেখেই ভাবেন তার দুরভিসন্ধি আছে। তিনি গিয়ে হযরতকে খবর দেন ; হযরত তাকে আসতে বলেন। হযরত ওমর তার তলোয়ার ঝোলানোর পেটি ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসেন আর আনসারদের বলেন হযরতের পাশে বসতে ও তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে। হযরত ওমরকে বলেন উমেরকে ছেড়ে দিয়ে যেতে... উমেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : কি মতলব করে এসেছ? উমের বলে : তার ছেলে যে বন্দী হয়ে আছে তার প্রতি যেন ভাল ব্যবহার করা হয়। হযরত তার কথা অবিশ্বাস করেন। আর শেষে বলেন সে আর সাফওয়ান গোপনে যে পরামর্শ করেছে তার কথা। তখন উমের বলে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল ; আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলতাম যখন আপনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমাদের কাছে সংবাদ আনতেন আর আমরা সেই প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করতাম। কিন্তু এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমি ও সাফওয়ান ভিন্ন আর কেউ জানে না—আর কেউ নয় আল্লাহ্‌ই আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌রই প্রশংসা যে তিনি আমাকে চালিত করেছেন ইসলামের দিকে।—এরপর উমের মক্কায় ফিরে এসে অনেককে ইসলামে দীক্ষিত করে।

ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন : বদর যুদ্ধের পরে সমগ্র সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। সমগ্র সূরা না হলেও এর অনেক আয়াত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়—এই একালের পণ্ডিতদের মত। এই সূরার কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, আরো কয়েকটি আয়াত আমরা উদ্ধৃত করছি—সেসব থেকে ভালো বোঝা যাবে এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের কালে কি ধরনের প্রেরণা ও বাণী হযরতের লাভ হয়েছিল :

যেমন—তোমার পালয়িতা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমার গৃহ থেকে সত্যের সঙ্গে যদিও বিশ্বাসীদের এক দল নিঃসন্দেহ অনিচ্ছুক ছিল।

তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করেছিল সত্য সম্বন্ধে তা স্পষ্ট হবার পরে—তারা যেন তাড়িত হয়েছিল মৃত্যুর দিকে (যাকে) তারা দেখছিল।

---

৮. মৌলানা আকরম খাঁর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আর যখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই দলের একটি সম্বন্ধে যে তা তোমাদের হবে[৯] আর তোমরা চেয়েছিলে যা অস্ত্রসজ্জিত নয় তাই তোমাদের হোক, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যা তাঁর বাণীর দ্বারা সত্য হয়েছে তার সত্যতা প্রকাশ করতে আর অবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিতে—(৫—৭)

যখন তোমরা তোমাদের পালয়িতার সাহায্য চেয়েছিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার একে-অন্যের-অনুসরণকারী ফেরেশতা দিয়ে।

আর আল্লাহ্ এটি দিয়েছিলেন সুসংবাদরূপেই যেন তার দ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণ শান্তি লাভ করতে পারে ; আর জয় শুধু আল্লাহ্ থেকে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি—জ্ঞানী। (৯—১০)

যখন তোমাদের পালয়িতা ফেরেশতাদের প্রেরণা দিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সেজন্য তাদের দৃঢ় করো যারা বিশ্বাস করে,আমি ভয় নিক্ষেপ করবো তাদের অন্তরে যারা অবিশ্বাস করে ; তার পর গর্দান মারো, আর তাদের প্রত্যেক আঙুলে আঘাত করো।

এটি এই জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। (১২—১৩)

*

আর যে কেউ সেই দিন তাদের দিকে পিঠ ফেরায়—যুদ্ধ করার কারণে অথবা (নিজেদের) দলে যোগ দেবার ইচ্ছায় ভিন্ন—তবে নিঃসন্দেহ সে যোগ্য হয়েছে আল্লাহ্‌র ক্রোধের, আর তার বাসস্থান জাহান্নাম—আর তা হবে এক অবাঞ্ছিত গন্তব্যস্থান।

তবে তোমরা তাদের সংহার করো নি, তাদের সংহার করেছিলেন আল্লাহ্, আর তুমি (হে মোহম্মদ) (কঙ্কর) নিক্ষেপ করো নি যখন নিক্ষেপ করেছিলে কিন্তু নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ যেন তিনি বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর তরফ থেকে একটি পরীক্ষার দ্বারা।[১০] (১৬—১৭)।

*

(হে কোরেশ) যদি তোমরা বিচার চেয়ে থাকো তবে নিঃসন্দেহ সেই বিচার তোমাদের জন্য এসেছে, আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা হবে তোমাদের জন্য ভালো, আর যদি তোমরা ফিরে আসো (যুদ্ধ করতে) আমরাও তবে ফিরে আসবো, আর তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনো কাজে আসবে না সংখ্যায় তারা যতই হোক—আর (জেনো) আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে। (১৯)

হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি (আল্লাহ্) তাতে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়, আর জেনো যে আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী, আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (২৪)

*

আর জেনো যে তোমাদের ধনসম্পত্তি, আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য প্রলোভন, আর আল্লাহ্ তিনি যাঁর কাছে আছে মহামূল্য পুরস্কার। (২৮)

---

৯. আবু সুফিয়ানের কাফেলা অথবা কোরেশ সৈন্যদল।

১০. তুলনীয় : কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ ... ময়ৈবেতে নিহতাঃ পূর্বমেব — গীতা। আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল ... আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে....।

যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটতর দিকে আর তারা ছিল দূরতম দিকে আর কাফেলা ছিল তোমাদের চাইতে নিম্নতর স্থানে, আর যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো কথা হয়ে থাকতো তবে নিঃসন্দেহ্ তা তোমরা ভঙ্গ করতে পারতে, কিন্তু—যেন আল্লাহ্ ঘটাতে পারেন যা ঘটবার ছিল, যেন যে মরবে সে মরতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে আর যে বাঁচবে সে বাঁচতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে ; আর নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ শোনেন, জানেন।

আর যখন আল্লাহ্ স্বপ্নে তোমাকে তাদের দেখিয়েছিলেন সংখ্যায় অল্প—আর তিনি যদি তাদের তোমাকে দেখাতেন সংখ্যায় অনেক তবে তোমরা নিঃসন্দেহ দুর্বলহৃদয় হয়ে পড়তে আর তোমরা তর্ক করতে ব্যাপারটি সম্বন্ধে ; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা বুকের ভিতরে যা আছে তার।

আর যখন তিনি তোমাদের মুখোমুখি হবার কালে তাদের তোমাদের চোখে দেখিয়েছিলেন অল্পসংখ্যক আর তাদের চোখে তোমাদের দেখিয়েছিলেন যৎসামান্য এইজন্য যেন আল্লাহ্ ঘটাতে পারেন সেই ব্যাপার যা ঘটাবার ছিল, আর আল্লাহ্‌র কাছে সব ব্যাপার ফিরিয়ে আনা হয়। (৪২—৪৪)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের এক (সৈন্য) দলের সঙ্গে দেখা হয় তখন দৃঢ় হও আর আমাকে খুব স্মরণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও আর বিবাদ কোরো না কেন না তাহলে তোমাদের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের শক্তি চলে যাবে, আর ধৈর্যবান হও ; নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ ধৈর্যবানদের সঙ্গে।

আর তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের গৃহ থেকে বেরিয়েছিল গর্বের সঙ্গে আর লোকদের দর্শনীয় হবার জন্য, আর (যারা) বাধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে ; আল্লাহ্ ঘিরে আছেন তারা যা করে সব। (৪৫ —৪৭)

*

আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে তবে তার দিকে ঝোঁকো আর আল্লাহ্‌তে নির্ভর করো ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

আর যদি তারা তোমাকে ফাঁকি দিতে চায় তবে নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি তোমাদের বলবৃদ্ধি করেছিলেন তাঁর সহায়তার দ্বারা আর বিশ্বাসীদের দ্বারা ;

আর সম্মিলিত করেছিলেন তাদের হৃদয়। সংসারে যা আছে যদি তার সব তুমি ব্যয় করতে তাদের হৃদয় সম্মিলিত করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ সম্মিলিত করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ্ তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী ; (৬১—৬৩)

*

হে নবী, বিশ্বাসীদের যুদ্ধে উৎসাহিত করো, যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যবান থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন, যদি একশত থাকে তারা পরাজিত করবে এক হাজার জন—তাদের, যারা অবিশ্বাসী, যেহেতু তারা হচ্ছে একটি সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

বর্তমানের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হাল্কা করেছেন, আর তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সেজন্য যদি তোমাদের ধৈর্যবান একশত জন থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন আর যদি এক হাজার জন থাকে তারা পরাজিত করবে দু'হাজার জনকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে—আর আল্লাহ্ ধৈর্যবানদের সঙ্গে। (৬৫—৬৬)

কোর্‌আনের বাণী থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে আবু সুফিয়ানের কাফেলা লুণ্ঠনে অথবা কোরেশ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে হযরত তৎপর হয়েছিলেন অন্তরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করে'। আম্‌র বিন্‌ আল হায্‌রামির নিহত হবার পরে হযরত যে বাণী লাভ করেন তা থেকে তিনি নিঃসন্দেহ্‌ হন যে কোরেশ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা থেকে সহজে নিবৃত্ত হবে না ; তাই মুসলমানদের সচেষ্ট হতে হবে "অবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিতে", অর্থাৎ কোরেশদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। মুসলমানরা অনেকেই প্রথম থেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিল, আর যখন মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্রদল সম্মুখীন হলো কোরেশপক্ষের এক বিরাট সুসজ্জিত সৈন্যদলের, তখন হযরতও বুঝলেন কত বড় বিপদের সম্মুখীন তাঁর অনুবর্তীরা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও তাঁর উপরে হযরতের ছিল সীমাহীন নির্ভরতা, তাই প্রয়োজন হলে আনসারদের বাদ দিয়েও তিনি কোরেশদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এই ব্যাপারটা বোঝা কঠিন, আর হযরতেরও সাধারণ বিচারবুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান প্রখর ছিল। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি ছিল আল্লাহ্‌র উপরে তাঁর নির্ভরতা। এই ব্যাপারটি মরমী। সেই মরমী নির্ভরতা তাঁকে শক্তি দিয়েছিল এমন বিপদের সম্মুখীন হতে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এ নব জীবন লাভ। উদ্ধৃত আয়াতগুলোর কয়েকটিতে সেই নবজীবন লাভের বার্তা আছে।—মুসলমানরা ছিল আল্লাহ্‌তে ও রসুলে একান্তসমর্পিতচিত্ত, অপর পক্ষে, কোরেশরা যুদ্ধে নেমেছিল "লোকদের দর্শনীয় হবার জন্য" আর তারা ছিল বুদ্ধি-বিবেচনায় হীন, অর্থাৎ শুভবুদ্ধি ও শুভ সংকল্প থেকে দূরে। তাই বিধাতৃ-বিধানে যাদের জিত হবার কথা মুসলমানরা পড়েছিল সেই দলে, আর যাদের হার হবার কথা, কোরেশরা পড়েছিল সেই দলে।

কয়েকটি আয়াতে দেখা যাচ্ছে এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে পরে কোরেশদের আহ্বান করা হয়েছে শান্তি ও সমঝৌথার পথে। কিন্তু কোরেশ তাতে কান দেয় নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বদর থেকে ওহোদ

বদর যুদ্ধের পরে—মতান্তরে বদর যুদ্ধের পূর্বেই—হযরতের কনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতেমার বিবাহ হয় মহাবীর আলীর সঙ্গে। এই বিবাহের বিবরণ আমরা মৌলানা ভাই গিরিশচন্দ্রের হযরতের চরিতকথা থেকে উদ্ধৃত করছি।

"পরমরূপবতী ফাতেমা দেবীর যৌবন কাল, ধনৈশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত কোরেশগণ তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থী, হজরত তাঁহাদের প্রার্থনায় কিছুই মনোযোগ বিধান করিতেছিলেন না, ইহা দেখিয়া একদিন আমির আবু বকর হজরতের নিকট ফাতেমার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। হজরত বলেন, 'ঈশ্বরের আজ্ঞার উপর এ কার্য নির্ভর করিতেছে, আমি আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছি।' একদিন ওমরও এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহাতেও হজরত এইরূপ বলেন। অন্য এক দিবস মন্দিরে আবু বকরও ওমর এবং সয়িদ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করেন যে, 'কোরেশ দলপতিগণ এই কন্যারত্নকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত, হজরত কাহারও প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন না। আলি এইক্ষণও বিবাহ করেন নাই, এবং বিবাহের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই।' আবুবকর বলিলেন 'আমার বোধ হইতেছে দরিদ্রতাই আলির উদ্বাহে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আলির জন্যই ফাতেমার পরিণয় ক্রিয়ার বিলম্ব হইতেছে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আলির সঙ্গে ফাতেমার পরিণয়ই অনুমোদন করিয়াছেন।' তৎপর আবু বেকর সয়িদ ও ওমরকে বলেন, 'চল, আমরা তিন জনে মিলিয়া আলির নিকটে যাই, এবং ফাতেমার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে উত্তেজনা করি। যদি আলি অর্থাভাববশত আপত্তি করেন আমরা সকলে তাঁহাকে সাহায্য করিব!' আবু বকরের এই প্রস্তাব ওমর ও সয়িদ সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। তৎপর তাঁহারা তিন জনে মিলিয়া আলির নিকটে গেলেন। তখন আলি একজন আনসার বন্ধুর উদ্যানে স্বীয় উষ্ট্রযোগে জল সিঞ্চন করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা প্রসঙ্গে আবু বেকর বলিলেন, 'আলি, হজরতের তুমি অতিশয় আদরের পাত্র, তাঁহার নিকটে তোমার যেরূপ গৌরব এরূপ অন্য কাহারও নয়। কোরেশবংশীয় প্রধান পুরুষগণ কুমারী ফাতেমার পাণিগ্রহণে প্রার্থী হইয়াছিলেন, হযরত তাঁহাদের কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই, আমার বোধ হইতেছে, তিনি তোমার হস্তে ফাতেমাকে সমর্পণ করিতে চাহেন, তুমি কেন ফাতেমার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইতেছ না? তোমার কি তাহাতে ইচ্ছা নাই?' এই কথা শ্রবণ করিয়া (আলি) অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, 'দেব আবু বেকর, আর বায়ু সঞ্চালন করিবেন না, মনের অগ্নিকে অনেক কষ্টে প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছি, এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা আছে কি না আপনি আর আমাকে স্মরণ করাইয়া কি দিতেছেন? এই সম্বন্ধের বিষয়ে আমার যেরূপ অভিলাষ বোধ করি অন্য কাহারও তদ্রূপ নয়, কিন্তু দরিদ্রতা ইহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে, এই কথা উত্থাপন করিবারও আমার ক্ষমতা নাই।' আবু বেকর বলিলেন, 'আলি, এ প্রকার বলিও না, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নিকটে পার্থিব সম্পত্তির কোন মূল্য নাই, সম্ভবতঃ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও দারিদ্র্য কোন প্রকারে এ বিষয়ে

প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।' এই কথা শুনিয়া আলি স্বীয় উষ্ট্রটিকে গৃহে লইয়া গিয়া বন্ধন করিলেন তৎপর হযরত মোহম্মদের নিকটে চলিয়া গেলেন। ... যেমন কাহার কোন বিশেষ অভিলাষ আছে, সে লজ্জাপ্রযুক্ত ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অধোমুখে বসিয়া থাকে, সেই ভাবে আলি অবনতমস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া হযরত জিজ্ঞাসা করিলন, "আলি, বোধ হইতেছে যে, তোমার মনে কোন আকাঙ্ক্ষা আছে, তুমি লজ্জাবশতঃ তাহা বলিতে পারিতেছ না, কি অভিলাষ বল, সঙ্কোচ করিওনা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে আমি যত্নবান হইব।" তখন আলি বলিলেন, "দেব, আপনি আমাকে শৈশবাবধি জনক জননী হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পবিত্র সহবাসে রাখিয়াছেন এবং আন্তরিক ও বাহ্যিক শিক্ষা দানে আমার কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, যে অনুগ্রহ ও উপকার আমি আপনার নিকটে লাভ করিয়াছি, তাহার দশমাংশও স্বীয় পিতামাতার নিকটে প্রাপ্ত হই নাই। পরমেশ্বর আপনার সাহায্যে আমাকে পৈতৃক অসত্য ধর্ম হইতে মুক্ত করিয়া সত্য ধর্মে আশ্রয় দান করিয়াছেন। আপনি আমার জীবনের সম্বল, সুখ শান্তির মূল। দেব, এইক্ষণ তো আমি আপনার পদ সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সবল ও ভাগ্যবান হইয়াছি, এবং ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের কোনরূপ গৃহ ও গৃহসম্পত্তি নাই, হৃদয়-সখী ভার্যা নাই, যিনি সুখে দুঃখে আমার সঙ্গে সহানুভূতি করিবেন ও আমার মর্মজ্ঞা হইবেন। কিছুকাল হইতে এই ইচ্ছা যে কুমারী ফাতেমার পরিণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, কিন্তু দুঃসাহসিকতা হইবে ভাবিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইহা সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?" আলির মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আলির প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলি, বিবাহ করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন তৎসম্বল কি তোমার আছে?" আলি বলিলেন, "আর্য, আপনি আমার অবস্থা যেরূপ জানেন, আমার অন্য কোন আত্মীয় বন্ধু সেরূপ অবগত নহেন। আপনার নিকটে কিছুই গুপ্ত নহে, আমার একটি করবাল, একটি বর্ম ও একটি উষ্ট্র মাত্র আছে। এ সকলের আপনিই অধিপতি, যাহা বিহিত বোধ করেন তাহাই হউক।" হযরত বলিলেন, "তোমার জন্য করবালের প্রয়োজন, অনেক সময় ধর্মদ্রোহী শত্রুর সঙ্গে তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। তোমার আরোহণের জন্য উষ্ট্রেরও আবশ্যক। আমি কেবল তোমার বর্মটি চাই, তাহাতেই কার্য সিদ্ধ হইবে। আলি, তোমাকে আমি সুসংবাদ দান করিতেছি যে, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে ফাতেমার বিবাহ মনোনীত করিয়াছেন, স্বর্গে তোমাদের উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।" ... হযরতের কন্যার কাবিনস্বরূপ বরের বর্ম নির্ধারিত হইল। আলি বলিলেন, "আমি ইহাতে সম্মতিদান করিলাম। সভাস্থ বন্ধুগণ, আপনারা এবিষয়ে হযরতের সম্মতি জিজ্ঞাসা করুন, এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী থাকুন।" সমাগত সম্ভ্রান্ত মোসলমানগণ হযরতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, এইরূপেই কি উদ্বাহ সম্পাদন বিহিত করিয়াছেন? হযরত হাঁ বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সভার চতুর্দিক হইতে "ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন," এই ধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর হযরত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আলিকে বলিলেন, "যাও স্বীয় কবচ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য লইয়া আইস। আলি সেই বর্ম চারিশত দেরহাম মুদ্রা মূল্যে আমির ওসমানের নিকটে বিক্রয় করেন। কেহ কেহ বলেন ওসমান চারিশত ষাট দেরহামে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই কবচ অতি উত্তম ও সুদৃঢ় ছিল, করবালের আঘাত তাহাতে কিছুমাত্র বসিতে পারিত না। বর্ম ওসমানকে প্রদান করিয়া মূল্য গ্রহণ করা হইলে পর ওসমান বলিলেন, " আলি, তুমিই এই বর্মের উপযুক্ত পাত্র, তোমার অঙ্গেই ইহা শোভা পায়, ইহা আমি তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম।" আলি আমির ওসমানের এই প্রীতি ও বদান্যতা দেখিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবং তখনই হযরতের নিকটে যাইয়া মুদ্রা ও বর্ম দুইই তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন। হযরত মোহম্মদ কবচ বিক্রয় না করিয়া মুদ্রা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে

আলি ওসমানের বদন্যতার কথা জানাইলেন। হযরত শুনিয়া পুলকিত অন্তরে ওসমানকে আশীর্বাদ করিলেন। তিনি উক্ত মুদ্রাপুঞ্জ হইতে কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আবু বকরের হস্তে প্রদান পূর্বক বিবাহিত কন্যার জন্য উপঢৌকন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। দ্রব্যজাত বহন করিয়া আনিবার জন্য সোলেমান ও বেলালকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন। আবু বকর তদ্দারা ফাতেমার নিমিত্ত এই সকল যৌতুক সংগ্রহ করিলেন, যথা—সুকোমল উর্ণাপুঞ্জে নির্মিত মেসর দেশীয় শয্যাবিশেষ, এবং একটি চর্মময় গদি যাহার ভিতরে খোর্মা-বল্কলের তন্তু সকল নিহিত ছিল, এবং খবিরের এক কম্বল, এবং কতকগুলি মৃন্ময়পাত্র ও একটি কৌষের যবনিকা।

আবু বকর এ সমস্ত হযরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। হযরত এই সকল সামগ্রী দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন : "পরমেশ্বর, যাহাদের মৃন্ময়পাত্র প্রিয়সামগ্রী সেই সমস্ত লোককে তুমি আশীর্বাদ কর।" অনন্তর তিনি ইচ্ছানুরূপ অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিবার জন্য অবিশিষ্ট মুদ্রা ওম্ম সোলমার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিছু সুগন্ধ দ্রব্য ক্রীত হইল। ... আলি বলিয়াছেন যে, "ফাতেমা কখন আমাকে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করিয়া তোলেন নাই, যে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কখন কোনরূপ অবাধ্যতাচরণ করেন নাই, এবং আমিও কোনদিন তাঁহাকে ব্যথিত করি নাই?"

বদরের যুদ্ধ ও ওহোদের যুদ্ধ এই দুয়ের মধ্যে হযরত কয়েকটি 'অভিযান' করেন, কিন্তু সে সবে কোনো যুদ্ধ হয় না। সে সবের মধ্যে আল্-সভিক-এর অভিযান ঘটে এই কারণে : আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে মাথায় তেল দেবে না ও স্ত্রী স্পর্শও করবে না। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে দুইশত কোরেশ সওয়ার নিয়ে মদিনার দিকে যাত্রা করল, আর মদিনার নিকটে একটি গুপ্ত স্থানে তাদের লুকিয়ে রেখে একা রাত্রে গোপনে ইহুদিপল্লীতে প্রবেশ করলো। হুয়াই বিন্ আখ্তাবের দ্বারে আঘাত করে সে বিফল মনোরথ হ'ল, কিন্তু সাল্লাম বিন্ মিশকাম তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তার কাছ থেকে মুসলমানদের সম্বন্ধে গোপনীয় সংবাদ জেনে সে ফিরে এসে তার সৈন্যদের কয়েকজনকে পাঠাল, তারা মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় কিছু খেজুর গাছ নষ্ট করলো ও তাদের শস্যাদি পুড়িয়ে দিলো আর দুজন চাষীকে হত্যা করলো। সংবাদ পেয়ে হযরত তাঁর অনুচরসহ তাদের পশ্চাৎধাবন করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান পালিয়ে যায়। চলে যাবার সময় ভার লাঘব করার জন্য তারা অনেক ছাতুর বস্তা ফেলে যায়। তাই থেকে এই অভিযান নাম পায় 'সভিকে'র বা 'ছাতু'র অভিযান।

বদরে হযরতের ও মুসলমানদের জয়লাভ ইহুদিরা অনেকে প্রীতির চোখে দেখে নি। তারা মুসলমানদের কুৎসা প্রভৃতি রটনায় অগ্রণী হলো। এই কুৎসাকারীদের কাউকে কাউকে মুসলমানেরা হত্যা করলো। এই বিদ্রোহী দলের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কা'ব বিন্ আশরাফ। সে ছিল একজন ইহুদি-প্রধান আর কবি। বদরের বিজয়-সংবাদ মদিনায় ঘোষিত হলে সে বলেছিল : এ কি সত্যি? এরা আরবদের প্রধান, রাজার মতো ছিল এদের মর্যাদা, আল্লাহ্র শপথ, যদি মোহম্মদ এদের মেরে ফেলে থাকে তবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া ভালো। যখন সে জানলো যে মুসলমানদের বদরে বিজয় লাভ সত্য ঘটনা তখন সে মক্কায় চলে গেল আর হযরতের ঘোর বিরুদ্ধাচারী হয়ে আর নিহত কোরেশদের জন্য শোকগাথা রচনা ক'রে সেসব পাঠ করে চল্লো। এর পর সে মুসলমানমেয়েদের নামে অপমানকর কবিতা লিখে চল্লো। ইব্নে ইসহাকে আছে হযরত বলেন : কে আমাকে আশরাফের পুত্র থেকে অব্যাহতি দেবে? মোহম্মদ বিন্ মাসলামা বল্লে : আপনার হয়ে আমি তার ব্যবস্থা করবো হে আল্লাহ্র রসুল, আমি তাকে নিহত করবো। হযরত বলেন : যদি পারো তাই করো। তিন দিন ভাবনা চিন্তা করে সে হযরতকে জানায়—এ ব্যাপারে তাদের মিথ্যা কথা বলতে হবে। হযরত নাকি উত্তর দেন : যা ইচ্ছা বলো, কেননা এ ব্যাপারে তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

কা'ব বিন্ আশরাফের এই প্রাণদণ্ড নিয়ে স্বভাবতঃই অনেক তর্ক– বিতর্ক হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ইয়োরোপীয় ইসলামতত্ত্ববিদ্ স্ট্যান্‌লি লেনপুল এই মন্তব্য করেছেন :

তখন মদিনায় কোনো পুলিশের অথবা আদালতের ব্যবস্থা ছিল না, সেজন্য মোহম্মদের কোনো অনুচরকেই মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করতে হয়েছিল, আর এইটিই সঙ্গত ছিল যে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা হবে লোকের দৃষ্টি আর তার আনুষঙ্গিক হৈ-হল্লা, আরো রক্তপাত, ও প্রতিশোধ-গ্রহণ এ সবের সম্ভাবনা যথাসম্ভব এড়িয়ে। (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)।

বনি কাইনুকার নির্বাসন

বদর ও ওহোদের যুদ্ধের মধ্যে বড় ঘটনা বনি কাইনুকা নামক ইহুদি গোত্রের মদিনা থেকে নির্বাসন। এ সন্ধন্ধে ইব্‌নে ইসহাকে ও ইব্‌নেহিশামে আছে : হযরত বনি কাইনুকাদের তাদের বাজারে সমবেত করে বলেন : হে ইহুদি সম্প্রদায়, সাবধান হও পাছে আল্লাহ্ তোমাদের উপরে তেমন অসন্তোষ অবতীর্ণ করেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন কোরেশদের উপরে আর আনুগত্য স্বীকার করো। তোমরা জানো আমি একজন প্রেরিত পয়গাম্বর, তোমাদের গ্রন্থে ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকারে আমার উল্লেখ আছে। তারা উত্তর দেয় : মোহম্মদ, মনে হচ্ছে তুমি ভাবছ আমরা তোমার অধীনস্থ লোক, এমন লোকের সঙ্গে তোমার মোকাবেলা হয়েছে, ও তাদের তুমি হারিয়ে দিয়েছ যারা যুদ্ধের কিছুই জানতো না, সেজন্য নিজেকে ভুলিয়ো না, কেননা, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের সঙ্গে যদি তোমার যুদ্ধ হয় তবে বুঝবে আমরা শক্ত লোক।—ইব্‌নে হিশামে আছে বনি কাইনুকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এইভাবে : একজন আরব স্ত্রীলোক বনিকা ইনুকাদের বাজারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে যায় ও বিক্রির পরে সে বনিকাইনুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের দোকানে বসে। সেই স্বর্ণকার মেয়েটির অজ্ঞাতসারে তার বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পেছনে আটকে দেয়, ফলে মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়ালো তখন অনাবৃত হয়ে পড়ল। তা দেখে সমবেত লোকেরা হাসতে লাগলো। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো, আর মুসলমানদের একজন স্বর্ণকারের উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলে। ইহুদিরাও মুসলমানটির উপরে লাফিয়ে পড়ল তাকে নিহত করলো। ফলে নিহত মুসলমানের পরিজন ক্রুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্য চাইলে ইহুদিদের বিরুদ্ধে।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে, হযরত মুসলমানদের নিয়ে বনি কাইনুকার দুর্গ অবরোধ করেন। পনেরো দিন অবরুদ্ধ থেকে তারা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। তারা যখন হযরতের করতলগত হয়েছে তখন আবদুল্লাহ বিন্ উবাই এসে হযরতকে বলে : মোহম্মদ, আমার দলের লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন। কিন্তু হযরত তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। সে পুনরায় সেই অনুরোধ করলে, আর পুনরায় হযরত তার দিক থেকে মুখ ফেরালেন। তাতে সে হযরতের বর্মের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাঁকে ধরে ফেললে। হযরত এতে এত ক্রুদ্ধ হলেন যে তাঁর মুখ কালিবর্ণ হলো। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই বল্লে : না, আল্লাহ্‌র শপথ আমি আপনাকে ছাড়বো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। এরা চার শত লোক বর্ম-ছাড়া আর তিন শত লোক বর্ম পরে' আমার সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে রক্ষা করেছে, আপনি কি এক প্রাতে তাদের শেষ করে দেবেন? ... হযরত বল্লেন : তাদের তোমাকে দিয়ে দিলাম।[১১]

---

১১. ভিন্ন মত মোস্তফা-চরিতে দ্রষ্টব্য;

তারা সিরিয়ার সীমানার কাছে গিয়ে বসবাস করে। তাদের কোনো চাষের জমি ছিল না, তাদের থেকে মুসলমানদের লাভ হয় প্রধানতঃ বর্ম আর স্বর্ণকারের জিনিসপত্র।

বদর ও ওহোদের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নজ্‌দের আল্ কারাদা নামক স্থানে যায়েদের কোরেশদের কাফেলা লুণ্ঠন। বদর যুদ্ধের পরে কোরেশ তাদের সিরিয়ার বাণিজ্য চালাচ্ছিল অভ্যস্ত পথ বাদ গিয়ে ইরাকের পথে। সংবাদ পেয়ে হযরত সেই কাফেলার খোঁজে যায়েদকে পাঠান। এই কাফেলায় ছিল আবু সুফিয়ান—অনেক রূপো নিয়ে সে যাচ্ছিল। তার সবই যায়েদের হস্তগত হয়। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা পালিয়ে যায়।

ওহোদের যুদ্ধ

ওহোদের যুদ্ধ সম্বন্ধে ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে : বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আবদুল্লাহ্, ইকরিমা, সাফওয়ান ও অন্যান্য লোক কাফেলা-নিয়ে-ফিরে-আসা আবু সুফিয়ানের কাছে বিশেষভাবে, ও মক্কার লোকদের কাছে ব্যাপকভাবে, এই আবেদন করলে : মোহম্মদ তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছে, তোমাদের প্রধানদের মেরে ফেলেছে, সেজন্য এই অর্থ দিয়ে তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে দাও যেন আমরা যাদের হারিয়েছি তাদের বদলা নিতে পারি। কোরেশের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হয় :

> আর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেবার জন্য। এইভাবেই তারা ব্যয় করবে, তারপর এটি হবে তাদের জন্য অনুশোচনার ব্যাপার, তারপর তারা হবে পরাজিত। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা একসঙ্গে তাড়িত হবে জাহান্নামে— (৮ : ৩৬)

এইভাবে কোরেশ আর কিছু কিছু উপজাতি রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। আবু আয্‌যা আল্ যুমাহি নামক বদর যুদ্ধের এক বন্দীকে তার দারিদ্র্যের জন্য হযরত বিনাপণে মুক্তি দিয়েছিলেন। সে ছিল একজন কবি। তাকে সাফওয়ান বল্লে : আবু আয্‌যা, তুমি একজন কবি সেজন্য তুমি আমাদের সাহায্য করো তোমার জিহ্বা দিয়ে আর আমাদের সঙ্গে চলো। সে বল্লে : মোহম্মদ আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আমি তার বিরুদ্ধে যেতে চাই না। সাফওয়ান বল্লে : না শুধু তোমার উপস্থিতির দ্বারা আমাদের সাহায্য করো, আর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যদি ফিরে আসি তোমার দারিদ্র্য ঘোচাবো আর যদি তুমি মারা যাও তবে তোমার মেয়েরা হবে যেন আমার মেয়েরা। ভালো মন্দ যা আমার জন্য ঘটবে তা তোমার জন্যও ঘটবে। আয্‌যা কোরেশদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লোকদের যুদ্ধে উদ্বোধিত করে চললো।

বদর যুদ্ধে তুয়াইমা বিন্ আদী নিহত হয়েছিল। তার ভ্রাতুষ্পুত্র জুবের বিন্ মুতিম্ আপন আবিসিনীয় ক্রীতদাস ওহ্‌শিকে ডেকে বল্লে :—এই ওহ্‌শির বর্শা ছিল অব্যর্থলক্ষ্য—তুমি এই কোরেশ সৈন্যের সঙ্গে যাও আর তুমি যদি বদলা স্বরূপ মোহম্মদের চাচা হাম্‌যাকে নিহত করতে পারো তবে তোমাকে মুক্তি দেব।—কোরেশ তাদের বাছাই করা যোদ্ধাদের নিয়ে আর কৃষ্ণকায় সৈন্যদের নিয়ে, আর বনি কিনানা গোত্রের মিত্রদের ও অন্য কিছু লোকেদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল। তাদের সঙ্গে যাত্রা করল উটের হাওদার উপরে নারীরা, যোদ্ধাদের ক্রোধ আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য, আর যোদ্ধারা যেন পালিয়ে না আসে সেইজন্যও। এই যোদ্ধা-দলের নেতা ছিল আবু সুফিয়ান—তার সঙ্গে চললো তার পত্নী হিন্দ। আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমা, হিশামের পুত্র আল্ হারিস, সাফওয়ান, আমর বিন্ আল্-আস প্রভৃতি কোরেশ-প্রধানের পত্নীরাও সেইদিন যুদ্ধ যাত্রা

করেছিল। যাবার সময় ওহ্‌শিকে পার্শ্বে দেখলেই হিন্দ তাকে বলছিল ; এসো এসো, তোমার নিজের প্রতিশোধ ও আমাদের প্রতিশোধ নাও।—তিন হাজার যোদ্ধা নিয়ে কোরেশ যাত্রা করেছিল। সেই যোদ্ধাদলের সাত শ জন ছিল বর্মধারী, দুই শত জন ছিল অশ্বারোহী, অবশিষ্টরা চলেছিল উটে। সেই দলে ছিল মদিনার সন্ন্যাসী আবু আমির—মদিনায় হযরতের সাদর সম্বর্ধনা দেখে সে আউস গোত্রের কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে মক্কায় চলে যায়। সে কোরেশদের বুঝিয়েছিল তাকে দেখলেই মদিনার লোকদের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হবে।

কোরেশদের এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদ হযরতের চাচা আল আব্বাস গোপনে এক দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহীকে দিয়ে মদিনায় পাঠান। কোরেশ-সৈন্য এসে মদিনার অদূরবর্তী ওহোদ পাহাড়ের তলদেশে ছাউনি করলে। তাদের ঘোড়া ও উট মদিনার শস্যক্ষেত্র নষ্ট করতে লাগল, কিন্তু মদিনাবাসীদের ধৈর্য অটুট রইল। কোরেশ-দল চাচ্ছিল মুসলমানরা শহরের বাইরে এসে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করুক। নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপরে তারা খুব নির্ভর করেছিল। কোরেশসৈন্যের বিপুল সংখ্যার কথা মুসলমানরাও জানল, আর তারা সতর্ক হল।

কোরেশসৈন্য এসে ছাউনি করেছিল বৃহস্পতিবারে। পর দিন ভোরে হযরত সঙ্গীদের ডাকালেন পরামর্শের জন্য। আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইকেও ডাকা হলো। হযরত বল্লেন : আমি এক স্বপ্ন দেখেছি যা শুভ-সূচক ... সুরক্ষিত শহরের মধ্যে আমরা আছি নিরাপদে, কিন্তু বাইরে বিঘ্ন বিপত্তি। মোহাজীর ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা বয়সে প্রবীণ তাঁরা হযরতের সঙ্গে একমত হলেন। আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই বল্লে : হে রসুল, আমাদের নগরী যেন অধৃষ্যা কুমারী। এর বাইরে গিয়ে আমার সব সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ভিতরে থেকে আমরা আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছি। কোরেশরা তাদের মতো থাকুক, যদি তারা অপেক্ষা করে তবে অপেক্ষা করবে এক অসুবিধাজনক জায়গায়, শেষে বিফলমনোরথ হয়ে তারা চলে যাবে।—যে সব বাসিন্দা নগর-প্রাচীরের বাইরে ছিল তাদেরও নগর-প্রাচীরের ভিতরে আনবার কথা হলো—কোরেশ যদি কাছে আসে তখন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে তীর মেরে আর দোয়াল ও ছাদের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে।

যারা বয়সে নবীন এই সিদ্ধান্ত তাদের মনঃপূত হলো না। তারা বলতে লাগল : এতে আমরা সমস্ত আরবের উপহাসের পাত্র হব, এ চিরদিনের জন্য আমাদের জন্য এক কলঙ্কের কথা হবে, আর আমাদের অপমান করবার স্পর্ধা শত্রুর আরো বেড়ে যাবে। হাম্‌যা বল্লেন : আমরা বদরে ছিলাম সংখ্যায় অল্প, কিন্তু এখন আমরা সংখ্যায় অনেক, নিশ্চয় এই দিনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করেছি আর আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছি ; তিনি শত্রুদের আমাদের একেবারে মধ্যে পাঠিয়েছেন আমাদের শিকাররূপে।—জুমার নামাযের পরে হযরত লোকেদের বল্লেন : ধৈর্যবান হলে আল্লাহ্ তাদের বিজয় দেবেন। এরপর হযরত তাঁর গৃহে প্রবেশ করে তাঁর বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করলেন, তাঁর কটিবন্ধে বিলম্বিত হল তরবারি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর ও ওমর, তাঁদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে কতক লোক তাদের জেদের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল, তারা বলছিল উপরোধ করে রসুলকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে তারা নিয়েছে যা তাদের জন্য সঙ্গত হয় নি। তারা হযরতের কাছে তাদের দোষ স্বীকার করলেন আর বল্লে হযরত যদি শহরের মধ্যে থাকেন তবে তারা তাঁর বিরুদ্ধাচারী হবে না। হযরত বল্লেন : একজন রসুলের পক্ষে এ যোগ্য নয় যে বর্ম পরার পরে যুদ্ধ না করে তিনি তা খুলে রাখবেন। তিনি তাঁর এক হাজার অনুবর্তী নিয়ে মদিনা ও ওহোদের মধ্যবর্তী আল-শাউত নামক স্থানে পৌঁছলে, আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই এই সৈন্যদলের এক তৃতীয়াংশ সরিয়ে নিল এই বলে : রসুল ওদের কথা শুনেছেন আর আমার কথা অমান্য করেছেন, হে লোকসকল, আমি বুঝি না কেন আমরা আমাদের জীবন এখানে নষ্ট করব।—
—যারা ছিল দোমনা আর কপট তারা আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের অনুবর্তী হলো। হযরতের দলে

রইল প্রায় সাত শত যোদ্ধা, তাদের মধ্যে এক শত জন ছিল বর্মধারী। কিন্তু এরা সবাই ছিল অকপট।

ওহোদের খদ পার হয়ে হযরত পর্বতের দিকে উঁচু জমিতে স্থান গ্রহণ করলেন, তিনি বল্লেন, আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।

মুসলমান সৈন্যদলের পেছনে রইল ওহোদ পাহাড়। কাজেই সেটি তাদের জন্য সুবিধাজনক হলো, কিন্তু তাদের বাঁয়ের দিক থেকে শত্রুর আসবার পথ ছিল। সেখানে হযরত স্থাপন করলেন পঞ্চাশ জন বাছাই করা তীরন্দাজ, তাদের নির্দেশ দিলেন : আমাদের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করবে আর এখান থেকে নড়বে না ; যদি দেখ আমরা শত্রুর পশ্চাৎধাবন করছি, আর তাদের মালমাত্তা লুটে নিচ্ছি তাতে তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে না, আর যদি ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আর আমরা হেরে যাই তবু আমাদের সাহায্যের জন্য তোমরা এগোবে না। এরপর হযরত পরিধান করলেন আরো একটি বর্ম আর পতাকা দিলেন বিখ্যাত ইসলাম-প্রচারক মুস্ আব বিন্ ওমেরের হাতে।

পূর্বেই বলা হয়েছে কোরেশদলে ছিল তিন হাজার যোদ্ধা ; তাদের দুই শত জন অশ্বারোহীর বাম পার্শ্বের অধিনায়ক ছিল খালেদ বিন্ আল্ ওয়ালিদ ; আর দক্ষিণ পার্শ্বে অধিনায়ক ছিল আবু জেহেলের পুত্র ইক্‌রিমা।

যুদ্ধের ময়দানে একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে হযরত বল্লেন : এর হক্ সমেত (এর যোগ্য ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে) কে এটি গ্রহণ করতে পারবে? কয়েকজন তলোয়ারখানা নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন : তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওমর ও আয্‌যুবের বিন্ আল্ আওয়াম ; কিন্তু তাঁদের দেওয়া হলো না। তারপর আবু দোযানা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন : এই তলোয়ারের হক কি, হে আল্লাহ্‌র রসুল? তিনি বল্লেন : এর দ্বারা শত্রু সংহার করে চলবে যে পর্যন্ত না এ বেঁকে যায়। আবু দোযানা বল্লেন : তিনি এই তলোয়ার নেবেন তার হক্ সমেত। তাঁকে সেই তলোয়ার দেওয়া হল। আবু দোযানা ছিলেন সাহসী কিন্তু গর্বিত। তলোয়ার হাতে নিয়ে সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে তিনি খুব আস্ফালন ক'রে বেড়াতে লাগলেন। কথিত আছে আবু দোযানাকে দেখে হযরত বলেছিলেন : এই চলন আল্লাহ্ অপছন্দ করেন আজকার এমন সময়ে ব্যতীত।

যুদ্ধের প্রারম্ভে আবু সুফিয়ান বলে পাঠিয়েছিল : হে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, আমার জ্ঞাতিভ্রাতার সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে দাও, তাহলেই আমরা তোমাদের ত্যাগ করে চলে যাবো, কেননা তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা তাকে কড়া উত্তর দেয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে 'সন্ন্যাসী' আবু আমির কৃষ্ণবর্ণ সৈন্যদের আর মক্কার দাসদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে বল্লে : হে আউস গোত্রের লোক, আমি আবু আমির। তারা উত্তর দিলে : ওরে ভণ্ড ধূর্ত, আল্লাহ্ তোর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট ক'রে দিন। তাদের কথা শুনে আবু আমির বল্লে : দেখছি আমার লোকদের ছেড়ে আসার পরে তাদের খারাবি ঘটেছে। সে যথাসাধ্য যুদ্ধ করলে—মুসলমানদের দিকে খুব পাথর ছুঁড়লে।

কোরেশদলের পতাকা বহন করেছিল আবদুল ওয্‌যার পৌত্র তাল্‌হা। আবু আমিরকে তার দলবল সমেত পেছনে হটে যেতে বলে সে একা দ্বৈরথ যুদ্ধে অগ্রসর হল। আলি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর একা এক আঘাতে তাকে ভূতলশায়ী করলেন। মুসলমান দলে উচ্চ আল্লাহু-আকবর ধ্বনি উঠল। তাল্‌হার পরে অগ্রসর হলো তার ভাই ওসমান, সে নারীদের অধ্যক্ষ্যতা করছিল ; হিন্দের নেতৃত্বে নারীরা ঢোলক বাজিয়ে গেয়ে চলেছিল :

অগ্রসর হও হে আব্‌দুদ্‌দারের বংশধরগণ,
অগ্রসর হও হে আমাদের পশ্চাৎরক্ষীদল,
হানো তোমাদের প্রত্যেকের ধারালো বর্শা।
যদি অগ্রসর হও তবে তোমাদের আলিঙ্গন দেব ;
তোমাদের জন্য বিছাবো কোমল গালিচা—
যদি পিছে হটো তবে তোমাদের ত্যাগ করব,
ত্যাগ করব—আর কখনো ভালবাসব না।

হাম্‌যা ওসমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন আর অল্পক্ষণেই ওসমানের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটালো। হাম্‌যা বীরদর্পে হাঁকতে লাগলেন : আমি তাঁর পুত্র যিনি হজ-যাত্রীদের পানি খাওয়াতেন। (আবদুল মোত্তালেবের উপরে ন্যস্ত ছিল এই ভার)। তালহা-পরিবারের দুই ভাই তিন পুত্র একের পর এক কোরেশদের পতাকা ধারণ করল। আর পরপর নিহত হল।

ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আবু দোযানা যুদ্ধ করতে করতে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। যাকেই সামনে পেলেন তাকেই তিনি নিহত করে চলেছিলেন। তাঁর সামনে পড়ে এমন একজন কোরেশ-যোদ্ধা বহু মুসলমান যার হাতে নিহত হয়েছিল। আবু দোযানা ও সেই যোদ্ধা পরস্পরকে আঘাত করলেন, কোরেশ-যোদ্ধার তলোয়ার আবু দোযানার ঢালে আট্‌কে গেল, সেই অবকাশে আবু দোযানা তাকে নিহত করলেন।

যুদ্ধ করতে করতে আবু দোযানার তলোয়ার উদ্যত হয়েছিল হিন্দের মাথার উপরে। এ সম্বন্ধে আবু দোযানা বলেছেন : দেখলাম একজন খুব চেঁচিয়ে শত্রুদলকে উত্তেজিত করছে। তার উপরে তলোয়ার তুলতেই সে আর্তনাদ করে উঠল,—আহ্‌হা এ যে দেখছি মেয়েলোক। নবীর তলোয়ার সম্বন্ধে আমার এতখানি সম্ভ্রমবোধ ছিল যে একজন নারীকে তা দিয়ে আঘাত করতে বিরত হলাম।

হাম্‌যা যুদ্ধ করে চলেছিলেন। বহু কোরেশসৈন্য তাঁর তরবারির আঘাতে সেদিন নিহত হয়েছিল। কিন্তু আড়ালে থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে চলেছিল ওহ্‌শি। যখন হাম্‌যা আবু নিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন সুযোগ বুঝে ওহ্‌শি তাঁকে বর্শা ছুঁড়ে মারে। তার অব্যর্থলক্ষ্য বর্শায় হাম্‌যার তলপেট বিদ্ধ হল। আবু নিয়ারকে নিহত করে তিনি ওহ্‌শির দিকে অগ্রসর হলেন, কিন্তু এগোতে পারলেন না, পড়ে গেলেন। ওহ্‌শি বলেছে, হাম্‌যার দেহ প্রাণহীন হলে আমি গিয়ে আমার বর্শা নিয়ে এলাম আর ছাউনিতে চলে গেলাম, কেন না আর কারো সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

বহু পরে ওহ্‌শি মুসলমান হয়েছিল। হযরত তাকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে বলেছিলেন সে যেন তাঁর সামনে না আসে।

মুসলমান পক্ষের পতাকা বহন করছিলেন মোস্‌আব। তাঁকে নিহত করে ইব্‌নে কামিয়া। নিহত করে ইব্‌নে কামিয়া কোরেশদলে গিয়ে বলে : আমি মোহম্মদকে হত্যা করেছি ; তার কারণ হযরতের সঙ্গে মোস্‌আবের চেহারার মিল ছিল।

এই সংবাদ খুব রাষ্ট্র হয়। আনসার দলে হান্‌যালা বিন্‌ আবু আমরের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় আবু সুফিয়ান। কিন্তু আবু সুফিয়ানকে হানযালা যখন কাবু করে ফেলেছে তখন শাদ্দাদ্‌ বিন্‌ আস্‌ওয়াদ অগ্রসর হয়ে হানযালাকে নিহত করে। এই হানযালা সম্বন্ধে বিবৃত হয়েছে—হযরত তার সম্বন্ধে বলেছিলেন : হানযালার আবশ্যিক স্নানের প্রয়োজন ছিল, মৃত্যুর পরে তাকে স্নান করিয়ে দেয় ফেরেশতারা।

মুসলমান পক্ষ, বিশেষ করে আলী, হাম্‌যা, আবু দোযানা আর আয্‌-যুবের মহাবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছিলেন। ফলে কোরেশ-পক্ষ পিছে হট্‌লো আর ছত্রভঙ্গ হল। তারা তাদের ছাউনি ছেড়ে চলে গেল। তখন মুসলমান সৈন্যেরা আরম্ভ করলো লুণ্ঠন। তা দেখে তাদের পাশ্চাৎরক্ষা তীরন্দাজদলেরও অনেকে, হযরতের নির্দেশ ভুলে, লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হল। তীরন্দাজ দলের এমন ছত্রভঙ্গ দশা লক্ষ্য করে খালেদ তার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে মুহূর্তে এগিয়ে এল আর যে কয়েকজন তীরন্দাজ ঘাটি রক্ষা করছিল তাদের পর্যুদস্ত করে ছত্রভঙ্গ মুসলমানদের উপরে এসে পড়ল। সেই সঙ্গে ধ্বনি উঠেছিল : মোহম্মদ নিহত হয়েছে। মুহূর্তে মুসলমানদের দশা সংকটাপন্ন হল—বিজয় পরিণত হল বিপর্যয়ে।

মুসলমানরা পালাতে আরম্ভ করেছিল। অনেকে মারা পড়ল। পেছন থেকে হযরত তাদের ডাকছিলেন : কোথায় যাচ্ছ, ফিরে এসো, আমি আল্লাহ্‌র রসুল, ফেরো ;— কিন্তু তারা পালাচ্ছিলই।

এরপর শত্রুদলের কাজ হল হযরতের উপরে আক্রমণ চালানো, কেননা শীগগিরই তারা জানতে পেরেছিল মোহম্মদ নিহত হয়েছে এ সংবাদ সত্য নয়। মোস্তফা-চরিতে বলা হয়েছে :

"মোহম্মদ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া কোরেশ সৈন্যদল এতক্ষণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের একদল যখন দেখিল যে এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি তাহাদিগের সম্মুখে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছেন—তখন তাহারা আর সকলকে ত্যাগ করিয়া সমবেত ভাবে হযরতের উপরে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ... কিন্তু মুসলমানগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিফলমনোরথ করিয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তকুল-শিরোমণি 'ছা'আদ অব্যর্থলক্ষ্য তীরন্দাজ, তিনি হজরতের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদিগের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুইখানা ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি অন্যের নিকট হইতে নূতন ধনুক সংগ্রহ করিয়া তীর চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে ছাআদ একাই সেদিন ন্যূনাধিক এক সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। আবু তাল্‌হাও মদিনার বিখ্যাত তীরন্দাজ। তিনি কাফেরদিকের অস্ত্র বর্ষণ দর্শনে বিচলিত হইয়া নিজের গাণ্ডীব হজরতের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং ঢাল লইয়া হজরতের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। হজরত এই একবার ঢালের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে যান, আর আবু তাল্‌হা চমকিত হইয়া বলেন : প্রভু ! বাহির হইবেন না।

...... এই সময় আবু তাল্‌হা হজরতের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণগুলি নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবু দোজ্জালনার বীরত্বের কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই বিপদের সময় তিনিও আসিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণপণে শত্রুপক্ষের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। একজন শত্রু হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া আবু দোজ্জানা কুব্জ হইয়া নিজের দেহ দ্বারা হজরতকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। চক্ষের পলকে বর্শাটি আবু দোজ্জানার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে শত্রুপক্ষের বাণ ও বর্শার আঘাতে আবু দোজ্জানার পৃষ্ঠদেশ জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল।"

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমাদের বিপর্যয় ভোগের পরে ওম্মে আমারা নাম্নী এক মহিলা অসাধারণ শৌর্যবীর্যের আর হযরতের প্রতি অসাধারণ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ; তাঁর সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে বর্ণিত হয়েছে :

"...বিবি আয়েশা প্রভৃতি মোছলেম মহিলাগণের সহিত ইনিও শুশ্রূষাকারিণীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আহত সৈনিকগণকে জলদান এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রূষা

করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মুসলমানগণ পরাজিত হইয়াছে এবং কোরেশসৈন্য হজরতকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ওম্মেন আমারা কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তীরধনুক ও তরবারি লইয়া হজরতের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তখন মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করিয়া হজরতের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। ওম্মে আমারা সিংহিনীর ন্যায় বিক্রমসহকারে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে বাণ বর্ষণ করিয়া কোরেশদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। শেষে যখন তীরে আর কুলাইল না, তখন তিনি উলঙ্গ তরবারী হস্তে অগ্রগামী কোরেশিদগের উপর আপতিত হইলেন। শত্রুদিগের বর্শা ও তরবারির আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই মোছলেম বীরাঙ্গনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনা কালে স্বয়ং হজরত বলিয়াছেন :— সেই বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি ওম্মে আমারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।"

কিন্তু এই ক্ষুদ্র রক্ষীদলের উপরে এসে পড়ল মোসআবের হত্যাকারী ইব্‌নে কামিয়া ও তার দলবল। ইব্‌নে হিশামে আছে : উৎবা বিন্ আবু ওয়াক্কাসের নিক্ষিপ্ত পাথরে হযরতের নীচের ঠোঁটে আঘাত লাগে আর তাঁর ডানদিকের নীচের একটি সামনের দাঁত ভেঙে যায় ; আবদুল্লাহ্ বিন্ শিহাব আহত করে তাঁর কপাল, আর ইব্‌নে কামিয়ার তলোয়ারের আঘাতে তাঁর মাথার আবরণের দুটি আংটা তাঁর চিবুকের হাড়ের মধ্যে বসে যায়। ইব্‌নে কামিয়ার সেই আঘাত হাত দিয়ে ঠেকিয়েছিলেন তাল্‌হা ইব্‌নে ওবেদুল্লাহ্, তাতে তাঁর আঙুলগুলো জন্মের মতো অকোজো হয়ে যায়।

আবু আমির মুসলমানদের জন্য গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল ; তারই এক গর্তে হযরত পড়ে যান। তাঁর বদনমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিল ; তিনি হাত দিয়ে তা মুছে ফেলছিলেন আর বলছিলেন, কেমন করে সেই জাতির ভালো হতে পারে যারা তাদের পয়গাম্বরের মুখ রক্তরঞ্জিত করেছে যখন তিনি তাদের আহ্বান করছেন তাদের প্রতিপালকের দিকে। তখন তাঁর লাভ হয় এই প্রত্যাদেশ :

এটি তোমার ব্যাপার আদৌ নয় যে তিনি তাদের দিকে (সদয়ভাবে) ফিরবেন, না, শাস্তি দেবেন, ; যদিও নিঃসন্দেহ তারা অন্যায়কারী।[১২]

তাল্‌হা বিন্ ওবেদুল্লাহ্ সম্বন্ধে হযরত সেদিন বলেছিলেন : একজন শহীদ্‌কে যদি কেউ মাটির উপরে চলতে ফিরতে দেখতে চায় তবে সে দেখুক তালহা বিন্ ওবেদুল্লাহ্‌কে।

আবু উবায়দা বিন্ আল্-জার্‌রাহ্ হযরতের চিবুক থেকে সেই দুটি আংটা দাঁত দিয়ে তোলেন, তাতে তাঁর দুটি দাঁত ভেঙে যায়।

মুসলমানদের এই ভাগ্যবিড়ম্বনার পরে হযরতকে প্রথম চিনতে পারেন কাব বিন্ মালিক। তিনি বলেছেন : হযরতের শিরস্ত্রাণের নীচে তাঁর দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তাঁকে দেখে কাব চেঁচিয়ে বলেন : সাহসে বুক বাঁধো মুসলমানেরা, এই যে আল্লাহ্‌র রসুল ! কিন্তু হযরত তাঁকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করেন।

নবীকে চিনতে পেরে মুসলমানেরা তাঁকে সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর দিকে এগিয়ে আসে উবাই বিন্ খলফ এই বলতে বলতে : মোহম্মদ কোথায়, সে রেহাই পেলে আমি রেহাই পেতে চাই না। মুসলমানেরা বল্লেন : আমরা একজন কি তার দিকে এগোবো ? নবী

---

১২ ৩ : ১২৭

বল্লেন : তাকে কিছু বলো না ; আর উবাই যখন এগিয়ে এলো তখন আল-হারিসের কাছ থেকে বর্শা নিয়ে তার ঘাড়ে এক খোঁচা দিলেন, তাতে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

উবাইয়ের ঘাড়ে সামান্য আঁচড় লেগেছিল, কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল সে এই আঘাতে মারা যাবে। মক্কার পথে সে মারা যায়।

যখন রসুল সংকীর্ণ উপত্যকার মুখের কাছে পৌছলেন তখন আলি ঢালে করে পানি নিয়ে এলেন ; কিন্তু সেই পানি থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল, হযরত তা পান করলেন না, তা দিয়ে মুখের রক্ত ধুয়ে ফেললেন ও মাথায় ঢাললেন।

হযরত যখন এই উপত্যকায় ছিলেন তখন পাহাড়ের উপরে একদল কোরেশ সৈন্য এসে পড়ে। ওমর ও কয়েকজন মোহাজীর তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

নীচে থেকে পাহাড়ের উপরে উঠতে হযরতকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন আহত তালহা বিন্ উবেদুল্লাহ্। পাহাড়ের উপরে মুসলমানেরা কিছু নিরাপদ বোধ করেন—তাঁদের অনেকের তন্দ্রা আসে। কোর্আনে তাঁর বর্ণনা আছে।

বিপর্যস্ত হয়েও বহু মুসলমান সেদিন অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

মুখয়রিক নামে একজন ইহুদি হযরতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। ওহোদের যুদ্ধের দিন সে হযরতের সপক্ষে যুদ্ধ করে ও নিহত হয়।

উসেরিম নামে এক বহুদেববাদী এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। কিন্তু ওহোদের দিন সে তলোয়ার নিয়ে হযরতের পক্ষে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করে আর দেহে বহু আঘাত পায়। তাকে দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে কেন সে যুদ্ধে যোগদান করেছিল—তার গোত্রের লোকদের ভালোর জন্যে অথবা ইসলামের প্রতি অনুরাগের জন্য? সে উত্তর দেয় : ইসলামের প্রতি অনুরাগের জন্য ; আমি আল্লাহ্তে ও রসুলে বিশ্বাসী হই ও মুসলমান হই, তারপর তলোয়ার নিয়ে রসুলের পক্ষে যুদ্ধ করে এমন আহত হয়েছি। তার সম্বন্ধে বলা হয় : নামায আদৌ না পড়ে সে বেহেশ্তবাসী হয়েছিল।

এরপর হিন্দ ও তাঁর সঙ্গিনীরা হযরতের মৃত সঙ্গীদের শব বিকলাঙ্গ করতে তৎপর হল। তাদের নাক কান কেটে হিন্দ পায়ের মল ও গলার হার বানালো আর তার নিজের মল ও হার দিল ওহ্শিকে। সে হাম্যার কলিজা বার করে তা চিবোলো, আর তা গিলতে না পেরে ফেলে দিল। তারপরে এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় চড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল :

বদরের প্রতিশোধ তোমাদের দিয়েছি, ...
যুদ্ধের পরে যে যুদ্ধ হয় তা ভয়ঙ্কর।
... আমি আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা তৃপ্ত করেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছি,
ওরে ওহ্শি, তুই আমার বুকের জ্বালা জুড়িয়েছিস ...

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে যাবার কালে আবু সুফিয়ান পাহাড়ের উপরে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে : খুব করেছ তোমরা, যুদ্ধে হার জিতের বদলাবদলি হয় ; আজকের দিন সেই দিনের বদলা। হে হুবাল, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর। রসুল ওমরকে বল্লেন উঠে দাঁড়িয়ে তার উত্তর দিতে ও বলতে : আল্লাহ্ মহোত্তম —মহিমান্বিত ; আমরা তুল্য নই, আমাদের মৃতেরা বেহেশতে আর তোমাদের মৃতেরা দোযখে। আবু সুফিয়ান তখন ওমরকে তার কাছে ডাকলে। হযরত তাঁকে বল্লেন : গিয়ে দেখ কি তার মতলব। তিনি কাছে গেলে আবু সুফিয়ান বল্লে : ওমর, আল্লাহ্র নামে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি আমরা কি মোহম্মদকে নিহত করতে পেরেছি? তিনি বল্লেন, আল্লাহ্র শপথ, তোমরা পারো নি, তুমি এখন যা বলছ তা তিনি শুনছেন। আবু সুফিয়ান বল্লে : ইব্নে কামিয়ার কথার চাইতে তোমার কথা আমি বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করি।

এরপর আবু সুফিয়ান চেঁচিয়ে বল্লে : তোমাদের মৃতদের কয়েকজনের দেহ বিকলাঙ্গ করা হয়েছে ; আল্লাহ্‌র শপথ এতে আমি সন্তুষ্টও নই ক্রুদ্ধও নই, এ আমি নিষেধও করি নি এর হুকুমও দিই নি। তারপর আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা চলে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বল্লে : তোমাদের সঙ্গে সামনে বছরে দেখা হচ্ছে বদরে। রসুল তাঁর একজন সঙ্গীকে বলতে বল্লেন : হাঁ, এই আমাদের দুই দলের মধ্যে কথা রইল।

রসুল হাম্‌যার মৃতদেহের খোঁজে বেরুলেন আর দেখলেন উপত্যকার তলদেশে তা পড়ে বিদীর্ণ অবস্থায়, তাতে তাঁর কলিজা নেই, তাঁর নাক কান কাটা। হযরত খুব শোকাভিভূত হলেন ও বল্লেন ... যদি আল্লাহ্ ভবিষ্যতে কোরেশদের উপরে আমাকে বিজয়ী করেন তবে তাদের ত্রিশ জনকে বিকলাঙ্গ করব। তাঁর সঙ্গীরাও অনুরূপ কথা বল্লেন। বিবৃত হয়েছে এই সময়ে অবতীর্ণ হয় এই বাণী :

> আর যদি তোমারা প্রতিঘাত কর তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মতো দাও, আর যদি ধৈর্য ধর, নিঃসন্দেহ তা ভালো যারা ধৈর্যবান তাদের জন্য।
>
> আর ধৈর্য ধর, আর তোমার ধৈর্য আল্লাহ্ থেকে বৈ নয়, আর তাদের সম্বন্ধে দুঃখ কোরো না, আর বিপন্ন বোধ কোরো না তারা যে চক্রান্ত করে সে জন্য। (১৬ : ১২৬–৭)

এর ফলে হযরত তাদের ক্ষমা করলেন ও ধৈর্য ধারণ করলেন। আর নিহতদের বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদের কবর দেওয়া হল—তাদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্র হল তাদের কাফন। এক কবরে দুই তিন জনের গোর দেওয়া হল। ইব্‌নে ইসহাকে আছে শহীদদের জানাজা পড়া হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বস্ত হাদিসের মতে জানাজা পড়া হয় নি।

মদিনায় ফিরবার সময় হযরতের পথে পড়ে বনি দিনার গোত্রের একজন স্ত্রীলোক। তার স্বামী, ভাই ও পিতা ওহোদক্ষেত্রে মারা গিয়েছিল, তাদের সংবাদ শুনে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে রসুলের কি হয়েছে। যখন সে শুনলে যে তিনি নিরাপদে আছেন তখন সে তাঁকে দেখতে চাইল এবং দেখে বল্লে : যখন আপনি নিরাপদে আছেন তখন আর সব দুর্ভাগ্য তুচ্ছ।

ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল শাওয়ালের মাঝামাঝি শনিবারে। পরদিন ভোরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের জানানো হলো শত্রুর পশ্চাৎধাবনের জন্য তৈরী হতে, আর বলা হলো এই যুদ্ধ যাত্রায় তারাই যোগদান করবে যারা পূর্বদিনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। ইব্‌নে ইসহাকে আছে হযরত এই যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন শত্রুদের এই দেখবার জন্য যে মুসলমানরা হীনবল হয় নি।

এই যাত্রায় মদিনা থেকে আট মাইল দূরবর্তী হামরাউল–আসাদ পর্যন্ত যান।

তিহামার খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও অমুসলমান সবাই হযরতের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ছিল। তাদের গোত্রের মা'বাদ তখনও ছিল বহুদেববাদী। সে এসে হযরতকে সান্ত্বনা দিলে ও তাঁর শুভকামনা করলে আর হাম্‌রাউল–আসাদে হযরতকে রেখে সে গেল আল–রাউহায় আবু সুফিয়ানের কাছে। আবু সুফিয়ান ও তার দলবল তর্কবিতর্কের পর ঠিক করেছিল যে তারা মদিনা আক্রমণ করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করবে। মা'বাদকে সে জিজ্ঞাসা করলে : খবর কি? মা'বাদ বল্লে ; মোহম্মদ ও তার দলবল এমন এক সৈন্যদল নিয়ে আসছে যাদের তুল্য সৈন্যদল আমি পূর্বে দেখি নি ; যারা তার সঙ্গে আগে যোগ দেয় নি তারাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আবু সুফিয়ান অবিশ্বাস করলে। কিন্তু মা'বাদের কথায় পুনরায় আক্রমণের চেষ্টা না করে মক্কায় ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলে।

সোম মঙ্গল ও বুধবার হামরাউল–আসাদে কাটিয়ে হযরত মদিনায় ফেরেন।

হাম্‌রাউল–আসাদে কোরেশ পক্ষের একজন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। সে আমাদের সুপরিচিত কবি আবদুল আয্‌যা। বিশ্বাস–ঘাতকতার জন্য সে প্রাণদণ্ড লাভ করে।

মদিনায় কোরেশ পক্ষের আর একজনও বন্দী হয়—সে মা'আবিয়া। তাকে চলে যাবার জন্য তিন দিনের সময় দেওয়া হয়।

কিন্তু তার যাওয়া হয় না। তারও প্রাণদণ্ড হয়।

এই পর্যন্ত জুমার নামাযের দিন আবদুল্লাহ বিন্ উবাই একটি বিশেষ স্থানে বসতো আর জুমায় হযরতের খোতবা (ভাষণ) দানের পরে উঠে বলতো : হে জনগণ, ইনি আল্লাহ্‌র নবী, তোমাদের মধ্যে তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়েছে, সেজন্য তাঁকে সাহায্য করো, আর তাঁর বলবৃদ্ধি কর, আর তাঁর হুকুম মানো। এই ধারাই সে এতদিন অনুসরণ করে আসছিল। কিন্তু সেদিন সে যখন বক্তৃতা দিতে উঠল তখন মুসলমানরা তার কাপড় ধরে টেনে বল্লে : বসে পড় আল্লাহ্‌র শত্রু, যা করেছ এর পরে আর এ তোমার শোভা পায় না। আবদুল্লাহ বিন্ উবাই মসজিদ্ ছেড়ে চলে যায়।

ওহোদের দিন ছিল মুসলমানদের জন্য এক শক্ত পরীক্ষার দিন। কিন্তু সেই দিন বাছাই হয়ে গিয়েছিল কারা বিশ্বাসী আর কারা কপট।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের নিহত হয়েছিল সত্তর জন। তাদের মধ্যে চার জন ছিল মোহাজীর, আর কোরেশদের নিহত হয়েছিল বাইশ জন ;— এই ইব্‌নে ইসহাক ও ইব্‌নে হিশামের মত। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরাভব ঘটেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোর্‌আনের বাণীতেও তার পরিচয় রয়েছে। তবে ওহোদে কোরেশদের বিজয় লাভ হলেও পূর্ণ বিজয় বলতে যা বোঝায় তা তাদের লাভ হয় নি। তারা যে মুসলমানদের পুনরায় আক্রমণ না করে মক্কায় ফিরে গেল এতেও রয়েছে তার প্রমাণ।

বর্ণিত হয়েছে সূরা আল্–ই–ইমরানের ষাটটি আয়াত ওহোদ যুদ্ধ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। সেইসব আয়াতের কয়েকটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

"আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরে যখন তোমরা ছিলে দুর্দশাগ্রস্ত— সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে চলো যেন তোমরা ধন্যবাদ দিতে পারো"।

যখন তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে : এইটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন তিন হাজার নেমে–আসা ফেরেশতা দিয়ে? আর যদি তোমরা ধৈর্যবান হও আর সীমারক্ষা করো আর তারা তোমাদের উপরে এসে পড়ে প্রবল বেগে—তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার দলনকারী ফেরেশতা দিয়ে।

আর আল্লাহ্ এটি করেন নি তোমাদের জন্য সুসংবাদ ব্যতীত আর যেন তোমাদের হৃদয় এর দ্বারা সান্ত্বনা পায় ; আর বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে—(তিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানবান।

যেন তিনি তাদের একদলকে সংহার করতে পারেন অথবা অপমানিত করতে পারেন যার ফলে তারা ফিরে যাবে বিফলমনোরথ হয়ে। ...

আর অবসাদগ্রস্ত হয়ো না আর অনুশোচনা কোরো না, আর তোমরাই স্থান পাবে উপরে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো তবে তুল্য আঘাত পীড়া দিয়েছে অবিশ্বাসী লোকদের, আর আমি এইসব দিন মানুষদের কাছে আনি পালাক্রমে, আর যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কারা বিশ্বাসী আর তাদের মধ্যে থেকে সাক্ষী রাখতে পারেন ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অন্যায়কারীদের।

আর যেন সংশোধিত করতে পারেন যারা বিশ্বাসী তাদের, আর নিষ্ফল করতে পারেন অবিশ্বাসীদের।

অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম করেছে আল্লাহ্‌র তা জানবার পূর্বেই? আর জানবার পূর্বে কারা ধৈর্যবান?

আর নিঃসন্দেহ তোমরা মৃত্যু কামনা করতে তার সঙ্গে (যুদ্ধক্ষেত্রে) দেখা হবার পূর্বে। এখন নিঃসন্দেহ তা তোমরা দেখেছ—আর তোমরা দেখতে থাকো।

আর মোহম্মদ একজন বাণীবাহক বৈ নন।

নিঃসন্দেহ তাঁর পূর্বে পয়গাম্বররা গত হয়ে গেছেন, যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হবে? আর যে কেউ পশ্চাৎপদ হয় সে আল্লাহ্‌কে কোনো আঘাত দেয় না আদৌ, আর আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন কৃতজ্ঞদের।

আর কোনো লোকের মৃত্যু হয় না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত, মৃত্যুর নির্ধারিত সময় লিখিত আছে, আর যে কেউ চায় ইহজীবনের পুরস্কার আমি তাকে তা দিই, আর যে কেউ চায় পরলোকের পুরস্কার আমি তা তাকে দিই, আর আমি পুরস্কৃত করবো কৃতজ্ঞদের।

আরো কত বাণীবাহক যুদ্ধ করেছেন—তাঁদের সঙ্গে ছিল পালয়িতার বহু অনাগত জন, আর আল্লাহ্‌র পথে যা তাদের উপরে পড়েছিল তার জন্য তারা অবসাদগ্রস্ত হয় নি, তারা দুর্বলও হয় নি, তারা নিজেদের হীনও করে নি ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন ধৈর্যশীলদের।

আর এ ভিন্ন তারা আর কিছু বলে নি : হে আমাদের পালয়িতা, ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন, আর দৃঢ় করো আমাদের পদক্ষেপ, আর আমাদের সাহায্য করো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের হত্যা করেছিলে ; শেষে তোমরা সাহসহীন হলে আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে বিরোধ করলে আর অবাধ্য হলে যা তোমরা ভালবাস আল্লাহ্ তা তোমাদের দেখাবার পরে ; তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা পরকাল চাচ্ছিল ; তারপর যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন সেজন্য তোমাদের তাদের থেকে পলায়নপর করলেন। আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন ; আর আল্লাহ্ অশেষকৃপাময় বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে।

যখন তোমরা পাহাড়ে উঠছিলে আর কারো জন্য অপেক্ষা করছিলে না, আর পয়গাম্বর পিছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন ; এরপর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের বিষাদের উপরে বিষাদ পুরস্কার দিলেন, যেন তোমরা অনুশোচনা না কর যা পাও নি আর তোমাদের উপর যা এসে পড়েছে—সেসবের জন্য ; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

এরপর বিষাদের পরে তিনি তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন শান্তি—তোমাদের একদলের উপরে এলো তন্দ্রা—আর একদলের নিজেদের মন তাদের উৎকণ্ঠিত করেছিল, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসঙ্গতভাবে অজ্ঞানমূলক চিন্তা পোষণ করেছিল এই বলে : এই ব্যাপারে আমাদের কি কোনো কিছু আছে? বলো : নিঃসন্দেহ ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র। তারা নিজেদের মধ্যে যে চিন্তা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছে না ; তাদের বক্তব্য : এই ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো-কিছু থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলো : যদি তোমাদের নিজেদের বাড়ীতেও থাকতে তবে যাদের জন্য প্রাণঘাত লিখিত হয়েছে নিঃসন্দেহ তারা তাদের সেই স্থানে গিয়ে হাজির হতো ; (এসব ঘটেছে এইজন্য যে) আল্লাহ্ যেন যাচাই করতে পারেন যা

আছে তোমাদের বুকের ভিতরে আর শোধিত করতে পারেন যা আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ্ জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

...

আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে থেকে ক্ষমা আর করুণা উৎকৃষ্টতর তারা যা সঞ্চয় করে তার চাইতে।

আর কি এসে যায় যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও যখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা একত্রিত হবে ?

এটি আল্লাহ্‌র করুণার ফলে যে তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে, যদি রুক্ষ ও কঠোর-হৃদয় হতে তবে নিঃসন্দেহ তারা তোমার চারপাশ থেকে চলে যেতো। অতএব তাদের মার্জনা করো আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যখন সংকল্প গ্রহণ করেছ তখন আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন নির্ভরশীলদের।

...

আর যেদিন দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন যা ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌র জ্ঞাতসারে, যেন তিনি বিশ্বাসীদের জানতে পারেন।

আর যেন তিনি কপটদের জানতে পারেন ; আর তাদের বলা হয়েছিল : এসো, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো অথবা নিজেদের রক্ষা করো, তারা বলেছিল : যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম নিঃসন্দেহ তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা বিশ্বাসের চাইতে অবিশ্বাসের নিকটতর হয়েছিল। তারা মুখে যা বলে তা নেই তাদের অন্তরে, আর আল্লাহ্ ভালো জানেন যা তারা লুকোচ্ছে।

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না। না, তারা বেঁচে আছে, আল্লাহ্‌র কাছে থেকে (তারা) জীবিকা পায়।"

ওহোদের প্রতিক্রিয়া

ওহোদে মুসলমানদের পরাভব ঘটেছে দেখে কোনো কোনো আরব গোত্র মুসলমানদের আক্রমণ করবার উদ্যোগ করল। বানু আসাদ গোত্রের দুই ভাই তুলাইহা ও সালামার এমন উদ্যোগের কথা হযরতের কর্ণগোচর হল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন এক শ' পঞ্চাশ জন যোদ্ধা, আর সালাম বিন্ আবদুল আসাদ হলেন তাদের পতাকাবাহী। এই দল সন্তর্পণে অগ্রসর হল ও অতর্কিতে শত্রুদের আক্রমণ করল। বানু আসাদ কতকগুলো পশু ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। বলাবাহুল্য সে সব পশু মুসলমানদের হস্তগত হল।

এরপর আর এক আক্রমণের আয়োজন হয় মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী ওয়ানায় অথবা নাখলায়—সুফিয়ান ইব্‌নে খালিদের নেতৃত্বে। তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন আবদুল্লাহ্ বিন্ হুনেস। তিনি একাই গিয়ে কৌশলে খালেদ বিন্ সুফিয়ানকে হত্যা করেন।

চতুর্থ হিজরীতে মুসলমানদের প্রতি দুটি বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে, একটি আল্ রাজীতে (ইব্‌নে ইসহাকের মতে এটি তৃতীয় হিজরীর ঘটনা), অপরটি বীর মাউনায়। রাজীর

ঘটনাটি এই ;আদল ও আল্–কারা গোত্রের কয়েকজন এসে হযরতকে বলে যে তাদের মধ্যে এরই মধ্যে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে ; তারা তাঁকে অনুরোধ করে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে পাঠিয়ে দিতে তাদের কোর্আন এবং ইসলামীয় নিয়মকানুন শিক্ষা দেবার জন্য। তিনি তাঁর এই ছয়জন সঙ্গীকে পাঠালেন : মার্তহাদ, খালিদ্ বিন্ আল্ বুকের, আসীম, খুবায়েব, যায়েদ বিন্ আল্ দাত্হীন্না আর আবদুল্লাহ্ বিন্ তারিক—মার্তহাদ হলেন এদের নেতা। এই দল হিজাযের হুযেল বংশের জলাশয় পর্যন্ত গেলে তাদের এসে আক্রমণ করল হুযেল গোত্রের লোকেরা। মুসলমানরা প্রস্তুত ছিল না, তবু তাদের বাধা দেবার জন্য তারা তলোয়ার ধরল। আততায়ীরা তাদের বোঝালো তাদের (মুসলমানদের) হত্যা করবার মতলব তাদের নয়, কিন্তু মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস করল না। যায়েদ, খুবায়েব ও আবদুল্লাহ্ ভিন্ন সবাই নিহত হলো, এরা তিনজন বন্দী হলো। পথে আবদুল্লাহ্ নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিহত হয়। খুবায়েব ও যায়েদকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যায়েদকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে কোরেশের বহু লোক তার হত্যা দেখতে আসে। আবু সুফিয়ান তাকে বলে : যায়েদ, তুমি কি চাও না যে তোমার জায়গায় মোহম্মদকে পেয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ আমরা করি আর তুমি নিরাপদে থাক তোমার পরিজনদের সঙ্গে? যায়েদ উত্তর দেয় ; আল্লাহ্র শপথ, আমি চাই না আমার যে স্থান লাভ হয়েছে তা মোহম্মদের লাভ হয়, আমি চাই না যে তাঁর গায়ে একটি কাঁটার খোঁচা লাগে আর আমি নিরাপদে থাকি আমার পরিজনের মধ্যে। আবু সুফিয়ান বলতো : মোহম্মদের শিষ্যরা তাকে যেমন ভালবাসে এমন ভালবাসতে আর কাউকে দেখি নি।

খুবায়েবকে ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে খুবায়েব দুই রাকাত নামায পড়ার অনুমতি চায়। তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। নামাযান্তে সে বলে : আমি আরো বেশিক্ষণ ধরে নামায পড়তাম যদি আমার এই সন্দেহ না হতো যে তোমরা ভাববে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাযে দেরী করছি।

বীর মাউনার ঘটনাটি এই :

আবু বরা আমির বিন্ মালিক বিন্ জাফর মদিনায় এসে হযরতকে কিছু উপহার দেয়। হযরত সেই উপহার গ্রহণ করেন না কেননা সে ছিল বহুদেববাদী। হযরত তার কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করেন ও তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। আবু বরা বলে : মোহম্মদ, আপনি যাতে আমাকে আহ্বান করছেন তা খুব ভালো, আপনি যদি আপনার কিছু সঙ্গীদের নেজ্দের লোকদের কাছে পাঠান, আর তারা তাদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করে তবে আমি আশা করি যে তারা অনুকূলতা প্রকাশ করবে। হযরত বলেন : নেজ্দের লোকেরা তাঁর লোকদের মেরে ফেলতে পারে। তাতে আবু বরা বলে : সে তাদের জন্য জামিন্ থাকবে। সুতরাং হযরত চল্লিশ জন, (মতান্তরে সত্তর জন) খুব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের পাঠালেন। এঁদের সম্বন্ধে মোস্তফা–চরিত বলা হয়েছে :

"এই মহাজনগণ দিনের বেলায় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন এবং সেই আয় দ্বারা আছহাবে ছোফ্ফার উদাসীন সাধকগণের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহারা কোর্আন অধ্যয়ন অধ্যাপন এবং উপাসনা ও নামাযে ব্যাপৃত থাকিতেন।"

এই দল বীর মাউনায় গিয়ে উট থেকে নামলেন ও হারাম বিন্ মিলহান্কে হযরতের পত্রসহ আমির বিন্ তুফেলের কাছে পাঠালেন। সে পথ না পড়েই হারামকে হত্যা করলে। তারপর সে বানু আমির গোত্রকে এই ইসলাম-প্রচারক দলের বিরুদ্ধে আহ্বান করল। তারা আবু বরার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে অস্বীকার করল। এরপর আমির বিন্ তুফেল বানু সুলায়েম প্রমুখ গোত্রের সাহায্য

চাইলে আর তাদের সাহায্যে এই প্রচারকদের ঘেরাও করলে। প্রচারকরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে সবাই মারা গেলেন কেবল কাব বিন্ যায়েদ মৃতদের মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রইলেন ; তিনি পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন।

আমর বিন্ উমাইয়া ও আউফ গোত্রের একজন আনসার এই সময়ে এই প্রচারক দলের উট চড়াচ্ছিল। ফিরে এসে সব দেখে আনসার লোকটি আততায়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হয়ে নিহত হল, আর আমর্ বন্দী হয়ে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করে মুক্তি পেল।

ফিরবার পথে আমরের সঙ্গে দেখা হয় বানু আমির গোত্রের দুই ব্যক্তির। আমর্ তাদের দুইজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার জন্য, কিন্তু সে জানতো না যে বানু আমিরের সঙ্গে হযরত মৈত্রীবদ্ধ ছিলেন। ব্যাপরাটা জেনে হযরত বলেন : নিহত দুইজনের জন্য তাঁকে হত্যার মূল্য দিতে হবে।

ইব্‌নে ইসহাক আছে : আবু বরা যখন শুনলো যে আমির বিন্ তুফেল তার অঙ্গীকারকে এমনভাবে নষ্ট করেছে, আর হযরতের সঙ্গীদের হত্যা করেছে, তখন সে খুব বিচলিত হয়েছিল। আবু বরা পরে আমির বিন্ তুফেলকে বর্শার আঘাতে হত্যা করতে চেষ্টা করে। বর্শা আমির বিন্ তুফেলের উরুতে বিদ্ধ হয়।

বনি নাযিরের নির্বাসন

বনি নাযিরের নির্বাসন সম্পর্কে ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন :

বনি নাযিরের সঙ্গে বনি আমিরের এক পারস্পরিক সমঝৌথা ছিল। বানু আমিরের দুইজন লোককে আমর্ বিন্ উমাইয়া আল্ দাম্‌রি হত্যা করে, আমরা জেনেছি। সেই হত্যার মূল্য চোকানো সম্বন্ধে কথা বলতে হযরত বানু নাযিরের কাছে যান। তারা বলে : হযরত এ ব্যাপারে যে নির্দেশ দেবেন তাই তারা মেনে নেবে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা এই ষড়যন্ত্র করে : এমন সুযোগ আর পাবে না, কাজেই একজন ছাদের উপরে গিয়ে তার মাথার উপরে একটি পাথর ফেলে দাও ও এইভাবে তার থেকে উদ্ধার পাও। হযরত তাদের এক বাড়ীর দেয়ালের পাশে বসেছিলেন। আমর্ বিন্ জিহাশ্ বিন কাব এই পাথর ফেলার ভার নেয়। হযরতের সঙ্গে ছিলেন তাঁর কিছুসংখ্যক সঙ্গী—তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, ওমর এবং আলি। ইব্‌নে ইসহাকে বলা হয়েছে : এই ইহুদিরা কি ষড়যন্ত্র করছিল হযরত দৈব বাণীতে তা জানতে পারেন আর জেনে এই বলে তিনি রওনা হলেন : তোমরা যেও না যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসি। তাঁর সঙ্গীরা অনেকক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করে তাঁর খোঁজ নিতে প্রবৃত্ত হলেন আর একটি লোকের মুখে শুনলেন সে হযরতকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেখেছে। এরপর হযরতের সঙ্গীরা হযরতের মুখে শুনলেন ইহুদিরা তাঁর সম্বন্ধে যে মতলব এঁটেছে তার কথা। হযরত সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে ও বানু নাযিরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে।[১৩]

ইহুদিরা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের দুর্গ ছয় রাত্রি অবরোধ করা হয়েছিল। হযরত তাদের খেজুর গাছ কাটতে ও পোড়াতে আদেশ দেন। ইহুদিরা তাঁকে ডেকে বলেন : মোহম্মদ, তুমি দায়িত্বহীন ধ্বংসের কাজ নিষেধ করেছ আর যারা তা করে তাদের নিন্দা করেছ, তবে তুমি আমাদের খেজুর গাছগুলো কাটছ আর পোড়াচ্ছ কেন? তাদের এই অভিযোগের উল্লেখ আমরা কোর্‌আনের বাণীতে দেখব।

---

১৩. ভিন্ন মতের জন্য মোস্তফা-চরিত দেখুন।

আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই প্রভৃতি অনেকে বনি নাযিরকে বলে পাঠায় : তোমরা অবিচলিত থাকো, নিজেদের রক্ষা করো, আমরা তোমাদের ত্যাগ করব না, তোমরা যদি আক্রান্ত হও তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও যুদ্ধে লিপ্ত হব, আর যদি তোমাদের তাড়িয়ে দেয় তবে আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু বনি নাযিরের এই বন্ধুরা কেউ কিছু করে না। আর আল্লাহ্ বনি নাযিরের অন্তরে প্রবেশ করালেন ভয়।—বনি নাযির হযরতকে বলে পাঠায় : তারা নির্বাসিত হতে রাজী আছে এই শর্তে যে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হবে আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত উটে যা বয়ে নেওয়া যায় তাদের এমন সব সম্পত্তি নিয়ে যেতে দেওয়া হবে। হযরত এতে স্বীকৃত হন। তারা তাদের বাড়ির দরজাগুলো পর্যন্ত উটের পিঠে বোঝাই করে একদল খয়বরে অন্যদল সিরিয়ায় যায়। ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে : বনি নাযির মহাধুমধাম করে ঢোলক বাজিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেছিল।[১৪]

বনি নাযিরের কাছ–থেকে–পাওয়া সম্পত্তি প্রধানত গরীব মোহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বনি নাযির সম্বন্ধে হযরত যেসব বাণী লাভ করেন সেসব পাওয়া যাবে কোর্‌আন শরীফের উনষাট সংখ্যক সূরায়। আমরা তা থেকে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছি :

“আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

তিনি গ্রন্থধারীদের যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিজেদের গৃহ থেকে বার করে দিয়েছিলেন প্রথম নির্বাসনে। তুমি ভাবো নি যে তারা চলে যাবে, আর তারা সুনিশ্চিত ছিল তাদের দুর্গ তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন এমন স্থান থেকে যা তারা আশঙ্কা করে নি, আর তাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করেছিলেন, ফলে তারা তাদের গৃহগুলি বিনষ্ট করেছিল তাদের নিজেদের হাত দিয়ে আর বিশ্বাসীদের হাত দিয়ে। সেজন্য শিক্ষা গ্রহণ করো হে দৃষ্টিমানগণ।

আর যদি এ না হতো যে আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্বাসন বিধান করেছেন তবে নিশ্চয় তিনি তাদের শাস্তি দিতেন এই সংসারে, আর পরকালে তাদের জন্য আছে আগুনের শাস্তি —

এইজন্য যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধতা করেছিল, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধতা করে তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

যা কিছু খেজুর গাছ তোমরা কেটে ফেলেছিলে অথবা তাদের মূলের উপর খাড়া রেখেছিলে, তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যেন তিনি দিশাহারা করতে পারেন সীমা–অতিক্রম–কারীদের।[১৫] আর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীরূপে তাদের থেকে আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে যা দিয়েছিলেন তার জন্য তোমরা কোনো ঘোড়া অথবা আরোহীযুক্ত উট ধাওয়া করাও নি ; আর আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে নির্দেশ দেন যার বিরুদ্ধে তিনি ইচ্ছা করেন, আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্ ক্ষমতাবান।

আর আল্লাহ্ তাঁর পয়গাম্বরকে শহরের লোকদের থেকে যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রীরূপে যা দেন তা আল্লাহ্‌র জন্য, আর রসুলের জন্য, আর নিকট আত্মীয়দের জন্য, আর অনাথ, নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য, ফলে তা যেন তোমাদের মধ্যেকার ধনীদের বস্তু না হয় ; আর পয়গাম্বর যা তোমাদের দেন তাই গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, নিরস্ত থাকো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর,—

---

১৪. মোস্তফা–চরিত দ্রষ্টব্য।

১৫. লীনা শ্রেণীর খেজুর গাছ কাটা হয়েছিল—সেগুলো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খেজুর গাছ নয়। (ইব্‌নে ইসহাক দ্রষ্টব্য।)

(তা) সেই নিঃস্বদের জন্য যারা দেশত্যাগ করেছিল, যাদের তাদের গৃহ ও সম্পত্তি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, যারা অন্বেষণ করে আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যের আর (তাঁর) প্রসন্নতার, আর সাহায্য করে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর বাণীবাহককে ; এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ।

আর যারা তাদের পূর্বে এই শহরে (মদিনায়) ও ধর্মে প্রবেশ করেছিল তারা তাদের ভালবাসে যারা তাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে এসেছে, আর তাদের বুকে প্রয়োজন বোধ করে না তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার, আর তাদের (দাবি) অগ্রগণ্য মনে করে যদিও দারিদ্র্যে তারা কষ্ট পায় ; আর যে-কেউ রক্ষা পায় তার অন্তরের কৃপণতা থেকে—এরাই তারা যারা সফলকাম।

...

তুমি কি তাদের দেখো নি যারা কপট ? তাদের গ্রন্থধারী ভাইদের যারা অবিশ্বাসী তারা তাদের বলে : তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যাবো, আর তোমাদের সম্পর্কে আমরা কারো অনুবর্তী হবো না, আর যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো। আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

এরা যদি বিতড়িত হয়, তারা এদের সঙ্গে যাবে না, আর যদি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তারা এদের সাহায্য করবে না, আর যদি সাহায্য করে, তারা নিশ্চয়ই পিঠ ফেরাবে ; তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

ভয়রূপে তোমরা তাদের বুকে আল্লাহ্‌র চাইতে আরো ভীষণ—এইজন্য যে সম্প্রদায় হিসাবে তারা অবোধ।

তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না সুরক্ষিত বসতি অথবা দেওয়ালের আড়ালে থেকে ভিন্ন ; তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ খুব প্রবল ; তুমি তাদের ভাবতে পারো এক দেহ, আর তাদের হৃদয় বিযুক্ত, এ এইজন্য যে তারা একটি সম্প্রদায় যারা বুদ্ধিহীন।”

বনি নাযির গোত্রের মদিনা থেকে চলে যাবার কালে অবতীর্ণ হয় কোর্‌আন শরীফের এই বিখ্যাত বাণী : ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ ...। এই সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে বলা হয়েছে :

এছলামের পূর্বে মদিনায়-মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা 'মানসা' করিত যে, তাহাদের সন্তান বাঁচিলে তাহাকে এহুদীধর্মে দীক্ষিত করিবে। বানু নাযির বংশের এহুদগণ যখন মদিনা হইতে দেশান্তরিত হয়, তখনও আনছারদিগের পুত্রগণ (বর্ণিতরূপে) এহুদ সমাজভুক্ত হইয়াছিল। তখন একদিকে আনছারগণ বলিতে লাগিলেন—আমরা আমাদিগের পুত্রগুলিকে এহুদীদের সঙ্গে যাইতে দিব না, অন্যদিকে এহুদীরা বলিতে লাগিল—ইহারা আমাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে অতএব আমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইব না। কোর্‌আনের নিম্নলিখিত আয়াতটি সেই সময় অবতীর্ণ হইল :

লা-ইক্‌রাহা ফিদ্দীন ; কাদ্‌তাবাইয়ানার রুশদু মিনাল্‌ গাইই ; ...

(ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই ; নিঃসন্দেহ সত্যপথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্তির পথ থেকে)।

তখন হযরত বলিলেন—ঐ যুবকগুলি নিজেদের স্বাধীন মতানুসারে কাজ করুক। তাহারা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সমাজে প্রবেশ করিতে পারে। আর যদি তাহারা এহুদীধর্মকে পছন্দ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের আটক করিয়া রাখার অধিকার তোমাদের নাই।

বনি নাযিরের নির্বাসনের পর কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করে' হযরত নজ্‌দের গতফান গোত্রের মুহ্‌রিব ও বনি সালাবা-র বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়, কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় না। এই অভিযানে শত্রুভয়ের জন্য নামায সংক্ষিপ্ত করার বিধান আসে।

এই বৎসরে শাবান মাসে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য হযরত বদরে যান। তিনি সেখানে নয় রাত্রি অপেক্ষা করেন। আবু সুফিয়ান ও তার দলবল মক্কা থেকে বেরিয়ে মাজান্না পর্যন্ত—মতান্তরে উসফান পর্যন্ত—গমন করে। কিন্তু আবু সুফিয়ানের নির্দেশে তারা ফিরে যায়, কেননা সেই বৎসর ছিল দুর্বৎসর, পশুদের চরবার সুবিধা ছিল না। মক্কার লোকেরা তাদের এই সৈন্যদলের নাম দেয় "ছাতুর ঘন শরবতের সৈন্যদল", কেননা, তাদের মতে এই সৈন্যদল ছাতুর ঘন শরবত খাবার জন্য বেরিয়েছিল।

এই বৎসর সুরাপান মুসলমানদের জন্য অবৈধ ঘোষিত হয়। এ সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

> এ পর্যন্ত মোসলমানগণ সুরাপান করিয়া আসিয়াছেন, অনেকে মদ্য পানে ঘোর মাতাল হইতেন, এবং সুরাপান করা বৈধ বলিয়া জানিতেন। এ বৎসর সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে হযরত মোহম্মদ প্রত্যাদেশ লাভ করেন। হযরতের আদেশক্রমে মদিনার পথে ঘাটে বাজারে এইরূপ ঘোষণা করা হয়, "লোক-সকল, জানিবে এইক্ষণ হইতে সুরাপান অবৈধ হইয়াছে।" সেই মুহূর্তে যাহারা মদ্য পান করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ একেবারে সকলে পানপাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লইল, অনেকে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল। যে যে গৃহে সুরা ছিল সমুদয় ফেলিয়া দেওয়া হইল। বাজারে ও পথে জল স্রোতের ন্যায় সুরার স্রোত চলিল। মদ্য শয়তানের জল কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ধর্মনাশক গুরুতর পাপের প্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। হায়, তদানীন্তন মোসলমানদিগের কোমল সরল বিশ্বাস ও হযরতের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। যখন তিনি সুরা পান নিষিদ্ধ ও পাপ বলিলেন, তৎক্ষণাৎ চিরকালের অভ্যস্ত সুরাপান তাহারা একেবারে পরিত্যাগ করিল। এইক্ষণ শত শত সুরাপান নিবারণী সভা, আচার্য ও উপাচার্যের এবং বড় বড় বক্তাদিগের উপদেশ ও বক্তৃতা প্রায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়াও বিশেষ ফল দর্শিতেছে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এরপর হযরত কয়েক মাস মদিনায় অবস্থান করে সিরিয়ার নিকটবর্তী দুমাতুল জন্দল অভিযান করেন (পঞ্চম হিজরীতে)। সেখানে কয়েকটি দস্যুদল লুঠতরাজ করছিল, তারা মুসলমান সৈন্যদের আগমনে যুদ্ধ না করে পালিয়ে যায়।

বিবি যয়নাবের বিবাহ

এই বৎসর হযরত বিবি যয়নাবকে বিবাহ করেন। যয়নাব ছিলেন তাঁর ফুফুর কন্যা, রূপলাবণ্যবতী, হযরতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে এমন আশা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। কিন্তু হযরত তাঁর বিবাহ দেন তাঁর পালিত পুত্র দাসত্বমুক্ত যায়েদের সঙ্গে। এই বিবাহ সুখের হয় নি। কাজেই কালে কালে যায়েদ যয়নাবকে তালাক দেন। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে হয়রত তাঁকে বিবাহ করেন। হযরতের এই বহু-আলোচিত বিবাহ সম্বন্ধে আমরাও পরে কিছু আলোচনা করব।

পরিখার যুদ্ধ

এই বৎসর শাওয়াল চান্দ্র মাসে ঘটে বিখ্যাত পরিখার যুদ্ধ—এর অন্য নাম উপজাতিবৃন্দের যুদ্ধ, কেননা কোরেশদের সঙ্গে বহু উপজাতি এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

সাল্লাম বিন আবুল হুকায়েক, হুয়াঈ বিন আখতাব, প্রমুখ নাযির গোত্রের ইহুদি নেতারা মক্কায় গিয়ে কোরেশদের আহ্বান জানায় তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মোহম্মদকে আক্রমণ করতে, যেন তার হাত থেকে তারা নিস্তার পেতে পারে। কোরেশ তাদের বলে, হে ইহুদিগণ : তোমরাই হচ্ছ আদি গ্রন্থধারী, আর মোহম্মদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তোমরা অবগত আছ, বল আমাদের ধর্ম ভাল, না, তার ধর্ম ভাল। ইহুদি নেতারা উত্তর দেয় : নিঃসন্দেহ তোমাদের ধর্ম মোহম্মদের ধর্মের চাইতে ভাল আর তোমাদের পথই বেশি ঠিক।[১৬] এইসব কথা শুনে কোরেশরা খুব খুশি হলো আর হযরতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে তৎপর হলো। তারপর এই ইহুদি দল গেল গতফান গোত্রের কাছে, আর বল্লে : কোরেশ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। ফলে গতফানও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। আর গতফানের সঙ্গে যোগ দিল বনি আসদ, বনি সলিম, বনি সা-আদ প্রভৃতি গোত্রের। মোট প্রায় দশ হাজার সৈন্য আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা আক্রমণ করতে যাত্রা করল—তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল তিনশত আর উষ্ট্রারোহী ছিল পনেরো শত।

---

১৬. দ্রষ্টব্য : কোরআন : তুমি কি তাদের দেখ নাই যাদের গ্রন্থর এই অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা বিশ্বাস করে প্রতিমায় ও মিথ্যা দেবতাদের, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বলে : এরা বেশি ঠিক পথে আছে যারা বিশ্বাসী (মুসলমান) তাদের চাইতে। (৪ : ৫১)

এই বিরাট সৈন্যদলের অভিযানের কথা হযরতের কর্ণগোচর হলো। এত শীগগির এত বড় একটা আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর পারশ্যদেশীয় ভক্ত সালমানের পরামর্শে — ইনি ইসলাম গ্রহণ করেন হযরতের মদিনায় আগমনের পরই—হযরত তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে মদিনা প্রায় বেষ্টন করে একটি পরিখা-খননের কার্যে ব্যাপৃত হলেন। মদিনার পিছনে ছিল সাল্অ পর্বত, সেদিক বাদ দিয়ে প্রায় ছয় হাজার হাত লম্বা একটি পরিখা মুসলমানরা খনন করেন। (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)। এই পরিখা খননের কাজে কপটরা স্বতঃই শিথিলতা দেখিয়েছিল। কিন্তু যাঁরা ছিলেন হযরতর প্রকৃত অনুবর্তী তাঁদের আন্তরিক শ্রমের ফলে এই দীর্ঘ পরিখা খনন সুসম্পন্ন হয়। হযরত নিজে এই খনন-কার্যে যোগদান করেন। পারসিক সালমান বলেছেন : আমি গাঁইতি হাতে খোদাইয়ের কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। একটি পাথর আমার জন্য খুব বড় বাধা হলো। হযরত কাছেই ছিলেন—তিনি দেখছিলেন আমার মেহনত। তিনি খাদে নেমে আমার হাত থেকে গাঁইতি নিয়ে এমন কোপ মারলেন যে গাঁইতির নিচে আগুন জ্বলে উঠলো। এমন ঘটলো দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার। আমি বল্লাম : হে পিতামাতার চাইতে প্রিয়তর, আপনার গাঁইতির আঘাতের নিচেকার এমন আলোকের অর্থ কি? তিনি বল্লেন : সাল্মান, তুমি তাহলে সত্যই তা দেখেছ? প্রথম আলোকছটার অর্থ আল্লাহ্ আমার জন্য ইয়েমেন রাজ্য খুলে দিয়েছেন, দ্বিতীয় আলোকছটার অর্থ সিরিয়া ও পশ্চিম অঞ্চল খুলে দিয়েছেন, আর তৃতীয় আলোকছটার অর্থ পূর্ব অঞ্চল খুলে দিয়েছেন।

পরিখা খননের কাজ শেষ হলে কোরেশ ও তাদের মিত্ররা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনার অদূরে ছাউনি গাড়লো। মুসলমান দলে ছিল তিন হাজার সৈন্য, তারা ছিল পরিখার এপারে আর নারীদের ও শিশুদের রাখা হলো দুর্গগুলিতে।

কুখ্যাত হুয়াই বিন আখতাব এলো কোরেযা গোত্রের ইহুদিদের নেতা কা'ব বিন্ আসাদের সঙ্গে কথা বলতে। কা'ব বিন আসাদ হযরতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। হুয়াইয়ের আগমনের সংবাদ শুনে কা'ব তার দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল, বল্লে : হুয়াইকে দেখলে অশুভ ঘটে ; বল্লে : হযরতের সঙ্গে যে সন্ধি সে করেছে তা ভঙ্গ করতে পারে না, কেননা হযরতকে সে সব সময়েই পেয়েছে বিশ্বস্ত। শেষে বহু অনুনয়ে বিনয়ে সে হুয়াইকে ভিতরে আসতে দিল। হুয়াই তাকে বোঝালো কেমন করে কোরেশ ও গতফান ও অন্যান্য দলের সঙ্গে তার খুব নির্ভরযোগ্য চুক্তি হয়েছে যে মোহম্মদ ও তার দলবলকে নিঃশেষ না করে তারা ফিরবে না। হুয়াইয়ের অনুনয়ে ও যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত কা'ব হযরতের সঙ্গে তার সন্ধি ভঙ্গ করলো।

সংবাদ পেয়ে হযরত আউস ও খায়রাজ গোত্রের নেতাদের কা'ব-এর কাছে পাঠালেন। তাঁরা এসে দেখলেন অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ইহুদিরা হযরতের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে বল্লে : আল্লাহ্‌র রসুল কে? মোহম্মদের সঙ্গে আমাদের কোনো সন্ধি বা চুক্তি হয় নি। তাঁরা ফিরে গিয়ে সব কথা হযরতকে বললেন। হযরত বল্লেন : আল্লাহু আকবর আল্লাহ্—মহত্তম, আনন্দিত হও হে মুসলমানগণ।

অবস্থা প্রকৃতই সঙ্গীন হয়ে উঠল। মদিনার মুসলমানদের কারো কারো মনে সংশয় দেখা দিল। একজন বল্লে : আমাদের বাড়ীগুলো মদিনার বাইরে অরক্ষিত জায়গায়, আমাদের বাড়ীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

কোরেশ-দলের ও মুসলমানদের এইভাবে কাটলো বিশ দিনেরও বেশি —প্রায় এক মাস। মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ ভিন্ন যুদ্ধের আর কোনো লক্ষণ দেখা দিল না। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হযরত এক সময়ে গতফানদের কাছে প্রস্তাব করতে চাইলেন যে মদিনার উৎপন্ন খেজুরের তিন ভাগের এক ভাগ তিনি তাদের দেবেন, এই শর্তে যে তারা আক্রমণ ত্যাগ করবে। কিন্তু আউস ও

খাযরাজ গোত্রের সা'দ বিন মোয়ায আর সা'দ বিন্ উবাদা হযরতের কাছে জানতে চাইলেন এই প্রস্তাব তিনি করছেন আল্লাহর হুকুমে অথবা নিজের থেকে। হযরত বল্লেন : নিজের থেকেই তিনি এই প্রস্তাব করছেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য। সা'দ বিন মোয়ায বল্লেন আমরা যখন বহুদেববাদী ছিলাম তখন এরা আমাদের কাছ থেকে একটি খেজুরও পায় নি অতিথিরূপে ভিন্ন অথবা না কিনে। আর এখন আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন ইসলাম দিয়ে আর আপনাকে দিয়ে—আর এখন আমরা আমাদের সম্পত্তি দেব তাদের? আমরা তাদের তলোয়ার ভিন্ন কিছুই দেব না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করেন। হযরত বল্লেন : তাই হবে।

শেষে কোরেশ দলের বিখ্যাত যোদ্ধা আমর্ বিন আবদু উদ্দ, ইকরামা বিন আবু জেহেল, প্রভৃতি কয়েকজন ঘোড়া চালিয়ে পরিখার পাশে এসে থামলো। তারা বলে উঠলো : এমন ফন্দি আরবরা কখনো অবলম্বন করে নি।

পরিখার একটি কম-প্রশস্ত জায়গায় তারা তাদের ঘোড়ায় চাবুক লাগান যেন ঘোড়া তা ডিঙিয়ে যায়। এদের মধ্যে আমর ছিল অতি খ্যাতনামা যোদ্ধা। বদরে সে যুদ্ধ করে' আহত হয়েছিল, ওহোদে সে যোগ দেয় নি। এই পরিখার যুদ্ধে সে তার মর্যাদানুযায়ী পোষাক পরে মুসলমান পক্ষের যে কেউকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলো।

তার আহ্বান শুনে বর্ম-পরিহিত আলী তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য হযরতের অনুমতি চাইলেন। হযরত তাঁকে বসে থাকতে বল্লেন কেননা যুদ্ধে আহ্বান করেছিল আমর। আমর পুনরায় আহ্বান জানালো এই শ্লেষ উচ্চারণ করে : কোথায় তোমাদের সেই বাগান যারা যুদ্ধে হারে তারা যেখানে যায়। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কাউকে কি পাঠাতে পারো না? আলী পুনরায় হযরতের অনুমতি চাইলেন, আর পুনরায় হযরত তাঁকে বল্লেন বসে থাকতে। তৃতীয় বার আমর আহ্বান জানালো এই বলে :

> ডাকতে ডাকতে আমার গলা গেল ভেঙে,
> কেউ কি তোমাদের দলে আছে যে আমার আহ্বানে সাড়া দেবে।
> আমি এখানে দাঁড়িয়েছি রণপ্রার্থী যোদ্ধারূপে,
> কিন্তু দেখছি তথাকথিত সাহসীরা ভীরু।
> আমি সব সময় সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি—যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে ;
> সাহস আর উদারতা সত্যই যোদ্ধার সেরা গুণ।

আলী তার সঙ্গে যুদ্ধে হযরতের অনুমতি চাইলেন—হোকনা সে আমর। হযরত তাঁকে যেতে দিলেন। আলী বলতে বলতে অগ্রসর হলেন :

> ব্যস্ত হয়ো না। কোনো কমহিম্মতওয়ালা
> আসে নি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে।
> এসেছে সঙ্কল্পবান ও দৃষ্টিমান লোক।
> সফলকামের আশ্রয় সত্য।

আমর তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, আর পরিচয় পেয়ে বল্লে : ভাইপো, তোমার কোনো চাচাকে পাঠাও যে তোমার চাইতে বয়সে বড়, আমি তোমার রক্তপাত করতে চাই না। আলী উত্তর দিলেন : আমি চাই। আমর তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার তলোয়ার তুললো—তলোয়ার আগুনের মতো দীপ্তি পাচ্ছিল। আলী বল্লেন : আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি যখন তুমি আছ ঘোড়ার পিঠে ; নেমে সমভূমিতে দাঁড়াও। আমর্ ঘোড়া থেকে নেমে আলীর দিকে অগ্রসর হলো। আলী তার ঢাল নিয়ে এগোলেন। আমর্ আলীকে যে আঘাত করলে তা আলীর ঢালে কেটে

বসলো আর তাতে তাঁর মাথায়ও আঘাত লাগলো, কিন্তু আলীর আঘাত লাগলো আম্‌রের গর্দানে, তাতে সে মাটিতে পড়ে গেল। ধুলা উড়ল—আর হযরত শুনলেন আল্লাহু আকবর ধ্বনি ; বুঝলেন আলী আমরকে নিহত করেছেন। যখন আলী হাসিমুখে হযরতের কাছে ফিরে এলেন তখন ওমর জিজ্ঞাসা করলেন আমরের বর্মটি খুলে নেওয়া হয়েছে কি না, কেননা সেই বর্ম ছিল আরবদের মধ্যে সেরা বর্ম। তাতে আলী উত্তর দিলেন : আমি যখন তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম তখন সে উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল, আমি লজ্জায় তার বর্ম খুলি নি, তাছাড়া সে আমার রক্তপাত করতে চায় নি, কেননা আমার পিতা ছিলেন তার একজন বন্ধু।

আম্‌রের দশা দেখে ইকরিমা তার বল্লম ফেলে পালিয়ে যায়।

সা'দ বিন মোয়ায সেদিন পরেছিলেন একটি খাটো বর্ম—এত খাটো যে তাঁর হাতের সামনের অংশ অনাবৃত ছিল। বিপক্ষের একটি তীর এসে তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়। তাঁর কথা পরে আসবে।

একটি বিবরণে পাওয়া যায় হযরতের সভাকবি হাস্‌সান সেদিন সাহসের পরিচয় দেন নি আদৌ।

হযরতের ও তাঁর অনুবর্তীদের দিন কাটছিল খুব উৎকণ্ঠায়। এ সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হয়েছে :

"আর যখন তারা এসে পড়েছিল তোমাদের উপর থেকে আর তোমাদের নিচে থেকে আর যখন চোখগুলো হয়েছিল দিশাহারা আর হৃদয়গুলো হয়েছিল কণ্ঠাগত আর তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বৃথা চিন্তা পোষণ করছিলে।

সেখানে বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল, আর তারা আন্দোলিত হয়েছিল।

আর যখন কপটরা আর যাদের হৃদয়ে আছে ব্যাধি তারা বলতে আরম্ভ করেছিল : আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল আমাদের (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি দেয় নি কেবল প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন ; আর যখন তাদের একটি দল বলেছিল : ওহে ইয়াস্‌রিবের লোকেরা তোমাদের জন্য (এখানে) দাঁড়াবার জায়গা নেই, সেজন্য ফিরে যাও ; আর তাদের একদল পয়গাম্বরের অনুমতি চেয়েছিল এই বলে : নিঃসন্দেহ আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত। আর তারা অরক্ষিত ছিল না, তারা কেবল পালাতে চাচ্ছিল।

আর যদি শত্রু সব দিক থেকে এসে পড়তো আর তাদের বলতো বিশ্বাসঘাতকতা করতে তবে তারা তা করতো, আর তাতে ইতস্ততঃ করতো সামান্য সময়ই। (৩৩ : ১০—১৪)"

এই সময়ে গতফান গোত্রের নুয়াইম বিন মাস্‌উদ হযরতের কাছে এসে বল্লে, সে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু তার লোকেরা তা জানে না, হযরত যদি তাকে কোনো আদেশ করেন তবে তা সে সম্পন্ন করবে। হযরত বল্লেন : তুমি আমাদের বহুজনের মধ্যে একজন, সেজন্য গিয়ে শত্রুদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে অবিশ্বাস সৃষ্টি করো যদি তা সম্ভবপর হয়, যাতে তারা আমাদের থেকে ফিরে যায়—যুদ্ধ তো ছলনা। এরপর নুয়াইম গেল বনি কোরেযার কাছে। সে যখন বহুদেববাদী ছিল তখন তাদের সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল। সে গিয়ে তাদের মধ্যেকার সেই প্রীতির বন্ধনের কথা বললো। যখন তারা বল্লে যে তাকে তারা সন্দেহ করে না—তখন সে বল্লে : তোমরা এখানকার লোক, স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি নিয়ে এখানেই বসবাস করছ, এ জায়গা ছেড়ে তোমরা অন্য কোথাও যেতে পারো না, কিন্তু কোরেশ ও গতফান বিদেশী, তাদের স্ত্রীরা, সন্তানরা কেউই তোমাদের মতো এখানে থাকে না, তারা এসেছে মোহম্মদ ও তার দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যদি তাদের কোনো সুবিধা ঘটে তবে তার পুরো সদ্‌ব্যবহার তারা করবে, কিন্তু যদি মন্দ কিছু ঘটে তবে তোমাদের ফেলে তারা দেশে চলে যাবে। তখন মোহম্মদের সঙ্গে তোমরা একা পেরে উঠবে না।

সেজন্য তাদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ কোরো না যে পর্যন্ত না তাদের কয়েকজন প্রধানকে তারা তোমাদের কাছে জামিন রাখে—মোহম্মদকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত। ইহুদিরা বল্লে : এ উত্তম পরামর্শ।

তারপর সে কোরেশদের কাছে গিয়ে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গের লোকদের বল্লে : তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তা তোমরা জানো আর জানো আমি মোহম্মদকে ত্যাগ করে এসেছি। কিন্তু আমি এমন কিছু কথা শুনেছি তোমাদের সাবধান করার জন্য যা বলা আমি কর্তব্য মনে করি, কিন্তু বিষয়টি গোপন রাখতে হবে। তারা তাতে স্বীকৃত হলে সে বল্লে : আমার কথাগুলো ভাল করে' লক্ষ্য করো ; ইহুদিরা মোহম্মদকে বলে' পাঠিয়েছে যে, তারা যে তার বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেজন্য তারা অনুতপ্ত, তারা আরও বলে' পাঠিয়েছে, যদি বলো তবে কোরেশ ও গতফানদের কিছুসংখ্যক প্রধানকে ধরে' তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই তুমি তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করো, তারপর আমরা তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবো তাদের অবশিষ্ট লোকদের নিঃশেষ করতে। মোহম্মদ তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করছে সেজন্য ইহুদিরা যদি তোমাদের কাছে কয়েকজনকে জামিন চায় তবে কাউকে পাঠাবে না।

তারপর সে গেল গতফানদের কাছে, গিয়ে বল্লে : তোমরা আমার আপনার লোক, আমার পরিজন, আমি মনে করি না তোমরা আমাকে সন্দেহ করতে পারো। তারা স্বীকার করলে সে সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তখন সে গতফানদের বল্লে যা সে বলেছিল কোরেশদের।

আক্রমণে বিলম্ব হচ্ছে দেখে আবু সুফিয়ান ও গতফান-প্রধানরা ইক্‌রিমা ও আরো কয়েকজনকে দিয়ে বনি কোরেযাকে বলে পাঠালো, তাদের কোনো স্থায়ী ছাউনি নেই, অনেক ঘোড়া উট মরে যাচ্ছে, সেজন্য আর বিলম্ব না করে বনি কোরেযার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই যেন তারা মোহম্মদকে চিরদিনের মতো খতম করতে পারে। বনি কোরেযা বল্লে : আজ সাব্বাথের দিন, এই দিনে তারা কিছুই করতে পারে না, এই দিনের নিয়ম ভঙ্গ করে' তাদের পূর্বপুরুষের কি হয়েছিল তা সবাই জানে; তারা আরো জানালো : আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের কয়েকজনকে আমাদের কাছে জামিন রাখো মোহম্মদকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত, কেননা যুদ্ধ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাবে আর আমাদের ফেলে যাবে মোহম্মদের কাছে যার সঙ্গে আমরা একা পেরে উঠবো না। দূতরা যখন বনি কোরেযার এই জবাব নিয়ে এলো তখন কোরেশ ও গতফান বুঝলো নুয়াইমের কথা ঠিক ; তারা বনি কোরেযাকে বলে পাঠালো : তারা বনি কোরেযার কাছে কাউকে জামিন রাখবে না, যদি তারা যুদ্ধ করতে চায় তবে তারা এসে যুদ্ধ করুক। তাদের এই উত্তর শুনে বনি কোরেযা বুঝলো নুয়াইমের কথাই ঠিক ; তারা বলে পাঠালো জামিন না রাখলে তারা মোহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না।—যখন সম্মিলিত উপদল ও বনি কোরেযার মধ্যে এমন অবিশ্বাস দেখা দিল তখন শুরু হলো এক বিষম তুষার-ঝড় সেই তুষার-ঝড়ে কোরেশ গতফান প্রভৃতির ছাউনি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তাদের রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি হয় ভেঙে গেল, নয় কাদায় ভর্তি হল।

হযরত যখন জানতে পারলেন আক্রমণকারী দলদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তখন তিনি হুযায়ফা বিন্ আল্-ইয়ামিনকে পাঠালেন শত্রুসৈন্যরা সেই রাত্রিকালে কি করছে তা দেখতে, কিন্তু নিজের থেকে আর কিছু না করতে। হুযায়ফা গিয়ে দেখলেন আবু সুফিয়ান বলছে : কোরেশরা, আমরা তো পাকা ছাউনিতে নই, আমাদের ঘোড়া আর উটগুলো মরছে, বনি কোরেযা তাদের কথার খেলাপ করেছে, তাদের সম্বন্ধে অনেক অশান্তিকর সংবাদ আমাদের কানে আসছে; দেখছ ঝড় কি ভাবে বইছে, তাতে আমাদের হাঁড়িকুঁড়ি, আগুনের ব্যবস্থা, তাঁবু, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে;

এখন চলে যাওয়া যাক—আমি যাচ্ছি। তার উট এক পা ভাঁজ করে' বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিল, সে গিয়ে তার উপরে চড়লো, উটের বাঁধা পা খুলে গেল যখন সে পুরোপুরি তার পাগুলোর উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। হুযায়ফা বলেছেন : রসুল যদি আমাকে আর কিছু করতে নিষেধ না করতেন তবে ইচ্ছা করলে আমি একটি তীর মেরে আবু সুফিয়ানের দফা শেষ করতে পারতাম। কোরেশদের চলে যাবার সংবাদ শুনে গতফানও তাদে তাঁবু উঠিয়ে দেশে চলে গেল। ভোরে রসুল আর মুসলমানেরা পরিখা থেকে মদিনায় ফিরে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র রাখলেন।

বনি কোরেযার বিরুদ্ধে অভিযান

ইব্‌নে ইসহাকে আছে : দুপুরের নামাযের সময়ে জিব্রিল হযরতের কাছে এল—জিব্রিলের মাথায় ছিল কারুখচিত পাগড়ি, সে আরোহণ করেছিল একটি খচ্চরে, তার ছিল কিংখাবে মোড়া। সে এসে জিজ্ঞাসা করলে, রসুল যুদ্ধ ত্যাগ করেছেন কি না। যখন হযরত বললেন হাঁ তিনি ত্যাগ করেছেন, তখন জিব্রিল বল্লে : ফেরেশতারা এখনও তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে নি, হে মোহম্মদ, আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেছেন বনি কোরেযার বিরুদ্ধে অভিযান করতে, আমি যাচ্ছি তাদের দুর্গমূল নাড়িয়ে দিতে।

রসুল আদেশ করলেন : কেউ আসরের (বিকালের) নামায পড়বে না বনি কোরেযার ওখানে না গিয়ে। আলী আগে চললেন নিশান হাতে। তিনি শুনলেন কোরেযার লোকেরা হযরতকে গালাগালি করছে। তিনি হযরতের কাছে ফিরে এসে সে কথা বললেন। হযরত বল্লেন : আমাকে দেখলে তারা এভাবে কথা বলবে না। তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে হযরত বল্লেন : ওহে মর্কটের ভাইরা, আল্লাহ্ তো তোমাদের লাঞ্ছিত করেছেন আর তাঁর ক্রোধ তোমাদের উপরে পাতিত করেছেন। তারা বল্লে : হে কাসেমের পিতা, আপনি তো অমার্জিত রুচির লোক নন।

হযরত তাদের অবরোধ করে রাখেন পঁচিশ রাত্রি। শেষে তাদের খুব দুর্দশা দেখা দিল ও তাদের অন্তরে ভয় প্রবেশ করলো।

বনি কোরেযার বিচার

কোরেশ ও গতফান চলে গেলে হুয়াই বিন্ আখতাব এসেছিল বনি কোরেযার দুর্গে, কেননা সেই মর্মের অঙ্গীকার সে বনি কোরেযার কাছে করেছিল। যখন তারা দেখলে রসুল কিছুতেই অবরোধ উঠিয়ে নেবেন না তাদের সম্বন্ধে একটা শেষ ব্যবস্থা না করে' তখন কা'ব বিন্ আসাদ্ তাদের বল্লে : হে ইহুদিগণ, দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা তোমাদের হয়েছে; আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, তার যেটি খুশি নাও। (১) এই লোকটিকে সত্য পয়গাম্বর জ্ঞান করে এসো আমরা তাঁর অনুবর্তী হই, কেননা আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা দেখছ তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ, এঁর কথা তোমাদের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তাতে তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পত্তি, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি, সবই রক্ষা পাবে। ইহুদিরা বল্লে : আমরা কখনো তওরাতের বিধান ত্যাগ করে' অন্য বিধান গ্রহণ করব না। কা'ব বিন্ আসাদ বল্লে : যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করো তবে (২) এসো আমরা আমাদের স্ত্রীদের আর সন্তানসন্ততি সব হত্যা করি আর পুরুষদের পাঠাই তলোয়ার দিয়ে মোহম্মদ ও তার দলবলের বিরুদ্ধে, তাতে আমাদের কোনো পিছুটান থাকবে না আর আমরা

লড়াই করবো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ মীমাংসা করেন আমাদের ও মোহম্মদের মধ্যে, আমরা যদি নিহত হই তবে হলাম, তাহলে আমাদের কোনো সন্তানসন্ততি থাকবে না যাদের জন্য আমাদের দুশ্চিন্তা থাকবে, আর যদি আমরা জয়ী হই তবে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি আবার পাব। তারা বল্লে : এই অসহায় জীবদের আমরা মেরে ফেলবো ! জীবনের কি অর্থ থাকবে যখন তারা থাকবে না ? সে (কা'ব বিন্ আসাদ) বল্লে : যদি এই প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ না করো তবে (৩) আজ সাব্বাথের রাত্রি, সম্ভবতঃ মোহম্মদ আর তার দলবল আমাদের তরফ থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা করবে না, কাজেই নেমে পড়, হয়তো মোহম্মদ ও তার দলবলকে এক অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা আমরা বিপন্ন করতে পারব। তারা বল্লে : আমরা কি সাব্বাথের নিয়ম লঙ্ঘন করব, সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে যখন আমাদের পূর্ববর্তীরা মর্কটে পরিণত হয়েছিল !

এরপর তারা রসুলের কাছে বলে পাঠালো : আমাদের কাছে আউস গোত্রের আবু লুবাবা বিন্ আবদুল মুন্যিরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। রসুল আবু লুবাবাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা তাকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো, 'স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে এলো—আবু লুবাবার খুব দুঃখ হলো। তারা বল্লে: আবু লুবাবা, মোহম্মদের বিচারের উপরে নির্ভর করা আমাদের জন্য কি ভাল মনে করো ? সে বল্লে ; হাঁ, এই বলে হাত দিয়ে গলার দিকে ইঙ্গিত করলে—তার অর্থ, গলা কাটা যাবে। কিন্তু এই কথা বলেই আবু লুবাবা বুঝলো সে আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারপর সে তাদের রেখে হযরতের কাছে না গিয়ে মসজিদের থামের সঙ্গে নিজেকে বাঁধলো আর বল্লে : আমি এই স্থান ত্যাগ করব না যে পর্যন্ত না আমি যা করেছি আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেন।

হযরত তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন ; তার বিষয় জেনে তিনি বল্লেন : যদি সে আমার কাছে আসতো তবে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতাম, কিন্তু যা সে করেছে তারপর ঐ স্থান আমি তাকে ত্যাগ করতে দেব না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। প্রভাতে আল্লাহ্র তরফ থেকে তার মার্জনার সংবাদ আসে।

প্রভাতে বনি কোরেযা হযরতের বিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। তখন আউস গোত্রের লোকেরা বল্লে : হে আল্লাহ্র রসুল, এরা আমাদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ, খাযরাজদের সঙ্গে নয়, আর আপনি জানেন খাযরাজের মিত্রদের প্রতি কিছু দিন আগে আপনি কিরূপ ব্যবহার করেছেন। (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের অনুরোধে বনি কাইনুকার মুক্তিদানের কথা তারা স্মরণ করিয়ে দিলে)। তিনি বল্লেন : হে আউস গোত্রের লোকেরা, তোমাদেরই একজন যদি বিচার করে তাহলে তো তোমরা সন্তুষ্ট হবে ? তারা তাতে স্বীকৃত হলে হযরত বল্লেন : সা'দ বিন্ মোয়ায হচ্ছেন সেই বিচারক।

পরিখার যুদ্ধে সা'দ বিন্ মোয়াযের তীরবিদ্ধ হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। তাঁর শুশ্রূষার স্থান থেকে এক খচ্চরে চড়িয়ে তাঁর লোকেরা তাঁকে হযরতের কাছে এনে বল্লে : তোমার মিত্রদের প্রতি সদয়তা দেখাবে রসুল সেজন্যই তোমাকে বিচারক নির্বাচিত করেছেন। তাদের অনুনয়ে সা'দ বল্লেন : সময় এসেছে যখন সা'দ আল্লাহ্র কাজে মানুষের নিন্দার কথা ভাববে না।

যখন সা'দ রসুল ও মুসলমানদের কাছে এলেন রসুল তাদের আদেশ করলেন দাঁড়িয়ে তাদের নেতার প্রতি সম্মান দেখাতে। সবাই সম্মান দেখিয়ে বল্লে : হে আমরের পিতা, নবী তোমার উপরে ভার দিয়েছেন তোমার মিত্রদের সম্বন্ধে। সা'দ বল্লেন, তোমরা তো আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করেছ যে আমি যে-রায় দেব তা তোমরা মেনে নেবে ? তারা বল্লে : হ্যাঁ। এরপর সা'দ বল্লেন, আর সেই রায় তো মেনে নেবেন যিনি এখানে উপস্থিত আছেন—হযরতের দিকে তাকিয়ে সা'দ কথা বল্লেন ; সম্ভ্রমহেতু তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন না। রসুল বল্লেন : হাঁ। তখন সা'দ বল্লেন : তবে

আমি এই রায় দিচ্ছি : তাদের পুরুষরা নিহত হবে, আর তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বন্দী করা হবে।

রসুল সা'দকে বল্লেন : আল্লাহ্ সাত আসমানের উপরে যে রায় দিয়েছেন তুমি সেই রায় দিয়েছ।

তারা আত্মসমর্পণ করলে হযরত তাদের বন্দী অবস্থায় রাখলেন আল্ হারিসের কন্যার গৃহে। ইব্‌নে ইসহাকে উক্ত হয়েছে : কোরেযা গোত্রের ছয় শত থেকে সাত শত অথবা আট শত থেকে নয় শত লোক নিহত হয়েছিল—তাদের মধ্যে ছিল হুয়াই বিন্ আখতাব আর কা'ব বিন্ আসাদ।

বনি কোরযার ঘটনা মোস্তফা-চরিতে কিছু ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে ; নুয়াইমের দৌত্যকে লেখক অবিশ্বাস্য ভেবেছেন, আর দেখাতে চেষ্টা করেছেন নিহতদের সংখ্যা বিশ্বস্ত হাদিসের মতে তিনশত জনের বেশি ছিল না, আর কোরেযা গোত্রের অনেক ইহুদিকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নুয়াইমের দৌত্যকে মোস্তফা-চরিত-কার যে অবিশ্বাস্য বিবেচনা করেছেন তাঁর সেই বিচার তেমন মজবুত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, কেননা আক্রমণকারী উপজাতিদের দল থেকে কেউ কেউ যে গোপনে মদিনায় প্রবেশ করেছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। যুদ্ধ ছলনা বৈ নয়, হযরতে আরোপিত এই উক্তি নির্ভরযোগ্য কি না সে সম্বন্ধেও আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। তাছাড়া বনি কোরেযার প্রতি দণ্ড সম্বন্ধে আরো কিছু বিষয় আছে, সে সম্বন্ধেও আমরা যথাস্থানে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

অনেক ইহুদি তাদের প্রতি এই দণ্ড অবিচলিতভাবে গ্রহণ করেছিল। আল্‌যাবির নামক এক ইহুদি-প্রধানের এই কাহিনী ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে। বহুদেববাদিতার কালে আল্‌যাবির সাবিত বিন্ কায়েস-এর প্রাণ রক্ষা করেছিল। সাবিত যাবিরকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে বল্লে : আমি তোমার সেই পুরানো উপকারের প্রতিদান দিতে চাই। যাবির বল্লে : মহৎ মহতের প্রতিদান দেয়। সাবিত হযরতের কাছে গিয়ে সব কথা বলে যাবিরের কাছে ফিরে এসে বল্লে : হযরত তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন। যাবির বল্লে : পরিজন ও সন্তানসন্ততি ভিন্ন একজন বুড়ো মানুষের জীবন দিয়ে কি কাজ হতে পারে। সাবিত পুনরায় হযরতের কাছে গেল, হযরত বল্লেন : যাবিরকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সে-কথা যাবিরকে বলা হলে সে বল্লে : হেজাযে একটি পরিবারের কেমন করে চলতে পারে সম্পত্তি ভিন্ন। সাবিত এসে যাবিরকে জানালে হযরত তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তখন যাবির জানতে চাইল কা'ব বিন্ আসাদ, হুয়াই বিন্ আখতাব, আয্‌যাল বিন্ সামাওআল প্রভৃতি ইহুদি-প্রধানদের কি হয়েছে। সাবিত জানালো তারা সবাই নিহত হয়েছে। তখন যাবির বল্লে : হে সাবিত, তোমার উপরে আমার যে দাবী আছে তা মেটাবার জন্য আমাকে আমার স্বজনদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, কেননা তারা যখন নেই তখন জীবনের আর কোনো আনন্দ নেই, আর এক মুহূর্ত দেরীও আমার সহ্য হচ্ছে না। —সাবিত তার মুণ্ডচ্ছেদ করে।

সাবিত বিন কায়েসের এই কবিতা ইব্‌নে ইসহাকে উদ্ধৃত হয়েছে :

> আমার দায়িত্ব নির্বাহ করেছি, আমি হীনতা দেখাইনি
> ও অবিচলিত ছিলাম,
> যখন অন্যেরা নিষ্ঠার পথ থেকে স্খলিত হয়েছিল।
> অন্য যে কোনো লোকের চাইতে যাবিরের দাবি
> আমার উপরে ছিল প্রবলতর ;

যখন তার দুই হাতের কব্জি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল,
তখন রসুলের কাছে আমি গিয়েছিলাম যেন
তাকে মুক্ত করতে পারি।

রসুল আমাদের জন্য ছিলেন দয়ার সমুদ্র।

ইব্‌নে ইসহাকের মতে বনি কোরেযার কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোককে নেজ্‌দে বিক্রয় করে' ঘোড়া ও অস্ত্রসস্ত্র কেনা হয়েছিল।

রায়হানা নাম্নী এক ইহুদি রমণীকে হযরত গ্রহণ করেন তাঁর দাসীরূপে—রায়হানা দাসীরূপে থাকাই ভাল বিবেচনা করেছিল কেননা সে ইহুদি-ধর্ম আঁকড়ে ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইহুদি-প্রধান সাল্‌লাম বিন্ আবুল হুকায়েকও পরিখার যুদ্ধে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ওহোদ-যুদ্ধের পূর্বে আউস গোত্রের লোকেরা কা'ব বিন্ আল্-আশ্‌রাফকে হত্যা করে হযরতের ও মুসলমানদের প্রতি তার শত্রুতার জন্য। সাল্‌লাম বিন্ আবুল হুকায়েককে হত্যা করার ভার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা নেয় একান্ত আগ্রহে কেননা এই দুই গোত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো হযরতকে খুশি করা নিয়ে। সাললাম বিন্ আবুল হুকায়েক ছিল খয়বরে। খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করে।

আম্‌র বিন্ আল্-আসের ও খালেদের ইসলাম গ্রহণ

পরিখার যুদ্ধ থেকে ফিরে কোরেশবীর আম্‌র বিন্ আল্-আস কিছুসংখ্যক কোরেশকে সংগ্রহ করে বলে : আমার মনে হয় মোহম্মদের এই ব্যাপার বহুদূর পর্যন্ত গড়াবে, কাজেই আমার যা মত সে সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা তা জানতে চাই। আমি মনে করি আমাদের নাজ্জাশির কাছে গিয়ে সেখানে থাকা উচিত। যদি মোহম্মদ আমাদের জাতিকে জয় করে তবে আমরা নাজ্জাশির সঙ্গে থাকব, কেননা মোহম্মদের অধীনতা স্বীকার করার চাইতে তার অধীনতা স্বীকার আমরা ভাল মনে করি, আর যদি আমাদের লোকেরা জয়ী হয় তবে তারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। তারা আমার প্রস্তাব ভাল মনে করলে আমার নাজ্জাশিকে উপহার দেবার জন্য আমরা অনেকগুলো চামড়া সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম।

আমরা যখন নাজ্জাশির কাছে গেলাম তখন সেখানে আসে আম্‌র বিন্ উমাইয়া আল্ যাম্‌রি, তাকে রসুল পাঠিয়েছিলেন জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। নাজ্জাশির সঙ্গে কথা বলে যখন সে বেরিয়ে এলো তখন আমি আমার লোকদের বল্লাম যে নাজ্জাশির সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে বলব আম্‌র বিন্ উমাইয়াকে আমাদের হাতে দিতে যেন আমরা তার মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারি, এতে কোরেশরা দেখবে যে আমরা তাদের জন্য একটা বড় কাজ করেছি মোহম্মদের প্রেরিত লোকদের হত্যা করে'। এরপর আমি নাজ্জাশির কাছে গিয়ে সম্মান জানালাম। তিনি আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন আমার দেশ থেকে কিছু এনেছি কি না। আমি যখন তাঁকে বল্লাম দেশ থেকে অনেকগুলো চামড়া আমি এনেছি তখন তিনি খুব খুশি হলেন। তারপর আমি তাঁকে বল্লাম : মহারাজ, এইমাত্র একজন লোককে আপনার এখান থেকে চলে যেতে দেখলাম, সে আমাদের শত্রুর দূত, তাই তাকে আমাদের হাতে দিন যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি কেননা সে আমাদের অনেক প্রধানকে মেরে ফেলেছে। এতে নাজ্জাশি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। আমি তখন বল্লাম : আমার অনুরোধে মহারাজ এত ক্রুদ্ধ হবেন জানলে আমি কখনো এমন অনুরোধ করতাম

না। এরপর নাজ্জাশি হযরতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। ইব্নে ইসহাকে আছে নাজ্জাশির হাতেই আমর্ বিন্ আল্-আস্ হযরতের প্রতি ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে।

এরপর আম্‌র বিন্ আল্-আস্ ইসলাম গ্রহণের জন্য হযরতের সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করে, আর খালেদ বিন্ আল্ ওয়ালিদের সঙ্গে মিলিত হয় মক্কা-বিজয়ের কিছু পূর্বে। খালেদ তাকে বলে : হযরত নিশ্চয়ই পয়গাম্বর, আর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি মুসলমান হতে যাচ্ছি—আর কত দেরি করব। আমর্ আল্-আস্‌ও তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। তারপর দুইজন মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

তৃতীয় খণ্ড : বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বানু মোস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান

বনি কোরেযার ঘটনার ছয় মাস পরে হযরত বনি লিহ্য়ানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন আল্‌রাজির হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দানের জন্য। তিনি অতর্কিত আক্রমণের সংকল্প করেছিলেন এবং সেইভাবে অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু বনি লিহ্য়ান টের পায়, আর সতর্কতা অবলম্বন ক'রে পাহাড়ের উপরে স্থান গ্রহণ করে।

হযরত মদিনায় ফিরে আসেন।

ষষ্ঠ হিজরীতে শাবান মাসে হযরত বানু মোস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান করেন—তার পূর্বে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন বানু মোস্তালিক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের চেষ্টা করছে। এমন সংবাদ পেয়ে হযরত বানু মোস্তালিকের আল্‌-মুরায়সি-র জলাশয় পর্যন্ত যান। সেখানে বানু মোস্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধ হয়—তাদের কিছুসংখ্যক লোক নিহত হয় আর তাদের স্ত্রীরা সন্তানসন্ততি ও সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এখানে পানি ভরা নিয়ে আনসার ও মোহাজীরদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় ও তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এতে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের মেজাজ খুব গরম হয়ে যায়, সে বলে : দেখছি মোহাজীররা উপরহাত হতে চায়, কথায় আছে : কুকুরকে খাওয়ালে সে তোমাকে খাবে ; আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা যখন মদিনায় যাব তখন যারা প্রবল তারা দুর্বলদের হাঁকিয়ে দেবে। শুনে ওমর বলেন : এখনই তার মুণ্ডপাত করা উচিত। কিন্তু হযরত বলেন : লোকেরা যখন বলবে মোহম্মদ তার আপন সঙ্গীদের হত্যা করে তখন কেমন শোনাবে? আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই অবশ্য হযরতের কাছে গিয়ে শপথ ক'রে বলে এমন কথা সে বলে নি। আনসারদের কেউ কেউ আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা করে।

হযরত মদিনায় পৌছলে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ও কয়েকজন কপট সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হয়। শুনে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের পুত্র এসে হযরতকে বলে, আদেশ করলে সে তার পিতার শিরচ্ছেদ করবে, কেননা আর কেউ তার শিরচ্ছেদ করলে সে তা সইতে পারবে না আর একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে পাপী হবে। হযরত বলেন : তার প্রয়োজন নেই ; তার পরিবর্তে বরং আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা যাক। এর পর আবদুল্লাহ বিন্ উবাইয়ের নিজের লোকেরাই আর তার তেমন অনুগত থাকলো না। লোকদের এমন পরিবর্তিত মনোভাব লক্ষ্য করে' হযরত ওমরকে বল্লেন : হে ওমর, সেদিন তোমার কথা মতো আমি যদি আদুল্লাহ্ বিন্ উবাইকে হত্যা করতাম তবে তার প্রধানদের ক্রোধ বেড়ে যেত ; কিন্তু আজ যদি তাদের বলি তাকে হত্যা করতে, তবে তা তারা করবে। ওমর উত্তর দেন : আমি জানি হযরতের আদেশ আমার আদেশের চাইতে কল্যাণময়।

বানু মোস্তালিকের যারা বন্দী হয়েছিল তাদের মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এই বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন জুয়ায়রিয়া—বানু মোস্তালিকের প্রধান আল্‌-হারিসের কন্যা। এই জুয়ায়রিয়া যার হাতে পড়েছিলেন সে তাঁর জন্য উঁচু মুক্তিপণ নির্ধারিত করেছিল। জুয়ায়রিয়া দেখতে ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। হযরত আয়েশা বলেছেন : আমার দরজায় তাকে দেখে আমি

তার প্রতি খুব বিতৃষ্ণা বোধ করলাম। জুয়ায়রিয়া হযরতের কাছে তাঁর উঁচু মুক্তিপণের কথা নিবেদন করলেন ও হযরতের সাহায্য চাইলেন। হযরত বলেন : এর চাইতে ভাল কিছু পেলে তোমার পছন্দ হবে? তিনি তাঁর মুক্তিপণ দিয়ে দেন ও জুয়ায়রিয়ার সম্মতিক্রমে তাঁকে বিবাহ করেন।—এ সম্বন্ধে কিছু ভিন্ন বিবরণ মোস্তফা-চরিতে দ্রষ্টব্য।

জুয়ায়রিয়ার সঙ্গে হযরতের বিবাহের একটি খুব ভাল ফল ফলেছিল। জুয়ায়রিয়াকে হযরত বিবাহ করেছেন ও এইভাবে মোস্তালিক গোত্র তাঁর শ্বশুরকুল হয়েছে, এই কথা রাষ্ট্র হলে লোকেরা তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দিল। এই বিবাহের ফলে একশত পরিবার মুক্ত হয়। হযরত আয়েশা বলেছেন : আমি আর কোনো স্ত্রীলোকের কথা জানি না যে তার স্বজাতির জন্য এমন কল্যাণের কারণ হতে পেরেছে।

হযরত আয়েশা সম্বন্ধে কুৎসা রটনা

এই বানু মোস্তালিক-অভিযান থেকে মদিনায় ফিরে কিছুসংখ্যক লোক হযরত আয়েশার নামে দুর্নাম রটায়। সে-সম্বন্ধে হযরত আয়েশা বলেছেন :

বানু মোস্তালিক-অভিযানে হযরত তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে আমাকে সঙ্গে নেন। ফিরবার সময় হযরত মদিনার কাছে এসে রাত্রির কিছু অংশ বিশ্রাম করেন, তারপর তিনি লোকদের যাত্রা করতে আদেশ দেন। আমি বাইরে গিয়েছিলাম, তখন আমার গলার হার খুলে পড়ে যায়। বাইরে থেকে এসে যখন আমি উটের কাছে এলাম তখন গলায় হাত দিয়ে দেখলাম হার নেই। ফিরে গিয়ে হারটি পেলাম, কিন্তু যখন ফিরে এলাম তখন দেখি সবাই চলে গেছে। (হযরত আয়েশা ছিলেন খুব হাল্কা গড়নের ; ফলে তাঁর হাওদা যখন লোকেরা উটের উপরে তুলেছিল তখন তারা ভেবেছিল তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন।) হযরত আয়েশা বলেছেন : আমি একটি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম তারা যখন দেখবে আমি হাওদায় নেই তখন তারা এসে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি শুয়ে পড়েছি এমন সময় সাফওয়ান্ বিন্ আল্ মুআত্তাল সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে আমার আকৃতি দেখে আমাকে চিন্‌লো এবং বিস্ময়ে বলে উঠলো : হযরতের সোয়ারী এখানে! সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো : এমন ঘটলো কেমন করে? কিন্তু আমি তার সঙ্গে কথা বললাম না। তারপর সে তার উট নিয়ে এসে আমাকে তাতে চড়তে বললো। সে আমাকে নিয়ে ভোরে মদিনায় এলো। তখন মিথ্যুকরা আমার নামে কুৎসা রটিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ, আমি কিছুই জানতাম না। মদিনায় এসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই কাহিনী হযরতের কাছে ও আমার পিতামাতার কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁরা কেউই আমাকে কিছু বল্লেন না যদিও হযরতের অভ্যস্ত সদয়তার অভাব অনুভব করলাম। এর পূর্বে আমি যখন অসুস্থ হয়েছি তখন তিনি আমার প্রতি করুণা দেখাতেন, কিন্তু এবারকার এই অসুখে তার অভাব বোধ করলাম। এবার যখন তিনি আমাকে দেখতে আসতেন তখন আমার মাকে আমার শুশ্রূষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করতেন : কেমন আছে! এতে আমি মর্মাহত হলাম। আর মাকে বল্লাম : আমাকে নিয়ে যেতে। হযরত বল্লেন : যা তোমার ইচ্ছা। এইভাবে আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বিশ দিনে আমি রোগমুক্ত হলাম, কিন্তু ততদিন আমি এই কুৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানি নি। এর পরে আমি আমার এক প্রতিবেশিনীর মুখে এই কথা শুনলাম। আমি আমার কান্নার বেগ রোধ করতে পারলাম না, মনে হলো আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি আমার মায়ের কাছে জানতে চাইলাম লোকদের এই কুৎসা রটনার কথা তিনি আমাকে জনান নি কেন। মা বল্লেন : খুকী, এ নিয়ে মন খারাপ করো

না, যে মেয়ে সুন্দরী আর তার স্বামী তাকে ভালবাসে তার সতীনরা আর লোকেরা তার নামে এমন মিথ্যা অপবাদ রটায়।

এই রটনাকরীদের মধ্যে প্রধান ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই আর হযরতের পত্নী যয়নাবের ভগিনী হাম্‌না, কেননা, হযরতের সমাদর লাভের ক্ষেত্রে বিবি যয়নাব ছিলেন বিবি আয়েশার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু বিবি যয়নাব এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। হামনা তার বোনের স্বার্থের কথা ভেবে এই কুৎসা খুব রটিয়েছিল।

এ সম্বন্ধে হযরত লোকদের বলেন : লোকেরা কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছে আমার পরিজনের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে? আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাদের ভাল ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারব না, আর তারা এমন একজন লোক সম্বন্ধে অপবাদ দিচ্ছে যার সম্বন্ধে ভাল বৈ, মন্দ আমি জানি না, যে আমার গৃহে প্রবেশ করে না আমার সঙ্গে ভিন্ন। হযরতের এই কথায় আউস-গোত্রের একজন বল্লে : যদি রটনাকরীরা আউস-গোত্রের হয় তবে আমরা তাদের নিঃশেষ করব, আর যদি তারা খাযরাজ-গোত্রের হয় তবে হুকুম দিন, তাদের মুণ্ডচ্ছেদ হওয়া চাই। এতে খাযরাজ গোত্রের একজন চটে গেল। দুই দলের লোক পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বললো, তাদের মধ্যে মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। হযরত তাদের ছেড়ে আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আলী আর উসামা বিন্ যায়েদকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। উসামা আমার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করলে, বল্লে : এঁরা আপনার পরিজন, আপনি এবং আমরা এঁদের সম্বন্ধে ভাল ভিন্ন আর কিছুই জানি না—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আলী বল্লেন : মেয়েলোক যথেষ্ট আছে, আপনি একজনকে বাদ দিয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য জনকে গ্রহণ করতে পারেন, বাড়ীর দাসীকে জিজ্ঞাসা করুন সে ঠিক কথা বলবে। হযরত দাসী বুরাইরাকে ডাকালেন। আলী তাকে খুব প্রহার দিয়ে বল্লেন : রসুলকে ঠিক কথা বলবি। সে বল্লে : আমি তার সম্বন্ধে ভাল ভিন্ন আর কিছু জানি না, আমি আয়েশার এই দোষ জানি যে যখন আমি ময়দা মাখি আর তাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে বলি তখন সে তাতে মন না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ভেড়াটা এসে তা খেয়ে যায়।

এর পর হযরত আমার কাছে এলেন। আমার পিতামাতা ও একজন আনসার রমণী আমার কাছে ছিলেন, আর আমরা দুজনই কাঁদছিলাম। হযরত বসলেন, আর আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন ক'রে বল্লেন : আয়েশা, তুমি জান লোকেরা তোমার সম্বন্ধে কি বলছে ; আল্লাহ্‌র ভয় কর আর যদি অন্যায় করে থাক, যেমন লোকেরা বলছে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও কেননা আল্লাহ্ তাঁর দাসদের কাছে থেকে অনুতাপ গ্রহণ করেন। হযরত যখন এই কথা বলছিলেন, তখন আমার চোখের পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি অপেক্ষা করছিলাম আমার বাপ মা রসুলের কথার উত্তর দেবেন, কিন্তু তাঁরা কিছুই বল্লেন না। আল্লাহ্‌র শপথ, আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোনো বাণী পাঠাবেন, যা মসজিদে পঠিত হবে, নামাযে ব্যবহৃত হবে, আমি নিজেকে তার সম্পূর্ণ অযোগ্য জ্ঞান করেছিলাম, তবে আমি আশা করছিলাম হযরত স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন যার ফলে আল্লাহ্ এই মিথ্যা থেকে আমাকে মুক্ত করবেন কেননা তিনি জানেন আমি নির্দোষ। অথবা ভাবছিলাম এ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ আসবে। কিন্তু কোর্‌আনের কোনো আয়াত আমার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হবে আমি নিজেকে নিতান্তই তার অযোগ্য জ্ঞান করেছিলাম। যখন দেখলাম আমার পিতামাতা কিছু বল্লেন না তখন আমি তাঁদের তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা বল্লেন : কি বলবেন তা তাঁরা জানেন না, আর আল্লাহ্‌র শপথ, সেই সময়ে আবু বকরের পরিবারকে যে দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল আর কোনো পরিবারকে তেমন দুঃখ সহ্য করতে হয় নি। তাঁরা যখন নীরব রইলেন, তখন আবার আমি কেঁদে ফেল্লাম আর বল্লাম : আপনি যার কথা বলছেন সেজন্য আমি কখনো আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইব না ; আল্লাহ্‌র শপথ, আমি জানি আমি নির্দোষ, তাই আমি যদি দোষ

স্বীকার করি, যেমন লোকেরা বলছে, তবে আমি স্বীকার করব যা সত্য নয় তাই, আর আপনারা যা বলছেন তা যদি আমি অস্বীকার করি তবে আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। হযরত ইয়াকুবের নাম আমার মনে পড়ছিল না, সেজন্য আমি বল্লাম : আমি বলবো হযরত ইউসুফের পিতা যেমন বলেছিলেন : আমার কর্তব্য হচ্ছে যোগ্যভাবে ধৈর্য অবলম্বন করা আর তোমরা যা বলছ তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া।

আর আল্লাহ্‌র শপথ, হযরত যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে স্থান পরিবর্তনের পূর্বে তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসে পড়ল যা আসত, আর তাঁকে তাঁর পোষাক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, আর একটি চামড়ার তাকিয়া তাঁর মাথার নিচে দেওয়া হল। আর যখন আমি এই দেখলাম তখন আমার কোনো ভয় হলো না কেননা আমি জানতাম আমি নির্দোষ, আল্লাহ্ আমার প্রতি অকরুণ হবেন না। হযরত যখন জেগে উঠলেন তখন দেখলাম আমার পিতামাতার যেন মরণাপন্ন দশা এই ভয়ে যে লোকেরা যা বলছে পাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সত্য বলে ঘোষিত হয়। হযরত সম্বিৎ লাভ করে উঠে বসলেন আর যেন শীতের দিনে তাঁর গা থেকে পানির বিন্দু ঝরছিল, কপাল মুছে ফেলতে ফেলতে তিনি বল্লেন : আয়েশা, সুসংবাদ, আল্লাহ্ তোমার নির্দোষতা সম্বন্ধে বাণী অবতীর্ণ করেছেন। আমি বল্লাম : আল্‌হামদুলিল্লাহ্—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আর তিনি বাইরে গেলেন যে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন লোকদের তাই জানাতে। তিনি আদেশ দিলেন ; মিস্‌তা বিন্ উসাসা আর হাস্‌সান বিন্ সাবিৎ আর জহশের কন্যা হাম্‌না এদের নির্দিষ্ট সংখ্যাক বেত মারা হবে, কেননা এরাই নিন্দা রটনায় মুখর হয়েছিল।

হযরত আয়েশা সম্বন্ধে এইসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল :

> নিঃসন্দেহ যারা কুৎসা রটিয়েছিল তারা তোমাদের মধ্যেকার একটি দল। এটিকে তোমাদের জন্য মন্দ কিছু ভেবো না, না, এটি তোমাদের জন্য ভালো। তাদের প্রত্যেক লোককে দেওয়া হবে (এই) পাপের যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের মধ্যে যার অংশ বেশি ছিল তার হবে এক বড় শাস্তি। কেন বিশ্বাসী পুরুষরা আর বিশ্বাসিনী নারীরা—যখন তোমরা এ শুনেছিলে—তখনই কেন তাদের নিজেদের লোকদের সম্বন্ধে ভালো চিন্তা মনে স্থান দেয় নি, আর বলে নি : এ এক স্পষ্ট মিথ্যা? কেন তারা এর জন্য চারজন সাক্ষী আনে নি? কিন্তু যেহেতু তারা সাক্ষী আনে নি সেজন্য আল্লাহ্‌র সামনে তারা মিথ্যাবাদী।
>
> আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোত, আর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁর করুণার জন্য, তবে এক বড় শাস্তি নিশ্চয় তোমাদের স্পর্শ কোরত তোমরা যে বিষয়ে গুঞ্জন তুলেছিলে সেইজন্য।
>
> যখন তোমরা জিহ্‌বার দ্বারা গ্রহণ করেছিলে আর তোমরা মুখে বলেছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটি গণ্য করেছিলে এক সহজ ব্যাপার বলে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।
>
> আর যখন তোমরা এটি শুনেছিলে তখন কেন তোমরা বল নি : এ আমাদের জন্য উচিত নয় যে এ বিষয়ে আমরা আলাপ করি : তোমার মহিমা কীর্তিত হোক—এটি এক মহা কুৎসা?
>
> আল্লাহ্ তোমাদের সতর্ক করছেন যে তোমরা এর মতো ব্যাপারে ফিরে যাবে না কখনও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৪ : ১১—১৭)

যখন হযরত আয়েশা সম্বন্ধে ও তাঁর কুৎসাকারীদের সম্বন্ধে এই বাণী অবতীর্ণ হল তখন আবু বকর তাঁর দুঃস্থ স্বজন মিস্‌তা সম্বন্ধে বল্লেন : আয়েশার বিরুদ্ধে এমন নিন্দা রটনার পরে আর আমাদের প্রতি এমন অহিত করার পরে আমি মিস্‌তাকে আর কখনো কিছু দেব না ; তখন অবতীর্ণ হয় এই বাণী :

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্বাচ্ছন্দ্যের আর প্রাচুর্যের অধিকারী তারা আত্মীয়দের, নিঃস্বদের, আর আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ করেছে তাদের দান করার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ না করুক, আর তারা ক্ষমা করুক আর ফিরুক। তোমরা কি ভালোবাস না যে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন ? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়। (২৪ : ২২)

এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর বল্লেন : হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি চাই আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুক। এরপর মিস্‌তাকে তিনি সাহায্য দিতে থাকেন। তিনি বলতেন : আমি কখনো তাকে এই সাহায্য বন্ধ করব না।

হাস্‌সানের সঙ্গে যখন সাফ্‌ওয়ানের দেখা হয় তখন সাফওয়ান হাস্‌সানকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে এই বলে :

তোমাকে দিচ্ছি এই আমার তলোয়ারের ধার। যখন আমার মতো লোককে তুমি কলমের খোঁচা দাও তখন তার পরিবর্তে কবিতা পাবে না।

সাফওয়ানকে কয়েকজন ধরে ফেলে। এরপর হযরতের কাছে হাস্‌সান ও সাফওয়ানের তলব পড়ে। হযরত তাদের বিবাদ মিটিয়ে দেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুদায়বিয়ার সন্ধি

রমযান ও শাওয়াল মদিনায় কাটিয়ে যুলকাদা মাসে হযরত হজ করার অভিপ্রায়ে যাত্রা করলেন। পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রদের তিনি ডাকালেন। সবাই যে তাঁর ডাকে সাড়া দিল তা নয়, তবে কিছুসংখ্যক আরব আর আনসার ও মোহাজীর তাঁর সঙ্গী হলো। কোরবানির পশু নিয়ে হজের পোষাক পরে তাঁরা যাত্রা করলেন, কাজেই তিনি যে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করছেন না তা সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সাত শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে—মতান্তরে চৌদ্দ শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে—হযরত হজযাত্রা করেছিলেন।

উস্‌ফানে পৌঁছে হযরত জানতে পারলেন তাঁকে বাধা দেবার জন্য কোরেশ চিতাবাঘের চামড়া প'রে দুগ্ধবতী উষ্ট্রীদের নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাদের এমন প্রবল সংকল্পের কথা জানতে পেরে হযরত বল্লেন : হায়, যুদ্ধ কোরেশদের গিলে খেয়েছে, কি ক্ষতি তাদের হতো যদি তারা আমাকে ও অন্যান্য আরবদের হজ করতে বাধা না দিত ..... আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আমার ব্রতের জন্য সংগ্রাম থেকে বিরত হবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাকে বিজয় দেন অথবা আমার মৃত্যু ঘটে। তারপর তিনি বল্লেন : তাদের পাশ কাটিয়ে কে আমাকে নিয়ে যেতে পারে? আস্‌লাম নামে এক ব্যক্তি এক বন্ধুর ও দুর্গম পথে মুসলামানদের চালিয়ে নিয়ে গেল। মক্কার অদূরবর্তী হুদায়বিয়ায় পৌঁছে মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সেখানে এসে হযরতের উট বসে পড়েছিল। তাতে হযরত বল্লেন : উট ইচ্ছা করে বসে পড়েনি, যিনি (আবরাহা-র) হাতীকে মক্কা থেকে রোধ করেছিলেন তিনিই একে রোধ করেছেন। আজ কোরেশ আত্মীয়তার উল্লেখ করে যে সদয়তা আমাকে দেখাতে বলবে আমি তা দেখাব। তারপর তিনি লোকদের উট থেকে নামতে বল্লেন। তারা জানালে কাছে কোথাও পানি নেই। তিনি তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বার করে তাঁর একজন সঙ্গীকে দিলেন, তিনি এক পানির গর্তের ভিতরে নেমে তার মধ্যভাগ তীর দিয়ে খোঁচালেন ; তাতে এত পানি উঠলো যে উটগুলো সেই পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রসুল যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন খুযাআ গোত্রের কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলো বুদেল। হযরত তাকে বল্লেন : তিনি এসেছেন হজ করতে আর কাবা-গৃহের সম্মান দেখাতে। তারা গিয়ে কোরেশদের সেকথা বল্লে। কিন্তু কোরেশ হযরতকে ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অসম্মত হলো। খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও অমুসলমান সবাই ছিল হযরতের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। তারা মক্কার খবর হযরতের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোরেশদের তরফ থেকে হযরতের কাছে এলো মিক্‌রায বিন্ হাফ্‌স্। হযরত বুদেলকে যা বলেছিলেন তাই মিক্‌রাযকে বল্লেন, মিক্‌রায এসে তাই কোরেশদের বল্লে। এরপর কোরেশরা হযরতের কাছে পাঠায় কৃষ্ণসৈন্যদলের নেতা আল্‌হুলাইয়স বিন্ আল্ কামা-কে। সে হযরতের আনা কোরবানির পশুগুলো দেখে হযরত যে হজ করার জন্যই এসেছেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়, আর গিয়ে কোরেশদের সেই কথা বলে। তারা তাকে বলে : চুপ করে বসে থাকো তুমি তো এক অজ্ঞ বেদুইন। তাতে হুলাইয়া রেগে বল্লে : যে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি সম্মান দেখাতে এসেছে

তোমরা তাকে তাতে বাধা দেবে? তোমরা যদি মোহম্মদকে হজ করতে না দাও, যে হজ করার জন্য সে এসেছে, তবে আমি আমার কালো সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাবো। কোরেশরা তাকে বল্লে : শান্ত হও হুলাইয়স। যে শর্তে আমরা রাজী হতে পারব সেই শর্ত আমাদের পেতে দাও।

এরপরে তারা হযরতের কাছে পাঠায় উর্‌ওয়া নিব্ মাস্‌উদকে। সে এসে বলে : মোহম্মদ, তুমি কি কতকগুলো লোক সংগ্রহ করে এসেছ তোমার নিজের লোকদের ধ্বংস করতে? কোরেশরা কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেছে যে তুমি যে জোর করে মক্কায় প্রবেশ করবে তা তার কখনই হতে দেবে না। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তো দেখছি যেসব লোক তুমি সংগ্রহ করেছ তার কাল তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। এতে হযরত আবু বকর খুব চটে গিয়ে কড়া উত্তর দেন। উর্‌ওয়া হযরতের দাড়িতে হাত দিয়ে কথা বলছিল—এটি ছিল আরব রীতি। কিন্তু হযরতের একজন অনুবর্তী বল্লে : রসুলের মুখ থেকে তোমার হাত সরাও যদি হাত হারাতে না চাও। উর্‌ওয়া বল্লে : তোমার কথা বড় কড়া। হযরত হাসছিলেন। উর্‌ওয়া জানতে পেলে তাকে অমন কড়া কথা বলেছে তার ভাইয়ের ছেলে আল্-মুগিরা। তখন উরওয়া বল্লে : হতভাগা, কালই তো তোকে ধুয়ে মুছে সাফ করেছি—হজরত উর্‌ওয়াকে বলে দিলেন যেমন তিনি অন্যদের বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি। উর্‌ওয়া দেখে গেল হযরতের প্রতি তাঁর অনুবর্তীদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য কি অসাধারণ। সে কোরেশদের কাছে ফিরে গিয়ে বল্লে : আমি খোস্‌রোকে কায়সারকে আর নাজ্জাশীকে তাদের রাজত্বে দেখেছি, কিন্তু মোহম্মদের লোকেরা তার প্রতি যেমন রাজসম্মান দেখায় এমনটি আর কোথাও দেখি নি। আমি বুঝেছি তার সঙ্গীরা তাকে কখনো ত্যাগ করবে না। কাজেই যা ভাল বোঝো করো।

বর্ণিত হয়েছে এরপর হযরত মক্কায় কোরেশদের কাছে পাঠান খিরাশ বিন্ উমাইয়া আল্ খুযাঈকে। কোরেশরা তাঁর উটের পা কেটে দেয়, আর তাঁকে হত্যা করবারও মতলব করছিল, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ সৈন্যরা তাঁকে রক্ষা করে আর তাঁকে হযরতের কাছে ফিরে আসতে দেয়। বর্ণিত হয়েছে, কোরেশরা এর পর চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন লোককে পাঠায় হযরতের ছাউনি ঘেরাও করতে আর তাঁর দলের একজনকে ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধরে ফেলে ও হযরতের কাছে নিয়ে যায়। হযরত তাদের ক্ষমা করে যেতে দেন। এর পর হযরত ওমরকে আহ্বান করেন শান্তির বাণী নিয়ে মক্কায় যেতে। কিন্তু ওমর বল্লেন : মক্কায় এমন কেউ নেই যারা তাঁর পৃষ্ঠাপোষকতা করতে পারে আর কোরেশদের সঙ্গে তাঁর ভাব নেই; তিনি বল্লেন : কোরেশরা তাঁর চাইতে যাঁকে বেশি পছন্দ করে তাঁকে পাঠান দরকার। তিনি ওসমানের নাম করলেন। হযরত ওসমানকে ডেকে আবু সুফিয়ান ও কোরেশ প্রধানদের কাছে বলে পাঠালেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি, তিনি এসেছেন কাবার ঘর প্রদক্ষিণ করতে ও তার প্রতি সম্মান জানাতে।

ওসমানকে মক্কায় নিয়ে যান আবান বিন্ সঈদ্ বিন্ আল্-আস্। তারপর তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন রসুলের বাণী পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত। ওসমানের যা বলবার ছিল তা শুনে কোরেশরা বল্লে : তুমি যদি কাবা প্রদক্ষিণ করতে চাও তা করতে পারো। তিনি উত্তর দিলেন, তিনি প্রদক্ষিণ করতে পারেন না মোহম্মদের প্রদক্ষিণ না করা পর্যন্ত। কোরেশরা তাঁকে বন্দী করে রাখল। হযরতের ও মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছলো ওসমানকে মেরে ফেলা হয়েছে।

হযরত যখন শুনলেন ওসমান নিহত হয়েছেন তখন বল্লেন : শত্রুর সঙ্গে লড়াই না করে তাঁরা ফিরে যাবেন না। আর তিনি তাদের আহ্বান করলেন অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে। এই অঙ্গীকারের নাম রায়আত-উর্-রিয়্ওয়ান—দিব্য সন্তোষের অঙ্গীকার—একটি গাছের নিচে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। এই অঙ্গীকার ছিল মৃত্যুপণে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার। এরপর হযরত জানতে পেলেন ওসমানের নিহত হবার সংবাদ মিথ্যা।

এরপর কোরেশ হযরতর কাছে পাঠায় সুহাইল বিন্ আম্‌রকে এই শর্তে সন্ধি করতে যে এ বৎসর তিনি ফিরে যাবেন, যেন কোনো আরব না বলতে পারে যে মোহম্মদ জোর করে' মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে সন্ধির শর্ত ঠিক হল ও সেসব লিখে ফেলবার সময় এলো। ত্রস্তপদে ওমর আবু বকরের কাছে গিয়ে বল্লেন : তিনি কি আল্লাহ্‌র নবী নন্? আমরা কি মুসলমান নই? আর ওরা কি বহুদেববাদী নয়? আবু বকর বল্লেন : হাঁ। তখন ওমর বল্লেন : কেন আমরা তাতে স্বীকৃত হব যা আমাদের ধর্মের জন্য অসম্মানকর? আবু বকর বল্লেন : তিনি যা বলেন তা ধরে থাকো, কেননা আমি সাক্ষ্য দিই তিনি আল্লাহ্‌র রসুল। ওমর বল্লেন : আমিও সেই সাক্ষ্য দিই। এরপর ওমর গেলেন হযরতের কাছে এবং এইসব প্রশ্নই উত্থাপন করলেন। তাতে হযরত উত্তর দিলেন : আমি আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর রসুল, আমি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যাব না আর তিনি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। ওমর বলতেন : আমি আজও দান-খয়রাত করি, রোযা রাখি, নামায পড়ি, দাসদের মুক্ত করি সেদিন আমি যা করেছিলাম সেইজন্য—যা বলেছিলাম তার ভয়ে—কেননা আমি তখন মনে করেছিলাম যে আমার পরিকল্পনা রসুলের চাইতে ভালো হবে। এরপর হযরত আলীকে আহ্বান করে 'করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে' লিখতে বল্লেন। সুহাইল বল্লে : আমি এ মানি না, (আরবরা আল্লাহ্‌কে রহ্‌মান (করুণাময়) বলতো না) লেখ " হে আল্লাহ্ তোমার নামে।" হযরত আলীকে বল্লেন : লেখ, আল্লাহ্‌র রসুল মোহম্মদ ও সুহাইল বিন্ আমরের মধ্যে এই সন্ধি হলো। সুহাইল বল্লে : আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে তুমি আল্লাহ্‌র রসুল তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। লেখো তোমার নিজের নাম আর তোমার পিতার নাম। হযরত বল্লেন : তাই লেখ : এই সন্ধি হল মোহম্মদ বিন্ আবদুল্লাহ্ ও সুহাইল বিন্ আমরের মধ্যে এই মর্মে যে তারা দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ ত্যাগ করবে ও লোকেরা নিরাপদ হয়ে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারবে—এই শর্তে যে যদি কেউ মোহম্মদের কাছে আসে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে তবে মোহম্মদ তাদের কোরেশদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন, আর যদি মোহম্মদের দল থেকে কোরেশদের কাছে কেউ আসে তবে তারা তাকে মোহম্মদের কাছে ফিরিয়ে দেবে না। আমরা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব দেখাব না; যে চায় সে মোহম্মদের সঙ্গে চুক্তি ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারবে, কোরেশদের সঙ্গেও পারবে।—এতটা লেখা হলে খুযাআ লাফিয়ে উঠে বল্লে : আমরা মোহম্মদের সঙ্গে চুক্তিতে ও সন্ধিতে আবদ্ধ আছি, আর বনু বকর লাফিয়ে উঠে বল্লে : আমরা চুক্তিতে ও সন্ধিতে আবদ্ধ আছি কোরেশদের সঙ্গে। তারা আরো বল্লে : তোমাদের এ বৎসর নিশ্চয়ই চলে যেতে হবে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না, আর সামনের বছরে আমরা তোমাদের জন্য উপায় করে দেব যেন তোমরা দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারো আর সেখানে থাকতে পারো তিন রাত্রি, তোমরা উষ্ট্রারোহীদের অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে আর তলোয়ার রাখবে কোষবদ্ধ করে, এর অতিরিক্ত কিছুই আনতে পারবে না।[১] যখন হযরত ও সুহাইল এই দলিলরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন হঠাৎ সেখানে শৃঙ্খল পায়ে উপস্থিত হল সুহাইলের পুত্র আবু জন্দল, সে পালিয়ে এসেছিল।

হযরত হজ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেজন্য তাঁর অনুবর্তীরা তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন যুদ্ধ করার অভিপ্রায় বর্জিত হয়ে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন এক সন্ধির শর্তে আবদ্ধ হওয়ার জন্য

---

১. এই দলিল লেখা সম্বন্ধে মোস্তফা-চরিতে আছে; (সুহাইলের কথায়) হযরত বলিলেন : আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র, ইহাও মিথ্যা নহে। অতএব রছুলুল্লাহ্ কাটিয়ে দেওয়া হউক। তখন মুসলমানদিগের মনস্তাপ ও উত্তেজনা ধৈর্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাঁহারা চারিদিক হইতে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আলী সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, প্রভু! ক্ষমা করিবেন, আমি ঐ শব্দটা কাটিয়া দিতে পারিব না। তখন হযরতের আদেশে আলী ঐ শব্দটা দেখাইয়া দিলে হযরত নিজহস্তে কলম ধরিয়া তাহা কাটিয়া দিলেন।

চেষ্টা চলছে আর এবারকার মতো হজ না করে ফিরে যাওয়া হবে তখন তাঁরা খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। সুহাইল আবু জন্দলকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মুখে আঘাত করলো আর তার গলায় যে পাত ছিল তা ধরে বল্লে, মোহম্মদ, আমাদের মধ্যে চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে এই ছোক্‌রাটার তোমার কাছে আসার পূর্বে। হযরত বল্লেন : ঠিক কথা বলছ। সে আবু জন্দলকে তার গলার পাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো আর আবু জন্দল চিৎকার করে বলতে লাগল : হে মুসলমানেরা, আমাকে কি কাফেরদের (বহুদেববাদীদের) কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তারা আবার আমাকে ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করবে সেইজন্য ? তার কথায় মুসলমানদের দুঃখ অত্যন্ত বেড়ে গেল। হযরত বল্লেন : আবু জন্দল, ধৈর্য ধরো আর নিজেকে সংযত কর। আল্লাহ্ তোমার দুঃখ দূর করবেন, আর তোমার মতো যারা অসহায় তাদের অব্যাহতির উপায় করে দেবেন। আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছি, আর তাতে তারা ও আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেছি—আমরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না। ওমর লাফিয়ে উঠে আবু জন্দলের সঙ্গে যেতে যেতে বল্লেন : ধৈর্য ধরো, এরা শুধু বহুদেবতার উপাসক, এদের একজনের রক্ত কুকুরের রক্ত ভিন্ন কিছু নয়। তিনি তাঁর তলোয়ারের বাঁট এগিয়ে ধরলেন। ওমর বলতেন আমি আশা করেছিলাম আবু জন্দল সেই তলোয়ার নিয়ে তার পিতার মুণ্ডচ্ছেদ করবে ; কিন্তু সে তার পিতাকে কিছু বলে নি ; আর এইভাবেই ব্যাপারটা শেষ হলো।

দলিল লেখা শেষ করে হযরত মুসলমানদের ও বহুদেববাদীদের তাতে সই দিতে ডাকালেন, যেমন আবু বকর, ওমর, আবদুর রহমান বিন্ আউফ, আবদুল্লাহ বিন্ সুহাইল বিন্ আমর, সাআদ বিন্ আবু ওয়াক্কাস, মাহমুদ বিন্ মাসলামা, মিক্‌রায বিন্ হাফস্, আর আলী।

সন্ধি হওয়ার পরে হযরত সঙ্গে আনা পশুদের কোরবানি করলেন আর মস্তক মুণ্ডন করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও তাই করলেন।

এরপরে হযরত মদিনার দিকে ফিরলেন। মাঝপথে অবতীর্ন হলো সূরা আল্ ফত্হ্। সে সূরার কিছু অংশ এই :

নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে বিজয় দিয়েছি—স্পষ্ট বিজয়—

যেন আল্লাহ্ ক্ষমা করতে পারেন তোমার বিগত দিনের দোষক্রটি ও আগামী দিনের দোষক্রটি, আর যেন পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন তোমার উপরে তাঁর অনুগ্রহ, আর যেন তোমাকে চালিত করতে পারেন সরল পথে—আর যেন আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এক প্রবল সাহায্য দিয়ে।

তিনি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন বিশ্বাসীদের অন্তরে যেন তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আরো বিশ্বাসের যোগ হতে পারে ; আর আকাশের ও পৃথিবীর সব সেনাদল আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা,—জ্ঞানী—(৪৮ : ১—৪)

...নিঃসন্দেহে যারা তোমার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তারা আল্লাহ্‌রই কাছে আনুগত্য স্বীকার করে—আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে—সেজন্য যে কেউ (তার-প্রতিজ্ঞা) ভঙ্গ করে সে তা ভঙ্গ করে তার অন্তরাত্মারই অকল্যাণরূপে, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে দেবেন মহাপুরস্কার। (৪৮ : ১০)

...যাদের পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেই যাযাবর আরবদের বলো : শীগগিরই তোমাদের ডাকা হবে এক প্রবল জাতির বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর যদি তোমরা অনুগত হও তবে আল্লাহ তোমাদের দেবেন এক উত্তম পুরস্কার, আর যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বে যেমন বিমুখ হয়েছিলে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের দেবেন কঠিন শাস্তি। (৪৮ : ১৬)

... নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন—যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, আর তিনি (আল্লাহ) জ্ঞাত ছিলেন কি ছিল তাদের অন্তরে, সেজন্য তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলেন সান্ত্বনা আর তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন অবিলম্বিত বিজয়—(৪৮ : ১৮)

... আর তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন মক্কা-উপত্যকায় তাদের উপরে তোমাদের বিজয় দান করার পরে ; আর আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো সব। (৪৮ : ২৪)।

... যারা অবিশ্বাসী যখন তারা তাদের অন্তরে পোষণ করলো একগুঁয়েমি—অজ্ঞতার যুগের একগুঁয়েমি—তখন আল্লাহ্ তাঁর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন তাঁর বাণীবাহক আর বিশ্বাসীদের উপরে, আর তাদের পালন করালেন সীমারক্ষার বাণী, আর এতে তাদের অধিকার ছিল, আর এর যোগ্য তারা ছিল ; আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে জানেন।

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাঁর বাণীবাহকের প্রতি স্বপ্ন সত্য প্রতিপন্ন করেছেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে তোমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ মস্তক মুণ্ডন করে' কেউ চুল কেটে, নির্ভয় হয়ে ; কিন্তু তিনি জানেন যা তোমরা জানো না , সেজন্য তার পূর্বে একটি নিকটবর্তী বিজয় তিনি ঘটিয়েছেন।

তিনি তাঁর বাণীবাহককে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশসহ আর সত্যধর্মসহ যেন তিনি (আল্লাহ্) একে (এই ধর্মকে) সমগ্র ধর্মের উপরে বিজয়ী করতে পারেন ; আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৪৮ : ২৬—২৮)

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে কোর্আনে বলা হয়েছে স্পষ্ট বিজয়। ইব্নে ইসহাক বলেছেন : এর পূর্বে ইসলাম যেসব বিজয় লাভ করেছিল সেসবের কোনোটি এর চাইতে বড় নয় ; তার কারণ, সেসবে লোকেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল কেবল যুদ্ধ করতে ; এবার যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হল ; লোকেরা নিরাপত্তায় পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারল, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারল, আর আলাপ আলোচনা করে' অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল। এই সন্ধির পূর্বে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এই সন্ধির পরের দুই বৎসরে তার দুই গুণ লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে

হযরত মদিনায় ফিরে এলে তাঁর কাছে আসে আবু বসির উৎবা বিন্ আসিদ—সে মক্কায় বন্দী ছিল। তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য মক্কা থেকে লোক আসে ও হযরতকে সব কথা জানায়। হযরত আবু বসিরকে বলেন : এই লোকদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে তুমি তার কথা জান, আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতা প্রবেশ করবে এ অশোভন ; তোমার মতো যারা অসহায় আল্লাহ্ তাদের দুঃখ দূর করবেন ও তাদের মুক্তির একটা উপায় করে' দেবেন ; কাজেই তোমার নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যাও। আবু বসির ফিরে যায়, কিন্তু মদিনা থেকে ছয় সাত মাইল দূরে গিয়ে তার প্রহরীদের একজনকে সুযোগ পেয়ে হত্যা করে। অপর প্রহরী হযরতের কাছে ফিরে আসে ও আবু বসির যা করেছে তা বলে। আবু বসিরও হযরতের কাছে এসে বলে : আপনি আমাকে তাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন তাতে আপনার যা করণীয় তা করা হয়েছে ; আমি নিজেকে রক্ষা করেছি এই বিবেচনায় যে এরা আমাকে ধর্মত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করবে অথবা আমার ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ

করবে। কিন্তু হযরতের কাছে সে সমর্থন পায় না। এরপর আবু বসির সমুদ্রের ধারের আল্ ইসে যায়।

সেই পথ দিয়ে কোরেশ সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যেত। মক্কায় আর যেসব মুসলমানকে আটক করে রাখা হয়েছিল তারা আবু বসিরের কথা শোনে ও পালিয়ে আল্ ইসে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়। এই ভাবে তাদের সত্তর জনের একটি দল গঠিত হয়—তারা কোরেশদের কাফেলা লুট করতে থাকে ও নানাভাবে তাদের বিব্রত করে' তোলে। কোরেশ হযরতকে অনুরোধ জানায় এই দলকে নিয়ে নিতে। এইভাবে এরা মদিনায় চলে আসে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের শরণার্থিনীদের কথা

উম্ম কুলসুম—উৎবা বিন্ আবু মুআয়িৎ-এর কন্যা—এই সময়ে মদিনায় হযরতের কাছে চলে আসে। তার দুই ভাই উমারা ও আল্ ওয়ালিদ এসে হযরতকে বলে : সন্ধির শর্ত অনুসারে তাদের বোনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু হযরত তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন :

হে বিশ্বাসিগণ, যখন বিশ্বাসিনী নারীরা তোমাদের কাছে আসে শরণার্থিনী হয়ে, তবে তাদের পরীক্ষা করো ; আল্লাহ্ ভালো জানেন তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ; তারপর যদি বোঝো তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে ফিরে পাঠাবে না ; এরা তাদের জন্য বৈধ নয়, তারাও তাদের জন্য বৈধ নয় ; আর তাদের দিয়ে দাও যা তারা ব্যয় করেছে ; আর তোমাদের কোনো দোষ হবে না তাদের বিয়ে করায় যখন তোমরা তাদের দেনমোহর দিয়েছ ; অবিশ্বাসিনী নারীদের বিবাহ বন্ধন মান্য করে চলো না, আর তোমরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছো তা ফেরৎ চাও, আর তারা ফেরৎ চা'ক যা তারা ব্যয় করেছে। এইই আল্লাহ্‌র রায়, তিনি তোমাদের মধ্যে বিচার করেন, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের (দেনমোহর) কিছু তোমাদের থেকে অবিশ্বাসীদের কাছে চলে গিয়ে থাকে, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে, (তবে) যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে তাদের দাও যা তারা ব্যয় করেছে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যাতে তোমরা বিশ্বাস করো। (৬০ : ১০, ১১)

খয়বর বিজয় (সপ্তম হিজরি)

ইবনে ইসহাকে আছে : হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পরে যুলহিজ্জামাস ও মহরমের কিছু অংশ হযরত মদিনায় কাটান। তারপর তিনি খয়বর অভিযান করেন।

খয়বর অভিযান সম্পর্কে ইবনে ইসহাকে এর বেশি কিছুই নেই। কোর্‌আনের সূরা ফৎহ্-তে উক্ত হয় : মুসলমানদের এক অবিলম্বিত বিজয় দান করা হবে। সেইটি খয়বর বিজয়। কিন্তু 'মোস্তফা-চরিতে' বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে ইহুদিরা হযরতের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছিল, তাদের কেউ কেউ মদিনার মাঠ থেকে মুসলমানদের পশুও অপহরণ করেছিল। ইহুদিদের পক্ষে ষড়যন্ত্র করা খুবই স্বাভাবিক ছিল ; তবে যত কম সময়ে তারা পরাভূত হল তাতে প্রমাণিত হয় ষড়যন্ত্র কার্যকর করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

ইহুদিদের সঙ্গে কোনো আপোষ চলতে পারে না এমন একটা সিদ্ধান্তে হযরত উপনীত হয়েছিলেন মনে হয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ও কার্যকর অভিযান চালাবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

খয়বর ছিল মদিনা থেকে প্রায় একশত মাইল দূরে। ষোল শত সৈন্য নিয়ে—তাদের মধ্যে এক শত জন অশ্বারোহী—হযরত যাত্রা করেন ও তিন দিনে খয়বরের উপকণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হন। গতফান ছিল খয়বরের ইহুদিদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। রসুল খয়বর আক্রমণ করছেন সংবাদ পেয়ে তারা তাদের সাহায্যে অগ্রসর হয়, কিন্তু একদিনের পথ অতিক্রম করে তাদের কর্ণগোচর হয় তাদের সম্পত্তি ও পরিজন আক্রান্ত হবার জনরব, কাজেই তারা ফিরে যায়, আর মুসলমান সৈন্যেরা পথে কোনো বাধা পায় না। মুসলমান সৈন্যদল রাত্রে খয়বরে উপস্থিত হয়, কিন্তু রাত্রে তারা কোনো তৎপরতা দেখায় না। প্রভাতে গাঁইতি কোদাল নিয়ে যখন লোকেরা খয়বরের দুর্গগুলো থেকে বাইরে চাষের ক্ষেতে এলো তখন মুসলমান সৈন্যদের দেখে তারা ভীত হয়ে বল্লে : মোহম্মদ আর তার সৈন্যেরা এসেছে। এই বলে তারা তাদের দুর্গে পালিয়ে গেল।

হযরত একটির পর একটি দুর্গ জয় করে চললেন। প্রথম যে দুর্গ জয় করলেন তার নাম নাইম। সেখানে মুসলমান পক্ষের মাহ্‌মুদ বিন্ মাস্‌লামা বিপক্ষের উপর-থেকে-ফেলা এক পাথরে নিহত হয়। নাইমের পরে পতন হয় আল্-কামুস দুর্গের। এখানে যাদের বন্দী করা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন হুয়াই বিন্ আখ্‌তাবের কন্যা সাফিয়া। তাঁর স্বামী কিনানা বিন্ আল্-রবি এই যুদ্ধে নিহত হয়। সাফিয়া পরে হযরতের পত্নী হন।

খয়বরে গর্দভের মাংস ভক্ষণ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হয়—নিষিদ্ধ না হলে গর্দভ দুষ্প্রাপ্য হবে এই কারণে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, হাঁড়িগুলোতে গর্দভের মাংস টগ্‌বগ্ করে ফুটছিল, এই সংবাদ পৌছিলে আমরা সেসব ঢেলে ফেলে দিলাম।

ইহুদিদের কতকগুলো দুর্গ ও তাদের কিছু সম্পত্তি হস্তগত করার পরে সময় এলো আল্‌ওয়াতিহ্ আর আল্-সুলালিম এই দুটি অবশিষ্ট দুর্গ দখল করার। হযরত এই দুই দুর্গ দশ রাত্রি অবরোধ করে রাখেন। ইহুদিদের তরফ থেকে বেরিয়ে এলো বিখ্যাত ইহুদি যোদ্ধা মর্‌হব। সে নিজের গৌরব ঘোষণা করে' মুসলমানদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলে। হযরত জানতে চাইলেন কে তার মোকাবেলা করবে। মোহম্মদ বিন্ মাসলামা বল্লে : সে মোকাবেলা করবে, কেননা পূর্ব দিন তার ভাইকে নিহত করেছিল এই মর্‌হব। রসুল তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পরে মরহব যে আঘাত করে তাতে তার তলোয়ার মোহম্মদ বিন্ মাসলামার ঢালে আটকে যায়। তখন মোহম্মদবিন মাসলামার আঘাতে মর্‌হব নিহত হয়।

মর্‌হবের পরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তার ভাই ইয়াসির। সেও মারা পড়ে।

খয়বরের যুদ্ধে আলী অলৌকিক বীরত্ব দেখিয়েছিলেন—এই মর্মের বিবৃতি আছে ইব্‌নে ইস্‌হাকে ও অন্যান্য ইতিহাসে।

আল্-কামুস দুর্গের পতনের পরে সাফিয়া ও অন্য একজন স্ত্রীলোককে হযরতের কাছে নিয়ে আসে বেলাল—ইহুদিরা যে পথে নিহত হয়ে পড়ে ছিল সেই পথ দিয়ে। তাতে সাফিয়ার সঙ্গের স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ করে নিজের মাথায় ধূলি ছিটায়। হযরত বলেন : হে বেলাল, তোমার কি কোনো দয়ামায়া নেই যে তুমি এই দুইজন স্ত্রীলোককে তাদের স্বামীরা যেখানে নিহত হয়ে পড়ে আছে সেই পথে আনলে? কথিত আছে : সাফিয়া এর পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন যেন চাঁদ তাঁর কোলে খসে পড়েছে। তাঁর স্বামীকে তিনি এই স্বপ্নের কথা বলেন। তাতে তাঁর স্বামী তাঁকে বলে : তুমি তো মনে মনে কামনা করছ হেজাজের রাজা মোহম্মদকে, এই বলে সে তাঁর মুখে জোরে এক আঘাত করে। তাতে সাফিয়ার চোখে কালিবর্ণ দেখা দেয়। সাফিয়া যখন হযরতের কাছে আনীত

হলেন তখনও এই চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। হযরত জিজ্ঞাসা করলে সাফিয়া উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত করেন।

ইব্‌নে ইস্‌হাকে বর্ণিত হয়েছে : নাযির গোত্রের ধনসম্পদ ছিল কিনানা বিন্‌ আল্‌-রবি-র হেফাজতে। কিন্তু হযরত যখন সেকথা তার কাছে জিজ্ঞাসা করেন তখন সে তা অস্বীকার করে। একজন ইহুদি হযরতকে সংবাদ দেয় একটি পোড়ো জায়গায় কিনানাকে সে রোজ ভোরে ঘুরতে দেখেছে। সেখানে খুঁড়ে কিছু ধন পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ধন কোথায় সে সম্বন্ধে কিনানাকে জিজ্ঞাসা করলে কিনানা বলে সে জানে না। হযরত নাকি তখন আদেশ দেন যন্ত্রণা দিয়ে তার কাছ থেকে কথা বার করতে। 'মোস্তফা-চরিতে' প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এই কাহিনী অবিশ্বাস্য। কিনানা মৃত্যুদণ্ড লাভ করে দুর্গগুলোর অবরোধের সূচনায় মাহমুদকে পাথর ফেলে মারার অপরাধে।

শেষে খয়বরের সবাই হযরতের কাছে আত্মসমর্পণ করল এই শর্তে যে তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তির অধিকার তাঁকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু তাদের প্রাণে রক্ষা করা হবে আর তাদের চলে যেতে দেওয়া হবে। এইসব শর্তে আত্মসমর্পণ করে তারা হযরতকে বল্লে : তাদের চাষাবাদ করতে দেওয়া হোক কেননা তারা কৃষিকাজ ভাল জানে, ফসলের অর্ধেক পেলেই তারা সন্তুষ্ট হবে। রসুল এই শর্তে তাদের নিয়োগ করতে রাজী হন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঠিক হয় ইচ্ছা করলে তিনি তাদের বহিষ্কার করতে পারবেন। ফাদাকের লোকের সঙ্গেও এই চুক্তি হল। এর ফলে খয়বর হল মুসলমান সাধারণের সম্পত্তি আর ফাদাক হল হযরতের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেননা ঘোড়া ও উট ধাওয়া করে' তা অধিকার করা হয় নি।

খয়বরে কিছুদিন বিশ্রাম করার পরে হযরত নিমন্ত্রিত হন সাল্‌লাম বিন্‌ মিস্‌কামের পত্নী ও আল্‌ হারিসের কন্যা যয়নাবের দ্বারা। সে তাঁর জন্য একটি ভেড়ার বাচ্চা রান্না করলে আর হযরত কোন্‌ জায়গার মাংস খেতে ভালবাসেন তা জেনে নিয়ে তাতে খুব বিষ মেশালে—অবশ্য সমস্ত মাংসেই সে বিষ মিশিয়েছিল। হযরত অল্প একটু মুখে দিয়ে চিবোলেন কিন্তু গলাধঃকরণ করলেন না, থুথু করে ফেলে দিলেন (মতান্তরে তিনি অল্প অংশ গলাধঃকরণ করেছিলেন)। হযরত বলে উঠলেন : এই হাড় আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে এটি বিষাক্ত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিশর্‌ বিন্‌ আল্‌-বরা খেতে বসেছিলেন, তিনি কিছু অংশ গলাধঃকরণ করেছিলেন। হযরত যয়নাবকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে এমন কাজ করেছে। যয়নাব উত্তর দিলে : আপনি আমার আপনার লোকদের প্রতি কি করেছেন তা আপনি জানেন। তাই আমি ভেবেছিলাম : ইনি যদি রাজা হন এর সাহায্যে তাঁর হাত থেকে আমি অব্যাহতি পাব, আর যদি নবী হন তাহলে সংবাদ পাবেন আমি যা করেছি তার।

হযরত তাকে মুক্তি দেন। কিন্তু বিশর মারা যান—তাতে যয়নাবের মৃত্যুদণ্ড লাভ হয়। বর্ণিত হয়েছে : হযরত অন্তিমকালে বিশ্‌রের ভগিনীকে বলেছিলেন : বিশ্‌রের সঙ্গে খাওয়া সেই মাংসের বিষক্রিয়া তিনি অনুভব করছেন।

খয়বরের যুদ্ধ শেষ করে হযরত যান ওয়াদি উল্‌ কুরায়—তা কয়েক রাত্রি অবরোধ করে রাখেন। ওয়াদি উল্‌ কুরার ইহুদিরাও আত্মসমর্পণ করে—খয়বরের ইহুদিদের মতো। এইভাবে মদিনার উত্তরে অবস্থিত ইহুদি অঞ্চলগুলোর উপরে রসুলের প্রাধান্য স্থাপিত হল।

খয়বর থেকে মুসলমানদের প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হয়েছিল।

বিবৃত হয়েছে : হযরত খয়বর থেকে যাত্রা করে ওয়াদি উল্‌ কুরায় পৌছেন সন্ধ্যায়। তাঁর দাস রিফা বিন্‌ যায়েদ রসুলের ব্যবহৃত জিন যখন নামিয়ে রাখছিল তখন হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে ও তাতে তার মৃত্যু হয়। উপস্থিত লোকেরা বলে উঠলো, তার বেহেশত লাভ

হ্ল। হযরত বল্লেন : "নিশ্চয়ই নয়। তার জামা এখনও দোযখে তার গায়ে জ্বলছে।" এই জামাটি সে চুরি করেছিল খয়বরের যুদ্ধে যেসব মালমাত্তা পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে।

হযরত যখন খয়বরে তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হয় আবিসিনিয়ায় যারা হিজরত করেছিল তাদের অবশিষ্ট অংশ—তাদের আনবার জন্য তিনি আমর বিন্ উমাইয়া আল্ দামরিকে পাঠিয়েছিলেন নাজ্জাশীর কাছে। এদের প্রধান ছিলেন জাফর—তাঁকে পেয়ে হযরত খুব খুশি হলেন। খয়বরে সেসব মালমাত্তা পাওয়া যায় জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের তার ভাগ দেওয়া হয়।

হযরত যখন খয়বর থেকে ফেরার পথে বিবি সাফিয়াকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন ও তাঁর সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন আপন তাঁবুতে তখন আবু আইয়ুব তলোয়ার হাতে সারা রাত্রি তাঁর তাঁবু পাহারা দেয়। ভোরে হযরত তাকে দেখতে পান ও এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাতে আবু আইয়ুব বলে, এই স্ত্রীলোকটির পিতা স্বামী ও স্বজন সম্প্রতি আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে, আর ইনি অবিশ্বাসিনী ছিলেন অল্পকাল পূর্বেও, সেজন্য আমি আপনার জন্য এঁর কারণে ভীত ছিলাম। বর্ণিত হয়েছে হযরত প্রার্থনা করেছিলেন : আল্লাহ্ আবু আইয়ুবকে রক্ষা করুন সে যেমন রাত্রি কাটিয়েছে আমাকে রক্ষা করতে।

আল্ হাজ্‌জাজ্ বিন্ ইলাত আল্ সুলামি নামক খয়বরের একজন ইহুদি মহাজন ইসলাম গ্রহণ করে' হযরতকে বলে : মক্কার অনেক সওদাগরের কাছে আমার টাকা পাওনা আছে, তাই মক্কায় গিয়ে সেই টাকা আদায় করার অনুমতি আমাকে দিন। হযরত তাকে অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে সে বলে : হে রসুল, আমাকে তো মিথ্যা কথা বলতে হবে। তিনি বলেন : তাই বোলো। এরপর আল্ হাজ্জাজ মক্কায় এলে সেখানকার কিছু লোক খুব কৌতূহলী হয়ে তার কাছে মোহম্মদের খয়বর অভিযানের কি হলো তা জানতে চায়। আল্ হাজ্জাজ খুব রং চড়িয়ে তাদের বলে ; মোহম্মদ হেরে গেছে, তার সঙ্গীরাও নিহত হয়েছে, আর মোহম্মদকে বন্দী করা হয়েছে, আর খয়বরের লোকেরা বলেছে : আমরা নিজেরা মোহম্মদকে মারবো না তাকে দেব কোরেশদের হাতে, তারা তার মুণ্ডপাত করে তাদের প্রতিহিংসা মেটাক। এতে মক্কার লোকদের মধ্যে খুব হৈ চৈ পড়ে যায়। তখন আল্ হাজ্জাজ তাদের বলে, মক্কায় আমার যেসব টাকা পড়ে আছে যাতে আমি সেসব পেতে পারি সে বিষয়ে তোমরা সাহায্য করো, কেননা আমি চাই খয়বরে গিয়ে মোহম্মদের দল থেকে যারা পলাতক হয়েছে আর যারা তার সঙ্গী তাদের পাকড়াও করতে। এতে মক্কার লোকেরা তাড়াতাড়ি তার টাকা আদায় করে তাকে দেয়। আল্-হাজ্জাজের দেখা হয় আল্-আব্বাসেরও সঙ্গে, সে তাঁকে গোপনে আসল ব্যাপারটা জানায়, কিন্তু সেই সংবাদ রাষ্ট্র করতে বলে তিন দিন পরে, যেন সে এদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। এরপর যথাসময়ে আল্-আব্বাস কোরেশদের জানান হযরতের খয়বর বিজয়ের কথা আর খরবরের প্রধানের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা।

মুলতবী হজ সমাধা করা

খয়বর থেকে ফিরে কয়েক মাস মদিনায় কাটিয়ে হযরত যুল্‌কাদা মাসে যাত্রা করলেন গত বৎসরের মুলতবী হজ সমাধা করতে।

হযরত হজব্রত যথারীতি সমাধা করেন।

এই কালে আল্-আব্বাসের অনুরোধে তাঁর স্ত্রীর বিধবা ভগিনী আল্-হারিসের কন্যা মৈমূনাকে হযরত বিবাহ করেন।

তৃতীয় দিবসে কোরেশের প্রতিনিধিরা এসে হযরতকে স্মরণ করিয়ে দিলে যথাসময়ে তাঁর চলে যাবার কথা। হযরত তাদের বল্লেন : আমাকে যদি তোমরা আরো কয়েকদিন থাক্‌তে দাও আর তোমাদের মধ্যে আমি বিবাহের ভোজের আয়োজন করি আর তাতে তোমরাও যোগ দাও, তাতে তোমাদের কি ক্ষতি ?

তারা বল্লে : আমরা তোমার খাবার চাই না, কাজেই বিদায় হও।

দেশদেশান্তরের রাজদরবারে দূত প্রেরণ

ইব্‌নে ইস্‌হাকে বর্ণিত হয়েছে : হুদায়বিয়ার সন্ধির কাল থেকে রসুলের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর শিষ্যদের বহু আরব ও অনারব রাজার দরবারে প্রেরণ করেন—তাঁদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে।

তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন : মরিয়মতনয় ঈসার শিষ্যরা তাঁর বাণী প্রচারের জন্য দেশদেশান্তরে-গমনের আদেশ পেয়ে যেমন সে-আদেশের প্রতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তোমরা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে না।

হযরত তাঁর শিষ্যদের দূতরূপে পাঠান এইসব শাসকের কাছে :

সলিত বিন্ আমরকে পাঠান ইয়ামামা-র শাসকের কাছে, আল্-আলা বিন্ আল্-হাযারামিকে পাঠান বাহ্‌রায়েনের শাসকের কাছে ; আম্‌র বিন্ আল-আস-কে পাঠান উমানের শাসনকর্তাদের কাছে, হাতিব বিন্ আবু বাল্‌তাআ-কে পাঠান আলেকযান্দ্রিয়ার মুকাওকিসের কাছে, (মুকাওকিস হযরতকে প্রেরণ করেন চারজন দাসী, মতান্তরে দুইজন দাসী, তাদের একজন মারিয়া, তিনি পরে হযরতের পুত্র ইব্রাহিমের জননী হয়েছিলেন ;) দিহ্‌য়িয়া বিন্ খলিফা আল্-কল্‌বি-কে পাঠান রোমের সম্রাট হেরক্লিয়াসের কাছে। হেরাক্লিয়াসের কাছে দৌত্য সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইব্‌নে ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করছি।

পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলেছিল। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে রোমকরা তাদের রাজ্যের বিজিত অংশ পারসিকদের কাছ থেকে উদ্ধার করে আর সেই উপলক্ষে হেরাক্লিয়াস পবিত্র নগরীতে তীর্থযাত্রা করেন। সেখানে বসরার শাসনকর্তা হেরাক্লিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দেন রসুলের পত্রবাহী এক আরব দূতকে। দূতের কথায় হেরাক্লিয়াস খুব কৌতূহল বোধ করেন আর খুঁজে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের পান সিরিয়ায়—হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে তারা সেখানে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। হেরাক্লিয়াস দোভাষীর সাহায্যে জেনে নেন হযরত মোহম্মদের বংশ-পরিচয়, তাঁর শিষ্যদের পরিচয়, আর তিনি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন কিনা সেইসব কথা। আর এসব সম্বন্ধে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে অনুকূল মত পেয়ে হেরাক্লিয়াসের ঔৎসুক্য আরো বেড়ে যায়। হযরতের পত্রে ছিল : যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে থাকবেন নিরাপদে ; যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন ; যদি আপনি বিমুখ হন তবে চাষীদের (আপনার প্রজাদের) পাপের বোঝা আপনার উপরে বর্তাবে।

বর্ণিত হয়েছে : হযরতের পত্র হেরাক্লিয়াসকে খুব প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু রোমকদের প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করে উঠতে পারেন নি।

হযরত, শুযা বিন্ ওহ্‌র-কে পাঠান দামেস্কের শাসনকর্তার কাছে। তিনি আম্‌র বিন্ উমাইয়া আল্-দামরি-কে পাঠান আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কাছে। নাজ্জাশী যে ইসলামের প্রতি অনুকূল ছিলেন তা আমরা জেনেছি। হযরতের পত্রের উত্তরে তিনি তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য

স্বীকার করেন। আবদুল্লাহ্ বিন্ হুযাফা হযরতের পত্র নিয়ে যান পারস্য–সম্রাটের কাছে। পারস্য–সম্রাট হযরতের পত্র পড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। এই সংবাদ হযরতের কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন তার রাজ্য ছিন্নভিন্ন হবে। হযরতের পত্র পেয়ে পারস্য সম্রাট এমনের শাসনকর্তা বাযান–কে লিখে পাঠান : দুইজন বলবান লোক পাঠিয়ে এই লোকটাকে হেজাজ থেকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আস। বাযান হযরতের কাছে লোক পাঠান। পারস্য–সম্রাট হযরতের বিরুদ্ধে এমন পরওয়ানা জারি করেছেন এই সংবাদে কোরেশরা খুশি হয়। সেই দুইজন লোক হযরতের কাছে মদিনায় আসে আর পারস্য–সম্রাটের রোষের কথা জানায়। এই দূতদের দাড়ি ছিল কাটা, আর গোঁফ ছিল লম্বা। হযরত তাদের জিজ্ঞাসা করেন কার আদেশে তারা এমন করেছে। তারা বলে : আমাদের প্রভু পারস্য–সম্রাটের আদেশে। হযরত বলেন : আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন দাড়ি লম্বা রাখতে আর গোঁফ কাটতে। তিনি তাদের বলেন পরদিন ভোরে আসতে।

হযরত দৈবযোগে জানতে পারেন পারস্য–সম্রাটের পুত্র তাঁকে হত্যা করেছে। সেই কথা হযরত দূতদের জানান। এতে দূতরা ক্রুদ্ধ হয় আর হযরতকে প্রতিশোধের ভয় দেখায়। হযরত বলেন : তোমাদের রাজাকে বোলো : আমার ধর্ম ও রাজত্ব যত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে পারস্য সাম্রাজ্য কখনো তা হয় নি। হযরত আরো বলেন : তোমাদের প্রভু, অর্থাৎ বাযান, যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করেন তবে তাঁকে আমি এমনের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত রাখব।

বাযানের কাছে এইসব সংবাদ পৌঁছলে বাযান বিস্মিত হন। সত্বরই তিনি জানতে পারেন পারস্যসম্রাট সত্যই তাঁর পুত্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এরপর বাযান ইসলাম গ্রহণ করেন আর অনেক পারসিকও তাঁর অনুবর্তী হয়।

সম্রাট হেরাক্লিয়াসের হযরতের বাণীর প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ ও সাধারণভাবে রোমকদের সেই বাণীর প্রতি বিতৃষ্ণার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। ফারওয়া বিন্ আমের ছিলেন সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি রোমক জেলার শাসক। তিনি রসুলের দূতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন ও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন আর কিছু মূল্যবান উপহার হযরতকে পাঠান। এই শাসকের এমন ধর্মত্যাগের সংবাদ পেয়ে রোম–সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনরায় খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। কিন্তু ফারওয়া অস্বীকৃত হন, কেননা তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে এই নবীর আগমনের কথা হযরত ঈসা বলে গেছেন। ফারওয়াকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

এই অঞ্চলের অপর এক জেলার শাসনকর্তা সুরাহ্ বিল হযরতের প্রেরিত এক দূতকে বন্দী করে' হত্যা করে। এর ফলে তার বিরুদ্ধে হযরত তিন হাজার সৈন্য পাঠান অষ্টম হিজরীর জুমাদল উলা মাসে—যায়েদ বিন্ হারিসার নেতৃত্বে। হযরত নির্দেশ দিয়ে দেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যায়েদ নিহত হলে জাফর বিন আবু তালেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, আর জাফরের পরে নেতৃত্ব করবেন আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা। আবদুল্লার পরে, দরকার হলে, সৈন্যদল নিজেদের নেতা নির্বাচিত করবে এই নির্দেশও তিনি দিয়ে দেন।

এই সৈন্যদল সিরিয়ার মাআন্ নামক স্থানে পৌঁছে সংবাদ পেল হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ গ্রীক সৈন্য আর অন্যান্য জাতীয় আর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন। এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে হযরতকে জানাবার কথা তাঁরা ভাবলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা তাঁদের বল্লেন : তোমরা শহীদ হওয়ার জন্য এসেছ কিন্তু সেই শহীদ হওয়াই তোমরা অপছন্দ করছ, আমরা সংখ্যাধিক্য দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করছি না, আমরা মোকাবেলা করছি আমাদের ধর্ম দিয়ে যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করেছেন, কাজেই অগ্রসর হও—বিজয় লাভ অথবা শহীদ হওয়া দুইই উত্তম লক্ষ্য। লোকেরা বল্লে : আল্লাহ্র শপথ রওয়াহার পুত্র ঠিক কথা বলেছেন।

মু'তার যুদ্ধ

মু'তা নামক স্থানে রোমক বাহিনীর সঙ্গে মুসলমান বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে যায়েদ, জাফর, আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা সবাই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু বরণ করতে হলো। মুসলমান সৈন্যদলে কিছু দিশাহারা ভাব দেখা দিল। এই সংকটে তাদের নেতা নিযুক্ত হলেন বীরবর খালেদ—ওহোদের যুদ্ধে তাঁর রণনৈপুণ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট রোমক বাহিনীর সঙ্গে এঁটে ওঠা অস্ত্রশস্ত্রে দুর্বল মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। খালেদের তাই বিশেষ চেষ্টা হলো অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। আর শেষ পর্যন্ত তাতে অনেকটা কৃতকার্য হয়ে তাদের নিয়ে তিনি মদিনায় ফিরলেন। হযরতের কাছে যুদ্ধের সংবাদ পৌঁছছিল। (এই সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছছিল অলৌকিক উপায়ে, এই মর্মের বিবৃতিও আছে)।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত মুসলিম বাহিনীকে মদিনার লোকেরা সদয়ভাবে গ্রহণ করলো না, তারা এদের ধুলো দিতে লাগলে—বলতে লাগল : এরা পলাতক, আল্লাহ্র পথ থেকে পালিয়ে এসেছে। রসুল তাদের পক্ষ অবলম্বন করে' বল্লেন : এরা পলাতক নয় ; আল্লাহ্ সুদিন দিলে আবার এরা যুদ্ধে যাবে। জাফরের শিশুসন্তানদের প্রতি হযরত এই সময় খুব সদয়তা দেখিয়েছিলেন।

ইব্নে ইসহাকের মতে মু'তার যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে মুসলমান বাহিনীর সংকটাপন্ন দশার কথা জেনে মদিনা থেকে অনেকে তাদের সাহায্যে অগ্রসর হন, আর দলে দলে আরব সৈন্যদের আসতে দেখে রোমক সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়।

মু'তার যুদ্ধ হয়েছিল সাত দিন ধরে'।

মু'তার অভিমুখে যাত্রী সৈন্যদলকে হযরত যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় :

আমি তোমাদিগকে সর্বদা আল্লাহ্র ভয় করিয়া চলিবার উপদেশ দিতেছি। প্রত্যেক সহচর মুসলমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দান করিতেছি। আল্লাহ্র নামে রণযাত্রা কর এবং সিরিয়ায় তোমাদিগের এবং আল্লাহ্র শত্রুদিগকে যুদ্ধদান কর। তোমরা যে দেশে যাইতেছ, সেখানকার মঠে সাধু সন্ন্যাসীগণকে নিভৃত সাধনায় মগ্ন থাকিতে দেখিবে। সাবধান তাহাদিগের কার্যে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। সাবধান, একটি স্ত্রীলোক, একটি বালক বা বালিকা, একজন বৃদ্ধাও যেন কোন ক্রমে তোমাদিগের হস্তে নিহত না হয়। সাবধান, শত্রুপক্ষের একটি বৃক্ষও ছেদন করিও না, একটি গৃহও ভূমিসাৎ করিও না।

(মোস্তফা-চরিত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কা-বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির কালে আমরা দেখেছি মক্কা অঞ্চলের খুযাআ গোত্র আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করছে হযরতের দলে আর বানু বকর গোত্র যোগদান করছে কোরেশদের দলে। এই দুই দলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হবার পরেও তাদের এই শত্রুতা চলে এমন কি কোরেশ বানু বকরের সঙ্গে গোপনে যোগদান করে' খুযাআ গোত্রের কিছু লোককে হত্যা করে। বুদেলবিন ওয়ারকা কিছু সংখ্যক খুযাআ গোত্রের লোককে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় গিয়ে তাদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তার কথা জানায়, আর কোরেশ ও বানু বকরের বিরুদ্ধে হযরতের কাছে অভিযোগ করে।

বুদেল প্রভৃতির পরে আবু সুফিয়ান মদিনা অভিমুখে রওনা হয়। পথে উস্‌ফানে তাদের দুই দলের দেখা হয়। বুদেল যে মদিনায় গিয়েছিল সেকথা সে গোপন রাখে, কিন্তু আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে।

এরপর মদিনায় উপস্থিত হয়ে আবু সুফিয়ান প্রথমে যায় তার মা ও হযরতরে পত্নী বিবি উম্মে হাবিবার কাছে। হযরতের বসবার আসনের উপরে আবু সুফিয়ান বসতে চেষ্টা করে, তাতে উম্মে হাবিবা তা গুটিয়ে রাখেন। আবু সুফিয়ান বল্লে : বাছা, বুঝতে পারলাম না ঐ আসনের মূল্য আমার চাইতে বেশি না আমার মূল্য আসনের চাইতে বেশি। তিনি বল্লেন : এটি রসুলের বসবার জায়গা, কিন্তু তুমি অপরিচ্ছন্ন বহুদেববাদী, আমি চাই না যে তুমি রসুলের আসনের উপরে বসবে। আবু সুফিয়ান বল্লে : আল্লাহ্‌র শপথ, দেখছি আমার কাছ থেকে চলে যাবার পরে তোমার অবনতি ঘটেছে।

এরপরে আবু সুফিয়ান গেল হযরতের কাছে। কিন্তু হযরত তার সঙ্গে কথা বল্লেন না। এরপর সে যথাক্রমে গেল আবু বকর, ওমর, আলী ও ফাতেমার কাছে। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনো আনুকূল্য পেলে না। সে মদিনা ত্যাগ করলে।

হযরত এক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন : হে আল্লাহ কোরেশদের কাছ থেকে চোখ ও কান নিয়ে নাও যেন আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের চমকে দিতে পারি।

হাতিব বিন্ আবু বালতাআ নামক একজন মুসলমান একটি স্ত্রীলোকের মারফৎ হযরতের এই অভিযানের সংবাদ মক্কায় পাঠায়। ইব্‌নে ইসহাকে বলা হয়েছে : হযরত দৈবযোগে এই খবর পান আর আলী ও আল-যুবের বিন্ আল আওয়ামকে পাঠান সেই মেয়েটিকে ধরতে। তাঁরা মেয়েটির কাছ থেকে সেই পত্র উদ্ধার করে' আনেন। হযরত হাতিবের কাছে জানতে চান কেন সে এমন কাজ করেছে। সে বল্লে : সে আল্লাহ্‌তে ও রসুলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী কিন্তু মক্কায় কোরেশদের মধ্যে রয়েছে তার স্ত্রী ও পুত্র, তাদের ভালোর জন্য সে এই সংবাদ দিয়েছিল। ওমর চাইলেন তার শিরচ্ছেদ হোক, কেননা সে কপট। কিন্তু এই হাতিব বদরে উপস্থিত ছিল, সেজন্য রসুল তাকে ক্ষমা করলেন।

রসুল মক্কা অভিযানে বেরোলেন ১০ ই রমযান তারিখে দশ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে। বহু উপদল এই অভিযানে প্রচুর সৈন্য জুগিয়েছিল। মোহাজীর ও আনসারদের কেউই পেছনে পড়ে থাকে নি।

যখন রসুল মক্কার নিকটবর্তী মার্‌র্‌-আল্‌-যাহ্‌রান-এ পৌছলেন কোরেশ তখনও তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে অনবহিত ছিল।

পথেই আল্‌-আব্বাসের সঙ্গে হযরতের দেখা হয়েছিল। হযরত মার্‌র্‌ আল্‌-যাহ্‌রানে পৌছলে তিনি বল্লেন : হতভাগ্য কোরেশ—যদি রসুল বলে মক্কায় প্রবেশ করেন তাঁর কাছে তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করার পূর্বে তবে কোরেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হযরতের অশ্বতরে চড়ে আব্বাস এদিকে-ওদিকে খুঁজছিলেন কোনো কাঠ কাটিয়ে বা দুধওয়ালা বা আর কাউকে পান কি না যারা মক্কায় গিয়ে কোরেশকে খবর দিতে পারবে রসুল এখন কোথায় অবস্থান করছেন আর তারা এসে তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থী হবে। আল আব্বাস বলেছেন : যখন আমি এইভাবে খুঁজছিলাম তখন হঠাৎ শুনলাম আবু সুফিয়ান, হাকিম বিন্‌-হাযাম আর বুদেল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। হযরতের আদেশে মুসলমান সৈন্যরা পাহাড়ের উপরে হাজার হাজার আগুন জ্বালিয়েছিল। সেইসব আর সৈন্যদের ছাউনি দেখে আবু সুফিয়ান বলছিল : আমি এমন আগুন আর সৈন্যদের এমন ছাউনি পূর্বে কখনো দেখি নি। বুদেল বলছিল : এসব খুযাআদের দ্বারা জ্বালানো আগুন, যুদ্ধের জন্য তারা এই আগুন জ্বালিয়েছে। আবু সুফিয়ান বলছিল খুযাআরা গরীব আর সংখ্যায় অল্প, এত আগুন আর ছাউনি তাদের হতে পারে না। আল-আব্বাস বলছেন : আমি আবু সুফিয়ানের গলা চিন্‌লাম আর তাকে ডাকলাম, সেও আমার গলা চিন্‌লো। আমি তাকে বললাম : রসুল এখানে এসে পৌছেছেন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে, কোরেশ ও তার (আবুসুফিয়ানের) কথা ভেবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তিনি যদি তোমাকে ধরতে পারেন তবে তোমার মুণ্ডপাত করবেন, কাজেই এই খচ্চরের পিঠে আমার পিছনে বোসো, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করবো। তাঁরা দুইজন এইভাবে চললেন। আল আব্বাস হযরতের খচ্চরে চড়ে যাচ্ছেন দেখে কেউ কিছু বল্লো না। কিন্তু ওমরের জ্বালা আগুনের কাছে এলে তিনি বাধা দিলেন। আল-আব্বাস বলছেন, কিন্তু আমি খচ্চরটি দ্রুতবেগে চালিয়ে ওমরের একটু আগে রসুলের কাছে এসে পৌছলাম। ওমর চাচ্ছিলেন আবু সুফিয়ানের মুণ্ডপাত করবেন, কিন্তু আমি তাঁকে বল্লাম : আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি।' ওমর অবশ্য আবু সুফিয়ানের মুণ্ডপাতের কথাই বলছিলেন ; কিন্তু হযরত আল আব্বাসকে বল্লেন : আবু সুফিয়ানে নিয়ে পরের দিন তাঁর কাছে আসতে।

পরের দিন ভোরে আমি তাকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তাকে দেখে রসুল বল্লেন : এখনো কি তোমার বুঝবার সময় হয় নি যে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই? আবু সুফিয়ান বল্লে : তুমি আমার কাছে পিতামাতার চাইতে প্রিয়তর, কত তোমার করুণা, সম্মান, দয়া। আল্লাহ্‌র শপথ, একথা আমার মনে হয়েছে যে যদি আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য থাকতেন তবে তিনি আমাকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতেন না। রসুল বল্লেন : দুর্ভাগ্য তোমার আবু সুফিয়ান এখনো কি তোমার বুঝবার সময় হয় নি যে আমি আল্লাহ্‌র রসুল? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলে : সেকথা যদি বলো তবে তাতে আমার এখনো কিছু সন্দেহ আছে।

আল-আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বল্লেন : বিশ্বাস কর, আর মুখে বলো : আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই আর মোহম্মদ তাঁর রসুল—যদি ঘাড়ের উপরে মাথাটি রাখতে চাও। আবু সুফিয়ান কলেমা উচ্চারণ করলে।

আমি রসুলকে বল্লাম : আবু সুফিয়ান মানী লোক, তার জন্য কিছু করা চাই। রসুল বল্লেন: যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজের বাড়ীর দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাকবে সে নিরাপদ, যে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।

মুসলমান সৈন্যরা মক্কা প্রবেশ করছিল। আল-আব্বাস আবু সুফিয়ানকে এক পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে সেই সৈন্যদল দেখতে বল্লেন। দেখে আবু সুফিয়ান আল্-আব্বাসকে বল্লে : ফজলের পিতা, তোমার ভাই-পোর ক্ষমতা খুব বেড়েছে। আব্বাস বল্লেন : তিনি রসুল এই জন্যই তাঁর এত ক্ষমতা।

আবু সুফিয়ান সত্বর মক্কার প্রবেশ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল : কোরেশ, মোহম্মদ যে সৈন্যদল নিয়ে এসেছে তাদের রোধ করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই, যে কেউ আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। উৎবার কন্যা হিন্দ্ (আবু সুফিয়ানের পত্নী) তার কাছে গিয়ে তার গোঁফ ধরে টেনে বল্লে : এই চর্বির বস্তাটাকে সাবাড় করে দাও—জাতির কত বড় রক্ষাকর্তা ইনি ! আবু সুফিয়ান বল্লে : তোমাদের অদৃষ্ট মন্দ, এই মেয়েলোকটি তোমাদের প্রবঞ্চিত না করুক, কেননা যা এসে পড়েছে তা তোমরা রোধ করতে পারবে না, আবু সুফিয়ানের ঘরে যে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। তারা বল্লে : আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক। তোমার ঘর দিয়ে আমাদের কি হবে? আবু সুফিয়ান বল্লে : যে তার বাড়ীর দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাকবে অথবা যে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ থাকবে। এই কথা শুনে লোকেরা যার যার বাড়ীতে ও পবিত্র মসজিদে চলে গেল।

মুসলমান সৈন্যদল কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। হযরত যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন—তাঁর মাথায় ছিল রক্তবর্ণ একটি শিরস্ত্রাণ—তখন তাঁর মাথা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যে নত হয়ে পড়েছিল। পরম জয়ের মুহূর্তে এই পরম নতি—এই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার রূপ।

হযতর পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করলে আবু বকর তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। হযরত বল্লেন : এই বুড়ো মানুষকে তাঁর ঘরে থাকতে দেওয়াই তো ভাল ছিল, আমি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। আবু বকর বল্লেন : তাঁর পিতা হযরতের সঙ্গে এসে দেখা করবেন এইত বেশি সঙ্গত। হযরত বৃদ্ধকে সামনে বসিয়ে তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বল্লেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মুসলমান সৈন্যদের যে দলে নেতৃত্ব করছিলেন খালেদ তার প্রবেশে বাধা দিল সাফওয়ান, সোহেল ও ইক্‌রিমা। এতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হয়। কোরেশদের দলে নিহত হয় বারো তেরো জন লোক।

ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন রসুল যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর সৈন্যদের শুধু তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে বলেছিলেন যারা বাধা দেবে। তবে কয়েকজনের সম্বন্ধে আদেশ ছিল—কাবার গেলাপে আশ্রয় নিলেও তাদের প্রাণদণ্ড হবে। এদের মধ্যে ছিল আবদুল্লাহ্ বিন্ সা'দ। সে ছিল মুসলমান, হযরত যে প্রত্যাদেশ পেতেন তা সে লিখতো ; তারপর সে ধর্মত্যাগ করে ও কোরেশদের কাছে ফিরে যায়। তারপর সে আশ্রয় নেয় তার পালক-ভ্রাতা ওসমান বিন্ আফ্‌ফানের কাছে। তিনি তাকে লুকিয়ে রাখেন আর মক্কায় যখন সব অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে তখন তার জন্য হযরতের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। হযরত কিছুক্ষণ নীরব থেকে সম্মতি দেন।

আর একজন ছিল আবদুল্লাহ্ বিন্ খাতল। সে যাকাত সংগ্রহ করতো। তারপর সে একজনকে হত্যা করে' ধর্মত্যাগ করে। তার দুই গায়িকা বান্ধবী ছিল, তারা হযরতের নিন্দাসূচক গান গেয়ে বেড়াতো। এই তিনজনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, একজন গায়িকা পালিয়ে যায়, সে

পরে প্রাণ ভিক্ষা পায়। এ ভিন্ন আল হুওয়রিস বিন্ নুকেয-কেও গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়। (কিছু ভিন্ন মতের জন্য মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)

গুরুতর অপরাধের জন্য মিকায়েস বিন্ হুবাবা ও সারাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইক্‌রিমা পালিয়ে আবিসিনিয়ায় যেতে চেষ্টা করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত কাবা গৃহে প্রবেশ করেন তাতে ছিল ৩৬০টি প্রতিমা। হযরত একটি ছড়ি হাতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কোর্‌আনের এই বাণী আবৃত্তি করছিলেন : সত্য এসেছে, আর মিথ্যা অন্তর্হিত হয়েছে, নিঃসন্দেহ মিথ্যা অন্তর্হিত হবার জন্যই।—তারপর তিনি ছড়ি দিয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন আর তারা চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল—একের পর আর।

কাবাগৃহে কিছু কিছু ছবিও ছিল, সে সবের মধ্যে দুটি ছিল মরিয়মতনয় ঈসার ও মরিয়মের ; এই সব ছবি মুছে ফেলা হয়।

হযরত কাবার দ্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন : একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই ; তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন ও তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন। তিনি একা তাড়িয়ে দিয়েছেন উপজাতিবৃন্দকে। সমস্ত বিশেষ অধিকার অথবা রক্তের অথবা সম্পত্তির বিশেষ দাবি আজ আমার দ্বারা নাকচ করা হল—কাবা-গৃহের হেফাজত আর তীর্থযাত্রীদের জল সারবরাহ ভিন্ন। নরহত্যার জন্য মুক্তিপণ নির্ধারিত হল এক শত উঠ, তার ৪০টি হবে গর্ভবতী। হে কোরেশ, অন্ধকার যুগের গর্ব আর পূর্ব-পুরুষের পূজা আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন, মানুষের উৎপত্তি আদম থেকে আর আদমের উৎপত্তি ধুলা থেকে। তারপর হযরত কোর্‌আনের এইবাণী আবৃত্তি করলেন :

হে জনগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, আর তোমাদের জাতি ও পরিবার করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত সে যে সব চাইতে ভালো সীমারক্ষাকারী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিজ্ঞ, ওয়াকিফহাল। (৪৯ : ১৩)

তারপর তিনি বল্লেন : হে কোরেশ, তোমাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করতে যাচ্ছি ভাবছ? তারা উত্তর দিলে : ভাল ব্যবহার—তুমি এক মহান ভাই, মহান ভাইয়ের পুত্র। তিনি বল্লেন : যাও তোমরা—তোমরা মুক্ত।

এইভাবে রসুল কোরেশদের মুক্তি দিলেন যদিও তাদের উপরে আল্লাহ্ তাঁকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। সেজন্য মক্কাবাসীদের বলা হতো মুক্তিপ্রাপ্ত।

এরপর জনগণ মক্কায় সমবেত হল রসুলের কাছে ইসলামে আনুগত্য স্বীকার করতে। ইব্‌নে ইসহাক বর্ণনা করেছেন : হযরত বসেছিলেন সাফা পাহাড়ের উপরে লোকদের আনুগত্য গ্রহণের জন্য, আর নিচে দাঁড়িয়ে ওমর লোকদের বলে দিচ্ছিলেন আনুগত্য স্বীকারের শর্তগুলোর কথা, যেমন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আদেশ যথাশক্তি পালন করে চলতে হবে।

পুরুষেদের পরে আসে মেয়েলোকদের পালা। কোরেশমেয়েরা যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল উৎবার কন্যা হিন্দ্ ; সে এসেছিল অবগুণ্ঠিতা হয়ে, নিজেকে গোপন করে—হাম্‌যার প্রতি সে কি করেছিল সেকথা তার মনে ছিল—তার ভয় ছিল যে রসুল তাকে শাস্তি দেবেন।—যখন মেয়েরা হযরতের আনুগত্য প্রার্থিনী হলো তিনি তাদের কাছে এই স্বীকারোক্তি দাবি করলেন যে তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো অংশী খাড়া করবে না। তখন হিন্দ্ বল্লে : আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি আমাদের উপরে একটি শর্ত আরোপ করেছেন যা পুরুষদের উপরে করেন নি—আমরা সেই শর্ত পালন করব। রসুল বল্লেন : তোমরা চুরি করবে না। হিন্দ্ বল্লে : আল্লাহ্‌র শপথ,

আবু সুফিয়ানের টাকা পয়সা আমি কিছু কিছু নিতাম আর আমি জানি না তা আমার জন্য বৈধ ছিল কি না। আবু সুফিয়ান উপস্থিত ছিল, সে তাকে বল্লে, যা হয়ে গেছে তা বৈধ। তখন হযরত বল্লেন : তাহলে তুমি উৎবার কন্যা হিন্দ্? সে উত্তর দিলে : হাঁ, যা হয়ে গেছে তা ক্ষমা করুন আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন। রসুল বল্লেন : আর ব্যভিচার করবে না। হিন্দ্ উত্তর দিলে : কোনো স্বাধীনা মেয়ে কখনো ব্যভিচার করে? হযরত বল্লেন : তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। হিন্দ্ বল্লে : আমি তাদের মানুষ করেছিলাম যখন তারা ছিল ছোট, আর তারা বড় হলে বদরের যুদ্ধের দিন আপনি তাদের মেরে ফেলেছিলেন ; কাজেই তাদের সম্বন্ধে আপনিই ভাল জানেন। তার উত্তর শুনে ওমর খুব হাসলেন। হযরত বল্লেন : তোমরা নিন্দা রটাবে না। হিন্দ্ বল্লে : আল্লাহ্র শপথ, নিন্দা রটানো লজ্জার কাজ, কিন্তু তা উপেক্ষা করা কখনো কখনো ভাল। রসুল বল্লেন : ভাল যা করতে আমি আদেশ দেব তোমরা সে বিষয়ে আমার অবাধ্য হবে না। হিন্দ্ উত্তর দিলে : আপনার কথা অমান্য করতে আমরা যদি চাইতাম তবে আমরা এতক্ষণ এখানে বসে থাকতাম না। মেয়েদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হযরত ওমরকে আদেশ করলেন আর তাদের জন্য আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হযরতের হয়ে ওমর তাদের আনুগত্য গ্রহণ করলেন। রসুল মেয়েদের হাত ধরতেন না। যেসব নারী ছিলেন তাঁর জন্য বৈধ ও তাঁর হারেমবাসিনী তাঁদের ভিন্ন হযরত কখনো অন্য নারীকে স্পর্শ করেন নি। ইব্নে ইসহাক বলেছেন : নারীদের আনুগত্য গ্রহণ করা হয়েছিল এইভাবে : একটি জল ভরা পাত্র হযরতের সামনে রাখা হয়েছিল, আর যখন তিনি নারীদের জন্য শর্তসমূহের উল্লেখ করছিলেন ও যখন তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছিল তখন হযরত সেই জলপাত্রে নিজের হাত ডুবিয়ে তুলে নিচ্ছিলেন, তারপর মেয়েরা তাতে হাত ডোবাচ্ছিল।

মক্কা-বিজয়ের পরের দিন একজন খুযাআ গোত্রের লোক তাদের শত্রুস্থানীয় একজন বহুদেববাদীকে হত্যা করে। হযরত তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন : আল্লাহ্ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন মক্কাকে করেছিলেন পবিত্র—এর পবিত্রতা বজায় থাকবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। যে কেউ আল্লাহ্তে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তার পক্ষে এখানে শোণিতপাত করা বৈধ নয়। এটি আমার পূর্বেও বৈধ ছিল না আমার পরেও হবে না ; আমার জন্য এটি বৈধ নয় এই সময়ের জন্য ভিন্ন, কেননা আল্লাহ্ এর লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। মক্কা পুনরায় তার পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজেই তোমরা জেনে রাখো ও লোকদের বোলো : রসুল যদি মক্কায় লোকদের নিহত করে থাকেন তবে তিনি তা করেছিলেন আল্লাহ্র অনুমতিতে কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের সেই অনুমতি দেন নি। হে খুযাআ গোত্রের লোক, হত্যা থেকে বিরত হও, কেননা বহু হত্যা হয়েছে—অবশ্য হত্যায় কিছু যে উপকার না হয়েছে তা নয়। তোমরা একটি লোককে হত্যা করেছ সেজন্য আমি তার শোণিতপণ দিয়ে দেব।

মক্কা বিজয়ের পরে হযরত মক্কার আশেপাশে সৈন্যদের পাঠান লোকদের আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতে—কিন্তু যুদ্ধ করতে নয়। এই সৈন্যদলের সঙ্গে যায় খালেদ বিন্ আল্ ওয়ালিদ। সে মক্কার নিচের সমতলক্ষেত্রে বনি-জাযিমা-কে পরাভূত করে ও তাদের কিছু সংখ্যক লোক নিহত করে—এদের সঙ্গে খালেদের পূর্ব-শত্রুতা ছিল। এই সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছলে, হযরত দুই হাত আকাশে তুলে বলেন : আল্লাহ্, খালেদ যা করেছে সে সম্বন্ধে আমি তোমার সামনে নিষ্পাপ। তিনি আলীকে ডেকে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে পাঠালেন আর অন্ধকার যুগের ধারা পরিসমাপ্ত করতে আদেশ দিলেন। আলী টাকাপয়সা নিয়ে গিয়ে শোণিত-পণ যা দেবার তা দিলেন আর কিছু টাকা বেঁচে গেলে তাও তাদের দিয়ে এলেন যদি ভবিষ্যতে কোনো দাবি ওঠে তা মেটাবার জন্য। রসুল তাঁর এই কাজের প্রশংসা করলেন। এরপর রসুল উঠে দাঁড়িয়ে কেবলার দিকে মুখ করে আকাশে হাত তুলে বল্লেন : আল্লাহ্, খালেদ যা করেছে সে সম্বন্ধে আমি তোমার সামনে নিষ্পাপ। তিনি তিনবার এই কথা বলেন।

ইব্‌নে ইসহাকে আছে : রসুল খালেদকে প্রেরণ করেন নাখলায়, আল উয্‌যার মূর্তি ধ্বংস করতে। সেই মূর্তির সেবাইত মূর্তিটির উপরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে পাহাড়ে উঠলো, আর বল্লে :

হে উয্‌যা, খালেদের উপরে এক ধ্বংসকর আক্রমণ চালাও,
তোমার অবগুণ্ঠন খুলে ফেল আর তোমার দলবলকে প্রতিরোধে
সক্রিয় কর।

হে উয্‌যা, তুমি যদি এই খালেদকে ধ্বংস না করো,
তবে অবিলম্বে শাস্তি পাও, অথবা মুসলমান হয়ে যাও।

মক্কা বিজয়ে পরে হযরত সেখানে অবস্থিতি করেন পনেরো রাত্রি। মক্কা বিজয় ঘটে অষ্টম হিজরির বিশ রমযান তারিখে।

হুনায়েনের যুদ্ধ

মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছিল বিরাট হাওয়াযিন গোত্র—বহু শাখায় উপশাখায় বিভক্ত। মালিক বিন আউফ আল্ নাস্‌রি রসুলের বিরুদ্ধে তাদের সমবেত করলে। তাদের সঙ্গে সাকিফ, নাসর, যুশাম, সা'দ বিন বকর, প্রভৃতি গোত্রের যোগ দিল। তবে কোনো কোনো গোত্র, যেমন, হাওয়াযিনে কা'ব ও কিলাব, তারা এই আযোজনে যোগ দিল না। এই সম্মিলিত দলের যুদ্ধ করার সংকল্প অটুট রাখার জন্য নেতা মালিক বিন্ আউফ জাতির স্ত্রীলোকদের ছেলেমেয়েদের ও পশুপাল সঙ্গে নিয়ে এলো। যুশাম গোত্রের বর্ষীয়ান যোদ্ধা দুরায়েদ বিন আল্ সিম্মা এই ব্যবস্থা অপছন্দ করলো—তার যুক্তি, যে পালাতে চাইবে কিছুই তাকে রোধ করবে না । কিন্তু যুবক মালিক বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করলো না।

রসুল হাওয়াযিনের সমরায়োজনের সংবাদ শুনে একজনকে পাঠালেন তাদের মধ্যে অবস্থান করে প্রকৃত ব্যাপার জানতে। সে যথাসময়ে ফিরে এসে হযরতকে খবর দিল হাওয়াযিন সত্যই এক বিরাট সমরায়োজন করেছে।

মক্কায় তখনো কিছু কিছু বহুদেববাদী ছিল। সংগতিসম্পন্ন সাফ্‌ওয়ান বিন্ উমাইয়া তাদের একজন। হযরত তার কাছে কিছু বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র ধার চাইলেন। সাফওয়ান বল্লে : মোহম্মদ, আপনি কি এসব জোর করে নিতে চাইছেন? হযরত বল্লেন : না, এসব নিতে চাচ্ছি কর্জ ও গচ্ছিত হিসাবে, এসব আমরা তোমাকে ফিরিয়ে দেব। সাফ্‌ওয়ান বল্লে : এই হলে তার কোনো আপত্তি নেই। সাফ্‌ওয়ানের কাছ থেকে হযরত একশত বর্ম ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ধার নেন। বর্ণিত হয়েছে, হযরত তার কাছে কিছু যানবাহনও চেয়েছিলেন আর সে সেসব দিয়েছিল।

সাফ্‌ওয়ানের ধারণা হয়েছিল হাওয়াযিনের আনুগত্য স্বীকার করার চাইতে একজন কোরেশের আনুগত্য স্বীকার করা ভাল।

হযরত তাঁর দশ হাজার সঙ্গী আর দুই হাজার মক্কার লোক এই মোট বারো হাজার সৈন্য নিয়ে হুনায়েনের অভিমুখে যাত্রা করেন।

মক্কার একজন নতুন মুসলমান বলেছে : অন্ধকার যুগে বহুদেববাদী কোরেশরা ও অন্যান্য আরব যাতু আন্‌ওয়াত্ নামক একটি গাছের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম দেখাতো। প্রত্যেক বৎসর আমরা সেখানে গিয়ে তার উপরে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতাম, পশু কোরবানি দিতাম, আর একদিন সেখানে কাটাতাম। হযরতের সঙ্গে যখন আমরা যাচ্ছিলাম তখন আমাদের চোখে পড়লাম একটি

বড় সিদ্‌রা গাছ, আমরা হযরতকে বল্লাম : "তাদের যেমন অস্ত্রশস্ত্র ঝোলাবার একটি গাছ আছে আমাদের জন্য তেমন একটি গাছ ঠিক করে দিন।" হযরত বল্লেন : আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্ মহত্তম। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা তেমন কথা বলেছ যেমন কথা মূসার লোকেরা তাঁকে বলেছিলেন "তাদের যেমন দেবতা আছে আমাদেরও তেমন একটি দেবতা বানিয়ে দিন"। হযরত বল্লেন : তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি, তোমরা চাও তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের আচার-অনুষ্ঠানই অনুসরণ করতে।

মুসলমান সৈন্যদল হুনায়েনের উপত্যকায় এসে পৌঁছল। নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের মনে একটা আত্মসন্তোষের ভাব জেগেছিল। বিপক্ষের সৈন্যেরা পূর্বেই এই উপত্যকায় পৌঁছেছিল আর গলিঘুঁজি-গুলোতে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল। ভোরে মুসলমান সৈন্যরা যখন এই উপত্যকায় নামছিল তখন বিপক্ষের সৈন্যদল হঠাৎ তাদের প্রবলবেগে আক্রমণ করলো। হঠাৎ এমন আক্রমণে মুসলমানদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রসুল ডানপাশে সরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন : তোমরা কোথায় যাচ্ছ, আমার কাছে এসো, আমি আল্লাহ্‌র রসুল, আমি আবদুল্লার পুত্র মোহম্মদ। উটগুলোর একটার সঙ্গে অন্যটার ধাক্কা লাগতে লাগলো। সবাই পলায়নপর হলো, কেবল কিছু-সংখ্যক মোহাজির ও আনসার, যেমন আবু বকর, ওমর, আলী, আল্-আব্বাস, আবু সুফিয়ান ও তার পুত্র, আল্-ফযল বিন্-আব্বাস, রাবিয়া বিন্ আল্ হারিস, উসামা বিন্ যায়েদ, আর আয়মন বিন্ উম্ আয়মন্ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মুসলমান সৈন্যদলে বিপর্যয় দেখা দিলে মক্কার নতুন মুসলমানদের কেউ কেউ হযরতের প্রতি বিরূপতাসূচক দুই একটি কথা বল্লে। শায়বা বিন্ ওসমানের পিতা ওহোদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল সে হযরতকে হত্যা করবার সংকল্প আঁটলো। কিন্তু কেমন বাধা অনুভব করলে, তাই তার সংকল্প আর কার্যে পরিণত হলো না।

আল্-আব্বাস হযরতের শ্বেত অশ্বতরের লাগামের কড়া ধরে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল খুব উঁচু, হযরত তাঁকে এই বলে লোকদের ডাকতে বল্লেন : হে আনসারগণ, হে বৃক্ষতলে অঙ্গীকার গ্রহণকারিগণ! আল্-আব্বাসের দরাজ গলার এই ডাক শুনে আনসারেরা বলে উঠলো : এই যে আমরা হাজির। এদের মধ্যকার একশত অনুরক্ত ভক্ত উটের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিল ও শত্রুদলকে রুখে দাঁড়াল। তারা অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে চললো। অশ্বতরের উপর থেকে তাদের যুদ্ধ দেখে হযরত বল্লেন : এখন চলো গনগনে হয়েছে—আমি রসুল, যে মিথ্যা কথা বলে না—আবদুল মোত্তালেবের সন্তান। আল্-আব্বাসকে তিনি বল্লেন এক মুঠো কাঁকর তাঁর হাতে তুলে দিতে। তা তাঁর শত্রুদলের দিকে ছুঁড়ে বল্লেন : তোমরা বিধ্বস্ত হও।

কিছুক্ষণ বিষম যুদ্ধের পর শত্রু পলায়নপর হলো। ইব্‌নে ইসহাকের পিতা ইস্‌হাক বিন্ ইয়াসার বলেন : যখন দুই সৈন্যদলে যুদ্ধ হচ্ছিল তখন আকাশ থেকে যেন এক কালো পোষাক দুই দলের মধ্যে নেমে এলে ; আমি তাকিয়ে দেখলাম সমস্ত উপত্যকা কালে পিপঁড়েয় ভরে গেছে ; আমার সন্দেহ রইল না যে এরা ফেরেশতা। তার পর শত্রু পালাতে লাগলো।

হাওয়াযিন পক্ষে গোত্রের বহু লোক মারা যায়।

বহুদেববাদীরা যখন বিধ্বস্ত হলো তখন তারা অনেকে গেল তায়েফে, কেউ কেউ গেল নাখলায়। তায়েফে শত্রুপক্ষ প্রবলভাবে আত্মরক্ষা করে।

তায়েফের দুর্গ খুব সুরক্ষিত ছিল, ভিতরে লোকদের জন্য খাদ্যশস্যের ব্যবস্থাও ভালো ছিল। দুর্গের উপর থেকে অশ্রান্ত তীর বর্ষণ হলো। তার ফলে মুসলমান পক্ষের বারোজন মারা যায়—হযরত আবু বকরের পুত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। এরপর তায়েফের দুর্গ থেকে গরম লোহার শিক নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। তাদের কিছুতেই কাবু করা যাচ্ছে না দেখে হযরত আদেশ দিলেন তাদের

বিখ্যাত দ্রাক্ষাকুঞ্জ কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে। এতে তায়েফের নাগরিকেরা হযরতের কাছে আল্লাহর নাম করে প্রার্থনা জানালো তাদের দ্রাক্ষার বাগান নষ্ট করা না হোক। হযরত দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলো ধ্বংস করা থেকে লোকদের বিরত হতে বল্লেন।

ইব্‌নে ইসহাক বলেছেন : শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ রসুলকে জয় দিলেন—শত্রু বিধ্বস্ত হলো। কিন্তু মূয়র বলেছেন : অবরোধে কোনো ফল হলো না দেখে করণীয় সম্বন্ধে রসুল তাঁর প্রধান সঙ্গীদের মত চাইলেন। একজন বেদুইন নেতা বল্লেন : শেয়াল গর্তে ঢুকেছে, বেশি দিন বসে থাকলে তাকে ধরতে পারা যাবে। অবরোধ উঠিয়ে সৈন্যদের নিয়ে হযরত গেলেন আল্‌জিরানায়।

বর্ণিত হয়েছে এখানে হযরতের দুধবোন বনি সা'দ গোত্রের শায়মা মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। হযরতের সামনে নীত হলে তিনি জানান যে তিনি তাঁর দুধবোন—হালিমার কন্যা। হযরত প্রমাণ চাইলে শায়মা তাঁর পিঠে একটি দাগ দেখিয়ে বলেন : ছেলেবেলায় আমি যখন আপনাকে কোলে করে রাখতাম তখন আপনি আমার পিঠের এই জায়গায় কামড়ে দিয়েছিলেন। হযরত তাঁর উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন আর তাঁর নিজের পোষাক বিছিয়ে দেন তাঁর বসবার জন্য। হযরত তাঁকে বলেন, সসম্মানে তাঁর সঙ্গে থাকতে অথবা তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতে—যে তাঁর খুশি। শায়মা তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতে চান। হযরত উপহারাদি দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেন।

হুনায়েনের যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিল ও যেসব পশু পাওয়া গিয়েছিল হযরত সেসব একত্রিত করতে বলেছিলেন আল্‌ জিরানাতে।

হাওয়াযিনের ছয় হাজার স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, আর অগণিত ভেড়া ও উট। হাওয়াযিন ইসলাম গ্রহণ করে' হযরতের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে অনুরোধ জানাল, চরম বিপর্যয় তাদের ভাগ্যে ঘটেছে, তাদের প্রতি হযরত দয়া করুন। হযরতের ভাগে যেসব বন্দী পড়েছিল তিনি তাদের মুক্ত করে দিলেন আর তাঁর কথায় মোহাজির ও আনসাররাও তাদের সব বন্দী মুক্ত করে দিল। কিন্তু কোনো কোনো গোত্রের লোক তাদের ভাগে যেসব বন্দী পড়েছিল তাদের ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলে। হযরত প্রত্যেক বন্দীর জন্য তাদের ছয়টি করে উট দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন তারা তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দিল।

ইব্‌নে ইসহাকে এই মর্মের একটি বিবৃতি আছে : হযরত, আলীকে, ওসমানকে ও ওমরকে একটি করে দাসী দান করেছিলেন। ওমর তাঁর দাসী দিয়ে দেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাকে। অন্যান্য বন্দীদের যখন মুক্তি দেওয়া হয় তখন আবদুল্লাহ তার এই দাসীটিকে মুক্তি দিয়েছিল। আলী এবং ওসমানও তেমনিভাবে তাঁদের দুই দাসীকে মুক্তি দিয়ে থাকবেন।

হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের হযরত বলেন যে তাদের নেতা মালিক বিন্‌ আউফ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পরিজন ও সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর এক শত উট তাকে দেওয়া হবে। মালিক আগ্রহের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে আর সাকিফদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করে।

ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে : হুনায়নের যুদ্ধে মালমাত্তা যা পাওয়া গিয়েছিল তা বণ্টন করে দেবার জন্য হযরতের চারদিকে লোকেরা এমন ভিড় করে যে তাঁর উত্তরীয় গা থেকে পড়ে যায়। হযরত লোকদের বলেন : আমার উত্তরীয় দাও, তিহামায় যত গাছ আছে ততগুলো ভেড়া যদি তোমরা পেতে তবু সেসব আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, আমাকে কখনো তোমরা কৃপণ অথবা ভীরু অথবা মিথ্যাপরায়ণ পাও নি।

যারা ইসলামে নতুন দীক্ষিত হয়েছিল তাদের, বিশেষ করে সেইসব দলের নেতাদের, হযরত প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান, তার পুত্র মোয়াবিয়া, হাকিম বিন হিযাম, আল হারিস বিন কালাদা, আল হারিস বিন হিশাম, সুহায়েল বিন আমর, হুওয়ায়তিব বিন আবদুল

উয়্যা, আল-আলা বিন জারিয়া, উয়ায়না হিস্ন্, আল-আকরা বিন হাবিস আল তামিমি, মালিক বিন আউফ আল নাসরি, সাফওয়ান বিন উমাইয়া—এদের প্রত্যেককে হযরত একশ'টি করে উট দেন।

এইসব কোরেশের প্রত্যেককে হযরত একশ'টির কম উট দেন : মাখরামা বিন নওফল, উমের বিন ওহ্ব, হিশাম বিন আমর প্রভৃতি। এই কয়জনের প্রত্যেককে তিনি পঞ্চাশটি করে উট দেন : সাইদ বিন ইয়ারবু ও আল-সাহমি।

আব্বাস বিন মির্দাসকে তিনি কয়েকটি উট দেন ; কিন্তু তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়। হযরত তাকে আরো উট দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

ইব্নে ইসহাকে আছে হুনায়ানে হযরতের পাশে উটে করে যাচ্ছিল তাঁর একজন সঙ্গী। হযরতের উটের সঙ্গে তার উটের ধাক্কা লাগে, আর তার জুতোর আগার আঘাত লাগে হযরতের পায়ের নলায়। হযরত তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তার পায়ে আঘাত করে বলেন : আমাকে আঘাত দিচ্ছ, পিছে হটো। সঙ্গী পিছে হটে যায়। পর দিন ভোরে হযরত তাকে ডাকালেন, সে ভাবল পূর্ব দিন আঘাত দেবার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু হযরত তাকে বল্লেন : কাল তুমি আমার পায়ে আঘাত দিয়েছিলে আর আমি ছড়ি দিয়ে তোমার পায়ে মেরেছিলাম। আমি তোমাকে ডেকেছি তার ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য। এই বলে তিনি সেই সঙ্গীকে আশিটি উষ্ট্রী দিলেন।

কোরেশ ও বেদুইনদের মধ্যে এমনভাবে পুরস্কার বিতরণের ফলে আনসাররা অসন্তুষ্ট হল ও এ নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। একজন বল্লে : আল্লাহ্র শপথ, রসুল এখন তাঁর নিজের লোকদের পেয়েছেন। সা'দ বিন্ উবাদা হযরতের কাছে এসে এইসব কথা জানালেন। হযরত সা'দকে জিজ্ঞাসা করলেন : সা'দ, এ ব্যাপারে তোমার কি মত? সা'দ বল্লেন : আমাদের লোকদের মত যা আমারও মত তাই। হযরত আনসারদের ডাকালনে ; তাদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক মোহাজিরকেও আসতে দেওয়া হলো। হযরত প্রথমে আল্লাহ্র গুণগান করলেন, ও তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে এই ভাষণ দিলেন : হে আনসার, তোমাদের সম্বন্ধে এ কি শুনছি? তোমরা কি তোমাদের অন্তরে আমাকে মন্দ জান? তোমরা যখন ভ্রান্ত ছিলে তখন কি আমি তোমাদের কাছে আসি নি, আর আল্লাহ্ তোমাদের কি চালিত করেন নি ঠিক পথে? তোমরা ছিলে নিঃস্ব, আল্লাহ্ তোমাদের করলেন ধনী, তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয় কোমল করলেন। আনসার উত্তর দিলে : হাঁ তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল পরমসদয়—বদান্য। হযরত বল্লেন : যদি তোমরা ইচ্ছা করতে তবে তোমরা (আমার সম্বন্ধে) বলতে পারতে—আর সেটি তোমাদের তরফ থেকে ঠিক কথা বলাই হতো—আপনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন মর্যাদাহীন হয়ে, আর আমরা আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম ; এসেছিলেন পরিত্যক্ত হয়ে, আর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম ; এসেছিলেন শরণার্থী হয়ে, আর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম ; এসেছিলেন নিঃস্ব হয়ে আর আমরা আপনার সুখ-সুবিধার আয়োজন করেছিলাম। সংসারের জীবনে যা সব লোকে কামনা করে তারই কিছু দিয়ে আমি কিছু লোকের হৃদয় জয় করতে চেয়েছি, যেন তারা মুসলমান হতে পারে, আর তোমরা ইসলামে দৃঢ়চিত্ত এই আমি ভেবেছি—এর জন্যই কি তোমাদের মনে ক্ষোভের উদয় হয়েছে? তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে অন্যেরা নিয়ে যাক ভেড়ার পাল উটের পাল আর তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাও আল্লাহ্র রসুলকে? যাঁর হাতে মোহম্মদের জীবন তাঁর শপথ, যদি মোহাজিররা না থাকতো তবে আমি নিজে একজন আনসার হয়ে যেতাম। যদি সব লোক এক পথে যায় আর আনসাররা যায় অন্য পথে তবে আমি আনসারদের পথই নেবো। আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক আনসারদের উপরে আর তাদের পুত্রদের ও তাদের পুত্রদের উপরে। হযরতের কথায় লোকদের চোখে পানির ধারা বইল—তাদের দাড়ি ভিজে গেল। তারা বল্লে :

আমাদের অদৃষ্টে ও আমাদের ভাগে যে পড়েছেন আল্লাহ্র রসুল তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। এরপর রসুল চলে গেলেন ; লোকেরাও চলে গেল।

ওম্‌রা (ছোটো হজ) করার জন্য হযরত আল-জিরানা থেকে রওনা হন এই নির্দেশ দিয়ে; যুদ্ধে লব্ধ অবশিষ্ট যা আছে তা মাররুল-যাহ্‌রান-এর নিকটবর্তী মাজান্নায় জমা রাখতে হবে। ওমরা করার পর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কার শাসনভার তিনি রেখে আসেন আত্তাব বিন আসিদ-এর উপরে, আর মক্কার লোকদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য সেখানে রেখে আসেন মোয়ায বিন জব্‌ল্‌কে। বর্ণিত হয়েছে মক্কার শাসকরূপে আত্তাবকে দেওয়া হতো রোজ এক দিরহাম হিসাবে। এই শাসনভার পেয়ে আত্তাব বলেন : আল্লাহ্ তার কলিজাকে ভুখা করুন যে ভুখা থাকে রোজ এক দিরহাম পেয়ে। রসুল আমাকে রোজ এক দিরহাম করে দিয়েছেন—আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

রসুল মদিনায় ফেরেন যুলহিজ্জা মাসের শেষের দিকে।

রসুল সেই বৎসর হজ করেন আরবদের চিরাচরিত ধারায়।

পত্নীদের সঙ্গে হযরতের সাময়িক বিচ্ছেদ

আনুমানিক নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয় সূরা আত্-তাহরিম (নিষিদ্ধ করা) ; তার সূচনায় কয়েকটি আয়াত এই :

হে নবী, কেন তুমি (নিজের জন্য) তা নিষিদ্ধ করেছ যা আল্লাহ্ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করতে চাও ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল কৃপাময়।

আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তোমাদের শপথগুলো থেকে মুক্তির উপায় আর আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু ; আর তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

আর যখন পয়গাম্বর তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন, আর যখন তিনি (সেই স্ত্রী) পরে তা প্রকাশ করেছিলেন, আর আল্লাহ্ তাঁকে (পয়গাম্বরকে) তা জানিয়েছিলেন, তিনি (পয়গাম্বর) জানিয়েছিলেন তার একটি অংশ আর চেপে গিয়েছিলেন অন্য একটি অংশ, ফলে, যখন তিনি (পয়গাম্বর) তাঁকে (স্ত্রীকে) সে সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন তিনি (স্ত্রী) বলেছিলেন : কে আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছে? তিনি বলেছিলেন : (যিনি) জ্ঞাতা ওয়াকিফহাল তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।

যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র দিকে ফেরো (অনুতপ্ত হয়ে)—কেননা তোমাদের হৃদয় চেয়েছিল (নিষিদ্ধ করা) ; আর যদি তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো তাঁর (পয়গাম্বরের) বিরুদ্ধে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—হাঁ তিনি—তাঁর রক্ষাকারী বন্ধু, আর জিব্রিল, আর বিশ্বাসীরা যারা সৎকর্মশীল, আর তাদের পরে ফেরেশতারা, তাঁর সাহায্যকারী।

হতে পারে তাঁর পালয়িতা, যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন, তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে দেবেন তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, বিনতা, অনুতাপকারিণী, উপাসনারতা, রোযা পালনকারিণী, বিধবা এবং কুমারী।

হযরত নিজের জন্য কি নিষিদ্ধ করেছিলেন সে সম্বন্ধে হাদিসে এইসব বিবরণ আছে : (১) হযরত মধু খুব ভালবাসতেন। তাঁর পত্নীদের একজন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু মধু পেয়েছিলেন। সেই মধুপান সম্পর্কে হযরত তাঁর গৃহে কিছু বেশি সময় কাটাতেন। এতে তাঁর অন্য

পত্নীরা খুশি হন না। তাঁরা হযরতকে বিব্রত করার এক ফন্দি আটেন। একদিন হযরত এমনি মধুপান করে' বিবি আয়েশার গৃহে এলে তিনি বল্লেন : হযরত , আপনার কাছ থেকে 'মাগাফির'–এর উগ্র গন্ধ পাচ্ছি। হযরত বল্লেন ; তিনি মধুপান করে এসেছেন। বিবি আয়েশা বল্লেন : হতে পারে মৌমাছি 'মাগাফির' থেকে মধু নিয়েছিল। উৎকট গন্ধের প্রতি হযরতের খুব বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন আর মধুপান করবেন না।

অন্য বিবরণ এই :

বিবি হাফ্‌যা একদিন দেখেন হযরত বিবি মারিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘরে রয়েছেন। সেদিন ছিল বিবি আয়েশার গৃহে তাঁ বাসের পালা। বিবি হাফ্‌যা এতে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। (দাসীরূপে আগতা মারিয়ার যে পদগৌরব ও সমাদর লাভ হয়েছে এতে হযরতের অন্য পত্নীরা ঈর্ষান্বিতা হয়েছিলেন)। হযরত তাঁকে এই কথা বিবি আয়েশাকে বলতে নিষেধ করেন আর প্রতিজ্ঞা করেন যে বিবি মারিয়ার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু হাফ্‌যা বিবি আয়েশাকে এই কথা বলে দেন।

তৃতীয় বিবরণটি এই :

কোর্‌আনের বাণীতেই আরবের নারীরা মর্যাদা ও অধিকার পায় ; এর পূর্বে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। একদিন হযরত ওমরের পত্নী তাঁর কোনো কাজ সম্পর্কে বলেন কি তাঁর (স্বামীর) করা উচিত, কি অনুচিত। তাতে ওমর বলেন : আমি কি করবো না করবো তাতে তোমার কথা বলা কেন? তখন তাঁর পত্নী বলেন, তাঁর কন্যা হাফ্‌যা আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গেও কথা কাটাকাটি করে। তাতে ওমর শঙ্কিত হন ও তৎক্ষণাৎ গিয়ে কন্যাকে ভর্ৎসনা করেন। হযরতের অন্য পত্নী বিবি উম্মে সালমাকেও তিনি এই ধরনের কথা বলেন। তাতে তিনি বলেন : রসুল ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যেকার ব্যাপারে আপনি কথা বলতে আসেন কেন?— এর কিছুদিন পরে হযরত নিজেকে তাঁর পত্নীদের সংশ্রব থেকে কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করেন।[২]

হযরত ও তাঁর পত্নীদের মধ্যে এই সাময়িক বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ভাই গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

এই বৎসর (নবম হিজরিতে) হযরত মোহম্মদের পরিবারবর্গ এমন কোন পরিচ্ছদ ও দ্রব্য সামগ্রী চাহেন যে, হযরত তাহা জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তাহাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। আবু বেকর ও ওমর তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুঃখিত হন। ওমর বলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমার স্ত্রী এক সময়ে এমন কোনো বস্তু চাহিয়াছিল যাহা আমার প্রদান করার সাধ্য ছিল না, আমি উঠিয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত করি, তাতে সে নিবৃত্ত হয়। আপনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল ছিল।" হযরত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি ইহাদের স্কন্ধে আঘাত করিব কি, ইহারা আমার স্কন্ধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে, আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত ধন চাহিতেছে।" এতদশ্রবণে আবু বেকর ব্যথিত হইয়া আপন কন্যা আয়েশার গ্রীবাদেশে মুষ্ট্যাঘাত করেন, তদ্রূপ ওমরও স্বীয় দুহিতা হাফজাকে প্রহার করেন, এবং তাঁহাদিগকে ধমকাইয়া বলেন যে, "হযরতের ক্ষমতার অতিরিক্ত এমন কিছু তাঁহার নিকটে চাহিবে না। তখন তাঁহারা শপথপূর্বক অঙ্গীকার করেন যে, "আমরা আর হযরতের মনে এরূপ কষ্ট দিব না।" মহাপুরুষ মোহম্মদ এক মাস পর্যন্ত পত্নীবর্গের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের উপর তলে নির্জনে স্থিতি করেন। বন্ধুদিগের কাহাকেও আসিতে দেন না। নগরে এইরূপ জনরব হয় যে তিনি সহধর্মিণীবর্গকে বর্জন

---

২ মার্মাডিউক পিকথলের কোর্‌আনের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। একদিন ওমর বহু চেষ্টায় অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি পত্নীবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? হযরত বলিলেন "না, করি নাই।" তাহাতে ওমর মহা আনন্দে আল্লাহু আকবর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ঊনত্রিশ দিন গত হইলে হযরত মোহম্মদ প্রথমঃ আয়েশার গৃহে উপস্থিত হন। আয়েশা তাঁহাকে সংবর্ধনা করিয়া বলেন, 'প্রেরিত পুরুষ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এক মাস আমাদের নিকটে আসিবেন না, এক মাস তো পূর্ণ হয় নাই।" হযরত বলিলেন, "কোন কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে পূর্ণ হয়, এই মাস ঊনত্রিশ দিনে পূর্ণ হইয়াছে।"

এই বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলন সম্পর্কে হযরত এই বাণী লাভ করেন :

তুমি মুলতবী রাখতে পারো তাকে (তার পালা) যাকে তোমার খুশি আর তোমার জন্য গ্রহণ করতে পারো যাকে তোমার খুশি, আর যাদের তুমি (সাময়িকভাবে) বিচ্ছিন্ন করেছিলে তাদের যাকে তোমার খুশি—কোনো দোষ তোমার হবে না ; আর এই সব চাইতে ভাল যেন তাদের চোখ স্নিগ্ধ হতে পারে, আর তারা দুঃখ না করে ; আর তারা খুশি হবে, তারা সবাই, তুমি তাদের যা দিচ্ছ তাতে। আল্লাহ্ জানেন কি আছে তোমাদের অন্তরে, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

এরপরে অন্য নারীদের গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না, তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীদেরও গ্রহণ করবে না যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে—যাদের তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে তারা ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সব ব্যাপারের উপরে প্রহরী। (৩৩ : ৫১, ৫২)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
তাবুক অভিযান

ইব্‌নে ইসহাকে আছে : নবম হিজরীর যুল্‌হিজ্জা থেকে রজব মাস পর্যন্ত মদিনায় অবস্থিতি করে রসুল রোমকদের ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের আদেশ দেন। সংবাদ পৌছেছিল রোমকদের ও তাদের অনুগত বহু উপজাতির এক বিরাট সৈন্যদল মুসলমানদের আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই সময় ছিল গ্রীষ্মকাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসুল মুসলমানদের আদেশ দিলেন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে। মক্কার লোক, মদিনার লোক, মরুভূমির লোক, মরুভূমির বেদুইনরা, সবাইকে হযরত আহ্বান করেছিলেন এই যুদ্ধের জন্য। ইব্‌নে ইসহাকে আছে : অত্যন্ত গরম পড়েছিল ; জলাভাবে সব শুকিয়ে যাচ্ছিল ; ফল পাকছিল ; আর লোকেরা চাচ্ছিল সেই ফলসম্ভার নিয়ে ছায়ায় তারা বাস করবে, আর আগ্রহ বোধ করছিল না এমন সময়ে দূরের পথে যাত্রা করতে। এর পূর্বে হযরত সাধারণতঃ কোথায় অভিযান করতে যাচ্ছেন তা গোপন রাখতেন। কিন্তু এবার তিনি স্পষ্টই বল্লেন তিনি অভিযান করছেন দূরের রোমকদের বিরুদ্ধে—এই সময় কষ্টকর, আর শত্রু সংখ্যায় অনেক, সেজন্য লোকদের যোগ্যভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকেরা প্রস্তুত হলো।

এই (তাবুক) অভিযান সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হয়েছে :

হে বিশ্বাসিগণ, কি তোমাদের হয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হচ্ছে : আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে পড়ো, তখন তোমরা ভারি হয়ে ঝুঁকছো মাটির দিকে? সন্তুষ্ট কি তোমরা এই দুনিয়ার জীবনে? পরলোকের পরিবর্তে? কিন্তু পরলোকের সঙ্গে তুলনায় এই দুনিয়ার ধনসম্পদ যৎসামান্য। (৯ : ৩৮)

বেরিয়ে পড়ো, হাল্কা অস্ত্র নিয়ে ও ভারী অস্ত্র নিয়ে, আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো তোমাদের ধনসম্পত্তি ও তোমাদের জীবন দিয়ে, তাই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বোঝো।

যদি এটি হতো কাছের ব্যাপার আর অল্প দিনের সফর তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হতো, কিন্তু দূরত্ব তাদের মনে হয়েছিল খুব কষ্টদায়ক ; আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে : যদি আমরা পারতাম তবে নিশ্চয়ই আমরা যাত্রা করতাম তোমাদের সঙ্গে। তারা তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার ধ্বংস সাধন করছে, আর আল্লাহ্ জানেন তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী। (৯ : ৪১—৪২)

আর যদি তারা যাত্রা করবার ইচ্ছা করতো তবে নিশ্চয় তার জন্য সরঞ্জাম তারা জোগাড় করতো ; কিন্তু আল্লাহ্ চান নি তাদের যাওয়া, সেজন্য তাদের ঠেকিয়েছেন, আর (তাদের) বলা হলো : যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।

যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যেত তবে তোমাদের বিঘ্ন বাড়ানো ভিন্ন আর কিছু করতো না, আর তোমাদের মধ্যে এদিক থেকে ওদিকে ফিরতো তোমাদের মধ্যে বিদ্রোহ কামনা কোরে, আর তোমাদের মধ্যে তারা আছে যারা তাদের কথা শুনতো ; আল্লাহ্ অন্যায়-কারীদের জানেন। (৯ : ৪৬—৪৭)।

কিন্তু হযরত লোকদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ দেন বিলম্ব না করে' । তিনি লোকদের বলেন আল্লাহ্‌র কাজে অর্থ ও বাহন দান করতে। এই প্রস্তুতিতে ওমর দেন তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক, আবু বকর দেন তাঁর যা–কিছু ছিল সব, আর ওসমান দেন এক হাজার উট ও সত্তরটি অশ্ব এসবের সরঞ্জাম সমেত, আর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

তাবুকের অভিযানে হযরতের যেসব অনুবর্তী রওনা হতে গড়িমসি করেছিল তাদের কথা বলা হয়েছে। যারা নিঃস্ব হয়েও এই অভিযানে যোগদান করবার জন্য অশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল তাদের কথাও কোর্‌আনে বলা হয়েছে :

তাদের মধ্যে (দোষ) নেই যারা যখন তোমার কাছে এসেছিল যেন তুমি তাদের নিয়ে যেতে পারো, তুমি বলেছিলে : তোমাদের যার উপরে নিয়ে যাব তা আমি পাচ্ছি না। তারা চলে গিয়েছিল অশ্রুপূর্ণ চোখে যা ব্যয় করবে তা না পাওয়ার দুঃখের জন্য । (৯ : ৯২)।

যারা যাত্রা করতে দেরি করেছিল তারে মধ্যে ছিল আবু কায়সামা। হযরতের রওনা হয়ে যাবার পরে সে এক গরমের দিনে তার পরিজনের কাছে এলো। সে তার দুই স্ত্রীকে পেল তার বাগানে তাদের কুঁড়েতে। প্রত্যেকে তার ঘরে জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছিল আর খাবার তৈরি রেখেছিল। সে তার স্ত্রীদের আদর–যত্ন দেখে বল্লে : রসুল চলেছেন রোদ আর গরম বাতাসের মধ্যে আর আবু কায়সামা আছে ঠাণ্ডা ছায়ায়, তার জন্য খাবার তৈরি আর সে বিশ্রাম–সুখ ভোগ করছে সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে। এ ঠিক নয়, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের ঘরে ঢুকবো না, বরং যোগ দেব রসুলের সঙ্গে, সেজন্য আমার জন্য কিছু খাবার তৈরি করে দাও। সে তাবুকে গিয়ে হযরতের সঙ্গে মিলিত হয়। সে হযরতকে গিয়ে অভিবাদন করে ও তাঁকে সব কথা বলে। হযরত তাকে আর্শীবাদ করেন। পথে হযরতের উট হারিয়ে যায়। তাতে একজন কপট বলে : মোহম্মদ কি বলেন যে তিনি তোমাদের আকাশের খবর বলতে পারেন যখন তিনি জানেন না তাঁর উটটি কোথায়? এ সম্বন্ধে হযরত বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ, আমি কেবল তাইই জানি যা আল্লাহ্ বলেছেন ; উটটি কোথায় তা তিনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটি আছে এই উপত্যকার অমুক গলিতে —একটি গাছে তার রশি আটকে গেছে, গিয়ে তা নিয়ে এসো। লোকেরা গিয়ে তা আনলো। হযরত তাবুকে পৌছলে আয়লার শাসনকর্তা য়ুহান্না বিন্ রু'বা এসে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে ও জিযিয়া দেয়। জার্‌বা এবং আয়রুহ্–র লোকেরাও এসে জিযিয়া দেয়। হযরত তাদের একটি লিখিত সনদ দেন, তাতে তাদের ও তাদের জাহাজের ও কাফেলার জন্য নির্বাধ গমনাগমনের অধিকার দেওয়া হয়। অন্যানা শাসককেও তুল্যভাবে সনদ দেওয়া হয়।

হযরত তাবুকে দশ রাত্রি অবস্থান করেন। তাবুকে কোনো যুদ্ধ হয় নি। তারপর তিনি মদিনায় ফেরেন।

ফিরবার পথে হযরতের আদেশে এক অসৎ-উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ্ ধ্বংস করা হয়। এ সম্বন্ধে কোর্‌আনে উক্ত হয়েছে :

আর যারা একটি মসজিদকে গ্রহণ করেছিল বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হোয়ে আর বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির জন্য আর তাদের আশ্রয়স্থলরূপে যারা এর পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল ; তারা নিঃসন্দেহে শপথ করবে, আমরা ভাল ভিন্ন আর কিছু চাই নি, আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী।

কখনো তাতে দাঁড়াবে না (উপাসনার জন্য), নিঃসন্দেহ যে মসজিদ সীমারক্ষার উপরে স্থাপিত প্রথম দিন থেকে তার বেশি দাবি আছে যে তুমি সেখানে দাঁড়াবে : তাতে লোক আছে যারা ভালোবাসে যে তারা পবিত্র হবে, আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা নিজেদের পবিত্র করে।

> যে তার দালান গড়েছে আল্লাহ্‌র সীমারক্ষার উপরে আর (তাঁর) প্রসন্নতার উপরে সে ভালো, না, সে যে তার দালান গড়েছে ফাটলধরা তলা-খয়ে-যাওয়া কিনারার উপরে, ফলে তা তাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো জাহান্নামের আগুনে? আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অন্যায়কারী লোকদের। (৯ : ১০৭—১০৯)।

যারা তাবুক অভিযানে যোগদান না করে' ইচ্ছা করে, মদিনায় রয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে হযরত ও তাঁর অনুবর্তিগণ পঞ্চাশ দিন কথাবার্তা বলেন নি। তাতে তারা খুব মনঃকষ্ট ভোগ করে। তার পর তাদের সম্বন্ধে এই বাণী অবতীর্ণ হয় :

> নিশ্চয় আল্লাহ্ ফিরেছেন (করুণায়) নবীর প্রতি আর মোহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তাঁর অনুবর্তী হয়েছিল কষ্টের দিনে তাদের একদলের মন যখন প্রায় বেঁকে গিয়েছিল—তারপর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন (করুণায়), নিঃসন্দেহ তিনি তাদের প্রতি দয়াল, ফলদাতা। (৯ : ১১৭)।

সাকিফের প্রতিনিধিদের ইসলাম গ্রহণ

হযরত তাবুক থেকে ফেরেন রমযান মাসে। সেই মাসেই তাঁর কাছে আসে সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল।

এর পূর্বে হযরত যখন সাকিফদের কাছ থেকে চলে এসেছিলেন তখন সাকিফ গোত্রের উরওয়া বিন মাসুদ হযরতের মদিনায় প্রত্যাগমনের পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে যায় ও ইসলাম গ্রহণ করে। সে মুসলমান হয়ে ও মুসলমানরূপে তার লোকদের কাছে ফিরে যেতে চাইলে হযরত বলেন : তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, কেননা, তিনি জানতেন সাকিফদের উদ্ধত প্রকৃতি। উর্ওয়া বলে : তার লোকেরা তাকে খুব ভালোবাসে।

তার লোকেরা তাকে মেরে ফেলে। এরপর কিছু দিন দেরি করে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে চতুর্দিকের ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী ও ইসলাম-অবলম্বী আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা পেরে উঠবে না।

এর পূর্বে উরওয়ার যে দশা হয়েছিল সেই কথা ভেবে কেউই একলা প্রতিনিধি হবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হলো না। শেষে কয়েকজন সঙ্গে করে কূটনীতিজ্ঞ আব্দ্ ইয়ালিন মদিনার অভিমুখে রওনা হল। আবু বকর তাদের হযরতের কাছে নিয়ে এলেন, নিয়ে আসবার পূর্বে তিনি তাদের শিখিয়ে দিলেন কিভাবে হযরতকে অভিবাদন করতে হবে। তারা এলে হযরত মসজিদের কাছে তাদের জন্য এক তাঁবু খাটিয়ে দেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা চায় যে তাদের ঠাকুর আল-লাতকে তিন বৎসর অটুট রাখা হবে। হযরত তাতে স্বীকৃত হন না। কমাতে কমাতে তারা এক মাসের সময় চায়, কিন্তু হযরত তাতেও রাজি হন না। হযরত আবু সুফিয়ানকে ও আল্ মুগিরা বিন শু'বাকে লাতের মূর্তি ধ্বংস করতে পাঠান, কেননা সাফিক প্রতিনিধিরা বলেছিল, তারা নিজেদের হাতে তাদের ঠাকুর ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু তারা যখন নামায পড়া থেকে রেহাই চায় তখন হযরত তাতে অস্বীকৃত হন, বলেন : যে ধর্মে প্রার্থনা নেই সে ধর্ম অর্থহীন।

যাঁকে সাফিকদের ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নামায দীর্ঘ না করতে—সমবেত উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যারা সব চাইতে দুর্বল তাদের দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করতে।

হযরত রমযান মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো ও শাওয়াল ও যুলকাদা মাস মদিনায় অবস্থিতি করলেন। তারপর তিনি আবু বকরকে পাঠালেন হজযাত্রীদের নেতা করে'।

অব্যাহতি ঘোষণা

আবু বকরের রওনা হয়ে যাবার পরে অবতীর্ণ হয় সূরা তওবা বা আল্-বরাআত, অর্থাৎ অব্যাহতি, তাতে যেসব নির্দেশ লাভ হয় তার কিছু অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে সব লোকের প্রতি ঘোষণা বড় হজের দিনে এই মর্মে যে, আল্লাহ্ বহুদেববাদীদের কাছে দায় থেকে নির্মুক্ত আর তাঁর রসুলও। সেজন্য তোমরা যদি অনুশোচনা করো—সেটি হবে তোমাদের জন্য ভালো ; কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, তবে জেনো, তোমরা আল্লাহ্কে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর সংবাদ দাও (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য কঠিন শাস্তির যারা অবিশ্বাস করে—

সেইসব বহুদেববাদী ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে আর যারা তখন থেকে কোনো বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি করে নি আর কাউকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয় নি, সেজন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি পালন করো নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।[৩]

সেজন্য পবিত্র মাসগুলো যখন গত হয়ে যাবে, তারপর বহুদেববাদীদের সংহার করো যেখানে তাদের পাও, আর তাদের বন্দী করো, আর তাদের ঘেরাও করো, আর তাদের জন্য লুকিয়ে থাকো প্রত্যেক লুকোবার স্থানে, তার পর যদি তারা অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ তাদের জন্য মুক্ত করে দাও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

আর যদি বহুদেববাদীদের কেউ তোমাদের আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্র বাণী শোনে, তারপর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌছে দাও ; এটি এই জন্য যে তারা হচ্ছে একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়।[৪]

বহুদেববাদীদের জন্য কেমন করে সন্ধি হতে পারে আল্লাহ্র সঙ্গে ও তাঁর রসুলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ভিন্ন যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি করেছিলে পবিত্র মসজিদে। সে জন্য যে পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত (সে পর্যন্ত) তোমরা তাদের প্রতি বিশ্বস্ত হও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।

কেমন কোরে (এটি হবে) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে উপরহাত হতে পারলে তারা তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির কথা ভাববে না? তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদের মুখ দিয়ে, কিন্তু তাদের হৃদয় অস্বীকার করে, আর তাদের অনেকে দুষ্কৃতিকারী।

---

৩ লক্ষ্য করবার আছে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের আসল কারণ অবিশ্বাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস নয়, সেই কারণ হচ্ছে মুসলমানদের উপরে তাদের নির্যাতন আর সন্ধির শর্ত পালনে তাদের অনিচ্ছা।

৪ এই মর্মের হাদিস আছে যে অব্যাহতি ঘোষণার পরে হযরত আলীকে একজন বহুদেববাদী জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা যদি ইসলাম-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে হযরত মোহম্মদের কাছে যায় বা অন্য কাজের জন্য যায় তবে তাদের হত্যা করা হবে কিনা, তার উত্তরে হযরত আলী বলেছিলেন—না ; বলে তিনি এই আয়াত উদ্ধৃত করেছিলেন। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সেল (Sale) বলেছেন : তাকে (বহুদেববাদীকে) নিরাপদে তার স্থানে পৌছে দিতে হবে যদি সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না চায়।

তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ দিয়ে সামান্য লাভই কিনেছে; সেজন্য তারা (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বাধা দেয়, নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

এইজন বিশ্বাসীর বেলায় তারা আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির দিকে দৃষ্টি দেয় না; এরাই তারা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী। (৯ : ৩-১০)

আর যদি সন্ধির পরে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্মের কুৎসা করে তবে অবিশ্বাসের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—নিঃসন্দেহ তাদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়—যেন তারা বিরত হতে পারে। (৯ : ১২)

বহুদেববাদীদের কোনো অধিকার নেই আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো দেখাশোনা করবার যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়; এরাই তারা যাদের সব কাজ বৃথা হয়েছে; আর তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে আগুনে।

সে-ই আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো দেখাশোনা করবে যে আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর কাউকে ভয় করে না আল্লাহ্ ভিন্ন। এদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে যে এরা ঠিক পথে চালিত হবে।

কী, তীর্থযাত্রীদের খাবার পানি দেওয়া আর পবিত্র মসজিদ দেখাশোনা করা—একে কি তোমরা তুল্য জ্ঞান করো তার যে আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে করে? এরা তুল্য নয় আল্লাহ্‌র কাছে, আর আল্লাহ্ তাদের পথ দেখান না যারা অন্যায়কারী (৯ : ১৭—১৯)।

হে বিশ্বাসিগণ, বহুদেববাদিগণ অপরিচ্ছন্ন ভিন্ন আর কিছু নয়,[৫] সেজন্য এই বৎসরের পরে তারা পবিত্র মসজিদে আসতে পারবে না; আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় করো তবে আল্লাহ্ তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে যদি তিনি ইচ্ছা করেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে—যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না, শেষদিনেও না, যারা নিষেধ করে না যা আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল নিষিদ্ধ করেছেন, সত্য ধর্মও অনুসরণ করে না—তাদের থেকে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে—যে পর্যন্ত না তারা জেযিয়া দেয় প্রাধান্য মেনে আর অধীন হোয়ে। (৯ : ২৮-২৯)।

এই সূরাটি সম্বন্ধে পরে (অনুবৃত্তিতে) আমরা আলোচনা করবো।

তাবুক অভিযান সম্পর্কে যেসব নির্দেশ এতে আছে সেসবের কিছু কিছু উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

আবদুল্লা বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পরে তার জন্য প্রার্থনা করা সম্বন্ধে এই সূরাতে যে আয়াতটি আছে সে সম্পর্কে ওমর বলেছেন : আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু হলে রসুলকে অনুরোধ করা হলো তার জন্য জানাজা (পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা) পড়তে। হযরত গিয়ে যখন তার লাশের পাশে দাঁড়ালেন জানাজা পড়ার জন্য তখন আমি আমার স্থান থেকে হযরতের সামনে গিয়ে বল্লাম : আপনি কি আল্লাহ্‌র শত্রু আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের জানাজা পড়তে যাচ্ছেন ? আমি অনেক কথা বল্লাম তাতে হযরত হেসে বল্লেন : ওমর, আমার পেছনে দাঁড়াও আমাকে বাছাই করতে বলা হয়েছে, আর আমি বেছে নিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে :

---

৫ তারা উলঙ্গ হোয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতো।

(হে মোহম্মদ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো, যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর সত্তর বার, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না, এটি এইজন্য যে তারা আল্লাহ্তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করেছিল, আর আল্লাহ্ দুষ্কৃতিকারীদের পথ দেখান না।

যদি আমি জানতাম যে সত্তর বারের বেশি প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে তবে আমি তা করতাম। এরপর হযরত তার জন্য প্রার্থনা করলেন আর তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন যে পর্যন্ত না তাকে মাটি দেওয়া হলো। যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল ভাল জানেন সে সম্বন্ধে আমার এই দুঃসাহস লক্ষ্য করে আমি নিজের প্রতি বিস্মিত হয়েছিলাম। এর অল্পকাল পরেই এই বাণী অবতীর্ণ হয় :

আর তাদের কারো জন্য প্রার্থনা কোরো না তাদের কেউ মরলে, আর তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না, নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করে, আর তারা মরবে দুষ্কৃতিকারীরূপে।

ইব্নে ইসহাক বলেছেন : হযরতের মক্কা বিজয়, আর তাবুক অভিযান আর সাকিফ গোত্রের তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকারের পরে আরবের দিগদিগন্ত থেকে তাঁর কাছে প্রতিনিধি–দল আসে। আরবরা প্রতীক্ষা করছিল কোরেশের সঙ্গে রসুলের বিরোধিতার কি ফল দাঁড়ায়। কোরেশদের প্রাধান্য আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল কেননা তাদের তারা মনে করতো হযরত ইব্রাহিমের ও ইসমাইলের বংশধর। কাজেই কোরেশরা যখন পরাভূত হল তখন অন্যান্য আরব বুঝল রসুলের সঙ্গে বিরোধিতা করে আর ফল নেই। তখন তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল। এ সম্বন্ধে কোর্‌আনের বিখ্যাত বাণী এই :

যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য আর বিজয়, আর দেখছো লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লাহ্‌র ধর্মে—

তখন কীর্তন করো তোমার পালয়িতার প্রশংসা, আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ তিনি বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (করুণায়)।

বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন

যেসব গোত্রের প্রতিনিধি হযরতের কাছে আসে তাদের কিছু কিছু পরিচয় আমরা দিচ্ছি। বিখ্যাত তামিম গোত্রের তরফ থেকে যারা আসে তারা মসজিদ–প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে' উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকে : মোহম্মদ, আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন। তাদের এমন ডাকাডাকিতে হযরত বিরক্ত হন। হযরতকে আসতে দেখে তারা বলে : মোহম্মদ, আমরা আপনার কাছে এসেছি আত্মগৌরব ঘোষণায় প্রতিযোগিতা করতে—আমাদের কবি ও বক্তাকে অনুমতি দিন। হযরত অনুমতি দিলে তাদের পক্ষের হয়ে উতারিদ–বিন–হাজিব দাঁড়িয়ে বল্লে : প্রশংসা আল্লাহ্‌র তিনি আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য, আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য ; তিনি আমাদের রাজা করেছেন, দিয়েছেন আমাদের প্রচুর ধন–সম্পদ, তার ফলে আমরা বদান্য হতে পেরেছি, তিনি আমাদের পূর্বাঞ্চলের সব চাইতে শক্তিশালী দল করেছেন, আর সংখ্যায় আমরা সর্বাধিক, অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ, কাজেই মানুষের মধ্যে কে আমাদের সমকক্ষ? আমরা কি লোকদের মধ্যে রাজা নই, আর তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য? যে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায় যে বর্ণনা করুক আমি যেসব বর্ণনা করলাম। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ আমাদের যত কিছু দিয়েছেন সেসব সম্বন্ধে আরো বলতে পারতাম। আর সেসব সবাই জানে। আমি এসব বল্লাম তোমরা যদি পারো তবে এর তুল্য কিছু বলতে চেষ্টা কর, অথবা এর চাইতে ভালো কিছু।

হযরত সাবিত–বিন্–কায়েসকে বল্লেন : উঠে দাঁড়িয়ে বক্তার কথার উত্তর দাও। তখন সাবিত দাঁড়িয়ে বল্লেন :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর তাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর শাসন। তাঁর সিংহাসন তাঁর জ্ঞানের অন্তর্গত। তাঁর করুণার বাইরে কোনো কিছুর অবস্থিতি নেই। তাঁর ক্ষমতার বলে তিনি আমাদের রাজা করেছেন আর তাঁর সৃষ্টির সেরাকে দাঁড় করিয়েছেন রসুলরূপে, আর তাঁকে দিয়েছেন বংশ–মর্যাদা, করেছেন তাঁকে সত্যসন্ধ, দিয়েছেন তাঁকে সুযশ, আর পাঠিয়েছেন তাঁকে তাঁর গ্রন্থ, আর তার ভার দিয়েছেন তাঁর উপরে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে—আল্লাহ্ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন সমস্ত জগতের মধ্যে। তারপর তিনি লোকদের আহ্বান করেছেন তাঁতে বিশ্বাস স্থাপন করতে আর তাঁর লোকদের থেকে মোহাজিররা আর স্বজনরা আল্লাহ্‌র রসুলে বিশ্বাসী হয়েছে—খ্যাতিতে তিনি সুমহান, গৌরবে মহামহিম, আর কর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন আল্লাহ্‌র রসুল আহ্বান করেছিলেন তখন জগতে প্রথম আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, আর তাঁর সহকর্মী, আমরা লোকদের সঙ্গে সংগ্রাম করব যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে। আর যে আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করেছে যে আমাদের কাছ থেকে রক্ষা করেছে তার জীবন ও ধনসম্পদ, আর যে অবিশ্বাস করে তবে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয়ে অক্লান্তভাবে আমরা যুদ্ধ করব, আর তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য হবে সামান্য কাজ। এই আমার বক্তব্য আর আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করি আমার নিজের জন্য ও বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের জন্য। তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।

হযরতের কবি হাস্‌সান এই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। রসুল তাঁকে ডেকে পাঠান এসে তামিমদের কবির কথার উত্তর দিতে। হাস্‌সান যা বলেন তা অনেকটা সাবিতেরই অনুরূপ।

শুনে তামিমরা বলে, রসুলের তরফের বক্তা ও কবি আমাদের তরফের বক্তা ও কবির চাইতে ভাল, তাদের কণ্ঠ আরো মিষ্ট। শেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। রসুল তাদের মূল্যবান উপহার দেন।

বানু–আমির থেকে হযরতের কাছে তিন জন প্রতিনিধি আসে। তাদের নেতা আমিরের সঙ্কল্প ছিল সুযোগ বুঝে সে হযরতকে হত্যা করবে। আর এই ব্যাপারে সে তার সঙ্গীদের সাহায্য চায়। কিন্তু সে সুযোগ সে পায় না।

বর্ণিত হয়েছে, হযরতের কাছ থেকে ফিরে এসে সে প্লেগে মারা যায়, আর একজন সঙ্গী মারা যায় বজ্রাঘাতে।

বনি সা'দ বিন্ বক্‌র্ থেকে প্রতিনিধিরূপে আসে যিমাম বিন্ সালাবা। সে মদিনার মসজিদে উপস্থিত হয়ে হযরতকে প্রশ্ন করে : সত্যই তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল কি না, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করার আর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের উপাসনা পরিহার করার নির্দেশ তিনি নিয়ে এসেছেন কি না, পাঁচবার নামায পড়া আর যাকাত, রোজা, হজ ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করবার আদেশ তিনি আল্লাহ্ থেকে পেয়েছেন কি না। হযরত এসবের সম্মতিসূচক উত্তর দেন। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে ও ধর্মের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করার অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে যায়। হযরত বলেন : এই লোকটি অকপট—সে বেহেশ্‌তে যাবে। যিমাম–এর আন্তরিক বিশ্বাস তার জাতির মন স্পর্শ করে, এবং তারা সবাই রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে।

আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে আসে আল্–জারুদ বিন্ আম্‌র্। হযরত তার কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করেন। সে বলে : মোহম্মদ, আমার ঋণ আছে, আমি যদি আমার ধর্ম ত্যাগ করে আপনার ধর্ম গ্রহণ করি তবে আপনি কি আমার ঋণের দায়িত্ব নেবেন? রসুল বল্লেন: আমি এই দায়িত্ব নিচ্ছি যে আল্লাহ্ তোমাকে যাতে চালিত করেছেন তা এসবের চাইতে ভাল। সে ও তার

সঙ্গীরা ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর সে হযরতের কাছে বাহন চায়। হযরত বল্লেন : কোনো বাহন এখন নেই। আল্-জারুদ বল্লে ; মদিনা ও তার অঞ্চলের মধ্যে কতকগুলো বেওয়ারিশ পশু আছে সে কি তাদের উপরে চড়ে দেশে যেতে পারে না? হযরত বল্লেন : না, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও, কেননা তা করলে তোমাকে দোযখের আগুনে যেতে হবে। এরপর আল্-জারুদ তার জাতির কাছে চলে যায়। সে তখন ভাল মুসলমান হয়েছে—ধর্মে দৃঢ়চিত্ত। তার জাতির লোকদের কেউ কেউ মুসলমান হবার পরে তাদের পুরাতন ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। তখন আল্-জারুদ ধর্মে তার দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করে চলে।

বানু হানিফা গোত্রের যেসব প্রতিনিধি এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল মুসায়লিমা বিন্ হাবিব। তাকে বলা হয়েছে মহামিথ্যাবাদী, কেননা, সে পরবর্তী কালে বলেছিল—সে নবী।

বিখ্যাত হাতেম তাঈ-এর গোত্রের কিছু লোক এক সময় মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের সঙ্গে ছিল হাতেমের কন্যাও। কিন্তু হাতেমের পুত্র আদিঈ সিরিয়ায় পালিয়ে যায়—সে খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করেছিল। হযরত হাতেমের কন্যাকে তার প্রার্থনা মতো সিরিয়ায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাকে কিছু কাপড়চোপড় ও অর্থও দিয়ে দেন। আদিঈ পরে মুসলমান হয়।

হযরতের তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে হিমিয়ার-এর রাজাদের দূত তাঁর কাছে আসে সেই রাজাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিয়ে।

হযরত তাঁদের প্রতি যে লেখন পাঠান তার সূচনা আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করেন, পরে বলেন...আপনারা আপনাদের করণীয় করবেন যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হন আর নামায পালন করেন ও যাকাত দেন...ফসলের যাকাত দিতে হবে (নির্দিষ্ট হারে) ...আর প্রত্যেক চল্লিশটি উটের জন্য দিতে হবে একটি দুগ্ধবতী উট, তিরিশটি উটের জন্য দিতে হবে একটি নবীনবয়স্ক মর্দা উট, পাঁচটি উটের জন্য দিতে হবে একটি ভেড়া, দশটি উটের জন্য দিতে হবে দুটি ভেড়া, চল্লিশটি গরুর জন্য দিতে হবে একটি গরু, তিরিশটি গরুর জন্য দিতে হবে একটি এঁড়ে বা বকন, চরে খাওয়া চল্লিশটি ভেড়ার জন্য দিতে হবে একটি ভেড়া। এই বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান। যে এর চাইতে বেশি করে সে নিজের ভাল করে। যে এইসব নির্দেশ পালন করে আর তার ইসলামের সাক্ষ্য বহন করে আর বিশ্বাসীদের সাহায্য করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সে বিশ্বাসী—বিশ্বাসীর অধিকার ও দায়িত্ব তার জন্য, আর সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিরাপত্তা ভোগ করে। যদি কোনো ইহুদি অথবা খৃষ্টান মুসলমান হয় তবে সে তার অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বাসীরূপে গণ্য হবে। কোনো ইহুদি অথবা খৃষ্টান যদি তার ধর্ম আঁকড়ে থাকে তবে তাকে ধর্মান্তরিত করা হবে না। তাকে জেযিয়া দিতে হবে—স্বাধীন অথবা দাস প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা নারীর জন্য এক দিনার হিসাবে, অথবা সেই মূল্যের কাপড়চোপড় ; যে তা আল্লাহ্‌র রসুলকে দেয় সে ভোগ করবে আল্লাহ্ ও রসুলের নিরাপত্তা, আর যে তা দেয় না সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের শত্রু।

নাজরানের খৃষ্টানদের আগমন

আরো বহু উপজাতি মক্কার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হযরতের দরবারে প্রতিনিধি পাঠায়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়। নাজরান মক্কা ও এমনের মধ্যবর্তী এক

অঞ্চল। সেখানে ছিল বহু খৃষ্টানের বাস। হযরত তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। তাদের ষাট জন নেতা মদিনায় আসেন। হযরত তাঁদের স্থান দেন মদিনার মসজিদে। মসজিদেই তাঁরা তাঁদের পদ্ধতিতে উপাসনা করেন। এঁদের নেতা ছিলেন আবু হারিসা। তাঁর সঙ্গে হযরতের বহু আলোচনা হয়। কিন্তু হযরত ঈসা সম্বন্ধে হযরত যা বলেন খৃষ্টান নেতারা তা মেনে নিতে রাজি হন না। তাদের 'মুবাহিলা' করতে আহ্বান করেন। সেটি কি তা বোঝা যাবে কোর্‌আনের এই তিনটি আয়াতের শেষেরটি থেকে :

> নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের দৃষ্টান্তের মতো। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন ধূলি থেকে তারপর তাঁকে বলেছিলেন : হও, আর তিনি হলেন। এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, সেজন্য সংশয়িতদের দলের হোয়ো না। কিন্তু তোমার কাছে জ্ঞান যা এসেছে তার পরে এ বিষয়ে যে কেউ তোমার সঙ্গে তর্ক করে তাকে বলো, এসো আমাদের সন্তাদের ও তোমাদের সন্তানদের আর আমাদের স্ত্রীলোকদের ও তোমাদের স্ত্রীলোকদের আর আমাদের লোকদের আর তোমাদের লোকদের ডাকি আর কাতর হয়ে প্রার্থনা করি মিথ্যাবাদীদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত পড়বার জন্য। (৩ : ৫৮—৬০)।

খৃষ্টান নেতারা মুবাহিলা করতে অগ্রসর হয় না। তার পরিবর্তে তারা জেযিয়া দিতে রাজি হয়। তখন হযরত তাদের এই বিখ্যাত সনদ দেন :

> নাজরানের পাদরী পুরোহিত ও সন্ন্যাসীবর্গ এবং সাধারণ অধিবাসিগণের প্রতি :— তাহাদিগের উপস্থিত অনুপস্থিত স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নামে, তাঁহার রসুল মোহম্মদের প্রতিজ্ঞা (এই-যে) সকল প্রকার সম্ভবপর চেষ্টার দ্বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিব। তাহাদের দেশ, তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ এবং তাহাদিগের ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় আচার-ব্যবহার, সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন অব্যাহত ও নিরাপদ থাকিবে। তাহাদিগের কোনো সমাজগত আচার-ব্যবহারের, কোনো বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অল্প হউক, বিস্তর হউক, যাহা কিছু তাহাদিগের আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের থাকিবে। মুসলমানগণ তাহাদিগের নিকট—অর্থ বিনিময় ব্যতীত—কোন প্রকার উপকার লইতে পারিবেন না। তাহাদিগের নিকট হইতে ওশর গ্রহণ করা হইবে না, তাহাদিগের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্যচালনা করা হইবে না। আল্লার নামে তাহাদিগকে আরও 'প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে কোন ধর্মযাজককে তাহার পদ হইতে অপসৃত করা হইবে না, কোন পুরোহিতকে পদচ্যুত করা করা হইবে না, কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোনও প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা হইবে না। যাবৎ তাহারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে—তাবৎ এই সনদের লিখিত সমস্ত শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে।
>
> 'তাহারা অত্যাচারী না হউক এবং তাহারা অত্যাচারিত না হউক।'
>
> (মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য)।

রসুল যখন মোয়াযকে এমনের শাসনকর্তারূপে পাঠান তখন তাঁকে এই উপদেশ দেন : সুসংবাদ দাও, আর লোকদের প্রতিহত ক'রো না, তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ যারা গ্রন্থধারী, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে বেহেশতের চাবি সম্বন্ধে। বোলো তাদের যে সেই চাবি হচ্ছে এই সাক্ষ্য দানে যে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।

হযরত দশম হিজরীর রবিউল আখের অথবা জুমাদাল-উলা মাসে খালেদ বিন্ আল্ ওয়ালিদকে নাজরানের বানু আল্-হারিস-এর কাছে পাঠান তাদের ইসলামে আহ্বান করার জন্য। আক্রমণের পূর্বে তাদের তিন দিন সময় দিতে বলেন। এই তিন দিনের মধ্যে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে খালেদ তাদের আনুগত্য গ্রহণ করবে আর যদি তারা অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।—বানু আল্-হারিস ইসলাম গ্রহণ করে।

বানু আল্-হারিস ছিল একটি দুর্ধর্ষ গোত্র।

হযরতের পুত্রবিয়োগ

দশম হিজরীর একটি বড় ঘটনা হযরতের পুত্র ইব্রাহিমের (ইনি বিবি মারিয়ার গর্ভজাত) শৈশবে মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে হযরত খুব শোক পান। শিশুর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে দেখে স্বভাবত তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হল। তিনি বল্লেন : আল্লাহ্‌র যা অভিরুচি তাই হবে ; কিন্তু আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর সঙ্গী বল্লেন : হযরত, আপনি তো আমাদের শোক করতে নিষেধ করেছেন। হযরত বল্লেন : অশ্রু বওয়ানো তো করুণা, যে করুণা করে না সে করুণা পাবে কেমন করে? আমি উদ্দামভাবে শোক করতে নিষেধ করেছি।

এই দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা ভাবলে নবীর পুত্রের মৃত্যুর জন্য আকাশ ও পৃথিবী শোক করছে। কিন্তু হযরত তাদের বলেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র দুটি নিদর্শন। কোনো মানুষের জন্মের বা মৃত্যুর জন্য তাদের গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা এইসব গ্রহণ দেখ তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রার্থনারত হ'ও।

নবীত্বের মিথ্যা দাবিদার

দশম হিজরীর শেষে নবীত্বের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লিমা হযরতের কাছে এই মর্মের এক পত্র প্রেরণ করে আল্লাহ্‌র রসুল মুসায়লিমা থেকে আল্লাহ্‌র রসুল মোহম্মদের প্রতি। আপনার পরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমাকে আপনার সঙ্গে ক্ষমতায় অংশী দাঁড় করা হয়েছে। দেশের অর্ধেক আমাদের আর অর্ধেক কোরেশদের, কিন্তু কোরেশরা শত্রুভাবাপন্ন।—দুইজন দূত এই পত্র নিয়ে আসে।

হযরত তাদের জিজ্ঞাসা করেন এই পত্র সম্বন্ধে তারা কি বলে। তারা উত্তর দেয় : মুসায়লিমা যা বলে আমরাও তাই বলি। হযরত বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ, দূত যদি অবাধ্য না হতো তবে আমি তোমাদের দুই জনের শিরচ্ছেদ করতাম। তারপর তিনি মুসায়লিমাকে লেখেন : আল্লাহ্‌র রসুল মোহম্মদ থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লিমার প্রতি—শান্তি তার উপরে বর্ষিত হোক যে (আল্লাহ্‌র) নির্দেশ অনুসারে চলে। পৃথিবী আল্লাহ্‌র, তিনি তাঁর সৃষ্টদের যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকার দেন, আর সুফল ধার্মিকদের জন্য।

বিদায় হজ

যুলকাদা মাসের সূচনায় হযরত হজ-ব্রত উদযাপনের জন্য লোকদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। হযরত আয়েশা বলেছেন যে রসুল হজ করতে রওনা হয়েছিলেন ২৫ যুলকাদা তারিখে।

হযরতের সঙ্গে হজ করতে চললো বহু লোক।

পথে তাদের সংখ্যা আরো বাড়ে। লক্ষাধিক লোকের এই হজযাত্রা এক অপূর্ব দৃশ্য। এক একখণ্ড শুভ্র বর্ণের উত্তরীয় ও তহবন—হযরত মোহম্মদ মোস্তফা থেকে মদিনার একটি দরিদ্রতম ক্রীতদাস পর্যন্ত সবারই আজ এই এক পরিচ্ছদ। সবাই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সবার মুখে একই 'লাব্বাএক' (এই আমি হাজির) ধ্বনি।[৬]

যথারীতি হজ সমাধানের পরে হযরত সেই মহা জনসমাবেশে যে ভাষণ দেন তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁর বক্তব্যের প্রধান প্রধান অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

হে জনগণ, আমার কথা শোনো। আমি জানি না এই বৎসরের পরে এই জায়গায় পুনরায় তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা। তোমাদের রক্ত আর তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের প্রভুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জন্য পবিত্র—যেমন পবিত্র এই দিন ও এই মাস। নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রভুর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে, আর তিনি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদের কাজ সম্বন্ধে। তাঁর বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। যার কাছে কোনো ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে সে তা ফিরিয়ে দিক তাকে যে তার কাছে তা গচ্ছিত রেখেছিল। সমস্ত সুদ বাতিল করা হল, কিন্তু তোমাদের মূলধন তোমাদের রইল। অন্যায় কোরো না, তাহলে তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। আল্লাহ্ বিধান করেছেন যে আর সুদ থাকবে না, আর আব্বাস বিন্ আব্দুল মোত্তালেবের সুদ সমস্তই বাতিল করা হল। অন্ধকার যুগে যত শোণিত-পাত হয়েছে তার আর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না...তোমাদের দেশে শয়তানের আর পূজা লাভের আশা নেই, কিন্তু তার পূজা না করলেও সে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তোমাদের আনুগত্য লাভ করে তবু সে খুশি হবে ; কাজেই তোমাদের ধর্মবিষয়ে তার সম্বন্ধে সাবধান হও। পবিত্র মাস মুলতবী রাখা সমূহ অবিশ্বাস, তার দ্বারা যারা অবিশ্বাসী তারা প্রতারিত হয়...আল্লাহ্‌র কাছে মাসের সংখ্যা বারো, তার চার মাস পবিত্র...তোমাদের স্ত্রীদের উপরে তোমাদের অধিকার আছে, আর তোমাদের উপরে তাদের অধিকার আছে। তোমাদের অধিকার আছে যে তারা তোমাদের বিছানা অপবিত্র করবে না। যদি তারা তা করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের অধিকার দিয়েছেন তাদের ভিন্ন কামরায় রাখতে, আর তাদের প্রহার করতে, কিন্তু গুরুতরভাবে নয়। যদি তারা এ থেকে বিরত থাকে তবে তাদের অধিকার আছে তাদের খাদ্যে ও কাপড়-চোপড়ে, সদয়তার সঙ্গে। আর স্ত্রীদের আদেশ দাও সদয়ভাবে, কেননা তারা তোমাদের বন্দী, তাদের নিজেদের উপরে তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই ; তোমরা তাদের আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গ্রহণ করেছ কেবল গচ্ছিত-রূপে ; আর তাদের তোমরা ভোগ করতে পারো আল্লাহ্‌র বাণীর দ্বারা।

আর তোমাদের দাসগণ, দৃষ্টি রাখ, তাদের তোমরা খাওয়াবে যা তোমরা খাও, আর পরাবে যা তোমরা পরো। আর যদি তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে না পার তবে তাদের বিক্রয় করো ; কেননা তারা আল্লাহ্‌র দাস, অত্যাচারিত হবার যোগ্য নয়।

জেনো যে প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই, আর মুসলমানেরা পরস্পরের ভাই। একজন ভাইয়ের কাছ থেকে তাইই নেওয়া বৈধ যা সে ইচ্ছা করে' দেয়, অতএব নিজেদের ক্ষতি কোরো না।

এটি কোন্ মাস জান?— কোন্ স্থান?— কোন্ দিন?— জনগণ উত্তর দেয়—পবিত্র মাস, পবিত্র স্থান, হজের মহাদিন। এর প্রত্যেক কথার সঙ্গে হযরত উত্তর দিলেন : এমনি পবিত্র ও আঘাতের অযোগ্য আল্লাহ্ করেছেন তোমাদের প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তি পরস্পরের জন্য, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হও।

---

৬ মোস্তফা-চরিত দ্রষ্টব্য।

যে উপস্থিত আছে সে এই বাণী পৌঁছে দিক তার কাছে যে অনুপস্থিত। হতে পারে যাকে বলা হবে সে এই কথা ভাল মনে রাখবে তার চাইতে যে এই কথা শুনেছে...

নিঃসন্দেহ আমার উপরে যে ভার দেওয়া হয়েছিল আমি তা সমাপন করেছি। আমি তা তোমাদের মধ্যে রেখে গেলাম—এক স্পষ্ট নির্দেশ, আল্লাহ্‌র গ্রন্থ আর তাঁর রসুলের আচরণাবলী—যদি তোমরা সেসব আঁকড়ে ধরো তবে কখনো বিপথগামী হবে না।

তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে হযরত বল্লেন :

হে প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি? আর আমার উপরে যে প্রচারের ভার ছিল তা উদ্‌যাপন করেছি? তাঁর চার-পাশের জনগণ বলে উঠলো : হাঁ, আপনি তা করেছেন। হযরত বল্লেন : হে প্রভু, মিনতি করি তুমি এর সাক্ষী থাকো।

এই কথা বলে হযরত তাঁর ভাষণ সাঙ্গ করলেন। তিনি তাঁর উট থেকে নেমে যোহর ও আসরের নামায সবার সঙ্গে পড়লেন। তারপর তাঁর কাছে অবতীর্ণ হল এই বাণী : আজকের দিনে তোমাদের ধর্মকে আমি পূর্ণাঙ্গতা দান করেছি, আর তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেছি, আর তোমাদের থেকে ইসলামকে—আত্মসমর্পণকে—গ্রহণ করেছি তোমাদের ধর্মরূপে।

এর পর তিনি ৬৩টি উট কোরবানি করলেন তাঁর জীবনের প্রতিটি বৎসরের জন্য একটি উট এই হিসাবে—আর তাঁর আনা একশত উটের অবশিষ্টগুলো আলী কোরবানি করলেন। তারপর হযরত তাঁর মস্তক মুণ্ডন করলেন, আর এইভাবে হজ পূর্ণাঙ্গ হলো।

বিদায় হজের দিনে হযরত যে বাণী লাভ করলেন তাতে বলা হয়েছিল আজকার দিনে তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দান করা হল। এই কথা শুনে হযরত আবু বকর বুঝলেন হযরতের তাঁর অনুবর্তীদের ত্যাগ করে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার দিনের আর দেরি নেই। এই কথা ভেবে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

হযরতের হিজরতের একাদশ বৎসরে আরবের বিভিন্ন জায়গায় তিনজন নবীত্বের দাবিদারের অভ্যুত্থান হয়। তাদের মধ্যে মুসায়লিমার কথা আমরা জেনেছি। অপর দুইজন হচ্ছে বনি সা'দ গোত্রের প্রধান তোলায়হা আর এমনের আল আসওয়াদ। এদের দুইজন—মুসায়লিমা ও আল আসওয়াদ—পরে নিহত হয়, তোলায়হা বশ্যতা স্বীকার করে।

এই বৎসর সিরিয়ার সীমান্তে রোমক সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য হযরত তাঁর অনুবর্তীদের আদেশ দেন। এই সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন যায়েদের পুত্র তরুণবয়স্ক ওসামা। তাঁর অনুগমী হন আবু বকর, ওমর প্রভৃতির মতো প্রধান ও মান্য ব্যক্তি। মদিনার অদূরে আল্ জুরফ্ নামক স্থানে সৈন্যেরা জমা হতে লাগল। এই সময় দেখা দিল হযরতের পীড়া।

হযরতের পরলোক গমন

ইব্‌নে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে : পীড়া দেখা দেবার পূর্বরাত্রে হযরত জনৈক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে পরলোকগতদের উদ্দেশ্যে বলেন : হে কবরবাসিগণ, তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা সুখী, কেননা তোমরা অনেক ভাল আছ যারা বেঁচে আছে তাদের চাইতে, মতভেদ অন্ধকারের তরঙ্গের মতো একটির পর অপরটি এসে পড়েছে—শেষেরটি পূর্বেরটির চাইতে আরো প্রবল। —সঙ্গীর দিকে ফিরে তিনি বল্লেন : আমাকে বলা হয়েছে পৃথিবীর ধনসম্পদ ভোগ আর দীর্ঘ জীবন লাভ আর মৃত্যুর পরে বেহেশত, আর আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও অবিলম্বিত বেহেশত, এই দুইয়ের মধ্যে বেছে নেবার কথা। সঙ্গী তাঁকে বলেন প্রথমটি গ্রহণ

করতে, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন দ্বিতীয়টি। তারপর তিনি মৃতদের জন্য প্রার্থনা করেন ও সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

হযরত আয়েশা বলেছেন : সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে হযরত দেখলেন আমি মাথার বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। তখন আমি বলছিলাম, হায় আমার মাথা। হযরত (তামাশা করে) বল্লেন : না আয়েশা, আমি বরং বলতে পারি—হায় আমার মাথা। তিনি বল্লেন : তুমি যদি আমার সামনে মারা যাও আর আমি তোমার দাফন করি ও জানাজা পড়ি তাহলে কি তুমি অখুশি হবে? হযরত আয়েশা বল্লেন : আমি দেখছি—সেই জানাজা পড়ার পরে আমার কামরায় এসে আপনার কোনো স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছেন। এই কথা শুনে হযরত হাসলেন। তারপর তাঁর মাথার বেদনা অত্যন্ত বেড়ে গেল। পালাক্রমে বিভিন্ন স্ত্রীর গৃহে রাত্রিযাপন বন্ধ করে' শুশ্রূষার জন্য হযরত আয়েশার গৃহে তিনি স্থান নিলেন।

হযরতের পীড়া বেড়েই চললো আর তাঁর খুব যন্ত্রণা হতে লাগল। খয়বরে তাঁর খাদ্যে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল তার ক্রিয়া এই সময়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়—তাঁর একটি উক্তিতে সে-কথা আছে। তিনি অত্যন্ত জ্বালা বোধ করেন। তিনি বলেন : বিভিন্ন কুয়ো থেকে এনে সাত মশক পানি আমার মাথায় ঢালো যেন আমি লোকদের কাছে গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে পারি। হযরত হাফসার একটি টবে হযরতকে বসিয়ে তাঁর মাথায় পানি ঢালা হলো। শেষে তিনি বল্লেন: হয়েছে হয়েছে।

এরপর হযরত মাথায় একটি কাপড় বেঁধে নামাযের স্থানে গিয়ে বসলেন। প্রথমে তিনি ওহোদে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তাদের জন্য দীর্ঘসময় প্রার্থনা করলেন ; তারপর বল্লেন : আল্লাহ্ তাঁর এক ভৃত্যকে বেছে নিতে বল্লেন সংসারের জীবন, আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে এই দুটির মধ্যে থেকে—সেই ভৃত্য বেছে নিল শেষেরটি। আবু বকর তাঁর কথার অর্থ বুঝলেন ও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন : না, আপনার পরিবর্তে আমাদের ও আমাদের সন্তানসন্ততিদের আল্লাহ্ গ্রহণ করুন। হযরত বল্লেন : ধীরে হে আবু বকর। তিনি আরো বল্লেন : মসজিদের দিকে যেসব দরজা খোলা সেসব বন্ধ করে দাও, কেবল আবু বকরের বাড়ীর দিকের দরজা খুলে রাখ, কেননা আবু বকরের চাইতে ভাল বন্ধু আমার আছে তা আমি জানি না।

ওসামা বিন্ যায়েদের মতো একজন তরুণের নেতৃত্বে লোকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল ও তারা প্রচুর সংখ্যায় সৈন্যদলে যোগ দিচ্ছিল না। হযরত আল্লাহ্‌র প্রশংসার পরে বল্লেন : হে জনগণ, ওসামার সৈন্যদলকে রওনা হতে দাও ; তার নেতৃত্ব তোমাদের সমালোচনার বিষয় হয়েছে যেমন এক সময়ে তার পিতার নেতৃত্ব তোমাদের সমালোচনার বিষয় হয়েছিল ; সে তার পিতার মতই নেতৃত্বের ভার পাবার যোগ্য। তাঁর কথা শুনে লোকেরা যুদ্ধযাত্রার জন্য সত্বর হল। কিন্তু হযরতের পীড়া বৃদ্ধির জন্য ওসামার অধীন সৈন্যদল আল্ জুরফেই রয়ে গেল।

হযরত তাঁর অসুখের সময় যেদিন ওহোদের শহীদদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন সেদিন আরো বলেছিলেন : হে মোহাজিরগণ, আনসারদের প্রতি সদয় ব্যবহার কোরো ; কেননা অন্য লোকেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আনসারদের তেমন সংখ্যা-বৃদ্ধি হতে পারে না ; তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টি রেখেছে আমার সুখসুবিধার দিকে, আর আমার সহায় হয়েছে, কাজেই তাদের মধ্যে যারা ভাল লোক তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো আর যারা তেমন নয় তাদের ক্ষমা করো। এই কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন আর তাঁর গৃহে ফিরলেন। পীড়ার প্রকোপে তিনি সম্বিৎহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর পরিজনেরা জোর করে তাঁকে আবিসিনিয়ায় প্রচলিত প্লরিসি'র একটি ওষুধ খাইয়ে দেন। হযরত সম্বিৎ লাভ করে তাতে

অসন্তোষ প্রকাশ করেন ও যাঁরা জোর করে তাঁকে খাইয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের সেই ওষুধ খাইয়ে দেন—কেবল তাঁর চাচা আব্বাসকে রেহাই দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা বলেছেন : যখন রসুলুল্লাহ্ আবু বকরকে নামাযে নেতৃত্ব করবার নির্দেশ দেন তখন তিনি হযরতকে বলেন : আবু বকর তেমন শক্ত সবল লোক নন, তাঁর কণ্ঠও দুর্বল, আর কোর্‌আন পাঠকালে তিনি খুব অশ্রু বিসর্জন করেন। কিন্তু হযরত তাঁর নির্দেশ বহাল রাখেন আর হযরত আয়েশাও তাঁর আপত্তি জানিয়ে যান। তাতে হযরত বলেন : তুমি দেখছি ইউসুফের সঙ্গীদের মতো ; তাকে নামাযে নেতৃত্ব করতে বলো। হযরত আয়েশা চাচ্ছিলেন না যে হযরতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর পিতা নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নিন্দাভাজন হন ।

বর্ণিত হয়েছে, এই কালে একদিন ওমর নামাযে নেতৃত্ব করছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে হযরত আবু বকরকে ডেকে পাঠান ও তাঁকে নেতৃত্ব করতে বলেন।

হযরত রোগভোগ করেন দিন পনেরো। তার শেষের পাঁচ দিন রোগের তীব্রতা—দাহ ও যন্ত্রণা—খুব বাড়ে। তাঁর অবস্থা দেখে হযরত ফাতেমা আকুল হয়ে রোদন করেন। আলী তাঁকে নিবৃত্ত হতে বলেন। হযরত বলেন : আলী, আপন পিতার জন্য তাকে কাঁদতে দাও।

সোমবারের দিন—হযরতের পরলোক গমনের দিন—হযরত ফজরের নামাযে যোগ দিতে এলেন—তাঁর মাথা ছিল কাপড়ে জড়ানো, আর আবু বকর নেতৃত্ব করছিলেন। হযরত এলে লোকদের মনযোগ স্বতঃই সেইদিকে গেল। আবু বকর বুঝলেন হযরত এসেছেন, আর তিনি নেতৃত্বের স্থান থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু হযরত তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন : লোকদের নামায পড়াও, আর আবু বকরের পাশে বসে' তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে তিনি উচ্চকণ্ঠে বল্লেন : হে জনগণ, আগুন জ্বালানো হয়েছে, বিদ্রোহ আসছে রাত্রির আঁধারের মতো, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাকে তোমরা কোনো দোষ দিতে পারো না, আমি তাই বৈধ বলি যা কোর্‌আন বৈধ বলে, আর তাই নিষেধ করি যা কোর্‌আন নিষেধ করে। তাঁর কথা শেষ হলে আবু বকর হযরতকে বল্লেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল, দেখছি আজকের সকালে আপনি আল্লাহ্‌র করুণা ও কল্যাণ ভোগ করছেন। এই বলে তিনি মদিনার সুন্‌হ্ পল্লীতে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত স্বীকৃত হলেন ও নিজের ঘরে গেলেন।

কিন্তু আব্বাস বল্লেন : তিনি হযরতের মুখে মৃত্যুর লক্ষণ দেখছেন, যেমন পূর্বে আবদুল মোত্তালেবের সন্তানদের মুখে দেখেছিলেন। হযরতের পরে পরিচালনার ভার কে বা কারা পাবে সেকথা তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে চাইলেন ; কিন্তু আলী তাতে স্বীকৃত হলেন না।

বর্ণিত হয়েছে এই সময় একদিন হযরত কালি কলম আনতে বলেন তাঁর পরে কি ব্যবস্থা হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ দেবার জন্য। তাতে ওমর বলেন : তাঁর মতি স্থির নয়—কোর্‌আন কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরত কোনো নির্দেশ দিয়ে যান নি।

হযরত আয়েশার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। হযরত নির্দেশ দেন কয়েকটি দরিদ্র পরিবারকে তা দিয়ে দিতে। তিনি বলেন : এগুলো হাতে রেখে আমার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়া আমার জন্য সঙ্গত হবে না।

হযরতের অন্তিমকাল সম্বন্ধে হযরত আয়েশা বলেছেন : হযরত সেইদিন মসজিদ থেকে ফিরে আমারই বক্ষে হেলান দিয়ে শুলেন। আবু বকরের পরিবারের একটি লোক আমার কাছে একটি দাঁতন নিয়ে এলো, হযরত তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যাতে মনে হল তিনি তা চাচ্ছেন। তিনি তা চাচ্ছেন কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন : হাঁ। তাই, আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে দাঁতন করলেন। তেমন আগ্রহের সঙ্গে

তিনি পূর্বে দাঁতন করেন নি। তারপর তিনি তা রেখে দিলেন। আমার বক্ষে তাঁকে ভারী বোধ করলাম, আর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখদুটি নিস্পন্দ হয়েছে, আর তিনি বলছেন : না, মহামহিম সঙ্গী হচ্ছেন বেহেশতের সঙ্গী। হযরত আয়েশা বল্লেন : আপনাকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল আর যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর শপথ, আপনি বেছে নিয়েছেন।

এইভাবে রসুলকে নিয়ে যাওয়া হল।

বর্ণিত হয়েছে, অন্তিমকালে হযরত বলেছিলেন : আমার কবর সেজদার জায়গায় পরিণত কোরো না।

আরবে দুই ধর্ম থাকবে না।

নামায, নামায—সাবধান।

দাসদাসীদের প্রতি—সাবধান।

ইব্‌নে ইসহাকে বলা হয়েছে সোমবারের দিন দুপুরে হযরত পরলোক গমন করেন। কিন্তু অন্য মতে তিনি পরলোক গমন করেন সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে।

হযরতের পরলোক গমনের তারিখ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রচলিত মতে ১২ই রবিয়ল আউয়ল তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। মতান্তরে তিনি পরলোক গমন করেন ১লা বা ২রা রবিয়ল আউয়ল তারিখে।

হযরতের মৃত্যু হলে ওমর উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন : যারা বিক্ষোভকারী তাদের কেউ কেউ রটাচ্ছে রসুলের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ, তাঁর মৃত্যু হয় নি, তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গেছেন যেমন মূসা গিয়েছিলেন তাঁর লোকদের থেকে—চল্লিশ দিন আড়ালে ছিলেন—তখন বলা হচ্ছিল তিনি মারা গেছেন, তারপর তিনি এলেন। আল্লাহ্‌র শপথ, রসুল তেমনি আসবেন যেমন মূসা এসেছিলেন, আর তাদের হাত ও পা কাটবেন যারা রটাচ্ছে তিনি মারা গেছেন। আবু বকর এসে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। এদিকে মনোযোগ না দিয়ে তিনি আয়েশার ঘরে গেলেন—সেখানে হযরতকে একটি এমনী বস্ত্রে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি গিয়ে তাঁর মুখ খুলে চুম্বন করলেন আর বল্লেন : আপনি আমার পিতামাতার চাইতে প্রিয়তর, আল্লাহ্‌র যা বিধান সেই মৃত্যুর স্বাদ আপনি গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়বার মৃত্যু আপনার হবে না। তারপর তিনি হযরতের মুখ ঢেকে দিলেন ও বাইরে গেলেন। ওমর তখনও বলে চলেছিলেন। তিনি এসে বল্লেন : ধীরে, হে ওমর, শান্ত হও। কিন্তু ওমর সেকথা না শুনে বলেই চল্লেন। তাঁকে থামানো যাবে না দেখে আবু বকর লোকদের কাছে গেলেন। তারা ওমরকে ছেড়ে তাঁর কাছে এলো। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানিয়ে তিনি বল্লেন : হে জনগণ, যদি কেউ মোহম্মদের পূজক থাকে তবে মোহম্মদের মৃত্যু হয়েছে, যদি কেউ আল্লাহ্‌র পূজক থাক—আল্লাহ্ জীবন্ত ও অমর। এরপরে তিনি আবৃত্তি করলেন কোর্‌আনের এই বাণী :

আর মোহম্মদ একজন বাণীবাহক বৈ নন। নিঃসন্দেহ তাঁর পূর্বে পয়গাম্বররা গত হয়ে গেছেন ; যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হবে ? আর যে কেউ পশ্চাৎপদ হয় সে আল্লাহ্‌কে কোনো আঘাত দেয় না আদৌ। আর আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন কৃতজ্ঞদের। (৩ : ১৪৩)।

আবু বকরের মুখে কোর্‌আনের এই বাণী শুনে লোকদের মনে হলো এই বাণী যে রসুল সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আজ এটি শোনার আগে তা তারা জানতো না। তাঁর কাছ থেকে এই বাণী পেয়ে তারা বারবার এটি আবৃত্তি করতে লাগল। ওমর বলেছেন : আল্লাহ্‌র শপথ, যখন আমি আবু

বকরকে এসব কথা আবৃত্তি করতে শুনলাম তখন আমার মুখে আর কথা সরলো না ; আমার পা দুটি যেন আমাকে আর বহন করতে পারবে না ; আর আমি মাটিতে বসে পড়লাম এইটি জেনে যে রসুল সত্যই পরলোক গমন করেছেন।

হযরতের পরলোক গমনের পরে আনসাররা সা'দ বিন্ উবাদার চারপাশে বনি সায়দার ঘরে সমবেত হলো, আর আলী, আল্ যুবের বিন্ আল্ আওয়াম এবং তাল্হা বিন্ উবায়দুল্লাহ্ আলাদাভাবে ফাতেমার গৃহে সমবেত হলেন, আর অবশিষ্ট মোহাজির উসায়েদ বিন্ হুদায়ের ও বানু আবদুল আশ্হালকে সঙ্গে নিয়ে আবু বকরের চারপাশে সমবেত হলো। তখন কেউ এসে আবু বকর ও ওমরকে বল্লে : আনসাররা সা'দের চারদিকে বনি সায়দার গৃহে একত্রিত হয়েছে, যদি লোকদের হাতে আনতে চান হবে এখনি তা করা উচিত, নইলে তাদের সিদ্ধান্ত গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। তখনও হযরতের কাফন দাফন হয় নি। ওমর আবু বকরকে বল্লেন : চলুন আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাই কি তারা করছে তা দেখাবার জন্য।

গিয়ে তাঁরা দেখলেন আনসাররা সা'দকে তাদের নেতা মনোনীত করেছে—সা'দ এই সময় অসুস্থ ছিলেন, ঘরের এক কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়েছিলেন। ওমর তাড়াতাড়ি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবু বকর তাঁকে থামতে বল্লেন। আবু বকরকে ওমর নিজের চাইতে বিজ্ঞতর জ্ঞান করতেন, তাই তিনি তাঁর কথা মানলেন। আবু বকর আনসারদের বল্লেন : তোমরা যে বলেছ, "আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী আর আল্লাহ্র সেনাদল" এসবই সত্য, কিন্তু আরবরা কেবল কোরেশের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত কেননা তাদের বংশমর্যাদা বেশি, আমি তোমাদের সামনে এই দুই জনকে দাঁড় করছি—এই বলে তিনি ওমরের এবং আবু উবায়দা বিন্ জারবাহ্-র হাত ধরলেন। ওমর বলেছেন তিনি এই প্রস্তাব খুব অপছন্দ করেন কেননা তিনি আবু বকরের সামনে কর্তৃত্বের ভার নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আনসাররা বলতে লাগলো, দুই জন নেতা হোক, এক জন কোরেশদের অপর জন আনসারদের। বাদ প্রতিবাদ ও উত্তেজনা বেড়েই চললো। এমন আশঙ্কা হলো যে সমূহ বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। তখন ওমর বল্লেন : আবু বকর, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে তার উপরে নিজের হাত রেখে ওমর আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। মোহাজিররা তাঁর অনুবর্তী হলো এবং আনসাররাও।

বানু সায়েদার গৃহে আবু বকরের কাছে আনুগত্য স্বীকারের পরের দিন নামাযের সময় ওমর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন : ... আমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর উপরে আল্লাহ্ আপনাদের শাসনভার দিয়েছেন ; তিনি রসুলের সঙ্গী—গিরিগুহায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি (কোর্আনের বর্ণনা অনুসারে) কাজেই আপনারা উঠে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করুন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা একযোগে আবু বকরের আনুগত্য স্বীকার করলো—পূর্বদিনের আনুগত্য স্বীকারের পরে।

আবু বকর আল্লাহ্র প্রশংসা করে বল্লেন : আমাকে আপনাদের উপরে কর্তৃত্ব-ভার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তবে আমাকে সাহায্য করবেন, আর যদি মন্দ কাজ করি তবে আমাকে সংশোধন করবেন। সত্য আনুগত্যে আর মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতায়। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল সে হবে আমার চোখে সবল যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র ইচ্ছাক্রমে তার অধিকার আমি আদায় করি, আর আপনাদের মধ্যে যে সবল সে হবে আমার চোখে দুর্বল যে পর্যন্ত না আমি তার কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিই। যদি কোনো জাতি আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করতে বিরত হয় তবে আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছিত করবেন। অধর্ম কোনো জাতির ভিতরে ব্যাপক হলে আল্লাহ্ তাদের সবার উপরে দুর্বিপাক আনেন। আপনারা আমার অনুসরণ করুন যে পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করি, আর আমি যদি তাঁদের অবাধ্য হই

তবে আমার প্রতি বশ্যতা স্বীকার আপনাদের জন্য কর্তব্য হবে না। এইবার নামাযে দাঁড়ান, আল্লাহ্ আপনাদের উপর করুণা করুন।

আবু বকরকে নেতা নির্বাচনের পরে লোকেরা মঙ্গলবার দিন হযরতের কাফন দাফনের জন্য এলো। তাঁর গায়ের জামা খুলে তাঁকে গোছল দেওয়া হয় নি, সেই জামার উপরেই পানি ঢালা হয়েছিল; আর তিনি যেখানে শেষ নিঃশ্বাস মোচন করেন সেখানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। আবু বকর বলেন : হযরতকে তিনি বলতে শুনেছিলেন, নবীরা যেখানে প্রাণ ত্যাগ করেন সেখানেই সমাহিত হন।

বুধবারের রাত্রে, অর্থাৎ মঙ্গলবারের দিন গত রাত্রি দুপুরে; হযরতের সমাধি দেওয়া শেষ হয়।

হযরতের পরলোক গমনের পরে কবি হাস্‌সান তাঁর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করেন—তার দুটি চরণ এই :

তিনি ছিলেন সেই আলোক ও দীপ্তি যা আমরা অনুসরণ করতাম।

তিনি ছিলেন দর্শন ও শ্রবণ, আল্লাহ্‌র পরেই॥

মুসলিম মণ্ডলীর খলিফা মনোনীত হয়ে আবু বকরের প্রথম কাজ হলো ওসামার নেতৃত্ব সিরিয়া অভিযানকারীদের রওনা করে' দেওয়া, কেননা এইটি ছিল রসুলের বিশেষ ইচ্ছা। এ সময়ে নব-গঠিত মুসলিম রাজ্যের নানাস্থানে অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল। অনেকে ইচ্ছা করেছিলেন এ সময়ে বিশ্বাসীদের দূরে পাঠানো সঙ্গত হবে না, বরং তাদের মদিনা রক্ষার জন্য কাছে রাখাই দরকার। কিন্তু আবু বকর কিছুতেই তাতে সম্মত হলেন না, কেননা রসুল ওসামাকে সিরিয়া অভিযানের নেতা নিযুক্ত করে গেছেন। অশেষ সম্মান দেখিয়ে ওসামাকে তিনি রওনা করিয়ে দিলেন। প্রধানদের মধ্যে কেবল ওমর তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য রয়ে গেলেন।

আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়ে ওসামা শত্রুপক্ষকে পরাভূত করলেন, আর মদিনায় ফিরলেন পূর্ণ বিজয়-গৌরবে তাঁর পিতার অশ্বে আরোহণ করে'।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবৃত্তি

আরবের প্রাচীন ঐতিহ্য

আরবের ও আরবের লোকদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একালে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বিখ্যাত আবর-তত্ত্ববিদ হিট্‌টির History of the Arabs গ্রন্থে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। কিন্তু আমরা আরবের সুপরিচিত ঐতিহ্যের কথাই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছি, তার কারণ, আমাদের মুখ্য বিষয়, কোর্‌আনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত আরব ও আরবের জনজীবন। হিট্‌টি বলেছেন, বেদুইনদের মধ্যে যেসব শক্তি সুপ্ত ছিল প্রাথমিক ইসলামের দ্রুত ও প্রায় তুলনাহীন বিকাশে তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে। স্বনামধন্য আরব মনীষী ইব্‌নে খলদুনও মরুচারী বেদুইন জাতির অনেক অমূল্য গুণপনার উল্লেখ করেছেন। অনেক ভাল গুণ তাদের যে ছিল গবেষণা না করেও তা স্বীকার করে' নেওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় তাদের অনেক দোষেরও কথা—যার জন্য তাদের অসাধারণ কীর্তি তেমন স্থায়ী হতে পারে নি। আরবদের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানী তেমন না হয়ে আমরা বরং তাদের পরবর্তী, অর্থাৎ ইসলামীয় যুগের, সাফল্য ও বিফলতার দিকেই বেশি তাকিয়েছি। বলাবাহুল্য তাদের সেই বড় রকমের সাফল্য আর বড় রকমের বিফলতার দিকটাই এ পর্যন্ত বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে।

হযরতের প্রত্যাদেশ লাভ

হযরত আয়েশা বলেছেন :

> যখন আল্লাহ্ মোহম্মদকে সম্মানিত করতে চাইলেন, আর তাঁর সাহায্যে তাঁর (আল্লাহ্‌র) দাসদের উপরে করুণা প্রদর্শন করতে চাইলেন, তখন পয়গাম্বরের কাছে প্রথম প্রত্যাদেশের লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছিল সত্য স্বপ্নসমূহের দ্বারা ; সেইসব স্বপ্ন ছিল প্রভাতের মতো উজ্জ্বল। আল্লাহ্ তাঁকে নির্জনতাপ্রিয় করেছিলেন—নির্জনে সময় কাটাতেই তিনি সব চাইতে বেশি ভালবাসতেন।

হযরত হেরা গিরিগুহায় প্রথম যে প্রত্যাদেশ লাভ করলেন সেটি নিদ্রিত অবস্থায়। অন্য কথায়, সেটিও স্বপ্নের ব্যাপার—কিছুদিন থেকে যার অভিজ্ঞতা তাঁর হচ্ছিল। তবে এবার তাঁর যে অভিজ্ঞতা হলো তা রূঢ়, আর আল্লাহ্‌র দূত জিব্রিলকে তিনি দেখলেন।

প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে অন্য রকমের অভিজ্ঞতাও হযরতের হ'ত, যেমন, বুখারির একটি হাদিসে আছে :

> কখনো কখনো এই ওহি আমার কাছে আসে ঘণ্টার ধ্বনির মতো, তাতে আমার খুব কষ্ট হয়। যখন এই ঘণ্টার ধ্বনি থেমে যায় তখন আমার মনে থেকে যায় যা বলা হয়েছিল। অন্য সময়ে ফেরেশতা আমার কাছে আসে মানুষের রূপে আর আমার মনে থেকে যায় যা সে বলে।

অপর একটি হাদিসে আছে : খুব শীতের দিনে তিনি ওহি লাভ করতেন। হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন ইব্‌নে খলদুন।

প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে ইব্‌নে খলদুন আরো বলেছেন : দেখা যায় যাঁরা প্রত্যাদেশ পান তাঁরা স্বভাবত মহৎ প্রকৃতির আর পবিত্রহৃদয়, আর অলৌকিক ব্যাপার তাঁদের জীবনে ঘটে।

সুফীরাও অলৌকিকতায় বিশেষভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

অন্য কথায়, প্রাচীন মুসলিম মনীষীরা ওহি, প্রত্যাদেশ, এসব বলতে এক অলৌকিক ব্যাপারই প্রধানত বুঝেছিলেন। এর ব্যাখ্যা দিতে তাঁর চেষ্টা করেন নি।

সুবিখ্যাত মোতাযেলা সম্প্রদায় অবশ্য কোর্‌আনের ভাষা আর ভাব এই দুইকে বিভিন্ন করে' দেখতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁরা বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কোর্‌আনের ভাব প্রত্যাদেশের, অর্থাৎ অলৌকিক প্রেরণার ব্যাপার, কিন্তু কোর্‌আনের ভাব আর ভাষা দুইকেই যদি তুল্যরূপে দিব্য ও শাশ্বত জ্ঞান করা হয় তবে যা বস্তু, যাকে ধরা ছোঁওয়া বা দেখা যায়, তাকেও দিব্য ও শাশ্বত জ্ঞান করা হয়।

মোতাযেলাদের এই চিন্তা মুসলমান-জগতে গৃহীত হয় নি। সেই জগতের স্বীকৃত মত এই যে শুধু কোর্‌আনের ভাব নয়, তার শব্দ, তার অক্ষর, সবই কোনো বিশেষ সময়ে সৃষ্ট নয়—সেসব চিরন্তন।

আমরা জানি ভাব প্রকাশ পায় ভাষার সাহায্যে। শ্রেষ্ঠ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা ও ভাবের যেন যোগ অঙ্গাঙ্গী। তাই যাঁরা কোর্‌আনের ভাব আর ভাষাকে পৃথক করে' দেখতে রাজি হন নি তাঁদের কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু তবু ভাব আর ভাষা এই দুইকে পৃথক করে' দেখবার প্রয়োজন আছে। কালে কালে সেই প্রয়োজন বড় হয়েই দেখা দিয়েছে।

যেমন, কোর্‌আনে বলা হয়েছে : এটি আরবী কোর্‌আন ; আরবদের কাছে আরবীতে কোর্‌আন না এলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হতো।—কিন্তু কালে কালে কোর্‌আন যখন এমন সমস্ত লোকের ধর্মগ্রন্থ হয়েছে যাদের ভাষা আরবী নয়, তাদের কাছে নিশ্চয়ই আরবী কোর্‌আন আরবদের কাছে যেমন অর্থপূর্ণ, অর্থাৎ সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক, তেমন অর্থপূর্ণ হতে পারে না ; অন্য কথায়, এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোর্‌আনের ভাব ও ভাষা এই দুইয়ের তুল্য গুরুত্ব দেবার উপায় নেই ; এমন ক্ষেত্রে ভাবকে বেশি গুরুত্ব দিতেই হবে।

আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায় যখন বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেয় তখন ভাবের মধ্যেও কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান, কোনটি পরিবর্তিত কালে বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে, কোন্‌টি তা হয় নি, এসবের বিচার করতে হয়। কাজেই সেকালের মোতাযেলাদের আর সুফীদের মধ্যে যাঁরা কোর্‌আনের ভাবের উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন, কোর্‌আনের আক্ষরিকতা-বাদীদের চাইতে তাঁদের মর্যাদা একালে স্বভাবতই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন কালের এই নতুন দাবি যদি স্বীকৃত হয় তবে কোর্‌আন মূলতঃ যে প্রেরণার ব্যাপার—inspiration, instinct, intuition--ওহি-র মূল অর্থ তাই[১]—আর সেই প্রেরণা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কল্যাণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, স্বতঃই এই বড় সত্যের উপরে জোর বেশি পড়ে।

* মারমাডিউক পিক্‌থল বলেছেন : প্রত্যাদেশ লাভের পূর্বে হযরত ছিলেন একজন যুক্তিবাদী 'হানিফ' ; কাজেই ফেরেশ্‌তা দৈববাণী, এসবের যে নতুন অভিজ্ঞতা তাঁর হলো তাতে তাঁর মনে হয়েছিল, মনের উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর পতন ঘটেছে, তিনি কবিদের মতো খেয়ালী হয়েছেন, তাই তিনি নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি তাঁর

---

১. দ্রষ্টব্য : ২০ : ৩৮-৩৯ [যখন আমি তোমার (মূসার) মাতাকে ওহি দিয়েছিলাম ...] ১৬ : ৬৮ (আর তোমার পালয়িতা মৌমাছিকে ওহি দিলেন.........)।

নতুন অভিজ্ঞতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর পত্নী খদিজার আর খদিজার আত্মীয় ভাবুক ওরাকার বাণী তাঁকে তাঁর নতুন অভিজ্ঞতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

কিন্তু কোর্‌আনের বাণী এক অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে লাভ হলেও মূলতঃ তা যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, এসবের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। মোতাযেলারা বলেছিলেন : ধর্মশাস্ত্রের বাণীর সুসঙ্গত হওয়া চাই যুক্তি-বিচারের সঙ্গে। কোর্‌আনে বার বার বলা হয়েছে, কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবার জন্য নবী আসেন নি, তিনি এসেছেন মানুষদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন্‌টি সুপথ আর কোন্‌টি বিপথ তা জানিয়ে দিতে, আর এই কথা মানুষদের স্মরণ করিয় দিতে যে মানুষের মর্ত্য জীবনই একমাত্র জীবন নয়, সেটি তার অনন্ত জীবনের একটা অংশ মাত্র।—কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার ঘটানোর প্রতি হযরতের অপ্রবণতা কোর্‌আনে দেখা গেলেও তাঁর প্রাচীন চরিত-কথায় ও হাদিসে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, অথবা তাঁর সম্পর্কে, বহু অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোর্‌আনের শিক্ষার সঙ্গে সেসব মূলতঃ যখন সুসঙ্গত নয়, তখন সেকালের লোকদের মতো সেসবের মূল্য দিতে একালে আমরা বাধ্য নই, বিশেষ ক'রে একালে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আমাদের সামনে যখন সত্য ও কল্যাণের এক নতুন রূপ উন্মুক্ত করেছে। পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ এই দুয়ের উপরে কোর্‌আনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মুসলমানেরা একদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির বাহন হতে পেরেছিলেন পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশের উপরে জোর দিয়েই। কোর্‌আনের শিক্ষার এই দিকটার কথা আমাদের নতুন ক'রে ভাববার দিন এসেছে।

সেকালের নবীদের সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ অবশ্য কোর্‌আনে আছে। সেসব সম্বন্ধে একটু পরেই আমরা আলোচনা করবো।

হযরতের অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে হাদিসে আছে : ঝড়ের আয়োজন দেখলে তিনি শঙ্কিত হতেন এই ভেবে যে সেই ঝড় আল্লাহ্‌র শাস্তি বয়ে আনতে পারে—পূর্বে যেমন অন্যায়কারী জাতিদের জন্য এনেছিল। মানুষের পাপ, অন্যায়, এসব সম্বন্ধে অতি-প্রখর চেতনা হয় তো ছিল হযরতের এমন ধারণার মূলে। প্রতিভাবানদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেতনার অতিপ্রাখর্য দেখা যায়।

শয়তানের আরোপ-করা কথা

শয়তান, অর্থাৎ মানুষের জন্য যা মন্দ সেই প্রবণতা, মানুষকে যে তার জীবনের কল্যাণ-পথ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে প্রবলভাবে চেষ্টা করে তার বড় দৃষ্টান্ত বুদ্ধ ও খৃষ্টের জীবন-কথায় আছে। কিন্তু সেসব তাঁদের জীবন-কথায় প্রধানত রূপক রূপেই স্থান পেয়েছে। হযরতের জীবনে শয়তানের যে বড় প্রলোভন দেখা দিল তা বাস্তবের বেশি কাছাকাছি। তাঁকে যে তাঁর দেশের লোকেরা বিত্ত ও মান-প্রতিপত্তির প্রলোভন দেখিয়েছিল তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তার চাইতে সূক্ষ্ম ও অনেক শক্তিশালী এই প্রলোভন যে, তাঁর যে মুখ্য উপলব্ধি—অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বিশ্বনিয়ামক চিরজীবন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার—সেটি কিঞ্চিৎ বিশেষিত করা হোক দেশ-প্রচলিত বহু-দেববাদের সঙ্গে তার আংশিক যোগ ঘটিয়ে—তাতে তাঁর আশু সাফল্য লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

উচ্চ অর্থপূর্ণ চিন্তার সঙ্গে প্রচলিত দুর্বল ও অকার্যকর চিন্তার মিশ্রণ কালে কালে সব ধর্মেই ঘটেছে। কিন্তু জগতের বড় ধর্মগুলোর প্রধান গৌরব এই যে, যেসব চিন্তা সর্বকালে মানুষকে শক্তি ও সার্থকতা দেবে সেসবে তেমন চিন্তার স্থান লাভ হয়েছে। হযরত মোহম্মদের দ্বারা প্রচারিত

নির্ভেজাল একেশ্বরবাদ মানুষের জন্য তেমনি একটি নির্ভরযোগ্য জীবন-বর্ধক চিন্তা। তার কিছু ইতর বিশেষ করলেই হযরতের দেশের লোকদের ও তাঁর মধ্যে যে কঠিন বিরোধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার থেকে উদ্ধারের একটা উপায় দেখা যাচ্ছিল। এই নিদারুণ প্রয়োজনবোধ হযরতের সত্যনিষ্ঠ সবল মনকেও যে ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত করবে এটি মানবিক। তাঁর গৌরব, এবং মানুষের জন্য সৌভাগ্যের, কথা এই যে তিনি এমন প্রলোভনে বন্দী হয়ে পড়েন নি—বরং অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ক্ষণকালের জন্য তাঁর যে মতিভ্রম ঘটেছিল তার কথা।

হযরত মোহম্মদের চেতনার সবল দিক আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দিক এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র কোর্‌আনে আরো কয়েক জায়গায় আমাদের চোখে পড়ে। যেমন, ওহোদের যুদ্ধে,শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়ে যখন তিনি বলছিলেন : "কেমন করে সেই জাতির ভালো হতে পারে যারা তাদের পয়গাম্বরের মুখ রক্তরঞ্জিত করেছে, যখন তিনি তাদের আহ্বান করছেন তাদের প্রতিপালকের দিকে?" তখন তাঁর লাভ হয় এই বাণী : "এটি তোমার ব্যাপার আদৌ নয় যে তিনি তাদের দিকে (সদয়ভাবে) ফিরবেন, না, শাস্তি দেবেন, যদিও নিঃসন্দেহ তারা অন্যায়কারী (৩ : ১২৭)"। অথবা সেই যুদ্ধেরই পরে হামযার দেহকে কিভাবে বিকলাঙ্গ করা হয়েছে তা দেখে তিনি যখন অধীর হয়ে বলছেন : "ভবিষ্যতে আল্লাহ্ সুযোগ দিলে বিপক্ষের ত্রিশ জনকে আমি বিকলাঙ্গ করবো", তখন তিনি পাচ্ছেন এই বাণী : "আর যদি তোমরা প্রতিঘাত করো তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মতো দাও ; আর যদি ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ তা ভাল যারা ধৈর্যবান তাদের জন্য ; আর ধৈর্য ধরো, আর তোমার ধৈর্য আল্লাহ্ থেকে বৈ নয় (৩ : ১২৬-৭)"। সুবিখ্যাত Forgive thy enemy-বাণীর সঙ্গে কোর্‌আনের এই বাণী মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। কোর্‌আনে Forgive thy enemy, তোমার শত্রুকে ক্ষমা করো, এই মহৎ চিন্তাকে স্বল্পমূল্য জ্ঞান করা হয় নি। তবে সেই চিন্তার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাস্তবের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার উল্লেখ কোর্‌আনে স্পষ্টতর। বাস্তবের ও আদর্শের এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের চিত্র কোর্‌আনে যা আছে মানুষের প্রতিদিনের জীবনে তা খুব অর্থপূর্ণ।

বিবি যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ

আমরা জেনেছি বিবি যয়নাবের নিজের ইচ্ছা ছিল হযরতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁর ও তার ভাইয়ের ইচ্ছার উপরে স্থান লাভ হলো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসা এই আদেশের :

> আর এটি সঙ্গত নয় একটি বিশ্বাসী পুরুষের অথবা একজন বিশ্বাসিনী নারীর জন্য যে যখন আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল (তাদের জন্য) একটি ব্যাপারের মীমাংসা করেছেন (তারপর) তাদের সে বিষয়ে কিছু বলাবার থাকবে ; আর যে কেউ আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারী হয়, সে নিঃসন্দেহ বিপথে যায় স্পষ্ট বিপথে যাওয়ায়। (৩৩ : ৩৬)।

এরপর যায়েদের সঙ্গে বিবি যয়নাবের বিবাহ হয় ; আর সে বিবাহ সুখের হয় না ; আর তার ফলে যায়েদ বিবি যয়নাবকে তালাক দেন—সেসব কথাও আমরা জেনেছি। এরপর হযরতের সঙ্গে বিবি যয়নাবের বিবাহ সম্বন্ধে এই বাণী অবতীর্ণ হয় :

> আর যখন তুমি তাকে বলেছিলে যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও অনুগ্রহ করেছ : তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; আর তুমি তোমার মনে লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন ; আর তুমি মানুষদের ভয় করেছিলে কিন্তু আল্লাহ্‌র বেশি হক আছে যে তুমি তাঁকে ভয় করবে। কিন্তু যখন যায়েদ তার সম্বন্ধে মীমাংসা করেছে (তালাক দিয়েছে), তখন আমি তাকে তোমাকে দিয়েছি পত্নীরূপে,

> যেন বিশ্বাসীদের তাদের পালিত পুত্রদের সম্বন্ধে কোনো বাধা না হয় যখন তারা তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করেছে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ পালিত হবে। (৩৩ : ৩৭)।

এই আয়াতের যে কথাটি "আর তুমি তোমার মনে লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন" সেই লুকোনো ব্যাপারটি কি তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। ঐতিহাসিক তাবারি-র গ্রন্থে আছে :

একদিন হযরত যায়েদের গৃহে যান ; কিন্তু তখন যায়েদ বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি দরজায় আঘাত করতে তাঁর স্ত্রী যয়নাব দরজা খুলে দেন ও হযরতকে ভিতরে আসতে বলেন। বিবি যয়নারে বেশবাস ছিল কিছু অসংবৃত—তাঁর রূপলাবণ্য দেখে হযরত বলে ওঠেন : আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তিত হোক...তুমি কেমন করে মানুষের মনকে ফেরাও (অথবা তিনি মানুষের মনের নিয়ামক)।[২] অনুচ্চ কণ্ঠে হযরত এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু কথাটি বিবি যয়নাবের কানে যায়, আর তিনি যায়েদকে সেকথা বলেন। যায়েদ যয়নাবকে তালাক দেবার প্রস্তাব হযরতের কাছে করেন। কিন্তু হযরত তাঁকে বলেন : তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবি যয়নাবের সঙ্গে যায়েদের বনিবনাও হয় না, আর তিনি তাঁকে তালাক দেন—উপরে উদ্ধৃত আয়াতে তার উল্লেখ আছে।—তাবারির মতে—এবং তাঁর অনুবর্তীদেরও মতে—হযরতের মনে লুকিয়ে-রাখা চিন্তা হচ্ছে বিবি যয়নাবকে পত্নীরূপে লাভ করার জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সহজেই বোঝা যায় এটি এক কবিত্বময় উপাখ্যান। এই লুকিয়ে রাখা চিন্তার বরং অন্য অর্থ বেশি সঙ্গত, সেটি হচ্ছে—এই বিবাহে যয়নাব যে অসুখী হয়েছেন হযরতের তরফে তার স্বীকৃতি, আর এই সংকটের একটা সুরাহা করা। হযরতের সঙ্গে বিবাহিত হওয়া বিবি যয়নাবের জীবনে কত আকাঙ্ক্ষিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে এই ব্যাপারে যে, যে দাসী তাঁর কাছে হযরতের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল তাকে তিনি তাঁর গায়ের সমস্ত গহনা দিয়ে দিয়েছিলেন।—বিবি যয়নাবের সঙ্গে হযরতের বিবাহের পরে হযরতের কর্মব্যস্ত জীবনে ও তাঁর অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নি। আর বিবি যয়নাব হয়েছিলেন বিশেষভাবে ধর্মানুরাগিণী, আর দানশীলতার জন্য তিনি পেয়েছিলেন "দরিদ্রদের মাতা" এই নাম।

আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে পালিতপুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ হতে পারবে না। এই প্রচলিত রীতিকে কোর্‌আনে মান্য করা হয় নি।

> আল্লাহ্ কোনো মানুষের জন্য তার ধড়ের মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি ; তোমাদের স্ত্রীদেরও যাদের (তোমরা মা বলে') প্রকাশ করো তাদের তোমাদের মা করেন নি, যাদের তোমরা পুত্র বলে' ঘোষণা করো তাদের তোমাদের আসল পুত্র করেন নি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্ সত্য বলেন, আর তিনি সেই পথে চালিত করেন (৩৩ : ৪)

পরিখার যুদ্ধ ও বনি কোরেযার বিচার

পরিখার যুদ্ধে গতফান গোত্রের নুয়াইম্ বিন্ মাস্‌উদ মুসলমানদের হয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল আর তার এমন ক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নেওয়ায় হযরতের সম্মতি ছিল, একথা আমরা

---

২. মূয়র ২৯০ পৃ: ও Spirit of Islam ২৩৫ পৃ: দ্রষ্টব্য।

জেনেছি। হাদিসে এমন ক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নেওয়া বৈধ বিবেচনা করা হয়েছে কোর্‌আনেও বলা হয়েছে :

আর তুমি যদি কোনো দল থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করো তবে (সন্ধি) তাদের দিকে ফেলে দাও তুল্যভাবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না। (৮ : ৫৮)

কাজেই মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ কেন যে এই ব্যাপারকে অবিশ্বাস্য জ্ঞান করেছেন তা বোঝা গেল না।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ এই নীতি সুপ্রসিদ্ধ। তবে কথা হচ্ছে একজন নবীর পক্ষে এই নীতির আশ্রয় নেওয়া সঙ্গত কিনা। এর উত্তরে বলা যায়, সাধারণতঃ একজন নবীর জন্য এই নীতি অপ্রশস্ত। কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে অনেক শ্রেষ্ঠ মানবকে এই নীতির আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা স্মরণীয়। পরিখার যুদ্ধে হযরতকে ও তাঁর সমস্ত অনুবর্তীদের যে এক বিষম সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। হযরত এক বড় আদর্শবাদী, কিন্তু বাস্তবের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি প্রখর। মোট কথা এমন সংকটাপন্ন ক্ষেত্রে একজন মহামানবও কেমন ব্যবহার করবেন তা আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না।

পরিখার যুদ্ধের শেষে বনি কোরেযার যে দণ্ড লাভ হল, স্বীকার করতে হবে তা কঠোর। সেই দণ্ডের সমর্থনে বলা যায়—হযরত নিজে বনি কোরেযাকে এই দণ্ড দেন নি, তাদের উপরে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন তাদেরই নির্বাচিত বিচারক, আর সেই দিনে যুদ্ধকালে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এমন কঠোর দণ্ডই ছিল সুপ্রচলিত। কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুসারে এমন দণ্ড দান বৈধ ছিল কিনা সেইটি বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হচ্ছে—হযরতকে যে কোর্‌আনে বলা হয়েছে 'বিশ্বজগতের জন্য করুণা' এমন দণ্ড দানে, অথবা এমন দণ্ডের সমর্থনে, তাঁর সেই করুণা প্রকাশ পেয়েছে কিনা। হযরতের ইয়োরোপীয় সমালোচকরা অনেকেই এমন দণ্ডদানে ইহুদিদের প্রতি হযরতের নৃশংসতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছু পান নি, যদিও হযরতের জীবনে একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা এই যে এরপরে খয়বরে একটি ইহুদি স্ত্রীলোক তাঁর খাদ্যে বিষ দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছিলেন।

বনি কোরেযার বিচারে হযরতের করুণার দিকটার বিশেষ প্রকাশ ঘটে আল্-যাবিরের প্রতি তাঁর আচরণে। হযরতের অনুবর্তী সাবিতের অনুরোধে হযরত যাবিরকে প্রাণ ভিক্ষা দেন, শুধু যাবিরকে মুক্তি দান নয়, সাবিতের অনুরোধে যাবিরের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, জমিজমা, এসবও ফিরিয়ে দিতে তিনি স্বীকৃত হন। কিন্তু যাবিরের গোত্রের অনেকে নিহত হয়েছিল বলে, যাবির জীবনধারণ করার চাইতে মৃত্যুবরণ শ্রেয় জ্ঞান করে।

যাবিরের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় বনি কোরেযার সপক্ষে যদি কেউ সুপারিশ করতেন তবে সম্ভবত হযরত তাদের দণ্ড হ্রাস করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ তাদের সপক্ষে তেমন সুপারিশ করেন নি।

প্রশ্ন হতে পারে : বনি কোরেযার বিরুদ্ধে যে দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হলো তা কঠোর, সে ক্ষেত্রে হযরতের নিজের থেকেই তা হ্রাস করা উচিত ছিল।

কিন্তু সেক্ষেত্রে বাধা এই ছিল যে যিনি দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই সা'দ বিন্ মোয়ায পূর্বেই মুসলমান-পক্ষ (মুসলমান-পক্ষের মধ্যে ছিল বনি কোরেযার মিত্র আউস গোত্রের লোকেরা) ইহুদি পক্ষ ও হযরত এই তিন পক্ষের কাছ থেকেই এই স্বীকৃতি নিয়েছিলেন যে তাঁর দেওয়া রায় তাঁরা সবাই মেনে নেবেন।

হযরতের চিন্তায় দেখা যায়, আল্লাহ্‌র অনন্ত করুণায় তিনি একান্ত বিশ্বাসী, সেজন্য মানুষরা পরস্পরের প্রতি করুণাপূর্ণ আচরণ করবে এইই তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন ; সেই সঙ্গে এই প্রত্যয়ও তাঁর ভিতরে প্রবল ছিল যে অন্যায়ের জন্য ব্যক্তিরা ও জাতিরা আল্লাহ্‌র বিধানে অতীতে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। বনি কোরেযার এমন কঠোর শাস্তি ভোগ হয় তো তাঁর বিবেচনায় ছিল তেমন এক ঐশ্বরিক বিধান।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুখেও এমন প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছিল—পাপাচারী হওয়ার জন্য কৌরবদের তিনি জ্ঞান করেছিলেন মৃত, কাজেই তাদের বধের ব্যাপারে অর্জুন ছিলেন নিমিত্তমাত্র।

আনেক রকমের চিন্তার ভিতর দিয়ে মানুষ তার ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। পরে পরে সেই চিন্তাধারার সবটাই পরবর্তীদের গ্রহণীয় হয় নি। অতীতের এই এক-ধরনের নিয়তিবাদ একালে আমাদের মনঃপূত নয়। এই নিয়তিবাদের চাইতে আমরা বেশি মূল্য দিই মাত্রাবোধকে আর সদয়তা ও করুণা প্রদর্শনকেই। হযরত যদি কোনো উপায়ে বনি কোরেযার প্রতি এমন কঠোর দণ্ডহ্রাস করতে পারতেন তবে নিশ্চয়ই আমরা বেশি খুশি হতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, শ্রেষ্ঠ মানবদেরও চিন্তা সর্বকালে একই ধারা অনুসরণ করে নি।

বিপক্ষের প্রতি হযরতের আচরণ

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে হযরত এক অতিশয় স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ প্রকাশ তো ঘটেই—কেননা অনুবর্তীদের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্মধারাকে জয়ী করতে পেরেছিলেন—তার সঙ্গে তুল্য গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি যে এতে তাঁর শান্তিকামিতাও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়।

বিপক্ষের প্রতি আচরণে হযরতের চিন্তায় এইসব স্তর লক্ষ্য করা যায় : তাঁর অনুবর্তীদের উপরে বিপক্ষের অত্যাচার যখন প্রবল হয়ে উঠলো তখন তিনি তাঁদের অনেককে দেশত্যাগ করে' মিত্রভাবাপন্ন আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় নিতে বল্লেন ; আর বিপক্ষ সম্বন্ধে এই বাণী তাঁর লাভ হয় :

> আর নিঃসন্দেহ আমরা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবো আমাদের উপরে তোমাদের আঘাত, আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবে নির্ভরকারীরা। (১৪ : ১২)
>
> আর সেই সঙ্গে তিনি এই অভয়-বাণীও লাভ করেন :
>
> আর অবিশ্বাসীরা তাদের পয়গাম্বদের বলেছিল : নিশ্চয় আমরা তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সেজন্য তাঁদের পালয়িতা তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করবো অন্যায়কারীদের ;
>
> আর নিঃসন্দেহ তাদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটি তার জন্য যে ভয় করে আমার সামনে দাঁড়াতে, আর ভয় করে আমার শাস্তি। (১৪ : ১৩—১৪)।

কিন্তু বিপক্ষের অত্যাচার কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে চললো। শেষে তারা সংকল্প গ্রহণ করলো সব গোত্রের লোক মিলে এক যোগে হযরতকে আঘাত হানবে। তখন হযরতেরও লাভ হল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার এই অনুমতি :

যারা যুদ্ধ করে তাদের অনুমতি দেওয়া গেল, কেননা তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ সক্ষম তাদের সাহায্য করতে—যারা তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে ; এইজন্য ভিন্ন নয় যে তারা বলে : আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্। আর যদি না থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ মানুষের একদলের দ্বারা অন্য দলের, তবে নিঃসন্দেহ ভেঙে ফেলা হলো মঠ গির্জা ইহুদিভজনালয় ও মসজিদ্ যাতে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে নেওয়া হয়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবল, মহাশক্তি—(২২ : ৩৯—৪০)

আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত পীড়ন আর না থাকে আর ধর্ম হবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। কিন্তু তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেখেন তারা যা করে।

আর যদি তারা ফিরে আসে তবে জেনো যে আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু ;— অমূল্য বন্ধু, আর অমূল্য সহায়। (৮ : ৩৯—৪০)

কিন্তু এরপরও দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করা থেকে তিনি বিরত থাকেন ; আর সেই কালে মদিনায় ইহুদি, মুসলমান, আর বহুদেববাদীদের নিয়ে মদিনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য এক সমঝৌথায় উপনীত হন। বলা যেতে পারে সেই চেষ্টা জগতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথম বিশিষ্ট পদক্ষেপ। আর সেই সঙ্গে বিপক্ষের গতিবিধিরও প্রতি তিনি দৃষ্টি রেখে চলেন।

কিন্তু বিপক্ষ একটা আপোষে পৌঁছবার কোনো চেষ্টাই করে না, বরং তার বিপরীত মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। তাতে তাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিপক্ষের সৈন্যদল ছিল মুসলমানদের তিন গুণ, অস্ত্রশস্ত্রেও তারা ছিল বেশি শক্তিশালী। কিন্তু এক অপূর্ব মনোবলের গুণে মুসলমানদল বিজয় লাভ করেন। কিন্তু বিজয় লাভের পরে হযরত এই বাণী পান :

(হে কোরেশ) যদি তোমরা বিচার চেয়ে থাকো তবে নিঃসন্দেহ সেই বিচার তোমাদের জন্য এসেছে : আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা হবে তোমাদের জন্য ভালো ; আর যদি তোমরা ফিরে আসো (যুদ্ধ করতে) আমরাও তবে ফিরে আসবো, আর তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনো কাজে আসবে না সংখ্যায় তারা যতই হোক—আর (জেনো) আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে। (৮ : ১৯)

কিন্তু অল্প দিনেই মদিনার ইহুদিরা হযরতের ও মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হলো। তার ফলে বনি কাইনুকা গোত্রের ইহুদিরা মদিনা থেকে নির্বাসিত হলো। কোরেশও শান্তি ও সমঝৌথার পথে পদচারণার চাইতে সংঘর্ষের পথ বেছে নিলে। অচিরে ঘটলো ওহোদের যুদ্ধ। তাতে কোরেশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার আর মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যার ছিল সাত শ'।

এই যুদ্ধেও প্রথমে মুসলমানদেরই বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই কালে মুসলমানপক্ষের একদল তীরন্দাজ তাদের নির্দিষ্ট করণীয় অবহেলা করে' বিপক্ষের শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হলো, ফলে মুসলমানদের সেই প্রায়-নিশ্চিত বিজয় পরিণত হলো বিপর্যয়ে। কিন্তু এই অবস্থায়ও হযরত ও তাঁর অনুবর্তীরা অসাধারণ মনোবলের পরিচয় দিলেন। তাতে কোরেশপক্ষ মুসলমানদের আরো ক্ষতি করার সংকল্প ত্যাগ করে' মক্কায় ফিরে গেল।

মুসলমানদের এই বিপর্যয় লাভের ফলে কোনো কোনো আরব গোত্র মুসলমানদের উপরে আক্রমণ চালাতে তৎপর হল। ইহুদিরাও তৎপর হলো। আরব গোত্রদের আক্রমণ হযরত সামলে নিতে পারলেন। আর বনি নাযির গোত্রের ইহুদিদের তিনি মদিনা থেকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু এর ফলে ইহুদিরা হযরতের প্রতি আরো শত্রুতা করতে বদ্ধ-পরিকর হলো।

ফলে ঘটলো খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কোরেশ ও তাদের মিত্ররা মদিনা অবরোধ করলো। মুসলমানরা আত্মরক্ষার বিশেষ চেষ্টা করলেন মদিনাকে প্রায় বেষ্টন করে' এক দীর্ঘ পরিখা খনন করে'। এই সংকটকালে মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ কোরেযা গোত্রের ইহুদিরাও মৈত্রীর শর্ত ভঙ্গ করলো। এই সমূহ বিপদ থেকে মুসলমানরা কেমন করে' রক্ষা পেলেন অনেকটা দৈবানুকূল্যে, আর কোরেযা-গোত্রের ইহুদিদের কি ধরনের শাস্তি লাভ হলো, তা আমরা জেনেছি।

খন্দকের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির আর বনি কোরেযার ভাগ্য-বিপর্যয়ের অল্প দিন পরেই ঘটে হুদায়বিয়ার সন্ধি। সেই সন্ধিতে হযরত তাঁর অনুবর্তীদের প্রবল অনিচ্ছার বিরুদ্ধে আর অনেকখানি অবমাননা স্বীকার করে' কেমন করে' কোরেশদের সঙ্গে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি করেন, তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হয়েছি। যুদ্ধ নয় শান্তিই যে ছিল তাঁর অন্তরের একান্ত কাম্য তার পরিচয় এই হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

কিন্তু কোরেশ সেই সন্ধি ও শান্তিও ভঙ্গ করলো। তার ফলে ঘটলো মক্কা-বিজয়—প্রায় বিনা রক্তপাতে—আর মক্কা-বিজয়ের পরে হযরতের অপূর্ব ক্ষমা ঘোষণা।

এর অব্যবহিত পরেই ঘটে খয়বর বিজয়। ইহুদিদের প্রতি হযরত অকরুণ ছিলেন এই তাঁর সমালোচকেরা বলেছেন। কিন্তু খয়বরে যে ইহুদিদের তরফ থেকে বিষ প্রয়োগে তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা হয়েছিল আর সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছিলেন, তার দিকে মনোযোগ তাঁরা সাধারণতঃ দেন না।

এরপর নবম-হিজরীতে অবতীর্ণ হয় সূরা আল্-বরাআত অথবা আত্-তওবাহ্ (অব্যাহতি অথবা অনুশোচনা), তাতে বহুদেববাদীদের তাদের পদ্ধতিতে হজ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই সূরার অবতরণের পরে আরবে বহুদেববাদীদের প্রায় কোনো অধিকার থাকলো না, আর ইহুদি ও খৃষ্টানরা আরবে বাসের অনুমতি পায় মুসলিম রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করে' ও জেযিয়া দিয়ে এই কারো কারো মত—যেমন হিট্টি মন্তব্য করেছেন All Arabians who remained heathen were outside the pale, almost outlaws। কোনো কোনো মুসলমান ধর্মাচার্যেরও এই মত। কিন্তু কোর্আনের সত্যকার মত এইই কিনা সেইটি বিচার্য।

সূরা আল-বরাআতে ঘোষণা করা হল :

> আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে সব লোকের প্রতি ঘোষণা বড় হজের দিনে এই মর্মে যে, আল্লাহ্ বহুদেববাদীদের কাছে দায় থেকে নির্মুক্ত, আর তাঁর রসুলও। সেজন্য তোমরা যদি অনুশোচনা করো—সেটি হবে তোমাদের জন্য ভালো, কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, তবে জেনো, তোমারা আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর সংবাদ দাও (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য কঠিন শাস্তির যারা অবিশ্বাস করে।—সেইসব বহুদেববাদী ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে আর যারা তখন থেকে কোনো বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি করে নি আর কাউকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয় নি সেজন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি পালন করো নির্ধারিত কাল পর্যন্ত, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।
>
> সেজন পবিত্র মাসগুলো যখন গত হয়ে যাবে তারপর বহুদেববাদীদের সংহার করো, যেখানে তাদের পাও, আর তাদের বন্দী করো আর তাদের ঘেরাও করো, আর তাদের জন্য লুকিয়ে থাকো প্রত্যেক লুকোবার স্থানে, তারপর যদি তারা অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ তাদের জন্য মুক্ত করে দাও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ফলদাতা। (৯ : ৩-৫)

কিন্তু সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করা হলো :

আর যদি বহুদেববাদীদের কেউ তোমাদের আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে, তারপর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌঁছে দাও, এটি এইজন্য যে তারা হচ্ছে একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়। (৯ : ৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেল (Sale) বলেছেন :

(বহুদেববাদীকে) নিরাপদে তার স্থানে পৌঁছে দিতে হবে যদি সে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করতে না চায়।

এই জটিল ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই :

ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ—এটিকে গ্রহণ করতে হবে কোর্‌আনের একটি বড় স্বীকৃত নীতি হিসাবেই। এর সমর্থন-সূচক বাণী কোর্‌আনে অন্যত্রও আছে। যেমন সূরা 'হূদে' বলা হয়েছে :

আর এটি তোমার পালয়িতার যোগ্য ছিল না যে তিনি বসতিগুলো ধ্বংস করবেন সেখানকার লোকদের ভুল বিশ্বাসের জন্য, যখন সেসবের লোকেরা ছিল সৎকর্মশীল।

(১১ : ১১৭)।

কিন্তু কোর্‌আনের এই ঘোষিত নীতি কিছু বিশেষিত হলো সূরা আল্-বরাআতের দ্বারা—তার বড় কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, বিপক্ষ দল সন্ধির শর্ত মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয় আদৌ। সূরা আল-বরাআতেই বলা হয়েছে :

কেমন কোরে (এটি হবে) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে উপরহাত হতে পারলে তারা তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির কথা ভাববে না? তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদের মুখ দিয়ে কিন্তু তাদের হৃদয় অস্বীকার করে, আর তাদের অনেকে দুষ্কৃতিকারী।

তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ দিয়ে সামান্য লাভই কিনেছে, সেজন্য তারা (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বাধা দেয়, নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

একজন বিশ্বাসীর বেলায় তারা আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির দিকে দৃষ্টি দেয় না, এরাই তারা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী। (৯ : ৮-১০)

অবশ্য সহজভাবে সূরা আল-বরাআতের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, এই সূরা অবতীর্ণ হবার পরে বহুদেববাদীদের মুসলমানমণ্ডলীভুক্ত না হয়ে আরবে বসবাসের অধিকার রইল না, আর ইহুদি ও খৃষ্টানদের সম্বন্ধে বলা হলো, তারা জেযিয়া দিয়ে আরবে বসবাসের অধিকার পাবে, নইলে নয়, যেমন :

যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে—যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না, শেষদিনেও না, যারা নিষেধ করে না যা আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল নিষিদ্ধ করেছেন, সত্যধর্মও অনুসরণ করে না—তাদের মধ্যে থেকে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে—যে পর্যন্ত না তারা জেযিয়া দেয় প্রাধান্য মেনে আর অধীন হোয়ে। (৯ : ২৯) ...

ইব্‌নে খলদুন এই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মুকাদ্দিমা-র প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে স্পষ্টই বলেছেন :

মুসলমান সমাজে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ একটি ধর্মীয় কর্তব্য, কেননা ইসলাম-প্রচার একটি বিধান। সেজন্য মুসলমানদের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেককে সেই ধর্মে দীক্ষিত করা—তা যুক্তিতর্কের দ্বারা হোক, অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা হোক।

তিনি আরো বলেছেন :

(খৃষ্টানদের) সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করার ভার আমাদের উপরে নয়। তাদেরই বেছে নিতে হবে তারা কি চায়—ইসলাম-গ্রহণ, অথবা জেযিয়া দান, অথবা মৃত্যু ...;

কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু যে কোর্‌আনের বহুঘোষিত 'ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ' নীতির পরিপন্থী তাই নয়, 'ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ' এই নীতির ভিত্তিস্থানীয় যে শিক্ষা তারও পরিপন্থী। সেই শিক্ষাটি রয়েছে কোর্‌আনের এই বিখ্যাত বাণীতে 'তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা (৬ : ৫৪)।' অবশ্য আল্লাহ্‌র করুণার সঙ্গে তাঁর শাস্তি দান সুসঙ্গত। কিন্তু সেই শাস্তি হওয়া চাই সংশোধনাত্মক—চিরশাস্তি নয়। কিন্তু সূরা আল-বরাআতের এই ধরনের ব্যাখ্যায় বহুদেববাদীদের ও 'গ্রন্থধারীদের' মুসলমানদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের অধিকার যেভাবে বিলুপ্ত করার কথা ভাবা হলো তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী করুণা সুসঙ্গত নয়।

কাজেই আমাদের নিবেদন : সূরা আল-বরাআতের বিধানকে গণ্য করতে হবে অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সাময়িক বিধান—ইসলাম-প্রচারের একটি বিশেষ স্তরে যার প্রয়োজন হয়েছিল।

মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে মোতাযেলারা ও সুফীরা কেউ কেউ ইসলামের এমন উদার বা প্রীতিধর্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান চিন্তাশীলেরা এর প্রয়োজন অনুভব করেন নি—বোধ হয় তার কারণ, ইসলামের দিগ্‌বিজয়ের পটভূমিকায় তাঁদের মত রূপ পেয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে ইব্‌নে খলদুনের মতো চিন্তাশীলও যে এর প্রয়োজন অনুভব করেন নি, মনে হয়, তারও কারণ, তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসের বিশেষ প্রভাব। তখন বাগদাদ্‌ মোঙ্গোলদের হাতে ধ্বংস হয়েছে, স্পেন মুসলমানরা ছেড়ে এসেছে, কিন্তু এই দিনেও ইসলামীয় শাসন ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের উপরে। তাই ইব্‌নে খলদুন বাহুবলেই ইসলামের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু কোর্‌আনের—অথবা যে কোনো শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের—সত্যকার শিক্ষা নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অথবা কোনো বিশেষ যুগের মতামত মুখ্য বিবেচনার বিষয় নয়, তা সেই ব্যক্তি বা যুগ যত মর্যাদাবান হোক, বড় ব্যাপার কোর্‌আনের—বা ধর্মগ্রন্থের—মুখ্য শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন করে' অবহিত হওয়া—মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব সম্ভাবনার আলোকে। সত্যের চিরন্তন মূল্য যাচাই হতে পারে সেই পথেই। "তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা" (অন্য কথায়, আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষের জন্য চান শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা)—কোর্‌আনের এই মহতী বাণীর অর্থ যুগে যুগে নতুন করে' স্মরণ করতে হবে। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন : Religion is eternal human conscience—ধর্ম চিরন্তন মানব-বিবেক।[৩]

অলৌকিক কাহিনী

প্রাচীন কালের নবীদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ কোর্‌আনে আছে—যদিও কোর্‌আনেই বার বার ঘোষণা করা হয়েছে যে অলৌকিক-কিছু ঘটাবার জন্য বা প্রদর্শন করবার জন্য হযরত মোহম্মদের আগমন হয় নি।

---

৩. এই সম্পর্কে স্মরণীয় স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের এই অমূল্য বাণীটিও : যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়।

এইসব থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে : সেকালের নবীদের সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত ছিল তার কিছু কিছু কোর্‌আনে উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোর্‌আনের বক্তব্য এই নয় যে সেই পুরাতন জনপ্রিয় কাহিনীগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেইভাবেই সেসব সেকালে ঘটেছিল। সূরা কাসাসে বলা হয়েছে :

> আর তুমি (হে মোহম্মদ) (পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না যখন আমি মূসাকে আদেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আর তুমি ছিলে না যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে।
>
> আর তুমি পাহাড়ের এই পার্শ্বে ছিলে না যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, (কিন্তু তার জ্ঞান) তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক করুণা, যেন তুমি সাবধান করতে পারো তাদের যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেন তারা স্মরণ করতে পারে। (২৮ : ৪৪, ৪৬)।

অন্য কথায়, নবীদের সম্বন্ধে প্রাচীন জনপ্রিয় কাহিনীগুলো থেকে হযরত মোহম্মদ প্রেরণা পাচ্ছেন—বিপদে ধৈর্য ও আশা অবলম্বন করতে পারছেন,—এই সেসব সম্বন্ধে বড় কথা, কাহিনীগুলোর সত্যকার সার্থকতা এইখানেই। সূরা 'হুদে' স্পষ্টই বলা হয়েছে :

> আর আমি রসুলদের কাহিনী যা সব তোমার কাছে বর্ণনা করছি সে-সবের সাহায্যে তোমার অন্তর দৃঢ় করার জন্য, আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর উপদেশ, আর বিশ্বাসীদের জন্য স্মারক। (১১ : ১২০)

সূরা আল্-ই-ইমরানের একটি বিখ্যাত আয়াতে বলা হয়েছে : কোর্‌আনের কতকগুলো আয়াত নির্দেশাত্মক, আর কতকগুলো রূপক ; আর কোর্‌আনে জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশাত্মক আয়াতগুলোর উপরে, রূপকগুলোর উপরে নয়।

এই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝলে সেকালের অলৌকিক কাহিনী, যেমন, হযরত মূসা ও তাঁর অনুবর্তীদের জন্য সমুদ্র দু-ভাগ হওয়া, তাঁর হাতের লাঠির সাপ হওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারের একালে "যুক্তিযুক্ত" ব্যাখ্যা দেবার জন্য গলদ্ঘর্ম হবার প্রয়োজন হয় না—সহজভাবেই আমরা বুঝতে পারি, এসব বিশ্বাসীদের জন্য বড় রকমের সান্ত্বনার কথা—যুগে যুগে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী মহদাশয় কর্মীদের সামনে সব বিপদ সব বাধা এমনি যেন অবলীলাক্রমে দূর হয়ে গেছে। হযরতের নিজের জীবনে যে ধরনের সাফল্য লাভ হলো সেটি অলৌকিক-কিছুর মতোই নয় কি?

অবশ্য নবীদের জীবনে, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসীদের জীবনে, বিপর্যয়-ভোগ যে না হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো নবীকে তাঁর দেশের লোকেরা হত্যা করেছিল তারও উল্লেখ কোর্‌আনে আছে। হযরতের নিজের জীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ কম হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন বিশ্বাসীদের জীবনে শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ হয়েছে—আল্লাহ্‌র ক্ষমা তাঁরা লাভ করতে পেরেছেন—এই ভাবা যেতে পারে। এই আস্তিক্য-বোধ যুক্তি-তর্কের দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত না হতে পারে ; অন্যায়, অত্যাচার, ভালো লোকদেরও দৃশ্যতঃ ব্যর্থতা-ভোগ, এসবের দৃষ্টান্ত জগতে কোনো কালেই কম নেই—জগৎ ও জীবন ব্যাপারটা সহজবোধ্য নয়—কিন্তু আল্লাহ্‌তে, অর্থাৎ মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতায়, নিবেদিতচিত্ত হয়ে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করা, এর চাইতে ভালোভাবে জীবনযাপনের কথা মানুষের জন্য ভাবা যায় না, আর এমন আস্তিক্য-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে না পারলে জীবনে দিশাহারা হবার সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই এই আস্তিক্যবুদ্ধি সাধারণ যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত না হলেও এটি এক বড় মানবিক সত্য—মানুষের সার্থক জীবনযাপনের জন্য এর সমূহ প্রয়োজন। কোর্‌আনের একটি বাণীতে বলা হয়েছে : হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা কর, তিনি তোমাদের দেবেন বিচারের ক্ষমতা (ভালো ও মন্দের মধ্যে), আর দূর করে দেবেন তোমাদের

মন্দ (চিন্তা ও কাজ), আর তোমাদের ক্ষমা করবেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যের রাজাধিকার। (৮ : ২৯)।

অথবা—যারা পথে চলে তিনি বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি আর তাদের দেন তাদের সীমারক্ষা (৪৬ : ১৭)।

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধি

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এবার একটি ঘটনার বিচার থেকে সে-সম্বন্ধে আরো আলোক লাভ করবার চেষ্টা করব। বিবি যয়নাবের ও তাঁর ভাইয়ের অসম্মতি সত্ত্বেও যায়েদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির ফলে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

কিন্তু বিবি যয়নাব যায়েদের প্রতি তাঁর অনভিরুচি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না ; ফলে যায়েদের ও তাঁর বিবাহিত জীবন অচল হল—যায়েদ তাঁকে তালাক দিলেন। তখন হযরত বিবি যয়নাবকে বিবাহ করার নির্দেশ পেলেন যে প্রত্যাদেশের দ্বারা তারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

একটি বড় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হযরত কোরেশ-কন্যা বিবি যয়নাবের সঙ্গে দাসত্ব-মুক্ত যায়েদের বিবাহ সমীচীন মনে করেছিলেন, আর সে-সম্বন্ধে প্রত্যাদেশও পেয়েছিলেন ; কিন্তু আদর্শের আনুগত্যই মানব-জীবনে একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়, মানুষের দৃঢ়মূল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অরুচি এসবেরও বিচার করে দেখতে হয়। হযরত বিবি যয়নাবকে বিবাহ করার যে নির্দেশ পেলেন তাতে মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা হয়নি, বরং যথেষ্ট সহানুভূতি দেখানো হয়েছে। অন্য কথায়, মানুষের প্রতিদিনের জীবনে যা শোভন ও কার্যকর তা যেমন কাম্য বিচার-বুদ্ধির, তেমনি কাম্য প্রত্যাদেশেরও। আর প্রত্যাদেশের দ্বারা এও ঘোষিত হয়েছে যে আল্লাহ্ মানুষের দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা, এসব বার বার ক্ষমা করেন—অবশ্য যদি মানুষ আগ্রহ দেখায় কল্যাণের পথে চলতে।—অন্য কথায়, বিচারবুদ্ধিই আমাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রত্যাদেশের অর্থ ও মূল্য নিরূপণের ব্যাপারে।—তাই যাঁরা মত দিয়েছিলেন : প্রত্যাদেশের অনুবর্তী হতে হবে সেসম্বন্ধে 'কেন' 'কিভাবে' এসব প্রশ্ন না করে' তাঁদের মত একটা গোঁজামিল। এই সম্পর্কে কোর্‌আনের দুইটি আয়াত আমরা উদ্ধৃত করছি :

> তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যে জ্ঞান পায় সে মহাসম্পদ পায় ; জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে' দেখে না। (২ : ২৬৯) যারা বাণী শ্রবণ করে, আর অনুবর্তী হয় যা তার শ্রেষ্ঠ তার, এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ চালিত করছেন, আর এরাই তারা যারা বিচারবান। (৩৯ : ১৮)

হযরতের বহুবিবাহ

হযরতের বহুবিবাহ নিয়ে কিছু কিছু রূঢ় মন্তব্য তাঁর সমালোচকেরা করেছেন। কিন্তু কোনো মানুষকে বুঝতে হয় তার সমগ্র জীবনধারার দিকে তাকিয়ে, তার জীবনের কোনো একটি কাজের দিকে তাকিয়ে নয়। হযরতের সমগ্র জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে-সত্যের উপলব্ধি তাঁর

হয়েছিল চিরকাল তিনি ছিলেন তাতে একান্ত নিবেদিতচিত্ত, আর সারা জীবন তিনি ছিলেন কর্মনিষ্ঠ। তাঁর সম্বন্ধে এই সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে তাঁর বহুবিবাহের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা সহজেই বুঝবো, তাঁর এমন বহুবিবাহের মূলে প্রধানত ছিল আত্মীয়তার বন্ধন সম্প্রসারিত করার বাসনা ও প্রয়োজন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহায় নারীদের যোগ্য আশ্রয় দান। এর সঙ্গে এই বড় কথাটিও মনে রাখতে হবে যে পুরুষের বহুবিবাহ আরবে আদৌ নিন্দনীয় ছিল না—হযরতের সম্মানিত পিতামহ আবদুল মোত্তালেব আনুমানিক সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ-কালে এক তরুণীকে বিবাহ করেন। হযরতের বহুবিবাহ সম্পর্কে খুব লক্ষণীয় এই ব্যাপারটিও যে তাঁর পত্নীরা সবাই তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন—তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বশালিনী।

বহুবিবাহ কোর্‌আনে নিষিদ্ধ না হলেও তাকে সীমিত করাই কোর্‌আনের নির্দেশ।

একালে অবশ্য বহুবিবাহ সর্বত্রই অপ্রশস্ত বিবেচিত হয়েছে—একালের মুসলমানদেরও মনোভাব তাই।

এই প্রসঙ্গ আমরা শেষ করছি বিবি আয়েশা থেকে পাওয়া দুইটি হাদিস দিয়ে। একটিতে তিনি বলছেন : রসুল তিনটি জিনিস ভালবাসতেন—নারী, সুগন্ধ এবং (ভালো) খাদ্য... ।

অপরটিতে তিনি বলছেন : অনেক সময় রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি হাতড়িয়ে দেখতেন নবী বিছানায় আছেন কিনা। বিছানায় না পেলে তিনি তাঁকে খুঁজতে বেরুতেন ; কিন্তু কামরা থেকে বাইরে যাবার পূর্বেই দেখতেন নবী মেঝেতে সেজদায় মাথা লুটিয়ে আছেন। তাঁকে ঘরে না পেলে বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখতেন তিনি মসজিদে ধ্যানমগ্ন। কখনো পার্শ্ববর্তী করবস্থানে গিয়ে দেখতেন নবী সেখানে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

হযরতের সমগ্র জীবনের উপরে প্রচুর আলোকপাত করছে এই দুইটি হাদিস।

হযরতের জীবন-কথার মানবিকতা

মুখ্যত হযরত মোহম্মদের প্রাচীন জীবন-কাহিনী থেকে তাঁর—তাঁর সমসাময়িকদেরও—যে চরিত্র-চিত্র দাঁড় করানো হয়েছে আশা করি সহজেই পাঠকদের চোখে পড়েছে তা কত মানবিক। হযরত সম্বন্ধে প্রাচীন বিবরণগুলোতে অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ অবশ্য আছে ; সেসবের কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করেছি প্রধানত দৃষ্টান্ত হিসাবে ; কিন্তু সেসব বাদ দিলে তাঁর জীবনকথার কোনো সত্যকার অঙ্গহানি যে হয় না তাও বোঝা যায় সহজেই। হযরত তাঁর অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ও অপরিসীম স্নেহ প্রেম ক্ষমা, চারদিকের লোকদের উন্মার্গগামিতার জন্য তাঁর সুগভীর বেদনা, তাদের সঙ্গে সময় সময় তাঁর কঠিন সংঘর্ষ, তাঁর বিস্ময়কর গঠনশক্তি—এসব নিয়ে তো উজ্জ্বলভাবে মানবিক, তাঁর সমসাময়িকরাও কেউ কেউ তাদের একান্ত আনুগত্য ও অবিস্মরণীয় চারিত্র-শক্তি নিয়ে, কেউ কেউ তাদের উৎকট বিরোধিতা নিয়ে, আর প্রায় সবাই আশ্চর্য অকৃত্রিমতার গুণে এমন স্বভাবিক মানুষরূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় যে তাদের ভোলা সম্ভবপর নয়। হযরতের ও তাঁর সমসাময়িকদের চরিত-কথার এই বিস্ময়কর বাস্তবতায় সত্যই রয়েছে এক অপূর্ব মহাকাব্যের সম্পদ। সেজন্য যুগে যুগে নতুন নতুন চরিতকার সেসব চিত্রিত করতে গিয়ে নতুন নতুন আনন্দের ও বিস্ময়ের সন্ধান পাবেন।

চতুর্থ খণ্ড : পরিণতি

হযরতের নির্দেশ

কোরআন শরীফের অন্ত্য-মক্কীয় সূরা ইউনুস-এ নবী তাঁর দেশের লোকদের বলছেন :

... নিঃসন্দেহ এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি তবে তোমরা কি বোঝো না (১০ : ১৬) ?

হযরত মোহম্মদ তাঁর পরবর্তীদের জন্য যা রেখে গেলেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে কোর্‌আন আর তাঁর জীবনকালের দৃষ্টান্ত।

ভালো আরো যা তিনি রেখে গেলেন তার পরিচয় রয়েছে এই বিখ্যাত হাদিসে। ইয়ামনের শাসক হয়ে মুআয ইব্‌নে জবল্ যখন রওনা হলেন তখন হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : যখন কোনো প্রশ্ন তোমার সামনে আসবে তখন কিভাবে তার মীমাংসা করবে? মুআয উত্তর দেন : আল্লাহ্‌র গ্রন্থ অনুসারে। হযরত বলেন : যদি সেখানে কিছু (কোনো নির্দেশ) না পাও? মুআয বলেন : আল্লাহ্‌র রসুলের সুন্নাহ্ (আচরণ) অনুসারে। হযরত বলেন : যদি সেখানেও কিছু না পাও? মুআয বলেন : তখন আমি আমার বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করবো। মুআযের কথা শুনে হযরত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে মুআয ঠিক পথে চলেছে।

কোর্‌আন, হযরতের আচরণ, আর প্রত্যেক মুসলমানের বিচার-বুদ্ধি, এই তিনের অনুসরণ করার জন্য হযরত যে নির্দেশ রেখে গেলেন, বলাবাহুল্য, তাঁর অনুবর্তীদের জন্য সর্বকালে তা শ্রেষ্ঠ নির্দেশ। সেই নির্দেশের পরিণতি পরবর্তী মুসলিম ইতিহাসে কি হলো সেটি এক বিরাট বিষয়। জটিলও সেই ব্যাপারিটি। আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

হযরতের পরলোক গমনের পরে মুসলিম মণ্ডলীর ও রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সেই সময়ের জন্য যে মীমাংসা হয়, অর্থাৎ হযরত আবু বকরকে হযরতের খলিফার পদে বরণ, তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। পরের ইতিহাস থেকে দেখা যায় এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে মুসলিম জগতে ভীষণ রক্তারক্তি হয়ে গেছে, আর বাদানুবাদ যেন অন্তহীন হয়েছে।

আরব-বিদ্রোহ

হযরত আবু বকরকে প্রথমেই সম্মুখীন হতে হয় আরবের বিভিন্ন গোত্রের ও অঞ্চলের ব্যাপক বিদ্রোহের। আরবরা ছিল এক অতিশয় স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় জাতি। ইসলাম তাদের জন্য যে বিধান করলে নিয়ম-শৃঙ্খলার, সর্বোপরি এক কেন্দ্রীয় শাসনের অনুগত হবার জন্য, আর সেই কেন্দ্রকে নিয়মিতভাবে অর্থ (যাকাত) দানের জন্য—তা সহজেই সেই জাতির জন্য হলো দুঃসহ।—হযরতের জীবদ্দশাতেই আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নবীত্বের তিনজন মিথ্যাদাবিদার দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এমন সংকটকালেও হযরত আবু বকর দমলেন না, আর এক অমূল্য সহায়রূপে তিনি পেলেন নিপুণ যোদ্ধা খালেদ বিন্ ওলিদকে। তাঁর বাহুবলে বিদ্রোহী আরবরা শেষ পর্যন্ত বশে

এলো। হিট্টি বলেছেন : Arabia had to conquer itself before it could conquer the world--আরবের নিজেকে জয় করতে হয়েছিল বিশ্ব জয় করার পূর্বে। কিন্তু এই যে মুখ্যত অস্ত্রের বলে ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন করে' পত্তন হল, অচিরে এর একটা বড় প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে লক্ষণীয় হলো।

খলিফাদের যুগ

রোমানের সঙ্গে ও পারসিকদের সঙ্গে হযরতের জীবদ্দশাতেই এই নবগঠিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। আরবের ব্যাপক বিদ্রোহকে শায়েস্তা করে' হযরত আবু বকর বেদুইনদের আহ্বান জানালেন রোমানদের সঙ্গে জেহাদ করার জন্য। এই কালে শুধু খালেদ বিন্ ওলিদ নন, আরো কয়েকজন রণনিপুণ যোদ্ধার অভ্যুদয় মুসলমানদের মধ্যে হল—তাঁদের মধ্যে আম্‌র্ বিন্ আল্ আস্ সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁদের সহায়তায় অচিরে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া ও পারসিক সীমান্তে উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করলো। সেকালের সুসভ্য মধ্যপ্রাচ্য অখ্যাত আরব জাতির এমন আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্ময় মানলো।

হযরত আবু বকরের স্বল্পকালীন (৬৩২-৩৪) শাসনের পরে মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার মনোনীত হন হযরত ওমর (৬৩৪-৬৪৪)। শুধু বিজয়ের কথা না ভেবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে শান্তিতে বসবাসের কথাও তিনি ভাবেন—পারস্য সীমান্তে যতটা নতুন অঞ্চল মুসলমানদের এ পর্যন্ত লাভ হয়েছিল তিনি নির্দেশ দেন মুসলমানেরা সেই সীমা অতিক্রম করবে না। সৈয়দ আমীর আলীর History of the Saracens-এ বলা হয়েছে মুসলমানেরা সীমা অতিক্রম না করবার সংকল্প গ্রহণ করলেও পারসিকদের তরফ থেকে মুসলমানদের হটিয়ে দেবার প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলতে থাকে। ফলে হযরত ওমর নতুন করে' আদেশ দেন মুসলমান বাহিনীর অগ্রগতির জন্য।

আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হল ; রোমান সাম্রাজ্যেরও একটা বড় অংশ তাদের দখলে এলো।

হিট্টি বলেছেন : অল্প সময়ে আরবদের এমন অভাবিত বিজয়লাভের মূলে ছিল একদিকে তাদের কষ্ট সহ্য করবার অসাধারণ ক্ষমতা—তাদের মরুভূমির জীবন তাদের এই ক্ষমতা দিয়েছিল ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের মৃত্যুভয়-রাহিত্য—তাদের নতুন ধর্মবিশ্বাস তাদের এই শক্তি যুগিয়েছিল ; আর এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের নতুন রণকৌশল—তাদের অশ্বারোহী বাহিনী আর উষ্ট্রারোহী-বাহিনীর দ্রুততর গতিও ছিল তাদের এই বিজয়ের একটা বড় হেতু।

রোমক ও পারসিক এই দুই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এই দ্রুত মুসলিম-বিজয়ের সহায় হয়েছিল। এক শ্রেণীর ইয়োরোপীয় ইসলামতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত : প্রধানত ধর্মান্ধতা ও তরবারির জোর ছিল এই বিজয়ের মূলে। কিন্তু হিট্টি দেখিয়েছেন : মুসলিম বিজয়ের সূচনা থেকে দুই শত বৎসর কি তারও বেশি সময় পর্যন্ত বিজিতদের নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ব্যাপক হয় নি। তাঁর, এবং আরো অনেকের, মতে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্যে প্রজাদের উপরে করভার দুর্বহ হয়েছিল, বিজয়ী মুসলমানেরা তাদের কাছ থেকে যে ভূমিকর ও জেযিয়া আদায় করতো তা ছিল তাদের পূর্বের প্রভুদের তারা যে কর দিত তার চাইতে পরিমাণে কম, আর রোমক সাম্রাজ্যে ও পারস্য সাম্রাজ্যে ধর্মাচরণে প্রজাদের বাধা ছিল গুরুতর—তার সঙ্গে তুলনায় মুসলমান বিজয়ীদের অধীন তারা জেযিয়া দিয়ে অনেক বেশি ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো।

মুসলিম বিজয়ের দুই শত বৎসরেরও বেশি সময় পরে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ এই বিজিতদের মধ্যে ব্যাপক হয়, তার প্রধান কারণ, এমন ধর্মান্তরিত হবার ফলে তাদের কর ভার আরো লঘু হয়, আর তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। সভ্যজগতে তখন মুসলমানদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে।

হিট্‌টি বলেছেন একটা নতুন বিশ্বাসের উদ্দীপনা ইসলাম আরবদের মধ্যে এনে দিয়েছিল মিথ্যা নয়, কিন্তু তাদের এই দিগ্‌বিজয়ের ব্যাপারে সেই উদ্দীপনার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল অর্থনৈতিক কারণেরও। সিরিয়া ও পারস্যের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো দখল করার ফলে এই বিজয়ী আরবদের যে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হচ্ছিল তা তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল এক প্রবল প্রলোভনরূপেই।—এই প্রলোভনের অবাঞ্ছিত পরিণতি সম্বন্ধে এই বিজয়ীদের বরেণ্য নেতা হযরত ওমর সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কথিত আছে পারস্যের জালুলা ও মাদায়েনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ী বাহিনী যখন প্রচুর ধনসম্পদ মদিনায় নিয়ে আসে সেসব দেখে হযরত ওমর অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। তাঁর এমন অশ্রু বিসর্জনের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি দেখছি এই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ভবিষ্যতে আরবদের ধ্বংসের কারণ হবে।—বিজিত অঞ্চলগুলোতে হযরত ওমর অবশ্য যোগ্য শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করতে বিশেষ চেষ্টা করেন, আর তিনি নিজে অতি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে চলেন। কিন্তু যুদ্ধে লব্ধ যে প্রচুর ধনসম্পদ ও দাসদাসী মুসলমানদের লাভ হতে থাকে তাতে সহজেই ভোগ-বিলাসের দিকে তাদের মন ঝুঁকে পড়ে।

শুধু ভোগ বিলাসের দিকে নয়—ক্ষমতার লোভও তাদের মধ্যে প্রবল হতে থাকে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন : তৃতীয় খলিফা ওসমানের স্বজন-তোষণ-নীতি অচিরে উমাইয়া গোত্রের লোকদের (হযরত ওসমান ছিলেন উমাইয়া গোত্রের) সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে, আর তার ফলে মুসলমান মণ্ডলীতে অসন্তোষ তীব্র হয়ে চলে। উমাইয়া গোত্র ইসলামের আওতায় আসে অনেক পরে।

শেষে অসন্তুষ্ট বিদ্রোহীদের হাতে বর্ষীয়ান খলিফা ওসমান নিহত হন—৬৫৬ খৃষ্টাব্দে—যদিও অনেক ভাল গুণ তাঁতে ছিল।

ওসমানের পরে খলিফা মনোনীত হন আলী (৬৫৬-৬৬১)—হযরতের জামাতা। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে শীগগিরই উমাইয়া গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে—ওসমানের হত্যাকারীদের বিচার হচ্ছে না এই অজুহাতে। তাদের সঙ্গে যোগ ঘটে তাল্‌হা ও যুবেরের মতো হযরতের বিখ্যাত সঙ্গীদেরও—তাঁদের আশার অনুরূপ পদমর্যাদা লাভ না হবার ফলে, এই কেউ কেউ বলেছেন। হযরত আয়েশাও আলীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান—তাঁর নামে যখন বদনাম রটেছিল তখন আলী যে তাঁকে ত্যাগ করার পরামর্শ হযরতকে দিয়েছিলেন সম্ভবত সেইটি ছিল আলীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার মুখ্য কারণ। যাহোক এই বিদ্রোহ আলী দমন করতে পারেন। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের আবু সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা, বহু বেতনভুক্ সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে' তিনি যে হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন, তাঁকে দমন করা হযরত আলীর পক্ষে কঠিন হলো। মোয়াবিয়ার সহায় হন বিখ্যাত যোদ্ধা ও কূটনীতিক আমর ইবন্ আল্ আস।

একদল মুসলমান—খারিজী সম্প্রদায়—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মুসলিম মণ্ডলীর ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক আল্লাহ্, অন্য কথায়, মুসলিম মণ্ডলীর দ্বারা বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি,—আলীও মোয়াবিয়ার মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে এর জন্য এই দুইজনকেই সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। এই দলের সঙ্গে আলীর কঠোর যুদ্ধ হয়। শেষে এই দলের একজন কুফা-র মসজিদে (এই সময়ে রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় স্থানান্তরিত হয়েছিল) আলীকে বিষাক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করে—তাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

উমাইয়া শাসন

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্-হাসান কুফায় খলিফা মনোনীত হন। কিন্তু প্রতাপশালী মোয়াবিয়াকে মুসলমান মণ্ডলীর শাসনভার দিয়ে তিনি মদিনায় গিয়ে নিরুপদ্রব জীবনযাপনে রত হন। সৈয়দ আমীর আলী বলেছেন : মোয়াবিয়ার সঙ্গে আল্-হাসানের এই চুক্তি হয়েছিল যে মোয়াবিয়ার পরে আল-হাসানের সহোদর আল-হুসেন খলিফার পদ পাবেন। কিন্তু মোয়াবিয়া তাঁর পুত্র এযিদকে তাঁর পরে খলিফা মনোনীত করেন আর মদিনার ও মক্কার মুসলমান মণ্ডলীর কাছ থেকে বলে তাঁর এই মনোয়নের সমর্থন আদায় করেন।

মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পরে এযিদ খলিফা হলে আল্-হুসেন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সেই বিদ্রোহের যে শোকাবহ পরিণতি ঘটে মুসলিম ইতিহাসে তা সুপরিচিত।

হযরতের পরলোক গমনের পরে পর পর যে চারজন খলিফা বা প্রতিনিধি হন—আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী—এঁদের সাধারণত বলা হয় খুলাফা-ই-রাশেদুন, অর্থাৎ সত্য খলিফা। এরপর মোয়াবিয়া থেকে উমাইয়া বংশের শাসন শুরু হয়—৬৬১ খৃষ্টাব্দে। একশত বৎসর তাঁরা মুসলিম জগতে শাসন পরিচালনা করেন। এঁদের শাসনকালে ইসলামের সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত হয়। কিন্তু তাঁদের শাসনকে অনেকে নাম দিয়েছেন রাজত্ব—খলিফাত্ব নয়—তার কারণ এই বংশের শাসকরা প্রায় সবাই ইসলামের বিধি-নিষেধের অনুবর্তী হওয়ার চাইতে প্রাচীন আরব স্বেচ্ছাচারের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন।

আব্বাসীয় শাসন

শেষে এঁদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়, আর তার ফলে এঁদের শাসনের অবসান ঘটে, আর আব্বাস-বংশীয়দের শাসন আরম্ভ হয়। আব্বাস-বংশীয়েরা, অর্থাৎ হযরতের পিতৃব্য আল-আব্বাসের সন্তানরা, নিজেদের ইসলামের বিধি-বিধানের অনুবর্তী বলেই জ্ঞান করতেন, অনেকে তাঁদের সেই চোখেই দেখতো, কিন্তু এঁরাও মোটের উপরে ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। আব্বাস-বংশীয়দের শাসন চলে দীর্ঘদিন—৭৫০ খৃষ্টাব্দে থেকে ১২৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইসলামীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির সুবর্ণ যুগ এটি, বিশেষ করে' এর প্রথম ভাগ।—১২৬৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গোল হালাকুর সৈন্যবাহিনী আব্বাসীয়দের রাজধানী বোগদাদ নগর আর আব্বাসীয় শাসন ও বংশ সবই ধ্বংস করে।

স্পেনে মুসলমান শাসন

মধ্য প্রাচ্যে উমাইয়া বংশের যখন ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে তখন সেই বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন সেই বংশের আব্দুর রহমান। তাঁর বয়স তখন বিশ বৎসর। পাঁচ বৎসর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে' ও বহু দেশ ভ্রমণ করে' অবশেষে দূর স্পেনে গিয়ে তিনি রাজাসন পান। উমাইয়া বংশ সেখানে গৌরবে শাসন পরিচালনা করে ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপরেও মুসলমানেরা স্পেনে রাজত্ব করেন—শেষে তাঁদের ইয়োরোপ ত্যাগ করে আসতে হয় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে।

ফাতেমীয় বংশ

হযরত আলী ও ফাতেমার সন্তানরাও মুসলমান জগতের খলিফা হবার বিশেষ দাবিদার ছিলেন। তাঁদের অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। শেষে আফ্রিকায় তাঁরা নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—৯০৯ খৃষ্টাব্দে। সেখানে তাঁরা শাসন পরিচালনা করেন ১১৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রতাপ বনাম সৃষ্টিধর্মিতা

প্রথম চার খলিফা, উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয় বংশ, ফাতেমীয় বংশ, তুর্কী সম্রাটগণ—এঁরা ভিন্ন মুসলিম জগতে খ্যাতনামা হন আরো কয়েকটি বংশ। ভারতবর্ষের পাঠান এবং মোগলরাও বিখ্যাত। মুসলমান খলিফাদের ও রাজাবাদশাদের রণনৈপুণ্য, ইয়োরোপের ক্রুজেডারদের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রাম, সুবিস্তৃত রাজ্যের উপরে তাঁদের আধিপত্য, এসব ইতিহাসে কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু একালে আমাদের জন্য বেশি অর্থপূর্ণ তাঁদের রণনৈপুণ্য ও দিগ্‌বিজয় তেমন নয় যেমন নানা জাতির লোকদের নিয়ে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তাঁরা যে শুভবুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন—সেই ব্যাপারটি। মানব-সভতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা যেসব সৃষ্টিধর্মী চিন্তার ও কাজের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন—সেই সবেরই সমাদর কালের কাছে। সেই সবেরই পরিচয় নিতে আমরা চেষ্টা করব।

সূরা আল-বরাআত অবতীর্ণ হবার পরে অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ যা দাঁড়ালো তার সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে। এই সম্বন্ধ স্বভাবতঃ আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করে চললো ইসলামের নতুন নতুন বিজয় লাভের সঙ্গে। হযরত ওমর খলিফা হবার অল্পদিন পরেই খয়বরের ইহুদিদের ও নাজরানের খৃষ্টানদের আরবের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন (হিট্‌টির মতে তাদের সঙ্গে যেসব চুক্তি ছিল তা লঙ্ঘন করে) কেননা, আরবে অমুসলমানদের বসবাস চলবে না এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। তিনি আরবদের গঠন করতে চাচ্ছিলেন ইসলাম-অনুবর্তী একটি সামরিক-শৃঙ্খলা-যুক্ত জাতি হিসাবে—তাদের তিনি ভেবেছিলেন নতুন ইসলামীয় সৃষ্টির জন্য এক যোগ্য উপকরণ। তিনি চাইলেন আরবরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাখবে অনারবদের থেকে, সেজন্য নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হবে আরবরাই, অনারবরা তার নাগরিক অধিকার পাবে না। আরবরা বিজিত অঞ্চলসমূহের জমি-জমার মালিক হয়ে সেসব জায়গায় বসতি স্থাপন করবে না—সেসব জায়গায় জমির মালিকানা থাকবে অনারবদেরই। মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষা ও বিস্তারের দায়িত্ব আরবদেরই, তার উপরে তারা যাকাত (মোটামুটি বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ) রাষ্ট্রকে দেবে আর অনারবরা দেবে জমির খাজনা ও জেযিয়া (জেযিয়া প্রথমে ছিল বৎসরে মাথা পিছু এক দিনার হিসাবে ও কিছু খাদ্যশস্য, পরে এর পরিমাণ করদাতাদের সামর্থ্য অনুসারে বাড়ে।) অনারব ও অমুসলমান বলতে সাধারণত বোঝা হ'ত, আরবের বাইরের অমুসলমান, যেসব অনারব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতো তারা সাধারণ আরবদের তুল্য অধিকার পেত—তবে অনেক সময়ে পেতও না। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করার পরে রাষ্ট্রের সরকারী ভাণ্ডারে যে ধন-সম্পদ অবশিষ্ট থাকত তা বিতরণ করা হতো মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে। হযরত আয়েশা পেতেন সব চাইতে বেশি বৃত্তি (বৎসরে বারো হাজার দিরহাম)। সাধারণ আরব নারী, শিশু, নবদীক্ষিত অনারব, এদেরও এই বৃত্তি দেওয়া হতো। নিম্নতম বৃত্তির হার ছিল বার্ষিক দুইশত থেকে ছয়শত দিরহাম।[১]

হযরত ওমরের এই ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে ইসলামীয় রাষ্ট্র-শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা।

অচিরে অবশ্য এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আরব ও অনারবদের মধ্যে এমন পার্থক্য দীর্ঘদিন অটুট রাখা সম্ভবপর হয় না। পরে পরে আরবী-ভাষী ও ইসলাম-অবলম্বী প্রায় প্রত্যেকেই আরবরূপে নিজেদের পরিচিত করতে থাকে। আরবের বাইরে আরবদের জমির মালিকানা লাভ ও বসতি স্থাপনও চলতে থাকে।

---

১. হিট্‌টি দ্রষ্টব্য।

তবে হযরত ওমর ও সাধারণভাবে খলিফাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁদের সময়ে স্বীকৃত ইসলামীয় বিধান রাষ্ট্র ও সমাজনিয়ন্ত্রণে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হতো। বর্ণিত হয়েছে, মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য হযরত ওমর তাঁর আপন পুত্রকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন—তাতে তার মৃত্যু হয়।

তাহলে আমরা দেখছি : প্রথমে মুসলিম রাষ্ট্রকে দাঁড় করানো হয় এক ধর্মরাষ্ট্র হিসাবেই—ধর্মের বিধি-নিষেধের দ্বারা যার সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ অবশ্য কাম্য ছিল। কিন্তু সেই ধর্মরাষ্ট্র একই সঙ্গে হয়ে দাঁড়াল যেমন একটি ধর্মনীতি-নিষ্ঠ রাষ্ট্র তেমনি একটি সাম্রাজ্যও। কিন্তু সাম্রাজ্য বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোকের অধীনতা স্বীকার প্রভুস্থানীয়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য, সেটি যাতে না হয় সেদিকে এই ধর্মরাষ্ট্রের নেতাদের, বিশেষ করে হযরত ওমরের, সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কেননা সেই নবগঠিত রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন তিনি করতে চেয়েছিলেন নীতি-নিষ্ঠ ও অনাড়ম্বর, সঙ্গে সঙ্গে এই নবগঠিত রাষ্ট্রের বিস্তারও তিনি সীমিত করতে চেয়েছিলেন। পারস্য সীমান্তে তাঁর সেই চেষ্টার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, মিশর জয়ের প্রাক্কালেও সেই মনোভাব তাঁতে লক্ষ্য করা যায়, কেননা, সেনাপতি আমর ইবন আল-আসকে তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন নতুন দেশবিজয়ে অগ্রসর না হবার জন্য, কিন্তু আমর-ইবন্-আল্ আস্ খলিফার নির্দেশ প্রতিকূল হবে আশঙ্কা করে সেই নির্দেশ-পত্র না পড়েই নতুন বিজয়ে অগ্রসর হন। অবশ্য সেই বিজয়কে ওমর পরে স্বীকৃতি দিতে পশ্চাৎপদ হন নি, হয়ত তিনি মনে করেছিলেন এ ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

এর সঙ্গে আরো লক্ষ্য করবার আছে বিজিত অঞ্চলসমূহে প্রজাদের সুশৃঙ্খল ও সুসমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য তাঁরও তাঁর পরামর্শদাতাদের প্রযত্ন ; বিজিত অঞ্চলে দীর্ঘদিনের অবহেলিত কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা তাঁরা করেন। হযরত ওমর নতুন ইসলামী রাষ্ট্র—অথবা সাম্রাজ্যে—আরব ও অনারদের মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করেন নি, স্বীকার করতে হবে, তবে আরব এবং অনাবর উভয় শ্রেণীর লোকদেরই সাংসারিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যে আন্তরিকভাবে সচেষ্টা হয়েছিলেন—অনারবদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ভার ছিল তাদেরই ধর্মব্যবস্থার উপরে—ইতিহাসে এরও মূল্য কম নয়।

আর তাঁদের এই প্রচেষ্টা অনেকটা সফলও হয়েছিল। মুসলিম বিজয়কে বহু দেশের জনগণ যে স্বাগত জানিয়েছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যের এই অপেক্ষাকৃত ভাল দিকটা সব সময়ে যে কার্যকর থাকতো তা বলা যায় না। তবে এটি অমুসলিম বিচারবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো হয়েছিল। কোনো কোনো ইয়োরোপীয় ইতিহাসবেত্তা এই মন্তব্য করেছেন : Emancipation of the intellect বা "বুদ্ধির মুক্তি" ইয়োরোপে সক্রিয় হয়েছিল মুখ্যত গ্রীকদর্শনের প্রভাবে নয়, সেই প্রেরণা বরং এসেছিল মুসলমানেরা তাদের রাজ্যে অমুসলমানদের প্রতি যেমন উদার ব্যবহার করতো তার দৃষ্টান্ত থেকে।—অবশ্য যখন সভ্যতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নতুন প্রয়াস চলেছিল তখন ইয়োরোপ মোটের উপরে ছিল বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

আর সাম্রাজ্য-প্রথার মতো প্রাচীন দাসত্ব প্রথাও মুসলমানেরা রহিত করতে পারে নি। বরং কালে কালে দাসত্ব-প্রথা মুসলিম জগতে অত্যন্ত ব্যাপক হয়। তবে দাসত্ব যে মুসলমাদের মধ্যে অনেকটা সুসহ রূপ পায়—দাসকে মুক্তি দেওয়া মুসলমানেরা চিরদিনই পুণ্যকর্ম বলে গণ্য করতো—এটিও একটি স্বীকৃত সত্য।

স্বৈরাচার বনাম সৃষ্টিধর্মিতা

উমাইয়া বংশের শাসনকাল থেকে মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মের বিধানের প্রভাব যে সীমিত হলো—রাজ্যে-শাসনে নিয়মতান্ত্রিকতার স্থান অনেক পরিমাণে যে জবরদখল করল স্বৈরাচার—তার কথা আমরা বলেছি। কালে কালে ধর্ম-বিধানের অনুবর্তিতা আর শাসকদের স্বৈরাচার এই দুইয়ের মধ্যে একটি আপোষ হলো। শাসকরা খোলাখুলিভাবে নিজেদের স্বৈরাচারী প্রতিপন্ন করতে বিরত হলেন, আর ধর্মশাসনের ব্যাখ্যাতারাও শাসকদের স্বৈরাচারের কাছে অনেকটা নতি স্বীকার করলেন। অবশ্য এর ব্যত্যয় যে কখনো কখনো দেখা না দিল তা নয়। তবে মোটের উপরে এই আপোষ মুসলিম জগতে স্থায়ী হলো। এর ফল যে মুসলমান সভ্যতার জন্য শুভকর হলো না তা আমরা দেখবো।

কিন্তু ধর্মের বিধি-নিষেধ আর শাসকদের স্বৈরাচার এই দুই ব্যাপার নিয়েই মুসলমানেরা যে ব্যাপৃত থাকেতে পারলো তা নয়। নতুন নতুন দেশ জয়ের বা তাদের সম্পর্কে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পরিচিত হতে হলো সেইসব দেশের ধর্মানুষ্ঠানাদির সঙ্গে, বিশেষ করে তাদের দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে। এইভাবে গ্রীকদের, পারসিকদের, রোমানদের, প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের, খৃষ্টানদের, আর ভারতীয়দের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মুসলমানদের নিবিড় পরিচয় হলো। আরবদের বাস্তবের বোধ ছিল প্রখর—তাদের প্রাচীন কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে ; তাদের যে নতুন মহাসম্পদ কোর্‌আন লাভ হলো তাতেও বাস্তবের প্রতি তাদের দৃষ্টি প্রবলভাবেই আকৃষ্ট হলো। এই বাস্তব-চেতনা ও বাস্তব-প্রীতি তাদের বিশেষভাবে সচেতন করলো যেসব নতুন চিন্তা ও আচার-আচরণের সম্মুখীন তারা হলো সে-সবের মূল্য সম্বন্ধে। এর ফল নানা দিক দিয়েই শুভ হলো। মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে পণ্ডিতেরা বোঝেন শুধু কোর্‌আন ও হযরত মোহম্মদের জীবনযাপন পদ্ধতি মুসলমানদের জন্য যে সম্পদ বহন করে আনলো তাইই নয়, মুসলমানেরা তাদের পূর্ববর্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে যেসব সম্পদ আহরণ করতে পারলো আর সেসব আত্মস্থ করে' মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যেসব নতুন সমৃদ্ধি তারা যোগ করতে পারলো—সেই সমস্তই। এক বিরাট ব্যাপার এটি, কেননা মুসলমানেরা জীবনের বহু প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। আধুনিক সভ্যতা বলতে যে বাস্তবনিষ্ঠ বিরাট ও জটিল ব্যাপার বোঝায় তার প্রবর্তনা মুসলমানদের দ্বারাই।

মুসলমানদের এই বিরাট কীর্তির পরিচয় দিতে পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অনুসরণ করে' আমরা চেষ্টা করব এর দুই একটি বিশিষ্ট ব্যাপারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে। বলাবাহুল্য আমরা অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞ রূপে নয়—বিনীত জীবন-জিজ্ঞাসুরূপে। অতীতের বহু আশ্চর্য উপকরণও আজ হয় মূল্যহীন না হয় পুরাতন—কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসার মতো ব্যাপার পুরাতন হবার নয়।

হযরত যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর মুখ থেকে আসা বাণীই ছিল বিধান—সেইসব বাণীর মধ্যে কোনা অসামঞ্জস্য আছে কি না সে-প্রশ্ন সাধারণতঃ কারো মনে উদয় হতো না। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পরে কোর্‌আনের কোনো কোনো বাণীর ভিতরে যে আপাত-বিরোধ আছে তার দিকে মুসলমান চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। যেমন, কোর্‌আনে বলা হয়েছে : আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, সব কিছুর উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিপথে চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন আর তাঁর নিজের দিকে চালিত করেন তাদের যারা তাঁর দিকে ফেরে ; যে কেউ পাপ করে সে তা করে তার নিজের বিরুদ্ধে—যে কেউ ঠিক পথে চলে সে ঠিক পথে চলে তার অন্তরাত্মার, ভালোর জন্য—ইত্যাদি। এইসব কথার অর্থ ভাবতে গিয়ে মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে মোটামুটি দুই দল দাঁড়িয়ে গেল—এক দলের ধারণা হলো : কোর্‌আনের মতে মানুষের স্বাধীন কর্তৃত্ব বলে' কিছু নেই, মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ তার ইহকাল-পরকাল, সবই নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার দ্বারা ; অন্য দলের সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো : না তা

নয়, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, সে ভাল কাজ করবে কি মন্দ কাজ করবে তার মীমাংসা করবার ক্ষমতা তার আছে।

বলাবাহুল্য এসব মানুষের সামনে চিরকালের প্রশ্ন, এবং আজো এসব প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। কিন্তু মুসলমানদের জগতে এসব প্রশ্ন বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করলো তাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও জন্য। আমরা দেখেছি উমাইয়া-বংশ ক্ষমতায় আসীন হলো চক্রান্ত ও বাহুবলের দ্বারা। তারা অনেকেই ইসলামের অনুবর্তী ছিল না, বরং ছিল প্রাচীন আরব জীবনধারার অনুবর্তী, আর সেই সঙ্গে প্রাচীন আরবের নিয়তি-বাদেরও। কিন্তু এই সময়ে মুসলমানদের নানা জাতির চিন্তার সঙ্গে, বিশেষ করে' গ্রীকদের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, আর তার ফলে যেসব মুসলমান চিন্তাশীলের সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছিল যে মানুষ তার জীবনের সুপরিণতি বা কুপরিণতির জন্য নিজেই দায়ী তাদের দল সম্প্রসারিত হচ্ছিল। কিন্তু এই মতের সম্প্রসারণ সেই দিনের রাজশক্তির স্বার্থের বিরোধী ছিল। রাজার যেমন কারো কাছে জবাবদিহি করবার নেই তেমনি বিশ্বজগতের রাজারও কারো কাছে জবাবদিহি করবার নেই—এই ধরনের মত সেই দিনে স্বতঃই শাসকদের সমাদর পাচ্ছিল।

নিয়তিবাদ অন্য কারণেও বল সঞ্চয় করে চলেছিল : উমাইয়া-বংশের প্রাধান্য-লাভও দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক অনিশ্চয়তা দেখে—উমাইয়াদের পরেও সেই ধারা চলে —স্বভাবতঃ মানুষের মন পুরুষকারে বিশ্বাস হারাচ্ছিল আর নিয়তি-বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। তেমনি ঝুঁকে পড়েই যেন কিছু শান্তি ও সান্ত্বনা পাচ্ছিল। এমন রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সুফীদের বৈরাগ্যবাদের যোগও বোঝা যায় সহজে।

কিন্তু শুধু দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা নয়, নানা জাতির নানা পণ্যদ্রব্য, বিচিত্র নির্মাণ-কৌশল, বিজ্ঞান, ইত্যাদির সঙ্গেও মুসলমানরা দিন দিন বেশি করে পরিচিত হতে লাগলো, আর তার ফলে তাদের মধ্যেও নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন-কৌশল সক্রিয় হলো। এসবও তাদের ভিতরকার উদার জীবন-বর্ধক ভাবনা সম্প্রসারিত করে চললো। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং নতুন নতুন নির্মাণ-কৌশল যে এমন ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিল এর প্রভাব জগতের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইয়োরোপ তখন বিদ্যাচর্চা ও চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে ছিল অতি অনুন্নত। জ্ঞানের ও নব-সৃষ্টির আলোক-বর্তিকা সেদিন জগতে তুলে ধরবার ভার পড়েছিল মুসলমানদেরই উপরে। ইয়োরোপ যে তার মধ্যযুগের অজ্ঞানঅন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল মুসলমানদের জ্বালা উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে সেকথা অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অকুণ্ঠিতকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। মুসলমানদের প্রভাব যে এমনভাবে জগতে ছড়িয়ে পড়ছিল এটি তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারের কুফল কিছু পরিমাণে কাটাতে পারছিল। তবে স্বৈরাচারী শাসকদের সমর্থন পেয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার ও প্রগতি-বিরোধী চিন্তা সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হয়েই চলেছিল। বিচার-বুদ্ধির মর্যাদা হযরতের চোখে যথেষ্ট ছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি; কিন্তু কালে কালে মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞরা সেই বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত করে আনলেন।

বিপর্যয়

শেষে মুসলমান-জগতের উপরে প্রায় একই অঙ্গে আপতিত হলো দুইটি বিপর্যয় : একটি ইয়োরোপীয় ধর্মান্ধ ক্রুজেডারদের বিরামহীন আক্রমণ, অন্যটি, মোঙ্গোল হালাকুর দ্বারা আনীত ব্যাপক ধ্বংস-বন্যা। বাইরের এই দুই ধ্বংস-বন্যা আর ভিতরের বিচার ও প্রগতি-বিরোধী চিন্তা

মুসলমান-জগতকে কালে কালে করে' তুললো মুখ্যতঃ উদ্যমহীন, আচার-অনুষ্ঠান-পরায়ণ, আর বিচার-বিরোধী। অতীতে অনেক বিখ্যাত দেশের ও জাতির জীবনে নানা কারণে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী মুসলমানদের উপরেও তেমনি অনেকগুলো কারণে বিপর্যয় নেমে এলো।

এই বিপর্যয়ের রূপ অনেক পণ্ডিত এঁকেছেন। কিন্তু শুধু দক্ষতার সঙ্গে নয়, বেদনার সঙ্গে এর রূপ এঁকেছেন সৈয়দ আমীর আলী, বিশেষ করে' তাঁর The Spirit of Islam গ্রন্থে। পাণ্ডিত্য ও বেদনার এমন সংযোগ শুভ হয়েছে—পাণ্ডিত্য তাঁকে দিয়েছে ব্যাধির জটিলতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, আর বেদনা তাঁকে দিয়েছে সেই ব্যাধির অবসান ঘটাবার জন্য উদ্যম। শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই কাজটি হতে পারতো না।

বিপর্যয়ের পরে নবসৃষ্টি

সৈয়দ আমীর আলী অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা পুরোপুরি চোখ চেয়ে দেখতে চান নি। অকরুণ সমালোচনার আধিক্য তাঁকে স্বভাবতঃই কিছু বিব্রত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অবিচলিত সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছেন মুসলমানদের বিপর্যয় ও পতনের মুখ্য কারণের উপরে। সেই কারণটি : বিচার-বুদ্ধিতে ও ব্যাপক-মনুষ্যত্ব-সাধনায় তাদের অবিশ্বাস আর তার পরিবর্তে সংকীর্ণদৃষ্টি ও প্রধানত আচারধর্মী হয়ে চলতে তাদের প্রবণতা।

এরই প্রচলিত নাম নিয়তির আনুগত্য স্বীকার আর পুরুষকারের প্রতি বিমুখতা। প্রগতি-বিমুখ আর পিছিয়ে-পড়া জাতির বা সমাজের সর্বকালের এই সাধারণ পরিচয়।

বিচার-বুদ্ধি বনাম অনুবর্তিতা

অবশ্য এত বড় একটা জটিল বিষয়ের এমন একটি মীমাংসা মনে হতে পারে অতি সহজ, আর সেই জন্য অবিশ্বাস্য। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় বাপারটা তা নয়।

মানুষের দুর্গতির নানা রূপ—নানা ধরনের অভাবে অভিযোগে আর মূঢ়তায় ও গ্লানিতে সেই দুর্গতির পরিচয় পরিব্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়, মিথ্যা নয়। কিন্তু আসলে মানুষের ব্যাধি হচ্ছে মানুষরূপে তার যে মুখ্য অবলম্বন—বিচার-বুদ্ধি—তার নিষ্ক্রিয়তা। এই নিষ্ক্রিয়তা থেকেই নিয়তি-পরবশতা আচার-পরায়ণতা লক্ষ্যহীনতা ইত্যাদি। আর এই বিচার-বুদ্ধির আনুগত্য থেকেই মানুষের সকল কৌতূহলের সক্রিয়তা, মানুষের নব নব উদ্যম, অনন্ত-কল্যাণ-স্বরূপ বিশ্ববিধাতায়, অথবা অশেষ কল্যাণের উৎস বিশ্ববিধানে, তার আস্থা,—ইত্যাদি।

এই সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে একালের মুসলমানদের জন্য তাদের লক্ষ্যের সন্ধান অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে—তবে, মুসলমানের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে, বিশেষ করে' অতীতে মুসলমান ভাবুকরা শ্রেয়ের পন্থা হিসাবে যেসব উল্লেখযোগ্য পথ বেছে নিয়েছিলেন সেসব সম্বন্ধে, পণ্ডিতদের মতো শুধু কৌতূহল বোধ নয়, সেসবের মূল্য সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা তাদের জন্য অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়ায়,—কেন না সেসব চিন্তা আজো পুরোপুরি অকার্যকর হয় নি তাদের মধ্যে। বিচার-বুদ্ধি আজো যেখানে যতটা কার্যকর আছে তাকে আরো সক্রিয় করাই প্রথম কাজ।

তেমন পুনর্বিবেচনা আরম্ভ করা যাক। তিনটি বড় চিন্তাধারার কথা ভাবা যাক : মোতাযেলাদের বিচার-প্রীতি, বিধি-নিষেধ-বাদীদের একান্ত-শাস্ত্রানুগত্য, আর ইমাম গায্যালির

অন্তর্জ্যোতিবাদ। একান্ত-শাস্ত্রানু-গত্যবাদীদের সিদ্ধান্তের মূলে প্রধানত ছিল—এখনো পুরোপুরি আছে—এই চিন্তা যে ধর্মের পথ জটিল ও দুর্বোধ্য, তাই ধর্মস্থাপয়িতা মহাপুরুষের আচরণের আনুগত্যই নির্ভরযোগ্য উপায়। কিন্তু তাঁদের চিন্তার গোড়ায় রয়েছে এই মস্ত গলদ যে, মানুষের জন্য সহজ পথ বলে' প্রকৃতই কিছু নেই—কালের বর্ধিত ভূয়োদর্শনের ফলে একথা আমরা অপেক্ষাকৃত সহজভাবে বলতে পারি। কাজেই মানুষকে সহজ পথের কথা বলার অর্থ তাকে বিভ্রান্ত করা মাত্র, কেননা, তার অন্তরাত্মা যদি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আলোকিত না হয় ও সেই বিচার-বুদ্ধি তার ভিতরে যদি স্বাধীন কর্মশক্তির উদ্রেক না করে, তবে মানুষরূপে তার ব্যর্থতা ঘটে। একটি খুব পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় : পশুকে ও পাখীকে নানা রকমের আচরণ ও বুলি শেখানো যায়, কিন্তু তাদের পশুত্বের ও পাখীত্বের কোনো উৎকর্ষই কি তাতে ঘটে? কোর্‌আনের মতে মানুষের আদিপিতা আদম ফেরেশতাদের—দেবদূতদের—চাইতে উচ্চতর-মর্যাদা-সম্পন্ন হলেন কেননা আদমে দেখা দিল বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞান, আর ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল শুধু আজ্ঞানুবর্তিতা বা নিয়মানুবর্তিতা।

এই শ্রেণীর শাস্ত্রানুগত্যবাদীরা বলে থাকেন : শাস্ত্রানুগত্যের অর্থ নিশ্চয়ই অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য নয়, আনুগত্যের সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেচনার যোগ থাকা চাই বৈ কি, মানুষের কাজের সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেচনার যোগ তো থাকবেই।—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : শাস্ত্রানুগত্য-বাদে জোর কিসের উপরে পড়েছে—বিচার-বিবেচনার উপরে, না, আনুগত্যের উপরে? আনুগত্য-বাদীরা নিশ্চয়ই জানেন, তাঁরা জোর দেন আনুগত্যের উপরেই। অন্য কথায়, বিচার-বুদ্ধি আর তার আনুষঙ্গিক স্বাধীন কর্মশক্তি তাঁদের অবলম্বন নয়, তাঁরা যার উপরে জোর দেন তা শেষ পর্যন্ত অন্ধ অনুবর্তিতারই রকমফের।

কিন্তু অনুবর্তিতার দ্বারা একদল সৈনিক তৈরি করা যেতে পারে। তাও ভালো সৈনিক তৈরি করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভাল নাগরিক অর্থাৎ বিচার-শক্তি-সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা যে যায় না তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে আর মধ্যযুগের খৃষ্টানদের ইতিহাসে তার স্পষ্ট পরিচয়ই রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হবে : যুক্তি-বিচারের উপরে জোর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোর্‌আনের অনুবর্তিতার চাইতে যুক্তি-বিচারের অনুবর্তিতাই প্রতিষ্ঠিত হবে—মুসলমান হিসাবে সেটি কি কাম্য?

এই প্রশ্নটি আমরা তুললাম। এর মীমাংসার চেষ্টা পরে হবে। তার পূর্বে ইমাম গায্‌যালির অন্তর্জ্যোতি-বাদ বুঝে দেখা যাক।

ইমাম গায্‌যালির চিন্তা

ইমাম গায্‌যালিও ছিলেন যুক্তিবাদীই। তাঁর "আত্মকথায়" তিনি বলেছেন :

আমার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই (বর্তমানে আমার বয়স পঞ্চাশের উপরে) ... আমি অশ্রান্তভাবে অনুসন্ধান করে চলি প্রত্যেক রকমের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মের নির্দেশ। ধর্মের গুহ্যার্থ-বাদী, প্রকাশ্য-অর্থ-বাদী, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, সুফী, যোগী, নিরীশ্বরবাদী যিন্দিক (বৌদ্ধ?) প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাস বা মুখ্য চিন্তা ছেলেবেলা থেকেই আমি তন্ন তন্ন করে' বুঝতে চেষ্ট করি। এটি আমার মধ্যে ছিল একটি বিধাতৃদত্ত প্রেরণা—এর উপরে আমার কোনো হাত ছিল না।[২]

---

২ দ্রষ্টব্য : হিট্টি — পৃ: ৪৩১ — ২।

এমন অনুসন্ধানের ফলে শীগ্‌গিরই তিনি বোঝেন : যুক্তি-বিচারের দ্বারা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এরপর তিনি সুফী-মত অবলম্বন করেন। সুফী-মতের প্রধান কথা হচ্ছে, যিনি জগৎ-কারণ ও জীবন-বিধাতা তাঁকে শুধু বুদ্ধির দ্বারা জানলেই হবে না, তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ স্থাপন করা চাই—শ্রেষ্ঠ সুফীদের জীবনে ও আল্লাহ্‌র নবী হযরত মোহম্মদের জীবনে এই যোগ বা অন্তর্জ্যোতি বুঝতে পারা যায়।

সুফী-মত ইমাম গায্‌যালিকে শান্তি ও সান্ত্বনা দেয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যুক্তি-বিচার পরিত্যাজ্য নয়, তবে সেই যুক্তি-বিচারের চাইতে বেশি মূল্য দিতে হবে ধর্মশাস্ত্রে যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকারের কথা বলে তাকে, আর সেই সঙ্গে ধর্মের অনুষ্ঠানাদিকেও। তাঁর "আত্মকথা" গ্রন্থেই তিনি বলেছেন :

সাপুড়ে তার অল্পবয়স্ক পুত্রের সামনে সাপ খেলায় না, তার ভয় এই, সে তার বাপের অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদ ঘটাবে। সর্বসাধারণের জন্য দর্শনচর্চাও এমনিভাবে বিপদ্‌জনক।

কিন্তু আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত যদি গ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ মানুষের অন্তর আলোকিত হওয়া চাই বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আর তাতে জাগা চাই স্বাধীন কর্মশক্তি, তাহলে ইমাম গায্‌যালির এই সিদ্ধান্তকে ভুল বলা ভিন্ন উপায় থাকে না, কেননা দর্শন-চর্চা, অন্য কথায়, বিচার-বুদ্ধির-চর্চা, মানুষের জন্য সৌখিন কিছু নয়, সেটি তার জন্য তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার মতো অত্যাজ্য। চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, অন্য কথায়, অপরের নির্দেশের আনুগত্য থেকে মুক্তি, মানুষকে যে মাঝে মাঝে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই, কিন্তু এমন ভুল করা তার জীবনে গতির আনুষঙ্গিক। মানুষের জীবনে যদি গতি—অনুসন্ধিৎসা—অবশ্যকাম্য হয় তবে ভুলকে এড়িয়ে চলবার উপায় তার জন্য নেই। অবশ্য ভুল সম্বন্ধে তাকে সচেতন থাকতে হবে সব সময়েই—তার অনুসন্ধিৎসা তাকে সেই শক্তি দেবে—কিন্তু যদি কেউ তাকে এমন পথ দেখাতে চায় যাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকবে না, তবে সে তাকে যে পথের উপরে দাঁড় করাবে তা কোনো মহৎ-সার্থকতার-অভিসারী পথ নয়, তা বিচারহীন আচার-অনুষ্ঠানেরই পথ, বা শুধু ঘুরপাক খাওয়ার একটি অন্ধ গলি। সুফী-পন্থা অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, সার্থকতা দিয়েছে—আমরা জানি ; কিন্তু সেই পন্থা যে অনেককে অন্ধ গুরুভক্তিতে আর অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানেও নিয়ে গেছে, তাও আমরা কম জানি না।

এতকালের ইতিহাসে থেকে এই শিক্ষা নিশ্চয়ই মানুষের হয়েছে যে জীবনের সার্থকতার পথ বিচিত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে এই শিক্ষাও তাদের হয়েছে যে বিচার-বুদ্ধিকে সবলভাবে সক্রিয় না রেখে সেই পথে চলতে চাইলে অনর্থ ভিন্ন আর কিছু তাদের লভ্য হবার নয়। স্রোতহীন বদ্ধ-জলার যা দশা বিচার-বুদ্ধিবিহীন আচার-অনুষ্ঠান-পরায়ণ জীবনেরও সেই দশা। শ্রেষ্ঠ সুফীদের জীবনেও বিচার-ক্ষমতা আদৌ কম লক্ষণীয় নয়।

মোতাযেলাদের চিন্তা

এইবার সেই বড় প্রশ্নটির সম্মুখীন হওয়া যাক : যুক্তি-বিচারের উপরে জোর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোর্‌আনের অনুবর্তিতার চাইতে যুক্তি-বিচারের অনুবর্তিতারই উপরে জোর পড়বে কিনা।–
–প্রাচীন মুসলমান চিন্তাশীলদের মধ্যে মোতাযেলারা বলেছিলেন : ধর্ম শাস্ত্রের বাণীর সুসংগত হওয়া চাই যুক্তি-বিচারের সঙ্গে। অন্য কথায়, তাঁদের মতে ধর্মশাস্ত্রের বাণী সার্থক হয় যদি তা মানুষের জন্য যুক্তিযুক্ত পথের নির্দেশ দেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে কোর্‌আনের বাণীর চাইতে

যুক্তি-বিচারকে তাঁরা বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁরা সমাজ-জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছিলেন ; সর্ব-সাধারণের জীবন, আর সুশিক্ষিতদের জীবন। সর্ব-সাধারণের জীবনের জন্য কোর্‌আনের বাণীর বিশেষ কার্যকারিতা তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষিতদের জন্য তাঁরা বিশেষ মূল্য দিয়েছিলেন দর্শনচর্চার, অর্থাৎ যুক্তি-বিচারের চর্চার। স্পেনীয় দার্শনিক ইব্‌নে রুশ্‌দ-এর চিন্তা এই ধরনের ছিল কোনো কোনো পণ্ডিত এই মত দিয়েছেন।

একালের চিন্তা

কিন্তু একালে আমরা জানি, সমাজ-জীবনে উচ্চ ও নীচের অথবা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও একালের চিন্তাশীলেরা সে-ব্যবধানকে অনতিক্রম্য বা কাম্য জ্ঞান করেন না। জন-জীবন তাঁদের জন্য আদৌ অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। বরং সমাজের শ্রেষ্ঠদের চিন্তা নিয়োজিত হওয়া চাই জন-জীবনের উৎকর্ষ বিধানে—এই তাঁদের প্রধান চিন্তা। একালে তাই মুখ্য কাম্য : সমাজ-জীবন ব্যাপকভাবে উদার জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, আর উদার-জ্ঞানবিজ্ঞান-অভিসারী হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মের যে যোগ আছে একালের এক শ্রেণীর চিন্তাশীলরা তা স্বীকার করেন না, বরং তাঁরা ধর্মকে মানুষের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্তরের ব্যাপার বলেই জানেন। কিন্তু অন্যদের মত তা নয়। তাঁরা ধর্মকে মানুষের জীবনে অত্যাজ্য জানেন। তবে ধর্ম বলতে তাঁরা কি বোঝেন তা বুঝে দেখবার আছে।

বলা যায়, ধর্ম বলতে তাঁরা মুখ্যত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন বোঝেন না, অন্ততঃ ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের উপরে তাঁরা ততটা জোর দেন না, যতটা জোর দেন ধর্ম-ভাবের উপরে—অন্য কথায়, ধর্মভাব বলতে যে আদর্শের আনুগত্য বোঝায়, যেমন সত্যে, কল্যাণে, অথবা কল্যাণ-বিধাতায় বা আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ, তাঁরা বিশেষ জোর দেন তার উপরে। বলাবাহুল্য, ধর্ম-শাস্ত্রেও এমন আনুগত্যের নির্দেশ বা ইঙ্গিত আছে। কিন্তু কালে কালে ধর্ম-পালন বলতে ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন বেশি করে বোঝা হয়েছে। এর কারণও রয়েছে। সেকালে ধর্ম-ব্যবস্থার লক্ষ্য শুধু আদর্শ-পালন ছিল না। ধর্ম বলতে সামাজিক রীতি-নীতি পালনও বোঝা হতো, বরং সেইটি বোঝা হতো বেশি করে তার কারণ, সমাজশৃঙ্খলা পালন সর্ব যুগেই মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য বলে' বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু একালে জীবন-ব্যবস্থা নানা ভাগে ভাগ ক'রে দেখা হয়। যেমন, আত্মরক্ষার দিক, শাসন-শৃঙ্খলার দিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক, আর আদর্শের আনুগত্যের দিক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেখা যায় যিনি নামাযে নেতৃত্ব করতেন তিনি সেনাপতিও হতেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমানে এমন ব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না, কেননা কালে কালে যুদ্ধ এক ব্যাপক-শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি রাজিনীতি আর সমাজ-শৃঙ্খলার দিকও—সেখানেও বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কাজেই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন সেকালে ব্যাপক জীবন-ক্ষেত্রে যেমন অর্থপূর্ণ ছিল একালে তেমন অর্থপূর্ণ নয়। একালে সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবেই ধর্মানুষ্ঠান কখনো কখনো খুব অর্থপূর্ণ হয়, যেমন মুসলমানদের ঈদের উৎসবে, অথবা হজব্রত পালনে। কিন্তু ধর্ম-ভাব বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার একান্ত আনুগত্য, তার প্রয়োজন আজো সব সময়ে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, কেননা, তেমন আনুগত্যের অভাবে মানুষ দায়িত্বশীল ও সৃষ্টিধর্মী মানুষ হতে পারে না।

ধর্মের যে মূল কথা—আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার আনুগত্য—তারই উপরে একালে যে বেশি জোর পড়েছে, তার ফলে কোর্‌আন আবৃত্তির চাইতে কোর্‌আনের ভাব উপলব্ধি, তা মূল আরবী বুঝে হোক বা তার অনুবাদের সাহায্যের হোক, সহজেই একালে বেশি মর্যাদা পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে

কোর্‌আন তার ভাষা সমেত একটি "সৃষ্ট পদার্থ", না, "অসৃষ্ট ও চিরন্তন", সেকালের এই তর্ক একালে আমাদের জন্য তার আবেদন অনেক পরিমাণে হারিয়েছে—একালে কোর্‌আন বলতে কোর্‌আনের ভাব, শিক্ষা, এসবের উপরে যে আমরা বেশি জোর দিই তা অনস্বীকার্য। বহুদিন পূর্বেই অবশ্য মুসলমান চিন্তাশীলরা একথা বুঝেছিলেন, নইলে স্বনামধন্য কবি রুমি একথা বলতে পারতেন না :

আমি কোর্‌আন থেকে তার মজ্জা বার করে নিয়েছি।

আর হাড়গুলো সংসারের কুকুরদের সামনে ফেলে দিয়েছি।

কোর্‌আন বলতে যদি বোঝা হয় কোর্‌আনের মজ্জা, তবে তার ইঙ্গিতঅনেক দূর যায়—তাহলে কোর্‌আন বলতে বুঝতে হয় উদার জ্ঞান ও মানুষ্যত্ব-সাধনই। বলা যায়, প্রাচীনেরা যাকে আল্লাহ্‌র মরমী উপলব্ধি বলতেন তার বাহ্যরূপ সেইটিই।—এক সময়ে আমি আমার এক পুরাতন বন্ধুকে এই সমীকরণটি উপহার দিয়েছিলাম :

নামায=কোর্‌আন-পাঠ

কোর্‌আন-পাঠ=জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-সাধন

∴ জ্ঞান ও মানুষ্যত্ব-সাধন=নামায।

কিন্তু বন্ধু আমার এই সমীকরণটি খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নামায বলতে বোঝেন জ্ঞান ও মানুষ্যত্ব-সাধনের অতিরিক্ত আরো কিছু—অর্থাৎ নামাযের আনুষ্ঠানিক দিকের বিশেষ অর্থ আছে এই তাঁর বক্তব্য। নামাযের আনুষ্ঠানিক দিকটাকে আমিও যে মূল্যহীন জ্ঞান করি তা নয়, তবে এই সমীকরণটিতে আমি এই কথার উপরে জোর দিতে চেয়েছিলাম যে, নামায—আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ নতি—সার্থক হয় যদি তা জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-সাধনের সহায় হয়, নইলে তা আচার-পালনের চাইতে বেশি কিছু নয়।

মুখ্য ও গৌণের বিচার

তাহলে আমাদের নিবেদন : একালে ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে—ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ।—জীবনে কোন্‌টি মুখ্য কোন্‌টি গৌণ এই বিচার আমার মধ্যে যেন কখনো শিথিল না হয়, বিশেষ করে' একালের জটিল জীবনায়োজনের দিনে।

কাজেই সেই যে বড় প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল : যুক্তি-বিচারের উপরে জোর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোর্‌আনের অনুবর্তিতার চাইতে যুক্তি বিচারের অনুবর্তিতাই প্রতিষ্ঠিত হবে—এর মীমাংসা এই : যুক্তি-বিচারের অনুবর্তিতা ও কোর্‌আনের অনুবর্তিতা এই দুইটি পৃথক করে দেখা অসঙ্গত ; কোর্‌আনের অনুবর্তিতার সত্যকার অর্থ যুক্তি-বিচারেরই অনুবর্তিতা, যেখানে যুক্তি-বিচারের নির্দেশ ক্ষুণ্ন সেখানে কোর্‌আনের নির্দেশও প্রকৃতই ক্ষুণ্ন হয়।

নব নব শুভ প্রেরণা লাভ

মানুষের এই সৌভাগ্য হয়েছে যে সে চিরকাল তার অন্তরে নব নব শুভ প্রেরণা লাভ করে চলেছে। সেইসব শুভ প্রেরণারই পরিচয় মানুষের বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে। মানুষের অন্তরাত্মার অর্থপূর্ণ বিকাশ সূচিত হয় সেসবে—তেমনি বিকাশ যদি সূচিত না হয় তবে সেসবই

হয় অর্থহীন। সেই অন্তহীন শুভ প্রেরণার ধারা থেকে মানুষ কখনো বঞ্চিত না হোক, আচার-অনুষ্ঠানের অথবা সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দেওয়াল তার এই শুভ প্রেরণা লাভের পথে কখনো বাধা রচনা না করুক—এই তার জন্য মহত্তম কাম্য—মানুষের জন্য ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এইটি, বিশেষ করে একালে যখন জগৎ ছোট হয়ে পড়েছে আর জগৎব্যাপী সমঝোতার প্রয়োজন দিন দিন বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।—মানুষের এই অন্তহীন শুভ প্রেরণা লাভ সম্পর্কে কোর্‌আনে বলা হয়েছে :

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি গাছ (দিয়ে তৈরি) হ'ত কলম, আর সমুদ্র, তাকে সাহায্য করতে আর সাত সমুদ্র (হ'ত কালি), (তবু) আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষিত হতো না।

সমাপ্ত

পবিত্র কোর্‌আন

প্রথম ভাগ

[১ থেকে ১৪ খণ্ড পর্যন্ত]

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৭৩

ভূমিকা

পবিত্র কোর্‌আন বাংলায় অনুবাদ করবো—একথা পূর্বে কখনো ভাবি নি। এর জন্য প্রস্তুত হই নি। হযরত মোহম্মদের (তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক) একটি জীবনী লিখবো—সে কথা অবশ্য বহুদিন থেকে ভেবে এসেছি। কিন্তু সেই জীবনীতে যখন প্রকৃতই হাত দিতে পারলাম তখন দেখলাম, কোর্‌আনের সঙ্গে যে সব পাঠকের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে হযরতের চরিত্র উপলব্ধি করা দুরূহ—কতকটা অসম্ভব। বাংলায় অবশ্য কোর্‌আনের অনেকগুলো অনুবাদ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেসব সহজবোধ্য নয়, বিশেষ করে কোর্‌আনের যে দীপ্ত, মিত, আবেগচঞ্চল বাক্‌ভঙ্গি তার দিকে দৃষ্টি রেখে অনুবাদের চেষ্টা করা হয় নি, ফলে অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে ছড়িয়ে পড়া ব্যাখ্যা, অথবা সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ—কোর্‌আনের প্রাণ-সম্পদ যা থেকে বাদ পড়ে গেছে। বহুদিন ধরে বাংলা ভাষার চর্চা করে আসছি, বিশেষ করে বাংলা চলিত ভাষায়। এই ভাষার প্রকাশ-সামর্থ্য যে অসাধারণ সমঝদারেরা তা জানেন। মনে খেলেছিল কোর্‌আনের ভাষার প্রাণ-সম্পদ এই ভাষায় হয়তো কিছুটা প্রকাশ করা যাবে। কোনো কোনো বন্ধুকে সে কথা বলেওছিলাম। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে সূরা আর-রহমান নিয়ে নিজেই এবিষয়ে পরীক্ষা করি। সূরা আর-রহমান অসাধারণভাবে লালিত্যপূর্ণ—তার সঙ্গে অবশ্য গম্ভীর। সৌভাগ্যক্রমে আমার অনুবাদ পড়ে বন্ধুরা আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু আরো দুই একটি সূরা অনুবাদ করতে গিয়ে ভাল ফল পাই না। অনুবাদে তাই অগ্রসরও হই না। কিন্তু ১৯৬৩ সালের শেষে, অথবা ১৯৬৪ সালের সূচনায় যখন সমগ্র কোর্‌আন অনুবাদ করবার তাগিদ অনুভব করলাম তখন কাজটি বেশ এগিয়ে চললো—অনুবাদ শুনে বন্ধুরা সন্তুষ্ট হলেন। মনে আছে জানুয়ারীর প্রথমভাগে, যখন চারিদিকে দেখা দিয়েছে অভাবনীয় অনর্থ, তখন অনুবাদ করছি সূরা বাকারাহ্‌-র এই সব লাইন :

"এর পরও তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন হোলো, হোলো যেন পাথর, অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত কঠিনতায়; কেন না এমন পাথর আছে যার ভিতর থেকে প্রবাহিত হয় নদী; আর তাদের কতকগুলো ফেটে চৌচির হয় আর তার থেকে বেরোয় জল; আর এমন পাথরও আছে যা ভেঙ্গে পড়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে অমনোযোগী নন আদৌ।"

কোর্‌আনের বিভিন্ন সূরা যেমন অনুবাদ করছিলাম তেমন বন্ধুদের পড়ে শোনাচ্ছিলাম। সেই বন্ধুদের কেউ ছিলেন অল্পশিক্ষিত, কেউ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, কেউ ছিলেন আরবীতে কৃতবিদ্য। সৌভাগ্যক্রমে অনুবাদ শুনে সবাই খুশি হন—কেউ কেউ অত্যন্ত খুশি হন। এই বন্ধুদের ভাললাগা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই অনুবাদটি প্রকাশ করতে। আমার এই বন্ধুদের মতো পাঠকসাধারণও যদি এই অনুবাদ পড়ে আনন্দ পান তবে আশাতীতভাবে পুরস্কৃত হব।

কোর্‌আনে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, কোর্‌আন কোনো মানুষের বাণী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর তাঁর বাণী—তাঁর দূত জিব্রিল সেই বাণী অবতীর্ণ করেছিল হযরত মোহম্মদের অন্তরে। হযরতের বয়স যখন আনুমানিক চল্লিশ বৎসর তখন থেকে সেই বাণী তাঁর লাভ হতে থাকে আর আনুমানিক ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁর পরলোক গমনের অল্প কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত সেই বাণী তিনি লাভ করেন। সেই সব বাণী কোর্‌আনের বিভিন্ন সূরায় স্থান

পেয়েছে। অবশ্য অবতরণের ক্রম অনুসারে আয়াত ও সূরাগুলো সাজানো হয় নি; বরং সাজানো হয়েছে মুসলমানমণ্ডলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

সমগ্র কোর্‌আন ছোটো বড় অনেক সূরায়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই অনুবাদে সেই সব সূরার প্রত্যেকটিতে মুখবন্ধ যোগ করা হয়েছে—মুখবন্ধে সূরার মুখ্য বক্তব্যের আর তার অবতরণের কালের, উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানে স্থানে পাদটীকাও দেওয়া হয়েছে। আশা করছি কোর্‌আন মোটামুটিভাবে বুঝবার জন্য এর বেশি সহায়তার দরকার করবে না, কেননা আসলে কোর্‌আনের ব্যাখ্যা কোর্‌আনের নিজের মধ্যেই আছে। তাছাড়া কোর্‌আনের এই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামে আমার বইখানি। তাতে হযরত মোহম্মদের জীবন-কথা, কোর্‌আন, ইসলামীয় সংস্কৃতি এসব সম্বন্ধে স্বতঃই কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক—সে কথা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো কোর্‌আনের কিছু কিছু তত্ত্ব, কিছু কিছু রূপক ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার আছে, সমসাময়িক ইতিহাসের দুরতিক্রম্য দাবির পরিচয়ও যে আছে সে বিষয়ে 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম " গ্রন্থে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু কোর্‌আনে জোর দেওয়া হয়েছে সেইসব চিন্তার উপরে যা সহজবোধ্য—সব মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ভালোর সঙ্গে যা মুখ্যভাবে জড়িত। মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত ও শুচিতাপূর্ণ জীবন যাপনের কথা, তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপনের কথা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা, বঞ্চিতদের অধিকার দানের পথে অশ্রান্ত প্রযত্নের কথা, বার বার এতে ঘোষণা করা হয়েছে, আর বিশেষ করে বলা হয়েছে বিশ্বজগতের যিনি মঙ্গল-বিধাতা, যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁর একান্ত আনুগত্য স্বীকারের কথা। কোর্‌আনের মতে সেই একান্ত আনুগত্য স্বীকারেই জীবন—সার্থক অনন্ত জীবন, আর সেই আনুগত্য স্বীকারের অভাবে ধ্বংস—শোচনীয় ধ্বংস। বিভিন্ন দেশের বিভিন্নকালের মানবশ্রেষ্ঠদেরও এই নির্দেশ। বর্তমান যুগকে বলা যায় নাস্তিক্য ও সংশয়বাদের যুগ—এর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও আর সেই জন্য অন্ধ ভোগবাদের আর ব্যাপক হানাহানির যুগ। এই অনেক-পরিমাণে-দিশাহারা যুগে কোর্‌আনের—এবং সর্বকালের মানবশ্রেষ্ঠদের—নির্দেশিত পরম-মঙ্গলময়ের, চিরঞ্জীবের, পরম সত্যের একান্ত আনুগত্য নতুন করে মানুষের অবলম্বন হোক—মৃত্যুর দিক থেকে মানুষ মুখ ফেরাক জীবনের দিকে।

অগাস্ট, ১৯৬৬

কাজী আবদুল ওদুদ

প্রথম খণ্ড

আল্-ফাতিহাহ্

[আল্-ফাতিহাহ্ বা সূরা ফাতেহা কোর্‌আন শরীফের প্রথম সূরা, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ। এতে সাতটি আয়াত বা শ্লোক। ফাতিহাহ্-র অর্থ সূচনা। সূরা ফাতেহা-র অনেকগুলো নাম, সেসবের মধ্যে খুব প্রচলিত হচ্ছে 'আল-ফাতিহাহ্', 'ফাতিহাতুল্ কিতাব' অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থের সূচনা বা প্রারম্ভ, আর 'উম্মুল্ কোর্‌আন' কোর্‌আনের জননী বা কোর্‌আনের সার। এটি কোর্‌আনের সারই বটে, কেন না, খুব সংক্ষেপে কোর্‌আনের মূল চিন্তা বা শিক্ষা এতে ব্যক্ত হয়েছে। এর একটি নাম 'সাব্ উম্ মিনাল্ মাসানি' অর্থাৎ বার বার পঠিত সাতটি, তার কারণ, দৈনন্দিন নামাযে এই সাতটি আয়াত বা শ্লোক বহুবার পঠিত হয়। যখন থেকে বিধিবদ্ধভাবে নামায পড়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই এটি এইভাবে পঠিত হয়ে আসছে, কাজেই এটি অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের প্রচারক-জীবনের চতুর্থ বৎসরের পূর্বে এই ভাবা হয়।

হযরতের প্রচারক-জীবনের যে বারো বৎসর মক্কায় কেটেছিল তাকে চার সমান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : অতি-প্রাথমিক মক্কীয়, প্রাথমিক মক্কীয়, মধ্য মক্কীয়, অন্ত্য মক্কীয়।

এই সূরায় আল্লাহ্‌কে বিশেষিত করা হয়েছে এইসব নামে: রব্, রহ্‌মান, রহীম, মালিক। কোর্‌আনের মতে আল্লাহ্‌র আর সব প্রসিদ্ধ নাম বা বিশেষণ যা আছে তার সঙ্গে আমরা পরে পরে পরিচিত হব। রব্-এর প্রধান অর্থ প্রভু, পালয়িতা বা প্রতিপালকম সার্থকতা-দাতা,—এর প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি পালয়িতা, প্রতিপালক, ক্বচিৎ কখনো প্রভুও ব্যবহার করেছি। রহ্‌মান-এর অর্থ দয়াময়—যিনি জগতের ও জীবের জন্য যা প্রয়োজনীয় পূর্বে থেকেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন; এর প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি দয়াময়, করুণাময়। রহীম-এর অর্থও দয়াময়, তবে সেই সঙ্গে বোঝায় তাঁর পুরস্কার-দাতার রূপ—মানুষের শুভ চেষ্টার বহু পুরস্কার তিনি দেন, বহুভাবে তাকে সার্থক করেন। তার প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি কৃপাময়, ফলদাতা, প্রতিপালক। মালিক শব্দের প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি প্রভু—যাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে, যিনি শাস্তি দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন।]

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা-

২ করুণাময়— ফলদাতা —

৩ বিচারের দিনের প্রভু।

৪ তোমারই বন্দনা আমরা করি, আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

৫ আমাদের সরল পথে চালাও —

৬ তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ;

৭ তাদের পথে নয় যারা তোমার রোষের পাত্র, তাদের পথেও নয় যারা পথহারা।

আল্-বাকারাহ্

[কোর্আন শরীফের দ্বিতীয় সূরা আল্-বাকারাহ্। এটি কোর্আনের দীর্ঘতম সূরা—চল্লিশটি রুকুতে, অনুচ্ছেদে, এটি বিভক্ত। বাকারাহ্-র অর্থ বকন গরু—একটি তৈরি-করা সুদর্শন বকনের কাহিনী এতে আছে, ইহুদিরা (ইসরাইলবংশীয়গণ) তার পূজায় মেতেছিল—তাদের মিশরে বাসের কালে এই প্রবণতা তাদের মধ্যে জেগেছিল মনে হয়। এই সূরাটাকে বলা যায় সংক্ষিপ্ত কোর্আন, কেন না, কোর্আনের প্রধান প্রধান বিধিনিষেধ ও চিন্তা এতে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এর অধিকাংশ আয়াত বদরের যুদ্ধের পূর্বে দ্বিতীয় হিজরির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। মদিনার প্রতিষ্ঠাবান ইহুদিরা হযরতকে কতভাবে বিব্রত করেছিল তার পরিচয় এতে আছে। কোর্আনের যে মূল চিন্তা যে কোর্আনের ধর্ম হচ্ছে হযরত ইব্রাহিমের একেশ্বরবাদ, সেই নির্মল, নির্ভেজাল একেশ্বরবাদে ইহুদি, খ্রীষ্টান, একেশ্বরবাদে-অবিশ্বাসী, সবাইকে ফিরে যেতে হবে, আর বিশেষভাবে সবাইকে হতে হবে সৎকর্মশীল, পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও প্রেমশীল—এই প্রসঙ্গ বার বার এতে এসেছে—কোর্আনের সর্বত্রই এই কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। মদিনার নতুন মুসলমানদের মধ্যে যারা মনেপ্রাণে মুসলমান হয় নি—তাদের দলপতি ছিল আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উবাই—তাদের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হয়েছে।

এর ২৫৫ সংখ্যক আয়াত বিশ্বপাতার এক অপূর্ব মহিমা-স্তোত্র। ২৫৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে: ধর্মে বল-প্রয়োগ নিষিদ্ধ।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম (আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা)।[১]

২ এই (সম্মানিত) গ্রন্থ—সন্দেহ নেই এতে—সীমারক্ষাকারীদের পথ-প্রদর্শক—

৩ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর ব্যয় করে (দানে) আমি যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে;

৪ আর যারা বিশ্বাস করে তাতে যা তোমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে,আর যারা সন্দেহহীন পরকাল সম্বন্ধে।

৫ এরা আছে তাদের পালয়িতার কাছ থেকে পাওয়া পথের উপরে, আর এরাই সফলকাম।

৬ যারা অবিশ্বাসী, তুল্য তাদের কাছে তুমি তাদের সাবধান করো আর না-ই করো—তারা বিশ্বাস করবে না।

---

১. এমন সাংকেতিক অক্ষর কোর্আনের বহু সূরার সূচনায় দেখা যায়। ব্যাখ্যাকারেরা এসবের বিভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া একটি অর্থ উদ্ধৃত হলো।

৭ আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন[২] তাদের অন্তরের উপরে, আর তাদের কানের উপরে, আর তাদের চোখের উপরে রয়েছে আবরণ; তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ আর কতকগুলো লোক আছে, যারা বলে 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাস করি'। বাস্তবিক তারা বিশ্বাসী নয়।

৯ তারা চায় আল্লাহ্‌কে আর বিশ্বাসীদের ফাঁকি দিতে, কিন্তু ফাঁকি দেয় শুধু নিজেদের—তা তারা বুঝতে পারে না।

১০ তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, আর আল্লাহ্ বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই ব্যাধি। তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা মিথ্যা কথা বলে।

১১ আর যখন তাদের বলা হয়, সংসারে অহিত করো না, তারা বলে, আমরা হিতকারী নই।

১২ সন্দেহ নেই তারাই অহিতকারী, কিন্তু তারা বোঝে না।

১৩ আর যখন তাদের বলা হয়: বিশ্বাস করো যেভাবে লোকেরা বিশ্বাস করে, তারা বলে, আমরা কি বিশ্বাস করবো নির্বোধদের মতো? সন্দেহ নেই তারাই হচ্ছে নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না।

১৪ আর যখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের দেখা হয় তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাসী', কিন্তু যখন নিজেদের শয়তানের সঙ্গে নিরিবিলি হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু তামাশা করছিলাম।

১৫ আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে তামাশা করছেন—ছেড়ে দিয়েছেন তাদের অন্ধ বিরুদ্ধতার পথে।

১৬ এরাই তারা যারা সুপথের বিনিময়ে বিপথ কিনেছে; তাতে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হবে না—পথ-পাওয়া দলের তারা নয়।

১৭ তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তার দৃষ্টান্তের মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে; সেই আগুন যখন তার চারদিক আলোকিত করলো তখন আল্লাহ্ তুলে নিলেন তাদের আলো আর রেখে দিলেন তাদের ঘোর অন্ধকারে—তারা আর দেখতে পায় না;

১৮ বধির বোবা অন্ধ—তারা আর ফিরবে না।

১৯ অথবা, আকাশ থেকে আসা ঝড়বৃষ্টির মতো —

তাতে আছে অন্ধকার, বজ্রের গর্জন, আর বিদ্যুতের চমকানি। বজ্রের শব্দে তারা কানে আঙুল দেয় মৃত্যুভয়ে। আল্লাহ্ ঘেরাও করেন অবিশ্বাসীদের।

২০ বিদ্যুৎ তাদের কাছ থেকে তাদের দৃষ্টি প্রায় ছিনিয়ে নেয়। যখনই তা ঝিলিক দেয় তখন তারা তার মধ্যে চলতে থাকে; আর যখন অন্ধকার দেখে তখন থেমে দাঁড়ায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে তাদের শুনবার শক্তি ও দেখবার শক্তি নিয়ে নিতে পারতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

---

২. অর্থাৎ ক্রমাগত মন্দের দিকে চলার ফলে মন্দের দিকে প্রবণতা তাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ হে মানবগণ, উপাসনা করো তোমাদের পালয়িতার যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা সীমারক্ষা করতে পারো—

২২ যিনি পৃথিবীকে করেছেন ফরাস আর আকাশকে করেছেন চাঁদোয়া; আর আকাশ থেকে করান বারিবর্ষণ। আর তা থেকে উৎপন্ন করেন ফল তোমাদের জীবিকার জন্য। অতএব আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া কোরো না যখন তোমরা জানো।

২৩ আর যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে আমার দাসের কাছে যা অবতীর্ণ করেছি সে-সম্বন্ধে, তাহলে তার মতো একটি সূরা (পরিচ্ছেদ) তৈরি করো, আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের সাক্ষী যারা তাদের ডাকো—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪ কিন্তু যদি তা না করো—কখনো তোমরা তা করতে পারবে না—তবে সাবধান হও সেই আগুন সম্বন্ধে যা অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে—মানুষ ও পাথর যার ইন্ধন।

২৫ আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল—তাদের জন্য আছে উদ্যান যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী; যখনই তার ফল তাদের জীবিকারূপে দেওয়া হবে তারা বলবে, পূর্বে যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল এ তাই। আর তাদের দেওয়া হবে অনুরূপ কিছু। আর সেখানে তারা পাবে পবিত্রা সঙ্গিনীদের; সেখানে থাকবে তারা অন্তহীনকাল।

২৬ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ লজ্জিত নন্ মশার মতো অথবা তার চাইতে বড় কিছুর উদাহরণ দিতে। যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে এ হচ্ছে তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে আসা সত্য,আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে: এমন একটি উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ্ কি বোঝাতে চান?—এর দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, অনেককে সুপথে চালিত করেন; কিন্তু তিনি পথভ্রষ্ট করেন না তাদের যারা অন্যায়কারী —

২৭ যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার নিষ্পন্ন হওয়ার পরে ভঙ্গ করে, আর ছিন্ন করে যা আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন যুক্ত করতে, আর পৃথিবীতে অহিত করে—এরাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।[৩]

২৮ কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করো যখন তোমরা ছিলে মৃত আর তিনি করলেন তোমাদের জীবিত? পুনরায় যিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, আর পুনরায় জীবিত করবেন, তখন ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের তাঁর কাছে।

২৯ তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে। তার পর তিনি ফিরলেন অন্তরীক্ষের দিকে আর তৈরি করে তুললেন সাত আকাশ। আর তিনি জ্ঞাতা সব কিছুর।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ আর যখন তোমার পালয়িতা ফেরেশ্‌তাদের (দেবদূতদের) বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি, তারা বললে: তুমি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করতে যাচ্ছ যে সেখানে অহিত করবে, রক্তপাত ঘটাবে? কিন্তু আমরা তোমার মহিমা ঘোষণা করি ও তোমার পবিত্রতার জয়গান করি। তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে আমি জানি যা তোমরা জানো না।

---

৩. মানুষের মধ্যে সমঝৌথা ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের উপর কোর্‌আনে জোর দেওয়া হয়েছে।

৩১ আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শেখালেন, তারপর ফেরেশ্‌তাদের সে-সব দেখিয়ে বললেন: এদের নাম আমাকে বলো যদি তোমরা সত্যপরায়ণ হও।

৩২ তারা বললে : তোমারই মহিমা—তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ তার অতিরিক্ত কোনো জ্ঞান আমাদের নেই। নিঃসন্দেহে তুমি জ্ঞাতা,জ্ঞানী।

৩৩ তিনি বললেন: হে আদম, তাদের জানিয়ে দাও তাদের(বস্তু সকলের)নাম। যখন সে তাদের জানিয়ে দিলে তাদের নাম তখন তিনি বললেন: তোমাদের কি আমি বলি নি যে আমি নিশ্চিতই জানি অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যা আছে অদৃশ্য, আর যা তোমরা প্রকাশ করো ও যা গোপন করেছ।

৩৪ আর যখন তিনি ফেরেশ্‌তাদের বললেন: তোমরা আদমকে সেজদা (প্রণতি) করো, তারা (সবাই) সেজ্‌দা করলে, ইব্‌লিস ব্যতীত; সে অস্বীকার করলে অহঙ্কারের বশে আর এইভাবে হলো অবিশ্বাসীদের দলের।

৩৫ আর আমি বললাম: হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বাস করো স্বর্গোদ্যানে আর যেখানে খুশি এর থেকে পর্যাপ্ত (ফল) খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটে এসো না, কেন না তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের দলে পড়বে।

৩৬ কিন্তু শয়তান তাদের দুইজনকে সেই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হতে বাধ্য করলো, আর বিতাড়িত করলো তাদের সেই অবস্থা থেকে। আমি বললাম: নিচে নেমে যাও—একে অন্যের শত্রুরূপে, পৃথিবীতে তোমাদের জন্য পাবে বাসস্থান আর কিছুদিনের সংস্থান।

৩৭ তারপর আদম তার পালয়িতার কাছ থেকে বাণী লাভ করলে ও তিনি তার প্রতি(প্রসন্নভাবে)ফিরলেন। নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফেরেন—কৃপাময়।

৩৮ আমি বললাম : নেমে যাও তোমরা এখান থেকে সবাই, কিন্তু নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে আসবে পথনির্দেশ, সেই নির্দেশের অনুবর্তী যে কেউ হবে তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখ করবে না।

৩৯ আর যারা অবিশ্বাস করে আর প্রত্যাখ্যান করে আমার প্রত্যাদেশসমূহ, তারা হচ্ছে আগুনের অধিবাসী—তাতে তারা বাস করবে দীর্ঘকাল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪০ হে ইসরাইলবংশীয়গণ, স্মরণ করো আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ করেছিলাম তার কথা আর পূর্ণ করো আমার কাছে তোমাদের অঙ্গীকার, আমি পূর্ণ করবো তোমাদের কাছে আমার অঙ্গীকার, আর আমাকেই ভয় করো।

৪১ আর বিশ্বাস করো আমি যা অবতীর্ণ করেছি, তোমাদের কাছে যা (যে গ্রন্থ) আছে তাতে তার সমর্থন রয়েছে; আর এটি অস্বীকার করতে অগ্রবর্তী হয়ো না, আর আমার প্রত্যাদেশের জন্য তুচ্ছ মূল্য নিও না, আর আমা হতে সাবধান হবে।

৪২ আর সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ো না, সত্য গোপনও কোরো না যখন জানো।

৪৩ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর যারা (উপাসনায়) মাথা নত করে তাদের সঙ্গে মাথা নত করো।

৪৪ লোকদের সৎ বিষয়ে আদেশ করো আর নিজেরা (আচরণ করতে) ভুলে যাও? আর তোমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ো। তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি নেই?

৪৫ সাহায্য চাও ধৈর্যে ও বন্দনায়; আর নিঃসন্দেহে এটি কঠিন বিনীত যারা তাদের পক্ষে ভিন্ন —

৪৬ যারা (অন্তরে) জানে যে তাদের পালয়িতার সঙ্গে তাদের দেখা হবে, আর তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৭ হে ইস্‌রাইলবংশীয়গণ, স্মরণ করো আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ করেছিলাম তার কথা আর তোমাদের যে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

৪৮ আর সাবধান হও সেই দিন সম্বন্ধে যে দিন এক প্রাণ অন্য প্রাণের কাজে আসবে না, তার পক্ষে কোনো সুপারিশ বা ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না,তাদের আনুকূল্যও করা হবে না।

৪৯ আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের আমি ফেরাউনের লোকদের থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের উপরে করছিল কঠোর অত্যাচার—হত্যা করছিল তোমাদের পুত্রসন্তানদের আর রেহাই দিচ্ছিল তোমাদের নারীদের; সেটি ছিল তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে এক বড় পরীক্ষা।

৫০ আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে করেছিলাম বিভক্ত; তাতে রক্ষা করেছিলাম তোমাদের; আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের—আর তোমরা দেখছিলে।

৫১ আর যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাত্রির (নির্জনতার)অঙ্গীকার করেছিলাম আর তাঁর চলে যাবার পরে তোমরা (কৃত্রিম) গোবৎসকে (পূজার জন্য) গ্রহণ করলে, আর অন্যায়কারী হলে।

৫২ শেষে এর পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছিলাম যেন তোমরা ধন্যবাদ (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করতে পার।

৫৩ আর যখন আমি মূসাকে দিয়েছিলাম গ্রন্থ ও (ভালো-মন্দ) বিভেদকারী শক্তি যেন তোমরা যথার্থ পথে চালিত হতে পার;

৫৪ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বলেছিলেন; হে আমার সম্প্রদায়, সন্দেহ নেই তোমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছ গোবৎসকে (পূজার জন্য) গ্রহণ ক'রে; অতএব অনুতপ্ত হয়ে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে ফেরো ও নিজেদের (নিজেদের মধ্যেকার অপরাধীদের) হত্যা করো; এই হবে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সমীপে তোমাদের জন্য কল্যাণ। তারপর তিনি (প্রসন্ন হয়ে) তোমাদের দিকে ফিরলেন—নিঃসন্দেহে তিনি বার বার প্রত্যাবর্তনকারী—ফলদাতা।

৫৫ আর যখন তোমরা বলেছিলে; হে মূসা, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌কে স্পষ্টভাবে দেখি। এর পর বিদ্যুৎ তোমাদের ছেয়ে ফেললো—তোমরা তা দেখছিলে।

৫৬ তারপর তোমাদের পুনর্জীবিত করেছিলাম, সেই মৃত্যুর (মৃত্যুতুল্য দশার) পরে, যেন তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পার।

৫৭ আর আমি শাদা মেঘকে দিয়ে তোমাদের উপরে ছায়া দিয়েছিলাম আর পাঠিয়েছিলাম তোমাদের জন্য 'মান্না' আর 'সালাওয়া',[৪] (বলেছিলাম) যেসব বিশুদ্ধ খাদ্য তোমাদের দিয়েছি তা ভক্ষণ করো।—আমি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করি নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

৫৮ আর যখন আমি বলেছিলাম: এই শহরে প্রবেশ করো আর এতে যা আছে ইচ্ছামতো খাও, আর শহরে প্রবেশ করো নতমস্তকে আর বলো 'হিত্‌তাতুন্' 'আমরা ক্ষমা চাই', আমি তোমাদের সব অন্যায় ক্ষমা করবো, আর বাড়িয়ে দেবো কল্যাণকারীদের (পুরস্কার)।

৫৯ কিন্তু যারা অন্যায়কারী তাদের যেকথা বলতে বলা হয়েছিল তা বদলে অন্য কথা বলেছিল। সেজন্য আমি আকাশ থেকে অন্যায়কারীদের উপরে আমার রোষ অবতীর্ণ করেছিলাম।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬০ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের জন্য পানি চাইলেন, আমি বলেছিলাম: তোমার আসা (যষ্টি) দিয়ে পাথরে মারো। আর তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ বেরিয়ে পড়লো, প্রত্যেক উপদল আপন জলপানস্থান চিনলো। (আমি বলেছিলাম) : আল্লাহ্ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ কোরো না।

৬১ আর যখন তোমরা বলেছিলে: হে মূসা, একই খাদ্য আমরা আর সহ্য করতে পারছি না, সেজন্য তোমার পালয়িতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তিনি আমাদের জন্য উৎপন্ন করুন যা মাটিতে জন্মে, যেমন, শাক, শসা, রসুন, মসুর, পেঁয়াজ। তিনি বললেন: তোমরা কি বদল করতে চাও উৎকৃষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্টের? যাও কোনো বস্তিতে। তাহলে তোমরা যা চাও তাই পাবে।
আর তাদের উপরে পতিত হলো লাঞ্ছনা ও দুর্দশা আর তারা যোগ্য হলো আল্লাহ্‌র রোষের, কেন না তারা অবিশ্বাস করেছিল আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ, আর অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল বাণী-বাহকদের। এইরূপ ঘটলো কেন না তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমা করেছিল।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬২ নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাসী আর যারা ইহুদি আর খ্রীষ্টান আর সাবেঈন, (এদের মধ্যে) যে কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে, আর শেষ দিনে বিশ্বাস করে, আর ভালো কাজ করে,

৪. বাইবেলে উক্ত manna o qualis.

তারা তাদের পালয়িতার কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, আর তাদের ভয় নেই, আর তারা দুঃখ করবে না।[৫]

৬৩ আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করি আর তোমাদের উপরে পর্বত উত্তোলন করি (এই বলে') : যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ় হস্তে ধারণ করো আর এতে (তওরাতে) যা আছে তা স্মরণ করো যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পার।

৬৪ তারপর এর পরেও তোমরা মুখ ফেরালে। কাজেই যদি আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা ও করুণা তোমাদের উপরে না থাকতো তবে তোমরা হতে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৬৫ আর নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে যারা সাব্‌বাথের (কর্মবিরতির দিনের) নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল তাদের কথা তোমরা জেনেছ। সেজন্য আমি তাদের বলেছিলাম : তোমরা ঘৃণ্য মর্কট হও।

৬৬ এইভাবে এটিকে আমি করেছিলাম একটি দৃষ্টান্ত সেই যুগের লোকদের জন্য, ও তাদের পরবর্তীদের জন্য, আর সীমারক্ষাকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

৬৭ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বললেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের হুকুম করছেন তোমরা একটি গাভী কোরবানি করো। তারা বললে: তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বলেছিলেন: আল্লাহ্‌র শরণ নিই যেন অজ্ঞানদের অন্তর্গত না হই।

৬৮ তারা বলেছিল: আমাদের জন্য তোমার পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করো তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিন সেটি কি (কি রকমের)। (মূসা) উত্তর দিলেন: নিঃসন্দেহে তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন সেটি একটি গাভী, বুড়ো নয় অল্পবয়স্কও নয়, এই দুইয়ের মাঝামাঝি, অতএব যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই করো।

৬৯ তারা বলেছিল: তোমার পালয়িতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তার রং কেমন তা পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিতে। (মূসা) বলেছিলেন: নিঃসন্দেহে সেটি একটি স্বর্ণবর্ণ গাভী তার উজ্জ্বল রং, যারা দেখে খুশি হয়।

৭০ তারা বলেছিল: আমাদের জন্য তোমার পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করো, আমাদের পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিতে তা কেমন, কেন না আমাদের তো সব গরু এক রকমের, কাজেই আল্লাহ্‌র যদি অভিরুচি হয় তবে আমরা ঠিক পথে চালিত হব।

৭১ (মূসা) বলেছিলেন: তিনি বলেছেন: সে এমন গরু যাকে জোয়ালে জোতা হয় নি, সে জমি চষে না, ক্ষেতে পানীও দেয় না, পূর্ণাঙ্গ, কোনো খুঁত নেই। তারা বলেছিল: এইবার তুমি সত্য উপস্থিত করেছ। সুতরাং তারা তাকে কোরবানি দিল—যদিও যেন দিল না।

---

৫. অধিকাংশ টীকাকারের মতে সাবেঈন (Sabeans) গ্রন্থধারী ছিল না। এই আয়াত অনুসারে ধর্মজীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে: আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস আর ভালো কাজ করা। মওলানা আযাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই :
হযরত মোহম্মদ এসেছিলেন কোনো ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য তেমন নয়, বরং তিনি এসেছিলেন মানবজাতিকে ধর্মের এই মূল কথা স্মরণ করিয়ে দিতে: আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো ও ভালো কাজ করো।

নবম অনুচ্ছেদ

৭২ আর যখন তোমরা একটি লোককে হত্যা করেছিলে আর তার পর সে বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করছিলে আর আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন যা তোমরা লুকোচ্ছিলে।

৭৩ আর আমি বলেছিলাম: এর[৬] কিছু অংশ দিয়ে তাকে আঘাত করো। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে পুনর্জীবিত করেন আর তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শন যেন তোমরা বুঝতে পার।

৭৪ এর পরও তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন হলো—যেন পাথর, অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত—কঠিনতায়; কেন না, এমন পাথর আছে যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে নদী; আর তাদের কতকগুলো ফেটে চৌচির হয় আর তার থেকে প্রবাহিত হয় জল; আর এমন পাথরও আছে যা ভেঙে পড়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে অনবহিত নন।

৭৫ এর পর তোমরা কি আশা করো যে তারা তোমাদের প্রতি সত্যপরায়ণ হবে? তাদের একটি দল আল্লাহ্‌র বাণী শুনতো আর তা বুঝে তার পর তার বদল করতো—এ বিষয়ে তারা জানে।

৭৬ আর যখন তারা মিলিত হয় যারা বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে, তারা বলে : 'আমরা বিশ্বাস করি', আর যখন তারা একা থাকে তখন নিজেদের লোকদের বলে : আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা ওদের বলে দিচ্ছ ওরা সেইসব নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে তর্ক করবে সেইজন্য? তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি নেই?

৭৭ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্ জানেন যা তারা লুকিয়ে রাখে আর যা তারা প্রকাশ করে?

৭৮ আর তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানহীন লোক আছে যারা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে উপকথার বেশি জানে না; তারা শুধু অনুমান করে।

৭৯ অতএব দুর্ভাগ্য তারা যারা নিজের হাতে বই লেখে ও তারপর বলে 'এ আল্লাহ্ থেকে', যেন এর দ্বারা তারা কিনতে পারে সামান্য লাভ; ধিক্ তাদের হাত যা লিখেছে সে জন্য, আর ধিক্ তাদের তারা যা উপার্জন করে সে জন্য।

৮০ আর তারা বলে : আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না কয়েক দিনের জন্য ভিন্ন। বলো : তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অঙ্গীকার পেয়েছ? তাহলে আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পালন করতে বিরত হবেন না; অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা জানো না?

৮১ হাঁ, যে কেউ যা মন্দ তা উপার্জন করে আর তার পাপ তাকে ঘেরাও করে প্রত্যেক দিকে—এরা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

৮২ আর যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে, তারা হচ্ছে বেহেশ্‌তের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

---

৬. টীকাকারদের মতে একটি নিহত গরুর অঙ্গবিশেষ দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়েছিল। — এটি একটি অলৌকিক ঘটনা।

দশম অনুচ্ছেদ

৮৩ আর যখন ইসরাইলবংশীয়দের আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম : আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো উপাসনা তোমরা করবে না, আর পিতামাতার প্রতি, আর স্বজনদের প্রতি, আর অনাথদের প্রতি, আর নিঃস্বদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে, আর লোকদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখবে, আর যাকাত দেবে। তারপর তোমরা ফিরে গেলে, অল্পকয়েকজন ব্যতীত, আর তোমরা ফিরে যাবার দলের।

৮৪ আর যখন তোমাদের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম : 'নিজেদের মধ্যে রক্তপাত কোরো না আর নিজেদের লোকদের নিজেদের শহর থেকে বার ক'রে দিও না' তখন তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সাক্ষীও হয়েছিলে।

৮৫ তবু তোমরাই হত্যা করো স্বজনদের আর তোমাদের একদলকে. তাদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দাও তাদের বিরুদ্ধে পাপে ও অন্যায়ে একে অন্যের সহায় হয়ে; আর যদি তারা বন্দীরূপে আসে তবে তাদের মুক্তিগণ দাও, কিন্তু তাদের তাড়িয়ে দেওয়াই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তাহলে তোমরা কি ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষে বিশ্বাসী আর অন্য অংশ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ? আর তোমাদের মধ্যে যারা এমন (আচরণ) করে ইহজীবনে লাঞ্ছনা ভিন্ন তাদের আর কি পুরস্কার পাবার আছে; আর বিচারের দিনে তাদের ফেলা হবে কঠিন শাস্তির মধ্যে; আর আল্লাহ্ অনবহিত নন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৮৬ এরাই সেই লোক যারা পরকালের পরিবর্তে ইহজীবন ক্রয় করে। সেজন্য তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না; তারা সাহায্যও পাবে না।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮৭ আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে গ্রন্থ দিই তাঁর পরে ক্রমান্বয়ে বাণীবাহক পাঠাই। আমি মরিয়মের পুত্র ঈসাকে দিই স্পষ্ট প্রমাণাবলী আর তাঁর বল বৃদ্ধি করি 'রুহুল্ কুদুস' (পবিত্র প্রেরণা) দিয়ে। ভালো, যখনই কোনো বাণীবাহক তোমাদের কাছে এসেছেন এমন কিছু (বাণী) নিয়ে যা তোমাদের মন চায় না তখনই তোমরা অহঙ্কার দেখিয়ে কাউকে বলেছ মিথ্যাবাদী, কাউকে করেছ হত্যা ?

৮৮ আর তারা বলে : আমাদের হৃদয় (যেন) গেলাফ (বহু জ্ঞান বহু কথা দিয়ে ভরা)। না, আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন তাদের 'পরে তাদের অবিশ্বাসের জন্য; তাই সামান্যই তারা বিশ্বাস করে।

৮৯ আর যখন তাদের কাছে এল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি গ্রন্থ যাতে সমর্থন রয়েছে তাদের (গ্রন্থে) যা আছে তার, আর পূর্বে তারা প্রার্থনা করতো যারা অবিশ্বাসী তাদের উপরে জয়যুক্ত হবার জন্য, কিন্তু যখন তাদের কাছে তাই এলো যা তারা যথার্থ ব'লে বুঝলো, তারা তা অবিশ্বাস করলো—সেজন্য আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অবিশ্বাসীদের উপরে।

৯০ যা গর্হিত তার বিনিময়ে তারা জীবন বিক্রয় করেছে : আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অবিশ্বাস করেছে এই বিদ্বেষের বশে যে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের যার কাছে খুশি

তাঁর কৃপা অবতীর্ণ করবেন। তাই তারা নিজেদের ক্রোধের উপরে ক্রোধের যোগ্য করলে। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৯১ আর যখন তাদের বলা হয় : বিশ্বাস কর তাতে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন, তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তারা অবিশ্বাস করে তাতে যা তার পরে এসেছে যদিও তাদের যা আছে তার সমর্থন এতে রয়েছে। বলো : তাহলে তোমরা এর পূর্বে আল্লাহ্র বাণীবাহকদের হত্যা করেছিলে কেন, যদি তোমরা বিশ্বাসীই হও?

৯২ আর নিঃসন্দেহে মূসা তোমাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি-কালে তোমরা গোবৎসকে গ্রহণ করেছিলে (পূজার জন্য), আর তোমরা হয়েছিলে অন্যায়কারী।

৯৩ আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম ও পাহাড় তুললাম তোমাদের উপর (এই ব'লে) : যা তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো আর শোন (আমার বাণী) , তারা বললে : আমরা শুনলাম আর অগ্রাহ্য করলাম। আর গোবৎস (তার পূজা) তাদের অন্তরের মধ্যে বসানো হলো তাদের (সেই অঙ্গীকার) অস্বীকার করার জন্য। বলো : তোমাদের বিশ্বাস (ধর্ম) যা আদেশ করছে তা অকল্যাণ--যদি তোমরা বিশ্বাসপরায়ণ (ধার্মিক) হও।

৯৪ বলো : যদি অপর লোকদের বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে বিশেষ ক'রে তোমাদের জন্যই আল্লাহ্র কাছে ঘর থেকে থাকে তবে মৃত্যু চাও না কেন? যদি সত্যবাদী হও?

৯৫ আর তারা কখনো তা চাইবে না তাদের দুই হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে সেই জন্য। আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের জানেন।

৯৬ নিঃসন্দেহে তোমরা তাদের পাবে মানুষের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে সব চাইতে লোভী— বহুদেববাদীদের চাইতেও (তারা লোভী)। তাদের এক এক-জন চায় তাকে হাজার হাজার বছরের পরমায়ু দেওয়া হোক। কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবন পাওয়া শাস্তি থেকে তাকে কিছুতেই আরো দূরে নিয়ে যাবে না। আর আল্লাহ্ দেখেন তারা যা করে।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯৭ বলো : যে কেউ জিব্রীলের শত্রু—নিঃসন্দেহ সে আল্লাহ্র আদেশে তোমার হৃদয়ে এটি (কোর্আন) অবতীর্ণ করেছে, এতে সমর্থন আছে এর পূর্ববর্তী গ্রন্থের আর এটি পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদপ্রদানকারী বিশ্বাসীদের জন্য;

৯৮ যে কেউ আল্লাহ্র আর তাঁর ফেরেশ্তাদের আর বাণীবাহকদের আর জিব্রীলের ও মিকাইলের শত্রু, সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্ সেই অবিশ্বাসীদের শত্রু। [৭]

৯৯ আর নিঃসন্দেহ তোমার কাছে আমি পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী যাতে কেউ অবিশ্বাস করে না সীমা লঙ্ঘনকারীরা ব্যতীত।

---

৭. ইহুদিরা জিব্রীলকে শত্রু ভাবতো।

১০০ এ কেমন—যখনই তারা কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তাদের একদল তা প্রত্যাখ্যান করেছে? না, তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে না।

১০১ আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো বাণীবাহক এলেন তাদের কাছে যা আছে তার প্রতিপাদন ক'রে, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে পিছনে ফেলে রাখলো যেন তারা কিছুই জানে না।

১০২ আর তারা তার অনুসরণ করেছে শয়তানরা যা বানিয়ে তুলেছিল সোলায়মানের রাজত্বকালে, আর সোলায়মান (আল্লাহ্‌তে) অবিশ্বাসী ছিলেন না, বরং শয়তানরা অবিশ্বাসী ছিল, মানুষের তারা শেখাতো জাদুবিদ্যা আর তা বাবেলে (বাবিলোনে) হারুত ও মারুত এই দুই ফেরেশ্‌তার কাছে অবতীর্ণ হয় নি; এই দুই ফেরেশ্‌তা কাউকে এই বিদ্যা শিক্ষাও দেয় নি এ কথা না ব'লে : আমাদের মধ্যে পরীক্ষা চলেছে অতএব অবিশ্বাস কোরো না (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশে)। আর এই দুই ফেরেশ্‌তার কাছ থেকে লোকেরা শিক্ষা করতো যার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তার দ্বারা লোকেরা কারো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত। আর তারা তাই শিক্ষা করে যাতে তাদের ক্ষতি হয়, লাভ হয় না। আর সন্দেহ নেই তারা জানে যে, যে এর ব্যবসা ক'রে পরকালে তার কোনো লাভের অংশ থাকবে না। নিঃসন্দেহে যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে তা মন্দ—যদি তারা তা জানতো।

১০৩ আর যদি তারা বিশ্বাস করতো ও সীমারক্ষাকারী হতো তাহলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার নিঃসন্দেহ ভালো হতো—যদি তারা জানতো।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০৪ হে বিশ্বাসিগণ, রা'ইনা বোলো না, বলো উন্‌যুর্‌না আর শোনো, আর অবিশ্বাসীদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।[৮]

১০৫ গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারা এবং বহুদেববাদীরা চায় না যে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে কোনো কল্যাণ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর করুণার জন্য মনোনীত করেন যাকে ইচ্ছা, আর আল্লাহ্ মহাকল্যাণময়, মহিমান্বিত।

১০৬ যেসব আয়াত (বাণী) আমি বাতিল করি অথবা ভুলিয়ে দিই আমি তার চাইতে ভালো অথবা সেই মতো একটি আনি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন?

১০৭ তুমি কি জান না যে আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র; আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু ও সহায় নেই?

১০৮ তোমরা তাহলে তোমাদের পয়গাম্বরকে প্রশ্ন করাতে চাও এর পূর্বে মূসাকে যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস বরণ করে নিঃসন্দেহ সে সরল পথের দিশা হারায়।

---

৮. রা'ইনা-র অর্থ শোনো, কিন্তু যদি একটু ভিন্নভাবে বলা যায় র'ইনা তবে তার অর্থ হয় 'নির্বোধ'। শব্দটি তেমনিভাবে উচ্চারণ করতো ইহুদিরা হযরতের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ — সেজন্য মুসলমানদের বলা হ'ল উন্‌যুর্‌না বল্‌তে, তার অর্থ, আমাদের দিকে নজর দাও।

১০৯ গ্রন্থকারীদের অনেকে বিদ্বেষবশতঃ আকাঙ্ক্ষা করে বিশ্বাস বরণের পরে তোমাদের অবিশ্বাসে ফিরিয়ে নিতে সত্য তাদের কাছে প্রতিভাত হবার পরেও। ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আদেশ দেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

১১০ উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো ও যাকাত দাও; আর যে কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য পূর্বে পাঠাও তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

১১১ আর তারা বলে : কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না ইহুদি অথবা খ্রীষ্টানরা ব্যতীত। এসব তাদের বৃথা আকাঙ্ক্ষা। বলো : তোমাদের প্রমাণ আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২ না—যে আল্লাহ্‌র দিকে নিজের মুখ রুজু করেছে আর সে সৎকাজ করে, তার পুরস্কার আছে তার পালয়িতার কাছ থেকে, আর তার জন্য কোনো ভয় নেই, সে দুঃখ করবে না।[৯]

চর্তুদশ অনুচ্ছেদ

১১৩ আর ইহুদিরা বলে : খ্রীষ্টানরা কিছুই অনুসরণ করে না, আর খ্রীষ্টানরা বলে : ইহুদিরা কিছুই অনুসরণ করে না। অথচ এরা সবাই গ্রন্থ পাঠ করে। এমনি করেই কথা বলে তারা যারা জানে না। বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে রায় দেবেন যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে।

১১৪ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌র মস্‌জিদে যেতে নিষেধ করে সেসবে আল্লাহ্‌র নাম কীর্তিত হবে এইজন্য, আর চেষ্টা করে সেসব নষ্ট করতে? এদের জন্য উচিত নয় ভয়ে ভিন্ন এসবে প্রবেশ করা; এই সংসারে তাদের জন্য আছে দুর্গতি, আর পরকালে তারা পাবে কঠিন শাস্তি।

১১৫ আর আল্লাহ্‌রই পূর্ব ও পশ্চিম। সেজন্য যে দিকেই তোমরা মুখ ফেরাও সেদিকে আল্লাহ্‌র মুখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ।

১১৬ আর তারা বলে : আল্লাহ্ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর মহিমা কীর্তিত হোক। না—আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁর। সব তাঁর আজ্ঞাধীন।

১১৭ আকাশ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা—আর যখন তিনি কিছু বিধান করেন তিনি সে-সম্বন্ধে শুধু বলেন : হও,—আর তা হয়।

১১৮ আর যাদের জ্ঞান নেই তারা বলে : কেন আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলে না অথবা একটি নিদর্শন আমাদের কাছে আসে না? এরা যেমন বলছে এমনি বলেছিল এদের পূর্বের লোকেরা। তাদের হৃদয় একই রকমের। নিশ্চয় আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট সেই লোকদের কাছে যারা নিঃসন্দেহ।

---

৯. বলা যেতে পারে কোর্‌আনের মতে এইটি ধর্মের সার : আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণ আত্মসর্মপণ আর সৎকাজ করা।

১১৯ সন্দেহ নেই তোমাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে, আর তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গীদের জন্য।

১২০ আর ইহুদিরা তোমার উপরে সন্তুষ্ট হবে না, খ্রীষ্টানরাও নয়, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করো। বলো : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র যে পথপ্রদর্শন তাইই পথপ্রদর্শন।—আর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা আসার পরে যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে না কোনো রক্ষক, কোনো সহায়।

১২১ যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি আর সেই গ্রন্থ তারা যথার্থভাবে পড়ে, তারা এতে (কোর্‌আনে) বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যে কেউ এতে অবিশ্বাসী হয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত দলের।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১২২ হে ইসরাইলবংশীয়গণ, স্মরণ করো আমার অনুগ্রহ যা তোমাদের দান করেছিলাম, আর তোমাদের যে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১২৩ আর নিজেদের সীমা রক্ষা ক'রে চলো একটি দিন সম্বন্ধে যেদিন কোনো প্রাণ অপর প্রাণের কোনো কাজে আসবে না, কোনো ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করা হবে না তার কাছ থেকে, কোনো সুপারিশেও তার ফল দেবে না, কোনো সাহায্যও তাদের করা হবে না।

১২৪ আর যখন তাঁর পালয়িতা ইব্রাহিমকে কয়েকটি কথার দ্বারা পরীক্ষা করলেন আর তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে মানুষের নেতা করবো; (ইব্রাহিম) বললেন : আর আমার সন্তানদের? তিনি বললেন: আমার অঙ্গীকার অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করে না।

১২৫ আর যখন আমি (কাবা) গৃহকে মানুষের সম্মেলনের ও নিরাপত্তার স্থান করেছিলাম (এই ব'লে) : ইব্রাহিমের স্থানকে উপাসনা-ভূমি করো। আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে এই ভার দিয়েছিলাম : আমার গৃহ পবিত্র ক'রে রাখো যারা প্রদক্ষিণ করে, যারা নির্জনতা-ব্রতধারী মাথা নত করে ও সেজ্‌দা করে, তাদের জন্য।

১২৬ আর যখন ইব্রাহিম বললেন : হে আমার পালয়িতা, এই নগরকে তুমি নিরাপদ করো, আর এর লোকদের যারা আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে তাদের জীবিকাস্বরূপ ফল দান করো; তিনি বললেন : যে অবিশ্বাসী হবে তাকে আমি ভোগ করতে দেব অল্প সময়ের জন্য, তারপর আমি তাকে তাড়িয়ে নেব আগুনের শাস্তির দিকে—মন্দ গন্তব্যস্থান।

১২৭ আর যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল গৃহের ভিত্তি গেঁথে তুললেন তখন (বললেন) : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের থেকে গ্রহণ করো—নিঃসন্দেহ তুমি শ্রোতা, জ্ঞাতা;

১২৮ হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের তোমার অনুগত করো, আর তোমাদের সন্তানদের থেকে তোমার প্রতি অনুগত মণ্ডলী সৃষ্টি করো; আর আমাদের উপাসনা-প্রণালী দেখাও; আমাদের প্রতি ফেরো,—নিঃসন্দেহ তুমি বার বার প্রত্যাবর্তনকারী, ফলদাতা।

১২৯ হে আমাদের পালয়িতা, তাদের থেকে তাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষ উত্থিত করো যাঁরা তাদের কাছে পাঠ করবেন তোমার প্রত্যাদেশসমূহ, আর তাদের শিক্ষা দেবেন ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান, আর তাদের পবিত্র করবেন—নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৩০ আর ইব্রাহিমের ধর্ম যে পরিত্যাগ করে, সে নিজেকে নির্বোধ ভিন্ন আর কি প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহ আমি নির্বাচিত করেছিলাম তাঁকে সংসারে, আর পরকালে তিনি ধার্মিকদের অন্যতম।

১৩১ যখন তাঁর পালয়িতা তাঁকে বললেন : আত্মসমর্পণ করো, তিনি বললেন : আমি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

১৩২ ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাঁদের পুত্রদেরও এই উপদেশ দিয়েছিলেন : হে আমার পুত্রগণ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, সেজন্য প্রাণত্যাগ কোরো না মুসলিম (আত্মসমর্পিত) না হয়ে।

১৩৩ অথবা তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু এল? তখন তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন : আমার পরে তোমরা আরাধনা করবে? তারা বলেছিল : আমরা তোমার উপাস্যের, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ইসমাইল আর ইস্‌হাকের উপাস্যের আরাধনা করবো--এক উপাস্য--তাঁর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করছি।

১৩৪ এই লোকেরা গত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছিল তাই তাদের, আর তোমরা যা উপার্জন করছ তাই তোমাদের, আর তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না তারা যা করতো সে-সম্বন্ধে।

১৩৫ আর তারা বলে : ইহুদি হও, অথবা খ্রীষ্টান হও; তাহলে পথ পাবে। বলো : না, (আমরা অনুসরণ করি) ঋজুস্বভাব ইব্রাহিমের ধর্ম আর তিনি বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন না।

১৩৬ বলো : আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি আর বিশ্বাস করি (তাতে) যা আমাদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, আর যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল ইব্রাহিম আর ইসমাইল আর ইস্‌হাক আর ইয়াকুব আর বিভিন্ন গোত্রের কাছে, আর যা মূসা আর ঈসা পেয়েছিলেন, আর যা নবীরা পেয়েছিলেন তাঁদের পালয়িতার কাছ থেকে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তাঁর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।

১৩৭ আর তারা যদি তার তুল্যতে বিশ্বাস করে যাতে তোমরা বিশ্বাস করো—তাহলে তারা আছে ঠিক পথেই, আর যদি তারা ফিরে যায়, তারা স্পষ্টতঃ বিরোধী হলো, আর তবে আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট; তিনি শ্রোতা; জ্ঞাতা।

১৩৮ রং (আমরা গ্রহণ করি) আল্লাহ্ থেকে, আর রাঙাতে আল্লাহ্‌র চাইতে কে বেশি পারে? আর আমরা তাঁরই উপাসনা করি। [১০]

১৩৯ বলো (গ্রন্থধারীদের) : তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বিরোধ করছ! আর তিনি তোমাদের পালয়িতা, আমাদেরও পালয়িতা। আর আমাদের কাজ আমাদের হবে আর তোমাদের কাজ তোমাদের হবে। আর আমরা একান্তভাবে তাঁর।

১৪০ না—তোমরা কি বলো যে ইব্রাহিম আর ইসমাইল আর ইস্‌হাক আর ইয়াকুব আর বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল? বলো : তোমরা ভালো জান, না আল্লাহ্ জানেন? আর তার চাইতে কে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে

---

১০. একটি বিখ্যাত হাদিস এই : আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হও।

সাক্ষ্য পেয়েছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা করছ সে–সম্বন্ধে আল্লাহ্ বেখেয়াল নন।

১৪১ এইসব লোক গত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছিল তাই হবে তাদের, তোমরা যা উপার্জন করছ তাই হবে তোমাদের, আর তারা যা করেছিল সে–সম্বন্ধে জবাব দিতে তোমাদের ডাকা হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৪২ লোকদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা শিগগিরই বলবে যে কিব্লাহ্[১১] আগে তাদের ছিল তা তারা বদলালো কিসের জন্য? বলো : পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ্, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথে চালনা করেন।

১৪৩ এইভাবে তোমাদের আমি করেছি একটি মধ্যপন্থী (ন্যায়পরায়ণ) মণ্ডলী যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো আর রসুল (বাণীবাহক) তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন। আর তুমি যা কিব্লাহ্ করতে চাচ্ছিলে তা আমি কিব্লাহ্ করেছি এইটি যাচাই করতে কে পয়গাম্বরের অনুবর্তী হয় আর কে গতির মোড় ফেরায়; আর এটি নিঃসন্দেহ কঠিন ছিল তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন যাদের আল্লাহ্ পথ দেখিয়েছেন; আর আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস নিষ্ফল করতে চান নি। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি স্নেহময়—ফলদাতা।

১৪৪ আমি দেখেছি আকাশের দিকে তুমি মুখ ফিরিয়ে আছ, তাই নিঃসন্দেহ তোমাকে ফেরাব সেই কিব্লাহ্র দিকে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। অতএব পবিত্র মস্জিদের দিকে তোমার মুখ ফেরাও; আর যেখানেই তোমরা থাক তোমাদের মুখ সেই দিকে ফেরাও; আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহ তারা জানে যে এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য; আর আল্লাহ্ অনবহিত নন তোমরা যা করো সে–সম্বন্ধে।

১৪৫ আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তুমি যদি সব নিদর্শন তাদের সামনে আনো তবু তারা তোমার কিব্লাহ্র অনুবর্তী হবে না, তুমিও তাদের কিব্লাহ্র অনুবর্তী হতে পারো না; তারাও পরস্পরের কিব্লা–র অনুবর্তী নয়; আর যে জ্ঞান তোমার কাছে এসেছে তা লাভের পরে তুমি যদি তাদের ইচ্ছার অনুবর্তন করো তাহলে নিঃসন্দেহ তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্গত হবে।

১৪৬ যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা (এই প্রত্যাদেশের বিষয়) জানে যেমন তারা তাদের পুত্রদের জানে, আর তাদের একটি দল নিশ্চয়ই এই সত্য জেনে গোপন করেছে।

---

১১. যে দিকে মুখ ক'রে নামায পড়া হয় তাকে কিব্লাহ্ বলে। এর পূর্বে মুসলমানরা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায পড়তো।

১৪৭ এ তোমাদের পালয়িতার কাছ্ থেকে আসা সত্য, অতএব সংশয়ীদের দলের হয়ো না।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৪৮ আর প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে সেই দিকে সে ফেরে, সেজন্য কল্যাণ-কর্মে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

১৪৯ আর যেখান থেকেই তোমরা আস (প্রার্থনার জন্য), পবিত্র মস্‌জিদের দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও। নিঃসন্দেহ এটি তোমাদের পালয়িতার থেকে আসা সত্য। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে-সম্বন্ধে বেখবর নন।

১৫০ আর তোমরা যেখান থেকেই আস পবিত্র মস্‌জিদের দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও, আর তোমরা যেখানেই থাক সেইদিকে মুখ ফেরাও যেন লোকদের তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার না থাকে—যারা অন্যায়কারী তারা ব্যতীত। সেজন্য তাদের ভয় কোরো না; ভয় করো আমাকে যেন আমি তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে পারি, আর যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পারো —

১৫১ যেমন, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে থেকে পয়গাম্বর পাঠিয়েছি, তিনি আমার নির্দেশাবলী তোমাদের কাছে পাঠ করেন, আর তোমাদের শুদ্ধ করেন, আর তোমাদের শিক্ষা দেন ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান, আর শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

১৫২ অতএব আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর আমাকে অস্বীকার কোরো না।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৩ হে বিশ্বাসিগণ, সাহায্য চাও ধৈর্যে ও বন্দনায়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।

১৫৪ আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত বোলো না; না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারো না।

১৫৫ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছু ভয় আর ক্ষুধা আর ধনহানি আর প্রাণ ও শস্যহানি দিয়ে; কিন্তু সুসংবাদ দাও ধৈর্যবানদের —

১৫৬ যারা কোনো বিপদ ঘটলে বলে : নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্‌র, আর নিঃসন্দেহ তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব।

১৫৭ এরাই তারা যাদের উপরে রয়েছে তাদের পালয়িতার আশীর্বাদ ও করুণা, আর এরাই পথপ্রাপ্ত।

১৫৮ নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত, কাজেই যে কেউ কাবাগৃহে হজ করে অথবা (তা) পরিদর্শন করে, তার জন্য অন্যায় হবে না এই দুয়ের প্রদক্ষিণ, আর যে কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সাড়া দেন—জ্ঞাতা।

১৫৯ সন্দেহ নেই যারা আমার দ্বারা মানুষের ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করার পরে প্রমাণসমূহ ও পথনির্দেশ গোপন করে তারাই আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত, আর যারা অভিসম্পাত করে তাদেরও অভিশপ্ত—

১৬০ তারা ব্যতীত যারা অনুতাপ করে, (নিজেদের) সংশোধন করে, আর (সত্য) প্রকাশ করে—এদেরই দিকে আমি ফিরি, আর আমি বার বার ফিরি— কৃপাময়।

১৬১ সন্দেহ নেই যারা অবিশ্বাস করে আর ম'রে যায় অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদেরই উপরে আল্লাহ্‌র আর ফেরেশ্‌তাদের আর মানুষের সবারই অভিসম্পাত।

১৬২ এতে বাস করে যাবে তারা— তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, তারা বিরামও পাবে না।

১৬৩ আর তোমাদের উপাস্য এক— তিনি ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই— তিনি দয়াময়, কৃপাময়।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৪ নিঃসন্দেহ অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, আর দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে, আর যাতে লোকের লাভ হয় তাই নিয়ে সমুদ্রে-চলা জাহাজে, আর জলধারায় যা আল্লাহ্ মেঘ থেকে পাঠান ও তারপর তার সাহায্যে ম'রে যাওয়া মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করেন আর তার উপরে ছড়িয়ে দেন সমস্ত (রকমের) জীবজন্তু, আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস ও মেঘের পরিবর্তনে, (আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের) নিদর্শন রয়েছে যারা বোঝে তাদের জন্য।

১৬৫ আর মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা নিজেদের জন্য গ্রহণ করে আল্লাহ্ ভিন্ন আরাধনার অন্যান্য বস্তু, তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসারই মতো—যারা বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রবলতর—আহা, যারা অন্যায় করে তারা যদি শাস্তি দেখবার আগে দেখতো যে, ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

১৬৬ যাদের অনুগমন করা হতো তারা সেদিন অনুগমনকারীদের অস্বীকার করবে, আর তারা শাস্তি দেখবে, আর তাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে —

১৬৭ আর যারা অনুগমন করেছিল তারা বলবে : যদি আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হতো তাহলে আমরা তাদের অস্বীকার করতাম যেমন তারা আমাদের অস্বীকার করেছে। এইভাবে আল্লাহ্ তাদের নিজেদের কাজকে দেখাবেন তাদের জন্য কঠিন আক্ষেপের বিষয়রূপে। আর আগুন থেকে তারা বেরিয়ে আসবে না।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৮ হে মানবগণ, পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে বৈধ ও পবিত্র যা তাই খাও আর শয়তানের পদচিহ্নের অনুবর্তন কোরো না; নিঃসন্দেহ সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯ সে কেবল তোমাদের প্ররোচনা দেয় যা মন্দ আর অশালীন সেইদিকে আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাই বলতে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।

১৭০ আর যখন তাদের বলা যায় : অনুসরণ করো আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা বলে : না, আমরা অনুসরণ করি আমাদের পিতা-পিতামহদের যা করতে দেখেছি— যদিও তাদের পিতা-পিতামহদের বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই ছিল না, আর তারা ছিল পথভ্রান্ত ?

১৭১ যারা অবিশ্বাস করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তার দৃষ্টান্তের মতো যে ডাকে এমন কিছুকে যা ডাক ও চিৎকার ভিন্ন আর কিছু শোনো না। বধির, বোবা, অন্ধ—সেজন্য তারা বোঝে না।

১৭২ হে বিশ্বাসিগণ, পবিত্র জিনিস যা তোমাদের দিয়েছি তাই খাও—আর আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দাও—যদি তাঁরই উপাসনা তোমরা করো।

১৭৩ তিনি কেবল তোমাদের নিষিদ্ধ করেছেন যা নিজে মরেছে, আর রক্ত, আর শূকরের মাংস, আর যার উপরে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে কেউ দায়ে পড়েছে—কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা করে নি, সীমাও লঙ্ঘন করে নি—তার কোনো পাপ হবে না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৭৪ সন্দেহ নেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্মগ্রন্থের কোনো অংশ লুকোয় আর তা থেকে কিছু লাভ করে, তারা আগুন ভিন্ন আর কিছুই উদরসাৎ করে না; আর বিচারের দিন আল্লাহ্ তাদের প্রতি বাক্যালাপ করবেন না ; তাদের শুদ্ধও করবেন না, আর তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৫ এরাই তারা যারা সুপথের পরিবর্তে বিপথ কেনে, ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি; কত তাদের ধৈর্য নরকের আগুনের অভিমুখে !

১৭৬ এটি এই কারণে যে আল্লাহ্ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন; আর যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদী নিঃসন্দেহ তারা বিরুদ্ধাচরণে বহুদূর অগ্রসর।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

১৭৭ তোমাদের মুখ যে পূব ও পশ্চিমের দিকে ফেরাও তাতে ধর্ম নেই, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ হচ্ছে সে যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে, আর শেষদিনে, আর ফেরেশ্‌তায়, আর গ্রন্থে, আর বাণীবাহকে, আর ধন দান করে তাঁর প্রেমে স্বজনদের, আর অনাথদের, আর নিঃস্বদের, আর পথচারীদের, আর ভিক্ষুকদের, আর দাসদের মুক্তিদানে, আর প্রতিষ্ঠিত রাখে উপাসনা, আর যাকাত দেয়, আর যে-প্রতিজ্ঞা করেছে তা রক্ষা করে, আর ধৈর্যশীল ধনহীনতায়, আপৎকালে ও যুদ্ধকালে—এরাই সত্যপরায়ণ আর এরাই সীমারক্ষাকারী।

১৭৮ হে বিশ্বাসিগণ, হতদের বদলার বিধান তোমাদের জন্য দেওয়া গেল : স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, আর দাসের বদলে দাস, আর নারীর বদলে নারী। আর যাকে তার (হতব্যক্তির) ভাই কিছু পরিমাণে ক্ষমা করেছে সেক্ষেত্রে বিচার হবে প্রচলিত রীতি অনুসারে—তাকে (হতব্যক্তির ভাইকে) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সদ্‌ভাবে। এটি তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে লঘু ব্যবস্থা ও করুণা। কাজেই এরপর যে সীমা লঙ্ঘন করে তার জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১৭৯ আর বদলার বিধানে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন হে জ্ঞানবানব্যক্তিগণ, যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পার।

১৮০ তোমাদের জন্য এইটি বিধিবদ্ধ করা গেল : যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, যদি তার ধন থাকে, তবে সে যেন ওসিয়ৎ (উইল) ক'রে যায় রীতি অনুযায়ী, পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য। যারা সীমারক্ষাকারী তাদের জন্য এটি একটি কর্তব্য।

১৮১ আর যে কেউ ওসিয়ৎ (উইল) পরিবর্তন করে শোনার পরে—তবে সেজন্য পাপ বর্তাবে যারা বদলাবে তাদের উপরে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১৮২ কিন্তু যে আশঙ্কা করে যে ওসিয়ৎকারী ওসিয়তের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের দিকে যাচ্ছে আর তাদের মধ্যে সমঝৌথা ঘটায় তবে তার কোনো অন্যায় হবে না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৩ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের জন্য রোযা বিধান করা গেল, যেমন এটি বিধান করা হয়েছিল তোমাদের পূববর্তীদের জন্য—যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পার —

১৮৪ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্য; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ, অথবা প্রবাসে, সে সেই সংখ্যক দিন রোযা রাখবে অন্য সময়ে; আর যারা সমর্থ তাদের জন্য একটি মুক্তি আছে : একজন নিঃস্বকে খাবার দেওয়া। কিন্তু যে কেউ ভালো কাজ করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেটি তার জন্য ভালো ; আর যদি তোমরা রোযা রাখো তবে সেটি তোমাদের জন্য ভালো—যদি জানতে।

১৮৫ রমযান মাস—এতে অবতীর্ণ হয়েছিল কোর্‌আন—মানুষের জন্য পথনির্দেশ আর পথনির্দেশের স্পষ্ট প্রমাণ আর (ন্যায় অন্যায়ের) বিভেদকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ বর্তমান আছ সে মাস ধ'রে রোযা রাখুক, আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা প্রবাসে সে সেই সংখ্যক দিন অন্য সময়ে রোযা করুক। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য চান যা সহজ, যা কঠিন তা চান না তোমাদের জন্য, আর (তিনি চান) তোমরা এই সংখ্যা পূর্ণ করো; আর আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো তোমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সেই জন্য, আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৮৬ আর যখন আমার দাসেরা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন নিঃসন্দেহ আমি অতি নিকটে; আমি প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তারা আমার ডাকে উত্তর দিক, আর আমাতে বিশ্বাসী হোক—যেন তারা সুপথে চালিত হতে পারে।

১৮৭ রোযার রাত্রে স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল। তারা তোমাদের জন্য আবরণ আর তোমরা তাদের জন্য আবরণ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছিলে, তাই তিনি তোমাদের দিকে ফিরেছেন ও তোমাদের কষ্টের লাঘব করেছেন। সুতরাং তাদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ্ যা বৈধ করেছেন তা অনুসরণ করে চল, আর পানাহার করো যে পর্যন্ত না প্রত্যুষে দিনের শুভ্রতা রাতের কৃষ্ণতা থেকে স্পষ্ট হয়;

তারপর রোযা পূর্ণ করো রাত্রি পর্যন্ত, আর তাদের স্পর্শ কোরো না যখন মস্জিদে নির্জনবাসী হবে। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) সীমা, সুতরাং তাদের নিকটে যেয়ো না। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট করেন যেন তারা সীমারক্ষাকারী হতে পারে।

১৮৮ আর নিজেদের মধ্যে নিজেদের সম্পত্তি মিথ্যা উপায়ে আত্মসাৎ কোরো না, তার সাহায্যে বিচারকদের কাছেও যেতে চেয়ো না, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তাহলে লোকের সম্পত্তির একটি অংশ তোমরা জেনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পারবে।

চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৯ তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো : এসব হচ্ছে নির্ধারিত কাল মানুষের (উপকারের) জন্য আর হজের জন্য। আর এটি ধর্ম নয় যে তোমরা (হজের পরে) বাড়িতে প্রবেশ করবে পশ্চাৎভাগ দিয়ে[১২] কিন্তু ধর্ম হচ্ছে সীমা রক্ষা করায়; আর গৃহে প্রবেশ করো সদর দরজা দিয়ে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও যেন সফলকাম হতে পার।

১৯০ আর আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আর সীমা লঙ্ঘন কোরো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না সীমা লঙ্ঘনকারীদের।

১৯১ আর (যুদ্ধে) তাদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও আর তাড়িয়ে দাও তাদের সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে কঠোরতর। আর তাদের সঙ্গে পবিত্র মস্জিদে যুদ্ধ কোরো না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করো, এই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য।

১৯২ কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৯৩ আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না উৎপীড়ন বন্ধ হয় আর ধর্ম হয় আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয় তবে যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না যারা উৎপীড়ক তাদের সঙ্গে ভিন্ন।

১৯৪ পবিত্র মাসের বদলায় পবিত্র মাস আর সব পবিত্র ব্যাপার বদলার নিয়মাধীন হয়েছে, অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করে তাকে ততটা আঘাত দাও সে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও, আর জেনো যে আল্লাহ্ সীমারক্ষাকারীদের সঙ্গে।

১৯৫ আর আল্লাহ্‌র পথে খরচ করো, আর নিজেদের হাতের দ্বারা ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয়ো না, আর ভালো কর, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন যারা ভালো করে তাদের।

১৯৬ আর আল্লাহ্‌র জন্য হজ্ ও ওম্‌রা[১৩] পূর্ণ করো। কিন্তু যদি বাধা পাও তবে কোরবানির জন্য পাঠিয়ে দাও যা সহজে পাও, আর মস্তক মুণ্ডন কোরো না যে পর্যন্ত না

---

১২. এটি প্রাচীন রীতি ছিল।

১৩. ওম্‌রাকে বলা হয় ছোট হজ। হজ বিশেষ চাঁদে করণীয়, কিন্তু ওম্‌রা সব সময়ই করা যেতে পারে।

কোরবানির পশু তার গন্তব্যস্থানে পৌছেছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ থাকে, অথবা তার মাথার অসুখ থাকে, অথবা তার মাথার অসুখ থাকে, তবে তার মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে রোযা রাখা, দরিদ্রকে দান করা, অথবা কোরবানি করা, কিন্তু যখন নিরাপত্তা বোধ করবে তখন যে হজের সঙ্গে ওমরা যোগ ক'রে লাভবান হতে চাইবে সে কোরবানি করবে যা সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যে কোনো কোরবানির পশু পাবে না সে হজের সময় তিনদিন রোযা করবে, আর ফিরে এসে সাতদিন রোযা করবে, এতে ক'রে দশদিন পূর্ণ হবে। এই ব্যবস্থা তার জন্য যার পরিবার পবিত্র মসজিদে (মক্কায়) উপস্থিত নয়, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হবে, আর জেনো যে আল্লাহ্ কঠোর প্রতিফলদাতা।

পঞ্চবিংশ অনুচ্ছেদ

১৯৭ হজ হয় কয়েকটি সুপরিচিত মাসে ; সে জন্য যে এই সময় হজ করার সঙ্কল্প করে তার জন্য হজকালে স্ত্রীসঙ্গ গালাগালি আর ঝগড়াবিবাদ নিষিদ্ধ। আর ভালো যা তোমরা করো আল্লাহ্ তা জানেন। আর (হজের জন্য) পাথেয়ের ব্যবস্থা করো—নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে সীমা রক্ষা করা—আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও হে জ্ঞানিগণ।

১৯৮ যদি (ব্যবসা ক'রে) তোমাদের পালয়িতার সম্পদ লাভের চেষ্টা করো তবে তাতে তোমাদের অপরাধ হবে না। এরপর যখন তোমরা দলের সঙ্গে আরাফাত থেকে ফিরবে তখন পবিত্র স্মৃতির স্থানের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো আর স্মরণ করো তিনি যে তোমাদের পথ দেখিয়েছেন ; আর তার পূর্বে নিঃসন্দেহ তোমরা ছিলে পথহারা।

১৯৯ এর পর লোকেরা যেখান থেকে সবেগে এগিয়ে যায় সেখান থেকে সবেগে এগিয়ে যাও আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

২০০ আর যখন তোমাদের পুণ্য অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে তখন আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করো যেমন তোমরা পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করতে—বরং তার চাইতে বেশী গুণকীর্তন করো। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে : হে আমাদের পালয়িতা, দুনিয়াতে আমাদের দাও।—আর পরকালে তার জন্য কোনো লভ্য নেই।

২০১ আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে : হে আমাদের পালয়িতা, সংসারে আমাদের দাও যা ভালো, আর পরলোকে আমাদের দাও যা ভালো, আর রক্ষা করো আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে।

২০২ তারা যা উপার্জন করেছে তাদের তাই লভ্য হবে—আল্লাহ্ হিসাবে সত্বর।

২০৩ নির্ধারিত দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো। তার পর যে কেউ দুই দিন আগে রওনা হয়ে যায় তাতে তার অপরাধ হবে না, আর যে দেরি করবে তারও কোনো অপরাধ হবে না। এ তার জন্য যে সীমা রক্ষা করে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও, আর জেনো যে তোমরা একত্রিত হবে তাঁর কাছে।

২০৪ আর লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে এই সংসারের জীবন সম্বন্ধে যার কথা তোমাদের খুশি করে, আর সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে তার মনে যা আছে সে সম্বন্ধে ; কিন্তু সেই হচ্ছে বিরোধীদের মধ্যে কঠোরতম।

২০৫ আর সে যখন (তোমার কাছ থেকে) ফিরে যায় তখন সে দেশে দৌড়ে ফেরে যেন তাতে অহিত করতে পারে, ফসল ও গৃহপালিত পশু নষ্ট করতে পারে ; আর আল্লাহ্ অহিত করা ভালোবাসেন না।

২০৬ আর যখন তাকে বলা হয় : আল্লাহ্ সম্বন্ধে সীমারক্ষা করো, অহঙ্কার তাকে পাপে নিয়ে যায় ; যে জন্য জাহান্নাম তার হিসাব চোকাবে—বাসের জন্য মন্দ স্থান।

২০৭ আর মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যে আল্লাহ্‌র খুশির জন্য বিক্রয় করে ; আর আল্লাহ্ স্নেহময় দাসদের প্রতি।

২০৮ হে বিশ্বাসিগণ, আত্মসমর্পণে প্রবেশ করো, সবাই, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না; নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯ কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণসমূহ তোমাদের কাছে আসবার পরে যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে জেনো আল্লাহ্ শক্তিধর, জ্ঞানবান্।

২১০ তারা প্রতীক্ষা করে না এ ভিন্ন আর কিছুর জন্য যে আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে আসবেন মেঘের ছায়ায়; আর এই বিষয় সম্বন্ধে পূর্বেই মীমাংসা হয়ে গেছে; আর সব ব্যাপার ফিরে যায় আল্লাহ্‌তে।

ষড়্‌বিংশ অনুচ্ছেদ

২১১ ইসরাইলবংশীয়দের জিজ্ঞাসা করো কত স্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দিয়েছিলাম; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পরিবর্তন করে তা তার কাছে আসার পরে, তার পর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কঠোর প্রতিফলদাতা।

২১২ যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য এই সংসারের জীবন সাজানো; আর তারা উপহাস করে যারা বিশ্বাসী তাদের; আর যারা সীমারক্ষাকারী বিচারের দিনে তারা স্থান পাবে তাদের উপরে; আর আল্লাহ্ হিসাব না ক'রে জীবিকা দেন যাকে খুশি।

২১৩ মানুষ ছিল একজাতি। পরে আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী বাণীবাহকদের পাঠালেন ও তাঁদের সঙ্গে অবতীর্ণ করলেন গ্রন্থ সত্যসহ যেন তা মীমাংসা করতে পারে লোকদের যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সেই বিষয়ে। আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে আসার পরেও তারাই সে সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলে। আর আল্লাহ্ আপন ইচ্ছায় বিশ্বাসীদের পরিচালিত করলেন সেই সত্যের দিকে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ হয়েছিল। আল্লাহ্ সরল পথে চালান যাকে খুশি।

২১৪ অথবা তোমরা কি ভাবো যে তোমরা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে যখন যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে তাদের (ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার) মতো কিছু তোমাদের উপরে আজও বর্তায় নি? দুঃখ ও বিপদ তাদের আক্রমণ করেছিল আর তারা যেন ভূমিকম্পে কেঁপেছিল, এতদূর পর্যন্ত যে বাণীবাহক ও যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসী হয়েছিল তারা বলেছিল : আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।

২১৫ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে কি (ভাবে) তারা ব্যয় করবে। বলো : তোমরা কল্যাণের জন্য যা ব্যয় করবে তা (করবে) পিতামাতার জন্য, আর নিকট-আত্মীয়দের জন্য, আর অনাথদের জন্য, আর দরিদ্রদের জন্য, আর পথচারীদের জন্য; আর জেনো যা-ই করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তা জানেন।

২১৬ তোমাদের জন্য যুদ্ধ করার বিধান দেওয়া গেল, আর তা তোমাদের জন্য অপ্রীতিকর; আর হতে পারে তোমরা অপছন্দ করলে এমন কিছু যা তোমাদের জন্য ভালো আর হতে পারে তোমারা ভালোবাসলে এমন কিছু যা তোমাদের জন্য মন্দ; আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা জানো না।

সপ্তবিংশ অনুচ্ছেদ

২১৭ তারা তোমাকে পবিত্র মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে—তাতে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে। বলো : এই মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর (সীমালঙ্ঘন); কিন্তু (লোকদের) আল্লাহ্র পথ থেকে ফেরানো আর তাঁকে অস্বীকার করা, আর (লোকদের) পবিত্র মস্‌জিদ থেকে ফেরানো, আর এর লোকদের তা থেকে বার ক'রে দেওয়া, এসব আল্লাহ্র কাছে আরো গুরুতর অপরাধ, আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে গুরুতর। আর তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থামাবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদের ভ্রষ্ট করতে পারে—যদি তা পারে; আর তোমাদের যে কেউ ধর্মত্যাগী হবে ও মরবে অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায়—এরাই সেই লোক যাদের সব কাজ ইহকালে ও পরকালে বৃথা হবে, আর তারাই হচ্ছে আগুনের অধিবাসী—সেখানে থাকবে তারা দীর্ঘকাল।

২১৮ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করেছিল, আর যারা গৃহত্যাগ করেছিল, আর যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করেছিল, এরা আশা রাখে আল্লাহ্র করুণার, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২১৯ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো : এই দুয়েতেই আছে গুরু পাপ আর মানুষের জন্য লাভের উপায়, আর তাদের পাপ লাভের চাইতে গুরুতর। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কত তারা ব্যয় করবে। বলো : যা উদ্‌বৃত্ত থাকে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নিদর্শনসমূহ যেন তোমরা চিন্তা করতে পার —

২২০ ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে অনাথদের সম্বন্ধে। বলো : তাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা উত্তম; আর যদি সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের সঙ্গে অংশীদার হও তবে তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ্ জানেন কে অহিতকারী আর কে হিতকারী; আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে নিশ্চয়ই তোমাদের বিপন্ন করতে পারতেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২২১ আর বহুদেববাদিনীদের বিয়ে কোরো না যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাসিনী হয়, আর নিঃসন্দেহ একজন বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠতর একজন বহুদেববাদিনীর চাইতে যদিও সে তোমাদের খুশি করে, আর বিশ্বাসিনীদের বিয়ে দিও না অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাস করে, আর নিঃসন্দেহ, একজন বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠতর একজন অবিশ্বাসীর চাইতে যদিও সে তোমাকে খুশি করে; এরা আগুনের দিকে নিমন্ত্রণ করে আর আল্লাহ্

নিমন্ত্রণ করেন বেহেশ্‌তের দিকে ও ক্ষমার দিকে তাঁর ইচ্ছায়, আর মানুষের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁর নিদর্শনসমূহ, যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

অষ্টাবিংশ অনুচ্ছেদ

২২২ তারা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো : এটি কিঞ্চিৎ মন্দ অবস্থা। সে জন্য ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে তফাত থাকবে আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত। তার পর যখন তারা নিজেদের পরিচ্ছন্ন করেছে তখন তাদের সঙ্গে মিলিত হও যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা তাঁর দিকে বেশি ফেরে, আর তিনি ভালোবাসেন তাদের যারা নিজেদের পবিত্র করে।

২২৩ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য (ফসল উৎপাদনের) ক্ষেত্র, সেজন্য যেমন খুশি তাতে যাও। আর নিজেদের জন্য পূর্বে কিছু সৎকাজ কোরো। আর আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হও। আর জেনো যে তোমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আর সুসংবাদ দাও যারা বিশ্বাসী তাদের।

২২৪ আর তোমাদের শপথের দ্বারা আল্লাহ্‌কে বাধা স্বরূপ কোরো না তোমাদের পুণ্য কর্মে, সীমা রক্ষায়, আর মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২২৫ আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না তোমাদের শপথগুলোর যা বৃথা সেসবের জন্য, কিন্তু তোমাদের জবাবদিহি করবেন যা তোমাদের হৃদয় অর্জন করেছে সে সম্বন্ধে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

২২৬ যারা 'ইলা', অর্থাৎ তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবার শপথ গ্রহণ করে তাদের চারমাসকাল অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় (পুনরায় স্বামী স্ত্রীদের বাস করে) নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

২২৭ আর যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ ক'রে থাকে তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২২৮ আর তালাকপ্রাপ্ত নারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে অপেক্ষা করবে তিন ঋতুকাল; আর তাদের জন্য বৈধ হবে না আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা লুকোনো যদি তারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে। আর যদি ইতিমধ্যে তারা (স্বামীরা) পুনর্মিলন চায় তবে স্বামীদের তাদের ফিরিয়ে নেবার দাবি অগ্রগণ্য হবে। আর পুরুষদের যেমন নারীদের সম্বন্ধে অধিকার আছে, ন্যায়তঃ, নারীদেরও তেমনি পুরুষদের সম্বন্ধে অধিকার আছে, আর পুরুষরা তাদের কিছু উপরে। আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

ঊনত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২২৯ তালাক দুইবার (দেওয়া যেতে পারে); তার পর বিধিমতে রক্ষণ অথবা সদয়ভাবে বিদায় দান; আর তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় যদি না দুইজনেই আশঙ্কা করে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা রক্ষা করা তাদের

পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার পর তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমার মধ্যে থাকতে পারবে না, তবে তাদের জন্য অপরাধ হবে না স্ত্রী যে অংশের বিনিময়ে মুক্ত হতে চায় তার জন্য। এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা, অতএব এসব লঙ্ঘন কোরো না ; আর যারা আল্লাহ্‌র সীমালঙ্ঘন করে তারাই হচ্ছে অন্যায়কারী।

২৩০ যদি সে তালাক দিয়ে দেয় (তৃতীয়বার তালাক দিয়ে) এর পর তার সেই স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে; তার পর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে তাদের উভয়ের জন্য দোষের হবে না যদি তারা পরস্পরের কাছে ফিরে আসে—যদি তারা মনে করে যে তারা আল্লাহ্‌র সীমার মধ্যে থাকতে পারবে। আর এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা যা তিনি সুস্পষ্ট করেন সেই লোকদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।

২৩১ আর যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও আর তাদের নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়, তার পর হয় তাদের রক্ষা করো সদয়ভাবে নয় তাদের মুক্তি দাও সদয়ভাবে, আর তাদের রক্ষা কোরো না ক্ষতি করার জন্য, তাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে, আর যে তাই করে সে নিশ্চয় তার নিজের প্রতি অন্যায় করে, আর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশকে তামাশার বস্তু কোরো না, আর স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আর গ্রন্থের ও জ্ঞানের দ্বারা যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের কাছে তার দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেবার জন্য, (তার কথা); আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো, আর জেনো যে আল্লাহ্ সব জানেন।

ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৩২ আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়েছ আর তারা নির্ধারিত কাল পূর্ণ করেছে তখন তাদের স্বামীদের গ্রহণ করার পথে বাধা উপস্থিত কোরো না যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়ে থাকে বৈধভাবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে এর দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। এইটি তোমাদের জন্য বেশি পুণ্যজনক ও পবিত্রতর; আর আল্লাহ্ জানেন আর তোমারা জানো না।

২৩৩ আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দুই বৎসর দুধ দেবে তার জন্য যে চায় সন্তানদের দুধ দেবার কাল পূর্ণ হোক, আর তাদের ভরণপোষণ ও কাপড়চোপড়ের ব্যয় পিতা বহন করবে রীতি অনুসারে। কোনো ব্যক্তির উপরেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য-ভার চাপানো যাবে না—কোনো মাকে তার সন্তানদের জন্য পীড়ন সহ্য করতে হবে না, পিতাকেও তার সন্তানের জন্য পীড়ন সহ্য করতে হবে না, আর পিতার উত্তরাধিকারীর উপরে তুল্য কর্তব্য বর্তায়। কিন্তু যদি দুজনেই স্তন্য দান বন্ধ করতে চায় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে তবে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। আর যদি তোমাদের সন্তানদের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করতে চাও তবে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না যে পর্যন্ত রীতি অনুসারে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দিতে পার; আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করতে যত্নবান হও, আর জেনো আল্লাহ্ দেখেন যা তোমরা করো।

২৩৪ আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু ঘটে ও রেখে যায় স্ত্রীদের তারা (স্ত্রীরা) নিজেদের প্রতীক্ষায় রাখবে চারমাস দশদিন। তারপর নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হলে তারা নিজেদের

সমন্ধে বৈধভাবে যা করে তাতে তোমাদের দোষ হবে না; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন সে সমন্ধে।

২৩৫ আর তোমাদের জন্য দোষের হবে না যদি (এই) নারীদের সঙ্গে প্রস্তাব তোমরা করো ইঙ্গিতে অথবা (সেই প্রস্তাব) গোপন রাখো তোমাদের অন্তরে। আল্লাহ্ জানেন যে তোমরা তাদের কথা বলবে, কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা ভিন্ন গোপনে তাদের বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না, আর বিবাহবন্ধন পূর্ণাঙ্গ কোরো না যে পর্যন্ত না নির্ধারিত কাল গত হয়। জেনো যে আল্লাহ্ জানেন যা তোমাদের মনে আছে। অতএব তাঁকে ভয় কোরো আর যেনো কে যে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

একত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৩৬ তোমাদের অপরাধ হবে না যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের 'স্পর্শ' করার অথবা তাদের জন্য মোহ্‌রানা ধার্য করার পূর্বে আর তাদের অর্থ দানের ব্যবস্থা কোরো—বিত্তবান তার সামর্থ্য অনুসারে আর দরিদ্র তার সামর্থ্য অনুসারে—রীতি অনুযায়ী হবে এই অর্থ দান—সৎকর্মশীলদের জন্য এটি একটি কর্তব্য।

২৩৭ যদি তোমরা তাদের তালাক দাও তাদের 'স্পর্শ' করার পূর্বে আর যদি তাদের জন্য ধার্য ক'রে থাক মোহ্‌রানা তবে যা ধার্য করেছ তার অর্ধেক তাদের দিয়ে দাও যদি না তারা দাবি ছেড়ে দেয়, অথবা যার হাতে বিবাহ-গ্রন্থি আছে সে (বর) তার দাবি ছেড়ে দেয়; আর এটি সীমারক্ষার নিকটবর্তী যে তোমরা (পুরুষরা) দাবি ছেড়ে দেবে; আর পরস্পরের মধ্যে সদয়তা বিস্মৃত হয়ো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

২৩৮ সযত্নে রক্ষা করো নামাযগুলো, আর মধ্যম নামায (আসরের নামায), আর দাঁড়াও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরম বিনয়ে —

২৩৯ কিন্তু যদি (শত্রুর) ভয় থাকে তবে দাঁড়িয়ে অথবা ঘোড়ার পিঠে (নামায পড়ো)। আর যখন নিরাপত্তা বোধ করো তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন—যা তোমরা জানতে না।

২৪০ আর তোমাদের যারা মারা যায় আর রেখে যায় স্ত্রীদের, তাদের উচিত স্ত্রীদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের জন্য ওসিয়ৎ ক'রে যাওয়া তাদের বহিষ্কার না ক'রে, কিন্তু তারা যদি (নিজেরা) চলে যায় তবে তারা নিজেরা বৈধ যা তার জন্য তোমাদের পাপ হবে না; আর আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৪১ তালাক-দেওয়া নারীদের জন্যও রীতি অনুসারে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা (চাই), সীমা রক্ষাকারীদের এটি একটি কর্তব্য।

২৪২ এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা বুঝতে পার।

দ্বাত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৪৩ তোমরা কি তাদের বিষয়ে ভাব নাই যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে গৃহত্যাগ করেছিল? তার পর আল্লাহ্ তাদের বললেন : মরে যাও। পুনরায় তিনি তাদের দিলেন

জীবন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অশেষ করুণাময়; কিন্তু মানুষরা অনেকে কৃতজ্ঞ নয়।

২৪৪ আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো, আর জেনো যে আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৪৫ কে সে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ (বিনা সুদে ঋণ), যেন তিনি এটি তাকে বহুগুণিত ক'রে দিতে পারেন? আর আল্লাহ্ সঙ্কুচিত করেন আর প্রসারিত করেন। আর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর কাছে।

২৪৬ মূসার পরে ইসরাইলবংশীয় প্রধানদের কথা তুমি কি ভাব নাই যখন তারা তাদের এক বাণীবাহককে বলেছিল : আমাদের জন্য একজন রাজা খাড়া করো যেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন : তোমরা তাহলে কি যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে যদি যুদ্ধের বিধান তোমাদের জন্য দেওয়া হয়? তারা বলেছিল: কেন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবো না যখন আমরা আমাদের গৃহ ও সন্তানদের থেকে বিতাড়িত হয়েছি? কিন্তু যখন তাদের জন্য যুদ্ধের বিধান হলো তারা ফিরে দাঁড়াল—তাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত। আল্লাহ্ সুপরিজ্ঞাত অন্যায়কারীদের সম্বন্ধে।

২৪৭ আর তাদের পয়গাম্বর তাদের বলেছিলেন, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তালুতকে (Saul-কে) তোমাদের রাজা করেছেন। তারা বললে, সে কেমন করে আমাদের উপরে রাজত্ব করতে পারে যখন রাজত্বে তার চাইতে আমাদের বেশি অধিকার, তাকে প্রচুর ধনৈশ্বর্যও দেওয়া হয় নি? তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে নির্বাচিত করেছেন তোমাদের উপরে আর তিনি তাকে প্রাচুর্যও দিয়েছেন জ্ঞানে ও দেহে; আর আল্লাহ্ তাঁর রাজত্ব দেন যাকে খুশি, আর আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানময়।

২৪৮ আর তাদের পয়গাম্বর তাদের বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ তাঁর রাজত্বের লক্ষণ এই যে তোমাদের কাছে আসবে পেটিকা যাতে আছে তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে শান্তি আর মূসা ও হারূনের বংশোদ্ভবেরা যেসব বস্তু ত্যাগ গেছেন তার অবশিষ্টাংশ—এটি বহন করবে ফেরেশ্‌তারা, নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ত্রয়স্ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৪৯ যখন তালুত সৈন্যদল নিয়ে বহির্গত হলেন তখন তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে, সেজন্য যে কেউ তার থেকে পান করবে সে আমার দলের নয়, আর যে এর স্বাদ গ্রহণ করবে না নিঃসন্দেহ সে আমার দলের, সে ব্যতীত যে হাতের তালুতে যতটা ধরে ততটা পান করেছে। কিন্তু অল্প কয়েকজন ভিন্ন তারা তা থেকে পান করেছিল। আর তিনি যখন এটি পার হয়ে গেলেন, তিনি আর তাঁর সহবিশ্বাসীরা, তারা বললে : আজ জালুত (Goliath) ও তার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আমাদের নেই। যারা নিঃসন্দেহ ছিল যে তাদের পালয়িতার সঙ্গে তাদের দেখা হবে তারা বললে, কতবার ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় দলের উপরে জয়ী হয়েছে; আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।

২৫০ আর যখন তারা তালুতের ও তার সৈন্যদলের সম্মুখীন হলো তারা বললে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করো আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

২৫১ এইভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের তারা পর্যুদস্ত করলো। আর দাউদ হত্যা করলে জালুতকে, আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান দিলেন আর তাকে শিক্ষা দিলেন যা ইচ্ছা করলেন; আর আল্লাহ্ যদি হটিয়ে না দিতেন এক দলের দ্বারা অন্য দলকে তবে পৃথিবী নিঃসন্দেহ অরাজক হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অশেষ কৃপাময়।

২৫২ এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী, আমি তোমার কাছে পাঠ করছি যথার্থভাবে; আর নিঃসন্দেহ তুমি প্রেরিতপুরুষদের অন্তর্গত।

তৃতীয় খণ্ড

২৫৩ এইসব বাণীবাহকদের কাউকে কাউকে আমি অন্যদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; এঁদের মধ্যে আছেন যাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্ কথা কয়েছেন আর কারো মর্যাদা তিনি কয়েক স্তর উঁচু করেছেন; আর আমি মরিয়মের পুত্র ঈসাকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী ও তাঁর বল বৃদ্ধি করেছিলাম পবিত্র প্রেরণা দিয়ে; আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাঁদের পরবর্তীরা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করতো না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী আসার পরেও ; কিন্তু তাদের মতভেদ হলো, তার ফলে তাদের মধ্যে কেউ হলো বিশ্বাসী কেউ হলো অবিশ্বাসী, কিন্তু আল্লাহ্‌র যদি ইচ্ছা হতো তবে তারা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ করতো না ; কিন্তু আল্লাহ্ ঘটান যা তিনি ইচ্ছা করেন।

চতুস্ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৫৪ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করো সেই দিন আসবার পূর্বে যেদিন দরদস্তুর বন্ধুত্ব অথবা সুপারিশ চলবে না, আর অবিশ্বাসীরা — তারা অন্যায়কারী।

২৫৫ আল্লাহ্ — কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন — জীবন্ত, শাশ্বত ; — তন্দ্রা পারে না তাঁকে অভিভূত করতে, নিদ্রাও নয় ; যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর ; কে সে যে সুপারিশ করতে পারে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত ! তিনি জানেন কি তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পিছনে ; আর তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত ; তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত আর এই দুয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি মহীয়ান, মহামহিম।

২৫৬ ধর্মে বল-প্রয়োগ নেই, নিঃসন্দেহ সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্তির পথ থেকে ; সেজন্য যে কেউ মিথ্যা দেবতাদের অস্বীকার করে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে সে ধরেছে এক শক্ত হাতল যা কখনো ভাঙবে না ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৫৭ যারা বিশ্বাস করে, তাদের রক্ষকারী বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ — তিনি তাদের আলোকে আনেন অন্ধকার থেকে। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের রক্ষাকারী বন্ধু হচ্ছে মিথ্যা দেবতারা যারা তাদের আলোক থেকে নিয়ে যায় অন্ধকারে ; তারা আগুনের বাসিন্দা — তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

পঞ্চত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৫৮ তুমি কি তার কথা ভাব নাই যে ইব্রাহিমের সঙ্গে বিবাদ করেছিল তার পালয়িতার সম্বন্ধে যেহেতু আল্লাহ্ তাঁকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন : আমার পালয়িতা তিনি যিনি জীবন দেন আর মৃত্যু ঘটান ; সে বলেছিল : আমি জীবন দিই আর মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহিম বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সূর্যকে উদিত করেন পূব থেকে, তাহলে তাকে উদিত করো পশ্চিম থেকে। এইভাবে সেই অবিশ্বাসী হেরে গেল। আর আল্লাহ্ অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

২৫৯ অথবা, তার ঘটনার মতো যে এক শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যে শহর ধ্বংসমুখে পতিত হয়েছিল। সে বলেছিল : কেমন ক'রে আল্লাহ্ এই শহরকে প্রাণ দেবেন এর মৃত্যুর পরে? এরপর আল্লাহ্ তাকে শতবৎসর জীবনশূন্য ক'রে রাখলেন, তারপর তাকে জাগালেন। তিনি বললেন : কত সময় অপেক্ষা করেছ? সে বললে : আমি অপেক্ষা করেছি একটি দিন অথবা তার অংশ। তিনি বললেন : না, তুমি অপেক্ষা করেছ একশত বৎসর, এর পর তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, বহু বৎসর তার উপর দিয়ে গত হয়ে গেছে, আর তোমার গাধার দিকে তাকাও, আর তোমাকে আমি যেন করতে পারি মানুষের কাছে নিদর্শন — হাড়গুলোর দিকে তাকাও, কেমন ক'রে আমি সেসব বিন্যস্ত করি আর সেসব ঢাকি মাংস দিয়ে। আর যখন (ব্যাপারটি) তার কাছে পরিষ্কার হলো সে বললে : আমি এখন জানি যে আল্লাহ্ সক্ষম সব কিছু করতে।

২৬০ আর যখন ইব্রাহিম বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে দেখাও কেমন ক'রে তুমি মৃতকে জীবন দান করো, তিনি বললেন : তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহিম বললেন : হাঁ, তবে (আমি জিজ্ঞাসা করি) এইজন্য যে আমার হৃদয় যেন শান্ত হতে পারে। তিনি বললেন : চারটি পাখি নাও ও তাদের তোমার অনুগত করো, তারপর তাদের এক একটি খণ্ড প্রত্যেক পাহাড়ের উপরে রাখ, তার পর তাদের ডাক, তারা ছুটে আসবে তোমার কাছে। আর জানো আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

ষট্‌ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৬১ যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে — একটি শস্যবীজ, তা থেকে জন্মেছে সাতটি শীষ, আর প্রত্যেক শীষে একশত শস্যবীজ ; আর আল্লাহ্ বহুগুণিত করেন যার জন্য খুশী ; আর আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানী।

২৬২ যারা তাদের ধনসম্পত্তি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তারপর ব্যয়ের অনুসারী করে না তিরস্কার ও পীড়ন, তারা তাদের পুরস্কার পাবে তাদের পালয়িতার কাছ থেকে ; আর তাদের কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না, তারা দুঃখও করবে না।

২৬৩ সদয় বাক্য ও ক্ষমা ভালো সেই দানের চেয়ে যার অনুসরণ করে পীড়ন, আর আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, পরম করুণাময়।

২৬৪ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের দান ব্যর্থ কোরো না তিরস্কার ও পীড়নের দ্বারা তার মতো যে লোকদের দেখাবার জন্য ধনসম্পত্তি ব্যয় করে আর আল্লাহ্‌তে আর শেষ দিনে বিশ্বাস করে না ; অতএব তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাথরের মতো যার উপরে জমেছে ধুলোমাটি ; তার উপরে নামে ঝড়বৃষ্টি, তাতে সেই মাটি যায় ধুয়ে, থাকে শুধু তেলবেলে পাথর। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুর উপরে কোনো কর্তৃত্ব তাদের নেই। আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে ; আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানী।

২৬৫ আর যারা আল্লাহ্‌র খুশির জন্য আর নিজেদের আত্মার বলবৃদ্ধির জন্য ধনসম্পত্তি ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—উঁচু জায়গার বাগান, তার উপরে নামে ঝড়বৃষ্টি, তাতে তার ফল দ্বিগুণ হয় ; আর যদি ঝড়বৃষ্টি, তাতে তার ফল দ্বিগুণ হয় ; আর যদি ঝড়বৃষ্টি না হয় তবে শিশিরপাত। আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

২৬৬ তোমাদের মধ্যে কেউ কি চাইবে খোর্মার আর আঙুরের বাগান যার নিচে দিয়ে বইছে নদী আর তাতে আছে তার জন্য সবরকমের ফল—আর তাকে ধরলো এসে বার্ধক্যে আর তার সন্তানরা দুর্বল, আর এক আগুনে ঘূর্ণিঝড় লাগলো এসে সেই বাগানে, পুড়ে গেল সেই বাগান? এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা চিন্তা করতে পার।

সপ্তত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৬৭ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যা উপার্জন করো আর তোমাদের জন্য মাটি থেকে যা আমি যা উৎপন্ন করি সেসব থেকে যা পবিত্র (দানে) তাই ব্যয় করো, যা অপবিত্র (দানে) তা ব্যয় করবার সংকল্প কোরো না যখন তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করবে না অনিচ্ছার সঙ্গে ভিন্ন; আর জেনো আল্লাহ্ সব অভাবের ঊর্ধ্বে, পরম প্রশংসিত।

২৬৮ শয়তান তোমাদের স্মরণ করার দারিদ্র আর প্ররোচনা দেয় গর্হিত কর্মে, আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমার আর প্রাচুর্যের ; আর আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানী।

২৬৯ তিনি জ্ঞান দেন যাকে তাঁর খুশি হয়, আর যাকে জ্ঞান দেওয়া হয় তাকে নিঃসন্দেহ প্রচুর কল্যাণ দেওয়া হয়, আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত আর কেউ স্মরণ করে না।

২৭০ (দানে) যাই তোমরা খরচ করো, অথবা যে সংকল্পই গ্রহণ করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তা জানেন, আর অন্যায়কারীদের কোনো সহায় নেই।

২৭১ তোমরা যদি দান করো প্রকাশ্যভাবে তবে তা ভালো, আর যদি তা গোপন করো আর দরিদ্রদের দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো, তাতে তোমাদের কিছু কিছু গর্হিত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

২৭২ (হে মোহম্মদ) তাদের ঠিক পথে চালনা করার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু আল্লাহ্ পথ দেখান যাকে খুশি। আর ভালো যা তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদেরই জন্য যখন তোমরা আল্লাহ্র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ব্যয় করো না ; কিন্তু ভালো যা কিছু তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে পুরোপুরি, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২৭৩ (দান) দরিদ্রদের জন্য যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ রয়েছে—তারা দেশে বিদেশে ফিরতে পারে না (ব্যবসায়ের জন্য)। মূর্খ লোকে ভাবে তারা ধনী তাদের না চাওয়ার জন্য। তুমি তাদের চিনবে লক্ষণের দ্বারা। তারা ব্যগ্র হয়ে লোকের কাছে ভিক্ষা করে না। আর যা কিছু ভালো তোমরা ব্যয় করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তা জানেন।

অষ্টাত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৭৪ যারা রাত্রি ও দিন গোপনে অথবা প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্পত্তি ব্যয় করে, তাদের পালয়িতার কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে, আর তাদের ভয়ের কারণ নেই ; তারা অনুশোচনাও করবে না।

২৭৫ যারা সুদ গলাধঃকরণ করে তারা উঠে দাঁড়াতে পারে না যাকে শয়তান তার স্পর্শের দ্বারা পাতিত করেছে তার মতো ভিন্ন। এর কারণ, তার বলে, ব্যবসা তো সুদেরই মতো। কিন্তু আল্লাহ্ ব্যবসায় বৈধ করেছেন, কিন্তু সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর যারই কাছে তার পালয়িতার তরফ থেকে এই নির্দেশ এসেছে, আর ফলে সে (সুদ গ্রহণে) বিরত হয়েছে, তবে যা গত হয়ে গেছে তা সে পাবে, (আর এখন থেকে) তার ব্যাপার আল্লাহ্র হাতে ; আর যে কেউ এতে প্রত্যাবর্তন করে—তারা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা : তারা থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে।

২৭৬ আল্লাহ্ সুদকে নিষ্ফল করেছেন, আর দানকে সফল করেছেন ; আর আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীকে ভালোবাসেন না।

২৭৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর ভালো কাজ করে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, তাদের পালয়িতার কাছ থেকে তাদের পুরস্কার আছে। আর তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, অনুশোচনাও করবে না।

২৭৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লার সীমা রক্ষা করে চল, আর সুদের বাবদ বাকি পাওনা ছেড়ে দাও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২৭৯ কিন্তু যদি তা না করো তবে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকের তরফ থেকে যুদ্ধের সংবাদ জেনো। আর যদি অনুতপ্ত হও তবে তোমরা টাকার আসল পাবে। অত্যাচার ক'রো না তাহলে তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।

২৮০ আর যদি (খাতক) অসচ্ছল অবস্থায় থাকে তবে তার থেকে পাওনা (মুলতবী) রাখো সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত ; আর যদি এই ঋণ দান হিসাবে মাফ ক'রে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে যদি জানতে।

২৮১ আর নিজেদের সাবধান রাখো একটি দিন সম্বন্ধে যেদিন তোমাদের আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, তখন প্রত্যেক প্রাণ পুরোপুরি ফিরে পাবে যা যে উপার্জন করেছে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

ঊনচত্বারিংশ অনুচ্ছেদ

২৮২ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঋণের আদান প্রদান করো-তখন তা লিখে ফেল, আর একজন লেখক তোমাদের দুইজনের এই আদান প্রদান লিখুক ন্যায়সঙ্গতভাবে ; আর লেখক লিখতে অস্বীকার করতে পারবে না কেন না আল্লাহ্ তাকে শিখিয়েছেন, সেজন্য তাকে লিখতে হবে, আর যে ঋণ গ্রহণ করল সে বলবে কি লিখতে হবে, আর সে সীমা রক্ষা করে চলুক আল্লাহ্‌র, তার পালয়িতার, আর (ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে) কিছু কমতি না করুক ; কিন্তু যে ঋণ গ্রহণ করবে সে যদি অল্পবুদ্ধি অথবা জরাগ্রস্ত হয় অথবা (কি লিখতে হবে তা) বলতে না পারে তবে তার অভিভাবক এই কাজ করুক ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর তোমাদের লোকদের মধ্যে থেকে দুইজনকে করো সাক্ষী। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ ও তোমাদের মনোনীত দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে। যেন একজন ভুলে গেলে আর একজন স্মরণ করবে। আর সাক্ষীরা অস্বীকার করতে পারবে না সাক্ষ্য দিতে ডাকা হলে। চুক্তি বড় হোক বা ছোটো হোক মেয়াদ সমেত লিপিবদ্ধ করতে অমনোযোগী হয়ো না। এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বেশি ন্যায়সঙ্গত আর সাক্ষ্যের জন্য এটি বেশি নির্ভরযোগ্য, আর তোমাদের মধ্যে সন্দেহ নিরসনের জন্যও এটি সব চাইতে ভালো—অবশ্য তোমাদের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান ব্যতীত যা হাতে হাতে বদল করা হয়। সে ক্ষেত্রে লেখাপড়া না থাকলে দোষের হবে না। আর সাক্ষী রাখো যখন একে অন্যের কাছে বিক্রি করো, আর লেখক ও সাক্ষীর যেন কোনো ক্ষতি করা না হয় ; যদি তা করো তবে সেটি তোমাদের পক্ষে দুষ্কার্য হবে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; আর আল্লাহ্ তোমাদের শেখান আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

২৮৩ আর যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও লেখক না পাও তবে কোনো আমানত নিতে পার ; কিন্তু যদি তোমাদের একজন অপর জনকে বিশ্বাস ক'রে তার কাছে আমানত রাখে তবে যাকে বিশ্বাস করা হল সে সেই আমানত যথাযথভাবে ফেরত দিক। আর আল্লাহ্‌র, তার পালয়িতার, সীমা রক্ষা করে চলুক, আর সাক্ষ্য গোপন করবে না ; যে কেউ তা গোপন করে তার হৃদয় নিঃসন্দেহ পাপপূর্ণ, আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করো।

চত্বারিংশ অনুচ্ছেদ

২৮৪ আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে, আর তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ করো বা লুকোও আল্লাহ্ তার জন্য তোমাদের জবাবদিহি করবেন, তিনি ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা আর শাস্তি দেবেন যাকে ইচ্ছা। আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

২৮৫ বাণীবাহক বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে তাঁর পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, আর বিশ্বাসীরাও ; তাঁরা সবাই বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌তে, আর ফেরেশ্‌তাগণে, আর তাঁর গ্রন্থসমূহে, আর তাঁর বাণীবাহকসমূহে ; তাঁর বাণীবাহকদের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না ; আমরা বলি আমরা শুনি আর আমরা অনুবর্তী হই ; হে

আমাদের পালয়িতা, তোমার ক্ষমা আমরা কামনা করি ; আর তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন।

২৮৬ আল্লাহ্ কোনো প্রাণের উপরে এমন কর্তব্য চাপান না যা তার ক্ষমতার পরিমাপে নয় ; তার অনুকূলে (ভালো) যা সে উপার্জন করেছে, আর তার বিরুদ্ধে (মন্দ) যা সে ঘটিয়েছে। হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের শাস্তি দিও না যদি আমরা ভুলে যাই, অথবা ভুল করি ; হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের উপরে তেমন বোঝা চাপিও না যেমন বোঝা আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে চাপিয়েছিলে ; হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের উপরে সে ভার দিও না যা বহন করবার সামর্থ্য আমাদের নেই ; আর আমাদের ক্ষমা করো আর আমাদের আশ্রয় দাও, আর আমাদের উপরে করুণা করো ; তুমি আমাদের পৃষ্ঠপোষক, অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

আল্‌-ই-ইমরান

[কোর্‌আন শরীফের তৃতীয় সূরা আল্‌-ই-ইমরান—'ইমরানের পরিজন'। ইমরান ছিলেন হযরত মূসা ও হারুনের পিতা—এই সূরায় সাধারণভাবে ইহুদিকুলের বাণীবাহকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এর প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ইসলামের তরফ থেকে শ্রদ্ধা-নিবেদন, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও, আর শেষের দিকে ইহুদিদের অনমনীয় মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থায়ও হযরত আশ্চর্য মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন—এসব সম্বন্ধে অনেক কথা এতে স্থান পেয়েছে ; কপট মুসলমানদের প্রতি হযরত কত উদার হয়েছিলেন তারও উল্লেখ এতে আছে. প্রাচীন টীকাকারদের মতে এর প্রথম অংশ, অর্থাৎ ৬২ বা ৮৩ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত দশম হিজরিতে নাজরানের খ্রীষ্টানরা যখন হযরতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু একালের কোনো কোনো ভাষ্যকারের ধারণা, এর মাত্র ৬০ সংখ্যক আয়াত সেই সময়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকবে, বাকিগুলো পূর্বেই—সম্ভবত তৃতীয় হিজরিতে—অবতীর্ণ হয়েছিল। মোটের উপর পণ্ডিতদের ধারণা, এই সূরার অবতরণের কাল তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম (আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা)।

২ আল্লাহ্ ! নাই উপাস্য তিনি ভিন্ন—জীবন্ত শাশ্বত।

৩ তিনি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন গ্রন্থ সত্যসহ এর পূর্বে যা ছিল তার সমর্থন ক'রে, আর এর পূর্বে তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তওরাত আর ইঞ্জিল (বাই'বেল)—মানুষের জন্য পথনির্দেশ, আর অবতীর্ণ করেছেন ন্যায় অন্যায়ের বিভেদকারী (কোর্‌আন)। নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ; আর আল্লাহ্ মহাশক্তি—প্রতিফল দানে সমর্থ।

৪ আল্লাহ্—নিঃসন্দেহ কিছুই লুকোনো নেই তাঁর কাছে পৃথিবীতে অথবা অন্তরীক্ষে।

৫ তিনি গড়ে তোলেন তোমাদের জননী-জঠরে যেমন খুশি। নাই উপাস্য তিনি ভিন্ন—মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬ তিনিই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তোমার কাছে—তার কতকগুলো আয়াত (শ্লোক) নির্দেশাত্মক, সেই সব হচ্ছে (এই) গ্রন্থের ভিত্তি, আর অপরগুলো রূপক ; যাদের অন্তরে আছে কুটিলতা তারা অনুবর্তন করে এর রূপক অংশের, তারা ব্যাখ্যারচেষ্টা ক'রে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে।[১] কিন্তু এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না,

১. কোর্‌আনের আয়াতগুলিকে যেভাবে ভাগ করা হ'ল দুই বড় ভাগে আর বেশি গৌরব দেওয়া হ'ল যে নির্দেশাত্মক আয়াতগুলির এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

আর যারা জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত তারা বলে : আমরা এতে বিশ্বাস করি, এসব এসেছে আমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, আর জ্ঞানী ভিন্ন কেউ মনোযোগ দেয় না;

৭ হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের অন্তরকে বেঁকে যেতে দিও না আমাদের পথ দেখাবার পরে ; আর তোমার কাছ থেকে আমাদের করুণা দাও ; নিঃসন্দেহ তুমি উদারতম দাতা;

৮ হে আমাদের পালয়িতা, যেদিন সম্বন্ধে সন্দেহ নেই সেই দিন তুমি সবাইকে করবে একত্রিত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভুলবেন না তাঁর প্রতিশ্রুতি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ আর যারা অবিশ্বাস করে নিঃসন্দেহ তাদের ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাদের কোনো কাজে আসবে না ; আর এরাই হচ্ছে আগুনের ইন্ধন —

১০ ফেরাউনের লোকদের মতো ; আর তাদের পূর্ববর্তীদের মতো ; তারা আমার প্রত্যাদেশ অস্বীকার করেছিল, সে জন্য আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করেছিলেন তাদের অপরাধের জন্য ; আর আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর।

১১ যারা অবিশ্বাসী তাদের বলো, তোমরা পরাভূত হবে, আর একসঙ্গে তাড়িত হবে জাহান্নামে—মন্দ সেই বিশ্রামের স্থান।

১২ তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন ছিল দুই সৈন্যদলের পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ায়, এক দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্র পথে, অন্য দল অবিশ্বাসী,[২] তাদের এরা নিজেদের চোখে স্পষ্ট দেখেছিল (সংখ্যায়) তাদের দ্বিগুণ। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য দিয়ে বলবৃদ্ধি করেন যাকে খুশি। নিঃসন্দেহ এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে তাদের জন্য যাদের দৃষ্টি আছে।

১৩ নারীরা, সন্তানসন্ততি, জমানো সোনারূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, ফসলক্ষেত, এই সব কামনার (বস্তুর) প্রতি প্রেম মানুষের জন্য সাজানো। এসব এই দুনিয়ার (জীবনের) উপকরণ ; আর আল্লাহ্ তিনি যাঁর কাছে আছে জীবনের উত্তম লক্ষ্য।

১৪ বলো : তোমাদের কি বলবো এসবের চাইতে ভালো কি? যারা সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য তাদের পালয়িতার কাছে আছে বাগান যার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী, সেখানে থাকবে স্থায়ীভাবে, আর (আছে) পবিত্রা সঙ্গিনীরা ; আর আল্লাহ্র সন্তোষ। আর আল্লাহ্ দাসদের দেখেন :

১৫ যারা বলে : হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী, সেইজন্য ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ আর রক্ষা করো আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে —

১৬ (যারা) ধৈর্যবান্, আর যারা সত্যপরায়ণ, আর যারা অনুগত আর যারা সদ্ব্যয়কারী, আর যারা (প্রতিদিন) প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

---

২. বদরের যুদ্ধের কথা বলা হ'ল।

১৭ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, আর ফেরেশ্‌তারাও, আর যারা জ্ঞানবান্। ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তিনি ভিন্ন নেই আর কোনো উপাস্য, মহাশক্তি— জ্ঞানী।

১৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম হচ্ছে আত্মসমর্পণ (আল্‌-ইসলাম), আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল জ্ঞানলাভের পরে তারা তা অগ্রাহ্য করে নি নিজেদের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষে ব্যতীত ; আর যে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অবিশ্বাস করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসাব-নিকাশে সত্বর।

১৯ কিন্তু যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে, বলো : আমি সম্পূর্ণভাবে আমার মুখ রুজু করেছি আল্লাহ্‌র দিকে, আর যারা আমার অনুবর্তী তারাও ; আর বলো যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে আর যারা অশিক্ষিত তাদের : তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিঃসন্দেহ তারা সত্য পথ অনুসরণ করছে ; আর যদি তারা ফিরে যায় তবে তোমার উপরে শুধু (ভার) আছে বাণী পৌঁছে দেবার, আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের দেখেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে, আর পয়গাম্বরদের হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, তাদের খবর দাও কঠোর শাস্তির।

২১ এরাই তারা যাদের সব কাজ বৃথা হবে ইহলোকে আর পরলোকে আর তাদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।

২২ তুমি কি দৃষ্টি করো নি তাদের প্রতি যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদের আহ্বান করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গ্রন্থের (তওরাতের) দিকে যেন তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে, তারপর তাদের একটি দল অগ্রাহ্য করলো, আর তারা অগ্রাহ্যকারী।[৩]

২৩ এর কারণ, তারা বলে : আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না কয়েক দিনের জন্য ভিন্ন ;- -আর তারা যা বানিয়ে তুলেছে তা তাদের প্রতারণা করছে তাদের ধর্মের ব্যাপারে।

২৪ এরপর কেমন হবে যখন আমি তাদের একদিন একত্রিত করবো—যেদিন সম্বন্ধে নেই কোনো সন্দেহ? আর প্রত্যেক প্রাণকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে ; আর তাদের প্রতি করা হবে না কোনো অন্যায়।

২৫ বলো : হে আল্লাহ্, রাজত্বের মালিক, তুমি রাজত্ব দাও যাকে খুশি, আর রাজত্ব ফিরিয়ে নাও যার কাছ থেকে খুশি ; তুমি সম্মানিত করো যাকে খুশি, আর অপমানিত

---

৩. ইহুদিরা যে তওরাতকেও পুরোপুরি মানতো না তার দৃষ্টান্ত এটি। টীকাকার বলেছেন, একটি ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তারা পাথর মারতে স্বীকৃত হয় নি যদিও তাই ছিল তওরাতের বিধান।

করো যাকে খুশি ; তোমার হাতেই কল্যাণ ; নিঃসন্দেহ সব কিছুর উপরে তোমার আধিপত্য।

২৬ তুমি রাতকে প্রবেশ করাও দিনে আর দিনে প্রবেশ করাও রাত্রিতে, আর তুমি মৃতদের থেকে উদ্গত করো প্রাণবান্দের, আর প্রাণবান্দের থেকে উদ্গত করো মৃতদের ; আর যাকে খুশি জীবিকা দাও পরিমাণহীন।

২৭ যারা বিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদের ভিন্ন অবিশ্বাসীদের (বিশ্বস্ত), বন্ধুরূপে গ্রহণ না করুক। আর যে এমন করবে সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আর কিছুই পাবে না এ ভিন্ন যে তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাবধান হবে। আর আল্লাহ্ তোমাদের তাঁর (কাছ থেকে প্রতিফল পাওয়া) সম্বন্ধে সাবধান করছেন ; আর আল্লাহ্‌র দিকেই শেষ গতি।

২৮ বলো : তোমাদের অন্তরে যা আছে তা লুকোও আর তা প্রকাশ করো, আল্লাহ্ তা জানেন,—আর তিনি জানেন যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে ; আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা।

২৯ যেদিন প্রত্যেক প্রাণ উপস্থিত দেখবে ভালো যা সে করেছে আর মন্দ যা সে করেছে ; সে চাইবে—সেই দিন আর তার কৃত মন্দ কাজ এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান যদি থাকতো ; আর আল্লাহ্ তোমাদের সাবধান করছেন তাঁর সম্বন্ধে ; আর আল্লাহ্ স্নেহময় তাঁর দাসদের প্রতি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ বলো : যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন আর ক্ষমা করবেন তোমাদের অপরাধ ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৩১ বলো : অনুগত হও আল্লাহ্‌র আর বাণীবাহকের। আর যদি তারা ফিরে যায় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অবিশ্বাসীদের।

৩২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আদম্ নুহ্, আর ইব্রাহিমের বংশধরদের আর ইমরানের বংশধরদের সব মানুষের মধ্যে বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন;

৩৩ এরা বংশধর— একে অন্যের ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৪ (স্মরণ করো) যখন ইমরানের বংশের একজন স্ত্রীলোক বললে : হে পালয়িতা, আমার গর্ভে যা আছে তাকে তোমার (সেবার) জন্য মানত করলাম, অতএব আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো ; নিঃসন্দেহ তুমি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৫ যখন সে তাকে প্রসব করলো, সে বললে : হে পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি প্রসব করলাম কন্যা—আর আল্লাহ্ ভালো জানেন কি সে প্রসব করলো—আর ছেলে নয় মেয়ের মতো—আর আমি তার নাম রাখলাম 'মরিয়ম', আর নিশ্চয় তাকে ও তার সন্ততিকে তোমার আশ্রয়ে রাখছি বহিষ্কৃত শয়তান থেকে।

৩৬ অতঃপর তার পালয়িতা তাকে গ্রহণ করলেন প্রসন্নভাবে, আর তাকে বর্ধিত করলেন সুন্দর বর্ধনে ; আর তাকে সমর্পণ করলেন যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে। যখনই যাকারিয়া

তাকে দেখতে মন্দিরে প্রবেশ করতেন তিনি তার কাছে দেখতেন খাদ্য। তিনি বললেন : মরিয়ম, এ তোমার কাছে কোথা থেকে আসে? সে বললে : এ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ যাকে খুশি দেন হিসাব না ক'রে।

৩৭ সেখানে যাকারিয়া তাঁর পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে উত্তম সন্ততি দাও ; নিঃসন্দেহ তুমি প্রার্থনার শ্রোতা।

৩৮ তারপর যখন তাঁকে তিনি মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন তখন ফেরেশ্‌তারা তাঁকে ডেকে বললে : আল্লাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহিয়ার (John-এর) আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করতে, (তিনি) সম্মানিত, পূতচরিত্র আর সাধুদের মধ্যেকার বাণীবাহক।

৩৯ তিনি বললেন : হে পালয়িতা, আমার কেমন করে ছেলে হতে পারে যখন পূর্বেই আমার বার্ধক্য এসে হাজির হয়েছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? (ফেরেশ্‌তা) বললে : এইভাবেই—আল্লাহ্ করেন যা তাঁর খুশি।

৪০ তিনি বললেন : হে পালয়িতা, আমার জন্য কোনো নির্দেশ নির্ধারিত করো। তিনি বললেন : তোমার জন্য নির্দেশ এই যে লোকদের সঙ্গে তিন দিন কথা বলবে না ইঙ্গিতে ভিন্ন, আর তোমার পালয়িতাকে খুব স্মরণ করো, আর তাঁর মহিমা কীর্তন করো সন্ধ্যায় ও প্রাতে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ আর যখন ফেরেশ্‌তারা বললে : হে মরিয়ম, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন আর পবিত্র করেছেন আর পৃথিবীর সব নারীর উপরে তোমার স্থান দিয়েছেন;

৪২ হে মরিয়ম, তোমার প্রতিপালকের অনুগত হয়ে থাকো, আর সেজ্‌দা করো ; আর মাথা নত করো যারা মাথা নত করে তাদের সঙ্গে।

৪৩ এ হচ্ছে যা অদৃশ্য সেসব সম্বন্ধে বার্তা তোমার কাছে আমি প্রত্যাদেশ করছি, তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা কলমের সুর্তি খেলেছিল তাদের মধ্যে কে মরিয়মের ভার নেবে সে সম্পর্কে, আর তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা একে অন্যের সঙ্গে তর্ক করেছিল।

৪৪ যখন ফেরেশ্‌তারা বললে : হে মরিয়ম, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর তরফ থেকে একটি বাণীর—তাঁর নাম মসী (Messiah) ঈসা মরিয়ম-পুত্র, ইহ্‌কালে ও পরকালে সম্মানের যোগ্য ; আর আল্লাহ্‌র নৈকট্যে আনীতদের অন্তর্গত;

৪৫ আর তিনি লোকদের সঙ্গে কথা বলবেন যখন তিনি দোলনায়, আর যখন পরিণতবয়স্ক, আর তিনি (হবেন) সাধুদের অন্যতম।

৪৬ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, আমার কেমন ক'রে ছেলে হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নি? তিনি বললেন : তবু—আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা খুশি ; তিনি

যখন কোনো বিষয়ে বিধান করেছেন, তিনি শুধু তার প্রতি বলেন : হোক—আর তা হয়।

৪৭ আর তিনি শেখাবেন গ্রন্থ আর জ্ঞান আর তওরাত আর ইঞ্জিল ;

৪৮ আর (তাঁকে করবেন) ইসরাইলবংশীয় বাণীবাহক। (তিনি বলবেন) : নিঃসন্দেহ আমি আসছি তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে তৈরি করি পাখির মতো মূর্তি, আর তাতে আমি ফুৎকার দিই, আর সেটি পাখি হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আর আমি আরোগ্য করি যে ছিল জন্মান্ধ আর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাকে, আর জীবন দিই মৃতকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আর আমি তোমাদের সংবাদ দিই কি তোমরা খাবে আর কি তোমরা বাড়িতে মজুত রাখবে ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে তোমাদের জন্য যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৪]

৪৯ আর তওরাতের যা আমার পূর্ববর্তী (আমি) তার প্রতিপাদক। আর যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল তার কিছু তোমাদের জন্য বৈধ করবো ; আর আমি এসেছি তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে একটি নিদর্শনসহ, অতএব আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো আর আমার অনুগত হও।

৫০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার পালয়িতা আর তোমাদের পালয়িতা, অতএব তাঁর বন্দনা করো—এই হচ্ছে সরল পথ।

৫১ কিন্তু যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস বোধ করলেন তিনি বললেন : কে আল্লাহ্‌র পথে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যরা বললে : আমরা সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র (পথে), আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, আর সাক্ষ্য দিই যে আমরা আত্মসমর্পণকারী :

৫২ হে আমাদের পালয়িতা, আমরা বিশ্বাস করি তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আর আমরা অনুসরণ করি বাণীবাহকের, অতএব আমাদের নাম লিখে রাখ তাদের দলে যারা (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়।

৫৩ আর তারা চক্রান্ত করেছিল, আর আল্লাহ্‌ও করেছিলেন ; আর আল্লাহ্ উত্তম চক্রী।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৪ যখন আল্লাহ্ বললেন : হে ঈসা, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে গ্রহণ করছি ও আমার অভিমুখে সমুথিত করছি, আর তোমাকে পরিশুদ্ধ করছি যারা অবিশ্বাসী তাদের থেকে আর তোমার যারা অনুবর্তী তাদের স্থান দিচ্ছি অবিশ্বাসীদের উপরে বিচারের দিন পর্যন্ত, এরপর তোমরা (সবাই) ফিরে আসবে আমার কাছে, আর আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করবো যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ সেই বিষয়ে।

৫৫ যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের কঠিন শাস্তি দেবো এই সংসারে ও পরলোকে আর তাদের সহায় কেউ থাকবে না।

৫৬ আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তিনি তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেবেন। আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের ভালোবাসেন না।

৫৭ নির্দেশবাণী ও জ্ঞানময় স্মারক থেকে এটি আমি তোমাদের কাছে পাঠ করছি।

---

৪. এইসব অলৌকিক ব্যাপারের রূপক ব্যাখ্যা অনেকে দেন।

৫৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের দৃষ্টান্তের মতো।[৫] তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন ধূলি থেকে, তার পর তাঁকে বলেছিলেন : হও, আর তিনি হলেন।

৫৯ এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, সেজন্য সংশয়িতদের দলের হোয়ো না।

৬০ কিন্তু তোমার কাছে জ্ঞান যা এসেছে তার পরে এ বিষয়ে যে কেউ তোমার সঙ্গে তর্ক করে তাকে বলো : এসো আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের আর আমাদের স্ত্রীলোকদের ও তোমাদের স্ত্রীলোকদের আর আমাদের লোকদের ও তোমাদের লোকদের ডাকি, আর কাতর হয়ে প্রার্থনা করি মিথ্যাবাদীদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত পড়বার জন্য।[৬]

৬১ নিঃসন্দেহ এই হচ্ছে সত্য বিবৃতি, আর কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ্ ভিন্ন, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬২ কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে আল্লাহ্ অহিতকারীদের জানেন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৩ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, এসো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক সমঝোথা হোক, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাসনা করবো না, তাঁর কোনো অংশী দাঁড় করাবো না, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাউকে কেউ পালয়িতা রূপে গ্রহণ করবো না। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে বলো : সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পিত)।

৬৪ হে গ্রন্থধারিগণ, কেন ইব্রাহিম সম্বন্ধে তর্ক করো যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরে ভিন্ন অবতীর্ণ হয় নি? তোমরা তাহলে কি বোঝো না?

৬৫ দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে কেন যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তর্ক করছ? আর আল্লাহ্ জানেন, আর তোমরা জানো না।

৬৬ ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না খ্রীষ্টানও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন ঋজুস্বভাব সমর্পিতচিত্ত—আর তিনি বহুদেববাদী ছিলেন না।

৬৭ নিঃসন্দেহ ইব্রাহিমের আপন জন ছিলেন তাঁর অনুবর্তীরা আর এই পয়গাম্বর আর যারা তাঁতে বিশ্বাসী ; আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রক্ষাকারী বন্ধু।

৬৮ গ্রন্থধারীদের একদল চায় যে তারা তোমাকে বিপথে নেবে ; আর তারা বিপথে নেয় না নিজেদের ভিন্ন ; আর তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

৬৯ হে গ্রন্থধারিগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে অবিশ্বাস করো যখন দেখছ?

৭০ হে গ্রন্থধারিগণ, কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে দিচ্ছ, আর জেনে সত্য লুকোচ্ছ?

---

৫. অর্থাৎ আদম কোনো পিতামাতার সন্তান নন, ঈসাও তেমনি কোনো পিতার সন্তান নন।

৬. নাদরানের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে হযরতের এরূপ কথা হয়েছিল ; খ্রীষ্টানরা এতে সম্মত হয় নি।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ গ্রন্থধারীরদের একদল বলে : যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করো দিনের সূচনায় আর অবিশ্বাস করো তার শেষে যেন তারা ফিরে যায় ;

৭২ যে তোমাদের ধর্মের অনুবর্তী তাকে ভিন্ন বিশ্বাস কোরো না। বলো (হে মোহম্মদ) : নিঃসন্দেহ পথপ্রদর্শন আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শন ; তোমাদের যা দেওয়া হয়েছিল তার মতো কিছু অন্যকে দেওয়া হয়েছে ; অথবা তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারে তাদের পালয়িতার সামনে। বলো : নিঃসন্দেহ প্রাচুর্য আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি তা দেন যাকে খুশি ; আর আল্লাহ্ মহাবদান্য জ্ঞানবান্।

৭৩ তিনি নির্বাচিত করেন তাঁর করুণার জন্য যাকে খুশি আর আল্লাহ্ অশেষকৃপাময়।

৭৪ আর গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক আছে যার কাছে তুমি যদি এক গাদা ধনসম্পত্তি রাখো সে তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে, আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যার কাছে তুমি যদি একটি দিনার রাখো সে তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে না যদি না তুমি তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকো। এর কারণ, তারা বলে : অক্ষরজ্ঞানহীনদের (অশিক্ষিত আরবদের) প্রতি আমাদের কোনো করণীয় নেই। আর তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে যদিও তারা জানে।

৭৫ না—যে কেউ তার অঙ্গীকার পালন করে সীমা রক্ষা করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন সীমারক্ষাকারীদের।

৭৬ যারা স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের আর তাদের নিজেদের শপথের, নিঃসন্দেহ পরলোকে তাদের কোনো লভ্য থাকবে না, আর আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, পুনরুত্থানের দিনে তাদের শুদ্ধও করবেন না ; আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

৭৭ আর তাদের মধ্যে একদল আছে যারা গ্রন্থকে বিকৃত করে তাদের জিহ্বার দ্বারা যেন তোমরা ভাবতে পারো যা তারা বলছে তা গ্রন্থ থেকে ; কিন্তু তা গ্রন্থ থেকে নয় ; আর তারা বলে—আল্লাহ্ থেকে ; কিন্তু তা আল্লাহ্ থেকে নয় ; আর তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে জেনে।

৭৮ কোনো মানুষের জন্য এটি উপযুক্ত নয় যে আল্লাহ্ তাকে গ্রন্থ, নির্দেশ, আর পয়গাম্বরত্ব দেবেন তারপর সে লোকদের বলবে : আল্লাহ্‌র দাস না হয়ে আমার দাস হও ; বরং (সে বলবে) : পালয়িতার অনুগত হও—কেন না তোমরা গ্রন্থ শিক্ষা দিচ্ছিলে আর তা পাঠ করছিলে।

৭৯ আর সে তোমাদের আদেশ করবে না যে তোমরা ফেরেশ্‌তাদের ও নবীদের পালয়িতারূপে গ্রহণ করবে। সে কি তোমাদের আদেশ করবে অবিশ্বাসের দিকে যেতে তোমাদের আত্মসমর্পিত হবার পরে?

নবম অনুচ্ছেদ

৮০ যখন আল্লাহ্ পয়গাম্বরদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন : নিঃসন্দেহ গ্রন্থ ও জ্ঞান আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তারপর একজন বাণীবাহক এলেন তোমাদের কাছে

তোমাদের যা আছে তার প্রতিপাদন ক'রে, তোমরা নিশ্চয় তাঁতে বিশ্বাস করবে আর নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে,—তিনি বলেছিলেন : তোমরা কি স্বীকার করলে, ও এই ব্যাপারে আমার (দেওয়া) ভার গ্রহণ করলে? তাঁরা বলেছিলেন—আমরা স্বীকার করি। তিনি বলেছিলেন—তবে সাক্ষী থাকো ; আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষ্যদাতাদের অন্যতম।

৮১ সেজন্য এরপর যে কেউ ফিরে যায় তারাই হচ্ছে পাপাচারী।

৮২ তারা কি তবে খুঁজছে আল্লাহ্‌র ধর্ম ভিন্ন আর কিছু? আর তাতে আত্মসমর্পণ করে যে কেউ আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ; আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৮৩ বলো : আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌তে আর যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা অবতীর্ণ হয়েছিল ইব্রাহিম আর ইসমাইল আর ইস্‌হাক আর ইয়াকুব আর গোত্রদের কাছে, আর যা দেওয়া হয়েছিল মূসাকে আর ঈসাকে আর পয়গাম্বরদের তাঁদের পালয়িতার তরফ থেকে, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমরা করি না ; আর তাঁর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।

৮৪ আর যে কেউ আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোনো ধর্ম চায় তা তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৮৫ আর আল্লাহ্ কেমন ক'রে পথ দেখাবেন সেই লোকদের যারা অবিশ্বাসী হয়েছে বিশ্বাসী হবার পরে আর এই সাক্ষ্য দেবার পরে যে পয়গাম্বর সত্য, আর স্পষ্ট প্রমাণাবলী তাদের কাছে আসবার পরে? আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের পথ দেখান না।

৮৬ এদের—এদের প্রাপ্য এই যে এদের উপরে আল্লাহ্‌র আর ফেরেশ্‌তাদের আর মানুষের সবার অভিসম্পাত।

৮৭ বাস ক'র যাবে এতে—তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, তারা বিরামও পাবে না —

৮৮ তারা ব্যতীত যারা এরপর অনুতাপ করে ও শোধরায়—তার পর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৮৯ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে বিশ্বাস করার পরে, আর তাদের অবিশ্বাস প্রবল হয়, তাদের অনুতাপ গৃহীত হবে না, আর এরাই হচ্ছে পথভ্রান্ত।

৯০ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর মারা যায় অবিশ্বাসী থেকে, তাদের একজনার কাছ থেকে পৃথিবী-ভরা সোনাও গ্রহণ করা হবে না যদি সে তাই দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায় ; এদেরই হবে কঠোর শাস্তি, আর এদের থাকবে না কোনো সহায়।

চতুর্থ খণ্ড

দশম অনুচ্ছেদ

৯১ তোমরা সে পর্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ হবে না যে পর্যন্ত না (অকাতরে) ব্যয় করো যা ভালোবাস তা থেকে ; আর তোমরা যে বস্তুই ব্যয় করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তা জানেন।

৯২ ইসরাইল-বংশীয়দের জন্য সব খাদ্য বৈধ ছিল তা ব্যতীত যা তওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য অবৈধ করেছিল। বলো : তাহলে তওরাত নিয়ে এসো আর তা পড়ো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৩ তাহলে এর পর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে, তারাই হচ্ছে অন্যায়কারী।

৯৪ বলো : আল্লাহ্ সত্য বলেন, সেজন্য ঋজুস্বভাব ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো ; আর তিনি বহুদেববাদীদের দলের ছিলেন না।

৯৫ নিঃসন্দেহ মানুষদের জন্য যে প্রথম ভজনালয় নির্মিত হয়েছিল তা মক্কায়— অশেষকল্যাণময় আর বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

৯৬ এতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী : ইব্রাহিমের স্থান ; আর যে কেউ এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ ; আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই গৃহে হজ উদ্‌যাপন করা মানুষের জন্য আবশ্যিক—প্রত্যেকের জন্য যে সেখানে যেতে পারে। আর যে অবিশ্বাস করে— নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ—বিশ্বের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই।

৯৭ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, কেন তোমরা অবিশ্বাস করো আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে, আর আল্লাহ্‌ই সাক্ষী তোমরা যা করো তার।

৯৮ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, কেন তোমরা যারা বিশ্বাসী তাদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে দাও, সেই পথের বক্রতা খোঁজো, যখন তোমরা সাক্ষী (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশের)? আল্লাহ্ অনবহিত নন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৯৯ হে বিশ্বাসিগণ, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো দলের অনুবর্তী যদি তোমরা হও, তারা তোমাদের ধর্মভ্রষ্ট করবে তোমাদের বিশ্বাসী হবার পরে।

১০০ কিন্তু কেমন ক'রে তোমরা অবিশ্বাস করতে পারো যখন তোমাদেরই কাছে আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ পাঠ করা হচ্ছে, আর তাঁর বাণীবাহক তোমাদের মধ্যে? আর যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকে নিঃসন্দেহ সে চালিত হয়েছে সরল পথে।

একাদশ অনুচ্ছেদ

১০১ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো তেমন যত্নে যা তাঁর প্রতি বিধেয়, আর প্রাণত্যাগ কোরো না আত্মসমর্পিত (মুসলিম) না হোয়ে।

১০২ আর আল্লাহ্‌র রশি সবাই একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধরো, আর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না, আর স্মরণ কোরো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তোমরা ছিলে শত্রু, তারপর তিনি তোমাদের হৃদয় সম্মিলিত করলেন, এরপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা হলে ভাই ; আর তোমরা ছিলে এক আগুনের গর্তের ধারে, তারপর তিনি তোমাদের তা থেকে বাঁচালেন। এইভাবে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা ঠিক পথে চলতে পারো।

১০৩ আর তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একটি মণ্ডলী হওয়া চাই যারা তোমাদের আহ্বান করবে কল্যাণে, নির্দেশ দেবে যা ন্যায়সঙ্গত তার, আর নিষেধ করবে যা অন্যায় ; আর এরাই হচ্ছে সফলকাম।

১০৪ আর তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন মতের হয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী আসার পরে, আর এরাই তারা যাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি —

১০৫ যেদিন কতকগুলো মুখ হবে সাদা আর কতকগুলো মুখ হবে কালো ; তারপর যাদের মুখ কালো হবে (তাদের বলা হবে) : তোমরা কি অবিশ্বাস করেছিলে বিশ্বাস করার পরে? অতএব শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

১০৬ আর যাদের মুখ সাদা হবে তারা থাকবে আল্লাহ্‌র করুণায় ; এতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

১০৭ এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি সত্যের সঙ্গে ; আর আল্লাহ্ তাঁর জীবদের প্রতি কোনো অবিচার চান না।

১০৮ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্‌র দিকে সব ব্যাপারের প্রত্যাবর্তন।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০৯ তোমরা লোকদের মধ্যে নির্বাচিত শুভসাধক মণ্ডলী—যা ন্যায়সঙ্গত তার নির্দেশ তোমরা দাও, যা অন্যায় তা নিষেধ করো, আর আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো ; আর যদি গ্রন্থধারীরা বিশ্বাস করতো তবে তা তাদের জন্য ভালো হতো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী, আর তাদের বেশির ভাগ দুষ্টলোক।

১১০ তারা কখনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না কিঞ্চিৎ ক্ষতি ভিন্ন আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তারা তোমাদের দিকে পিঠ ফেরাবে, আর তখন তাদের সাহায্যে করা হবে না।

১১১ তারা যেখানেই থাকুক লাঞ্ছনা তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে যদি না আল্লাহ্-থেকে-আসা ও মানুষ থেকে আসা রশি তারা ধরে,[৭] আর তারা আল্লাহ্‌র রোষের যোগ্য হয়েছে, আর দুর্দশা তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। এর কারণ, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে অবিশ্বাসী হয়েছিল আর বাণীবাহকদের হত্যা করেছিল অন্যায়ভাবে। এর কারণ, তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল আর সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

১১২ তারা সবাই একরকমের নয় : গ্রন্থধারীদের মধ্যে নিষ্ঠাবান একটি দল আছে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী রাত্রিকালে পাঠ করে আর তারা সেজ্‌দা করে।

১১৩ তারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে আর তারা নির্দেশ দেয় যা ন্যায়সঙ্গত তার আর নিষেধ করে যা গর্হিত, আর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভালো কাজে ; আর এরা সাধুদের অন্তর্গত।

১১৪ আর ভালো যা তারা করে তা তাদের সম্বন্ধে কখনো অস্বীকার করা হবে না ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল সীমারক্ষাকারীদের সম্বন্ধে।

---

৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয় আর মানুষের সঙ্গে কল্যাণের যোগে যুক্ত হয়। অথবা, যদি না তারা রসুল মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে যে সমঝৌথা করেছেন সেটি আঁকড়ে ধরে।

১১৫ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাসী, না তাদের ধনসম্পত্তি না তাদের সন্তানসন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ; আর এরাই হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা, সেখানে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

১১৬ এই দুনিয়ার জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—বাতাস, যাতে আছে কনকনে ঠাণ্ডা, সেই বাতাস লাগলো সেই লোকদের ফসলে যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে, ধ্বংস করে দিল সেই ফসল ; আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে।

১১৭ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের নিজেদের লোক ভিন্ন অন্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না ; তোমাদের ক্ষতি করতে তারা পশ্চাৎপদ হয় না ; তোমাদের যা ক্লেশ দেয় তা তারা ভালোবাসে, তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু তাদের বুকে যা লুকোনো আছে তা গুরুতর। তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী স্পষ্ট করলাম যদি তোমাদের বুদ্ধি থাকে।

১১৮ নিঃসন্দেহ তোমরা সেই লোক যারা তাদের ভালোবাস কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, আর তোমরা গ্রন্থে বিশ্বাস করো, তার সবটায়, তোমাদের সঙ্গে যখন তাদের দেখা হয় তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি ; আর যখন তারা একলা থাকে তারা তাদের আঙুলের ডগা কামড়ায় তোমাদের প্রতি আক্রোশে। বলো : মরে যাও নিজেদের রাগে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন কি আছে তাদের বুকের মধ্যে।

১১৯ যদি শুভ কিছু তোমাদের জন্য ঘটে তাতে তারা দুঃখ পায়, আর যদি অশুভ তোমাদের ঘটে তবে তারা খুশি হয় ; আর যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও আর সীমারক্ষা ক'রে চলো তবে তাদের শঠতা তোমাদের ক্ষতি করবে না কোনো রকমে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ঘিরে রয়েছেন যা তারা করছে।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১২০ আর (স্মরণ করো) যখন তুমি ভোরে তোমার পরিজনের কাছ থেকে যাত্রা করলে যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসীদের স্থান নির্দেশ করতে—আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা;

১২১ যখন তোমাদের মধ্যে থেকে দুই দল ভীরুতা দেখাবার চেষ্টা করেছিল, আর আল্লাহ্ ছিলেন তাদের দুই দলের অভিভাবক—আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে বিশ্বাসীরা;

১২২ আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরে যখন তোমরা ছিলে দুর্দশাগ্রস্ত—সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো যেন তোমরা ধন্যবাদ দিতে পারো।

১২৩ যখন তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে : এইটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন তিন হাজার নেমে-আসা ফেরেশ্‌তা দিয়ে?

১২৪ আর যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও আর সীমা রক্ষা করো আর তারা তোমাদের উপরে এসে পড়ে প্রবল বেগে—তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার দলনকারী ফেরেশ্‌তা দিয়ে।

১২৫ আর আল্লাহ্ এটি করেন নি তোমাদের জন্য সুসংবাদ ব্যতীত, আর যেন তোমাদের হৃদয় এর দ্বারা সান্ত্বনা পায়, আর বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে, (তিনি) মহাশক্তি জ্ঞানবান্—

১২৬ যেন তিনি তাদের একদলকে সংহার করতে পারেন অথবা অপমানিত করতে পারেন যার ফলে তারা ফিরে যাবে বিফলমনোরথ হয়ে।

১২৭ এটি তোমার ব্যাপার আদৌ নয়, আল্লাহ্ তাদের দিকে (সদয়ভাবে) ফিরবেন না, শাস্তি দেবেন যদিও নিঃসন্দেহ তারা অন্যায়কারী।[৮]

১২৮ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র, তিনি ক্ষমা করেন যাকে খুশি আর শাস্তি দেন যাকে খুশি ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

চর্তুদশ অনুচ্ছেদ

১২৯ হে বিশ্বাসিগণ, সুদ গলাধঃকরণ কোরো না তাকে দ্বিগুণ ও বহুগুণিত ক'রে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।

১৩০ আর সীমা রক্ষা করো সেই আগুন সম্বন্ধে যা তৈরি করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।

১৩১ আর আল্লাহ্ ও পয়গাম্বরের অনুগত হও, যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো ;

১৩২ আর সত্বর হও তোমাদের পালয়িতার করুণার জন্য, আর একটি উদ্যানের জন্য, যার বিস্তার আকাশ ও পৃথিবীর (মতো)—নির্মিত সীমারক্ষাকারীদের জন্য —

১৩৩ যারা ব্যয় করে সচ্ছল অবস্থায় আর অসচ্ছল অবস্থায়, আর যারা ক্রোধ সংবরণ করে, আর ক্ষমা করে মানুষদের ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন সৎকর্মশীলদের —

১৩৪ আর যারা, যখন কোনো গর্হিত কর্ম করে অথবা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে—আর কে অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহ্ ব্যতীত?—আর যারা জেনেশুনে পুনরায় করে না পূর্বে যা করেছিল।

১৩৫ এরা তারা যাদের তাদের পালয়িতার তরফ থেকে পুরস্কার হবে ক্ষমা আর উদ্যান যার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী--থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে--আর উত্তম শ্রমরতদের পুরস্কার।

১৩৬ তোমাদের পূর্বে বহু জীবনধারা গত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে ভ্রমণ করো আর দেখো যারা (নবীদের) মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

১৩৭ এটি মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা, পথনির্দেশ, আর উপদেশ—যারা সীমারক্ষাকারী তাদের জন্য।

---

৮. ওহোদের যুদ্ধে যখন হযরতের উপরে বিপক্ষের আক্রমণ প্রবল হয়েছিল, আর আহত হবার ফলে তাঁর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তখন এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৩৮ আর অবসাদগ্রস্ত হয়ো না, আর অনুশোচনা কোরো না, আর তোমরাই স্থান পাবে উপরে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৯]

১৩৯ তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো তবে তুল্য আঘাত পীড়া দিয়েছে অবিশ্বাসী লোকদের, আর আমি এইসব দিন মানুষদের কাছে আনি পালাক্রমে, আর যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কারা বিশ্বাসী আর তাদের মধ্যে থেকে সাক্ষী রাখতে পারেন, আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অন্যায়কারীদের,

১৪০ আর যেন সংশোধিত করতে পারেন যারা বিশ্বাসী তাদের, আর নিষ্ফল করতে পারেন অবিশ্বাসীদের।

১৪১ অথবা তোমরা কি মনে করো যে তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম করেছে আল্লাহ্‌র তা জানবার পূর্বেই? আর জানবার পূর্বে কারা ধৈর্যবান্?

১৪২ আর নিঃসন্দেহ তোমরা মৃত্যু কামনা করতে তার সঙ্গে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) দেখা হবার পূর্বে। এখন নিঃসন্দেহ তা তোমরা দেখেছ, আর তোমরা দেখতে থাকো।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১৪৩ আর মোহম্মদ একজন বাণীবাহক বৈ নন। নিঃসন্দেহ তাঁর পূর্বে পয়গাম্বররা গত হয়ে গেছেন ; যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হবে? আর যে কেউ পশ্চাৎপদ হয় সে আল্লাহ্‌কে কোনো আঘাত দেয় না আদৌ, আর আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন কৃতজ্ঞদের।

১৪৪ আর কোনো লোকের মৃত্যু হয় না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত : মৃত্যুর নির্ধারিত সময় লিখিত আছে ; আর যে কেউ চায় ইহজীবনের পুরস্কার আমি তাকে তা দিই, আর যে কেউ চায় পরলোকের পুরস্কার আমি তা তাকে দিই, আর আমি পুরস্কৃত করবো কৃতজ্ঞদের।

১৪৫ আরো কত বাণীবাহক যুদ্ধ করেছেন—তাঁদের সঙ্গে ছিল পালয়িতার বহু অনুগত জন, আর আল্লাহ্‌র পথে যা তাদের উপরে পড়েছিল তার জন্য তারা অবসাদগ্রস্ত হয় নি, তারা দুর্বলও হয় নি, তারা নিজেদের হীনও করে নি ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন ধৈর্যশীলদের।

১৪৬ আর এ ভিন্ন তারা আর কিছু বলে নি : হে আমাদের পালয়িতা, ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন, আর দৃঢ় করো আমাদের পদক্ষেপ, আর আমাদের সাহায্য করো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

১৪৭ সেজন্য আল্লাহ্ তাদের দিয়েছিলেন এই সংসারের পুরস্কার আর পরলোকের মহত্তর পুরস্কার ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন সৎকর্মশীলদের।

---

৯. ওহোদের যুদ্ধে যখন হযরত আশ্রয় নিয়েছিলেন গিরিগুহায় আর আবু সুফিয়ান পাহাড়ের উপরে জয়পতাকা স্থাপন করেছিল আর মুসলমান সৈন্যরা খুব ভীত হয়েছিল তখন অবতীর্ণ হয়েছিল এই আয়াত।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৪৮ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের অনুগত হও তবে তারা তোমাদের পিছনের দিকে মুখ করে ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।

১৪৯ না, আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু—আর তিনি উত্তম সাহায্যদাতা।

১৫০ যারা অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে আমি ভয় নিক্ষেপ করবো কেন না তারা আল্লাহ্‌র তুল্য ক'রে দাঁড় করায় তা যার জন্য তিনি কোনো বিধান অবতীর্ণ করেন নি, আর তাদের বাসস্থান হচ্ছে আগুন—আর অন্যায়কারীদের বাসস্থান মন্দ।

১৫১ আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের হত্যা করছিলে ; শেষে তোমরা সাহসহীন হলে আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে বিরোধ করলে আর অবাধ্য হলে যা তোমরা ভালোবাস আল্লাহ্ তা তোমাদের দেখাবার পরে ; তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা পরকাল চাচ্ছিল, তারপর যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন সেজন্য তোমাদের তাদের থেকে পলায়নপর করলেন। আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন ; আর আল্লাহ্ অশেষ কৃপাময় বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে।

১৫২ যখন তোমরা পাহাড়ে উঠছিলে আর কারো জন্য অপেক্ষা করছিলে না, আর পয়গাম্বর পিছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন ; এরপর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের বিষাদের উপরে বিষাদ পুরস্কার দিলেন, যেন তোমরা অনুশোচনা না করো যা পাও নি আর তোমাদের উপরে যা এসে পড়েছে সেসবের জন্য ; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

১৫৩ এরপর বিষাদের পরে তিনি তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন শান্তি—তোমাদের একদলের উপরে এলো তন্দ্রা—আর একদলের নিজেদের মন তাদের উৎকণ্ঠিত করেছিল, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসঙ্গতভাবে অজ্ঞানমূলক চিন্তা পোষণ করছিল এই বলে : এই ব্যাপারে আমাদের কি কোনো কিছু আছে? বলো : নিঃসন্দেহ ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র। তারা নিজেদের মধ্যে যে চিন্তা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমার কাছে প্রকাশ করছে না, তাদের বক্তব্য, এই ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো কিছু থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলো : যদি তোমাদের নিজেদের বাড়ীতেও থাকতে তবে যাদের জন্য প্রাণঘাত লিখিত হয়েছে নিঃসন্দেহ তারা তাদের সেই স্থানে গিয়ে হাজির হতো ; (এসব ঘটেছে এইজন্য যে) আল্লাহ্ যেন যাচাই করতে পারেন যা আছে তোমাদের বুকের ভিতরে আর শোধিত করতে পারেন যা আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ্ জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

১৫৪ নিঃসন্দেহ যেদিন দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্যে যারা ফিরে গিয়েছিল তাদের পিছু হঠা ঘটিয়েছিল শয়তানই তাদের পূর্বে কিছু করার জন্য ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৫৫ হে বিশ্বাসিগণ, তাদের মতো হয়ো না যারা অবিশ্বাসী আর তাদের ভাইরা যখন দেশভ্রমণ করছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তখন তাদের সম্বন্ধে বলে : যদি তারা

আমাদের মধ্যে থাকতো তবে মরতো না অথবা নিহত হতো না। তাই আল্লাহ্ এটি তাদের জন্য করেছেন এক অন্তর্দাহ। আর আল্লাহ্ জীবন দেন আর মৃত্যু দেন ; আর আল্লাহ্ দ্রষ্টা তোমরা যা করো তার।

১৫৬ আর যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র কাছে থেকে ক্ষমা আর করুণা উৎকৃষ্টতর তারা যা সঞ্চয় করে তার চাইতে।

১৫৭ আর কি এসে যায় যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও যখন আল্লাহ্র কাছে তোমরা একত্রিত হবে?

১৫৮ এটি আল্লাহ্র করুণার ফলে যে তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে ; যদি রুক্ষ ও কঠোরহৃদয় হতে তবে নিঃসন্দেহ তারা তোমার চারপাশ থেকে চলে যেতো। অতএব তাদের মার্জনা করো, আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো ; আর কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যখন সংকল্প গ্রহণ করেছ তখন আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন নির্ভরশীলদের।

১৫৯ যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদের পরাভূত করতে পারে ; আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে তাঁর পরে? আর আল্লাহ্র উপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।

১৬০ আর এটি কোনো বাণীবাহকের জন্য নয় যে তিনি প্রতারণা করবেন। যে কেউ প্রতারণা করে সে পুনরুত্থানের দিনে তার প্রতারণা সঙ্গে নিয়ে আসবে, তখন প্রত্যেককে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

১৬১ যে আল্লাহ্র প্রসন্নতার অনুবর্তী সে কি তার মতো যে নিজেকে আল্লাহ্র অসন্তোষের যোগ্য করেছে? আর তার বাসস্থান জাহান্নাম—মন্দ গন্তব্যস্থান।

১৬২ আল্লাহ্র কাছে (করুণার ও অকরুণার) স্তর-ভেদ আছে, আর আল্লাহ্ দ্রষ্টা তোমরা যা করো তার।

১৬৩ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের একটি কল্যাণ করেছিলেন যখন তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্যে থেকে পয়গাম্বর দাঁড় করিয়েছিলেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর নির্দেশাবলী আর তাদের পবিত্র করছেন, আর শিক্ষা দিচ্ছেন গ্রন্থ ও জ্ঞান যদিও তার পূর্বে নিঃসন্দেহ তারা ছিল স্পষ্ট ভুলের মধ্যে।

১৬৪ কী! যখন কোনো দুর্ভাগ্য তোমাদের উপরে পতিত হলো—আর এর পূর্বে তোমরা (অবিশ্বাসীদের) ক্ষতি করেছিলে দুইগুণ—তোমরা বলতে আরম্ভ করলে এ কোথা থেকে? বলো : এসব তোমাদের নিজেদের থেকে ; নিঃসন্দেহ সব কিছুর উপরে রয়েছে আল্লাহ্র ক্ষমতা।

১৬৫ আর যেদিন দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন যা ঘটেছিল তা আল্লাহ্র জ্ঞাতসারে, যেন তিনি বিশ্বাসীদের জানতে পারেন,

১৬৬ আর যেন তিনি কপটদের জানতে পারেন ; আর তাদের বলা হয়েছিল : এসো আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো অথবা নিজেদের রক্ষা করো, তারা বলেছিল যদি আমরা যুদ্ধ করতে জানতাম নিঃসন্দেহ তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা বিশ্বাসের চাইতে অবিশ্বাসের নিকটতর হয়েছিল। তারা মুখে যা বলে তা নেই তাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ্ ভালো জানেন যা তারা লুকোচ্ছে।

১৬৭ তারা নিজেরা বাড়িতে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে (যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল) বলেছিল : যদি তারা আমাদের কথা শুনতো তবে তারা নিহত হতো না। বলো : তবে নিজেদের থেকে তোমরা মৃত্যুকে ঠেকাও যদি সত্যবাদী হও।

১৬৮ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না। না, তারা বেঁচে আছে, আল্লাহ্‌র কাছে থেকে (তারা) জীবিকা পায়;

১৬৯ (তারা) খুশি আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য থেকে তাদের যা দিয়েছেন সেই জন্য, আর তারা আনন্দ প্রকাশ করছে তাদের জন্য যারা তাদের পেছনে রয়ে গেছে, এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি, (কিন্তু) তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তারা অনুশোচনাও করবে না।

১৭০ তারা আনন্দ প্রকাশ করছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য ও প্রাচুর্যের জন্য ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রাপ্য বিফল করেন না।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৭১ যারা আল্লাহ্ ও বাণীবাহকের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তাদের উপরে আঘাত এসে পড়ার পরে[১০] —তাদের মধ্যে যারা (অন্যর) ভালো করে আর সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

১৭২ লোকেরা যাদের বলেছিল : নিঃসন্দেহ তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েৎ হয়েছে সেজন্য তাদের ভয় করো ; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল আর তারা বলেছিল : আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর অতি উত্তম কার্যসম্পাদক তিনি।

১৭৩ সুতরাং তারা ফিরে এলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নিয়ে আর তাঁর কৃপা, কোনো অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করে নি, আর তারা আল্লাহ্‌র প্রসন্নতার অনুগমন করেছিল ; আর আল্লাহ্ অশেষ দাতা, মহীয়ান।

১৭৪ শয়তানই তোমাদের ভীত করে তার বন্ধুদের সম্বন্ধে, কিন্তু তাদের ভয় কোরো না, আর আমাকে ভয় করো যদি বিশ্বাসী হও।

১৭৫ আর যারা দ্রুত অবিশ্বাসে পতিত হয় তারা তোমাদের দুঃখিত না করুক। নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে পরকালে তাদের জন্য লভ্য কিছু থাকবে না, আর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

১৭৬ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসের মূল্যে অবিশ্বাস কিনেছে তারা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের লাভ হবে কঠোর শাস্তি।

১৭৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা না ভাবুক যে আমি তাদের যে বিরাম দিয়েছি তা তাদের নিজেদের ভালোর জন্য। আমি তাদের বিরাম দিই যেন তাদের অপরাধ বেড়ে যায় ; আর তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৭৮ তোমরা যে অবস্থায় আছ কোনোক্রমেই সে অবস্থায় আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রাখবেন না যে পর্যন্ত না যারা মন্দ তাদের তিনি বিচ্ছিন্ন করেন যারা ভালো তাদের থেকে ; আল্লাহ্

---

১০. ওহোদের যুদ্ধের পরের দিন মুসলমান সৈন্যরা মক্কার সৈন্যদের পশ্চাৎধাবন করেছিল; কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় নি।

অদৃশ্য সম্বন্ধে কিছু জানতেও তোমাদের দেবেন না ; কিন্তু আল্লাহ্ পয়গাম্বরদের মধ্যে নির্বাচিত করেন যাকে খুশি, সেজন্য আল্লাহ্‌তে ও তাঁর পয়গাম্বরদের বিশ্বাস করো ; আর যদি বিশ্বাস করো ও সীমারক্ষা করো তবে তোমাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

১৭৯ আর যারা, আল্লাহ্‌র তাদের যা দিয়েছেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে সে বিষয়ে কৃপণতা করে, তারা না ভাবুক যে তা তাদের জন্য ভালো। না, তা তাদের জন্য মন্দ। যে বিষয়ে তারা কৃপণ হয়েছিল তা কেয়ামতের দিন তাদের গলায় আটকানো থাকবে। আর আকাশের ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো তার।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৮০ আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলেছিল : নিশ্চয় আল্লাহ্ ফকির আর আমরা ধনী। আমি লিখে রাখবো তারা যা বলে আর তাদের অন্যায়ভাবে পয়গাম্বরদের হত্যা করা, আর আমি বলবো : পোড়ার শাস্তির স্বাদ নাও ;

১৮১ তোমাদের নিজেদের হাত তোমাদের জন্য পূর্বে যা পাঠিয়েছে এ তার জন্য, আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন।

১৮২ যারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করেছেন যে আমরা কোনো বাণীবাহককে বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না তিনি এমন কোরবানি (বলি, উপহার) আনেন যা আগুন পুড়িয়ে ফেলে।[১১] বলো : হাঁ, আমার পূর্বে তোমাদের কাছে পয়গাম্বররা এসেছিলেন স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে আর তোমরা যার কথা বলছো তা নিয়ে ; তবে কেন তাঁদের তোমরা হত্যা করেছিলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

১৮৩ কিন্তু যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে—এমনিভাবে তোমার পূর্বে অস্বীকৃত হয়েছিলেন পয়গাম্বররা যাঁরা এসেছিলেন সঙ্গে নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশাবলী, যবুর (Psalms), আর আলোকপাতকারী গ্রন্থ নিয়ে।

১৮৪ প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যু আস্বাদন করবে। আর তোমাদের প্রাপ্য যা তাই তোমাদের দেওয়া হবে পুনরুত্থানের দিনে, তখন যে বহুদূরে অবস্থিত থাকবে আগুন থেকে আর প্রবিষ্ট হবে উদ্যানে, নিঃসন্দেহ সে সফলকাম; আর এই সংসারের জীবন ছলনার বিত্ত বৈ নয়।

১৮৫ নিঃসন্দেহ তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের বিত্ত ও তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ; আর নিঃসন্দেহ তোমরা শুনবে গ্রন্থধারীদের থেকে আর বহুদেববাদীদের থেকে প্রচুর বিরক্তিকর নিন্দা, আর যদি ধৈর্যবান্ হও আর সীমারক্ষা করো তবে নিশ্চয় সেটি সাহসের কাজ হবে।

১৮৬ আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের থেকে আল্লাহ্ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন ; তোমরা নিশ্চয় এর কথা মানুষদের মধ্যে প্রকাশ করবে আর লুকিয়ে রাখবে না ; কিন্তু

১১. এমন কোরবানি বা উপহার আনার অধিকার ছিল ইসরাইলবংশীয়দের। হযরত ইসরাইলবংশীয় নন, কাজেই ইহুদিরা তাঁকে মানতে পারে না, এই তাদের বক্তব্য।

এটি তারা তাদের পেছনের দিকে ফেলে রেখে দিয়েছিল আর এর জন্য স্বল্পমূল্য গ্রহণ করেছিল ; নিঃসন্দেহ্ তারা যা কেনে তা মন্দ।

১৮৭ মনে কোরো না যারা উল্লসিত হয় যা করেছে সেজন্য আর প্রশংসা পেতে ভালোবাসে যা করে নি তার জন্য, মনে কোরো না তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ আছে ; আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১৮৮ আর আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৯ নিঃসন্দেহ্ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আর রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য —

১৯০ যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে', পার্শ্বে শায়িত হয়ে, আর চিন্তা করে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে : হে আমাদের পালয়িতা, এসব তুমি বৃথা সৃষ্টি করো নি ; তোমারই মহিমা ! আমাদের তবে রক্ষা করো আগুনের শাস্তি থেকে ; —

১৯১ হে আমাদের পালয়িতা সন্দেহ নেই যাকে তুমি আগুনে প্রবিষ্ট করাও তাকে প্রকৃতই তুমি লাঞ্ছিত করেছ, আর যারা অন্যায়কারী তাদের সহায় কেউ থাকবে না ; —

১৯২ হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ্ আমরা শুনেছি একজন ঘোষণাকারীকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে এই বলে' : তোমাদের পালয়িতাতে বিশ্বাস করো। অতএব আমরা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের পালয়িতা, সেজন্য আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো আর আমাদের সব গর্হিত কর্ম ঢেকে দাও। আর আমাদের প্রাণত্যাগ করতে দাও ধার্মিকদের সঙ্গে ; —

১৯৩ হে আমাদের পালয়িতা, আর আমাদের দাও যা তুমি আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করেছ তোমার পয়গাম্বরদের যোগে, আর আমাদের লাঞ্ছিত কোরো না বিচারের দিনে ; নিঃসন্দেহ্ তুমি অঙ্গীকারের অন্যথা করো না।

১৯৪ আর তাদের পালয়িতা তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন, (বল্লেন) : তোমাদের মধ্যে যারা কাজ করে তাদের কাজ আমি বিফল করবো না—পুরুষ হও স্ত্রীলোক হও—একে অন্য থেকে, সেজন্য যারা দেশত্যাগ করেছে, আর গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আর উৎপীড়িত হয়েছে আমার পথে, আর যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে—নিঃসন্দেহ তাদের গর্হিত কর্ম আবৃত করবো আর নিঃসন্দেহ তাদের উদ্যানে প্রবিষ্ট করাব যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই পুরস্কার আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে আছে আরো উত্তম পুরস্কার।

১৯৫ যারা অবিশ্বাস করে তারা শহরে যা খুশি তাই করে—এ তোমাদের প্রতারিত না করুক।

১৯৬ স্বল্প ভোগ—তারপর তাদের বাসস্থান জাহান্নাম—আর মন্দ বিশ্রামের স্থান।

১৯৭ কিন্তু যারা তাদের পালয়িতার সীমারক্ষাকারী তারা পাবে উদ্যানসমূহ যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—বাস করবে সেসবে স্থায়ীভাবে—আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আতিথ্য—আর যা আল্লাহ্‌র সঙ্গে আছে তা আরও ভালো ধার্মিকদের জন্য।

১৯৮ আর নিঃসন্দেহ গ্রন্থধারীদের মধ্যে আছে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর যা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (তাতে) আর যা তাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে; (তারা) আল্লাহ্‌র সামনে বিনম্র ; তারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে না আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহের জন্য। এরাই তারা যাদের পুরস্কার আছে আল্লাহ্‌র কাছে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ হিসাব নিকাশে সত্বর।

১৯৯ হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য ধরো, আর ধৈর্যে অগ্রগণ্য হও, আর অবিচলিত থাকো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো—যেন তোমরা সফল হতে পারো।

আন্-নিসা

[কোর্‌আন শরীফের চতুর্থ সূরা আন্-নিসা—নারী—মদিনায় অবতীর্ণ। ওহোদের যুদ্ধে ৭০০ মুসলমান যোদ্ধার মধ্যে ৭০ জন নিহত হয়। এর ফলে নারী আর অভিভাবকহীন ছেলে-মেয়ে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এই সূরায় বিবাহের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আর নারীদের ও অনাথদের সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।—প্রাচীন আরবীয় সমাজে নারীদের আর অনাথদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হতো না, কেন না, তারা যুদ্ধ করতে অপারগ। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ভোগ করতে হয়েছিল তার জন্য কপট মুসলমানরা অনেক পরিমাণে দায়ী ছিল—কপটদের নেতা আব্দুল্লাহ্-বিন্-উবাই যুদ্ধের সূচনাতেই তার ৩০০ শত অনুচর নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। এই কপটদের সম্বন্ধে অনেক বাণী এই সূরায় স্থান পেয়েছে। এই স্তরে ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ যে তীব্রতর হয়েছিল তারও পরিচয় এই সূরায় আছে—ইহুদিরা বলতে আরম্ভ করেছিল যে মুসলমানদের ধর্মের চাইতে আরবদের পৌত্তলিকতা ভালো। এই সূরায় একেবারে শেষের দিকে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের সমালোচনা আছে। টীকাকারদের মতে এর অবতরণ-কাল চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে জনগণ, তোমাদের পালয়িতার নির্দেশিত সীমারক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হও—যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ (ব্যক্তি) থেকে আর তার জোড়াও সৃষ্টি করেছিলেন তার থেকে, আর এই দুই থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী ; আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে' চলো—যাঁর (বিধানের) দ্বারা তোমরা পরস্পরের আর মাতৃজঠরের (রক্ত-সম্পর্কের অধিকার) দাবি করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চিরদিন তোমাদের প্রহরী !

২ অনাথদের ধনসম্পত্তি তাদের দাও, আর উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু দিও না, আর তাদের সম্পত্তি গ্রাস কোরো না তোমাদের সম্পত্তির সঙ্গে ; নিঃসন্দেহ্ এটি মহাপাপ।

৩ আর যদি আশঙ্কা করো যে অনাথদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে স্ত্রীলোকদের (অনাথদের মা'দের) মধ্যে তাদের বিয়ে করো যাদের পছন্দ হয়—দুইজন ও তিনজন ও চারজন, কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে তাদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একজনকেই (বিয়ে করো), অথবা তোমাদের অধীনে আসা দাসীদের ; এইটেই বেশি সঙ্গত যেন তোমরা ঠিক পথ থেকে সরে না যাও।

৪ আর স্ত্রীলোকদের তাদের দেনমোহর দেবে বিনা শর্তে; কিন্তু তারা নিজেরা যদি তার কোনো অংশ তোমাদের দিয়ে দেয় তবে তা ভোগ করো আনন্দ ও উপকারের সঙ্গে।

৫ আর আল্লাহ্ যা তোমাদের অবলম্বন স্বরূপ করেছেন সেই সব সম্পত্তি অবোধদের দিয়ে দিও না ; আর তাদের খাওয়া ও সেই সব সম্পত্তি থেকে আর তা থেকে তাদের পরাও ; আর তাদের ভালো কথা বলো।

৬ অনাথদের পরীক্ষা ক'রে দেখবে তাদের বিবাহের বয়স পর্যন্ত, তারপর যদি দেখো তাদের বুদ্ধি পরিণত হয়েছে তবে তাদের সম্পত্তি তাদের দিয়ে দাও ; আর তা খেয়ে ফেলো না অতিব্যয় ক'রে বা তাড়াতাড়ি ক'রে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই। আর যে সম্পন্ন সে কিছুই না নিক, আর যে দরিদ্র, সে খাক সঙ্গতভাবে। তারপর যখন তোমরা তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও তখন তাদের সামনে সাক্ষী ডাকো ; আর হিসাবরক্ষক রূপে আল্লাহ্ একাই যথেষ্ট।

৭ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা যে সম্পত্তি রেখে যায় পুরুষরা তার অংশ পায়, আর স্ত্রীলোকরাও অংশ পাবে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে যায় তার, তা কমই হোক আর বেশিই হোক—একটি নির্দিষ্ট অংশ।

৮ আর সম্পত্তি ভাগের সময়ে যখন উপস্থিত থাকে আত্মীয়রা আর অনাথরা আর গরীবরা তখন তা থেকে তাদের (কিছু) দাও, আর তাদের সঙ্গে ভালো কথা বলো।

৯ আর তারা ভয় করুক যারা এই ভয় করে যে তারাও অসহায় ছেলেপিলে ফেলে রেখে যেতে পারে।

১০ যারা অন্যায়ভাবে অনাথদের সম্পত্তি গলাধঃকরণ করে নিঃসন্দেহ তারা আগুন গিলে পেটে পোরে ; আর তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে : এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান ; যদি দুই মেয়ের বেশি থাকে তবে তারা পাবে যা সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে গেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি একটি মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক ; আর তার পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তার সন্তান না থাকে শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ ; কিন্তু যদি তার ভাইরা থাকে তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃত ব্যক্তির ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে ; আর তারা পাবে তোমরা যে রেখে যাও তার চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি একটি সন্তান থাকে তবে যা রেখে যাও তার আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে তোমাদের ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে; তোমাদের পিতামাতা আর তোমাদের সন্তানরা তোমরা জানো না এদের কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে বেশি আপনার। এ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিধান ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন—জ্ঞানী।

১২ তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তাদের ছেলেপিলে না থাকে, কিন্তু যদি তাদের একটি সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ তাদের ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে ; আর তারা পাবে তোমরা যা রেখে যাও তার চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি একটি সন্তান থাকে তবে যা রেখে যাও তার আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে তোমাদের ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে ; আর যদি কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক সম্পত্তি রেখে যায় যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার

জন্য পিতামাতা অথবা সন্তানসন্ততি নেই আর তার (পুরুষের বা স্ত্রীর) আছে এক ভাই অথবা এক বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তিন ভাগের এক ভাগের অংশী তারা হবে ওসিয়তের দাবি ও ঋণ পরিশোধের পরে—অবশ্য সেই ঋণ হচ্ছে যেন (উত্তরাধিকারীদের) ক্ষতি না করে ; এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিধান; আল্লাহ্ জানেন—ক্ষমাশীল।

১৩ এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) সীমা, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আর তাঁর বাণীবাহকের অনুবর্তী হয় তিনি (আল্লাহ্) তাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহের মধ্যে সেসবের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—তাতে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য, আর এই হচ্ছে মহা সাফল্য।

১৪ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আর তাঁর বাণীবাহকের অবাধ্য হয়, আর তাঁর (নির্দেশিত) সীমার বাইরে যায়, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন আগুনে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, আর তার লাভ হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা কুকর্মে (অস্বাভাবিক যৌনকর্মে?) রত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী ডাকো, তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের ঘরে বন্দী ক'রে রাখো যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের সরিয়ে নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো উপায় ক'রে দেন।

১৬ আর তোমাদের মধ্যে যে দুইজন (পুরুষ) কুকর্মে (অস্বাভাবিক যৌনকর্মে?) রত হয় তাদের দুইজনকেই অল্প শাস্তি দাও, তারপর যদি তারা অনুতপ্ত হয় ও নিজেদের শোধরায় তবে তাদের থেকে ফেরো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বার বার ফেরেন—ফলদাতা।

১৭ কেবল তাদেরই অনুতাপ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রাহ্য যারা কুকর্ম করে অজ্ঞানতাবশতঃ তারপর আল্লাহ্‌র দিকে ফেরে অবিলম্বে; সেজন্য এদেরই দিকে আল্লাহ্ ফেরেন (করুণায়) ; আর আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা—জ্ঞানী।

১৮ আর অনুশোচনা (তওবা) তাদের জন্য নয় যারা কুকর্ম করেই যায় যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের কোনো জনের কাছে হাজির হয় আর সে বলে : নিঃসন্দেহ আমি এখন অনুতাপ (তওবা) করছি—তাদের জন্যও নয় যারা মারা যায় অবিশ্বাসী থেকে। এদেরই জন্য আমি তৈরি করেছি কঠিন শাস্তি।

১৯ হে বিশ্বাসিগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের তোমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে গ্রহণ করবে, আর তাদের উপরে জবরদস্তি কোরো যা যা তাদের দিয়েছ তার অংশ ফিরে পাবার জন্য যদি না তারা স্পষ্টভাবে কুকর্মে লিপ্ত হয় ; আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কোরো ; আর যদি তাদের ঘৃণা করো তবে হতে পারে তোমরা এমন একটি জিনিস অপছন্দ করলে যার ভিতরে আল্লাহ্ প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন।

২০ আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী চাও আর যদি তাকে একরাশ সোনা দিয়ে থাকো তবে তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না ; তুমি কি তা নেবে কুৎসা রটিয়ে আর স্পষ্টভাবে তার অন্যায় ক'রে?

২১ আর কেমন ক'রে নিতে পারো যখন তোমরা একে অন্যতে গমন করেছ, আর তারা তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে?

২২ আর তোমাদের পিতারা যাদের বিয়ে করেছিল সেসব স্ত্রীলোকের বিয়ে কোরো না, অবশ্য যা হয়ে গেছে তা ব্যতীত। নিঃসন্দেহ এটি কুকর্ম ও ঘৃণ্য আর কুপথ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৩ অবৈধ তোমাদের জন্য তোমাদের মায়েরা, আর তোমাদের কন্যারা, আর তোমাদের বোনেরা, আর তোমাদের পিতার বোনেরা, আর তোমাদের মায়ের বোনেরা, আর তোমাদের ভাইদের মেয়েরা, আর তোমাদের দুধ বোনেরা আর তোমাদের বোনদের মেয়েরা, আর তোমাদের দুধ-মায়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরা, আর তোমাদের সৎ-মেয়েরা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা যে স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করেছ, কিন্তু যদি তাদের সঙ্গে সহবাস ক'রে না থাক তবে তোমাদের অপরাধ হবে না, আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা, আর একসঙ্গে দুই বোন, অবশ্য যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

পঞ্চম খণ্ড

২৪ আর অবৈধ তোমাদের জন্য সব বিবাহিতা স্ত্রীলোক যারা তোমাদের বন্দিনী হয়েছে তারা ব্যতীত, (এই হচ্ছে) তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান ; আর এদের ভিন্ন (আর সব স্ত্রীলোক) তোমাদের জন্য বৈধ যদি তোমরা (তাদের) চাও তোমাদের বিত্তের সাহায্যে বিবাহে গ্রহণ ক'রে ; ব্যভিচারের জন্য নয় ; এরপর (বিবাহ সূত্রে) যাদের থেকে সুফল পেলে তাদের দেনমোহর দাও যা নির্ধারিত হয়েছে ; দেনমোহর নির্ধারিত হবার পরে তোমরা পরস্পর যাতে সম্মত হও তাতে তোমাদের দোষ হবে না ; আর আল্লাহ্ জানেন—জ্ঞানী।

২৫ আর তোমাদের মধ্যে যার এমন আর্থিক সচ্ছলতা আয়ত্তের মধ্যে নেই যে স্বাধীন বিশ্বাসিনী নারী বিয়ে করতে পারে, তবে সে বিয়ে করুক তোমাদের হাতে বন্দিনী বিশ্বাসিনী কুমারী দাসীদের মধ্যে থেকে আর আল্লাহ্ জানেন তোমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ; তোমরা একে অন্য থেকে উদ্ভূত, অতএব প্রভুদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো আর তাদের দেনমোহর দাও ন্যায্যভাবে এই বিবেচনায় যে তারা সৎপ্রকৃতির, ব্যভিচারিণী নয়, আর গুপ্ত প্রণয়ী গ্রহণ করে না; তারপর যদি তারা কুকর্ম করে তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীনাদের অর্ধেক ; এ তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে

পাপে পতিত হওয়ার ভয় করে। আর যদি ধৈর্য ধরো, তবে সেটি তোমাদের জন্য বেশি ভালো ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

২৬ আল্লাহ্ চাচ্ছেন তোমাদের বোঝাতে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমাদের চালিত করতে, আর তোমাদের দিকে (করুণায়) ফিরতে ; আর আল্লাহ্ অভিজ্ঞ, জ্ঞানী।

২৭ আর আল্লাহ্ চান যে তিনি তোমাদের দিকে ফিরবেন (করুণায়), আর যারা (তাদের) কামনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা বিপথে যাও প্রবলভাবে।

২৮ আল্লাহ্ চান যে তিনি তোমাদের বোঝা হাল্কা করবেন ; আর মানুষকে দুর্বল ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৯ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের সম্পত্তি প্রতারণা ক'রে নিজেদের মধ্যে গ্রাস কোরো না কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে বাণিজ্য (বৈধ), আর নিজেদের লোকদের হত্যা কোরো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফলদাতা।

৩০ আর যে কেউ তা করে জোর ক'রে ও অন্যায়ভাবে তাকে অগৌণে আমি ফেলবো আগুনে ; আর এ আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

৩১ যা তোমাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই সব বড় (পাপ) থেকে যদি তোমরা বিরত থাক তবে আমি তোমাদের দোষগুলো তোমাদের থেকে দূর করবো, আর তোমাদের প্রবেশ করাবো এক গৌরবময় প্রবেশদ্বারে।

৩২ আল্লাহ্ যার দ্বারা তোমাদের কাউকে অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠতা দিয়েছেন তা লোভ কোরো না, পুরুষরা যা অর্জন করেছে তা থেকে তাদের সৌভাগ্য আর নারীরা যা অর্জন করেছে তা থেকে তাদের সৌভাগ্য, আর আল্লাহ্‌র কাছে চাও তাঁর প্রাচুর্য থেকে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা সব কিছু সম্বন্ধে।

৩৩ আর প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকার নির্ধারিত করেছি যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায় সে সম্পর্কে ; আর যাদের সঙ্গে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তাদের প্রাপ্য তাদের দাও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সাক্ষী সব সম্বন্ধে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৪ পুরুষরা স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী (অভিভাবক), যেহেতু আল্লাহ্ এদের একশ্রেণীর অন্য শ্রেণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর যেহেতু তারা তাদের সম্পত্তি থেকে খরচ করে (স্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) ; সেজন্য ভালো স্ত্রীলোকেরা অনুগতা, তারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য শুচিতার) রক্ষয়িত্রী যেমন আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন ; আর যাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ আশঙ্কা করো তাদের উপদেশ দাও আর তাদের

শোবার জায়গা ভিন্ন ক'রে দাও আর তাদের (মৃদু) প্রহার করো, তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের সম্বন্ধে অন্য পথ খুঁজো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহীয়ান, মহান।

৩৫ আর যদি দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো তবে স্বামীর লোকদের থেকে একজন মধ্যস্থ আর স্ত্রীর লোকদের থেকে একজন মধ্যস্থ নিযুক্ত করো ; যদি তারা দুইজনই মিটমাট চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

৩৬ আর উপাসনা করো আল্লাহ্র, আর কিছুই তাঁর অংশী কোরো না, আর সদয় আচরণ করো পিতামাতার প্রতি, আর নিকট-আত্মীয়দের প্রতি, আর অনাথদের প্রতি, আর নিঃস্বদের প্রতি, আর নিকট-আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর সহপথচারীর প্রতি, আর পথচারীর প্রতি, আর তোমাদের অধীন দাসদাসীদের প্রতি ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না দাম্ভিককে, গর্বিতকে —

৩৭ যারা কৃপণ আর লোকদের বলে কৃপণ হতে, আর লুকিয়ে রাখে আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে—আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তৈরি করেছি এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি ;

৩৮ আর যারা তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে লোকদের দেখাবার জন্য, আর আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না, শেষ দিনেও নয় ; আর যার সঙ্গী শয়তান—অতি মন্দ সঙ্গী সে।

৩৯ আর কি ক্ষতি এতে তাদের হোতো যদি তারা আল্লাহ্তে আর শেষদিনে বিশ্বাস করতো আর ব্যয় করতো আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে? আর আল্লাহ্ তাদের জানেন।

৪০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অবিচার করেন না—অনুপরিমাণেও, আর ভালো কাজকে তিনি বহুগুণিত করেন, আর নিজের কাছ থেকে দেন এক বড় পুরস্কার।

৪১ তখন কেমন হবে যখন প্রত্যেক জাতি থেকে আমি আনবো একজন সাক্ষী আর তোমাকে (হে মোহম্মদ) আনবো সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে?

৪২ যারা অবিশ্বাস করে আর পয়গাম্বরের অনুগত নয় সেই দিন তারা চাইবে তাদের নিয়ে মাটি যদি সমতল হ'ত ; আর আল্লাহ্ থেকে কোনো কথা তারা লুকোবে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৩ হে বিশ্বাসিগণ, নামাযের কাছে যেয়ো না যখন তোমরা মত্ত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না তোমরা বোঝো কি বলছো[১] অথবা যখন তোমাদের পূর্ণস্নানের প্রয়োজন তখন স্নান না করা পর্যন্ত—পথ চলা অবস্থায় ভিন্ন; আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো অথবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে এসেছ অথবা স্ত্রীদের স্পর্শ করেছ, আর যদি পানি না পাও, তবে শুকনো পরিষ্কার মাটি নাও আর (তা দিয়ে) তোমাদের মুখ ও হাত মোছো[২] নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

৪৪ তুমি কি তাদের দেখ নি যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা বিপথ কেনে আর চায় যে তোমরাও পথ থেকে ভ্রষ্ট হও।

---

১. তখন মদ নিষিদ্ধ হয় নি।

২. একে তৈরম্মুম করা বলে।

৪৫ আর আল্লাহ্ ভালো জানেন তোমাদের শত্রুদের; আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট বন্ধুরূপে ; আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট সহায় রূপে।

৪৬ ইহুদিদের কেউ কেউ শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দেয় আর বলে : আমরা শুনেছি আর আমরা অমান্য করি; শোনো তার মতো যে শোনে না; আর : "র'ইনা", এইভাবে তারা শব্দকে তাদের জিহ্বার দ্বারা বিকৃত করে ও ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করে; আর যদি এর পরিবর্তে তারা বলতো : আমরা শুনেছি আর আমরা মান্য করি, আর শোনো, আর "উন্‌যুরনা"[৩] তবে তা তাদের জন্য বেশি ভালো হতো; আর অকপট হতো; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন তাদের অবিশ্বাসের জন্য, সেজন্য তারা সামান্যই বিশ্বাস করে।

৪৭ হে গ্রন্থধারিগণ, বিশ্বাস করো আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমাদের যা আছে তার প্রতিপাদন ক'রে মুখমণ্ডল বিধ্বস্ত করবার ও তারপরে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা অভিসম্পাত করবার পূর্বে যেমন 'সাব্বাথ'-লঙ্ঘনকারীদের আমি অভিসম্পাত করেছিলাম : আর আল্লাহ্‌র আদেশ অবশ্য কার্যে পরিণত হবে।

৪৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না (এইটি যে) কিছুকে তাঁর অংশী ভাবা হবে; আর তা ভিন্ন আর সবই তিনি ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করায় সে উদ্ভাবন করেছে এক মহাপাপ।

৪৯ তুমি কি তাদের দেখ নি যারা নিজেদের প্রতি পবিত্রতা আরোপ করে? না, আল্লাহ্ পবিত্র করেন যাকে খুশি, আর তাদের অন্যায় করা হবে না খেজুরের আঁটির উপরকার একটি চুলের পরিমাণেও।

৫০ দেখো কেমন ক'রে তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে। আর এইই স্পষ্ট পাপরূপে যথেষ্ট।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫১ তুমি কি দেখো নাই যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা বিশ্বাস করে প্রতিমায় ও মিথ্যা দেবতাদের, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বলে : এরা বেশি ঠিক পথে আছে যারা বিশ্বাসী (মুসলমান) তাদের চাইতে।

৫২ এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন; আর যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন কোনো সহায় পাবে না তার জন্য।

৫৩ অথবা রাজত্বে তাদের অংশ আছে কি? তাহলে তারা মানুষকে দিত না খেজুরের আঁটির উপরকার খোসাটুকুও।

৫৪ অথবা তারা কি লোকদের ঈর্ষা করে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য থেকে তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য? কিন্তু নিঃসন্দেহ আমি ইব্রাহিমের সন্তানদের দিয়েছি গ্রন্থ ও জ্ঞান, আর তাদের দিয়েছি এক বিশাল রাজত্ব।

৫৫ তাই তাদের মধ্যে আছে সে যে তাঁতে বিশ্বাস করে, আর আছে যে তাঁর থেকে ফিরে যায়; আর জাহান্নাম পোড়বার জন্য যথেষ্ট।

---

৩. দ্র: ২ : ১০৪

৫৬ আর যারা আমার নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে আমি তাদের প্রবেশ করাবো আগুনে; যতবার তাদের চামড়া পুরোপুরি পুড়ে যাবে ততবার তাদের চামড়া বদলে অন্য চামড়া দেবো যেন তারা শাস্তির স্বাদ পায়; নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ মহাশক্তি—জ্ঞানী।

৫৭ আর যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে আমি তাদের প্রবেশ করাবো উদ্যানে যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী তাতে চিরদিন বাস করতে, সেখানে তারা পাবে পবিত্রা সঙ্গিনীদের, আর তাদের প্রবেশ করাবো গহন ছায়ায়।

৫৮ নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন গচ্ছিতদের ভার তাদের দিতে যারা মালিক (অথবা যোগ্য) ; আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করো তখন বিচার করো ন্যায়ের সঙ্গে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা উত্তম ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেখেন—শোনেন।

৫৯ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো আর বাণীবাহকে বিশ্বাস করো, আর তোমাদের মধ্যে যাঁরা কর্তৃত্ব-স্থানে আছেন তাঁদের ; যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো তবে তার মীমাংসা খোঁজো আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাসী হও। এই ভালো—আর খুব ভালো শেষে।

নবম অনুচ্ছেদ

৬০ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা বলে যে তারা বিশ্বাস করে যা তোমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে? (কিন্তু) তারা চায় একে অন্যকে ডেকে বিচারের জন্য যাবে তাদের মিথ্যা দেবতাদের কাছে যদিও তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের (মিথ্যা দেবতাদের) অস্বীকার করতে; আর শয়তান চায় তাদের নিয়ে যেতে দূর বিপথে।

৬১ আর যখন তাদের বলা হয় : পয়গাম্বরের কাছে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এসো—তুমি দেখবে কপটরা বিতৃষ্ণায় ফিরে যাচ্ছে তোমার দিক থেকে।

৬২ কিন্তু কেমন হবে যখন তাদের উপরে বিপদ এসে পড়বে তাদের হাত যা পূর্বে পাঠিয়েছে সেজন্য? তখন তারা তোমার কাছে আসবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ ক'রে : আমরা (আর কিছু) চাই নি কল্যাণ ও সদ্‌ভাব ব্যতীত।

৬৩ এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ জানেন কি আছে তাদের অন্তরে; সেজন্য তাদের থেকে ফিরে দাঁড়াও, তার তাদের উপদেশ দাও, আর তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলো।

৬৪ আর আমি কোনো পয়গাম্বর পাঠাই নি এজন্য ভিন্ন যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় লোকেরা তাঁর অনুবর্তী হবে ; আর তারা যখন নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল তখন যদি তোমার কাছে আসতো, আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, আর যদি পয়গাম্বরও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহ্‌কে পেতো বার বার প্রত্যাবর্তনকারী—ফলদাতা।

৬৫ কিন্তু না—তোমার পালয়িতার শপথ—তারা বিশ্বাসী হবে না যে পর্যন্ত না তারা তোমাকে করতে পারবে যে বিষয়ে তাদের বিবাদ বেধেছে তার বিচারক, আর নিজেদের অন্তরে পাবে না কোনো বিরূপতা তুমি যা মীমাংসা করো সে সম্বন্ধে, আর আত্মসমর্পণ করবে পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্গে।

৬৬ আর আমি যদি তাদের জন্য বিধান করতাম : তোমাদের জীবন দাও অথবা গৃহত্যাগ ক'রে যাও—খুব কম লোকেই তাহলে তা করতো যদিও যা তাদের বলা হয়েছিল তা যদি তারা করতো তবে তা হতো তাদের জন্য ভালো, আর বেশি বলদায়ক।

৬৭ আর তাহলে নিঃসন্দেহ আমি তাদের দিতাম আমার কাছ থেকে মহাপুরস্কার—

৬৮ আর নিঃসন্দেহ তাদের চালিত করতাম সরল পথে।

৬৯ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও পয়গাম্বরের অনুবর্তী হয়—এরা তাঁদের সঙ্গে যাঁদের আল্লাহ্ অনুগৃহীত করেছেন--পয়গাম্বর আর সত্যপরায়ণ আর শহীদ আর কল্যাণকারীদের মণ্ডলী—উৎকৃষ্ট বন্ধুসমাজ তাঁরা।

৭০ এই কৃপা আল্লাহ্ থেকে—আর জ্ঞাতারূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

দশম অনুচ্ছেদ

৭১ হে বিশ্বাসিগণ, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বহির্গত হও—ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা বহির্গত হও দলবদ্ধভাবে।

৭২ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে নিশ্চয়ই পিছে পড়ে থাকে, তার পর তোমাদের উপরে যদি কোনো বিপদ এসে পড়ে সে বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার উপরে অনুগ্রহ করেছেন যে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম না ;

৭৩ আর যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের জন্য আসে প্রাচুর্য তখন, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুত্ব ছিল না এমনিভাবে সে বলে উঠবে : যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তবে খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারতাম।

৭৪ সেজন্য তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক যারা পরকালের জন্য এই দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি তাকে দেব মহাপুরস্কার।

৭৫ আর কি কারণ তোমাদের আছে যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে আর মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল আর স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়ে তাদের জন্য--যারা বলছে : হে আমাদের পালয়িতা, এই বসতি থেকে আমাদের বাইরে নিয়ে যাও (যেহেতু) এর লোকেরা অত্যাচারী, আর তোমার নিকট থেকে আমাদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু দাও, আর তোমার নিকট থেকে আমাদের দাও কোনো সাহায্যকারী ?

৭৬ যারা বিশ্বাসী তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে আর যারা অবিশ্বাসী তারা যুদ্ধ করে মিথ্যা দেবতাদের পথে, সেজন্য যুদ্ধ করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে ; নিঃসন্দেহ শয়তানের চক্রান্ত চির-দুর্বল।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৭৭ তুমি কি তাদের দেখো নি যাদের প্রতি বলা হয়েছিল : তোমাদের হাত বন্ধ করো (যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকো), আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, কিন্তু যখন

১ কামারের ৩১

তাদের জন্য যুদ্ধের বিধান করা হলো তখন, আশ্চর্য, তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগলো যেমন আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, অথবা তার চাইতেও বেশি ভয় (করতে লাগলো) আর বললে : হে আমাদের পালয়িতা, কেন তুমি আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান করেছ? কেন তুমি আমাদের অল্প কালের জন্য বিরাম দিলে না? বলো : এই দুনিয়ার আয়োজন অল্পদিনের জন্য, আর পরকাল উৎকৃষ্টতর তার জন্য যে সীমারক্ষা করে, আর তোমাদের অন্যায় করা হবে না খেজুরের আঁটির উপরকাল চুল পরিমাণেও।

৭৮ যেখানেই থাকো মৃত্যু তোমাদের ধরবে—যদি থাকো উঁচু দুর্গেও। যদি ভালো কিছু তাদের জন্য ঘটে তারা বলে : এ আল্লাহ্ থেকে, আর যদি মন্দ কিছু তাদের জন্য ঘটে তারা বলে : (হে মোহম্মদ) এ তোমার থেকে। বলো : সবই আল্লাহ্ থেকে। কিন্তু কি হয়েছে এই লোকদের এরা কথা বুঝবার কাছে যায় না।

৭৯ ভালো যাই তোমাদের ঘটুক তা আল্লাহ্ থেকে, আর মন্দ যা তোমাদের ঘটে সব নিজেদের থেকে, আর (হে নবী) আমি তোমাকে মানুষদের কাছে পাঠিয়েছি বাণীবাহক রূপে; আর সাক্ষী রূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮০ যে কেউ বাণীবাহকের অনুবর্তী হয় সে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হয়, আর যে কেউ ফিরে যায়—আমি তোমাকে পাঠাই নি তাদের রক্ষকরূপে।

৮১ আর তারা বলে : অনুবর্তিতা (পালিত হচ্ছে)। কিন্তু যখন তারা তোমার সামনে থেকে চলে যায় তাদের এক দল রাত্রে সংকল্প করে তুমি যা বলো তার অন্যথা করতে। আর আল্লাহ্ লিখে রাখেন তারা রাত্রে যা সংকল্প করে। সেজন্য তাদের থেকে ফেরো আর আল্লাহ্‌তে ভরসা করো, আর রক্ষকরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

৮২ তারা কি তবে কোর্‌আন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? আর তা যদি আসতো আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো কাছ থেকে তবে তাতে বহু গরমিল তারা পেতো।

৮৩ আর যখন তাদের কাছে নিরাপত্তার অথবা ভয়ের খবর আসে তারা তা ছড়িয়ে দেয়; যদি তারা তার কথা পয়গাম্বরের ও নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনতো তবে যাঁরা এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বার করতে পারেন তাঁরা তা জানতেন ; আর যদি আল্লাহ্‌র কৃপা তোমাদের উপরে না থাকতো আর তাঁর করুণা তাহলে নিঃসন্দেহ তোমরা শয়তানের অনুবর্তী হতে অল্প কিছু লোক ব্যতীত।

৮৪ তাহলে যুদ্ধ করো (হে মোহম্মদ) আল্লাহ্‌র পথে ; এই কষ্ট তোমার নিজের উপরে ভিন্ন কারো উপরে চাপানো হয় নি ; আর বিশ্বাসীদের উদ্বোধিত করো। হতে পারে যারা অবিশ্বাসী তাদের যুদ্ধ করা আল্লাহ্ বন্ধ করবেন ; আর আল্লাহ্ পরাক্রমে কঠোর আর শাস্তিদানে কঠোর।

৮৫ যে কেউ সুপারিশ করে ভালো কাজে সে তার অংশ পাবে, আর যে কেউ সুপারিশ করে কোনো মন্দ কাজে তাতে বর্তাবে তার দায়িত্ব ; আল্লাহ্ সব বিষয়ের নিয়ন্তা।

৮৬ আর যখন তোমাদের সম্ভাষণ করা হয় তখন আরো ভালো সম্ভাষণ করো অথবা তা ফিরিয়ে দাও। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসাব রাখেন সব কিছুর।

৮৭ আল্লাহ্—নাই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন—তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন কেয়ামতের (পুনরুত্থানের) দিনে—কোনো সন্দেহ নেই তাতে ; আর কথা কে বেশি রাখে আল্লাহ্‌র চাইতে?

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৮৮ তবে তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা কপটদের সম্বন্ধে দুই দল হয়েছে যখন আল্লাহ্‌ তাদের ফিরিয়েছেন (অবিশ্বাসে) তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য? তোমরা কি তাকে পথ দেখাতে চাও যাকে আল্লাহ্‌ পথভ্রান্ত করেছেন? আর আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন তুমি কিছুতেই তার জন্য পথ পাবে না।

৮৯ তারা চায় যে তোমরা অবিশ্বাসী হবে যেমন তারা অবিশ্বাসী হয়েছে যেন তোমরা সবাই এক রকমের হতে পারো। কাজেই তাদের মধ্যে থেকে বন্ধু নিও না যে পর্যন্ত না তারা গৃহত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পথে ; কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে তাদের ধরো আর হত্যা করো যেখানে তাদের পাও ; আর তাদের মধ্যে থেকে বন্ধু বা সাহায্যকারী নিও না —

৯০ তারা ব্যতীত যারা এমন লোকদের আশ্রয় নেয় যাদের ও তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার আছে অথবা যারা তোমাদের কাছে আসে কেন না তাদের হৃদয় তাদের নিষেধ করে তোমাদের সঙ্গে অথবা তাদের নিজেদের লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো তবে তিনি তাদের তোমাদের উপরে প্রবল করতেন, তার ফলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো, সেজন্যে যদি তারা দূরে থাকে ও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আর তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবার উপায় আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য রাখেন নি।

৯১ তোমরা অন্যদেরও পাবে যারা চায় তোমাদের থেকে নিরাপদ হতে আর তাদের নিজেদের লোকদের থেকেও নিরাপদ হতে ; (কিন্তু) যতবার তারা (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে নীত হয় তারা তাতে ডুবে যায়, সেজন্য যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় আর তোমাদের সঙ্গে সন্ধি না করে আর তাদের হাত রোধ না করে, তবে তাদের ধরো আর তাদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও ; আর তোমাদের এদের বিরুদ্ধে আমি (আল্লাহ্‌) স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়েছি।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

৯২ আর একজন বিশ্বাসীর জন্য সঙ্গত নয় যে ভ্রমক্রমে ভিন্ন সে একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে ; আর যে কেউ একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে ভ্রমক্রমে তাহলে সে মুক্ত করবে একজন বিশ্বাসী দাসকে আর তাদের লোকদের হত্যার মূল্য দেবে যদি না তারা তা মাফ করে দেয় দানরূপে, কিন্তু যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের বিরোধী গোত্রের লোক হয় আর সে যদি বিশ্বাসী হয়, তবে একজন বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করলেই চলবে, আর যদি সে হয় এমন দলের লোক যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ তবে হত্যার মূল্য সেই পক্ষের লোকদের দিতে হবে আর মুক্ত করতে হবে একজন বিশ্বাসী দাসকে ; কিন্তু যে দাস না পাবে সে রোযা করবে পর পর দুই মাস—এই আল্লাহ্‌ থেকে অনুতাপ, আর আল্লাহ্‌ জ্ঞানেন—জ্ঞানী।

৯৩ আর যে কেউ ইচ্ছা ক'রে একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম; যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে, আর আল্লাহ্‌ তাঁর রোষ পাঠাবেন তার উপরে আর তাকে অভিসম্পাত করবেন আর তার জন্য তৈরি করবেন কঠোর শাস্তি।

৯৪ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করো (যুদ্ধের জন্য), খুঁজে দেখো ; আর যে তোমাদের 'সালাম' জানায় তাকে বোলো না : তুমি বিশ্বাসী নও। তোমরা কি এই দুনিয়ার জীবনের সম্পদ চাচ্ছ? কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে আছে পরিমাণহীন লুটের বস্তু। আর এর পূর্বে তোমরাও এমন ছিলে ; তারপর আল্লাহ্ তোমাদের হিত সাধন করেছেন। সেজন্য খুঁজে দেখ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৯৫ বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা বসে-থাকা লোক কিন্তু তারা জখম হয় নি, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছে তাদের ধন ও জীবন দিয়ে—এরা তুল্য নয়, আল্লাহ্ মহত্তর মর্যাদা দিয়েছেন যারা ধন ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করছে তাদের যারা বসে-থাকা লোক তাদের চাইতে। আল্লাহ্ কল্যাণ দেবেন বলেছেন, আর আল্লাহ্ সংগ্রামশীলদের দেবেন বসে-থাকা লোকদের চাইতে অনেক বড় পুরস্কার —

৯৬ তাঁর কাছে (উচ্চ) মর্যাদারাজি আর ক্ষমা আর করুণা ; আর আল্লাহ্ চিরক্ষমাশীল—ফলদাতা।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

৯৭ নিঃসন্দেহ ফেরেশ্‌তারা যাদের গ্রহণ করে (মৃত্যুতে), আর তারা ছিল নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী, (ফেরেশ্‌তারা) তাদের জিজ্ঞাসা করবে : কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবে : আমরা সংসারে ছিলাম দুর্বল। তারা বলবে : আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যার ফলে তোমরা দেশান্তরে যেতে পারতে? কাজেই এরাই তারা যাদের বাসস্থান জাহান্নাম—মন্দ সেই আশ্রয়—

৯৮ লোকদের মধ্যে যারা দুর্বল, আর স্ত্রীলোক, আর ছেলেপিলে, এরা ব্যতীত—যাদের (অন্যত্র) যাবার উপায় আয়ত্তের মধ্যে নেই।

৯৯ সেজন্য এদের হয়তো আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ্ ক্ষমাময়—ক্ষমাশীল।

১০০ আর যে দেশত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পথে সে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে বহু আশ্রয়ের স্থান পাবে, আর প্রচুর উপকরণ। আর যে কেউ গৃহত্যাগ ক'রে আল্লাহ্ ও রসুলের কাছে হিজরত করে, আর তার মৃত্যু হয়, তবে নিঃসন্দেহ তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১০১ আর যখন তোমরা দেশ ভ্রমণ করো তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না যদি নামায সংক্ষেপ করো এই আশঙ্কায় যে যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদের জন্য বিঘ্ন ঘটাবে; নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২ আর যখন তুমি (হে মোহম্মদ) তাদের মধ্যে, আর তাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করো, তখন তাদের একদল তোমার সঙ্গে দাঁড়াক আর তারা অস্ত্র গ্রহণ করুক ; যখন তারা সেজদা দিয়েছে তখন তারা তোমার পিছনের দিকে যাক আর অন্যদল যারা

নামায পড়ে নাই তারা এগিয়ে আসুক ও তোমার সঙ্গে নামায পড়ুক আর আত্মরক্ষার বিষয়ে সাবধান হোক ও অস্ত্র গ্রহণ করুক, কেন না যারা অবিশ্বাসী তারা চায় যে তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র সম্বন্ধে অসাবধান হবে যেন তারা তোমাদের উপরে হঠাৎ দলবদ্ধ আক্রমণ চালাতে পারে। আর যখন তোমরা বৃষ্টিতে বিব্রত হও অথবা অসুস্থ হয়েছ, তোমাদের জন্য অপরাধ হবে না তখন যদি অস্ত্র রেখে দাও ও আত্মরক্ষার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করেছেন এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১০৩ তারপর যখন নামায শেষ করেছ তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো দাঁড়িয়ে আর বসে' আর শুয়ে শুয়ে। কিন্তু যখন নিরাপত্তা বোধ করো তখন নামায প্রতিষ্ঠিত করো ; নিঃসন্দেহ বিশ্বাসীদের জন্য নামায নির্দিষ্ট সময়ে পালনীয় বিধান।

১০৪ আর শত্রুর পশ্চাৎধাবনে শিথিল হয়ো না ; যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাকো তবে তারাও তোমাদের মতো আঘাত পেয়েছে ; আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা আশা করো তা তারা আশা করে না ; আর আল্লাহ্‌ জানেন—জ্ঞানী।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১০৫ নিঃসন্দেহ আমি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তোমার কাছে সত্যসহ যেন তুমি তার সাহায্যে লোকদের মধ্যে বিচার করতে পারো আল্লাহ্‌ যা তোমাকে দেখিয়েছেন সে সম্বন্ধে, আর যারা বিশ্বাসঘাতক তাদের পক্ষ সমর্থনকারী হোয়ো না। [৪]

১০৬ আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল—ফলদাতা।

১০৭ আর যারা নিজেদের ফাঁকি দেয় তাদের পক্ষ সমর্থন কোরো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন না যে বিশ্বাসঘাতক ও পাপী তাকে।

১০৮ তারা নিজেদের লুকোয় মানুষদের থেকে, কিন্তু নিজেদের লুকোয় না আল্লাহ্‌ থেকে, আর তিনি তাদের সঙ্গে যখন তারা রাত্রে চিন্তা করে সেইসব কথা যা তাঁকে খুশি করে না, আর আল্লাহ্‌ ঘিরে আছেন তারা যা করছে।

১০৯ জেনো, তোমরা তারা যারা তাদের পক্ষসমর্থন করছ এই দুনিয়ার জীবনে, কিন্তু কে তাদের পক্ষ সমর্থন করবে আল্লাহ্‌র কাছে পুনরুত্থানের দিনে? আর কে হবে তাদের রক্ষক?

১১০ আর যে কেউ কুকর্ম করে অথবা নিজের প্রতি অন্যায় করে তারপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে পাবে ক্ষমাশীল—ফলদাতা।

১১১ আর যে কেউ পাপ করে—সে তা করে তার নিজের বিরুদ্ধে ; আর আল্লাহ্‌ জানেন—জ্ঞানী।

৪. তফসির-ই হোসেনীর মতে এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে একটি বিবাদ উপলক্ষে। একজন মুসলমান এক থলে আটা চুরি করেছিল আর তা গচ্ছিত রেখেছিল এক ইহুদির কাছে। সেই থলেটিতে ছিদ্র ছিল, কাজেই পথে তা থেকে আটা পড়েছিল। সেই চিহ্ন ধরে ইহুদিকেই চোর ভাবা হয়—মুসলমানদের অনেকের অনুরোধে হযরত ইহুদিকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও মৌলবী মোহম্মদ আলী দ্রষ্টব্য।

১১২ আর যে কেউ কোনো ত্রুটি করে অথবা পাপ করে আর তারপর তার দোষ আরোপ করে একজন নির্দোষের উপরে, নিঃসন্দেহ সে নিজের উপরে তুলে নেয় মিথ্যার আর স্পষ্ট পাপের বোঝা।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১১৩ আর যদি তোমার উপরে (হে মোহম্মদ) আল্লাহ্‌র কৃপা ও তাঁর করুণা না থাকতো তাহলে তাদের একদল নিঃসন্দেহ সংকল্প করছিল তোমাকে পথভ্রান্ত করতে, আর তারা পথভ্রান্ত করে না নিজেদেরকে ব্যতীত আর তারা তোমার কিছুই ক্ষতি করবে না, আর আল্লাহ্ তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন গ্রন্থ ও জ্ঞান আর তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না; আর তোমার উপরে আল্লাহ্‌র কৃপা অসীম।

১১৪ তাদের বেশির ভাগ গোপন পরামর্শে ভালো কিছু নেই তার কথায় ব্যতীত যে নির্দেশ দেয় দানের অথবা শুভকর্মের অথবা মানুষদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আর যে কেউ এটি করে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা কামনা ক'রে আমি তাকে দেবো মহা পুরস্কার।

১১৫ আর যে কেউ পয়গাম্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে (আল্লাহ্‌র) পথনির্দেশ তার কাছে সুস্পষ্ট হবার পরে, আর অনুসরণ করে বিশ্বাসীদের থেকে ভিন্ন পথ, আমি তাকেফেরাবো তার দিকে যার দিকে সে ফিরেছে আর তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে—আর জাহান্নাম মন্দ আশ্রয় স্থান।[৫]

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১১৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না কিছুকে যে তাঁর অংশী করা হবে, এ ভিন্ন আর যা তা তিনি ক্ষমা করেন যাকে খুশি, আর যে-কেউ কিছুকে আল্লাহ্‌র অংশী করে নিঃসন্দেহ সে চলে যায় দূর বিপথে।

১১৭ তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) পরিবর্তে আহ্বান করে না নারীমূর্তিদের ভিন্ন (আর কিছু)[৬] আর তারা আহ্বান করে না বিদ্রোহী শয়তানকে ভিন্ন (আর কিছু)।

১১৮ আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল : নিঃসন্দেহ তোমার দাসদের একটি নির্ধারিত অংশ আমি গ্রহণ করবো;

১১৯ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের পথভ্রান্ত করবো, আর তাদের মধ্যে জাগাবো কামনা; আর তাদের আদেশ করবো আর তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ[৭] করবে, আর নিঃসন্দেহ আমি

---

৫. এই সূরার ১০৫ আয়াতে যে চোরের কথা বলা হয়েছে সে মদিনা থেকে পালিয়ে আরও কয়েক শহরে চুরি করে ও শেষে এক গৃহস্থের হাতে নিহত হয়। তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। এই আয়াতের যদি ব্যাখ্যা করা হয় যে বেশির ভাগ মুসলমানদের যা মত তার বিরুদ্ধে যাওয়া পাপ তবে সেটি সঙ্গত ব্যাখ্যা হবে না, কেন না সেক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিকে কোনো স্থান দেওয়া হবে না।

৬. কোরেশদের দেবতারা ছিল নারী-দেবতা।

৭. যে উষ্ট্রীর পাঁচটি বাচ্চা হয়েছে আর শেষের বাচ্চাটি মর্দা তার কর্ণচ্ছেদ করা হতো। তার উপরে চড়া হতো না সে বোঝাও বইতো না আর তাকে মারাও হতো না। ভেড়রি ও বকরিরও এইভাবে কর্ণচ্ছে করা হতো। এইরূপ কর্ণচ্ছেদ করা পশুকে কোনো দেবমূর্তির পশু ভাবা হতো।

তাদের আদেশ করবো আর তাতে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বদলে দেবে, আর যে কেউ আল্লাহ্‌কে নয় শয়তানকে গ্রহণ করে বন্ধুরূপে সে নিঃসন্দেহ্ ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তার ক্ষতি স্পষ্ট।

১২০ সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় আর তাদের মধ্যে জাগায় কামনা—আর শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না বঞ্চনা করার জন্য ভিন্ন।

১২১ এরাই তারা যাদের বাসস্থান জাহান্নাম, আর সেখান থেকে কোনো আশ্রয় তারা পাবে না।

১২২ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আমি তাদের প্রবেশ করাবো উদ্যানসমূহে সেসবের নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী সেখানে চিরদিন বাস করার জন্য ; আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা এটি, আর কথা আল্লাহ্‌র চাইতে কে বেশি রাখে।

১২৩ হবে না তোমাদের চাওয়া অনুসারে, গ্রন্থধারীদের চাওয়া অনুসারেও নয় ; যে কেউ কুকর্ম করে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ্ ভিন্ন কাউকে তার জন্য পাবে না বন্ধু অথবা সহায়।

১২৪ আর যে কেউ ভালো কাজ করে, পুরুষ হোক, নারী হোক, আর যদি সে বিশ্বাসী হয়—এরা প্রবেশ করবে বেহেশ্‌তে, আর তাদের প্রতি খেজুরের আঁটির পরিমাণেও অন্যায় করা হবে না।

১২৫ আর তার চাইতে ভালো ধর্ম কার যে আল্লাহ্‌র দিকে আপন মুখ রুজু করেছে আর সে সৎকর্মশীল আর ঋজুস্বভাব ইব্রাহিমের পথ অনুসরণ করে?—আর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে গ্রহণ করেছিলেন বন্ধুরূপে।

১২৬ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ্ সব ঘিরে আছেন।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১২৭ আর নারীদের সম্বন্ধে তারা তোমার কাছে ব্যবস্থা চায়। বলো : আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের ব্যবস্থা দেন আর গ্রন্থ যা তোমাদের কাছে পঠিত হয়েছে (ব্যবস্থা দেয়) অনাথ ছোটমেয়েদের সম্বন্ধে, যাদের তোমরা দাও না তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য যদিও তাদের বিয়ে করতে চাও, আর ছেলেপিলেদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের সম্বন্ধে, আর এই সম্বন্ধে যে অনাথদের প্রতি তোমরা ন্যায্য ব্যবহার করবে। যা কিছু ভালো তোমরা করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে চির-ওয়াকিফহাল।

১২৮ আর যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার আশঙ্কা করে অথবা বর্জন, তবে তাদের দোষ হবে না যদি তারা নিজেদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে পারে—আর পুনর্মিলন কল্যাণকর; কিন্তু মানুষের মনে স্থান লাভ হয়েছে লোভের। যদি ভালো কাজ করো ও সীমারক্ষা করো—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চির ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

১২৯ স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার তোমরা করতে পারবে না, যদিও তোমরা চাও। কিন্তু একজনের থেকে একেবারে ফিরে যেও না তাকে যেন ঝুলিয়ে রেখে। যদি মিলমিশ করো ও সীমারক্ষা করো—আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৩০ আর যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়, আল্লাহ্ তাদের উভয়কে অভাবমুক্ত করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে ; আর আল্লাহ্ অশেষ দাতা—জ্ঞানী।

১৩১ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র ; আর নিঃসন্দেহ আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের আর তোমাদেরও যে আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা ক'রে চলবে, আর যদি অবিশ্বাস করো—তবে নিঃসন্দেহ যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্ মহাধনাঢ্য, প্রশংসিত।

১৩২ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র, আর কর্মসম্পাদকরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

১৩৩ হে লোকগণ, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন আর অন্যদের আনতে পারেন, আর আল্লাহ্‌র এই ক্ষমতা আছে।

১৩৪ যে কেউ চায় এই সংসারের পুরস্কার—তবে আল্লাহ্‌র কাছে আছে এই সংসারের ও পরকালের পুরস্কার ; আর আল্লাহ্ শোনেন, দেখেন।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৩৫ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ন্যায়ে অবিচলিত হয়ে আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য দাও যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা পিতা মাতার ও নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়—ধনীর ক্ষেত্রে হোক দরিদ্রের ক্ষেত্রে হোক—কেন না আল্লাহ্ তাদের উভয়ের (তোমাদের চাইতে) আরও নিকটবর্তী। সেজন্য কামনার অনুবর্তী হয়ো না পাছে (সত্য থেকে) ভ্রষ্ট হও ; আর যদি বেঁকে যাও অথবা ফিরে যাও তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ খবর রাখেন যা তোমরা করো।

১৩৬ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হও আর তাঁর বাণীবাহকে, আর গ্রন্থে যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর পয়গাম্বরের কাছে, আর যে গ্রন্থ তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন পূর্বে, আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে, আর তাঁর ফেরেশ্‌তায়, আর তাঁর বাণীবাহকদের, আর শেষদিনে, নিঃসন্দেহ সে চলে যায় দূর বিপথে।

১৩৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে তারপর অবিশ্বাস করে, পুনরায় বিশ্বাস করে আর পুনরায় অবিশ্বাস করে, তারপর দড় হয় অবিশ্বাসে—তাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তাদের চালাবেনও না পথে।

১৩৮ কপটদের সংবাদ দাও তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১৩৯ যারা বিশ্বাসীদের নয় বরং অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রতিপত্তি খোঁজে ? তবে নিঃসন্দেহ সব সম্মান-প্রতিপত্তি আল্লাহ্‌র।

১৪০ আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের কাছে গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন যে যখন তোমরা শোনো আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অবিশ্বাস করা হচ্ছে ও বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে ব'সো না যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো প্রসঙ্গে প্রবেশ করে ; নিঃসন্দেহ তাহলে তোমরা তাদের মতো হবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কপটদের আর অবিশ্বাসীদের সবাইকে একত্রিত করবেন জাহান্নামে।

১৪১ যারা প্রতীক্ষায় থাকে তোমাদের (উপরে কোনো বিপৎপাত হোক), তারপর যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের লাভ হয় বিজয় তারা বলে : আমরা কি তোমাদের

সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি অবিশ্বাসীদের সুযোগ লাভ হয় তারা বলে : আমরা কি তোমাদের চাইতে পরাক্রান্ত ছিলাম না? আর তোমাদের কি বিশ্বাসীদের থেকে রক্ষা করি নি? আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন, আর আল্লাহ্ কখনো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনো পথ দেবেন না।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

১৪২ নিঃসন্দেহ কপটরা চায় আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিতে, কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাদের ফাঁকি দেন; আর যখন তারা দাঁড়ায় নামায পড়তে তারা দাঁড়ায় শিথিলভাবে, তারা লোককে দেখায়, আর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না সামান্য পরিমাণে ভিন্ন ;

১৪৩ তারা দোল খাচ্ছে—এদিকেও তারা নয় ওদিকেও তারা নয়—আর যাকে আল্লাহ্ পথ ভোলান তুমি তার জন্য পথ পাবে না।

১৪৪ হে বিশ্বাসিগণ, বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না ; তোমরা কি চাও যে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দেবে?

১৪৫ নিঃসন্দেহ কপটরা স্থান পাবে আগুনের নিম্নতর গহ্বরে ; আর তুমি তাদের জন্য পাবে না কোনো সহায় —

১৪৬ তারা ব্যতীত যারা অনুতাপ করে, শোধরায়, আর আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে আর আল্লাহ্‌র জন্য তাদের ধর্মকে বিশুদ্ধ করে ; এরা বিশ্বাসীদের সঙ্গে, আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের দেবেন এক মহাপুরস্কার।

১৪৭ তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্‌র কোন্ প্রয়োজন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও আর বিশ্বাসী হও? আর আল্লাহ্ চিরকৃতজ্ঞ—জ্ঞাতা।

ষষ্ঠ খণ্ড

১৪৮ আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না প্রকাশ্য কুকথা যে অত্যাচারিত হয়েছে তার কাছে থেকে ভিন্ন ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১৪৯ যদি ভালো কিছু করো প্রকাশ্যভাবে অথবা গোপনে, অথবা ক্ষমা করো মন্দ কিছু, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, শক্তিমান।

১৫০ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর পয়গাম্বরে আর (যারা) চায় আল্লাহ্ আর তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করতে আর বলে : আমরা কাউকে কাউকে স্বীকার করি আর কাউকে কাউকে অস্বীকার করি, আর চায় এই দুয়ের মধ্যে একটি পথ নিতে —

১৫১ এরাই হচ্ছে প্রকৃত অবিশ্বাসী, আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করেছি লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৫২ আর যারা আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীবাহকদের বিশ্বাস করে আর তাঁদের কারো সম্পর্কে পার্থক্য করে না, আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার তাদের দেবেন, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ফলদাতা।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৩ গ্রন্থধারীরা তোমাকে বলছে আকাশ থেকে তাদের কাছে গ্রন্থ অবতারণ করতে ; এমনিভাবে তারা মূসার কাছে বলেছিল এর চাইতেও বড় কিছু, তারা বলেছিল : আল্লাহ্‌কে আমাদের দেখাও প্রকাশ্যভাবে। তাই ঝড়–বিদ্যুৎ তাদের আক্রমণ করেছিল তাদের অন্যায়ের জন্য। তারপর তারা গোবৎসকে গ্রহণ করেছিল (দেবতারূপে) তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসবার পরেও, কিন্তু আমি তা তাদের ক্ষমা করেছিলাম ; আর মূসাকে আমি দিয়েছিলাম স্পষ্ট ক্ষমতা।

১৫৪ আর তাদের অঙ্গীকার (গ্রহণের) সময়ে আমি তাদের উপরে তুলেছিলাম পাহাড় আর তাদের বলেছিলাম : 'সাব্বাথে'র (কর্ম–বিরতির) নিয়ম লঙ্ঘন কোরো না ; আর আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।

১৫৫ অবশেষে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের অবিশ্বাসের জন্য, আর তাদের পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, আর তাদের বলার জন্য : আমাদের হৃদয় গেলাফ—না, আল্লাহ্ তাদের উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অবিশ্বাসের জন্য,—তাই তারা বিশ্বাস করে না অল্প কয়েকজন ব্যতীত —

১৫৬ আর তাদের অবিশ্বাসের জন্য, আর মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের ঘোর কুৎসা রটনার জন্য —

১৫৭ আর তাদের বলার জন্য : নিঃসন্দেহ আমরা বধ করেছি আল্লাহ্‌র নবী মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীকে, আর তারা তাঁকে হত্যা করে নি, ক্রুসবিদ্ধও করে নি, কিন্তু সেইরূপ তাদের মনে হয়েছিল, আর নিঃসন্দেহ যারা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে তাদের এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান তাদের নেই অনুমানের পশ্চাৎধাবন ব্যতীত, আর নিঃসন্দেহ তারা তাঁকে হত্যা করে নি।

১৫৮ না—আল্লাহ্ উত্থিত করেছিলেন তাঁকে নিজের কাছে; আর আল্লাহ্ চিরশক্তিমান—জ্ঞানী।

১৫৯ আর গ্রন্থধারীদের এমন কেউ নেই যে তাঁকে বিশ্বাস করবে না তাঁর মৃত্যুর পূর্বে, আর কেয়ামতের দিন তিনি হবেন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী।

১৬০ ইহুদিদের অন্যায় করার ফলে তাদের জন্য যা বৈধ ছিল এমন সব পবিত্র বস্তু আমি তাদের অবৈধ করেছিলাম, আর বহুজনকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাদের রোধ করার জন্য —

১৬১ আর তাদের সুদ নেওয়ার জন্য যদিও তা তাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছিল, আর তাদের লোকদের সম্পত্তি মিথ্যা অজুহাতে গ্রাস করার জন্য; তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আমি তৈরি করেছি কঠোর শাস্তি।

১৬২ কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে দৃঢ় আর বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে আর যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, আর যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যাকাত দেয়, আর যারা আল্লাহ্‌তে আর শেষদিনে বিশ্বাস করে—এরাই তারা যাদের আমি দেব মহাপুরস্কার।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৩ নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছি যেমন আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম নূহ্‌কে আর তাঁর পরবর্তী পয়গাম্বরদের, যেমন আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিমকে আর ইসমাইলকে আর ইসহাককে আর ইয়াকুবকে আর গোত্রদের, আর ঈসাকে আর আইয়ুবকে আর ইউনুসকে আর হারুনকে আর সোলায়মানকে, আর দাউদকে আমি দিয়েছিলাম যবূর —

১৬৪ আর পয়গাম্বরদের যাদের কথা আমি পূর্বে তোমার কাছে উল্লেখ করেছি আর পয়গাম্বরদের যাদের কথা তোমাকে বলি নি; আর মূসার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন সোজাসুজি —

১৬৫ পয়গাম্বরদের—সুসংবাদদাতারূপে আর সাবধানকারীরূপে—যেন লোকদের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত না থাকতে পারে পয়গাম্বরদের (আসার) পরে; আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত—জ্ঞানী।

১৬৬ কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যা তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা যে, তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে, আর ফেরেশ্‌তারাও তার সাক্ষ্য বহন করছে, আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

১৬৭ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, তারা নিশ্চয় চলে গেছে দূর বিপথে।

১৬৮ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর অন্যায় করে—আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না, তাদের পথেও পরিচালিত করবেন না —

১৬৯ জাহান্নামের পথে ভিন্ন, দীর্ঘকাল তাতে বাস করতে, আর এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

১৭০ হে লোকগণ, নিঃসন্দেহ পয়গাম্বর তোমাদের কাছে এসেছেন সত্যসহ তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, সেজন্য বিশ্বাস করো—(তা) ভালো তোমাদের জন্য; আর যদি অবিশ্বাস করো, তবে নিঃসন্দেহ যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল—জ্ঞানী।

চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদ

১৭১ হে গ্রন্থধারিগণ, তোমাদের ধর্মে সীমা লঙ্ঘন কোরো না, আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে (মিথ্যা কথা) বোলো না, বরং সত্য (বলো); মসী মরিয়মপুত্র ঈসা আল্লাহ্‌র একজন

পয়গাম্বর মাত্র—তাঁর বাণী—যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মরিয়মকে, আর (তিনি) তাঁর কাছ থেকে আসা রূহ্ (আত্মা, প্রেরণা), সেজন্য বিশ্বাস করো আল্লাহ্‌তে আর তাঁর পয়গাম্বরদের, আর বোলো না—তিন। থামো—(তাই) তোমাদের জন্য ভালো; আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য; চিরনির্মুক্ত তিনি পিতা হওয়া সম্বন্ধে; যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর; আর কার্যসম্পাদকরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

১৭২ আল্লাহ্‌র দাস হতে মসী কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না, ফেরেশ্‌তারাও না—যারা তাঁর কাছে থাকে; আর যে কেউ তাঁর সেবায় কুণ্ঠাবোধ করে ও অহঙ্কারী হয়, তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন তাঁর কাছে।

১৭৩ তারপর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্মশীল তিনি তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দেবেন, আর আরও বেশি দেবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে, আর যারা কুণ্ঠা বোধ করে ও অহঙ্কারী হয় তিনি তাদের দেবেন কঠোর শাস্তি।

১৭৪ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন নিজেদের জন্য আর কোনো বন্ধু অথবা সহায় পাবে না।

১৭৫ হে লোকগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, আর আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল জ্যোতি।

১৭৬ এর পর যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন তাঁর করুণায় ও প্রাচুর্যে আর তাদের চালিত করবেন তাঁর দিকে সরল পথে।

১৭৭ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে একটি আইনের বিধান সম্পর্কে। বলো : যে ব্যক্তির পিতামাতা নেই ও সন্তান নেই তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এই বিধান দিচ্ছেন : যদি কোনো লোক মারা যায়—তার ছেলে নাই কিন্তু এক বোন আছে—বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর সে (ভাই) হবে তার (বোনের) উত্তরাধিকারী যদি তার (বোনের) ছেলে না থাকে, কিন্তু যদি দুই বোন থাকে তবে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই ও বোন থাকে তবে পুরুষরা পাবে স্ত্রীলোকের দুই অংশের সমান; আল্লাহ্ পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও; আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

আল-মাইদাহ্

[আল-মাইদাহ্ কোরআন্ শরীফের পঞ্চম সূরা। মাইদাহ্-র বা মায়েদার অর্থ খাদ্য বা খাদ্যসজ্জিত খান্চা। এতে ইসলামীয় বিধিনিষেধাদি পালনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত শুধু নীতির উপরে জোর দেন নি, রীতির উপরেও জোর দিয়েছিলেন।

এর তৃতীয় আয়াত—যাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা লাভের কথা বলা হয়েছে—সেটি যে হযরতের কাছে অবতীর্ণ শেষ বাণী, বিদায়হজের সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল—সে সম্বন্ধে মতভেদ নেই। তবে প্রাচীন টীকাকারেরা অনেকে যে এই সূরাকে অবতরণের দিক দিয়ে শেষ সূরা জ্ঞান করেছেন একালের টীকাকারেরা সেই মত মেনে নিতে রাজী নন। মৌলবী মোহাম্মদ আলী এর অবতরণের কাল নির্দেশ করেছেন পঞ্চম ও সপ্তম হিজরীর মধ্যে, মার্মাডিউক পিক্থল-এর অবতরণের কাল পঞ্চম ও দশম হিজরীর মধ্যে।

এতে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ব-বাদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এর শেষে খাদ্য সম্বন্ধে হযরত ঈসার একটি অপূর্ব প্রার্থনা আছে।

এর প্রথম উক্তিটি খুব লক্ষণীয়। সব রকমের অঙ্গীকার বা দায়িত্ব পালনের উপরে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতেই রচিত হতে পারে সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্র নামে

১ হে বিশ্বাসিগণ, অঙ্গীকারসমূহ পালন করো। গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল—যাদের উল্লেখ করা হচ্ছে সে হবে ব্যতিরেকে—এহ্রাম (হজের সংকল্প ও বিশেষ বেশ) গ্রহণ করার পরে শিকার বৈধ নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হুকুম করেন যা তাঁর খুশি।

২ হে বিশ্বাসিগণ, (হজ সম্পর্কিত) আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর, আর পবিত্র (নিষিদ্ধ) মাসের, আর কাবা অভিমুখে তাড়িত পশুদের ও মালা-পরানোদের (উটদের), আর যারা পবিত্র গৃহে আশ্রয় নেয় তাদের পালয়িতার কৃপা ও সন্তোষ কামনা ক'রে—এদের অসম্মান কোরো না, আর যখন এহ্রাম খুলে ফেল তখন শিকার করো (যদি চাও) ; আর যেহেতু একজন লোক তোমাদের বাধা দিয়েছিল পবিত্র মসজিদে যেতে সেজন্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করুক ; আর পরস্পরকে সাহায্য করো সৎকার্যে ও সীমারক্ষায় ; পাপে ও অত্যাচারে সহায় হয়ো না ; আর আল্লাহ্র সীমারক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।

৩ অবৈধ তোমাদের জন্য যা নিজে মরে ; আর রক্ত আর শূকরের মাংস, আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য নামে যা মারা হয়েছে, আর যা গলা চেপে মারা হয়েছে, আর যাকে লাঠির আঘাতে মারা হয়েছে, আর যার মৃত্যু ঘটেছে উপর থেকে পড়ে, আর যা শিঙের আঘাতে মরেছে, আর যা বন্য পশুরা মেরেছে—তোমরা যা (তোমাদের পদ্ধতিতে) মারো তা ব্যতীত—আর যা (দেবতার) প্রস্তরবেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে, আর যা নিয়ে (ভোঁতা) তীরের স্ফূর্তি খেলা হয়েছে। এটি সীমালঙ্ঘন। যারা অবিশ্বাসী আজ তারা

তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়েছে, সে জন্য তাদের ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজি আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করলাম আর তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম আত্মসমর্পণ (ইসলাম)। কিন্তু যে কেউ ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়, ইচ্ছা কোরে পাপের দিকে ঝোঁ'কে না—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৪ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে কি তাদের জন্য বৈধ। বলো : (সব) বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ। আর শিকারের পশু আর পাখিদের তোমরা যা শিখিয়েছ শিকারের জন্য—তোমরা শিখিয়েছ আল্লাহ্ তোমাদের যা শিখিয়েছেন—অতএব তারা তোমাদের জন্য যা ধরে তা খাও আর তার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো, আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসাবনিকাশে সত্বর।

৫ আজ (সমস্ত) বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো ; আর যারা গ্রন্থ লাভ করেছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ হলো, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বৈধ হলো, আর (তোমাদের জন্য বৈধ হলো) বিশ্বাসবতীদের মধ্যে যারা পূতচরিত্রা আর, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা পূতচরিত্রা, যখন তোমরা তাদের দেনমোহর দিয়েছ আর গ্রহণ করেছ বিবাহসূত্রে, ব্যভিচারের জন্য বা গুপ্ত প্রণয়ীরূপে নয় ; আর যে কেউ ইমান (ধর্মবিশ্বাস) অস্বীকার করে তার কাজ বৃথা হবে, সে পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৬ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নামায পড়তে দাঁড়াও তোমাদের মুখ ধোও, আর হাত ধোও কনুই পর্যন্ত, আর তোমাদের মাথা মোছো, আর তোমাদের পা ধোও গোড়ালি পর্যন্ত, আর যদি তোমাদের পূর্ণস্নানের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে (নিজেদের) ধৌত করো, আর যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমরা কেউ পায়খানা থেকে এসেছ অথবা স্ত্রীদের 'স্পর্শ' করেছ আর যদি পানি না পাও, তবে পরিষ্কার শুকনো মাটি নাও ও তা দিয়ে 'তৈয়স্মুম' করো। আল্লাহ্ চান না তোমাদের জন্য কষ্টকর কিছু করেন; কিন্তু তিনি চান তোমাদের বিশুদ্ধ করতে যেন তোমাদের উপরে তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে পারেন যেন তোমরা ধন্যবাদ দিতে পারো।

৭ আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আর তাঁর অঙ্গীকার যার দ্বারা তিনি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধেছিলেন যখন তোমরা বলেছিলে : আমরা শুনেছি আর আমরা আনুগত্য স্বীকার করি। আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা আছে (মানুষের) বুকের ভিতরে।

৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র জন্য অবিচলিত হয়ে ন্যায়ানুযায়ী সাক্ষ্য দাও, আর কোনো দলের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের প্ররোচিত না করুক ন্যায়াচরণ না করতে ; ন্যায়চরণ করো, সেইটিই সীমারক্ষার নিকটতর; আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৯ আল্লাহ্ অঙ্গীকার করছেন : যারা বিশ্বাস করে আর সৎকাজ করে তারা লাভ করবে ক্ষমা আর মহাপুরস্কার।

১০ আর যারা অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা বলে আমার নির্দেশসমূহকে—এরা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা।

১১ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন একটি দল তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াবার উদ্যোগ করেছিল কিন্তু তিনি ঠেকিয়েছিলেন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত; আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো ; আর বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক আল্লাহ্‌র উপরে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ইসরাইলবংশীয়দের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আর আমি তাদের মধ্যে বারো জন দলপতি দাঁড় করিয়েছিলাম, আর আল্লাহ্ বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো ও যাকাত দাও আর আমার বাণীবাহকদের প্রতি বিশ্বাসী হও ও তাঁদের সহায় হও ; আর আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ (বিনা সুদে ঋণ) ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সব পাপ ঢেকে দেবো আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের প্রবেশ করাবো উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী ; কিন্তু এর পরে তোমাদের মধ্যে যে কেউ অবিশ্বাস করবে—নিঃসন্দেহ সে ভ্রষ্ট হবে সরল পথ থেকে।

১৩ কিন্তু তাদের নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য আমি তাদের অভিসম্পাত করেছিলাম আর তাদের অন্তর কঠিন করেছিলাম ; তারা (ধর্মগ্রন্থের) শব্দগুলো তাদের স্থান থেকে বদলিয়েছিল আর তাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ অবহেলা করেছিল ; অল্প লোক ভিন্ন তাদের সবার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা আবিষ্কার করার অবধি তোমার থাকবে না ; সেজন্য তাদের সহ্য করো ও ক্ষমা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন যারা (অপরের) ভালো করে তাদের।

১৪ আর যারা বলে : নিঃসন্দেহ আমরা খ্রীষ্টান, নিঃসন্দেহ তাদের থেকে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তাদের যা বলা হয়েছিল তার একটি অংশ তারা অবহেলা করেছিল, সেজন্য আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছি বিচারের দিন পর্যন্ত ; আর আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন তারা কি করেছিল।

১৫ হে গ্রন্থধারিগণ, নিঃসন্দেহ আমার বাণীবাহক তোমাদের কাছে এসেছেন, তোমরা যা লুকিয়েছিলে তার অনেক অংশ তিনি বিবৃত করছেন ও অনেক অংশ তিনি উপেক্ষা করছেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে আলোক আর উজ্জ্বল গ্রন্থ —

১৬ এর দ্বারা আল্লাহ্ তাকে চালিত করেন শান্তির পথে যে তাঁর সন্তোষ অনুসরণ করে, আর তাদের আনেন অন্ধকার থেকে আলোকে তাঁর ইচ্ছায়, আর তাদের চালিত করেন সরল পথে।

১৭ নিঃসন্দেহ তারা অবিশ্বাসী যারা বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি মসী, মরিয়ম-পুত্র। বলো : আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কার কিছুমাত্র ক্ষমতা আছে যদি তিনি চান মরিয়ম-পুত্র মসী, তাঁর মাতা, আর পৃথিবীর উপরে যা আছে সব ধ্বংস করবেন ? আর আল্লাহ্‌রই আকাশ

ও পৃথিবীর রাজত্ব আর দুইয়ের মধ্যে যা আছে; তিনি সৃষ্টি করেন যা খুশি আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্ ক্ষমতাবান।

১৮ আর ইহুদিরা ও খ্রীষ্টানরা বলে : আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র আর তাঁর প্রিয়। বলো : তবে তোমাদের অপরাধের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন? না—যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যেকার তোমরা মানুষ; তিনি ক্ষমা করেন যাকে খুশি আর শাস্তি দেন যাকে খুশি; আর আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে; আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৯ হে গ্রন্থধারিগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে আমার প্রেরিত পুরুষ এসেছেন, তিনি তোমাদের কাছে বিবৃত করছেন পয়াগম্বরদের আগমনের এক বিরতির পরে যেন তোমরা না বলো : আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদ-দাতা অথবা সতর্ককারী আসেন নি। নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে এসেছেন একজন সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী, আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২০ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বলেছিলেন : হে আমার জাতি, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়াগম্বরদের জন্ম দিয়েছিলেন আর তোমাদের রাজা করেছিলেন আর তোমাদের দিয়েছিলেন যা তিনি আর কোনো জাতিকে দেন নি।

২১ হে আমার জাতি, সেই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ করো যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধান করেছেন, আর তোমাদের পিঠ ফেরাবে না কেন না তাহলে ফিরবে ক্ষতিগ্রস্তরূপে।

২২ তারা বললে : হে মূসা, ওতে বাস করছে বিশালকায় লোকেরা; আমরা কিছুতেই ওতে প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত না তারা ওখান থেকে চলে যায় ; কাজেই তারা যদি ওখান থেকে বেরিয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা ওতে প্রবেশ করবো।

২৩ যারা ভয় পেয়েছিল তাদের মধ্যে দুইজন—তাদের উপরে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন-–বললে : তাদের মধ্যে প্রবেশ করো ফটক দিয়ে, কেন না যদি তার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করো তবে নিঃসন্দেহ তোমরা জয়ী হবে, আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২৪ তারা বললে : হে মূসা, আমরা কিছুতেই ওর মধ্যে প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত তারা ওর মধ্যে আছে। অতএব তুমি আর তোমরা পালয়িতা গিয়ে যুদ্ধ করো ; আমরা এখানে বসে থাকবো।

২৫ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, নিজের উপরে ও আমার ভাইয়ের উপরে ভিন্ন আর কারো উপরে আমার ক্ষমতা নেই, সেজন্য আমাদের ও দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাও।

২৬ তিনি বললেন : তবে নিঃসন্দেহ এটি (পুণ্য-ভূমি) তাদের জন্য নিষিদ্ধ থাকবে চল্লিশ বৎসর, তারা পৃথিবীতে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সেজন্য এই দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির জন্য অনুশোচনা কোরো না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

২৭ আর তাদের কাছে সঠিকভাবে বিবৃত করো আদমের দুই পুত্রের কাহিনী, কেমন ক'রে তারা প্রত্যেকে কোরবানি করেছিল, কিন্তু তা একজনের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল আর অপরজনের কাছ থেকে গৃহীত হয় নি। (সে) বললে : নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করবো; (অন্যজন) উত্তর দিলে : আল্লাহ্ গ্রহণ করেন যারা সীমারক্ষাকারী মাত্র তাদের কাছ থেকে।

২৮ তুমি যদি আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করতে আমি কখনো আমার হাত তোমার দিকে বাড়াবো না তোমাকে হত্যা করতে; নিঃসন্দেহ বিশ্বজগতের পালয়িতা আল্লাহ্‌কে আমি ভয় করি।

২৯ নিঃসন্দেহ আমি চাই যে তুমি আমার (আমাকে হত্যাজনিত) পাপ ও নিজের পাপ বহন করো আর আগুনের বাসিন্দাদের দলের হও, আর এই-ই অন্যায়কারীদের প্রতিফল।

৩০ কিন্তু (অপর জনের) মন তাকে উত্তেজিত করলো তার ভাইকে হত্যা করতে, ফলে সে তাকে হত্যা করলো; তারপর সে হলো ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৩১ তারপর আল্লাহ্ একটি কাককে পাঠালেন মাটি খুঁড়তে যেন সে তাকে দেখাতে পারে কেমন ক'রে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকবে। সে বললে : হায় দুর্ভাগ্য, আমার কি এই কাকের মতো হবার শক্তি নেই যেন আমার ভাইয়ের নগ্ন শব ঢাকতে পারি? আর সে হোলো অনুতপ্ত।

৩২ এই কারণে ইসরাইল বংশীয়দের জন্য আমি এই বিধান করেছিলাম যে নরহত্যা অথবা জগতে অহিত করার কারণে ভিন্ন যে কেউ একজন মানুষকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকে হত্যা করলে; আর যে কেউ বাঁচিয়ে রাখে, সে যেন সব মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলে; আর নিঃসন্দেহ আমার বাণীবাহকরা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে, কিন্তু তার পরেও নিঃসন্দেহ তাদের অনেকে সংসারে সীমা লঙ্ঘন ক'রে চলে।

৩৩ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও দেশে অহিত সাধনে তৎপর হয় তাদের প্রাপ্য মাত্র এই যে তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের বন্দী করা হবে, এটি হবে ইহলোকে তাদের জন্য লাঞ্ছনা আর পরকালে তারা পাবে কঠোর শাস্তি —

৩৪ তার ব্যতিরেকে যারা অনুতপ্ত হয় তোমাদের ক্ষমতায়ত্ত হবার পূর্বে; অতএব জেনো যে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৫ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর তাঁর দিকে (গতির) উপলক্ষ অন্বেষণ করো, আর তাঁর পথে সংগ্রাম করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৩৬ যারা অবিশ্বাসী নিঃসন্দেহ পৃথিবীতে যা আছে সব যদি তাদের হোতো, এবং আরো সেই পরিমাণে, যার দ্বারা কেয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে, তবে তা তাদের কাছ থেকে গৃহীত হোতো না; আর তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৩৭ তারা চাইবে সেই আগুন থেকে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু তারা বেরিয়ে যাবার নয়; আর তারা ভোগ করবে চিরশাস্তি।

৩৮ আর পুরুষ চোর স্ত্রীলোক চোর দুইয়ের হাত কেটে ফেলো তারা যা করেছে তার প্রতিফলস্বরূপ—এটি একটি দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী শাস্তি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে; আর আল্লাহ্ শক্তিমান্, জ্ঞানী।

৩৯ কিন্তু যে কেউ অনুতপ্ত হয় অন্যায় করার পরে আর নিজেকে সংশোধন করে তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তার দিকে ফিরবেন (করুণায়); নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৪০ তোমরা কি জানো না যে আল্লাহ্—আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই—শাস্তি দেন যাকে খুশি আর ক্ষমা করেন যাকে খুশি? আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা।

৪১ হে বাণীবাহক, তারা তোমাকে দুঃখিত না করুক যারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অবিশ্বাসের অভিমুখে, যারা তাদের মুখে বলে : আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তাদের হৃদয় বিশ্বাস করে না, আর যারা ইহুদি,—তারা শোনে মিথ্যার (মিথ্যা তৈরির) প্রয়োজনে, তারা শোনে অন্যলোকদের পরিবর্তে যারা তোমার কাছে আসে না, তারা শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে বদলায় এই বলে : যদি তোমাদের এই (পরিবর্তিত বিধি) দেওয়া হয় তবে তা গ্রহণ ক'রো, আর যদি এই দেওয়া না হয় তবে সাবধান হোয়ো; আর যার লাঞ্ছনা আল্লাহ্ চান তুমি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কিছু করবার ক্ষমতা পাবে না। এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে তাদের অন্তরাত্মা তিনি বিশুদ্ধ করবেন না; এদের জন্য এই সংসারে আছে দুর্গতি আর পরকালে মহাশাস্তি!

৪২ তারা মিথ্যার শ্রোতা, নিষিদ্ধের ভোক্তা, সেজন্য তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের মধ্যে বিচার করো, অথবা তাদের থেকে ফেরো; আর তুমি যদি তাদের থেকে ফেরো, তারা কখনো কোনরূপে তোমার ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি বিচার করো তবে তাদের মধ্যে বিচার করো ন্যায়ানুসারে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন ন্যায়বান্‌দের।

৪৩ কেমন ক'রে তারা তোমাকে বিচারক করে? তাদের তওরাত আছে—তাতে তো আল্লাহ্‌র বিধান রয়েছে? তবুও তারা ফিরে যায় এসবের পরেও; এমন লোকেরা বিশ্বাসী নয়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৪ নিঃসন্দেহ আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে পথপ্রদর্শন ও আলোক, তার দ্বারা সমর্পিতচিত্ত বাণীবাহকরা ইহুদিদের জন্য বিধান দিয়েছেন আর ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা ও পুরোহিতরা (বিধান দিয়েছেন) তেমন সব আল্লাহ্‌র গ্রন্থের দ্বারা যা তাঁদের মান্য করতে হয়েছিল, আর তাঁরা ছিলেন সে সবের সাক্ষী; সেজন্য লোকেদের ভয় ক'রো না, ভয় করো আমাকে, আর আমার নির্দেশাবলীর জন্য স্বল্পমূল্য গ্রহণ ক'রো না; আর যারা বিচার করে নি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা তারাই হচ্ছে অবিশ্বাসী।

৪৫ আর আমি তাদের জন্য তাতে বিধান করেছিলাম প্রাণের বদলে প্রাণ, আর চোখের বদলে চোখ, আর নাকের বদলে নাক, আর কানের বদলে কান, আর দাঁতের বদলে দাঁত, আর জখমেরও বদলা আছে, কিন্তু যে বদলার ধারা পরিত্যাগ করবে (তার পরিবর্তে দান করবে) সেটি হবে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত; আর যে বিচার করে না আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা—এরাই হচ্ছে অন্যায়কারী।

৪৬ আর তাদের পশ্চাতে আমি পাঠাই মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে তাঁর পূর্বে তওরাতে যা ছিল তার প্রমাণকারীরূপে, আর তাঁকে আমি দিয়েছিলাম ইঞ্জিল যাতে আছে পথ-প্রদর্শন ও আলোক, আর যা তার পূর্ববর্তী তওরাতে ছিল তার প্রমাণকারী, আর পথপ্রদর্শন ও উপদেশ যারা সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য।

৪৭ আর ইঞ্জিলের অনুবর্তীদের উচিত আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে বিচার করা। আর যে কেউ বিচার করে না আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা তারা হচ্ছে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৪৮ আর আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ, পূর্বের গ্রন্থে যা আছে তার প্রমাণকারী এটি আর তার উপরে এক প্রহরী; সেজন্য তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা; আর তোমার কাছে যে সত্য এসেছে তার প্রতি বিমুখ হয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী হয়ো না; তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি একটি বিধি আর একটি পথ; আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমাদের সবাইকে করতেন এক জাতি, কিন্তু যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের যা দিয়েছেন তার দ্বারা সেজন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো ভালো কাজে; আল্লাহ্র কাছে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন, সেজন্য তিনি তোমাদের জানাবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে।

৪৯ সেজন্য তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ্ তোমার কাছে জা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা, আর তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ ক'রো না, আর তাদের বিষয়ে সাবধান হবে যেন তারা তোমাকে ভ্রষ্ট করতে না পারে আল্লাহ্ তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন তার এক অংশ থেকে; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তবে জেনো আল্লাহ্ তাদের কতকগুলো অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দিতে চান; আর নিঃসন্দেহ মানুষদের অনেকে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৫০ তবে কি তারা অজ্ঞতার যুগের বিচার চায়? আর বিচারে আল্লাহ্র চাইতে কে বেশি ভালো সেই সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের বিষয়ে) যারা সুনিশ্চিত?

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫১ হে বিশ্বাসিগণ, ইহুদিদের ও খ্রীষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না; তারা পরস্পরের বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে নিঃসন্দেহ সে তাদেরই একজন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।[১]

১. এটি যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা, নইলে অমুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি অর্থহীন হোতো।

৫২ কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি আছে তাদের তুমি দেখবে তাদের দিকে ছুটে যেতে এই বলে : আমরা ভয় পাই যদি ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন আমাদের জন্য ঘটে।—কিন্তু হতে পারে যে আল্লাহ্ (তোমাদের) বিজয় দেবেন, অথবা একটি শাস্তি তাঁর তরফ থেকে, তার ফলে তারা অন্তরে যা লুকিয়েছিল তার জন্য অনুশোচনা করবে।

৫৩ আর যারা বিশ্বাসী তারা বলবে : এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্র নামে জোরালো শপথ গ্রহণ করেছিল যে তারা নিঃসন্দেহ তোমাদের সঙ্গে? তাদের কর্মসমূহ বৃথা হয়েছে, আর তারা ক্ষতিগ্রস্ত দলের হয়েছে।

৫৪ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে যায় তবে আল্লাহ্ আনবেন একটি সম্প্রদায়—তিনি তাদের ভালোবাসেন তারা তাঁকে ভালোবাসবে-- (তারা) বিশ্বাসীদের প্রতি বিনীত, অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর—তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করবে আর ভয় করবে না কোনো নিন্দুকের নিন্দা। এই-ই আল্লাহ্র কৃপা-- তিনি তা দেন যাকে খুশি ; আর আল্লাহ্ পরমবদান্য, জ্ঞানী।

৫৫ কেবল আল্লাহ্ হচ্ছেন তোমাদের বন্ধু আর তাঁর বাণীবাহক আর যারা বিশ্বাসী—যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যাকাত দেয় আর (প্রার্থনায়) নত হয়।

৫৬ আর যে আল্লাহ্কে আর তাঁর বাণীবাহককে আর যারা বিশ্বাসী তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র দল—তারা হবে বিজয়ী।

নবম অনুচ্ছেদ

৫৭ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল আর অবিশ্বাসীরা এদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্ম নিয়ে উপহাস ও আমোদ করে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না ; আর আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৫৮ আর যখন তোমরা আযান দাও তারা তা নিয়ে বিদ্রূপ করে ও আমোদ করে, সেটি এই জন্য যে তারা একটি বুদ্ধিহীন সম্প্রদায়।

৫৯ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, আমরা যে বিশ্বাস করি আল্লাহ্তে আর যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, আর তোমরা অনেকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ—এই জন্য কি তোমরা আমাদের দোষ ধরো?

৬০ বলো : তোমাদের কী বলবো আল্লাহ্র কাছে এদের চাইতে মন্দ প্রতিফলনের দৃষ্টান্তের কথা?—যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপরে তাঁর ক্রোধ পতিত হয়েছে, যার দলের কাউকে কাউকে আল্লাহ্ মর্কট ও শূকর করেছেন, আর যারা মিথ্যা দেবতার পূজা করে, এদের অবস্থা আরো মন্দ, সরল পথ থেকে তারা দূরে।

৬১ আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি ; কিন্তু তারা এসেছিল অবিশ্বাস নিয়ে ফিরেও গেছে তাতেই ; আর আল্লাহ্ ভালো জানেন কি তারা লুকোচ্ছে।

৬২ আর তুমি তাদের অনেককে দেখবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পাপে ও সীমা-লঙ্ঘনে আর যা অবৈধভাবে লব্ধ হয়েছে তা আত্মসাৎ করায় ; নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

৬৩ ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা ও পুরোহিতরা কেন তাদের নিষেধ করে না যা পাপ তা উচ্চারণ করতে আর যা অবৈধভাবে লব্ধ তা ভোগ করতে? নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

৬৪ আর ইহুদিরা বলে : আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা।—তাদের হাত বাঁধা আর তারা অভিশাপগ্রস্ত এমন বলার জন্য, না—তাঁর দুই হাতই উদারভাবে প্রসারিত—তিনি দান করেন যেমন খুশি। আর তোমার পালয়িতার কাছ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা নিঃসন্দেহ তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়াবে। আর আমি তাদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। যখনই তারা যুদ্ধের জন্য আগুন জ্বালায় আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন, আর তারা দেশে অহিত করার চেষ্টা করে ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অহিতকারীদের।

৬৫ আর যদি গ্রন্থধারীরা বিশ্বাস করতো আর সীমা রক্ষা করতো তবে নিঃসন্দেহ আমি তাদের দুষ্কৃতি ঢেকে দিতাম আর নিঃসন্দেহ তাদের প্রবেশ করাতাম আনন্দময় উদ্যানসমূহে।

৬৬ আর যদি তারা প্রতিষ্ঠিত রাখতো তওরাত ও ইঞ্জিল আর তাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের পালয়িতার কাছ থেকে, তবে নিঃসন্দেহ তারা খাবার পেত তাদের উপর থেকে আর তাদের পায়ের নিচে থেকে ; তাদের একটি দল আছে তারা মধ্যপন্থায় চলে ; আর তাদের অনেকে গর্হিত আচরণ করে।

দশম অনুচ্ছেদ

৬৭ হে বাণীবাহক, প্রচার করো তোমার কাছে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, আর যদি তা না করো তবে তাঁর বাণী তুমি প্রচার করলে না ; আর আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন লোকদের থেকে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৬৮ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা ভালো কিছুর অনুবর্তন করো না যে পর্যন্ত না তোমরা প্রতিষ্ঠিত রাখো তওরাত ও ইঞ্জিল আর যা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে। আর তোমার কাছে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহ তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়াবে ; সেজন্য দুঃখ ক'রো না অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

৬৯ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর যারা ইহুদি আর সাবেঈন্ আর খ্রীষ্টান—যে কেউ বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর শেষ দিনে আর ভালো কাজ করে—তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখ করবে না।

৭০ নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছিলাম আর তাদের কাছে কোনো পয়গাম্বারদের পাঠিয়েছিলাম ; যখনই তাদের কাছে কোনো পয়গাম্বর এসেছেন তা নিয়ে যা তাদের মন চায় না (তাঁদের) কাউকে তারা বলেছে মিথ্যাবাদী আর কাউকে করেছে হত্যা।

৭১ আর তারা ভেবেছিল যে কোনো অনর্থ ঘটবে না ; সেজন্য তারা হয়েছিল অন্ধ ও বধির ; এর পর আল্লাহ্ তাদের দিকে ফিরলেন করুণায় ; কিন্তু তাদের অনেকে হোলো অন্ধ ও বধির ; আর আল্লাহ্ দেখেন তারা যা করে।

৭২ নিঃসন্দেহ তারা অবিশ্বাসী যারা বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি হচ্ছেন মসী, মরিয়ম-পুত্র। আর মসী বলেছিলেন : হে ইসসরাইলবংশীয়গণ, আল্লাহ্র সেবা করো, (তিনি) আমার পালয়িতা ও তোমাদের পালয়িতা। নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অংশী দাঁড় করায়, আল্লাহ্ তার জন্য নিষিদ্ধ করেছেন স্বর্গোদ্যান আর তার আবাসস্থল আগুন ; আর অন্যায়কারীদের জন্য কোনো সহায় থাকবে না।

৭৩ নিঃসন্দেহ তারা অবিশ্বাসী যারা বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হচ্ছেন তৃতীয় (ব্যক্তি) তিন জনের। কিন্তু নেই অন্য উপাস্য এক উপাস্য ভিন্ন, আর যা তারা বলছে তা থেকে যদি তারা না থামে তবে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে।

৭৪ তবে তারা কি আল্লাহ্র দিকে ফিরবে না আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৭৫ মরিয়ম-পুত্র মসী একজন বাণীবাহক মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু বাণীবাহক গত হয়ে গেছেন ; আর তাঁর মাতা ছিলেন একজন সত্যপরায়ণা নারী ; তাঁর উভয়ে (পার্থিব) খাদ্য খেতেন। দেখো নিদর্শনসমূহ তাদের কাছে কেমন স্পষ্ট করি ; আর দেখো, কেমন তারা প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৭৬ বলো : আল্লাহ্ ভিন্ন তোমরা কি তার উপাসনা করো যার ক্ষমতা নেই তোমাদের অপকারের অথবা উপকারের? আর আল্লাহ্—তিনি—শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৭৭ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, তোমাদের ধর্মে যা সত্য নয় তা নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রো না ; আর জনগণের আকাজ্ক্ষার অনুবর্তী হয়ো না,—যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও বহুজনকে পথভ্রষ্ট করেছিল আর বিপথে গিয়েছিল সরল পথ থেকে।[২]

একাদশ অনুচ্ছেদ

৭৮ ইসরাইলবংশীয়দের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী হয়েছিল তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার রসনার দ্বারা ; এটি ঘটেছিল কেন না তারা অবাধ্য হয়েছিল আর সীমা লঙ্ঘন করতো ;

৭৯ তারা পরস্পরেকে নিষেধ করতো না যেসব কুকর্ম তারা করতো সেসব সম্বন্ধে, নিঃসন্দেহ তারা রত ছিল মন্দে।

৮০ তুমি দেখবে তাদের অনেকে বন্ধু হয়েছে যারা অবিশ্বাসী তাদের ; নিঃসন্দেহ তা তাদের জন্য মন্দ যা তারা পূর্বে তাদের জন্য পাঠিয়েছে ; আর আল্লাহ্ তাদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ; আর তাদের কাটবে শাস্তিতে।

---

২. ধর্মের ব্যাপারে জনপ্রিয় ঐতিহ্যের অন্ধ অনুবর্তিতা যে বিপজ্জনক সেই কথা বলা হোলো।

৮১ আর যদি তারা বিশ্বাসী হোতো আল্লাহ্‌তে ও বাণীবাহকে আর যা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, তবে তারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না ; কিন্তু তাদের অনেকে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৮২ যারা বিশ্বাস করে যে তারা ইহুদি আর যারা বহুদেববাদী, নিঃসন্দেহ তাদের তুমি দেখবে শত্রুতায় সব চাইতে কঠোর, আর যারা বিশ্বাস করে, বলে, নিঃসন্দেহ আমরা খ্রীষ্টান, নিঃসন্দেহ তাদের তুমি পাবে বন্ধুদের সব চাইতে নিকটে ; এটি এই জন্য যে তাদের মধ্যে পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে আর তারা অহঙ্কারী নয়।

সপ্তম খণ্ড

৮৩ আর যখন তারা শোনে যা বাণীবাহকের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি দেখবে তাদের চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়েছে তাদের সত্যের স্বীকৃতির জন্য। তারা বলে : হে আমাদের পালয়িতা, আমরা বিশ্বাস করি ; সেজন্য আমাদের নাম লিখে রাখো সাক্ষীদের মধ্যে।

৮৪ আর কি কারণ আমাদের আছে যার জন্য আমরা বিশ্বাস করবো না আল্লাহ্‌তে আর যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তাতে যখন আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি যে আমাদের পালয়িতা আমাদের প্রবেশ করাবেন সৎকর্মশীলদের সঙ্গে?

৮৫ আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার দিয়েছেন যা তারা বলেছিল সেজন্য—উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী, সেসবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য ; এটি হচ্ছে সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।

৮৬ আর যারা অবিশ্বাস করে আর প্রত্যাখ্যান করে আমার নির্দেশসমূহ—তারা হচ্ছে নরকাগ্নির বাসিন্দা।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৮৭ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ যেসব ভালো জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন সেসব (নিজেদের জন্য) নিষিদ্ধ ক'রো না, আর সীমা লঙ্ঘন ক'রো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না সীমালঙ্ঘনকারীদের।

৮৮ আর আল্লাহ্ তোমাদের জীবিকা যা দিয়েছেন তার থেকে যা বৈধ ও যা ভালো তা খাও আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো—যাঁতে তোমরা বিশ্বাস করো।

৮৯ তোমাদের শপথগুলোর মধ্যে যা হেলায় উচ্চারিত সেসবের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের জবাবদিহি করবেন না ; কিন্তু তোমাদের জবাবদিহি করবেন তোমাদের সেই সব শপথের জন্য যা দৃঢ়-সংকল্প-মূলক। সেজন্য তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে দশজন নিঃস্বকে খাওয়ানো, তোমাদের পরিজনকে সাধারণতঃ যেভাবে খাওয়াও সেইভাবে, অথবা তাদের পরানো, অথবা একজন দাসকে মুক্ত করা, কিন্তু যার সঙ্গতি নেই তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা ; এই হচ্ছে তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত যখন শপথ গ্রহণ করো, আর

তোমাদের শপথ রক্ষা করো, এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৯০ হে বিশ্বাসিগণ, মাদকদ্রব্য, আর জুয়া বা বাজি রেখে খেলা, প্রস্তর-পূজা (তাতে বলিদান), আর ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের জন্য তীর নিক্ষেপ, পাপকর্ম—শয়তানের কাজ-- সেজন্য এসব পরিহার করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৯১ নিঃসন্দেহ শয়তান চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগাবে মাদকদ্রব্যের ও জুয়ার সাহায্যে আর তোমাদের ফেরাবে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে আর (তাঁর) উপাসনা থেকে। তোমরা তাহলে তো পরিহার করবে?

৯২ আর আল্লাহ্‌র অনুগত হও আর বাণীবাহকের অনুগত হও, আর সাবধান হও। কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও তবে জেনো, আমার বাণীবাহকের কাজ হচ্ছে (বাণী) স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া।

৯৩ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের পাপ হবে না কি তারা (পূর্বে) খেয়েছে সেজন্য। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ও ভালো কাজ করো ; পুনরায়, সীমারক্ষা করো আর বিশ্বাস করো, পুনরায়, সীমারক্ষা করো ও ভালো করো ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সৎকর্মশীল।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ হে বিশ্বাসিগণ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কিছু পরীক্ষা করবেন শিকারের ব্যাপারে যা তোমরা গ্রহণ করো তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শার সাহায্যে যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে ভয় করে গোপনে ; কিন্তু যে কেউ সীমা লঙ্ঘন করে এর পরে তার জন্য কঠোর শাস্তি আছে।

৯৫ হে বিশ্বাসিগণ, শিকার ক'রো না যখন তোমরা হজ করছ ; আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা হত্যা করে ইচ্ছা ক'রে তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে যা সে হত্যা করেছে তেমন একটি পশু, তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায়বান্ লোক এ বিষয়ে বিচার করবে, তা কোরবানি দেওয়া হবে কাবায়, অথবা এর কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ গরীবকে খাওয়ানো, অথবা তুল্য রোযা রাখা—যেন সে তার কাজের কুফল ভোগ করে। আল্লাহ্ ক্ষমা করেন পূর্বে যা হয়েছে, কিন্তু যে কেউ তেমন কাজ পুনরায় করে আল্লাহ্ তার প্রতিফলন দেবেন ; আল্লাহ্ মহাশক্তি—প্রতিফল দানে সক্ষম।

৯৬ বৈধ তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার আর তার খাদ্য ; এই খাদ্য তোমাদের জন্য আর পথচারীদের জন্য ; আর ডাঙায় শিকার তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ যে সময়ে তোমরা হজ করছ ; আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো—যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

৯৭ আল্লাহ্ পবিত্র গৃহ কাবাকে করেছেন মানুষের রক্ষণীয়—আর পবিত্র মাস আর কাবা-অভিমুখে-তাড়িত পশুদের আর মালা-পরানোদের (কোরবানির উটদের), এসব এইজন্য যে তোমরা জানতে পারবে আল্লাহ্ জানেন যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে ; আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব কিছু সম্বন্ধে।

৯৮ জেনো যে আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৯৯ বাণীবাহকের উপরে আর কোনো ভার নেই (বাণী) পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন আর আল্লাহ্ জানেন কি তোমরা প্রকাশ্যে করো আর কি লুকোও।

১০০ বলো : তুল্য নয় ভালো আর মন্দ যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে আকর্ষণ করে ; সেজন্য হে জ্ঞানিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১০১ হে বিশ্বাসিগণ, সেসব বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রো না যা জানালে তোমাদের অসুবিধা হতে পারে ; আর যখন কোর্‌আন অবতীর্ণ হচ্ছে তখন যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে সেসব তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ এটি ক্ষমা করেন, কেন না আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

১০২ তোমাদের পূর্বে একটি সম্প্রদায় এমন সব প্রশ্ন করতো, আর তার পর তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল সেই সব কারণে।

১০৩ বহিরা, সায়েবা, ওসিলা, হামি,[৩] আল্লাহ্ এসব তৈরি করেন নি, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা আল্লাহ্‌র নামে এই মিথ্যা তৈরি করেছে, আর তাদের অনেকে বুদ্ধিহীন।

১০৪ আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে আস আর বাণীবাহকের দিকে, তারা বলে : যাতে আমাদের পিতাপিতামহদের দেখেছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী—যদিও তাদের পিতাপিতামহদের কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না আর তারা পথপ্রাপ্ত ছিল না?

১০৫ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের উপরে ভার রয়েছে তোমাদের অন্তরাত্মার ; যে পথভ্রষ্ট হয় সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না যখন তোমরা সত্যপথে থাকো ; আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন-তোমাদের সবার ; অতএব তিনি তোমাদের জানাবেন তোমরা কি করতে।

১০৬ হে বিশ্বাসিগণ, যখন মৃত্যু তোমাদের কারো নিকটবর্তী হয় তখন তোমাদের মধ্যে সাক্ষী ডাকো ওসিয়ত (উইল) করবার সময়ে—তোমাদের মধ্যে থেকে দুইজন ন্যায়বান্ লোক অথবা অপর দুই জন অন্যদের মধ্যে থেকে যদি তোমরা তখন দেশ ভ্রমণ করছ আর মৃত্যুর মতন বিপদ এসে হাজির হোলো ; এই দুইজন সাক্ষীকে তোমরা ধরে রাখবে নামাযের পরে, আর যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তাদের শপথ করতে হবে আল্লাহ্‌র নামে এই ব'লে : আমরা ঘুষ নেবো না যদিও তা আসে নিকট-আত্মীয়ের কাছ থেকে, আর আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য লুকোবো না কেন না তাহলে নিশ্চয় আমরা পাপী হবো।

১০৭ আর তার পর যদি জানা যায় যে তাদের দুইজনই পাপের সন্দেহের যোগ্য হয়েছে তবে তাদের স্থান নিক অপর দুইজন নিকট-সম্বন্ধের লোকদের মধ্যে থেকে, আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করুক (এই ব'লে) : নিঃসন্দেহ আমাদের সাক্ষ্য বেশি সত্য

---

৩. দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পশু। দ্রষ্টব্য : মোহম্মদ আলীর কোর্‌আনের অনুবাদ, ২৮০ পৃষ্ঠা।

ঐ দুইজনের সাক্ষ্যের চাইতে আর আমরা সীমা লঙ্ঘন করি নি কেন না তবে নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারীদের দলের হবো।

১০৮ এইভাবে এটি বেশি সম্ভবপর যে তারা যথার্থ সাক্ষ্য দেবে অথবা ভয় করবে যে তাদের শপথের পরে অন্যদের শপথ গ্রহণ করা হবে। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ও শোন ; আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১০৯ যেদিন আল্লাহ্ বাণীবাহকদের একত্রিত করবেন তারপর বলবেন : তোমাদের কী উত্তর দেওয়া হয়েছিল? তাঁরা বলবেন : আমাদের কিছু জানা নেই, নিঃসন্দেহ তুমি সব অদৃশ্যের জ্ঞাতা।

১১০ যখন আল্লাহ্ বলবেন : হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, স্মরণ করো তোমার ও তোমার মাতার উপরে আমার অনুগ্রহ,—কেমন ক'রে আমি তোমার বলবৃদ্ধি করেছিলাম রুহুল্ কুদুস (পবিত্র প্রেরণা) দিয়ে, আর তুমি লোকদের সঙ্গে কথা বলেছিলে দোলনায় থাকাকালে ও পরিণত বয়সে, আর কেমন ক'রে আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম গ্রন্থ আর জ্ঞান আর তওরাত আর ইঞ্জিল, আর কেমন ক'রে তুমি কাদা দিয়ে তৈরি করেছিলে পাখির মতো মূর্তি আমার অনুমতিক্রমে, তারপর তুমি তাতে ফুঁ দিলে ও তা পাখি হোলো আমার অনুমতিক্রমে, আর কেমন ক'রে তুমি আরোগ্য করেছিলে জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে আমার অনুমতিক্রমে, আর কেমন ক'রে তুমি পুনর্জীবিত করেছিলে মৃতকে আমার অনুমতিক্রমে, আর কেমন ক'রে আমি ইসরাইলবংশীয়দের রোধ করেছিলাম তোমা থেকে যখন তুমি তাদের কাছে এসেছিলে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলেছিল : এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয় ;

১১১ আর যখন আমি শিষ্যদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : আমাতে ও আমার বাণীবাহকে বিশ্বাস করো, তারা বলেছিল : আমরা বিশ্বাস করি আর সাক্ষ্য দিই যে আমরা সমর্পিতচিত্ত ;

১১২ যখন শিষ্যরা বলেছিল : হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, তোমার পালয়িতা কি আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাদ্য পাঠাতে রাজি হবেন? তিনি বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১১৩ তারা বলেছিল : আমরা চাই যে আমরা তা খাবো যেন তাতে আমাদের অন্তরাত্মা শান্ত হয়, আর যেন আমরা জানতে পারি তুমি আমাদের কাছে সত্য বলেছিলে, আর যেন আমরা হতে পারি তার সাক্ষী ;

১১৪ মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন : হে আল্লাহ্ আমাদের পালয়িতা, আমাদের জন্য খাদ্য অবতীর্ণ করো আকাশ থেকে যা হবে ব্যক্তির জন্য ঈদ্ (চির-উৎসব) আমাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তির জন্য, আর তোমার কাছ থেকে একটি নিদর্শন, আর আমাদের জীবিকা দাও—তুমি জীবিকাদাতাদের সর্বোত্তম।

১১৫ আল্লাহ্ বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি তা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করবো কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরে অবিশ্বাসী হবে, নিঃসন্দেহ আমি তাকে শাস্তি দেব, তেমন শাস্তি আমি জগতের আর কোনো সম্প্রদায়কে দেবো না।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১১৬ আর যখন আল্লাহ্ বলবেন : হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, তুমি কি লোকদের বলেছিলে-- আমাকে আর আমার মাকে আল্লাহ্ ভিন্ন দুই জন উপাস্যরূপে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন : তোমারই মহিমা—এটি আমার যোগ্য ছিল না যে আমি তা বলবো যাতে আমার অধিকার নেই, যদি আমি এ-কথা বলতাম তবে নিঃসন্দেহ তুমি তা জানতে, তুমি জানো কি আছে আমার মনে আর আমি জানি না কি আছে তোমার মনে ; নিঃসন্দেহ কেবল তুমিই জ্ঞাতা সব অদৃশ্যের ;

১১৭ আমি তাদের বলি নি এ ভিন্ন আর কিছু যা তুমি আমাকে আদেশ করেছিলে : আল্লাহ্র উপাসনা করো যিনি আমার পালয়িতা আর তোমাদের পালয়িতা। আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করলে তুমি ছিলে তাদের উপরে প্রহরী, আর তুমি সব কিছুর সাক্ষী ;

১১৮ তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও—নিঃসন্দেহ তারা তোমার দাস, আর যদি তাদের ক্ষমা করো—নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তিমান্, জ্ঞানী।

১১৯ আল্লাহ্ বললেন : এই দিনে সত্যপরায়ণদের জন্য লাভের হবে--তারা পাবে উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী সে-সবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য-- আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তাদের উপরে আর তারা সন্তুষ্ট তাঁতে ; মহাসাফল্য এটি।

১২০ আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্র আর এই দুয়ের মধ্যে যা আছে ; আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্।

আল্-আ'নাম

[আল্-আ'নাম—কোর্আন শরীফের ষষ্ঠ সূরা—এর অর্থ গৃহপালিত পশু। এটি হযরতের মক্কা-বাসের শেষ বৎসরে অবতীর্ণ হয়। তবে এর নয়টি আয়াত মদিনীয় এই কারো কারো মত।

মক্কায় হযরতের প্রচারক-জীবনের বারো তেরো বৎসরে তাঁর শিষ্যলাভ হয়েছিল এক শত জনের কিছু বেশি—তাঁরাও অনেকে দেশত্যাগী হয়েছিলেন বিরুদ্ধ পক্ষের প্রবল অত্যাচারের ফলে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায়ও যে সত্য তাঁর লাভ হয়েছিল তার ভবিষ্যৎ সাফল্যে তিনি একান্ত আস্থাবান্।

এই সূরার ১২৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে ... আমি প্রত্যেক শহরে তার প্রধানদের করেছি সেখানকার অপরাধী যেন তারা তার মধ্যে চক্রান্ত ক'রে চলে ...।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সৃষ্টি করেছেন অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী আর বিধান করেছেন অন্ধকার ও আলো ; তবু যারা অবিশ্বাসী তারা দাঁড় করায় তাদের পালয়িতার সমকক্ষ।

২ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে, তার পর তিনি নির্ধারিত করেছেন একটি কাল (আয়ুষ্কাল), আর কাল তাঁর কাছে নির্ধারিত ; তবু তোমরা সন্দেহ পোষণ করো।

৩ আর তিনিই আল্লাহ্ আকাশে ও পৃথিবীতে, তিনি জানেন যা তোমাদের গোপন আর যা তোমাদের প্রকাশ্য আর তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন করো।

৪ আর তাদের কাছে আসে না তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীর কোনো নির্দেশ যা থেকে তারা ফিরে না দাঁড়ায়।

৫ নিঃসন্দেহ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, সেজন্য যার সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের কাছে আসবে।

৬ তারা কি দেখে না কত পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি—যাদের আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তোমাদের যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছি তার চাইতে আরো দৃঢ়ভাবে, আর মেঘদল তাদের উপরে অজস্র বারিবর্ষণ করতে আর তাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত করেছিলাম বহু নদী, তারপর তাদের ধ্বংস করেছিলাম তাদের অপরাধের জন্য, আর তাদের পরে পত্তন করেছিলাম অন্য পুরুষের।

৭ আর যদি আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করতাম কাগজের উপরে লেখা, আর তারা তা ছুঁতো তাদের হাত দিয়ে, নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাসী তারা বলতো : এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।

৮ আর তারা বলে : একজন ফেরেশ্তাকে কেন তাদের কাছে উপর থেকে পাঠানো হয় নি? আমি যদি একজন ফেরেশ্তা পাঠাতাম তবে নিঃসন্দেহ ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে যেত ; তাদের আর সময় দেওয়া হত না।[১]

---

১. কোর্আনের বহু বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় ফেরেশ্তারা নেমে আসে প্রত্যাদেশ নিয়ে অথবা অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার জন্য।

৯ যদি আমি ফেরেশ্‌তাকে নিযুক্ত করতাম (বাণীবাহকরূপে) তবে তাকে নিঃসন্দেহ মানুষই করতাম, আর এইভাবে তাদের জন্য ঘোরালো করতাম যা তারা ঘোরালো করছে।

১০ নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল · কিন্তু যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা ঘেরাও করেছিল তাদের মধ্যে যারা বিদ্রূপ করেছিল তাদের।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো ; তারপর দেখো যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।

১২ বলো: আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব কার জন্য? বলো : আল্লাহ্‌র জন্য; তিনি নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা ; নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন—কোনো সন্দেহ নেই তাতে ; যারা নিজেদের অন্তরাত্মার ক্ষতি করেছে—তারা বিশ্বাস করবে না।

১৩ আর তাঁরই যা অবস্থিতি করে রাত্রি ও দিনের মধ্যে ; আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১৪ বলো : আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাউকে কি আমি রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো? আর তিনি খাওয়ান আর তাঁকে খাওয়ানো হয় না ; বলো : আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আত্মসমর্পণে অগ্রণী হতে ; আর তুমি (হে মোহম্মদ) বহুদেববাদীদের দলের হয়ো না।

১৫ বলো : আমি ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি যদি আমার পালয়িতার অবাধ্য হই।

১৬ যার কাছ থেকে সেদিন এটি (এই শাস্তি) প্রতিহত হবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাকে করুণা করেছেন, আর এ এক মহাসাফল্য।

১৭ আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের দুঃখ দিয়ে স্পর্শ করেন তবে তা সরিয়ে নেবার কেউ নেই তিনি ভিন্ন ; আর যদি তিনি তোমাদের স্পর্শ করেন শুভকর কিছু দিয়ে তবে নিঃসন্দেহ তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্‌।

১৮ তিনি তাঁর দাসদের উপরে সর্বশক্তিমান্‌ ; আর তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

১৯ বলো : সাক্ষ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কি? বলো : আল্লাহ্‌ তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী আর এই কোর্‌আন আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যেন এর দ্বারা আমি সতর্ক করতে পারি তোমাদের ও যাদের কাছে এটি পৌঁছুতে পারে তাদের। তোমরা কি প্রকৃতই এই সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আরো উপাস্য আছে? বলো : আমি (সেই) সাক্ষ্য দিই না। বলো : তিনি একমাত্র উপাস্য আর নিঃসন্দেহ আমি মুক্ত তোমরা (তাঁর সঙ্গে) যেসব অংশী দাঁড় করাও সেসব থেকে।

২০ যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা তাঁকে জানে যেমন তারা জানে তাদের পুত্রদের ; আর যারা তাদের অন্তরাত্মার ক্ষতি করছে তারা বিশ্বাস করবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে অথবা তাঁর নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা সফলকাম হবে না।

২২ আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো তারপর সেদিন আমি তাদের বলবো যারা আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করিয়েছিল : কোথায় তোমাদের সেই সঙ্গীরা যাদের তোমরা ঘোষণা করেছিলে ?

২৩ তখন তাদের মিথ্যা অজুহাত আর কিছু থাকবে না এ কথা বলা ভিন্ন ; আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা বহুদেববাদী ছিলাম না।

২৪ দেখ কেমন মিথ্যা কথা তারা বলে নিজেদের অন্তরাত্মা সম্বন্ধে? আর তাদের ভ্রান্তি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

২৫ আর তাদের মধ্যে আছে কেউ কেউ যারা তোমার কথায় কান পাতে, কিন্তু আমি তাদের অন্তঃকরণের উপরে দিয়ে রেখেছি পর্দা যেন তারা তা না বুঝতে পারে, আর তাদের কানে (দিয়েছি) অসাড়তা, তার ফলে যদি তারা প্রত্যেক নিদর্শন দেখেও তবু তাতে বিশ্বাস করবে না এতদূর পর্যন্ত যে যখন তারা তোমার কাছে আসে তারা আসে শুধু তর্ক করতে ; যারা অবিশ্বাসী তারা বলে : এ সেকালের লোকদের কাহিনী ভিন্ন আর কিছু নয়।

২৬ আর তারা লোকদের নিষেধ করে এ থেকে, আর দূরে চলে যায় এ থেকে, আর তারা নিজেদের অন্তরাত্মার ধ্বংসসাধন ভিন্ন আর কিছু করে না, কিন্তু তারা অনুভব করে না।

২৭ আর যদি তুমি দেখতে যখন তাদের দাঁড় করানো হয়েছে আগুনের সামনে—তখন তারা বলবে : হায় যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম—তাহলে আমরা প্রত্যাখ্যান করতাম না আমাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী আর আমরা হতাম বিশ্বাসীদের অন্তর্গত।

২৮ না—তারা যা পূর্বে লুকিয়েছিল তা প্রকাশ পাবে তাদের কাছে, আর যদি তাদের ফেরত পাঠানো হোতো তবে নিশ্চয় তারা তাতেই ফিরে যেতো যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল ; আর নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

২৯ আর তারা বলে : আমাদের এই সংসারের জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই, আর আমাদের পুনরায় তোলা হবে না।

৩০ আর যদি তোমরা দেখতে যখন তাদের পালয়িতার সামনে তাদের দাঁড় করানো হয়েছে। তিনি বলবেন : একি সত্য নয়? তারা বলবে : হাঁ—আমাদের পালয়িতার শপথ। তিনি বলবেন : তবে শাস্তি আস্বাদ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ তারা নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা হওয়া অস্বীকার করে যে পর্যন্ত না সেই সময় তাদের উপরে এসে পড়ে অতর্কিতে—(তখন) তারা বলবে : আফসোস এ সম্বন্ধে অবহেলা করেছিলাম! আর তারা তাদের বোঝা তাদের পিঠে বহন করবে ; হায় মন্দ তা যা তারা বহন করে।

৩২ আর এই সংসারের জীবন খেলা ও কৌতুক ভিন্ন আর কিছু নয়, আর নিঃসন্দেহ পরকালের জীবন ভালো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে ; তবে কি তোমাদের বুদ্ধি নেই?

৩৩ আমি অবশ্যই জানি বা তারা বলে তাতে তুমি ব্যথিত হও, কিন্তু যথার্থত তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না কিন্তু অন্যায়কারীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অমান্য করে।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ধৈর্যশীল ছিলেন প্রত্যাখ্যাত ও অত্যাচারিত হয়ে যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাঁদের কাছে পৌঁছেছিল, আর আল্লাহ্‌র বাণী কেউ বদল করতে পারে না ; আর নিঃসন্দেহ তোমার কাছে কিছু সংবাদ এসেছে বাণীবাহকদের সম্বন্ধে।

৩৫ আর যদি তাদের ফিরে যাওয়া তোমাকে ব্যথিত করে তবে যদি পারো তবে মাটির নিচে নেমে যাবার পথ খোঁজো, অথবা আকাশে উঠবার একটি মই, যেন তুমি তাদের জন্য আনতে পারো একটি নিদর্শন ; আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে নিঃসন্দেহ তাদের সবাইকে তিনি দাঁড় করাতেন (ঠিক) পথের উপরে ; সেজন্য অজ্ঞদের দলের হয়ো না।

৩৬ কেবল তারাই গ্রহণ করে যারা শোনে, আর মৃতদের সম্বন্ধে—আল্লাহ্ তাদের তুলবেন, তার পর তাঁর কাছে তারা প্রত্যাবৃত্ত হবে।

৩৭ আর তারা বলে : পালয়িতার কাছ থেকে কোনো নিদর্শন তার কাছে কেন অবতীর্ণ হয় নি? বলো : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।

৩৮ এমন কোনো পশু নেই যা মাটির উপরে বিচরণ করে অথবা কোনো পাখি যা তার দুই পাখা দিয়ে ওড়ে যারা তোমাদের মতো সম্প্রদায় নয়। আমি গ্রন্থে কিছুই অবহেলা করি নি। তার পর তাদের পালয়িতার কাছে তারা একত্রিত হবে।

৩৯ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তারা বধির ও বোবা = অন্ধকারে। যাকে ইচ্ছা করেন আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন দাঁড় করান সোজা পথের উপরে।

৪০ বলো : ভাবো আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমার উপরে এসে পড়েছে অথবা সেই সময় তোমাদের উপরে এসে পড়েছে—তখন তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে কি ডাকবে—(বলো) যদি সত্যবাদী হও?

৪১ না—বরং তাঁকেই তোমরা ডাকো : আর যার জন্য ডাকো তা তিনি দূর ক'রে দেন যদি ইচ্ছা করেন, আর তোমরা ভুলে যাও (তাঁর) যেসব অংশী দাঁড় করাও (তাদের কথা)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার পূর্বের জাতিদের কাছে বাণীবাহক পাঠিয়েছিলাম, তার পর আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম দুর্দশা ও বিপৎপাত যেন তারা নিজেদের বিনত করে।

৪৩ তবু—কেন তারা নিজেদের বিনত করে নি আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসেছিল সে সময়? কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়েছিল, আর যা তারা করতো শয়তান সেসব তাদের চিত্তাকর্ষক করে দেখিয়েছিল।

৪৪ তার পর যখন তারা ভুলে গেল যে-বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি তাদের জন্য খুলে দিলাম সব কিছুর দরজা যে পর্যন্ত না তারা মেতেছিল যা তাদের

দেওয়া হয়েছিল তাতে ; তার পর আমি তাদের পাকড়াও করলাম অতর্কিতে—তারা তখন হতভম্ব।

৪৫ যারা অন্যায়কারী এইভাবে তাদের শিকড় কাটা পড়েছিল ; আর সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

৪৬ বলো : চিন্তা করেছ কি, যদি আল্লাহ্ নিয়ে নেন তোমাদের শ্রবণ শক্তি আর তোমাদের দৃষ্টিশক্তি আর মোহর মেরে দেন তোমাদের অন্তঃকরণের উপরে তবে আল্লাহ্ ভিন্ন কে উপাস্য আছে যে তোমাদের তা ফিরিয়ে দিতে পারে? দেখ কিভাবে আমি পুনরাবৃত্তি করি নির্দেশসমূহের তবু তারা ফিরে যায়।

৪৭ বলো : চিন্তা করেছ কি যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপরে এসে পড়ে অতর্কিতে অথবা প্রকাশ্যভাবে তবে অন্যায়কারী সম্প্রদায়েরা ভিন্ন আর কেউ কি ধ্বংস হবে?

৪৮ আর আমি বাণীবাহকদের পাঠাই না সুসংবাদদাতা আর সতর্ককারীরূপে ভিন্ন ; এর পর যে কেউ বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে তাদের ভয় নেই, আর তারা দুঃখও করবে না।

৪৯ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে : শাস্তি তাদের পীড়ন, কেন না তারা ছিল দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৫০ বলো : আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনসম্পত্তি আছে, আমি অদৃশ্যের জ্ঞাতাও নই, এও তোমাদের বলি না যে আমি নিঃসন্দেহ ফেরেশ্‌তা ; আমি আর কিছুর অনুবর্তী নই আমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয় তা ভিন্ন। বলো : অন্ধ আর চক্ষুষ্মান্ কি একরকমের? তাহলে তোমরা কি চিন্তা করবে না?

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫১ আর সতর্ক করো এর দ্বারা তাদের যারা ভয় করে যে তারা তাদের পালয়িতার কাছে একত্রিত হবে, তিনি ভিন্ন তাদের জন্য নেই কোনো বন্ধু অথবা সুপারিশকারী-- (অতএব) যেন তারা সীমা রক্ষা করে।

৫২ আর তাড়িয়ে দিও না তাদের যারা তাদের পালয়িতাকে ডাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, তারা কেবল চায় তাঁর আনন (সন্তোষ), তাদের জন্য কোনো জবাবদিহি তোমার নেই, তাদেরও তোমার জন্য কোনো জবাবদিহি নেই, ফলে তাদের তাড়িয়ে দিলে তুমি অন্যায়কারী হবে।[২]

৫৩ আর এইভাবে আমি একদলকে পরীক্ষা করি অন্য দলের দ্বারা ; তার ফলে তারা বলে এরাই কি তারা যাদের আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের মধ্যে থেকে !-আল্লাহ্ কি ভালো জানেন না কৃতজ্ঞদের?

৫৪ আর যখন যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে তারা তোমার কাছে আসে, বলো: তোমাদের জন্য শান্তি ; তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা

---

২. কয়েকজন কোরেশপ্রধান হযরতকে বলেছিল তারা হযরতের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি যদি সেই আনুগত্য স্বীকারের সময়ে গরীব মুসলমানেরা হযরতের সঙ্গে না থাকে। তখন অবতীর্ণ হয়েছিল এই বাণী।

সেজন্য তোমাদের কেউ যদি পাপকার্য করে অজ্ঞানতায়, তারপর ফেরে আর ভালো কাজ করে—তবে তিনি ক্ষমাশীল, ফলদাতা।[৩]

৫৫ আর এইভাবে আমি নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট করি, আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট বোঝা যায়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫৬ বলো : আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উপাসনা করতে আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো। বলো : আমি তোমাদের খেয়ালের অনুবর্তী নই ; কেন না তাহলে নিঃসন্দেহ আমি বিপথে যাব—আর যারা পথপ্রাপ্ত আমি তাদের দলের হবো না।

৫৭ বলো : আমি নির্ভর করি আমার পালয়িতার কাছ থেকে পাওয়া স্পষ্ট প্রমাণের উপরে আর তোমরা তাকে বলো মিথ্যা। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাও তা আমার কাছে নেই--সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র, তিনি সত্য বর্ণনা করেন, আর তিনি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তকর্তা।

৫৮ বলো : যা তোমরা চাও শিগগিরই ঘটুক, তা যদি আমার কাছে থাকতো তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেতো তোমাদের ও আমার মধ্যে, আর আল্লাহ্ ভালো জানেন অন্যায়কারীদের।

৫৯ আর তাঁর কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি—কেউ সেসব জানে না তিনি ভিন্ন ; আর তিনি জানেন যা আছে স্থলে আর সমুদ্রে ; আর গাছের একটি পাতা পড়ে না যা তিনি জানেন না—নাই একটি শস্যকণা মাটির অন্ধকারে অথবা কোনো সবুজ অথবা শুষ্ক বস্তু যা (লেখা) নেই স্পষ্ট লেখায়।

৬০ আর তিনি তোমাদের (আত্মাকে) গ্রহণ করেন রাত্রিতে (নিদ্রায়), আর তিনি জানেন কি তোমরা উপার্জন করো দিনে ; তারপর তিনি তোমাদের পুনর্জীবিত করেন, তার ফলে যেন একটি নির্ধারিত কাল পূর্ণ হতে পারে, তারপর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন--তখন তিনি তোমাদের জানাবেন কি তোমরা করতে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬১ আর তিনি সর্বশক্তিমান্ তাঁর দাসদের উপরে ; আর তিনি তোমাদের উপরে রক্ষক পাঠান যে পর্যন্ত না তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে। আমার দূতরা (ফেরেশ্‌তারা) তাকে গ্রহণ করে, আর তারা অবহেলা করে না।

৬২ তার পর ফেরত পাঠানো হয় তাদের রক্ষাকারী বন্ধু আল্লাহ্‌র কাছে—তিনি ন্যায়নিষ্ঠ। নিঃসন্দেহ হুকুম তাঁর—আর তিনি হিসাবে সত্বরতম।

৬৩ বলো : কে তোমাদের উদ্ধার করেন স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে (যখন) তোমরা তাঁকে ডাকো (প্রকাশ্যভাবে) নিজেদের একান্ত বিনত ক'রে ও মনে মনে : যদি তিনি এ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তবে নিঃসন্দেহ আমরা হবো কৃতজ্ঞদের অন্তর্গত।

৩. এই আয়াতে যে নীতি ঘোষিত হোলো --- তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা — বলা যেতে পারে এটি কোর্‌আনের শিক্ষার ভিত্তিস্থানীয়। কোর্‌আনের আর সব নীতি এর সঙ্গে সম্পর্কিত। হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম- এর 'অনুবৃত্তি' দ্রষ্টব্য।

৬৪ বলো : আল্লাহ্ তোমাদের উদ্ধার করেন সেসব থেকে আর সব বিপদ থেকে ; কিন্তু পুনরায় তোমরা তার অংশী দাঁড় করাও।

৬৫ বলো : তাঁর ক্ষমতা আছে তোমাদের উপরে শাস্তি পাঠাবার তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে, অথবা তিনি তোমাদের দিশাহারা করতে পারেন মতভেদ ঘটিয়ে আর তোমাদের একদলকে ভোগ করাতে পারেন অন্য দলের অত্যাচার। দেখো কেমন করে আমি নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করি যেন তারা বুঝতে পারে।

৬৬ আর তোমার জাতি এটি মিথ্যা বলেছে, আর এইটিই সত্য। বলো : তোমাদের দায়িত্ব আমার উপরে নেই।

৬৭ প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য একটি নির্দিষ্ট কাল আছে। আর তোমরা (তা) জানবে।

৬৮ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ সম্বন্ধে মিথ্যা তর্ক করে তাদের যখন দেখ তখন তাদের থেকে সরে যাও যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করে ; আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হবার পরে অন্যায়কারী দলের সঙ্গে বসে থেকো না।

৬৯ যারা সীমা রক্ষা করে তাদের কোনো জবাবদিহি করবর নেই তাদের জন্য তাদের এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভিন্ন যে সৌভাগ্যক্রমে তারাও সীমা রক্ষা করতে পারে।

৭০ আর তাদের বাদ দাও যারা তাদের ধর্মকে নিয়েছে খেলা ও কৌতুকরূপে আর যাদের এই সংসারের জীবন ভুলিয়েছে ; আর (মানুষদের) স্মরণ করিয়ে দাও যেন একটি প্রাণ বিধ্বস্ত না হয় যা সে উপার্জন করেছে তার দ্বারা, তার আর কোনো বন্ধু বা সুপারিশকারী নেই আল্লাহ্ ভিন্ন ; আর যদি তারা চেষ্টা করে সব রকমের ক্ষতিপূরণ দিতে তবুও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না ; এরাই তারা যাদের ছেড়ে দেওয়া হবে ধ্বংসে তারা যা উপার্জন করেছে তার ফলে, তাদের জন্য পানীয় হচ্ছে ফুটন্ত পানি, আর এক কঠিন শাস্তি যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছিল।

নবম অনুচ্ছেদ

৭১ বলো : আল্লাহ্ ভিন্ন আমরা তাকে কি ডাকবো যে আমাদের উপকার করতে পারে না আমাদের অপকারও করতে পারে না, আর আমরা কি ফিরে যাব আল্লাহ্ আমাদের পথ দেখাবার পরে তার মতো দিশাহারা হয়ে যাকে শয়তানরা সংসারে মোহিত করেছে––যার সঙ্গীরা আছে তাকে আহ্বান করে সুপথে এই বলে : আমাদের দিকে এসো? বলো : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ—তাই পথনির্দেশ, আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে যে আমরা আত্মসমর্পণ করবো বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে —

৭২ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে আর সীমা রক্ষা করতে ; আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

৭৩ আর তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী সত্যসহ ; আর সেই দিন তিনি বলেন : হও—তা হয়।

৭৪ তাঁর বাণী হচ্ছে সত্য, আর তাঁর হবে সর্ব-স্বামিত্ব যেদিন শৃঙ্গধ্বনি হবে ; অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, আর তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

৭৫ আর যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন তাঁর পিতা আযরকে : তুমি কি প্রতিমাদের গ্রহণ করো উপাস্যরূপে? নিঃসন্দেহ আমি দেখছি তুমি আর তোমার লোকেরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

৭৬ আর এইভাবে আমি ইব্রাহিমকে দেখিয়েছিলাম আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব যেন সে হতে পারে যারা নিঃসন্দেহ তাদের দলের।

৭৭ যখন রাত্রি তার উপরে আঁধার হোলো সে দেখলে একটি তারা, সে বললে : এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল তখন সে বললে : যারা অস্ত যায় তাদের আমি ভালোবাসি না।

৭৮ তার পর যখন সে দেখলে চন্দ্র উদিত হচ্ছে, সে বললে : এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল সে বললে : যদি আমার পালয়িতা আমাকে পথ না দেখান তবে আমি নিঃসন্দেহ সেই দলের একজন হবো যারা পথভ্রান্ত।

৭৯ তার পর যখন সে দেখলে সূর্য উঠছে সে বললে : এই আমার পালয়িতা। এ সব চাইতে বড়! আর যখন তা অস্ত গেল সে বললে : হে আমার সম্প্রদায়, আমি মুক্ত তোমরা যেসব অংশী দাঁড় করাও সেসব থেকে।

৮০ নিঃসন্দেহ আমি সোজা হয়ে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি বহুদেববাদীদের দলের নই।

৮১ আর তাঁর লোকেরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করলে—তখন তিনি বললেন : তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করছ যখন তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে পথ দেখিয়েছেন? আমি তাদের আদৌ ভয় করি না যাদের তোমরা (তাঁর) অংশী দাঁড় করিয়েছ যদি না আমার পালয়িতার ইচ্ছা হয়, আমার পালয়িতা সব কিছুর জ্ঞান রাখেন। তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না?

৮২ আর কেমন ক'রে আমি ভয় করবো তাকে যাকে তোমরা (তাঁর) অংশী দাঁড় করিয়েছ যখন তোমরা ভয় করো না আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করাতে যার জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোনো বিধান অবতীর্ণ করেন নি? তবে এই দুই দলের কে নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশি নিশ্চিত? (উত্তর দাও) যদি জানো।

৮৩ যারা বিশ্বাস করে আর যারা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞান মিশ্রিত করে না—এরাই তারা যারা নিরাপত্তা লাভ করবে, আর তারাই সুপথে চালিত।

দশম অনুচ্ছেদ

৮৪ আর এই আমার বিচার-ধারা যা আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার লোকদের বিরুদ্ধে। আমি জ্ঞানের স্তরে সমুন্নত করি যাকে খুশি। নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

৮৫ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ইসহাককে আর ইয়াকুবকে, প্রত্যেককে আমি পথ দেখিয়েছিলাম, আর নূহ্‌কে আমি পথ দেখিয়েছিলাম এর পূর্বে, আর তার বংশধর দাউদ আর সোলায়মান আর আইয়ুব আর ইউসুফ আর মূসা আর হারুনকে, আর এইভাবে আমি পুরস্কৃত করি সৎকর্মশীলদের।

৮৬ আর যাকারিয়া আর এহিয়া আর ঈসা আর ইলিয়াসকে—তাদের প্রত্যেকে ভালোদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৭ আর ইসমাইল আর এলিশা (ইয়াসাআ) আর ইউনুস, আর লূত—প্রত্যেককে আমি বিশ্বজগতে অশেষ গুণান্বিত করেছিলাম।

৮৮ আর তাদের পিতাদের আর বংশধরদের আর তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে, তাদের আমি নির্বাচিত করেছিলাম আর চালিয়েছিলাম সরল পথে।

৮৯ এই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, এর দ্বারা তিনি চালিত করেন তাঁর দাসদের যাকে খুশি, আর যদি তারা (তাঁর) অংশী দাঁড় করিয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহ তারা যা করেছে সব তাদের জন্য বৃথা হয়েছে।

৯০ এরাই তারা যাদের আমি দিয়েছিলাম গ্রন্থ আর হুকুম আর ভবিষ্যদ্বাণী, সেজন্য এরা যদি এসবে অবিশ্বাসী হয় তবে নিঃসন্দেহ আমি এর ভার দেবো একটি সম্প্রদায়ের উপরে যারা অবিশ্বাসী হবে না;

৯১ এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ চালিত করেছেন, সেজন্য তাদের পথনির্দেশের অনুবর্তী হও। বলো : আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পুরস্কার চাই না, নিঃসন্দেহ এটি জগতের কাছে স্মারক ভিন্ন আর কিছু নয়।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৯২ আর তারা আল্লাহ্‌র কদর করে না তাঁর যোগ্য কদর দিয়ে যখন তারা বলে : কোনো মানুষের কাছে আল্লাহ্ কিছু অবতীর্ণ করেন নি। বলো : কে অবতীর্ণ করেছিলেন গ্রন্থ যা মূসা এনেছিলেন—মানুষের জন্য এক আলোক ও পথনির্দেশ—যা তোমরা কাগজের উপরে তুলেছ, তোমরা তা দেখাও আর অনেকটা লুকোও, আর তোমাদের শেখানো হয়েছিল যা তোমরা জানতে না—তোমরাও না তোমাদের পিতাপিতামহরাও না?

৯৩ আর এই গ্রন্থ আমি অবতীর্ণ করেছি—পুণ্যময়, পূর্ববর্তীর সমর্থক—আর যেন তুমি সতর্ক করতে পারো নগরজননীকে (মক্কাকে) ও তার পার্শ্ববর্তীদের, আর যারা পরকালে বিশ্বাসী তারা এতে বিশ্বাস করে আর তারা তাদের উপাসনাসমূহের রক্ষণকারী।

৯৪ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে অথবা বলে : আমার কাছে প্রত্যাদেশ এসেছে, কিন্তু তার কাছে কোনো প্রত্যাদেশ আসে নি, আর সে যে বলে : আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মতো কিছু আমি অবতীর্ণ করতে পারি। আর যদি তুমি দেখতে যখন অন্যায়কারীরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর ফেরেশ্‌তারা তাদের হাত বাড়িয়েছে এই বলে' : দাও তোমাদের অন্তরাত্মা, আজ তোমাদের দেওয়া হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বলেছিলে যা সত্য নয়, আর যেহেতু তোমরা তাঁর নির্দেশাবলী সম্বন্ধে অহঙ্কার দেখিয়েছ!

৯৫ আর নিঃসন্দেহ তোমরা আমার কাছে এসেছ একলা যেমন তোমাদের আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম, আর পেছনে ফেলে এসেছ যা সব তোমাদের দিয়েছিলাম, আর তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা ঘোষণা করেছিলে যে তারা (আল্লাহ্‌র) সঙ্গী তোমাদের সম্বন্ধে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যেকার বন্ধন এখন কাটা পড়েছে আর তোমরা যা ভেবেছিলে তা তোমাদের জন্য মিথ্যা হয়েছে।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯৬ নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্—দ্বিধা-ভিন্ন করেন শস্যবীজ আর খেজুরের আঁটি (অঙ্কুর উদ্‌গমের জন্য), তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিতদের উদ্‌গত করেন আর (তিনি) জীবিতদের মধ্যে থেকে মৃতদের উদ্‌গমকারী। এই আল্লাহ্। কেমন ক'রে তবে তোমরা বিকৃতবুদ্ধি হও?

৯৭ তিনি উষার বিদারক ; আর তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এইই মহাশক্তি জ্ঞানময়ের বিধান।

৯৮ আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তারা-দল যেন তোমরা তাদের সাহায্যে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চলতে পারো। আমার নির্দেশাবলী পরিচ্ছন্ন করেছি যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য।

৯৯ আর তিঁনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে আর তোমাদের দিয়েছেন বাসস্থান আর ভাণ্ডার। আমার নির্দেশাবলী পরিচ্ছন্ন করেছি যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য।

১০০ আর তিনিই আকাশ থেকে পাঠান জলধারা ; তার পর তার দ্বারা আমি উদ্‌গত করি সব রকমের কুঁড়ি, তার পর তা থেকে আমি উদ্‌গত করি সবুজ (পাতা) যা থেকে আমি তৈরি করি থোকা থোকা শস্য, আর খেজুরের গাছ থেকে তার কাঁদি থেকে নাগালের মধ্যেকার থোকা থোকা খেজুর, আর আঙুরের আর জলপাইয়ের আর ডালিমের বাগান—এক রকমের, বহু রকমের—দেখো তাকিয়ে তাদের ফল যখন ফল ধরে আর তাদের পাকা। নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য।

১০১ আর তারা 'জিন'কে আল্লাহ্‌র শরিক করে, কিন্তু তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তারা তাঁতে আরোপ করে পুত্র ও কন্যা অজ্ঞানে ; তাঁরই মহিমা, আর মহীয়ান তিনি তারা তাঁতে যা আরোপ করে সেসব থেকে।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০২ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা—তাঁর কেমন ক'রে পুত্র থাকবে যখন তাঁর কোনো স্ত্রী নেই; আর যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু আর তিনি জ্ঞাতা সব কিছুর।

১০৩ এই আল্লাহ্—তোমাদের পালয়িতা, নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন ; সব-কিছুর স্রষ্টা-- সেজন্য তাঁর উপাসনা করো, আর তিনি সব-কিছুর রক্ষক।

১০৪ দৃষ্টি তাঁর ইয়ত্তা পায় না আর তিনি (সব) দৃষ্টির পরিজ্ঞাতা, আর তিনি সূক্ষ্মের জ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।

১০৫ নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাবলী এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে; সেজন্য যে কেউ দেখে, সেটি তার নিজের অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ অন্ধ হবে সেটি যাবে তার বিরুদ্ধে ; আর আমি তোমাদের উপরে রক্ষক নই।

১০৬ আর এইভাবে আমি নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করি আর যেন তারা বলতে পারে : তুমি পাঠ করেছ ; আর যেন আমি এটি স্পষ্ট করতে পারি সেই লোকদের কাছে যারা জানে।

১০৭ তার অনুবর্তী হও যা তোমার কাছে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে; নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন; আর সরে দাঁড়াও বহুদেববাদীদের থেকে।

১০৮ আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা (তাঁর) অংশী খাড়া করতো না ; আর আমি তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নি, আর তুমি তাদের ভারপ্রাপ্ত নও।

১০৯ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের আরাধনা করে তাদের গালি দিও না পাছে সীমা লঙ্ঘন ক'রে অজ্ঞানে তারা আল্লাহ্কে গালি দেয়। এইভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কাজ আমি চিত্তাকর্ষক করেছি ; তারপর তাদের পালয়িতার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন কি তারা করতো।

১১০ আর তারা শপথ করে খুব জোরালো শপথের দ্বারা যে যদি কোনো নিদর্শন তাদের কাছে আসতো তারা নিঃসন্দেহ তাতে বিশ্বাস করতো। বলো : সব নিদর্শন আল্লাহ্র কাছে ; আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে যদি তা আসতো তবে তারা বিশ্বাস করতো না।

১১১ আর আমি বদলে দিই তাদের অন্তঃকরণ আর তাদের দৃষ্টি ; যেমন ক'রে তারা এতে বিশ্বাস করে নি প্রথমে, (তেমনি) আমি তাদের ছেড়ে দেবো বিদ্রোহের পথে অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে।

অষ্টম খণ্ড

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১১২ আর যদি আমি তাদের জন্য পাঠাতাম ফেরেশ্তাদের, আর মৃতরা তাদের বলতো, আর সব কিছু যদি তাদের সামনে হাজির করতাম, তারা বিশ্বাস করতো না যদি না আল্লাহ্র ইচ্ছা হোতো ; কিন্তু তাদের অনেকেই অজ্ঞ।

১১৩ আর এইভাবে আমি প্রত্যেক বাণীবাহকের জন্য সৃষ্টি করেছি শত্রু—মানুষ ও 'জিনে'র মধ্যেকার শয়তান—তারা একে অন্যকে বলে রঞ্জিত মিথ্যা তাদের ভোলাবার জন্য, আর যদি তোমার পালয়িতার ইচ্ছা হোতো তবে তারা এ করতো না; সেজন্য ছেড়ে দাও তাদের আর তারা যা রচনা করে —

১১৪ আর যাদের অন্তরাত্মা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা যেন এদিকে হেলতে পারে, তারা যেন এতে খুশিও হতে পারে, আর তারা যেন উপার্জন করতে পারে যা তারা উপার্জন করতে যাচ্ছে।

১১৫ তবে কি আমি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো বিচারক খুঁজবো যখন তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন গ্রন্থ—বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত? আর যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা জানে যে এটি অবতারিত হয়েছে তোমার পালয়িতার দ্বারা সত্যসহ। সেজন্য দোলায়িতচিত্তদের দলের হয়ো না।

১১৬ আর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত তোমার পালয়িতার বাণী সত্যে ও ন্যায়ে ; কিছুই তাঁর বাণী পরিবর্তিত করতে পারে না, আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১১৭ আর যদি তুমি পৃথিবীর অনেকের অনুবর্তী হও তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করবে, তারা অনুসরণ করে না একটি মত ভিন্ন আর কিছু, আর তারা অনুমান করে মাত্র।

১১৮ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা—তিনি ভালো জানেন কে বিপথে যায় তাঁর পথ থেকে আর তিনি ভালো জানেন যারা সুপথে চালিত তাদের।

১১৯ সেজন্য তা খাও যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাঁর নির্দেশসমূহে !

১২০ আর কি কারণ তোমাদের আছে যে তোমরা তা খাবে না যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর তিনি এর পূর্বেই তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন কি তিনি তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন—তোমরা যা করতে বাধ্য হও তা ব্যতীত—আর নিঃসন্দেহ অনেকে লোকদের বিপথে চালিত করে তাদের খেয়ালের দ্বারা অজ্ঞানতার বশে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা—তিনি জানেন যারা সীমা লঙ্ঘন করে তাদের।

১২১ আর পরিহার করো প্রকাশ্য ও গোপন পাপ, নিঃসন্দেহ যারা পাপ উপার্জন করে তাদের তাই দেওয়া হবে যা তারা উপার্জন করেছে।

১২২ আর তা খেও না যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় নি—আর নিঃসন্দেহ তা সীমা লঙ্ঘন ; আর নিঃসন্দেহ শয়তানরা তাদের বন্ধুদের মন্ত্রণা দেয় যেন তারা তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে ; আর যদি তাদের অনুবর্তী হও তবে নিঃসন্দেহ তোমরা বহুদেববাদী হবে।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১২৩ যে ছিল মৃত তারপর আমি তাকে পুনর্জীবিত করলাম আর তার জন্য তৈরি করলাম একটি আলোক যারা সাহায্যে সে মানুষদের মধ্যে চলে—সে কি তার মতো যার তুলনা হচ্ছে এমন একজন যে ঘোর অন্ধকারে যা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না? অবিশ্বাসীরা যা করতো এইভাবে তা তাদের চিত্তাকর্ষক ক'রে দেখানো হয়েছিল।

১২৪ আর এইভাবে আমি প্রত্যেক শহরে তার প্রধানদের করেছি সেখানকার অপরাধী যেন তারা তার মধ্যে চক্রান্ত ক'রে চলে, আর তারা চক্রান্ত করে না নিজেদের অন্তরাত্মার বিরুদ্ধে ভিন্ন, আর তারা বুঝতে পারে না।

১২৫ আর যখন কোনো নির্দেশ তাদের কাছে আসে তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র রসুলদের যা দেওয়া হয়েছে তার মতো কিছু আমাদের দেওয়া হয়। আল্লাহ্ ভালো জানেন কার উপরে তাঁর বাণীবহনের ভার দেবেন। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে লাঞ্ছনা আর কঠিন শাস্তি পড়বে তাদের উপরে যারা অপরাধী তারা যে চক্রান্ত করেছিল সেইজন্য।

১২৬ সেজন্য যার জন্য আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে তাকে পথ দেখাবেন তার বক্ষ তিনি উন্মোচিত করেন আত্মসমপর্ণের (ইসলামের) জন্য, আর যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রান্ত করবেন তার বক্ষ তিনি করেন বদ্ধ ও সংকীর্ণ যেন সে উপরের দিকে উঠছে। এইভাবে আল্লাহ্ লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন তাদের উপরে যারা বিশ্বাস করে না।

১২৭ আর এই হচ্ছে তোমার পালয়িতার পথ—সরল পথ ; নিঃসন্দেহ নির্দেশসমূহ আমি স্পষ্ট করছি তাদের জন্য যারা বুঝতে চায়।

১২৮ তারা তাদের পালয়িতার কাছে পাবে শান্তির আলয়, আর তিনি তাদের রক্ষাকারী বন্ধু তাদের কর্মের জন্য।

১২৯ আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন : হে 'জিন'-সমাজ, তোমরা মানুষদের অনেককে বিপথে নিয়েছিলে। আর মানুষেদের মধ্যে থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমরা কেউ কেউ পরস্পরের দ্বারা লাভবান্ হয়েছিলাম আর তুমি আমাদের জন্য যে কাল নির্ধারিত করেছিলে তার অন্তে আমরা এসে পৌছেছি। তিনি বলবেন : আগুন হচ্ছে তোমাদের আবাসস্থল তাতে বাস করার জন্য সে ব্যতীত যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন ; নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

১৩০ আর এইভাবে কোনো কোনো অন্যায়কারীকে আমি পরস্পরের সহায় হতে দিই তারা যা উপার্জন করেছে সেজন্য।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৩১ হে 'জিন' ও মানুষের সমাজ ; তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের কাছে কি বাণীবাহকরা আসেন নি তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলীর বর্ণনা ক'রে আর তোমাদের আজকার এই দিনের একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে? তারা বলবে : আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর সংসারের জীবন তাদের ভুলিয়েছিল। আর তারা নিজেদের অন্তরাত্মা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।

১৩২ এটি এই জন্য যে তোমার পালয়িতা বসতিগুলো অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না যখন সেসবের বাসিন্দারা অনবহিত।

১৩৩ আর সবার তাদের কর্মের জন্য আছে স্তর-বিভাগ ; আর তোমার পালয়িতা অনবহিত নন তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

১৩৪ আর তোমার পালয়িতা স্বয়ংসম্পূর্ণ—করুণার রাজাধিরাজ। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন আর তোমাদের পরে যাদের খুশি তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন যেমন তিনি তোমাদের উত্থিত করেছেন অন্য লোকদের বীজ থেকে।

১৩৫ নিঃসন্দেহ যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে তা ঘটবেই, আর তোমরা তা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

১৩৬ হে আমার জাতি, তোমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করো—আমিও কাজ করছি, সেজন্য অবিলম্বে তোমরা জানতে পারবে আমাদের কার লাভ হবে শেষের আলয়; নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা সফল হবে না।

১৩৭ আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য রেখে দেয় যা তিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ফসল ও পশুর এক অংশ আর বলে : এই আল্লাহ্‌র জন্য—এই তাদের উক্তি—আর এই আমাদের (সাহায্যকারী) অংশীদের জন্য ; তারপর যা তাদের অংশীদের জন্য তা আল্লাহ্‌র কাছে

পৌঁছে না আর যা-কিছু আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত করা হয় তা পৌঁছে তাদের অংশীদের কাছে। মন্দ যা তারা ব্যবস্থা করে।

১৩৮ আর এইভাবে তাদের (আল্লাহ্‌র) অংশীরা বেশির ভাগ বহুদেববাদীদের জন্য চিত্তাকর্ষক করেছে তাদের সন্তানহত্যা যেন তাদের ধ্বংস করতে পারে আর ঘোরালো করেছে তাদের ধর্ম। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করতো না ; সেজন্য ছেড়ে দাও তাদের আর তারা যা উপার্জন করে।

১৩৯ আর তারা বলে : এইসব পশু ও ফসল নিষিদ্ধ—কেউ এইসব খাবে না আমি যাদের ইচ্ছা করি তারা ব্যতীত। এই তাদের উক্তি—আর পশু যাদের পিঠ নিষিদ্ধ, আর যেসব পশুর উপরে তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না—এইসব তাঁর বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন ; আর তিনি প্রতিদান দেবেন তাদের উদ্ভাবনের জন্য।

১৪০ আর তারা বলে : এই পশুদের পেটে যা আছে সেসব বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য আর নিষিদ্ধ আমাদের স্ত্রীদের জন্য ; আর যদি তা মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তবে তারা সবাই তাতে অংশী হয়। তিনি তাদের প্রতিফল দেবেন তাদের উদ্ভাবনের জন্য। নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ।

১৪১ নিঃসন্দেহ তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে নির্বোধের মতো অজ্ঞানে, আর নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ক'রে, নিঃসন্দেহ তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ; আর তারা সুপথে চালিত নয়।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৪২ আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন (আঙুরের) বাগান বাউনিযুক্ত অথবা বাউনি-ছাড়া আর খেজুর আর বহু ধরনের গন্ধযুক্ত ফসল, আর জলপাই আর ডালিম, এক রকমের বহু রকমের, সেসবের ফল খাও যখন সেসব ফলে আর তাদের দরুন যা দেয় তা দাও ফসল তোলার দিনে, আর অমিতব্যয়ী হয়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না।

১৪৩ পশুদের (তিনি সৃষ্টি করেছেন) কতকগুলোকে বোঝা বওয়ার জন্য, কতকগুলোকে খাদ্যের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন সেসব থেকে খাও আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রো না, কেন না নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৪ আট জোড়া ভেড়ার দুটো আর ছাগলের দুটো। বলো : তিনি কি নিষিদ্ধ করেছেন দুটো মর্দা অথবা দুটো মাদী? অথবা যা মাদী দুটোর পেটে আছে? জেনে আমাকে বলো : যদি সত্যবাদী হও।

১৪৫ আর দুটো উট আর দুটো গরু। বলো : তিনি নিষিদ্ধ করেছেন দুটো মর্দা, না দুটো মাদী? অথবা দুটো মাদীর পেটে যা আছে? অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই বিধান করেছিলেন? কে তবে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা তৈরি করে যেন লোকদের বিপথে চালিত করতে পারে অজ্ঞানে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পথ দেখান না অন্যায়কারীদের।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৪৬ আমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমি খাদকদের জন্য কোনো খাদ্য নিষিদ্ধ দেখছি না এই সব ব্যতীত—যা নিজে মরেছে, অথবা ঝরানো রক্ত অথবা শূকরের মাংস—কেন না তা নিঃসন্দেহ অশুচি—অথবা যা সীমা লঙ্ঘন তার উপরে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য নাম উচ্চারণ করার দরুন। কিন্তু যে কেউ দায়ে পড়ে—আকাঙ্ক্ষা না ক'রে সীমা লঙ্ঘন না ক'রে—তবে নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৪৭ যারা ইহুদি তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী ; আর গরু ও ভেড়ার মধ্যে তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম উভয়ের চর্বি তাদের পিঠের উপরকার অথবা পেটের মধ্যেকার অথবা যা হাড়ের সঙ্গে যুক্ত তা ব্যতীত, এটি ছিল একটি শাস্তি আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার জন্য ; আর আমি নিঃসন্দেহ সত্যপরায়ণ।

১৪৮ কিন্তু যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বলো : তোমাদের পালয়িতা করুণার রাজাধিরাজ, আর তাঁর শাস্তি প্রতিহত হবে না অপরাধী সম্প্রদায়ের থেকে।

১৪৯ যারা বহুদেববাদী তারা বলবে : যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হোতো তবে আমরা (তাঁর) অংশী দাঁড় করতাম না—আমাদের পূর্বপুরুষরাও না—কিংবা আমরা নিজেদের কিছু নিষিদ্ধও করতাম না। এইভাবে এদের পূর্ববর্তীরা তাঁদের (আল্লাহ্‌র বাণীবাহকদের) মিথ্যাবাদী বলেছিল যে পর্যন্ত না তারা আমার শাস্তির স্বাদ জেনেছিল। বলো : কোনো জ্ঞান কি তোমাদের আছে আমাদের সামনে যা হাজির করতে পারো? তোমরা শুধু মতের অনুসরণ করছ, আর তোমরা শুধু মিথ্যা কথা বলো।

১৫০ বলো : তবে আল্লাহ্‌রই শেষ তর্ক, অতএব যদি তাঁর ইচ্ছা হোতো তবে তোমাদের সবাইকে তিনি পথ দেখাতেন।

১৫১ বলো : তোমাদের সাক্ষীদের আন যারা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ্ এই নিষেধ করেছেন; তারপর যদি সাক্ষ্য দেয়, তাদের সঙ্গে সাক্ষ্য দিও না ; আর তাদের খেয়ালের অনুবর্তী হোয়ো না যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর পরকালে বিশ্বাস করে না, আর তারা (অন্যদের) তাদের পালয়িতার সমকক্ষ জ্ঞান করে।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫২ বলো : এসো, আমি তোমাদের বলবো তোমাদের পালয়িতা তোমাদের জন্য কি নিষিদ্ধ করেছেন : তাঁর সঙ্গে কিছুকে অংশী ক'রো না, আর তোমাদের পিতামাতার প্রতি ভালো আচরণ করো, আর তোমাদের সন্তানদের হত্যা ক'রো না দারিদ্র্যের ভয়ে, আমি খেতে দিই তোমাদের ও তাদের, আর গর্হিতের কাছে যেয়ো না সেসবের যা প্রকাশ্য আর যা গোপন, আর নরহত্যা ক'রো না যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায়ের প্রয়োজনে ভিন্ন,—এইসব তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা বুঝতে পারো।

১৫৩ আর অনাথের সম্পত্তির কাছে যেয়ো না যা শ্রেষ্ঠতর সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন যে পর্যন্ত না সে সাবালগ হয়, আর পুরো মাপ আর ঠিক বাটখারা দাও ন্যায়ের সঙ্গে। আমি কারো

উপরে ভার চাপাই না যা তার সাধ্যের অতিরিক্ত ; আর যখন কথা বলো তখন ন্যায়নিষ্ঠ হও যদি আপনজনের বিরুদ্ধেও হয় ; আর আল্লাহ্‌র (সামনে অনুষ্ঠিত) অঙ্গীকার পালন করো ;—এই সব তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা স্মরণ করতে পারো।

১৫৪ আর (জেনো) এই আমার পথ—সরল পথ—সেজন্য তার অনুসরণ করো, আর অন্যান্য পথ অনুসরণ ক'রো না কেন না সেসব তোমাদের তাঁর পথ থেকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবে ; এই তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা সীমা রক্ষা করো।

১৫৫ পুনরায়—আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম মূসাকে—পূর্ণাঙ্গ তার জন্য যে ভালো কাজ করে, আর সব-কিছুর ব্যাখ্যা, আর পথনির্দেশ, আর করুণা—যেন তারা বিশ্বাস করে তাদের পালয়িতার সঙ্গে যে দেখা হবে সে সম্বন্ধে।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৬ আর এটি এক পুণ্য গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি, অতএব এর অনুসরণ করো আর সীমা রক্ষা করো যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো :

১৫৭ যেন তোমরা না বলো : আমাদের পূর্বে মাত্র দুই সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল আর আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবিদিত ছিলাম তারা যা পড়তো সে বিষয়ে ;

১৫৮ অথবা যেন তোমরা না বলো : যদি আমাদের কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ হোতো তবে নিঃসন্দেহ আমরা তাদের চাইতে ভালোভাবে চালিত হতাম। সেজন্য তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ, আর পথনির্দেশ, আর করুণা। কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব থেকে ফিরে যায়? যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব থেকে ফিরে যায়? যারা আমার নির্দেশসমূহের প্রতি বিমুখ তাদের আমি প্রতিদান দেবো অবাঞ্ছিত শাস্তি দিয়ে যেহেতু তারা বিমুখ হয়েছিল।

১৫৯ তারা প্রতীক্ষা করছে আর কিছুর জন্য নয় এই ভিন্ন যে ফেরেশ্‌তারা তাদের কাছে আসবে, অথবা তোমার পালয়িতা আসবেন অথবা তোমার পালয়িতার কিছু কিছু নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার পালয়িতার কিছু কিছু নিদর্শন আসবে, তাতে বিশ্বাস কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না যে পূর্বে বিশ্বাস করে নি, অথবা সেই বিশ্বাসের ফলে কিছু কল্যাণ অর্জন করে নি। বলো : অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

১৬০ নিঃসন্দেহ যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে তাদের জন্য তোমার কিছু করবার নেই, তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে ; পরে তিনি তাদের জানাবেন তারা কি করেছিল।

১৬১ যে কেউ একটি ভালো কাজ আনে, সে পাবে তার মতো দশটি, আর যে কেউ মন্দ কাজ আনে সে তার জন্য প্রতিদানে পাবে একটিই ; আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

১৬২ বলো : নিঃসন্দেহ, আমাকে আমার পালয়িতা চালিত করেছেন সরল পথে—এক সত্য ধর্মে—ঋজুপ্রকৃতির ইব্রাহিমের সমাজে—আর তিনি বহুদেববাদী ছিলেন না।

১৬৩ বলো : নিঃসন্দেহ্ আমার উপাসনা আর আমার কোরবানি আর আমার জীবন আর আমার মৃত্যু (সব) আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালয়িতা।

১৬৪ কোনো অংশী নেই তাঁর, আর এতে আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের মধ্যে আমি প্রথম।

১৬৫ বলো : কী! আমি কি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য পালয়িতা খুঁজবো? আর তিনি সব-কিছুর পালয়িতা। আর কোনো মানুষ মন্দ কিছু অর্জন করে না নিজের সম্বন্ধে ভিন্ন ; আর কোনো ভারবাহী অন্যের ভার বহন করবে না ; তারপর তোমাদের পালয়িতার কাছে প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে বিষয়ে।

১৬৬ আর তিনি তোমাদের স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে, আর তোমাদের কাউকে মর্যাদায় অন্যদের উপরে স্থাপন করেছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার দ্বারা। নিঃসন্দেহ্ তোমার পালয়িতা প্রতিফলদানে সত্বর, আর নিঃসন্দেহ্ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

আল্‌-আ'রাফ

[আল্‌-আ'রাফ—কোর্‌আন শরীফের সপ্তম সূরা। এর অর্থ 'উঁচু স্থানসমূহ'—এই সূরায় ৪৬ সংখ্যক আয়াতে বা শ্লোকে 'আ'রাফ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।

টীকাকাররা এটিকে এর পূর্ববর্তী আল্‌-আ'নাম-এর সমসাময়িক মনে করেছেন, কেবল এর কয়েকটি আয়াতকে কেউ কেউ মদিনীয় বলেছেন। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তাদের শোচনীয় পরিণামের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত এতে দেওয়া হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম—সাদ—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা সত্যপরায়ণ।

২ (এটি) তোমার কাছে অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ—অতএব এর জন্য তোমার বক্ষে কোনো সংকোচ না থাকুক—যেন তুমি সতর্ক করতে পারো এর দ্বারা, আর (এটি) বিশ্বাসীদের জন্য একটি স্মারক।

৩ অনুসরণ করো যা তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, আর তাঁকে ভিন্ন অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ ক'রো না ; কমই তোমরা স্মরণ করো।

৪ আর কত কত বসতি—যা আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি এসেছিল তাতে রাত্রে, অথবা তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল দুপুরে।

৫ কোনো অজুহাত তাদের ছিল না যখন আমার ভয় তাদের উপরে এসে পড়েছিল এই কথা বলা ভিন্ন : নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।

৬ নিঃসন্দেহ তখন তাদের আমি জিজ্ঞাসা করবো যাদের কাছে (বাণীবাহকদের) পাঠানো হয়েছিল, আর নিঃসন্দেহ আমি বাণীবাহকদেরও জিজ্ঞাসা করবো ;

৭ তখন নিঃসন্দেহ আমি তাদের কাছে বর্ণনা করবো অভিজ্ঞতার সঙ্গে, আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮ আর সেদিন ওজন করা হবে ন্যায়নিষ্ঠভাবে, তারপর যার (ভালো কাজের) ওজন হবে ভারি তারাই হবে সফলকাম।

৯ আর যার (ভালো কাজের) ওজন হবে হাল্কা এরাই তারা যারা তাদের অন্তরাত্মার ক্ষতি করেছে কেন না তারা আমার নির্দেশসমূহ অস্বীকার করেছিল।

১০ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি, আর তাতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি জীবিকার উপায় ; অল্পই তোমরা ধন্যবাদ জানাও। জীবিকার উপায় ; অল্পই তোমরা ধন্যবাদ জানাও ;

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি ; তার পর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি, তার পর ফেরেশ্‌তাদের বলেছিলাম: আদমকে সেজদা (নতি) করো। আর তারা সেজদা করেছিল ইবলিস ব্যতীত—সে তাদের অন্তর্গত নয় যারা সেজদা করে।

১২ তিনি বলেছিলেন : কি তোমাকে বাধা দিয়েছিল যে জন্য তুমি সেজদা করো নি যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম? সে বলেছিল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাকে তুমি সৃষ্টি করেছ কাদা থেকে।

১৩ তিনি বলেছিলেন : তবে নেমে যাও এখান থেকে, এখানে অহঙ্কার দেখানো তোমার জন্য নয়; সেজন্য চলে যাও। নিঃসন্দেহ তুমি তাদের দলের যারা মর্যাদাহীন।

১৪ সে বলেছিল : আমাকে সময় দাও সেইদিন পর্যন্ত যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।

১৫ তিনি বললেন : নিশ্চয় তোমাকে সময় দেওয়া গেল।

১৬ সে বললে : যেমন তুমি আমাকে বিপথে পাঠিয়েছ সেজন্য নিশ্চয় আমি তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো তোমার সরল পথে।

১৭ তার পর তাদের উপরে আমি এসে পড়বো তাদের সামনে থেকে, আর তাদের পেছন থেকে, আর তাদের ডান হাতের দিক থেকে, আর তাঁদের বাঁ হাতের দিক থেকে, আর তাদের অনেককেই তুমি পাবে না কৃতজ্ঞ।

১৮ তিনি বললেন : চলে যাও এখান থেকে—মর্যাদাহীন, বিতাড়িত,—তাদের যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে—নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোমাদের সবার দ্বারা।

১৯ আর—হে আদম, তুমি আর তোমার পত্নী বাস করো বাগানে আর খাও যেখান থেকে খুশি, আর এই গাছের কাছে এসো না কেন না তাহলে তোমরা হবে অন্যায়কারীদের দলের।

২০ তার পর শয়তান তাদের মন্ত্রণা দিলে যেন সে তাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে তাদের কাছে যা গোপন ছিল তাদের লজ্জার বিষয়ে, আর সে বললে : তোমাদের পালয়িতা এই গাছের কাছে যেতে তোমাদের নিষেধ করেছেন পাছে তোমরা দুইজন ফেরেশ্‌তা হ'য়ে যাও, অথবা চিরজীবী হও।

২১ আর সে তাদের দুই জনের কাছে শপথ করলে : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অকৃত্রিম পরামর্শদাতা।

২২ এইভাবে সে তাদের বিপথে চালালো ভুলিয়ে, আর যখন তারা বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করলো তাদের লজ্জা তাদের কাছে ব্যক্ত হোলো, আর তারা উভয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলো বাগানের পাতা দিয়ে। আর তাদের পালয়িতা তাদের ডেকে বললেন : তোমাদের দুইজনকেই কি আমি নিষেধ করি নি ঐ গাছ থেকে আর তোমাদের কি বলি নি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

২৩ তারা বললে : হে আমাদের পালয়িতা, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আর যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের করুণা (না) করো তবে নিঃসন্দেহ আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলের হবো।

২৪ তিনি বললেন : নেমে যাও—একে অন্যের শত্রু হয়ে, আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আছে আবাসস্থল আর জীবিকার সংস্থান কিছু দিনের জন্য।

২৫ (আরো) বললেন : সেখানে তোমরা বাস করবে আর সেখানে তোমরা মরবে আর সেখান থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ হে আদম-সন্তানগণ, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য আবরণ প্রেরণ করেছি তোমাদের লজ্জা ঢাকবার জন্য, আর শোভার জন্য ; আর সীমা রক্ষার আবরণ—তাই শ্রেষ্ঠ। এ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী থেকে—যেন তারা স্মরণ করে।

২৭ হে আদম-সন্তানগণ, শয়তান যেন তোমাদের দুর্বিপাকে না ফেলে যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে বার করে এনেছিল উদ্যান থেকে তাদের উভয়ের থেকে তাদের (অপাপের) আবরণ ছিন্ন ক'রে যেন সে তাদের দেখাতে পারে তাদের লজ্জা ; নিঃসন্দেহ সে তোমাদের দেখে, সে আর তার দলবদল, কোথা থেকে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না। নিঃসন্দেহ আমি শয়তানদের করেছি তাদের বন্ধু যারা বিশ্বাস করে না।

২৮ আর যখন তারা কোনো গর্হিত কর্ম করে তারা বলে : আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের এই করতে দেখেছি, আর আল্লাহ্ এ আমাদের জন্য বিধান করেছেন। বলো : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ গর্হিতের বিধান দেন নি ; তোমরা কি বলো আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা তোমরা জানো না?

২৯ বলো : আমার পালয়িতা বিধান দিয়েছেন ন্যায়ের ; আর তোমাদের মুখ সোজা করে দাঁড়াও প্রত্যেক উপাসনাস্থলে, আর তাঁকে ডাকো ধর্ম বিশুদ্ধ ক'রে তাঁরই জন্য। যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি তোমরা ফেরো (তাঁর কাছে)।

৩০ একদলকে তিনি চালিত করেছেন সুপথে, আর অন্য দলের প্রাপ্য পথভ্রান্তি সংগতভাবেই ; নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্ ভিন্ন শয়তানদের গ্রহণ করেছিল বন্ধুরূপে, আর তারা মনে করে তারা ঠিক পথে চালিত।

৩১ হে আদম-সন্তানগণ, তোমাদের শোভার দিকে দৃষ্টি দাও প্রত্যেক উপাসনাস্থলে ; আর খাও ও পান করো ; আর অমিতব্যয়ী হয়ো না ; নিঃসন্দেহ তিনি অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩২ বলো : কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহ্‌র (অনুমোদিত) শোভা (বর্ধন) যা তিনি তাঁর দাসদের জন্য এনেছেন, আর তাঁর ব্যবস্থিত উত্তম খাদ্যসম্ভার? বলো : এসব বিশ্বাসীদের জন্য এই পার্থিব জীবনে[১]—শেষ বিচারের দিনে এসব বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে। এইভাবে আমি নির্দেশাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা করি যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য।

৩৩ বলো : আমার পালয়িতা নিষিদ্ধ করেছেন শুধু গর্হিত কর্ম—সেসবের যা গোপন আর যা প্রকাশ্য—আর পাপ, আর অন্যায় বিদ্রোহ, আর যা তোমরা অংশীরূপে দাঁড় করাও আল্লাহ্‌র সঙ্গে যার জন্য কোনো নির্দেশ তিনি তোমাদের দেন নি, আর তোমরা যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বলো যা তোমরা জানো না।

৩৪ আর প্রত্যেক জাতির জন্য নির্ধারিত কাল আছে ; সেইজন্য সেই নির্ধারিত কাল যখন আসে তখন তারা থাকবে না সামান্য সময়ও ; তারা যাবেও না তার আগে।

---

১. দেখা যাচ্ছে কোর্‌আনের মতে সভ্য ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ধার্মিকদের অন্যতর করণীয়।

৩৫ হে আদম-সন্তানগণ, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে থেকে পয়গাম্বররা আসেন যাঁরা বর্ণনা করেন আমার নির্দেশাবলী—তবে যে কেউ সীমা রক্ষা করে আর ভালো করে তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখও করবে না ;

৩৬ আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব থেকে গর্বের সঙ্গে ফিরে যায়—এরাই হচ্ছে আগুনের অধিবাসী, তারা থাকবে তাতে স্থায়ীভাবে।

৩৭ কে তবে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে? (তাদের জন্য) তাদের (ভাগ্য) লিপির নির্ধারিত অংশ এসে পৌঁছবে যতক্ষণে আমার দূতরা (মৃত্যদূতরা) তাদের কাছে আসবে তাদের মৃত্যু ঘটাতে—তারা বলবে : কোথায় তা যাকে তোমরা ডাকতে আল্লাহ্ ভিন্ন? তারা বলবে : তারা আমাদের থেকে চলে গেছে। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।

৩৮ তিনি বলেন : আগুনে প্রবেশ করো জিনদের ও মানুষদের সেইসব জাতির মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে। যখনই কোনো জাতি তাতে প্রবেশ করবে তারা তাদের ভগিনীস্থানীয় জাতিকে অভিসম্পাত করবে যে পর্যন্ত না তারা সবাই একে অন্যের সঙ্গে তাতে এসে পড়বে, তাদের শেষজন তাদের প্রথমজনের প্রতি বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, এরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, সেজন্য তাদের দাও আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি। তিনি বলবেন : প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি আছে, কিন্তু তোমরা জানো না।[২]

৩৯ আর তাদের প্রথমজন তাদের শেষ জনকে বলবে : তাহলে তোমাদের অবস্থা আমাদের চাইতে কোনো অংশে ভালো নয়, অতএব যা তোমরা উপার্জন করতে তার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪০ নিঃসন্দেহ যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব থেকে ফিরে যায় গর্বের সঙ্গে, অন্তরীক্ষের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে না, তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত উট প্রবেশ করে সূচের ছিদ্র দিয়ে। আর এইভাবে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিই।

৪১ তাদের জন্য হবে জাহান্নামের বিছানা আর উপর থেকে হবে (জাহান্নামের) আবরণ, আর এইভাবে আমি অন্যায়কারীদের প্রতিফল দিই।

৪২ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—আমি কারো উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার দিই না—তারা হচ্ছে বেহেশ্তের বাসিন্দা, তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

৪৩ আর আমি দূর ক'রে দেবো অস্বস্তিকর যা-কিছু আছে তাদের বুকে, তাদের নিচে দিয়ে বইবে বহু নদী আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যিনি আমাদের চালিত করেছেন এতে, আর আমরা এই পথ পেতাম না যদি আল্লাহ্ আমাদের পথ না

---

২. দ্বিগুণ শাস্তি নিজের অন্যায়ের জন্য আর অপরের সামনে মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য।

দেখাতেন, নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার বাণীবাহকরা সত্য এনেছিলেন। আর তাদের কাছে ঘোষণা করা হবে : এই বেহেশ্‌ত–এর অধিকার তোমরা পেলে তোমরা যা করতে তার জন্য।

৪৪ আর বেহেশ্‌তের বাসিন্দারা ডেকে বলবে আগুনের বাসিন্দাদের : নিঃসন্দেহ আমরা পেয়েছি আমাদের পালয়িতা যা ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য, তোমরাও কি পেয়েছ তোমাদের পালয়িতা যা ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য? তারা বলব : হাঁ। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে : আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অন্যায়কারীদের উপরে —

৪৫ যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরায় আর তাকে বাঁকা করার চেষ্টা করে, আর তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

৪৬ আর এই দুয়ের মধ্যে থাকবে একটি পর্দা আর উঁচুস্থানসমূহের লোকেরা যারা সবাইকে চেনে তাদের চিহ্নের দ্বারা, তারা বেহেশ্‌তের বাসিন্দাদের ডেকে বলবে : তোমাদের উপরে শান্তি (বর্ষিত হোক)। তারা এখনও তাতে প্রবেশ করে নি, তবে তারা আশা রাখে।

৪৭ আর যখন তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে আগুনের বাসিন্দাদের প্রতি তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের স্থান দিও না অন্যায়কারীদের সঙ্গে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৮ আর উঁচুস্থানসমূহের বাসিন্দারা যেসব লোকদের চিনবে তাদের চিহ্নের দ্বারা তাদের ডেকে বলবে : কোনো কাজে আসে নি তোমাদের সঞ্চয় করা আর তোমাদের অহঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার ;

৪৯ আর এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করেছিলে যে আল্লাহ্‌ তাদের উপরে করুণা করবেন না।—বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো ; কোনো ভয় নেই তোমাদের , তোমরা দুঃখও করবে না।

৫০ আর আগুনের বাসিন্দারা বেহেশ্‌তের বাসিন্দাদের ডেকে বলবে : আমাদের উপরে ঢালো কিছু পানি অথবা তা থেকে যা আল্লাহ্‌ তোমাদের দিয়েছেন। তারা বলবে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সেই দুইই নিষিদ্ধ করেছেন অবিশ্বাসীদের জন্য —

৫১ যারা তাদের ধর্মকে গ্রহণ করে খেলা ও কৌতুকরূপে, আর এই সংসারের জীবন তাদের ভোলায়, সেজন্য আমি তাদের পরিত্যাগ করেছি যেমন তারা অবহেলা করেছিল আজকার দিনে তাদের যে মিলিত হতে হবে সেই ব্যাপার, আর তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার নির্দেশাবলী।

৫২ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের জন্য এনেছি একটি গ্রন্থ যা আমি ব্যাখ্যা করেছি জ্ঞানের সঙ্গে—এক পথনির্দেশ আর করুণা যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য।

৫৩ তারা কি তবে পরিণাম ভিন্ন আর কিছুর অপেক্ষা করে? যেদিন এর শেষ পরিণাম আসবে, পূর্বে যারা এটি অবহেলা করেছিল তারা বলবে : নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার বাণীবাহকরা সত্য এনেছিলেন, আমাদের কোনো সুপারিশকারী আছে কি যে

আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে? অথবা আমরা কি (সংসারের জীবনে) প্রত্যাবৃত্ত হতে পারি যেন আমরা যা করেছিলাম তা ভিন্ন আর কিছু করি? নিঃসন্দেহ তারা তাদের অন্তরাত্মা হারিয়েছে, আর যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে বিদায় নিয়েছে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা হচ্ছে আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছিলেন অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ছয় দিনে—তারপর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন। তিনি দিনকে আবৃত করেন রাত্রি দিয়ে যা ত্বরিতগতি তার পশ্চাৎ-অনুসরণে, আর সূর্য আর চন্দ্র আর নক্ষত্রদের করেছেন সেবারত তাঁর আদেশে, নিঃসন্দেহ তাঁরই সৃষ্টি আর হুকুম। পুণ্যময় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের পালয়িতা।

৫৫ ডাকো তোমাদের পালয়িতাকে বিনতিতে ও গোপনে, নিঃসন্দেহ তিনি ভালোবাসেন না সীমা অতিক্রমকারীদের।

৫৬ আর সংসারে অহিত ক'রো না তাতে সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পরে, আর তাঁকে ডাকো ভয়ে ও আশায়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র করুণা তাদের নিকটবর্তী যারা কল্যাণকারী।

৫৭ আর তিনি বায়ু-প্রবাহদের পাঠান সুসংবাদ বহন ক'রে তাঁর করুণার পূর্বে যে পর্যন্ত না তারা আনে জলভরা মেঘ, আমি তাকে পাঠাই মৃত অঞ্চলে, তারপর আমি তার উপরে বর্ষণ করি পানি, তারপর তার সাহায্যে উৎপন্ন করি সব রকমের ফল। এমনি ক'রে আমি বাঁচিয়ে তুলি মৃতদের যেন তোমরা স্মরণ করতে পারো।

৫৮ আর যা উৎকৃষ্ট জমি—তাতে গাছপালা জন্মায় (প্রচুরভাবে) তার পালয়িতার আদেশক্রমে, আর যা নিকৃষ্ট তাতে (গাছপালা) জন্মায় সামান্যই। এইভাবে আমি নির্দেশাবলীর পুনরুক্তি করি যারা কৃতজ্ঞ সেই সম্প্রদায়ের জন্য।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৯ নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তাঁর জাতির কাছে ; তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তোমাদের অন্য উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি।

৬০ তাঁর জাতির প্রধানেরা বললে : নিঃসন্দেহ আমরা দেখছি তুমি পরিষ্কার পথভ্রান্তির মধ্যে।

৬১ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, আমার মধ্যে কোনো পথভ্রান্তি নেই, কিন্তু আমি হচ্ছি বিশ্বজগতের পালয়িতার তরফ থেকে একজন বাণীবাহক;

৬২ আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিই আমার পালয়িতার বাণীসমূহ আর আমি তোমাদের দিই ভালো উপদেশ, আর আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

৬৩ তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছে থেকে এসেছে একটি স্মারক তোমাদের মধ্যেকার একজন মানুষের মাধ্যমে যেন সে তোমাদের

সাবধান করতে পারে, তার তোমরা সীমা রক্ষা করতে পারো, আর যেন তোমরা করুণালাভ করতে পারো?

৬৪ কিন্তু তারা তাঁকে বললে মিথ্যাবাদী; সেজন্য তাঁকে ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম জাহাজে, আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহ তারা ছিল একটি দৃষ্টিহীন জাতি।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৫ আর আদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। (তিনি বলেছিলেন :) হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই; তবে কি তোমরা সীমা রক্ষা করবে না?

৬৬ তাঁর জাতির মধ্যে থেকে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের প্রধানরা বলেছিল; দেখছি নিঃসন্দেহ তুমি বুদ্ধিহীনদের মধ্যে, আর নিঃসন্দেহ আমরা মনে করি তুমি বুদ্ধিহীনদের দলের।

৬৭ তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, কোনো বুদ্ধিহীনতা আমাতে নেই, কিন্তু আমি হচ্ছি বিশ্বজগতের পালয়িতার একজন বাণীবাহক;

৬৮ আমি আমার পালয়িতার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই, আর আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেশদাতা।

৬৯ তোমারা কি বিস্মিত হচ্ছো যে তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে এসেছে একটি স্মারক তোমাদের মধ্যেকার একজন মানুষের মাধ্যমে যেন সে তোমাদের সতর্ক করতে পারে? আর স্মরণ করো কেমন ক'রে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নুহ্‌-এর লোকদের পরে আর বর্ধিত করেছিলেন তোমাদের আকৃতি, সেজন্য স্মরণ করো আল্লাহ্‌র উপকারসমূহ যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৭০ তারা বলেছিল : তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ যে আমরা শুধু আল্লাহ্‌র উপাসনা করবো আর পরিত্যাগ করবো আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যার উপাসনা করতো? তবে আনো আমাদের উপরে যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৭১ তিনি বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে শাস্তি ও রোষ তোমাদের উপরে পতিত হয়েছে; তোমরা কি আমার সঙ্গে তর্ক করবে নাম নিয়ে যেসব নাম তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষ দিয়েছ? আর আল্লাহ্‌ সেসবের জন্য কোনো নির্দেশ পাঠান নি। তবে অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্গত হবো।

৭২ এইভাবে তাঁকে ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম আমার করুণায়, আর আমি কেটে দিয়েছিলাম তাদের শিকড় যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল আর বিশ্বাসী ছিল না।

দশম অনুচ্ছেদ

৭৩ আর সামূদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো; তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য

উপাস্য নেই; নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ—এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী—একাটি নিদর্শন—সেজন্য তাকে চরতে দাও আল্লাহ্‌র মাটির উপরে, আর তার কোনো ক্ষতি ক'রো না, তা না হলে কঠিন শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে;

৭৪ আর স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদের প্রতিনিধি করেছিলেন আদ জাতির পরে আর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তোমরা সমতলক্ষেত্রে গড়লে প্রাসাদ আর পাহাড় খুদে তৈরি করলে গৃহ, সেজন্য স্মরণ করো আল্লাহ্‌র উপকারসমূহ ; আর দেশে গর্হিত আচরণ ক'রো না অহিতকারী হয়ে।

৭৫ তাঁর জাতির প্রধানেরা যারা ছিল গর্বিত তারা যাদের ঘৃণা করতো তাদের বলেছিল—তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করতো তাদের : তোমরা কি জানো সালিহ্ তাঁর পালয়িতার তরফ থেকে প্রেরিত? তারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে।

৭৬ যারা ছিল গর্বিত তারা বলেছিল : নিশ্চয় আমরা অবিশ্বাস করি তোমরা যাতে বিশ্বাস করো।

৭৭ সুতরাং তারা উষ্ট্রী হত্যা করেছিল আর তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী তুচ্ছ করেছিল, আর তারা বলেছিল : হে সালিহ্, আমাদের জন্য আনো যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ যদি তুমি পয়গাম্বরদের একজন হও।

৭৮ তারপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো আর প্রভাতে দেখা গেল তারা তাদের ঘরে নিশ্চলদেহ হয়েছে।

৭৯ তারপর তিনি ফিরলেন তাদের থেকে ও বললেন : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমার পালয়িতার নির্দেশ, আর তোমাদের ভালো উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু যারা ভালো উপদেশ দেয় তাদের তোমরা ভালোবাস না।

৮০ আর লূত—যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন : তোমরা কি তেমন গর্হিতকর্ম করবে যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতে কেউ করে নি?

৮১ নিঃসন্দেহ তোমরা কামনা-তাড়িত হয়ে এসেছ পুরুষদের কাছে নারীদের পরিবর্তে—না, তোমরা সীমা-অতিক্রমকারী লোক।

৮২ আর তাঁর লোকদের উত্তর এ ভিন্ন আর কিছু ছিল না (পরস্পরের প্রতি) : তোমাদের শহর থেকে এদের বার করে দাও, নিঃসন্দেহ তারা একটি সম্প্রদায় যারা নিজেদের বিশুদ্ধ করতে চায়।

৮৩ সেজন্য আমি তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করেছিলাম—তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ; সে ছিল পেছনে-পড়ে-থাকা দলের।

৮৪ আর আমি তাদের উপরে বর্ষণ করেছিলাম এক (প্রচণ্ড) বর্ষণ। দেখো তবে অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮৫ আর মাদিয়ান জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শোয়েবকে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহর উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য

উপাস্য নেই, নিঃসন্দেহ স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, সেজন্য মাপ ও পাল্লা-পাথর ঠিক ঠিক দাও, আর কাউকে তার দ্রব্যের বিষয়ে ক্ষতি ক'রো না, আর দেশে অহিত ক'রো না সেখানে সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ; এই তোমাদের জন্য ভালো যদি বিশ্বাসী হও ;

৮৬ আর প্রত্যেক পথে ওত পেতে থেকো না যে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তাকে ভয় দেখাতে, আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাকে ফেরাতে, আর তা তার জন্য বাঁকা করবার চেষ্টা করতে ; আর স্মরণ করো যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে তখন তিনি তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন, আর দেখো যারা অহিতকারী তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।

৮৭ আর যদি তোমাদের একদল বিশ্বাস করে আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে আর অন্যদল বিশ্বাস করে না, তবে ধৈর্য ধরো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচার করেন ; আর তিনি বিচারকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নবম খণ্ড

৮৮ তাঁর জাতির প্রধানেরা যারা ছিল গর্বিত তারা বলেছিল : হে শোয়েব, নিশ্চয় তোমাকে আর যারা তোমার সঙ্গে বিশ্বাস করে তাদের আমরা তাড়িয়ে দেবো আমাদের শহর থেকে, অথবা তোমরা ফিরে আসবে আমাদের ধর্মে। তিনি বলেছিলেন : যদিও (তা) আমরা অপছন্দ করি ?

৮৯ নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা সৃষ্টি করবো যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই তা থেকে আল্লাহ্ যে আমাদের উদ্ধার করেছেন তার পরে, আর এটি আমাদের জন্য সঙ্গত হবে না যে আমরা তাতে ফিরে যাব যদি না আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, আমাদের পালয়িতা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, আল্লাহ্‌র উপরে আমরা নির্ভর করি ; হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে বিচার করো সত্যের সঙ্গে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ বিচারকর্তা।

৯০ আর তাঁর জাতির মধ্যে যারা ছিল অবিশ্বাসী তাদের প্রধানরা বলেছিল : যদি তোমরা শোয়েব-এর অনুবর্তী হও তবে নিঃসন্দেহ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯১ তার পর ভূমিকম্প তাদের উপরে এসে পড়লো আর প্রভাতে দেখা গেল তারা তাদের নিজেদের ঘরে নিশ্চলদেহ হয়েছে।

৯২ যারা শোয়েবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের দশা হোলো—যেন তারা কখনো সেখানে বাস করে নি। যারা শোয়েবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

৯৩ এর পর তিনি তাদের থেকে ফিরে বললেন : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম আমার পালয়িতার নির্দেশসমূহ, আর আমি তোমাদের সৎ উপদেশ দিয়েছিলাম, আর কেমন ক'রে আমি দুঃখ করবো এক অবিশ্বাসী জাতির জন্য !

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ আর আমি কোনো বসতিতে পয়গাম্বর পাঠাই নি তাদের দুর্দশা ও আঘাত না দিয়ে যেন তারা নিজেদের নত করে।

৯৫ তার পর আমি তাদের মন্দ দশা বদলে ভালো (দশা) দিয়েছিলাম যে পর্যন্ত না তারা সমৃদ্ধ হয়েছিল আর বলেছিল : আঘাত ও দুর্দশা আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটতো। তার পর আমি তাদের পাকড়াও করলাম অতর্কিতে, আর তারা তা বুঝে উঠতে পারে নি।

৯৬ আর যদি বসতির লোকেরা বিশ্বাস করতো আর সীমা রক্ষা করতো তবে নিঃসন্দেহ আমি তাদের জন্য উন্মুক্ত করতাম আকাশ ও পৃথিবী থেকে আর্শীবাদ, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম তারা যা অর্জন করেছিল তার জন্য।

৯৭ বসতির লোকেরা তবে কি নিজেদের নিরাপদ ভাবে তাদের উপরে আমার ক্রোধ এসে পড়া সম্পর্কে রাত্রির আক্রমণরূপে যখন তারা ঘুমুচ্ছে?

৯৮ অথবা বসতির লোকেরা কি নিজেদের নিরাপদ ভাবে তাদের উপরে আমার ক্রোধ এসে পড়া সম্পর্কে দিনের বেলায় যখন তারা খেলছে?

৯৯ তবে কি তারা নিজেদের নিরাপদ ভাবে আল্লাহ্‌র চক্র থেকে? কেউ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না আল্লাহ্‌র চক্র থেকে যারা বিনষ্ট হয় তারা ব্যতীত।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০০ যারা (পূর্ববর্তীদের পরে) পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটি কি স্পষ্ট নয় যে যদি আমি চাই তাদের অপরাধের জন্য তাদের আঘাত হানতে পারি ; আর তাদের অন্তঃকরণের উপরে মোহর মেরে দিতে পারি, ফলে তারা শুনবে না?

১০১ এই বসতিগুলো—আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি তাদের কিছু কিছু কাহিনী। আর নিঃসন্দেহ তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাজে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে ; কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এইভাবে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন অবিশ্বাসীদের অন্তরের উপরে।

১০২ আর তাদের অনেকের মধ্যে আমি অঙ্গীকার পালন দেখি নি, আর তাদের অনেককে দেখেছি নিঃসন্দেহ অসৎপ্রকৃতির।

১০৩ অতঃপর তাদের পরে আমি পাঠিয়েছিলাম মূসাকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নির্দেশসমূহ সঙ্গে দিয়ে। কিন্তু তারা তাঁদের প্রতিহত করেছিল। দেখো অহিতকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

১০৪ আর মূসা বলেছিলেন : হে ফেরাউন, নিঃসন্দেহ আমি একজন বাণীবাহক বিশ্বজগতের পালয়িতার তরফ থেকে—

১০৫ মনোনীত এই শর্তে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন আর কিছু আমি বলি না। নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, অতএব ইসরাইলবংশীয়দের আমার সঙ্গে যেতে দাও।

১০৬ সে বললে : যদি তুমি নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো তবে তা আনো যদি সত্যবাদীদের অন্তর্গত হও।

১০৭ তখন তিনি তাঁর 'আসা' (যষ্টি) মাটিতে নিক্ষেপ করলেন— তখন নিঃসন্দেহ তা হোলো এক স্পষ্ট সাপ ;

১০৮ আর তিনি তাঁর হাত টেনে বার করলেন—আর নিঃসন্দেহ দর্শকদের কাছে তা দেখালো সাদা।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১০৯ ফেরাউনের লোকদের প্রধানেরা বললে : নিঃসন্দেহ এ একজন ওস্তাদ জাদুকর—

১১০ যে তোমাদের দেশ থেকে বার করে দেবে ; কি পরামর্শ তাহলে তোমরা দাও?

১১১ তারা বললে : তাকে কিছু সময়ের মতো বিদায় দাও, তাকে আর তার ভাইকে, আর শহরগুলোতে পাঠাও ডেকে আনার লোক—

১১২ প্রত্যেক ওস্তাদ জাদুকরকে তোমার কাছে আনতে।

১১৩ আর জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এলো,—বললে : নিশ্চয় আমারা পুরস্কার পাবো যদি আমরা জয়ী হই।

১১৪ সে বললে : হাঁ, আর নিশ্চয় তোমরা হবে (আমার) নিকটবর্তীদের অন্তর্গত।

১১৫ তারা বললে : হে মূসা, তুমি ফেলবে, না, আমরা প্রথমে ফেলবো?

১১৬ তিনি বললেন : ফেলো। অতঃপর যখন তারা ফেললো তারা লোকদের চোখ ভোলালো, আর তাদের ভীত করলো, আর রচনা করলো এক শক্তিশালী জাদু।

১১৭ আর আমি মূসাকে প্রেরণা দিলাম : তোমার 'আসা' ফেলো। আর নিঃসন্দেহ তা গ্রাস করলো তাদের মিথ্যা রচনা।

১১৮ এইভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হোলো ; আর তারা যা করেছিল তা মিথ্যা হোলো।

১১৯ এইভাবে তারা সেখানে পরাজিত হোলো আর হেঁটমাথা হোলো।

১২০ আর জাদুকররা পতিত হোলো সেজদা-রত হয়ে।

১২১ তারা বললে : আমরা বিশ্বজগতের পালয়িতাতে বিশ্বাস করি—

২২২ (যিনি) মূসা ও হারুনের পালয়িতা।

১২৩ ফেরাউন বললে : তোমরা তাতে বিশ্বাস করছ—আমি তোমাদের অনুমতি দেবার পূর্বে? নিঃসন্দেহ এটি একটি চক্রান্ত যা তোমরা এই শহরে করেছ গোপনে যেন তোমরা এ থেকে লোকদের বার করে দিতে পারো ; কিন্তু তোমরা জানতে পাবে।

১২৪ আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা কাটবো বিপরীত দিকে, তারপর তোমাদের শূলে দেব সবাইকে একসঙ্গে।

১২৫ তারা বললেন : নিঃসন্দেহ আমরা ফিরে যাবো আমাদের পালয়িতার কাছে —

১২৬ আর তুমি আমাদের উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছ না এজন্য ভিন্ন যে আমরা আমাদের পালয়িতার নির্দেশসমূহে বিশ্বাসী হয়েছি যখন সেসব আমাদের কাছে এসেছিল। হে

আমাদের পালয়িতা, আমাদের উপরে ঢালো ধৈর্য আর আমাদের প্রাণত্যাগ করতে দাও তাদের মতো যারা (তোমাতে) আত্মসমর্পণ করেছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

১২৭ আর ফেরাউনের লোকদের প্রধানরা বললে : তুমি কি মূসা আর তার লোকদের ছেড়ে দিয়েছে দেশে অহিত করতে আর তোমাকে আর তোমার উপাস্যদের পরিত্যাগ করতে? সে বললে : আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করবো আর তাদের স্ত্রীলোকদের রেহাই দেবো, আর নিঃসন্দেহ আমরা তাদের উপরে ক্ষমতাশালী।

১২৮ মূসা তাঁর লোকদের বললেন : আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও আর ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ পৃথিবী আল্লাহ্‌র ; তিনি তার উত্তরাধিকারী করেন তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে খুশি, আর পরিণাম হচ্ছে সীমা রক্ষাকারীদের জন্য।

১২৯ তারা বললে : আমরা অত্যাচারিত হয়েছি তোমার আমাদের কাছে আসার পূর্বে আর তোমার আমাদের কাছে আসার পরেও। তিনি বললেন : হতে পারে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের শত্রুকে বিনাশ করবেন আর তোমাদের দেশের উত্তরাধিকারী করবেন যেন তিনি দেখতে পারেন তোমাদের কাজ কেমন হয়।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৩০ আর নিঃসন্দেহ আমি ফেরাউনের লোকদের আক্রমণ করেছিলাম দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানি দিয়ে যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

১৩১ কিন্তু যখন ভালো কিছু তাদের জন্য ঘটতো তারা বলতো : এ আমাদের জন্য ; আর যখন মন্দ কিছু তাদের পীড়ন করতো তারা তা আরোপ করতো মূসা ও তাঁর লোকদের মন্দ ভাগ্যের প্রতি ; নিঃসন্দেহ তাদের মন্দ ভাগ্য আল্লাহ্‌রই কাছে থেকে ; কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।

১৩২ আর তারা বললে : যে নিদর্শনই তোমরা আমাদের কাছে আনো না কেন তা দিয়ে আমাদের জাদু করতে, আমরা তোমাদের (বাণীতে) বিশ্বাস করবো না।

১৩৩ সেজন্য আমি তাদের উপরে পাঠালাম বন্যা, আর পঙ্গপাল, আর উকুন, আর বেঙ, আর রক্ত—স্পষ্ট নিদর্শন—কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছিল আর তারা ছিল একটি অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৪ আর যখন তাদের উপরে মারী পতিত হোলো, তারা বললে : হে মূসা, তোমার পালয়িতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো কেন না তোমার কাছে তাঁর অঙ্গীকার আছে ; তুমি যদি আমাদের কাছ থেকে মারী দূর করে দাও তবে নিঃসন্দেহ আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো আর নিশ্চয় ইসরাইলবংশীয়দের তোমার সঙ্গে যেতে দেবো।

১৩৫ কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে মারী দূর করে দিলাম কিছু কালের জন্য যা তাদের জন্য অবশ্যই পূর্ণ হবে, তাকিয়ে দেখো, তারা (প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করলো।

১৩৬ সেজন্য তাদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলাম আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম তাদের সমুদ্রে যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার নির্দেশসমূহ আর সেসব সম্বন্ধে ছিল দায়িত্ববোধহীন।

১৩৭ আর যাদের হীন ভাব হোতো সেই লোকদের আমি উত্তরাধিকারী করেছিলাম দেশের পূর্বের আর পশ্চিমের অঞ্চলে যা সমৃদ্ধ করেছিলাম। আর তোমার পালয়িতার পুণ্য বাণী সফল হয়েছিল ইসরাইলবংশীয়দের ক্ষেত্রে কেন না তারা ধৈর্য ধরেছিল, আর আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম ফেরাউন আর তার লোকেরা যা করেছিল আর যার পরিকল্পনা করেছিল।

১৩৮ আর আমি ইসরাইলবংশীয়দের সমুদ্র পার করিয়েছিলাম, তার পর তারা একটি জাতির দেখা পেল যারা তাদের প্রতিমাগুলি পূজা করতো ; তারা বললে : হে মূসা, আমাদের জন্য একটি দেবতা তৈরি করে দাও যখন তাদের দেবতা আছে ; তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যারা অজ্ঞের মতো কাজ করে।

১৩৯ নিঃসন্দেহ, এদের বিষয়ে—যা নিয়ে তারা ব্যাপৃত সেসব ধ্বংস হবে, আর যা তারা করছে সব বৃথা হবে।

১৪০ তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের জন্য খুঁজবো আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য যখন তিনি তোমাদের প্রাধান্য দিয়েছেন সব সৃষ্ট-কিছুর মধ্যে?

১৪১ আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনের লোকদের থেকে যারা তোমাদের উপরে করেছিল ঘোর অত্যাচার—হত্যা করছিল তোমাদের পুত্রদের আর রেহাই দিচ্ছিল তোমাদের নারীদের—এতে ছিল তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৪২ আর আমি মূসার সঙ্গে ত্রিশ রাত্রির সময় ধার্য করেছিলাম আর তা পূর্ণ করেছিলাম (আরো) দশ দিয়ে, তাতে তাঁর পালয়িতার ধার্য সময় হয়েছিল চল্লিশ রাত্রি, আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বলেছিলেন : আমার লোকদের মধ্যে আমার স্থান গ্রহণ করো ; আর ভালোভাবে চলো, আর অন্যায়কারীদের পথ অনুসরণ ক'রো না।

১৪৩ আর যখন মূসা আমার নির্ধারিত সম্মিলনে এসেছিলেন আর তাঁর প্রভু তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে দেখাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পারি। তিনি বললেন : তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, বরং পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা তার স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে। কিন্তু যখন তার পালয়িতা তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন পাহাড়ের কাছে তিনি তাকে চূর্ণ করলেন, আর মূসা সম্বিৎহারা হ'য়ে পড়ে গেলেন। তার পর যখন তাঁর চৈতন্য হোলো, তিনি বললেন : তোমারই মহিমা তোমারই দিকে ফিরছি আর আমি বিশ্বাসীদের অগ্রবর্তী।

১৪৪ তিনি বললেন : হে মূসা, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি জনগণের উপরে আমার বাণী বহনের হেতু আর (তোমার সঙ্গে) আমার বাক্যালাপের হেতু, সেজন্য তোমাকে যা দিয়েছি তা ধারণ করো, আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হও।

১৪৫ আর ফলকগুলোর উপরে আমি তাঁর জন্য লিখেছিলাম সবকিছু থেকে যে উপদেশ পাওয়া যায় আর সব-কিছুর ব্যাখ্যা, তার পর (আদেশ করেছিলাম) : এসব সবলে ধারণ করো আর তোমার জাতিকে আদেশ করো এর মধ্যে যা সব চাইতে ভালো তা গ্রহণ করতে। আমি তোমাকে দেখাবো সীমালঙ্ঘনকারীদের বাসস্থান।

১৪৬ আমার নির্দেশসমূহ থেকে তাদের আমি ফেরাব যারা সংসারে অহঙ্কারী হয় অন্যায়ভাবে ; যদি তারা প্রত্যেক নিদর্শন দেখে তবু তারা তাতে বিশ্বাস করে না, আর যদি তারা দেখে সত্য পথ তবু তারা তা গ্রহণ করে না পথরূপে, আর যদি তারা দেখে বিপথ তাঁরা তা গ্রহণ করে পথরূপে এইজন্য যে তারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে আর সে সম্বন্ধে দায়িত্বহীন হয়েছে।

১৪৭ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, আর পরকালে যে একত্রিত হতে হবে সেইটি, তাদের সব কাজ বৃথা হয়েছে। তারা কি প্রতিদান পাবে যা তারা করছে তার জন্য ভিন্ন ?

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৪৮ আর মূসার লোকেরা তাঁর (চলে যাবার) পরে তাদের গহনা দিয়ে বানানো এক জাফরানী রঙের গোবৎসকে (পূজার জন্য) গ্রহণ করলো, তা (গোবৎস) অনুচ্চ শব্দ করতো। তারা কি দেখলো না যে তা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, তাদের কোনো পথে চালিত করতে পারে না? তারা তাকে গ্রহণ করলো (পূজার জন্য) আর তারা ছিল অন্যায়কারী।

১৪৯ আর যখন তারা তার পরিণাম সম্বন্ধে ভয় পেল আর দেখলো তারা বিপথে গেছে তারা বললে : যদি না আমাদের পালয়িতা আমাদের প্রতি করুণা করেন আর আমাদের ক্ষমা করেন তবে আমরা নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্তদের দলের হবো।

১৫০ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের কাছে ফিরে এলেন ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়ে তিনি বললেন : আমার (চলে যাবার) পরে তোমরা যা করেছ তা জঘন্য—তোমরা কি তোমাদের পালয়িতার বিচার এগিয়ে আনতে চাও? আর তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন আর তাঁর ভাইয়ের কথা ধরে তাঁর দিকে টানলেন। তিনি বললেন : হে আমার মাতার পুত্র, নিঃসন্দেহ লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল আর আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল, সেজন্য শত্রুদের আমার দশায় খুশি হতে দিও না, আর আমাকে অন্যায়কারীদের দলভুক্ত ক'রো না।

১৫১ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে আর আমার ভাইকে ক্ষমা করো, আর আমাদের প্রবেশ করতে দাও তোমার করুণায়, আর তুমি পরম করুণাময় করুণাময়দের মধ্যে।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫২ যারা গোবৎসকে গ্রহণ করেছিল (দেবতারূপে) নিঃসন্দেহ তাদের পালয়িতার তরফ থেকে ক্রোধ আর এই সংসারের জীবনে লাঞ্ছনা তাদের উপরে এসে পড়বে ; আর এইভাবে আমি প্রতিদান দিই যারা মিথ্যার উদ্ভাবন করে তাদের।

১৫৩ আর যারা পাপ কাজ করে আর তার পর অনুতাপ করে ও বিশ্বাস করে—তোমাদের পালয়িতা তার পরে নিঃসন্দেহ পরম ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৫৪ আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হোলো তিনি ফলকগুলো গ্রহণ করলেন, —সেসবের লেখায় ছিল পথনির্দেশ ও করুণা তাদের জন্য যারা তাদের পালয়িতার কারণে ভয় করে।

১৫৫ আর মূসা তাঁর লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে নির্বাচিত করলেন আমার নির্ধারিত সম্মিলনের জন্য, আর যখন ভূমিকম্প তাদের উপরে এসে পড়লো তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা যদি তোমার ইচ্ছা হোতো তবে তুমি পূর্বেই তাদের বিনাশ করতে পারতে, এবং আমাকেও, তুমি কি আমাদের ধ্বংস করবে আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য? এ তোমার পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছু নয়। এর দ্বারা তুমি পথভ্রান্ত করো যাকে খুশি আর পথ দেখাও যাকে খুশি ; তুমি আমাদের রক্ষাকারী বন্ধু, সেজন্য আমাদের ক্ষমা করো, আর আমাদের উপরে করুণা করো, আর তুমি ক্ষমাশীলদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৫৬ আর আমাদের জন্য বিধান করো কল্যাণ এই সংসারের জীবনে আর পরকালে যেহেতু নিঃসন্দেহ আমরা তোমার দিকে ফিরি। তিনি বললেন : আমার শাস্তি—তা দিয়ে আমি আঘাত হানবো যাকে খুশি, আর আমার করুণা সর্বব্যাপী, সেজন্য আমি তার বিধান করবো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে আর যাকাত দেয় আর যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে—

১৫৭ যারা অনুবর্তী নিরক্ষর বাণীবাহক নবীর যাঁর কথা লেখা আছে তওরাতে ও ইঞ্জিলে (যা আছে) তাদের কাছে, যিনি তাদের নির্দেশ দেন যা ভালো আর তাদের নিষেধ করেন যা মন্দ, আর তাদের জন্য বৈধ করেন যা ভালো আর নিষিদ্ধ করেন যা অশুচি, আর দূর করেন তাদের থেকে তাদের বোঝা ও শিকল যা তাদের উপরে চেপেছিল ; যারা তাঁতে বিশ্বাস করে আর তাঁকে সাহায্য করে আর যে আলোক তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে—এরাই তারা যারা সফলকাম।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৮ বলো : হে জনগণ : নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌র বাণীবাহক তোমাদের সবার কাছে—তাঁর (বাণীবাহক) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর, নেই উপাস্য তিনি ভিন্ন, তিনি জীবন দেন আর মৃত্যু দেন, সেজন্য আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীবাহকে বিশ্বাস করো—নিরক্ষর বাণীবাহকে, যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীতে, আর তাঁর অনুবর্তী হও যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পারো।

১৫৯ আর মূসার লোকদের মধ্যে একটি দল আছে যারা (লোকদের) চালিত করে সত্যের দ্বারা আর তার দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে।

১৬০ আমি তাদের ভাগ করেছিলাম বারো গোত্রে ; আর আমি মূসাকে প্রেরণা দিয়েছিলাম যখন তাঁর লোকেরা পানি চেয়েছিল, এই ব'লে : তোমার 'আসা' পাহাড়ে মারো, আর তা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বারোটি ঝরণা তাতে প্রত্যেক গোত্র চিনেছিল তাদের পানি খাবার স্থান। আর আমি সাদা মেঘকে দিয়ে তাদের উপরে ছায়া দিইয়েছিলম আর

তাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম মান্না ও সাল্‌ওয়া : যেসব ভালো জিনিস তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। আর তারা আমার প্রতি কোনো অন্যায় করে নি কিন্তু তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল।

১৬১ আর যখন তাদের বলা হোলো : এই শহরে বাস করো, আর এ থেকে খাও যেখানে খুশি, আর বলো : হিত্তাতুন্—আমরা অনুতাপ করি—আর ফটক দিয়ে প্রবেশ করো সেজদা করতে করতে—আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবো আর বাড়িয়ে দেবো সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।

১৬২ কিন্তু যারা ছিল তাদের মধ্যে অন্যায়কারী তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তা বদলে দিয়েছিল অন্য কথার দ্বারা, আর আমি আকাশ থেকে পাঠিয়েছিলাম শাস্তি তাদের উপরে যেহেতু তারা ছিল অন্যায়কারী।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৩ আর তাদের সেই বসতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো যা ছিল সমুদ্রের ধারে—কেমন ক'রে তারা সাব্‌বাথ (কর্মবিরতি) ভঙ্গ করেছিল, কেমন ক'রে তাদের বড় বড় মাছ তাদের কাছে আসতো সাব্‌বাথের দিনে দেখা যেত এমনভাবে, আর যখন তারা সাব্‌বাথ পালন করতো না তারা তাদের কাছে আসতো না ; এইভাবে আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম কেন না তারা ছিল নিন্দিত-জীবন-যাপনকারী।

১৬৪ আর যখন তাদের একটি দল বলেছিল ; কেন তোমরা সেই লোকদের উপদেশ দাও যাদের আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন অথবা তিনি তাদের দেবেন কঠিন শাস্তি ? তারা বলেছিল : তোমাদের পালয়িতার সামনে দোষমুক্ত হবার জন্য, আর যদি তারা সীমা রক্ষা করে।

১৬৫ অতএব যখন তারা অবহেলা করেছিল যা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল-- আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের যারা নিষেধ করেছিল যা মন্দ, আর আমি কঠিন শাস্তি দিয়ে ধরেছিলাম অন্যাকারীদের ; কারণ তারা ছিল নিন্দিত-জীবন-যাপনকারী।

১৬৬ অতএব যখন তারা গর্ববোধ করতো তাই করতে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল আমি তাদের বলেছিলাম : ঘৃণিত ও বীভৎস বনমানুষ হও।

১৬৭ আর (স্মরণ করো) যখন তোমার পালয়িতা ঘোষণা করেছিলেন যে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠাবেন তাদের যারা তাদের পীড়ান করবে কঠিন পীড়নে ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা প্রতিফলদানে সত্বর, আর নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৬৮ আর পৃথিবীতে আমি তাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে—তারা কেউ কেউ সাধুআত্মা আর কেউ কেউ তাদের থেকে হীন ; আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো দিয়ে আর মন্দ দিয়ে যেন তারা ফেরে।

১৬৯ আর যারা গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হয়েছিল পরে তাদের এক পুরুষ এসেছে। তারা এই হীন জীবনের বস্তুসব আঁকড়ে ধরে আর বলে : এ আমাদের মাফ করা হবে। আর যদি পুনরায় তাদের কাছে আসে তার মতো কিছু তারা তা গ্রহণ করবে। গ্রন্থে তাদের কাছ থেকে কি একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় নি যে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন আর

কিছু বলবে না? আর তারা পাঠ করেছে যা তাতে আছে! আর পরকালের বাসস্থান ভালো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে। তবে কি তোমাদের বুদ্ধি নেই?

১৭০ যারা গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে থাকে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে—নিঃসন্দেহ যারা ভালো কাজ করে তাদের প্রাপ্য আমি বিফল করি না।

১৭১ আর (স্মরণ করো) যখন আমি তাদের উপরে পর্বত কম্পিত করেছিলাম যেন তা হয়েছিল তাদের মাথার উপরে একটি আচ্ছাদন, আর তারা ভেবেছিল যে তা তাদের উপরে পড়বে ; (আর আমি বলেছিলাম) : সবলে ধরে থাকো যা তোমাদের দিয়েছি আর স্মরণ করো যা তাতে আছে যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পারো।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

১৭২ আর যখন তোমার পালয়িতা আদমের সন্তানদের থেকে, তাদের পৃষ্ঠ থেকে, এনেছিলেন তাদের বংশধরদের আর নিজেদের সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিইয়েছিলেন (এই ব'লে) : আমি কি তোমাদের পালয়িতা নই? তারা বলেছিল : হাঁ, নিঃসন্দেহ, আমরা সাক্ষ্যদান করি—যেন তোমরা পুনরুত্থানের দিনে না বলো : নিঃসন্দেহ আমরা এবিষয়ে অনবহিত ছিলাম।

১৭৩ অথবা তোমরা যেন না বলো : আমাদের পূর্বপুরুষরাই সেকালে আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করিয়েছিল আর আমরা ছিলাম তাদের বংশধর তাদের পরে, তুমি কি আমাদের ধ্বংস করবে যারা মিথ্যার অনুসরণ করে তাদের কাজের জন্য?

১৭৪ আর এইভাবে আমি আমার নির্দেশাবলী বিশদ করি যেন তারা ফিরে আসতে পারে।

১৭৫ আর বলো তাদের কাছে তার কথা যাকে আমি আমার নির্দেশাবলী দিই, কিন্তু সে সেসব এড়িয়ে যায়, সেজন্য শয়তান তাকে ধরে : সুরতাং সে তাদের দলের যারা ভুল পথে চলে।

১৭৬ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে নিঃসন্দেহ তাকে এর দ্বারা উন্নত করতে পারতাম, কিন্তু সে মাটি আকঁড়ে ছিল আর অনুসরণ করেছিল তার কামনা। সেজন্য তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো—যদি তুমি তাকে আক্রমণ করো সে তার জিভ্ বার করে হাঁফাবে, আর যদি তুমি তাকে এড়িয়ে যাও সে জিভ্ বার করে হাঁফাবে। এই হচ্ছে সেসব লোকের দৃষ্টান্ত যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে। তাদের কাছে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করো যেন তারা চিন্তা করতে পারে।

১৭৭ মন্দের দৃষ্টান্ত সেই লোকেরা যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করে।

১৭৮ যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান—সে-ই পথে চালিত, আর তিনি যাকে বিপথে চালিত করেন—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯ এরই মধ্যে আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি জিন ও মানুষদের অনেককে, যাদের অন্তঃকরণ আছে তা দিয়ে তারা বোঝে না, আর চোখ আছে তা দিয়ে তারা দেখে না, আর কান আছে তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা যেন গৃহপালিত পশু, না, তার চাইতে পথহারা—এরা দায়িত্ববোধহীন।

১৮০ আর আল্লাহ্‌র হচ্ছে সব চাইতে ভালো ভালো নাম ; সেজন্য তাঁকে ডাকো সেইসব নামে, আর তাদের ত্যাগ করো যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বাঁকা পথে চলে ; তারা প্রতিদান পাবে তারা যা করে তার জন্য।

১৮১ আর যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে আছে একটি সম্প্রদায় যারা চালিত করে সত্যের দ্বারা আর তার দ্বারা তারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

১৮২ আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের আমি চালিয়ে নিয়ে যাই (ধ্বংসের দিকে) ক্রমে ক্রমে কোথা থেকে তারা জানে না ;

১৮৩ আর আমি তাদের অবসর দিই—নিঃসন্দেহ আমার চক্র কার্যকর।

১৮৪ তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সঙ্গীর মধ্যে কোনো পাগলামি নেই? তিনি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।.

১৮৫ তারা কি তাকায় না আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের পানে আর যা কিছু আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন ; আর হতে পারে তাদের শেষ দিন কাছে এসেছে? এর পরে কোন্‌ কথায় তারা বিশ্বাস করবে।

১৮৬ যাকে আল্লাহ্‌ পথভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথনির্দেশক নেই ; আর তিনি তাদের ছেড়ে দেন তাদের অবাধ্যতার পথে অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে।

১৮৭ তারা তোমাকে সেই সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করছে—কখন সেই ঘটনা ঘটবে। বলো : এর জ্ঞান আমার পালয়িতারই কাছে, আর কেউ নয় মাত্র তিনি তা প্রকাশ করবেন যথাসময়ে ; এ মহাব্যাপার হবে আকাশে ও পৃথিবীতে এ এসে পড়বে না তোমাদের উপরে অতর্কিতে ভিন্ন। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে যেন তুমি এবিষয়ে সুবিজ্ঞ। বলো : তার জ্ঞান আল্লাহ্‌রই কাছে। কিন্তু অনেক লোকই অজ্ঞ।

১৮৮ বলো : আমার নিজের সম্বন্ধে লাভ অথবা ক্ষতির উপরে কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা আমার নেই আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। যদি অদৃশ্যের জ্ঞান আমার থাকতো তবে যা সুখের তার প্রাচুর্য আমার থাকতো আর যা দুঃখের তা আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না ; আমি একজন সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নই, আর যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য সুসংবাদদাতা।

চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৯ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন একটি প্রাণ থেকে আর তা থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তার স্ত্রীকে—যেন সে তাতে শান্তি পেতে পারে ; সেজন্য যখন সে তাতে উপগত হয় সে একটি হাল্কা বোঝা বহন করে আর তা নিয়ে চলাফেরা করে ; কিন্তু যখন তা ভারী হয় তারা উভয়ে তাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌কে ডাকে ; যদি তুমি ভালো দাও তবে নিঃসন্দেহ আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হবো।

১৯০ কিন্তু যখন তিনি তাদের ভালো দিলেন তারা দাঁড় করালো তাঁর সঙ্গে অংশী তিনি তাদের যা দিয়েছিলেন তাতে। কিন্তু বহুউচ্চে অবস্থিত তিনি তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

১৯১ তারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে তাই যা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট।

১৯২ আর তাদের কোনো শক্তি নেই তাদের সাহায্য দেবার, তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

১৯৩ আর যদি তোমরা তাদের পথে আহ্বান করো তারা তোমাদের অনুবর্তী হবে না ; এটি সমান তোমাদের জন্য তাদের আহ্বান করো অথবা নীরব থাকো।

১৯৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা তোমাদেরই মতো দাস। তাদের এখন ডাকো আর তারা তোমাদের উত্তর দিক যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫ তাদের কি পা আছে যা দিয়ে চলতে পারে, অথবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে ধরতে পারে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে দেখতে পারে, অথবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে শুনতে পারে। বলো : ডাকো তোমাদের (আল্লাহ্‌র) অংশীদের তারপর আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, আর আমাকে অবসর দিও না।

১৯৬ নিঃসন্দেহ আমার রক্ষাকরী বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনি সাধু-আত্মাদের সহায়তা করেন ;

১৯৭ আর তিনি ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা সক্ষম নয় তাদের সাহায্য করতে, আর নিজেদেরও তারা সাহায্য করতে পারে না।

১৯৮ আর যদি তুমি তাদের পথে আহ্বান করো তারা শোনে না, আর তোমরা দেখ তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তবু তারা দেখে না।

১৯৯ ক্ষমা অবলম্বন করো আর সদয়তার নির্দেশ দাও আর অজ্ঞদের পরিহার করো।

২০০ আর যদি শয়তানের থেকে মিথ্যা নিন্দা তোমাকে আহত করে তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও। নিঃসন্দেহ তিনি শোনেন, জানেন।

২০১ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে যখন শয়তানের মোহ তাদের বিব্রত করে, তারা স্মরণ করে (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ)—আর দেখো তারা দ্রষ্টা হয়েছে!

২০২ আর তাদের ভাইয়েরা (শয়তানের ভাইয়েরা) তাদের আরো ভুলে ডোবায় আর তারা থামে না।

২০৩ আর যখন তুমি তাদের জন্য কোনো নিদর্শন আনো না তারা বলে : কেন তুমি তা চাও না? বলো : আমি শুধু তারই অনুগত যা আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয় আমার পালয়িতা থেকে ; এসব স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের পালয়িতা থেকে, আর পথনির্দেশ আর করুণা সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

২০৪ আর যখন কোর্‌আন পঠিত হয় তখন তা শোনো আর চুপ ক'রে থাকো যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো।

২০৫ আর স্মরণ করো তোমার পালয়িতাকে নিজের অন্তরে বিনয়ে ও ভয়ে, আর এমন কণ্ঠে যা উচ্চ নয়, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, আর দায়িত্ববোধহীনদের দলের হয়ো না।

২০৬ নিঃসন্দেহ যারা তোমার পালয়িতার সঙ্গে আছে তারা তাঁর প্রতি আনুগত্যে অহঙ্কার দেখায় না, আর তাঁর মহিমা কীর্তন করে, আর তাঁর প্রতি সেজ্‌দা-রত।

আল্‌-আন্‌ফাল

[আল্‌-আন্‌ফাল—কোর্‌আন শরীফের অষ্টম সূরা, এর অর্থ যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী। এর বেশির ভাগ অংশ যে বদরের যুদ্ধের অল্প পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এর শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত স্পষ্টতঃ পরবর্তী কালের।

বদরের যুদ্ধে কোরেশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলমানদের প্রায় তিন গুণ। তার উপরে তাদের যুদ্ধের উপকরণ ছিল মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায় অনেক ভালো। মুসলমানরা এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও ছিল না। কিন্তু যখন এই যুদ্ধ এসে পড়লো—এসে পড়েছিল আল্লাহ্‌র বিধানে এই ছিল হযরতের বিশ্বাস—তখন দেখা গেল সেই সমূহ বিপদের কালে হযরতের আল্লাহ্‌র উপরে অসীম নির্ভরতা, তাঁর আশ্চর্য মনোবল, আর তাঁর অনুবর্তীদের তাঁর প্রতি অশেষ আনুগত্য। এসব এমন গুণ যা বিষম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে সাফল্য এনে দিতে পারে। মুসলমানদের এইসব অমূল্য গুণের সঙ্গে তুলনায় কোরেশদের প্রধান অবলম্বন দাঁড়িয়েছিল তাদের অহঙ্কার।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তারা তোমাকে যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো : যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রীগুলো আল্লাহ্‌ ও রসুলের জন্য[১]। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো আর তোমাদের মতভেদের বিষয়ে মীমাংসা ক'রে ফেলো, আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর বাণীবাহকের অনুবর্তী হও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২ কেবল তারাই বিশ্বাসী যাদের হৃদয় ভয় অনুভব করে যখন আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, আর যখন তাঁর নির্দেশাবলী তাদের কাছে পাঠ করা হয় তা তাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, আর তাদের পালয়িতার উপরে তারা আস্থা স্থাপন করে—

৩ যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর (দানে) ব্যয় করে যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে।

৪ এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদের জন্য আছে তাদের পালয়িতার কাছে (সম্মানের) স্তরসমূহ, আর ক্ষমা, আর মহৎ উপজীবিকা।

৫ যেমন—তোমার পালয়িতা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমার গৃহ থেকে সত্যের সঙ্গে যদিও বিশ্বাসীদের এক দল নিঃসন্দেহ অনিচ্ছুক ছিল।

৬ তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করেছিল সত্য সম্বন্ধে তা স্পষ্ট হবার পরে—তারা যেন তাড়িত হয়েছিল মৃত্যুর দিকে (যাকে) তারা দেখছিল।

---

১. অর্থাৎ রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের সর্বসাধারণে জন্য।

৭ আর যখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই দলের একটি সম্বন্ধে যে তা তোমাদের হবে[২] আর তোমরা চেয়েছিলে যা অস্ত্রসজ্জিত নয় তাই তোমাদের হোক, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যা তাঁর বাণীর দ্বারা সত্য হয়েছে তার সত্যতা প্রকাশ করতে আর অবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিতে—

৮ যেন তিনি দেখাতে পারেন যা সত্য তার সত্যতা আর দেখাতে পারেন যা মিথ্যা তার মিথ্যাত্ব, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করেছিল।

৯ যখন তোমরা তোমাদের পালয়িতার সাহায্য চেয়েছিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার একে অন্যের অনুসরণকারী ফেরেশ্‌তা দিয়ে।

১০ আর আল্লাহ্ এটি দিয়েছিলেন সুসংবাদরূপেই যেন তার দ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণ শান্তিলাভ করতে পারে ; আর জয় শুধু আল্লাহ্ থেকে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ যখন তিনি তন্দ্রা এনেছিলেন তোমাদের উপরে তাঁর তরফ থেকে নিরাপত্তারূপে আর তোমাদের উপরে আকাশ থেকে পাঠালেন পানি যেন তার দ্বারা তিনি তোমাদের বিশুদ্ধ করতে পারেন, আর দূর করতে পারেন তোমাদের থেকে শয়তানের গ্লানি, আর জোরালো করতে পারেন তোমাদের হৃদয় আর দৃঢ় করতে পারেন তোমাদের পা।

১২ যখন তোমাদের পালয়িতা ফেরেশ্‌তাদের প্রেরণা দিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সেজন্য তাদের দৃঢ় করো যারা বিশ্বাস করে, আমি ভয় নিক্ষেপ করবো তাদের অন্তরে যারা অবিশ্বাস করে, তারপর গর্দান মারো, আর তাদের প্রত্যেক আঙুলে আঘাত করো।

১৩ এটি এই জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ; আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

১৪ এই—এর আস্বাদ গ্রহণ করো, আর এই অবিশ্বাসীদের জন্য আগুনের শাস্তি।

১৫ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা যুদ্ধযাত্রী অবিশ্বাসীদের দেখা পাও তখন তাদের দিকে পিঠ ফেরাবে না।

১৬ আর যে কেউ সেইদিন তাদের দিকে পিঠ ফেরায়—যুদ্ধ করার কারণে অথবা (নিজেদের) দলে যোগ দেবার ইচ্ছায় ভিন্ন—তবে নিঃসন্দেহ সে যোগ্য হয়েছে আল্লাহ্‌র ক্রোধের আর তার বাসস্থান জাহান্নাম—আর তা হবে এক অবাঞ্ছিত গন্তব্যস্থান।

১৭ তবে তোমরা তাদের সংহার করো নি, তাদের সংহার করেছিলেন আল্লাহ্ আর তুমি (মোহাম্মদ) (কঙ্কর) নিক্ষেপ করো নি যখন নিক্ষেপ করেছিলে কিন্তু নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্[৩] যেন তিনি বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর তরফ থেকে একটি উত্তম পরীক্ষার দ্বারা।

---

২. আবু সুফিয়ানের আনা বাণিজ্য-সম্ভার-বাহী কাফেলা আর কোরেশদের সৈন্যদল, এই দুইয়ের একটি।

৩. বিশ্বস্ত হাদিসে বর্ণিত আছে যে হযরত বদরের যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের দিকে এক মুঠো কঙ্কর ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তারপর থেকেই শত্রুপক্ষের পরাজয় আরম্ভ হয়।

১৮ এই—আর (জেনো) যে আল্লাহ্ দুর্বল করেন অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত।

১৯ (হে কোরেশ) যদি তোমরা বিচার চেয়ে থাকো তবে নিঃসন্দেহ্ সেই বিচার তোমাদের জন্য এসেছে, আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা হবে তোমাদের জন্য ভালো, আর যদি তোমরা ফিরে আসো (যুদ্ধ করতে) আমরাও তবে ফিরে আসবো, আর তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনো কাজে আসবে না সংখ্যায় তারা যতই হোক—আর (জেনো) আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও, আর তাঁর থেকে ফিরে যেও না যখন তোমরা শোনো (তাঁর আহ্বান)।

২১ আর তাদের মতো হোয়ো না যারা বলেছিল : আমরা শুনেছি, কিন্তু তারা শোনে নি।

২২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র চোখে সব চাইতে হীন জীব হচ্ছে বধির ও বোবা—যারা বোঝে না।

২৩ আর আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু জানতেন তবে তিনি তাদের (তা) শোনাতেন, কিন্তু যদি তিনি তাদের শোনাতেন তবে তারা ফিরে যেতো বিমুখ হয়ে।

২৪ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের তাতে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়। আর জেনো যে আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

২৫ আর সীমা রক্ষা করো সেই বিপদ সম্বন্ধে যা তোমাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী শুধু তাদের উপরেই না পড়তে পারে, আর জেনো আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর।

২৬ আর স্মরণ করো যখন তোমরা ছিলে অল্প কয়েকজন, (যাদের) দেশে দুর্বল জ্ঞান করা হোতো, ভীত ছিলে পাছে লোকেরা তোমাদের নিঃশেষ ক'রে দেয়, কিন্তু তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন আর তোমাদের বলবৃদ্ধি করলেন তাঁর সাহায্যের দ্বারা, আর তোমাদের জীবিকা দিলেন ভালো সব বস্তু থেকে যেন তোমরা ধন্যবাদ জানাতে পারো।

২৭ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রো না, আর জেনে আমানত ভঙ্গ ক'রো না।

২৮ আর জেনো যে তোমাদের ধনসম্পত্তি আর তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য প্রলোভন, আর আল্লাহ্ তিনি যাঁর কাছে আছে মহামূল্য পুরস্কার।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৯ হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করো তিনি তোমাদের দেবেন বিচারের ক্ষমতা (ভালো ও মন্দের মধ্যে) আর দূর ক'রে দেবেন তোমদের মন্দ (চিন্তা ও কাজ), আর তোমাদের ক্ষমা করবেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ।

৩০ আর যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে তোমাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করবে অথবা হত্যা করবে অথবা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে, আর তারা ষড়যন্ত্র

করেছিল আর আল্লাহ্‌ও ষড়যন্ত্র করেছিলেন ; আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ।

৩১ আর যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয় তারা বলে : আমরা শুনেছি, আর যদি ইচ্ছা করতাম তবে আমরাও এর মতো কিছু বলতে পারতাম, নিঃসন্দেহ এসব সেকালের লোকদের কাহিনী ভিন্ন আর কিছু নয়।

৩২ আর যখন তারা বলেছিল : হে আল্লাহ্‌ এই যদি তোমার কাছে থেকে আসা সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপরে পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদের কঠোর শাস্তি দাও ;

৩৩ কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না যখন তুমি তাদের মধ্যে ছিলে, আর আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না যতদিন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৩৪ আর কি (অজুহাত) তাদের থাকতে পারে যখন তারা লোকদের পবিত্র মসজিদ থেকে বাধা দেয়। আর তারা তার রক্ষক হতে পারে না, এর রক্ষক তারাই যারা সীমা রক্ষা করে ; কিন্তু তাদের অনেকেই অজ্ঞ।

৩৫ আর পবিত্র গৃহের সামনে তাদের উপাসনা শিস্‌ দেওয়া ও হাততালি দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নয় ; তবে শাস্তি আস্বাদ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাসী হয়েছিলে।

৩৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেবার জন্য। এইভাবেই তারা ব্যয় করবে তার পর এটি হবে তাদের জন্য অনুশোচনার ব্যাপার, তার পর তারা হবে পরাজিত। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা একসঙ্গে তাড়িত হবে জাহান্নামে—

৩৭ যেন আল্লাহ্‌ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন মন্দকে ভালো থেকে ; আর মন্দকে তিনি জড়ো করবেন একের পরে আর, আর সব একত্রিত করবেন আর ফেলবেন তা জাহান্নামে ; এরাই হচ্ছে তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৮ যারা অবিশ্বাস করে তাদের বলো : যদি তারা নিবৃত্ত হয় (বিশ্বাসীদের নির্যাতন থেকে) তবে যা গত হয়ে গেছে তা তাদের ক্ষমা করা হবে ; কিন্তু যদি তারা (তাতে) ফিরে যায় তবে যা প্রাচীন কালের লোকদের (ক্ষেত্রে) ঘটেছিল তা পূর্বেই গত হয়ে গেছে।[৪]

৩৯ আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত পীড়ন আর না থাকে আর ধর্ম হবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। কিন্তু তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দেখেন তারা যা করে।

৪০ আর যদি তারা ফিরে আসে তবে জেনো যে আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু—অমূল্য বন্ধু আর অমূল্য সহায়।

---

৪. অর্থাৎ তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে — তেমন পরিণাম একালের অত্যাচারীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

দশম খণ্ড

৪১ আর জেনো যা কিছু বস্তু যুদ্ধে তোমরা লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য আর রসুলের জন্য আর নিকট আত্মীয়দের জন্য আর অনাথ আর নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হও আর তাতে যা আমি অবতীর্ণ করেছিলাম আমার দাসের কাছে সেই মীমাংসাকারী দিনে যেদিন দুই দল মিলেছিল ; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

৪২ যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটতর দিকে আর তারা ছিল দূরতম দিকে আর কাফেলা ছিল তোমাদের চাইতে নিম্নতর স্থানে, আর যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো কথা হয়ে থাকতো তবে নিঃসন্দেহ তা তোমরা ভঙ্গ করতে পারতে, কিন্তু—যেন আল্লাহ্ ঘটাতে পারেন যা ঘটবার ছিল, যেন যে মরবে সে মরতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে আর যে বাঁচবে সে বাঁচতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শোনেন, জানেন।

৪৩ আর যখন আল্লাহ্ স্বপ্নে তোমাকে তাদের দেখিয়েছিলেন সংখ্যায় অল্প—আর তিনি যদি তাদের তোমাকে দেখাতেন সংখ্যায় অনেক তবে তোমরা নিঃসন্দেহ দুর্বল-হৃদয় হয়ে পড়তে আর তোমরা তর্ক করতে ব্যাপারটি সম্বন্ধে ; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা বুকের ভিতরে যা আছে তার।

৪৪ আর যখন তিনি তোমাদের মুখোমুখি হবার কালে তাদের তোমাদের চোখে দেখিয়েছিলেন অল্পসংখ্যক আর তাদের চোখে তোমাদের দেখিয়েছিলেন যৎসামান্য এইজন্য যেন আল্লাহ্ ঘটাতে পারেন সেই ব্যাপার যা ঘটাবার ছিল, আর আল্লাহ্‌র কাছে সব ব্যাপার ফিরিয়ে আনা হয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৫ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের এক (সৈন্য) দলের সঙ্গে দেখা হয় তখন দৃঢ় হও আর আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারে।

৪৬ আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও আর বিবাদ ক'রো না কেন না তাহলে তোমাদের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের শক্তি চলে যাবে ; আর ধৈর্যবান্ হও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধৈর্যবান্‌দের সঙ্গে।

৪৭ আর তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের গৃহ থেকে বেরিয়েছিল গর্বের সঙ্গে আর লোকদের দর্শনীয় হবার জন্য,[৫] আর (যারা) বাধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে, আর আল্লাহ্ ঘিরে আছেন তারা যা করে সব।

৪৮ আর যখন শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করেছিল আর বলেছিল : আজকার দিনে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না, আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের রক্ষক, কিন্তু যখন সৈন্যদল পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হোলো সে পালালো

---

৫. কোরেশপক্ষের যোদ্ধাদের বর্ণনা।

এই বলে' : নিঃসন্দেহ তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই, নিঃসন্দেহ আমি দেখছি তোমরা যা দেখছ না, নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি ; আর আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর।[৬]

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৯ যখন কপটরা, যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, বলেছিল : তাদের (বিশ্বাসীদের) ধর্ম তাদের বিভ্রান্ত করেছে।—আর যে কেউ নির্ভর করে আল্লাহ্‌র উপরে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৫০ যদি তোমরা দেখতে পেতে যারা অবিশ্বাসী তাদের ফেরেশ্‌তারা কিভাবে গ্রহণ করে— আঘাত করছে তাদের মুখে ও তাদের পিঠে (এই ব'লে) : পোড়ার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো—

৫১. তোমাদের নিজেদের হাত যা পূর্বে পাঠিয়েছে এ তার জন্য আর যেহেতু আল্লাহ্ আদৌ অন্যায়কারী নন দাসদের প্রতি—

৫২ ফেরাউন ও তাদের পূর্বের লোকদের ধারায়—তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ অবিশ্বাস করেছিল আর আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছিলেন তাদের পাপে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, প্রতিফল দানে কঠোর।

৫৩ এটি এই জন্য যে আল্লাহ্ কখনো বদলান না কোনো জাতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা বদলায় তাদের অন্তরে যা আছে, আর এই জন্য যে আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা —

৫৪ ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তীদের ধারায়—তারা তাদের পালয়িতার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম তাদের পাপের জন্য, আর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের, আর তারা সবাই ছিল অন্যায়কারী।

৫৫ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র চোখে অধমতম জীব হচ্ছে তারা যারা অবিশ্বাসী হয়েছে—তার পর তারা বিশ্বাস করবে না ;

৫৬ যাদের সঙ্গে তুমি সন্ধি করো—তার পর প্রতিবারে তারা তাদের সন্ধি ভঙ্গ করে, আর তারা সীমা রক্ষা করে না ;

৫৭ সেজন্য যদি যুদ্ধে তাদের উপরে এসে পড়ো তবে তাদের সঙ্গে এমন করো যেন তাদের পিছনে যারা আছে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়—যেন তারা মনে রাখতে পারে।

৫৮ আর যদি তুমি কোনো দল থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করো তবে (সন্ধি) তাদের দিকে ফেলে দাও তুল্যভাবে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৯ আর যারা অবিশ্বাসী তারা না ভাবুক যে তারা (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য) ডিঙিয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহ তারা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

৬. বনিবকর বিন কানানা গোত্রের সোরকা বিন মালিক এই যুদ্ধে কোরেশদের উৎসাহিত করেছিল।

৬০ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাও যতটা শক্তি দাঁড় করাতে পারো—আর সীমান্তে বাঁধা থাকুক ঘোড়াগুলো তার দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রুদের আর তোমাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে, আর তারা ভিন্ন অন্যদেরও, তাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) তাদের আল্লাহ্ জানেন ; আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্‌র পথে তা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে পুরোপুরি, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৬১ আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে তবে তার দিকে ঝোঁকো আর আল্লাহ্‌তে নির্ভর করো ; নিঃসন্দেহ্ তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা।

৬২ আর যদি তারা তোমাকে ফাঁকি দিতে চায় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যথেষ্ট ; তিনি তোমাদের বলবৃদ্ধি করেছিলেন তাঁর সহায়তার দ্বারা আর বিশ্বাসীদের দ্বারা,

৬৩ আর সম্মিলিত করেছিলেন তাদের হৃদয়। সংসারে যা আছে যদি তার সব তুমি ব্যয় করতে তুমি তাদের হৃদয় সম্মিলিত করতে পারতে না ; কিন্তু আল্লাহ্ সম্মিলিত করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ্ তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬৪ হে নবী, আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট আর সেইসব বিশ্বাসীর জন্য যারা তোমার অনুসরণ করে।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৫ হে নবী, বিশ্বাসীদের যুদ্ধে উৎসাহিত করো ; যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যবান্ থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন ; আর যদি একশত জন থাকে তারা পরাজিত করবে এক হাজার জন—তাদের যারা অবিশ্বাসী, যেহেতু তারা হচ্ছে একটি সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

৬৬ বর্তমানের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হাল্কা করেছেন, আর তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সেজন্য যদি তোমাদের ধৈর্যবান্ একশত জন থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন, আর যদি এক হাজার জন থাকে তারা পরাজিত করবে দুই হাজার জনকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে—আর আল্লাহ্ ধৈর্যবান্‌দের সঙ্গে।

৬৭ একজন নবীর এটি যোগ্য নয় যে তিনি বন্দী গ্রহণ করবেন যুদ্ধ না ক'রে ও দেশে জয়ী না হয়ে। তোমরা চাও এই সংসারের নশ্বর বস্তু কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) চান পরলোক, আর আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬৮ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ না থাকতো যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তবে তোমাদের উপরে পড়তো এক বড় শাস্তি তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য।[৭]

৬৯ সেজন্য যুদ্ধে যেসব বৈধ ও ভালো দ্রব্য লাভ করেছ সেসব ভোগ করো আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

---

৭. মার্মাডিউক পিক্‌থলের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দশম অনুচ্ছেদ

৭০ হে নবী, যেসব বন্দী তোমাদের হাতে আছে তাদের বলো : যদি আল্লাহ্‌ ভালো কিছু জানেন তোমাদের অন্তরে তবে তিনি তোমাদের দেবেন আরো ভালো কিছু যা তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তা থেকে, আর তোমাদের ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৭১ আর যদি তারা চায় তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে—নিঃসন্দেহ তারা তেমন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বে করেছিল আল্লাহ্‌র প্রতি কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাদের উপরে কর্তৃত্ব দিলেন ; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৭২ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর গৃহত্যাগ করেছিল আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছিল তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের অন্তরাত্মা দিয়ে ; আর যারা আশ্রয় দিয়েছিল ও সাহায্য করেছিল—এরা পরস্পরের বন্ধু ; আর যারা বিশ্বাসী কিন্তু গৃহত্যাগ করে নি তাদের রক্ষণ তোমাদের কাজ নয় যে পর্যন্ত না তারা গৃহত্যাগ করে ; আর যদি তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায় তবে সাহায্য দান তোমাদের কর্তব্য যে দলের ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি রয়েছে সে দলের বিরুদ্ধে ভিন্ন, আর আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যা করো ;

৭৩ আর যারা অবিশ্বাসী তারা একে অন্যের বন্ধু ; যদি তোমরা এ না করো (অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের সাহায্য না করো) তবে দেশে নির্যাতন ও বড় রকমের অহিত হবে।

৭৪ আর যার বিশ্বাসী আর গৃহত্যাগ করেছিল আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছিল আর যারা আশ্রয় দিয়েছিল ও সাহায্য করেছিল—এরাই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসী, এরা লাভ করবে ক্ষমা আর মহৎ জীবিকা।

৭৫ আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল পরে আর গৃহত্যাগ করেছিল আর সংগ্রাম করেছিল তোমাদের সঙ্গী হয়ে তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর যাদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্ক রয়েছে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী আল্লাহ্‌র বিধানে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সব কিছুর জ্ঞাতা।

আল্‌-বরাআত

[কোর্‌আন শরীফের নবম সূরা আল্‌-বরাআত, অর্থ—অব্যাহতি। এর অন্য সুপরিচিত নাম আত্‌-তওবাহ্‌, তার অর্থ—অনুশোচনা। এর পূর্ববর্তী সূরা আল্‌-আন্‌ফাল-এর শেষের দিকে অবিশ্বাসীদের বার বার সন্ধি ভঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তারই পরিণতি এই 'অব্যাহতি' ঘোষণা।

এটিকে কেউ কেউ পূর্ববর্তী আল্‌-আন্‌ফাল-এর অংশ জ্ঞান করেছেন। কোর্‌আন শরীফের সব সূরারই সূচনায় বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানিররহীম, দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে, আছে—কেবল এই সূরায় নেই। এঁদের মতে বিস্‌মিল্লাহ্‌-র উল্লেখ এতে সেইজন্য হয় নি। কিন্তু অন্যদের ধারণা, এতে অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেজন্য আল্লাহ্‌র করুণার উল্লেখ এর সূচনায় করা হয় নি। "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" গ্রন্থের অনুবৃত্তিতে এই সূরার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এতে তাবুক-অভিযানের উল্লেখ আছে। এর অবতরণ কাল নবম হিজরী। এটি মদিনীয় তবে এর শেষ দুটি আয়াতকে কেউ কেউ মক্কীয় বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

১ অব্যাহতি ঘোষণা করা হোলো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে বহুদেববাদীদের প্রতি যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি করেছিলে।

২ সেজন্য দেশে অবাধে ভ্রমণ করো চার মাস, আর জানো যে তোমরা আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারবে না, আর আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছনা ঘটাবেন।

৩ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে সব লোকের প্রতি ঘোষণা বড় হজের দিনে এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌ বহুদেববাদীদের কাছে দায় থেকে নির্মুক্ত আর তাঁর রসুলও। সেজন্য তোমরা যদি অনুশোচনা করো—সেটি হবে তোমাদের জন্য ভালো ; কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, তবে জেনো, তোমরা আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর সংবাদ দাও (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য কঠিন শাস্তির যারা অবিশ্বাস করে—

৪ সেইসব বহুদেববাদী ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে আর যারা তখন থেকে কোনো বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি করে নি আর কাউকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয় নি ; সেজন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি পালন করো নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।[১]

৫ সেজন্য পবিত্র মাসগুলো যখন গত হয়ে যাবে তার পর বহুদেববাদীদের সংহার করো যেখানে তাদের পাও, আর তাদের বন্দী করো আর তাদের ঘেরাও করো আর তাদের জন্য লুকিয়ে থাকো প্রত্যেক লুকোবার স্থানে, তার পর যদি তারা অনুতাপ করে আর

---

১. লক্ষ্য করবার আছে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের আসল কারণ অবিশ্বাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস নয়, সেই কারণ হচ্ছে মুসলমানদের উপরে তাদের নির্যাতন আর সন্ধির শর্ত পালনে তাদের অনিচ্ছা।

উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ তাদের জন্য মুক্ত করে দাও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৬ আর যদি বহুদেববাদীদের কেউ তোমাদের আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে, তার পর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌঁছে দাও ; এটি এই জন্য যে তারা হচ্ছে একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়।[২]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ বহুদেববাদীদের জন্য কেমন ক'রে সন্ধি হতে পারে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ও তাঁর রসুলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ভিন্ন যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি করেছিলে পবিত্র মসজিদে? সেজন্য যে পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত (সে পর্যন্ত) তোমরা তাদের প্রতি বিশ্বস্ত হও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।

৮ কেমন ক'রে (এটি হবে) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে উপরহাত হতে পারলে তারা তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির কথা ভাববে না? তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদের মুখ দিয়ে কিন্তু তাদের হৃদয় অস্বীকার করে ; আর তাদের অনেকে দুষ্কৃতিকারী।

৯ তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ দিয়ে সামান্য লাভই কিনেছে, সেজন্য তারা (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বাধা দেয় ; নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

১০ একজন বিশ্বাসীর বেলায় তারা আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির দিকে দৃষ্টি দেয় না ; এরাই তারা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী।

১১ কিন্তু তারা যদি অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তারা ধর্মে তোমাদের ভাই। যারা জানে সেই লোকদের জন্য আমি আমার নির্দেশাবলী বিশদ করি।

১২ আর যদি সন্ধির পরে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্মের কুৎসা করে তবে অবিশ্বাসের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—নিঃসন্দেহ তাদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়—যেন তারা বিরত হতে পারে।

১৩ তোমরা কি যুদ্ধ করবে না সেই লোকদের সঙ্গে যারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল আর মতলব করেছিল রসুলকে তাড়িয়ে দেবার আর তোমাদের আক্রমণ করেছিল প্রথমে? কী, তাদের ভয় করো? কিন্তু আল্লাহ্ সব চাইতে যোগ্য যে তোমরা তাঁকে ভয় করবে—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

---

২. এই মর্মের হাদিস আছে যে 'অব্যাহতি'র ঘোষণার পরে হযরত আলীকে একজন বহুদেববাদী জিজ্ঞাসা করেছিল তারা যদি ইসলাম-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে হযরত মোহম্মদের কাছে যায় বা অন্য কাজের জন্য যায় তবে তাদের হত্যা করা হবে কি না, তার উত্তরে হযরত আলী বলেছিলেন --- না, ব'লে তিনি এই আয়াত উদ্ধৃত করেছিলেন। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সেল (sale) বলেছেন --- তাকে (বহুদেববাদীকে) নিরাপদে তার স্থানে পৌঁছে দিতে হবে যদি সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না চায়।

১৪ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন তোমাদের হাতে আর তাদের লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদের সাহায্য করবেন তাদের বিরুদ্ধে, আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বুক আরোগ্য করবেন ;

১৫ আর তিনি তাদের বুকের ক্ষোভ দূর করবেন ; আর আল্লাহ্ ফেরেন (করুণায়) যার দিকে খুশি ; আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

১৬ অথবা মনে করেছ কি তোমরা যে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে যখন আল্লাহ্ জানেন নি তোমাদের মধ্যে তাদের যারা সংগ্রাম করেছে আর আল্লাহ্‌র রসুল আর বিশ্বাসীদের ভিন্ন আর কাউকে আপনার বলে' জানে নি? আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো তার।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৭ বহুদেববাদীদের কোনো অধিকার নেই আল্লাহ্‌র মসজিদ্‌গুলো দেখাশোনা করবার যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয় ; এরাই তারা যাদের সব কাজ বৃথা হয়েছে ; আর তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে আগুনে।

১৮ সেই কেবল আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো দেখাশোনা করবে যে আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যাকাত দেয় আর কাউকে ভয় করে না আল্লাহ্ ভিন্ন। এদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে যে এরা ঠিক পথে চালিত হবে।

১৯ কী, তীর্থযাত্রীদের খাবার পানি দেওয়া আর পবিত্র মসজিদ দেখাশোনা করা—একে কি তোমরা তুল্য জ্ঞান করো তার যে আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে? এরা তুল্য নয় আল্লাহ্‌র কাছে ; আর আল্লাহ্ তাদের পথ দেখান না যারা অন্যায়কারী।

২০ যারা বিশ্বাস করেছে ও গৃহত্যাগ করেছে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে তাদের ধনসম্পত্তি ও অন্তরাত্মার দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র কাছে অনেক উচ্চমর্যাদার ; আর এরাই তারা যারা সফলকাম।

২১ তাদের : পালয়িতা তাদের দিচ্ছেন করুণার সুসংবাদ নিজের তরফ থেকে, আর (তাঁর) প্রসন্নতা, আর উদ্যানরাজি যাতে তাদের লাভ হবে শাশ্বত আনন্দ—

২২ বাস করবে সেখান চিরদিন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার।

২৩ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পিতাদের আর তোমাদের ভ্রাতাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না যদি তারা অবিশ্বাসকে ভালোবাসে বিশ্বাসের চাইতে ; আর তোমাদের যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে এরাই তারা যারা অন্যায়কারী।

২৪ বলো : যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের পুত্রেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোত্র, আর সম্পত্তি যা তোমরা সংগ্রহ করেছ, আর ব্যবসা যার মন্দার ভয় তোমরা করো, আর বাড়িঘর যা তোমরা পছন্দ করো, (এসব) যদি তোমাদের বেশি প্রিয় হয় আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল আর তাঁর পথে সংগ্রামের চাইতে, তবে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিয়ে আসেন তাঁর আদেশ ; আর আল্লাহ্ পথ দেখান না দুষ্কৃতিকারীদের।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৫ আল্লাহ্‌ তোমাদের বিজয় দিয়েছেন বহু যুদ্ধক্ষেত্রে, আর হুনায়নের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি, আর পৃথিবী তার বিস্তার সত্ত্বেও তোমাদের জন্য হয়েছিল সংকীর্ণ ; তার পর তোমরা ফিরেছিলে পলায়নপর হ'য়ে ;

২৬ তার পর আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর শান্তি তাঁর রসুলের উপরে ও বিশ্বাসীদের উপরে আর পাঠিয়েছিলেন সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখো নি, আর শাস্তি দিয়েছিলেন অবিশ্বাসীদের ; আর এইই অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য।

২৭ তার পর এরপর আল্লাহ্‌ ফিরবেন (করুণায়) যার প্রতি তাঁর খুশি ; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

২৮ হে বিশ্বাসীগণ, বহু দেববাদীগণ অপরিচ্ছন্ন ভিন্ন আর কিছু নয়[৩], সেজন্য এই বৎসরের পরে তারা পবিত্র মসজিদে আসতে পারবে না ; আর যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় করো তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে যদি তিনি ইচ্ছা করেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

২৯ যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে—যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না, শেষদিনেও না, যারা নিষেধ করে না যা আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুল নিষিদ্ধ করেছেন, সত্যধর্মও অনুসরণ করে না—তাদের মধ্যে থেকে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে—যে পর্যন্ত না তারা জেযিয়া দেয় প্রাধান্য মেনে আর অধীন হয়ে।[৪]

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩০ আর ইহুদিরা বলে, এয্‌রা আল্লাহ্‌র পুত্র ; আর খ্রীষ্টানরা বলে : মসী আল্লাহ্‌র পুত্র ; এসব তাদের মুখের কথা ; তারা তাদের কথার অনুসরণ করে যারা পূর্বকালে অবিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কত বিকৃত-বুদ্ধি তারা !

৩১ আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের ধর্মব্যাখ্যাতাদের ও তাদের সন্ন্যাসীদের তারা পালয়িতারূপে গ্রহণ আর মরিয়ম-তনয় মসীকে ; আর তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা উপাসনা করবে শুধু এক উপাস্যের—তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই। তিনি মহিমান্বিত হোন তারা যাসব (তাঁর) অংশীরূপে দাঁড় করায় সেসব থেকে।

৩২ তারা আল্লাহ্‌র আলোক নিভিয়ে দিতে চায় তাদের মুখ দিয়ে, আর আল্লাহ্‌ অরাজী তাঁর আলোকের পূর্ণাঙ্গতা সাধনে ভিন্ন, যদিও অবিশ্বাসীরা অনিচ্ছুক।

৩৩ তিনি তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশ আর সত্যসহ যেন তিনি তাকে প্রাধান্য দিতে পারেন সব ধর্মের উপরে তা বহুদেববাদীরা যতই বিমুখ হোক।

---

৩. তারা উলঙ্গ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতো।

৪. জেযিয়া দিয়ে অধীন জাতিরা রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করার দায় থেকে অব্যাহতি পেতো। মৌলবী মোহম্মদ আলী দ্রষ্টব্য। "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম — অনুবৃত্তি" দেখুন।

৩৪ হে বিশ্বাসসিগণ, নিঃসন্দেহ অনেক ধর্মব্যাখ্যাতা ও সন্ন্যাসী মানুষের সম্পত্তি গলাধঃকরণ করে মিথ্যা অজুহাতে আর (লোকদের) ফেরায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে ; আর যারা সোনা ও রূপা জড়ো করে আর তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে তাদের সংবাদ দাও কঠিন শাস্তির—

৩৫ যেদিন এসব উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনে, তার পর তাদের কপালে আর তাদের পার্শ্বে আর তাদের পিঠে তা দিয়ে দেগে দেওয়া হবে : এই তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে, সেজন্য আস্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা জমিয়েছিলে তার।

৩৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারো মাস, আল্লাহ্‌র বিধানে, যেদিন থেকে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এদের মধ্যে চার মাস হচ্ছে পবিত্র ; এই হচ্ছে সত্য ধর্ম। সেজন্য এদের সম্বন্ধে নিজেদের প্রতি অন্যায় ক'রো না। আর সব বহুদেববাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যেমন তারা তোমাদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর জেনো যে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যারা সীমা রক্ষা করে।

৩৭ (পবিত্র মাস) পিছিয়ে দেওয়া অবিশ্বাসের এক বাড়াবাড়ি যার দ্বারা যারা অবিশ্বাসী তারা পথভ্রান্ত হয়—বৈধ করে এক বৎসর আর অবৈধ করে অন্য বৎসর যেন তারা ঠিক রাখতে পারে মাসের সংখ্যা যা আল্লাহ্ পবিত্র করেছেন—ফলে তারা বৈধ করে যা আল্লাহ্ অবৈধ করেছেন ; তাদের কাজের মধ্যে যা গর্হিত তা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করা হয়। আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অবিশ্বাসী লোকদের।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৮ হে বিশ্বাসিগণ, কি তোমাদের হয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হচ্ছে : আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে পড়ো তখন তোমরা ভারি হয়ে ঝুঁকছো মাটির দিকে? সন্তুষ্ট কি তোমরা এই দুনিয়ার জীবনে পরলোকের পরিবর্তে? কিন্তু পরলোকের সঙ্গে তুলনায় এই দুনিয়ার ধনসম্পদ যৎসামান্য।

৩৯ যদি তোমরা অগ্রসর না হও তিনি তোমাদের দেবেন কঠোর শাস্তি আর তোমাদের জায়গায় আনবেন তোমাদের ভিন্ন অন্য লোক, আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতবান্।

৪০ যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো—আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন যারা অবিশ্বাসী তারা তাঁকে বার করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুইজনের দ্বিতীয় জন যখন তাঁরা দুইজন ছিলেন পাহাড়ের গুহার ভিতরে, যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন : দুঃখে অভিভূত হ'য়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে ; তার পর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর শান্তি তাঁর উপরে আর তাঁর বলবৃদ্ধি করেছিলেন সৈন্যদল দিয়ে যাদের তোমরা দেখো নি, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বাণীকে তুচ্ছতম করেছিলেন, আর আল্লাহ্‌র বাণী—তা হচ্ছে উচ্চতম। আর আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৪১ বেরিয়ে পড়ো, হাল্কা অস্ত্র নিয়ে ও ভারী অস্ত্র নিয়ে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো তোমাদের ধনসম্পত্তি ও তোমাদের জীবন দিয়ে ; তাই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বোঝ।

৪২ যদি এটি হোতো কাছের ব্যাপার আর অল্প দিনের সফর তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হোতো ; কিন্তু দূরত্ব তাদের মনে হয়েছিল খুব কষ্টদায়ক আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে : যদি আমরা পারতাম তবে নিশ্চয়ই আমরা যাত্রা করতাম তোমাদের সঙ্গে। তারা তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার ধ্বংস সাধন করছে, আর আল্লাহ্‌ জানেন তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৩ আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন (হে মোহম্মদ) ! কেন তুমি তাদের চলে যেতে অনুমতি দিলে যে পর্যন্ত না তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল কারা সত্য বলে আর মিথ্যাবাদীদের তুমি জেনেছ?

৪৪ তারা তোমার কাছে চলে যাবার অনুমতি চায় না তাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন দিয়ে সংগ্রম করা থেকে যারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাসী, আর আল্লাহ্‌ জানেন কারা সীমারক্ষা করে।

৪৫ কেবল তারাই তোমার অনুমতি চায় যারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না ; আর তাদের হৃদয় সন্দেহের মধ্যে, সেজন্য সন্দেহে তার দোল খাচ্ছে।

৪৬ আর যদি তারা যাত্রা করবার ইচ্ছা করতো তবে নিশ্চয় তার জন্য সরঞ্জাম তারা যোগাড় করতো ; কিন্তু আল্লাহ্‌ চান নি তাদের যাওয়া, সেজন্য তাদের ঠেকিয়েছেন আর (তাদের) বলা হোলো : যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।

৪৭ যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যেত তবে তোমাদের বিঘ্ন বাড়ানো ভিন্ন আর কিছু করতো না ; আর তোমাদের মধ্যে এদিক থেকে ওদিকে ফিরতো তোমাদের মধ্যে বিদ্রোহ কামনা ক'রে, আর তোমাদের মধ্যে তারা আছে যারা তাদের কথা শুনতো ; আল্লাহ্‌ অন্যায়কারীদের জানেন।

৪৮ নিঃসন্দেহ তারা চেয়েছিল বিদ্রোহ ঘটাতে এর পূর্বে, আর তারা তোমার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল যে পর্যন্ত না সত্য এসেছিল আর আল্লাহ্‌র আদেশ স্পষ্ট হয়েছিল যদিও তারা বিমুখ ছিল।

৪৯ আর তাদের মধ্যে আছে সে যে বলে : আমাকে অনুমতি দাও (বাড়িতে থাকবার) আর আমাকে লোভ দেখিও না[৫]। নিঃসন্দেহ লোভে তারা আগেই পড়েছে। নিঃসন্দেহ জাহান্নাম অবিশ্বাসীদের ঘিরেছে।

৫০ যদি তোমাদের জন্য ভালো কিছু ঘটে তাতে তারা দুঃখ পায়, আর যদি তোমাদের কোনো বিপদ ঘটে তারা বলে : নিঃসন্দেহ আমাদের ব্যাপার গুটিয়ে নিয়েছিলাম আগেই ; আর তারা ফিরে যায় ও আনন্দিত হয়।

৫. কোনো কোনো টীকাকারের মতে সিরিয়ায় সুন্দরী মেয়েদের লাভ করা যাবে সেই লোভের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৫১ বলো : কিছুই আমাদের জন্য ঘটে না আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা বিধান করেছেন তা ভিন্ন, তিনি আমাদের রক্ষাকারী বন্ধু, আর আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক।

৫২ বলো : দুটি ভালোর (মৃত্যুর অথবা বিজয়ের) একটির জন্য ভিন্ন আমাদের জন্য আর কিসের প্রতীক্ষা তোমরা করতে পারো ? আর আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করি যে আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দেবেন তাঁর হাতে অথবা আমাদের হাতে। সেজন্য অপেক্ষা করো আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

৫৩ বলো : ইচ্ছা ক'রে দাও (তোমাদের দেয়) অথবা অনিচ্ছা ক'রে দাও, তা তোমাদের কাছ থেকে গৃহীত হবে না ; নিঃসন্দেহ তোমরা একটি দুষ্কৃতিকারী দল।

৫৪ আর তাদের দেয় গৃহীত হবার কোনো বাধা নেই এ ভিন্ন যে তারা আল্লাহ্তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করে, আর তারা নামাযে আসে না গড়িমসি না ক'রে, আর তারা খরচ করে না (তাদের যা দেয় তা দেয় না) অনিচ্ছুক না হ'য়ে।

৫৫ তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের বিস্মিত না করুক, আল্লাহ্ সে-সবের দ্বারা এই সংসারের জীবনে তাদের শাস্তি দিতে চান মাত্র—আর তাদের জীবন চলে যায় তাদের অবিশ্বাসী থাকা কালে।

৫৬ আর তারা আল্লাহ্র শপথ করে যে তারা নিঃসন্দেহ তোমাদের দলের ; আর তারা তোমাদের দলের নয়—তারা এক দল যারা তোমাদের ভয় করে।

৫৭ যদি তারা পেতো আশ্রয় অথবা গুহাগহ্বর অথবা প্রবেশ করার জায়গা, নিঃসন্দেহ তারা সেখানে চলে যেত পলাতকদের মতো দ্রুত।

৫৮ আর তোমাদের মধ্যে আছে সে যে তোমার নিন্দা করে দানের ব্যাপারে ; যদি তাদের তা থেকে দেওয়া হয় তবে তারা খুশি হয়, আর যদি তাদের তা থেকে না দেওয়া হয় নিঃসন্দেহ তারা রেগে যায়।

৫৯ আর যদি তারা সন্তুষ্টি থাকতো আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল তাদের যা দিয়েছেন তাতে আর বলতো : আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ শীগগিরই তাঁর প্রাচুর্য থেকে আমাদের আরো দেবেন আর তাঁর রসুলও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র কাছেই আমরা প্রার্থী।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬০ দান (যাকাত) শুধু দরিদ্রদের জন্য আর অভাবগ্রস্তদের আর, তাদের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের হৃদয় সত্যের দিকে ঝোঁকে তাদের, আর বন্দীদের মুক্ত করার, আর যারা ঋণী তাদের ঋণমুক্ত করার, আর আল্লাহ্র পথের পথিকদের আর পথচারীদের জন্য,—আল্লাহ্র তরফ থেকে এই বিধান ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৬১ আর তাদের মধ্যে আছে যারা নবীকে উত্যক্ত করে আর বলে : উনি কান (যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন)। বলো : তোমাদের জন্য যা ভালো তার কান (শ্রোতা)—যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্তে আর বিশ্বাস করেন বিশ্বাসীদের, আর তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য করুণা ; আর যারা আল্লাহ্র রসুলকে উত্যক্ত করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৬২ তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যেন তোমাদের খুশি কতে পারে, আর আল্লাহ্‌র আর তাঁর রসুলের বেশি অধিকার আছে যে তারা তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) খুশি করবে যদি তারা বিশ্বাসী হয়।

৬৩ তারা কি জানে না যে যে-কেউ আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে কাজ করে সে নিঃসন্দেহ পাবে দোযেখের আগুন তাতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য? সেটি কঠিন লাঞ্ছনা।

৬৪ কপটরা ভয় পায় পাছে তাদের জন্য একটি সূরা অবতীর্ণ হয় তাদের মনে কি আছে তা ঘোষণা ক'রে ; বলো : বিদ্রূপ ক'রে যাও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আনবেন তোমরা যা ভয় করো তা।

৬৫ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় নিশ্চয়ই তারা বলবে : আমরা শুধু কথা বলছিলাম আর তামাশা করছিলাম। বলো : তোমরা কি তামাশা করছিলে আল্লাহ্ আর তাঁর নির্দেশাবলী আর রসুলকে নিয়ে?

৬৬ অজুহাত দেখিও না ; নিঃসন্দেহ তোমরা অবিশ্বাস করেছ বিশ্বাস করার পরে ; যদি তোমাদের এক দলকে আমি ক্ষমা করি অন্যদলকে আমি শাস্তি দেবো, কেন না তারা অপরাধী।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৭ কপট পুরুষরা আর কপট নারীরা একে অন্য থেকে, তারা করতে বলে যা নিন্দনীয় আর নিষেধ করে যা ভালো আর নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয় (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা থেকে), তারা আল্লাহ্‌কে ভুলেছে, সেজন্য তিনি তাদের ভুলেছেন ; নিঃসন্দেহ কপটরা দুষ্কৃতিকারী।

৬৮ কপট পুরুষ ও নারী আর অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন জাহান্নামের আগুন তাতে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য ; তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত ; আর আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন ; আর তাদের জন্য আছে বাঁধা শাস্তি।

৬৯ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো—তোমাদের চাইতে তারা ছিল বেশি শক্তিশালী আর ধনে ও সন্তানসন্ততিতে বেশি সমৃদ্ধ ; এই ভাবে তারা তাদের ভাগ্য ভোগ ক'রে গেছে, এই ভাবে তোমরা ভোগ করছ তোমাদের ভাগ্য তোমাদের পূর্ববর্তীরা যেমন ভোগ করেছিল তাদের ভাগ্য, আর তোমাদের পূর্ববর্তীরা যেমন বৃথা তর্ক করেছিল তোমরাও তেমনি বৃথা তর্ক করছ। এরাই তারা যাদের কাজ বৃথা হয়েছে ইহকালে আর পরকালে ; আর এরাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০ তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ আসে নি—নূহ্ আর আদ, আর সামুদের লোকদের, আর ইব্রাহিমের লোকদের আর মাদায়েনের বাসিন্দাদের আর বিধ্বস্ত শহরগুলোর? তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন প্রমাণসমূহ নিয়ে, কাজেই আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

৭১ আর বিশ্বাসী পুরুষরা আর বিশ্বাসিনী নারীরা—তারা একে অন্যের বন্ধু, তারা করতে বলে যা ভালো তাই, আর নিষেধ করে যা মন্দ, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর আল্লাহ্‌র ও রসুলের অনুগত হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ্ করুণা করবেন ; নিঃসন্দেহ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৭২ বিশ্বাসী পুরুষদের আর বিশ্বাসিনী নারীদের আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন উদ্যানসমূহ যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী তাতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, আর পুণ্য বাসস্থান উচ্চতম স্বর্গের উদ্যানে—আর সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা ; এইই মহাসাফল্য।

দশম অনুচ্ছেদ

৭৩ হে নবী, অবিশ্বাসী আর কপটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো আর তাদের প্রতি কঠোর হও ; আর তাদের স্থান জাহান্নাম, আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

৭৩ তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে তারা কিছু বলে নি ; আর নিঃসন্দেহ তারা বলেছিল অবিশ্বাসের কথা, আর অবিশ্বাস করেছিল তাদের (আল্লাহ্‌র কাছে) আত্মসমর্পণের পরে আর তারা মতলব করেছিল (পয়গাম্বরকে হত্যা করতে ও ইসলাম নির্মূল করতে) যা তারা কাজে পেরে ওঠে নি, আর তারা দোষ পায় নি এ ভিন্ন যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদের সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে ; সেজন্য যদি তারা অনুতাপ করে সেটি তাদের জন্য হবে ভালো, আর যদি তারা ফিরে আসে (পুনরায় বিরুদ্ধতা করে) তবে আল্লাহ্ তাদের দেবেন এক কঠোর শাস্তি এই সংসারে আর পরকালে, আর দেশে তাদের কোনো বন্ধু অথবা সাহায্যকারী থাকবে না।

৭৫ আর তাদের মধ্য আছে তারা যারা আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করেছিল : যদি তিনি আমাদের দেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে আমরা নিশ্চয়ই দান করবো, আর নিশ্চয়ই আমরা কল্যাণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৭৬ কিন্তু যখন তিনি দিলেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে তারা সে বিষয়ে কৃপণ হোলো, আর তারা পিঠ ফেরালো, আর চলে গেল।

৭৭ সেজন্য তিনি পরিণাম দিয়েছেন তাদের অন্তরে কপটতা যে পর্যন্ত না তারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়, কেন না তারা আল্লাহ্‌র কাছে ভঙ্গ করেছিল যে অঙ্গীকার তাঁর কাছে তারা করেছিল, আর যেহেতু তারা মিথ্যা কথা বলেছিল।

৭৮ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্ জানেন তাদের লুকোনো চিন্তা আর গোপন পরামর্শ, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব অদৃশ্য ব্যাপারের?

৭৯ যারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই বিশ্বাসীদের প্রতি যারা ইচ্ছা ক'রে দান করে[৬], আর যাদের দেবার মতো কিছু নেই তাদের উদ্যম ব্যতীত, আর তাদের বিদ্রূপ করে—আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন ; তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

---

৬. তাবুক যুদ্ধের জন্য।

৮০ (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করো—যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো সত্তর বার আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না, এটি এই জন্য যে তারা আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করেছিল, আর আল্লাহ্ দুষ্কৃতিকারীদের পথ দেখান না।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮১ যাদের পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া হয়েছিল আল্লাহ্‌র রসুলের পশ্চাতে তাদের রয়ে যাওয়ার দরুন আর তারা বিমুখ ছিল তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা থেকে আর বলেছিল : গরমে বেরিয়ো না। বলো : জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো অনেক বেশি। যদি তারা (তা) বুঝতো।

৮২ তবে তারা হাসুক কিছুকাল ; কাঁদবে তারা বেশি যা তারা উপার্জন করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ।

৮৩ সেজন্য আল্লাহ্ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন, তার পর যদি তারা তোমার অনুমতি চায় যাত্রা করার জন্য, ব'লো : কোনো ক্রমেই তোমরা কখনো আমার সঙ্গে যাত্রা করতে পারবে না, আর কোনো ক্রমেই আমার সঙ্গে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না ; নিঃসন্দেহ তোমরা প্রথমবার বেছে নিয়েছিলে বসে থাকা, সেজন্য বসে থাকো যারা পিছনে থাকে তাদের সঙ্গে।

৮৪ আর তাদের কারো জন্য প্রার্থনা ক'রো না তাদের কেউ মরলে আর তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না ; নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করে, আর তারা মরবে দুষ্কৃতিকারীরূপে।

৮৫ আর তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের সন্তানসন্ততি তোমাকে বিস্মিত না করুক ; এই সব দিয়ে আল্লাহ্ শুধু তাদের শাস্তি দিতে চান এই সংসারে, আর যেন তাদের জীবন চলে যায় তাদের অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায়।

৮৬ আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় (এই মর্মে) : আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো আর তাঁর রসুলের সঙ্গী হয়ে সংগ্রাম করো, যারা বিত্তবান্ তারা তোমার অনুমতি চায় আর বলে : আমাদের থাকতে দিন যারা (বাড়িতে) বসে আছে তাদের সঙ্গে।

৮৭ তারা ভালো মনে করেছিল যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে থাকা ; আর তাদের হৃদয়ের উপরে একটি মোহর মারা হয়েছে ; সেজন্য তারা বোঝে না ।

৮৮ কিন্তু রসুল আর যারা বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে, তারা সংগ্রাম করে তাদের ধনসম্পত্তি ও তাদের জীবন দিয়ে ; আর এরাই তারা যাদের জন্য ভালো যা কিছু, আর এরাই তারা যারা সফলতা-প্রাপ্ত।

৮৯ আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, তাতে তারা বাস করবে স্থায়ীভাবে ; এইই মহাসাফল্য।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯০ যাযাবর আরবদের মধ্যে যারা ওজর দেখিয়েছিল, তারা এসেছিল যেন তাদের অনুমতি দেওয়া হয়—আর যারা আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের কাছে মিথ্যা বলেছিল তারা বাড়িতে বসে ছিল। যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপরে পড়বে কঠিন শাস্তি।

৯১ কোনা দোষ হবে না যারা দুর্বল তাদের , যারা রুগ্ন তাদের, যারা খুঁজে পায় না কি তারা ব্যয় করবে তাদের, যে পর্যন্ত তারা অকপট হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কাছে। যারা কল্যাণকারী তাদের বিরুদ্ধে (দোষের) কোনো পথ নেই ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৯২ তাদেরও মধ্যে (দোষ) নেই যারা যখন তোমরা কাছে এসেছিল যেন তুমি তাদের নিয়ে যেতে পারো তুমি বলেছিলে : তোমাদের যার উপরে নিয়ে যাব তা আমি পাচ্ছি না ; তারা চলে গিয়েছিল অশ্রুপূর্ণ চোখে যা ব্যয় করবে তা না পাওয়ার দুঃখের জন্য।

৯৩ (দোষের) পথ তাদেরই বিরুদ্ধে যারা তোমার অনুমতি চায় যদিও তারা বিত্তবান্ ; তারা পছন্দ করেছে তাদের দলের হতে যারা রয়ে গিয়েছিল ; আর আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণের উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন ; সেজন্য তারা জানে না।

একাদশ খণ্ড

৯৪ তারা তোমাদের কাছে ওজর দেখাবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরবে। বলো : কোনো ওজর দেখিও না কেন না আমরা তোমাদের বিশ্বাস করবো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের খবর আমাদের দিয়েছেন, আর এখন আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল তোমাদের কাজ দেখবেন, তার পর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে যিনি অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা তাঁর কাছে, তখন তিনি তোমাদের জানাবেন তোমরা কি করেছিলে।

৯৫ তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্র শপথ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে যাবে যেন তোমরা তাদের থেকে ফেরো। তবে তাদের দিক থেকে ফেরো। নিঃসন্দেহ তারা জঘন্য, আর তাদের বাসস্থান জাহান্নাম—যা তারা উপার্জন করেছে তার প্রতিদান।

৯৬ তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি অনুকূল হও। কিন্তু তোমরা যদি তাদের প্রতি অনুকূল হও—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনুকূল নন দুষ্কৃতিকারী দলের প্রতি।

৯৭ যাযাবর আরবরা অবিশ্বাসে ও কপটতায় অতিশয় দৃঢ়, আর আল্লাহ্ তাঁর রসুলের কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া তাদের পক্ষে বেশি সম্ভবপর ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৯৮ আর যাযাবর আরবদের মধ্যে আছে তারা যারা লোকসান ব'লে গণ্য করে যা তারা ব্যয় করে (আল্লাহ্র জন্য), আর তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে ভাগ্যের (অশুভ) পরিবর্তন ; ভাগ্যের অশুভ পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৯৯ আর যাযাবর আরবদের মধ্যে আছে তারা যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে আর যা তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে তা আর রসুলের প্রার্থনা তারা জ্ঞান করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের উপায় ; নিঃসন্দেহ তা হবে তাদের জন্য নৈকট্যের উপায় ; আল্লাহ্ তাদের প্রবেশ করাবেন তাঁর করুণায় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০০ মোহাজির ও আনসারদের (দেশত্যাগী ও সাহায্যকারীদের) প্রথমদের অগ্রবর্তীরা আর যারা তাদের অনুসরণ করেছিল কল্যাণ-কর্মে—আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তাদের উপরে আর তারা সন্তুষ্ট তাঁর উপরে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী সেসবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। এইই মহাসাফল্য।

১০১ আর যাযাবর আরবদের যারা তোমাদের চারপাশে আছে তাদের মধ্যে আছে কপটরা, আর মদিনার লোকদের মধ্যেও—তারা কপটতায় দৃঢ়। তুমি তাদের জানো না, আমি তাদের জানি, আমি তাদের শাস্তি দেবো দ্বিগুণ, তার পর তাদের পাঠিয়ে দেবো মহাশাস্তিতে।

১০২ আর অন্যরা তাদের দোষ স্বীকার করেছে ; তারা একটি ভালো কাজ ও একটি মন্দ মিশিয়েছে ; হতে পারে আল্লাহ্ তাদের দিকে ফিরবেন (করুণায়) ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১০৩ তাদের সম্পত্তি থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ করো, এই ভাবে তুমি তাদের দোষমুক্ত ও পবিত্র করতে পারবে, আর তাদের জন্য প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য শান্তি ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১০৪ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের থেকে অনুতাপ (তওবা) গ্রহণ করেন, আর দান গ্রহণ করেন, আর আল্লাহ্ যে বার বার ফেরেন (করুণায়), ফলদাতা?

১০৫ আর বলো : কাজ করো, আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন, আর তাঁর রসুল আর বিশ্বাসীরাও ; আর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে, তখন তিনি তোমাদের জানাবেন তোমরা কি করেছিলে।

১০৬ আর অন্যেরা (আছে) যারা আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতীক্ষা করে—তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথবা তাদের প্রতি ফিরবেন (করুণায়) ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

১০৭ আর যারা একটি মসজিদকে গ্রহণ করেছিল বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে আর বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির জন্য, আর তাদের আশ্রয়স্থলরূপে যারা এর পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা নিঃসন্দেহ শপথ করবে : আমরা ভালো ভিন্ন আর কিছু চাই নি ; আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী।

১০৮ কখনো তাতে দাঁড়াবে না (উপাসনার জন্য) ; নিঃসন্দেহ যে মসজিদ সীমারক্ষার উপরে স্থাপিত প্রথম দিন থেকে তার বেশি দাবি আছে যে তুমি সেখানে দাঁড়াবে, তাতে লোক আছে যারা ভালোবাসে যে তারা পবিত্র হবে ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা নিজেদের পবিত্র করে।

১০৯ যে তার দালান গড়েছে আল্লাহ্‌র সীমারক্ষার উপরে আর (তাঁর) প্রসন্নতার উপরে, সে ভালো, না, সে যে তার দালান গড়েছে ফাটল-ধরা তলা-খয়ে-যাওয়া কিনারার উপরে ; ফলে তা তাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো জাহান্নামের আগুনে? আর আল্লাহ্‌ পথ দেখান না অন্যায়কারী লোকদের।

১১০ যে দালান তারা তৈরি করেছে তা চিরদিন তাদের মনে এক অশান্তির কারণ হয়ে থাকবে যদি না তাদের মন কেটে খণ্ড খণ্ড হয় ; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১১১ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের কাছ থেকে কিনেছেন তাদের জীবন আর তাদের ধনসম্পত্তি যেন তারা পেতে পারে উদ্যান —তারা সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র পথে সেজন্য মারে ও মরে ; এই প্রতিশ্রুতি তাঁর জন্য সত্য তওরাতে আর ইঞ্জিলে আর কোর্‌আনে ; আর কে বেশি প্রতিশ্রুতিরক্ষাকারী আল্লাহ্‌র চাইতে? তবে আনন্দ করো যে-বিনিময় তোমরা করতে পেরেছ তার জন্য; আর এইটি—মহাসাফল্য।

১১২ (সাফল্যমণ্ডিত তারা) যারা ফেরে (আল্লাহ্‌র দিকে), যারা উপাসনা করে, যারা প্রশংসা কীর্তন করে, যারা রোযা রাখে, যারা আনত হয়, যারা সেজদা করে, যারা করতে বলে যা ভালো আর নিষেধ করে যা মন্দ, আর যারা আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করে—আর সুসংবাদ দাও বিশ্বাসীদের।

১১৩ এটি পয়গাম্বরের ও যারা বিশ্বাস করে তাঁদের জন্য নয় যে তাঁরা বহুদেববাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এটি তাঁদের কাছে স্পষ্ট হবার পরে যে তারা আগুনের অধিবাসী হয়েছে—যদি তারা নিকট-আত্মীয়ও হয়।

১১৪ আর ইব্রাহিমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভবপর হয়েছিল তার জন্য তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন শুধু সেই কারণে, কিন্তু যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র একজন শত্রু তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ ইব্রাহিম ছিলেন কোমল অন্তঃকরণের ও সহনশীল।

১১৫ এটি আল্লাহ্‌র (করণীয়) নয় যে তিনি একটি সম্প্রদায়কে পথভ্রান্ত করবেন তাঁর তাদের পথ দেখাবার পরে যে পর্যন্ত না তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন কোন্‌ বিষয়ে তারা সীমারক্ষা করবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সব-কিছুর জ্ঞান রাখেন।

১১৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌—তাঁরই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব ; তিনি জীবন দেন আর মৃত্যু দেন ; আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন তোমাদের জন্য নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু ও সহায়।

১১৭ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ফিরেছেন (করুণায়) নবীর প্রতি আর মোহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তাঁর অনুবর্তী হয়েছিল কষ্টের দিন, তাদের একদলের মন যখন প্রায় বেঁকে গিয়েছিল—তার পর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন (করুণায়) ; নিঃসন্দেহ তিনি তাদের প্রতি দয়ালু, ফলদাতা।

১১৮ আর তিন জনের প্রতিও (তিনি ফিরেছিলেলন করুণায়)। যাদের রেখে যাওয়া হয়েছিল, তখন বিস্তৃত পৃথিবী তাদের জন্য হয়েছিল সঙ্কুচিত আর তাদের অন্তরাত্মাও তাদের জন্য হয়েছিল সঙ্কুচিত, আর তারা নিশ্চিত জেনেছিল যে আল্লাহ্‌ থেকে কোনো

আশ্রয় নেই তাঁর দিকে ভিন্ন ; তার পর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন করুণায় যেন তারাও ফিরতে পারে (অনুতপ্ত হয়ে)[৭]। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (করুণায়)।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১১৯ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর সত্যপরায়ণদের দলের হও।

১২০ মদিনার লোকদের আর তার চারপাশের মরুভূমির বাসিন্দাদের জন্য (সংগত) নয় আল্লাহ্‌র রসুলের পিছনে থেকে যাওয়া, আর তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্য কিছু চাওয়া তাদের জন্য সংগত নয় ; এ এই জন্য যে আল্লাহ্‌র পথে পিপাসা অথবা শ্রম অথবা ক্ষুধা তাদের কষ্ট দেয় না, তারা এমন পথেও চলে না যা অবিশ্বাসীদের ক্রুদ্ধ করে, তারা শত্রুর থেকে আদায়ও করে না যা আদায় করবার[৮]—যদিও এর জন্য তাদের হিসাবে একটি ভালো কাজ লেখা হয় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার ব্যর্থ করেন না।

১২১ তারা কিছু ব্যয় করে না, অল্প অথবা বেশি, তারা কোনো উপত্যকা পার হয় না, যা তাদের জন্য জমা হয় না যেন আল্লাহ্ তাদের পুরস্কৃত করতে পারেন তারা যা করেছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ দিয়ে।

১২২ আর এটি বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে তারা সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বে, তাদের প্রত্যেক সৈন্যদল থেকে মাত্র একটি দল বেরিয়ে যাবে যেন তারা (যারা রয়ে গেল) ধর্মে জ্ঞান লাভ করতে পারে আর যেন তারা তাদের লোকদের সাবধান করতে পারে যখন তারা ফিরে আসে তার ফলে যেন তারা সতর্ক হতে পারে।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১২৩ হে বিশ্বাগিণ, সেই অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের নিকটবর্তী, আর তারা তোমাদের মধ্যে পাক অনমনীয়তা। আর জেনো আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যারা সীমা রক্ষা করে।

১২৪ আর যখনই একটি সূরা অবতীর্ণ হয় তাদের কেউ কেউ আছে যারা বলে : তোমাদের কে এইভাবে বিশ্বাসের সমৃদ্ধ হয়েছে ;—যারা বিশ্বাস করে এতে তাদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়েছে ; আর তারা—আর তারা আনন্দ-সংবাদ দেয়।

১২৫ যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি এতে তাদের পাপপ্রবণতার সঙ্গে পাপপ্রবণতা যুক্ত হয়, আর তারা প্রাণত্যাগ করে অবিশ্বাসী অবস্থায়।

১২৬ তারা কি দেখে না যে প্রত্যেক বৎসর একবার কি দুইবার তাদের পরীক্ষা হয়? তবুও তারা (আল্লাহ্‌র দিকে) ফেরে না, তারা মনও দেয় না।

---

৭. মদিনার তিন ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য একঘোরে করা হয়েছিল। তারা অনুতপ্ত হয় ও মার্জনা লাভ করে।

৮. হত্যা করা, বন্দী করা, অথবা পরাভূত করা — শত্রুর কাছ থেকে আদায় করা বলতে এই তিন কাজ বোঝায়।

১২৭ আর যখন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় তারা পরস্পরের দিকে তাকায় (যেন বলতে চায়) : কেউ কি তোমাদের দেখছে? তার পর তারা ফিরে যায়। আল্লাহ্ তাদের মন ফিরিয়ে দেন, কেন না, তারা একটি দল যারা বোঝে না।

১২৮ নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে একজন বাণীবাহক এসেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে যাঁর কাছে যার দ্বারা তোমরা ভারাক্রান্ত তা দুঃখকর—তোমাদের কল্যাণের জন্য (তিনি) লোলুপ, বিশ্বাসীদের জন্য সমবেদনাপূর্ণ, কৃপাময়।

১২৯ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, বলো : আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—তাঁরই উপরে আমি নির্ভর করি ; আর তিনি মহাসিংহাসনের অধীশ্বর।

ইউনুস

[ইউনুস কোর্‌আন শরীফের দশম সূরা। এটি অন্ত্য-মক্কীয়—হযরতের মক্কার জীবনে শেষ চার বৎসরের কোনো সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে এর কয়েকটি আয়াত মদিনীয় এই মত কেউ কেউ দিয়েছেন।

জাতির কঠিন বিরূপতার জন্য হযরতের গভীর দুঃখ এর কয়েকটি আয়াতে রূপ পেয়েছে। আল্লাহ্ ভিন্ন কল্পিত দেবতাদের উপাসনা কেন করা হবে না সে সম্বন্ধে অনেক কথা এতে বলা হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্ দ্রষ্টা। এসব জ্ঞানময় গ্রন্থের আয়তসমূহ।

২ এ কি লোকদের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার যে তাদের মধ্যেকার একজনকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি এই ব'লে : মানুষদের সাবধান করো, আর যারা বিশ্বাস করে তাদের সুসংবাদ দাও যে তাদের পালয়িতার কাছে আছে তাদের জন্য সুনিশ্চিত পদক্ষেপ (সুনিশ্চিত পথে চালনা)? অবিশ্বাসীরা বলে : নিঃসন্দেহ্ এ একজন স্পষ্ট (জলজ্যান্ত) জাদুকর।

৩ নিঃসন্দেহ্ তোমাদের পালয়িতা আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সিংহাসনের উপরে সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত ক'রে, তাঁর অনুমতিক্রমে ভিন্ন (তাঁর কাছে) কোনো সুপারিশকারী নেই। এইই আল্লাহ্—তোমাদের পালয়িতা—সেজন্য তাঁর উপাসনা করো। তবে কি তোমারা স্মরণ করবে না?

৪ তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন—সবার। আল্লাহ্‌র এই সত্য প্রতিশ্রুতি। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন তারপর তা পুনঃসৃষ্টি করেন যেন ন্যায়তঃ তিনি পুরস্কার দিতে পারেন তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, আর যারা অবিশ্বাস করে তারা পাবে তপ্ত পানীয় ফুটন্ত জল থেকে, আর কঠোর শাস্তি, কেন না তারা অবিশ্বাস করেছিল।

৫ তিনিই সূর্যকে করেছেন ঔজ্জ্বল্য আর চন্দ্রকে করেছেন আলোক আর তার (চন্দ্রের) জন্য নির্ধারিত করেছেন অবস্থানসমূহ যেন তোমরা জানতে পারো বৎসরের সংখ্যা আর হিসাব। আল্লাহ্ একে সৃষ্টি করেন নি সত্যে ভিন্ন। তিনি নির্দেশাবলী বিশদ করেন সেই লোকদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।

৬ নিঃসন্দেহ্ রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে, আর যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে, (এসবে) নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা সীমারক্ষা করে।

৭ নিঃসন্দেহ্ যারা আশা করে না আমার সঙ্গে মিলিত হবার আর সন্তুষ্ট এই সংসারের জীবনে, আর তাতে নিজেদের নিরাপদ জ্ঞান করে, আর যারা অমনোযোগী আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে—

৮ এরাই তারা যাদের আবাসস্থল আগুন, তারা যা উপার্জন করছে সেজন্য।

৯ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের পালয়িতা তাদের চালিত করবেন তাদের বিশ্বাসের দ্বারা—তাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত হবে বহু নদী—আনন্দময় উদ্যানে।

১০ তাতে তাদের প্রার্থনা হবে ; তোমারই মহিমা হে আল্লাহ্। আর তাতে তাদের সম্ভাষণ হবে : শান্তি। আর তাদের শেষ প্রার্থনা হবে : প্রশংসা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ যদি আল্লাহ্ ত্বরান্বিত করতেন মানুষের জন্য যা মন্দ যেমন তারা কামনা করে তাদের জন্য যা ভালো তা ত্বরান্বিত করতে, তাদের বিরামের কাল তাহলে গত হোতো। কিন্তু যারা আমার সঙ্গে দেখা হওয়া চায় না আমি তাদের ঘুরে বেড়াতে দিই অন্ধভাবে তাদের অবাধ্যতায়।

১২ আর যখন বিপদ কোনো লোককে স্পর্শ করে সে তখন আমাকে ডাকে পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় হোক, অথবা ব'সে হোক, অথবা দাঁড়িয়ে হোক, কিন্তু যখন আমি তার থেকে দূর করে দিই তার বিপদ সে তার মতো ঘুরে বেড়ায় যেন সে কখনো আমাকে ডাকে নি বিপদের জন্য যা তাকে স্পর্শ করেছিল ; এইভাবে দায়িত্বহীনদের চিত্তাকার্ষক হয় যা তারা করে।

১৩ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পূর্বে বহু পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা অন্যায়কারী হয়েছিল, আর তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট নির্দেশাবলী নিয়ে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি ; এইভাবে আমি প্রতিদান দিই অপরাধীদের।

১৪ তারপর আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি তাদের পরে যেন আমি দেখতে পারি তোমরা কেমন কাজ করো।

১৫ আর যখন আমার পরিচ্ছন্ন নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয় যারা আশা করে না আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবে, তারা বলে : এ ভিন্ন অন্য কোর্‌আন আন অথবা এটা বদলাও। বলো : আমার নিজের ইচ্ছায় এর বদল করা আমার জন্য নয়, আমি শুধু তার অনুগত যা আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়, নিশ্চয় আমি ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি যদি আমার পালয়িতার অবাধ্য হই।

১৬ বলো : যদি আল্লাহ্ (অন্যরূপ) ইচ্ছা করতেন তবে আমি তোমাদের কাছে এটি পাঠ করতাম না, তিনিও এটি তোমাদের জানাতেন না, নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যে এর পূর্বে এক জীবনকাল কাটিয়েছি : তবে তোমরা কি বোঝো না?

১৭ তবে কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নির্দেশসমূহ? নিঃসন্দেহ অপরাধীরা সফল হবে না।

১৮ আর আল্লাহ্ ভিন্ন তারা তার উপাসনা করে যা তাদের অপকার করতে পারে না উপকারও করতে পারে না ; আর তারা বলে : এরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। বলো : তোমরা কি আল্লাহ্কে জানাবে যা তিনি জানেন না আকাশ ও

পৃথিবী সম্বন্ধে? তাঁরই মহিমা—আর বহু উচ্চে অবস্থিত তিনি তা থেকে যা তারা তাঁর অংশীরূপে দাঁড় করায়।

১৯. মানুষ একজাতি ভিন্ন নয়, তার পর তারা বিভিন্ন মতের হোলো। আর যদি তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে একটি কথা বলা না হোতো তবে তাদের মধ্যে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেতো সে-সম্পর্কে যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছে।[৯]

২০ আর তার বলে : তার পালয়িতার কাছ থেকে একটি নিদর্শন কেন তার কাছে পাঠানো হয় না? তবে বলো : অদৃশ্য কেবল আল্লাহ্‌র জন্য ; সেজন্য অপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহ আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকারীদের দলের।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ আর যখন আমি লোকদের করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই কোনো বিপদ তাদের স্পর্শ করার পরে, নিঃসন্দেহ, তারা আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। বলো : আল্লাহ্ বেশি তৎপর চক্রান্ত করায় ; নিঃসন্দেহ আমার বার্তাবহরা (ফেরেশ্‌তারা) লিখে রাখে যে ষড়যন্ত্র তোমরা করো।

২২ তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সমুদ্রে যখন তোমরা জাহাজে, আর তারা তাদের নিয়ে যাত্রা করে আরামদায়ক বাতাসে, আর তারা তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, (তার পর) এই ঝোড়ো বাতাস তাদের উপরে এসে পড়ে আর ঢেউ তাদের চারদিক থেকে এসে লাগে আর তারা নিঃসন্দেহ হয় যে তারা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়েছে, তারা প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যে অকপট হয়ে : যদি এ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করো : আমরা নিঃসন্দেহ কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

২৩ কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, নিঃসন্দেহ অন্যায়ভাবে তারা বিদ্রোহী হয় পৃথিবীতে। হে মানুষ, তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদের অন্তরাত্মা সম্বন্ধে—দুনিয়ার জীবনের উপভোগ—তার পর ফিরে আসবে তোমরা আমার কাছে, আর তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো কি তোমরা করেছ।

২৪ এই দুনিয়ার জীবনের তুলনা হচ্ছে মাত্র জল যা আমি আকাশ থেকে পাঠাই, তার পর তার দ্বারা পৃথিবীর গাছপালা বাড়ে যা থেকে মানুষ ও পশু খাদ্য পায়, তার পর পৃথিবী তার সোনালি পোষাক পরে আর সাজানো হয়, আর এর লোকেরা ভাবে এর উপরে তারা ক্ষমতাবান্, (তার পর) আমার আদেশ এর উপরে আসে রাতে অথবা দিনে, ফলে আমি একে করি কাটা শস্যের মতো যেন কাল তার অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে নির্দেশাবলী আমি বিশদ করি তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।

২৫ আর আল্লাহ্ আহ্বান করেন শান্তির আলয়ে, আর সরল পথে চালিত করেন যাকে খুশি।

২৬ যারা 'ভালো করে তাদের জন্য ভালো এবং আরও বেশি ; আর ধূলি অথবা অপমান তাদের মুখ ঢাকবে না ; এরাই বেহেশ্‌তের অধিবাসী—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

---

৯. সেই কথাটি এই যে আল্লাহ্ সাংসারিক জীবনে মানুষের মতভেদ স্বীকার করে নিয়েছেন।

২৭ আর যারা মন্দ উপার্জন করেছে (তাদের জন্য) এমন মন্দ কাজের প্রতিদান হবে তার তুল্য যা তাই দিয়ে ; আর লাঞ্ছনা তাদের পাকড়াও করবে—আল্লাহ্ থেকে কোনো রক্ষক তাদের নেই—যেন তাদের মুখ আবৃত হয়েছে রাত্রির গহন অন্ধকারের টুকরা দিয়ে ; এরাই আগুনের অধিবাসী যাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

২৮ আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, তার পর যারা অন্যদের (আল্লাহ্‌র) অংশী করেছিল তাদের আমি বলবো : যেখানে আছ সেখানে থাকো তোমরা আর তোমাদের (কল্পিত) অংশীরা, তার পর আমি তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করবো, আর তাদের (কল্পিত) অংশীরা বলবে : তোমরা আমাদের উপাসনা করো নি—

২৯ সেজন্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট যে আমরা সম্পূর্ণ অচেতন ছিলাম তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে।

৩০ সেখান প্রত্যেক প্রাণ পরিচিত হবে যা সে পূর্বে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে, আর তাদের ফিরিয়ে আনা হবে তাদের সত্যকার রক্ষাকরী আল্লাহ্‌র কাছে, আর যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের কাছে থেকে বিদায় নেবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ বলো : কে তোমাদের জীবিকা দেয় আকাশ ও পৃথিবী থেকে? অথবা কে মালিক শোনার ও দেখার? আর কে নিয়ে আসে জীবিতকে মৃত থেকে আর নিয়ে আসে মৃতকে জীবিত থেকে? আর কে চালিত করে ধারা? তাহলে তারা বলবে : আল্লাহ্। তবে বলো : তবে তোমরা সীমা রক্ষা করবে না?

৩২ এই তবে আল্লাহ্, তোমাদের সত্য পালয়িতা ; আর সত্যের পরে মিথ্যা ভিন্ন আর কি? আর তোমরা কত বদলে –যাওয়া।

৩৩ এইভাবে তোমার পালয়িতার কথা সত্য প্রতিপন্ন হয় তাদের বিরুদ্ধে যারা দুষ্কৃতিকারী, যে, তারা (দুষ্কৃতিকারীরা) বিশ্বাস করে না।

৩৪ বলো : তোমাদের (কল্পিত) অংশীদের মধ্যে কেউ কি আছে যে প্রথম সৃষ্টি করতে পারে তার পর তা পুনঃসৃষ্টি করতে পার? বলো : আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি করেন তার পর তিনি তা পুনঃসৃষ্টি করেন। তবে তোমরা কত বিপথে-চালিত।

৩৫ বলো : তোমাদের (কল্পিত) অংশীদের মধ্যে কেউ কি আছে যে সত্যে চালিত করে? বলো: আল্লাহ্ সত্যে চালিত করেন। তবে, যিনি সত্যে চালিত করেন তিনি বেশি অনুসরণযোগ্য, অথবা যে নিজে ঠিক পথে চলে না যদি তাকে চালিত করা না হয়? তবে তোমাদের কি হয়েছে—কি ভাবে তোমরা বিচার করো?

৩৬ আর তারা অনেকে অনুমান ভিন্ন আর কিছু অনুসরণ করে না ; নিঃসন্দেহ অনুমানে কিছুই কাজ দেবে না সত্যের বিরুদ্ধে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা তারা করে।

৩৭ আর এই কোর্‌আন এমন নয় যা আর কেউ তৈরি করতে পারে আল্লাহ্ ভিন্ন ; কিন্তু এটি এর পূর্বে যা ছিল তার সমর্থন আর একটি বিশদ ব্যাখ্যা (মানুষের জন্য) যা বিধান

করা হয়েছে তার—কোনো সন্দেহ নেই এতে—(এসেছে) বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছ থেকে।

৩৮ অথবা তারা কি বলে : যে এটি তৈরি করেছে? বলো : তবে এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো আর ডাকো যাদের পারো আল্লাহ্ ভিন্ন ; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯ না—তারা প্রত্যাখ্যান করে যার জ্ঞানের সীমা তারা পায় না, আর এর পরিণাম তাদের কাছে এখনও আসে নি। এইভাবে (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। দেখো তবে কি হয়েছিল অন্যায়কারীদের পরিণাম।

৪০ আর তাদের মধ্যে আছে সে যে এতে বিশ্বাস করে, আর তাদের মধ্যে আছে সে যে এতে অবিশ্বাস করে ; আর তোমার পালয়িতা ভালো জানেন অন্যায়কারীদের।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, বলো : আমার কাজ আমার জন্য আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য ; তোমাদের কোনো দায় নেই আমার করণীয় সম্বন্ধে, আর আমারও কোনো দায় নেই তোমাদের করণীয় সম্বন্ধ।

৪২ আর তাদের মধ্যে আছে যারা তোমার কথা শোনে ; কিন্তু তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারো তারা না বুঝলেও?

৪৩ আর তাদের মধ্যে আছে যারা তোমার দিকে তাকায় ; কিন্তু তুমি কি পথ দেখাতে পারো অন্ধদের তারা না দেখলেও?

৪৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অন্যায় করেন না, কিন্তু মানুষরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে।

৪৫ আর যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, যেন তারা দিনের এক ঘণ্টাও কাটায় নি, (সেদিন) তারা পরস্পরকে চিনবে। তারা যেন মরে যাবে যারা আল্লাহ্র সঙ্গে দেখা হওয়াকে মিথ্যা বলেছিল ; আর তারা ঠিক পথে চালিত নয়।

৪৬ আর যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদের দিয়েছি তার কিছু তোমাকে দেখাই বা না দেখাই আর তোমাকে মৃত্যু দিই (বা না দিই) তবু আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন, আর তার উপর আল্লাহ্ সাক্ষী যা তারা করে।

৪৭ আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছেন একজন বাণীবাহক। সেজন্য যখন তাদের বাণীবাহক এসেছিলেন তখন বিষয়টির মীমাংসা হয়েছিল তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ; আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৪৮ আর তারা বলে : যারা কথা বলছ তা কখন আসবে—যদি সত্যবাদী হও?

৪৯ বলো : আমি নিজের জন্য কোনো অপকার বা উপকারের উপরে কর্তৃত্ব রাখি না আল্লাহ্ যা করেন তা ভিন্ন ; প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে ; যখন তাদের সময় হয় তারা দেরি করবে না এক ঘণ্টার জন্যও তারা যেতেও পারবে না (তার) আগে।

৫০ বলো : ভেবেছ কি, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপরে এসে পড়ে রাত্রির আক্রমণরূপে অথবা দিনে? এর মধ্যে কি আছে যা অপরাধীরা ত্বরান্বিত করতে চায়?

৫১ তবে কি তখন তোমরা বিশ্বাস করবে যখন এটি তোমাদের উপরে এসে পড়বে? কী! এখন যখন (এ পর্যন্ত) তোমরা একে ত্বরান্বিত করেছিলে?

৫২ তখন যারা অন্যায় করেছিল তাদের বলা হবে : স্থায়ী শাস্তি আস্বাদ করো—যা তোমরা উপার্জন করেছিলে তার বিনিময় ভিন্ন আর কিছু কি তোমাদের দেওয়া হয়েছে?

৫৩ আর তারা তোমাদের জিজ্ঞাসা করে : তা কি সত্য? বলো : হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, নিঃসন্দেহ এ সত্য—আর তোমরা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৪ আর প্রত্যেক প্রাণ —যে অন্যায় করেছে—যে যদি পেতো সংসারে যা কিছু আছে তা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তবে তা সে মুক্তির জন্য দিত—আর তারা নিজেদের অন্তরে অনুশোচনা অনুভব করবে যখন তারা দেখবে শাস্তি ; কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে ন্যায়ের সঙ্গে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৫৫ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌রই যা আছে আকাশে ও পৃথিবীতে আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; কিন্তু তারা অনেকে জ্ঞানহীন।

৫৬ তিনি জীবন দেন আর মৃত্যু ঘটান, আর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৭ হে মানবগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছে থেকে এসেছে উপদেশ, আর বুকে যা আছে তার আরোগ্য, আর পথনির্দেশ আর করুণা বিশ্বাসীদের জন্য।

৫৮ বলো : আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যে আর তাঁর করুণায়—এতে তারা আনন্দ প্রকাশ করবে ; এ ভালো যা তারা সঞ্চয় করে তার চাইতে।

৫৯ বলো : ভেবেছ কি তোমরা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কি জীবিকা পাঠিয়েছেন, কেমন ক'রে তাকে তোমরা করেছ বৈধ আর অবৈধ? বলো : আল্লাহ্ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, অথবা তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করেছ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে?

৬০ আর যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে, কি তারা ভাবছে কেয়ামতের দিন সম্বন্ধে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষ সম্বন্ধে প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ ; কিন্তু তাদের অনেকে কৃতজ্ঞতা জানায় না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ আর তুমি (হে মোহম্মদ) এমন কোনো কাজে ব্যাপৃত নও আর সে সম্বন্ধে কোরআন থেকে এমন কোনো অংশ আবৃত্তি করো না, আর তোমরা (মানুষরা) এমন কোনো কাজ করো না যার সাক্ষী আমি নই তোমরা যখন তাতে ব্যাপৃত, আর তোমার পালয়িতার

অজানা অণুপরিমাণ-কিছুও পৃথিবীতে অথবা অন্তরীক্ষে নেই, তার চাইতে ছোটোও নেই বড়োও নেই, যা (লিপিবদ্ধ) নয় এক স্পষ্ট গ্রন্থে।

৬২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র বন্ধুরা—তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখ করবে না।

৬৩ যারা বিশ্বাস করে আর সীমা রক্ষা করে —

৬৪ তাদের জন্য সুসংবাদ এই সংসারের জীবনে এবং পরকালে ; আল্লাহ্‌র বাণী বদল করা হয় না ; এই-ই মহাসাফল্য।

৬৫ আর তাদের কথা তোমাকে দুঃখ না দিক ; নিঃসন্দেহ সম্মানে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ; তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে ; আর যারা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কিছুর, আরাধনা করে তারা (প্রকৃতপক্ষে) (কল্পিত) অংশীদের অনুবর্তী নয় ; তারা অনুবর্তী নয় অনুমান ভিন্ন (আর কিছুর), আর তারা শুধু মিথ্যা বলে।

৬৭ তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো ; আর দিন যা দেখায় ; নিঃসন্দেহ এসবে আছে নিদর্শন সেই লোকদের জন্য যারা শুনবে।

৬৮ তারা বলে : আল্লাহ্ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই মহিমা ; তিনি অনন্য-নির্ভর ; তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে ; এর জন্য কোনো নির্দেশ তোমাদের নেই ; তোমরা কি বলো আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা তোমরা জানো না?

৬৯ বলো : যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে তারা সফল হবে না।

৭০ (এ কেবল) সংসারের উপভোগ—এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার কাছে, তার পর তাদের স্বাদ গ্রহণ করাবো কঠোর শাস্তির যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছিল।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ আর বলো তাদের কাছে নূহ্-এর কাহিনী যখন তিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন : হে আমার জাতি, যদি আমার বসবাস আর আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর দ্বারা তোমাদের স্মরণ করানো তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়—আল্লাহ্‌র উপরেই আমি নির্ভর করি—তবে তোমাদের কাজের ধারা ঠিক করো, তোমরা ও তোমাদের (কল্পিত) অংশীরা, তোমাদের কাজের ধারায় তোমাদের কোনো সন্দেহ না থাকুক, তার পর তা আমার দিকে খাটাও, আর আমাকে বিরাম দিও না।

৭২ কিন্তু যদি তোমরা ফেরো—আমি তোমাদের কাছে থেকে কোনো পুরস্কার চাই নি। আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্‌র কাছে ; আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে আমি আত্ম-সমর্পণকারীদের অন্তর্গত হবো।

৭৩ কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ; সেজন্য আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের জাহাজে উদ্ধার করেছিলাম ; আর আমি তাদের প্রতিনিধি করেছিলাম ; আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। দেখো তবে কি পরিণাম হয়েছিল যাদের সাবধান করা হয়েছিল তাদের।

৭৪ তার পর তাঁর পরে আমি পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা তাঁদের লোকদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট নির্দেশাবলী নিয়ে ; কিন্তু তারা তাতে বিশ্বাস করবে না যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ভাবে আমি তাদের অন্তরের উপরে মোহর মেরে দিই যারা সীমা লঙ্ঘন করে।

৭৫ তাদের পরে আমি পাঠাই মূসাকে আর হারুণকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নির্দেশসমূহ সঙ্গে দিয়ে। কিন্তু তারা অহঙ্কার দেখিয়েছিল আর তারা ছিল একটি অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬ আর যখন আমার তরফ থেকে সত্য তাদের কাছে এল তারা বললে : এ স্পষ্ট জাদু।

৭৭ মূসা বললেন : তোমরা কি (এই) বলছ সত্য সম্বন্ধে যা তোমাদের কাছে এসেছে? এ কি জাদু? আর জাদুকররা সফল হয় না।

৭৮ তারা বললে : তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ আমাদের পিতা-পিতামহদের যাতে দেখেছি তা থেকে আমাদের ফেরাতে, আর যেন তোমাদের দুই জনের দেশে প্রাধান্য লাভ হয়? আমরা তোমাদের দুইজনকে বিশ্বাস করবো না।

৭৯ আর ফেরাউন বললে : প্রত্যেক ওস্তাদ জাদুকরকে আমার কাছে আনো।

৮০ আর যখন জাদুকররা এলো মূসা তাদের বললেন : ফেলো যা তোমাদের ফেলবার আছে।

৮১ আর যখন তারা ফেললো মূসা বললেন : তোমরা যা এনেছ তা জাদু। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ একে বৃথা কববেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অহিতকারীদের ভালো করেন না।

৮২ আর আল্লাহ্ সত্যকে সত্য করেন তাঁর বাণীর দ্বারা তা অপরাধীরা যতই অখুশি হোক।

নবম অনুচ্ছেদ

৮৩ কিন্তু তাঁর জাতির বংশধররা ব্যতীত কেউ মূসাতে বিশ্বাস করে নি ফেরাউন ও তার প্রধানরা পাছে তাদের নির্যাতন করে এই ভয়ে ; আর নিঃসন্দেহ ফেরাউন ছিল দেশে মহা প্রভাবশালী, আর নিঃসন্দেহ সে ছিল সীমা অতিক্রমকারীদের দলের।

৮৪ আর মূসা বলেছিলেন : হে আমার জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ্তে বিশ্বাস করো তবে তাঁর উপরে নির্ভর করো যদি তোমরা (আল্লাহ্তে) আত্মসমর্পণকারী হও।

৮৫ তাই তারা বলেছিল : আল্লাহ্র উপরে আমরা নির্ভর করি ; হে আমাদের পালয়িতা ,অন্যায়কারী লোকদের প্রলোভনের বস্তু আমাদের ক'রো না ;

৮৬ আর তোমার করুণার দ্বারা আমাদের উদ্ধার করো যারা অবিশ্বাসী তাদের থেকে।

৮৭ আর আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম মূসাকে আর তাঁর ভাইকে : তোমাদের লোকদের জন্য মিশরে বার্সের গৃহ নাও আর তোমাদের গৃহগুলোকে করো উপাসনার স্থান, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আর বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

৮৮ আর মূসা বলেছিলেন : হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তুমি ফেরাউনকে ও তার প্রধানদের দিয়েছ এই সংসারের জীবনে শোভা-সৌন্দর্য আর ধনসম্পত্তি, হে আমাদের

পালয়িতা, যেন তারা লোকদের পথভ্রান্ত করতে পারে তোমরা পথ থেকে ; হে আমাদের পালয়িতা, তাদের ধনসম্পত্তি ধ্বংস করো আর তাদের অন্তর কঠিন করো যেন তারা বিশ্বাস করে না কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত।

৮৯ তিনি বলেছিলেন : তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা নিঃসন্দেহ মঞ্জুর হোলো ; সেজন্য সরল পথে চলতে থাকো, আর যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ ক'রো না।

৯০ আর ইসরাইলবংশীয়দের আমি এনেছিলাম সমুদ্র পার ক'রে আর ফেরাউন ও তার সৈন্যদল তাদের অনুসরণ করেছিল নির্যাতন ও অত্যাচার করার জন্য ; শেষে যখন ডুবে যাওয়া তাকে আক্রমণ করলো সে বললে : আমি বিশ্বাস করি যে আর কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন যাতে ইসরাইলবংশীয়েরা বিশ্বাস করে আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত।

৯১ কী—এখন—আর তুমি নিঃসন্দেহ অবাধ্য হয়েছিল এর পূর্বে, আর তুমি ছিলে অন্যায়কারীদের দলের।

৯২ কিন্তু আজ আমি উদ্ধার করবো তোমার দেহ যেন তুমি একটি নিদর্শন হতে পারো যারা তোমাদের পরবর্তী তাদের জন্য ; আর নিঃসন্দেহ বহুলোক দায়িত্ববোধহীন আমার নির্দেশাবলী সম্পর্কে।

দশম অনুচ্ছেদ

৯৩ আর নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের স্থান দিয়েছিলাম উত্তম গৃহে আর তাদের দিয়েছিলাম উত্তম জীবিকা, আর তারা মতভেদ করে নি যে পর্যন্ত না তাদের কাছে এসেছিল জ্ঞান ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে বিচার করবেন কেয়ামতের দিনে সে সম্বন্ধে যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করেছিল।

৯৪ কিন্তু যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্বন্ধে তবে তাদের জিজ্ঞাসা করো তোমার পূর্বে যারা গ্রন্থ পাঠ করেছে ; নিঃসন্দেহ তোমার কাছে এসেছে সত্য তোমার পালয়িতার কাছে থেকে, সেজন্য যারা সন্দেহে দোল খায় তাদের দলের হ'য়ো না।

৯৫ আর তুমি তাদের দলের হ'য়ো না যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলের হবে।

৯৬ নিঃসন্দেহ যাদের বিরুদ্ধে তোমার পালয়িতার বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে তারা বিশ্বাস করবে না—

৯৭ যদিও প্রত্যেক নিদর্শন তাদের কাছে আসে, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করে কঠোর শাস্তি।

৯৮ আর যদি এমন একটি সম্প্রদায় থাকতো যারা বিশ্বাস করেছে ও উপকৃত হয়েছে তাদের বিশ্বাসের দ্বারা ইউনুসের লোকদের মতো। যখন তারা বিশ্বাসী হোলো আমি তাদের থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম লাঞ্ছনাকর শাস্তি এই সংসারের জীবনে আর তাদের দিয়েছিলাম আরাম কিছুকালের জন্য।

৯৯ আর যদি তোমার পালয়িতা ইচ্ছা করতেন তবে যারা পৃথিবীতে আছে সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস করতো। তুমি (হে মোহম্মদ) লোকদের কি বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাসী হয়?

১০০ আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভবপর নয় বিশ্বাস করা, আর তিনি অশুচিতা নিক্ষেপ করেন তাদের উপরে যারা বুঝবে না।

১০১ বলো : তাকিয়ে দেখো কি আছে আকাশে আর পৃথিবীতে ; আর নির্দেশসমূহ আর সতর্ককারীরা কোনো কাজে আসেন না সেই জাতির জন্য যারা বিশ্বাস করবে না।

১০২ তবে তারা কিসের প্রতীক্ষা করে তাদের দিনের তুল্য-কিছু ব্যতীত যারা তাদের পূর্বে গত হ'য়ে গেছে? বলো : তবে প্রতীক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আমিও তোমাদের সঙ্গে তাদের দলের যারা প্রতীক্ষা করে।

১০৩ তার পর আমি উদ্ধার করি আমার বাণীবাহকদের আর যারা বিশ্বাস করে তাদের, এইভাবে (পূর্বে যেমন করেছি) ; বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা আমার করণীয়।

একাদশ অনুচ্ছেদ

১০৪ বলো : হে লোকগণ, যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে (জেনো যে) তাদের উপাসনা আমি করি না আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের উপাসনা তোমরা করো, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র উপাসনা করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১০৫ আর (হে মোহম্মদ) তোমার মুখ ধর্মের পানে রাখো সোজাভাবে, আর বহুদেববাদীদের দলের হ'য়ো না।

১০৬ আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন তাকে ডেকো না উপকার করতে পারে না অপকারও করতে পারে না, কেন না যদি তুমি তা করো তবে সেক্ষেত্রে তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্গত হবে।

১০৭ আর আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে পীড়ন করেন কোনো আঘাত দিয়ে তবে কেউ নেই যে তা দূর করতে পারে তিনি ভিন্ন, আর যদি তিনি তোমার ভালো করতে চান তবে কেউ নেই যে তাঁর প্রাচুর্যকে বাধা দিতে পারে ; তিনি তা পৌঁছে দেন তাঁর দাসদের যাকে খুশি ; আর তিনি ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১০৮ বলো ; হে জনগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে সত্য এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে ; সেজন্য যে কেউ ঠিক পথে চলে সে ঠিক পথে চলে তার অন্তরাত্মার (ভালোর) জন্যই, আর যে কেউ পথভ্রষ্ট হয় সে পথভ্রষ্ট তারই সম্বন্ধে ; আর আমি তোমাদের উপরে রক্ষক নই।

১০৯ আর তার অনুবর্তী হও যা তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়, আর ধৈর্য ধরো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ বিচার করেন ; আর তিনি বিচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম।

হূদ

[কোর্‌আন শরীফের একাদশ সূরা হূদ।—ইনি আরব দেশের একজন পয়গাম্বর। বাইবেলে এঁর উল্লেখ নেই।

সূরা হূদ এর পূর্ববর্তী সূরা ইউনুসের সমসাময়িক। প্রাচীনকালের বহুজাতি কেমন ক'রে আল্লাহ্‌র ও তাঁর বাণীবাহকদের অবাধ্য হয়েছিল ও তাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কেমন ক'রে কঠিন শাস্তি লাভ করেছিল সেইসব কাহিনী এতে মুখ্যভাবে বিবৃত হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা। (এই) গ্রন্থ যার নির্দেশাবলী জ্ঞানপূর্ণ, তার পর বিশদ করা হয়েছে—(এসেছে) যিনি জ্ঞানী ওয়াকিফহাল তাঁর কাছ থেকে—

২ (এই নির্দেশ নিয়ে) যে তোমরা উপাসনা করবে না আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো ; নিঃসন্দেহ আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের কাছে সতর্ককারী ও সুসংবাদ-দাতা।

৩ আর তোমাদের পালয়িতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার পর ফেরো তাঁর দিকে—তিনি তোমাদের দেবেন সংসারের সম্পদ এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ; আর তিনি তাঁর প্রাচুর্য দেন প্রত্যেক প্রাচুর্যের অধিকারীকে, আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক মহাদিনের শাস্তি।

৪ আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্‌।

৫ নিঃসন্দেহ তারা এখন ভাঁজ করেছে তাদের বুক যেন তারা লুকোতে পারে (তাদের শত্রুতা) তাঁর (আল্লাহ্‌র) থেকে ; নিঃসন্দেহ যখন তারা নিজেদের আবৃত করে তাদের পোষাকের দ্বারা আল্লাহ্‌ জানেন যা তারা লুকিয়ে রাখে আর যা তারা প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহ তিনি জানেন যা আছে (মানুষের) বুকের ভিতরে।

দ্বাদশ খণ্ড

৬ আর পৃথিবীতে কোনো পশু নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার আবাসস্থল আর তার বিশ্রামের স্থল ; সব (লেখা আছে) এক স্পষ্ট গ্রন্থে।

৭ আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে—আর তাঁর সিংহাসন জলের উপরে—যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কে কাজে ভালো। আর যদি তুমি বলো নিঃসন্দেহ তোমাদের তোলা হবে মৃত্যুর পরে, যারা অবিশ্বাস করে তারা নিশ্চয় বলবে এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।

৮ আর যদি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তাদের থেকে আমি শাস্তি ঠেকিয়ে রাখি তবে তারা নিশ্চয় বলবে : একে বাধা দিচ্ছে কিসে? নিশ্চয় যেদিন এ তাদের কাছে আসবে একে তাদের থেকে ফেরানো হবে না, আর যার প্রতি তারা বিদ্রূপ করেছে তা তাদের ঘিরবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ আর যদি আমি মানুষদের আমার থেকে করুণার আস্বাদ করাই তার পর তা যদি তার থেকে নিয়ে নিই, নিঃসন্দেহ সে হবে হতাশ্বাস, অকৃতজ্ঞ।

১০ আর বিপদ তাকে আঘাত দেবার পরে যদি তাকে আস্বাদ করাই অনুগ্রহ সে বলবে : মন্দ সব আমার থেকে দূর হ'য়ে গেছে। নিঃসন্দেহ সে উল্লসিত ও গর্বিত —

১১ তারা ভিন্ন যারা ধৈর্যশীল আর সৎকর্মশীল ; এরাই তারা যাদের জন্য আছে ক্ষমা আর মহাপুরস্কার।

১২ তবে কি এ হতে পারে যে তোমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তার একটি অংশ তুমি ত্যাগ করবে, আর তোমার বক্ষ সঙ্কুচিত হবে এর দ্বারা যেহেতু তারা বলে : কেন একটি ধনভাণ্ডার তাকে পাঠানো হয় নি, আর একজন ফেরেশ্‌তা তার সঙ্গে আসে নি? তুমি শুধু সতর্ককারী, আর আল্লাহ্ ব্যবস্থাপক সব কিছুর।

১৩ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে। বলো : তবে এর মতো দশটি তৈরি করা সূরা নিয়ে এসো আর আল্লাহ্ ভিন্ন যাকে পারো ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪ আর যদি তারা তোমার উত্তর না দেয়, তবে জেনো, এ অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের দ্বারা, আর তিনি ভিন্ন উপাস্য নেই ; তবে তোমরা আত্মসমর্পণ করবে কি?

১৫ যে কেউ চায় এই সংসারের জীবন আর এর শোভা-সৌন্দর্য, আমি তাদের কাজের দাম পুরোপুরি দিয়ে দেবো এখানেই, আর সে সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করা হবে না।

১৬ এরাই তারা যাদের জন্য পরকালে আগুন ভিন্ন আর কিছু নেই, আর তারা এখানে যা করেছে সব বৃথা হবে, আর যা কিছু তারা করে সব ফলহীন।

১৭ তবে সে কি (তাদের তুল্য বিবেচিত হবে) যার কাছে আছে তার পালয়িতার কাছে থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, আর তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছে থেকে একজন সাক্ষী তা আবৃত্তি করে, আর এর পূর্বে (আছে) মূসার গ্রন্থ নেতারূপে ও করুণারূপে? এরা এতে বিশ্বাস করে আর এই বিভিন্ন দলের যারা অবিশ্বাস করে তার নির্ধারিত স্থান আগুন ; সে জন্য এর সম্বন্ধে সন্দেহে থেকো না ; নিঃসন্দেহ এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, কিন্তু অনেক লোক বিশ্বাস করে না।

১৮ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে? এদের আনা হবে তাদের পালয়িতার সামনে, আর সাক্ষীরা বলবে : এরাই তারা যারা তাদের পালয়িতার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল। এখন আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অন্যায়কারীদের উপরে—

১৯ যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) ফেরায় আর তাকে বাঁকা করতে চায়, আর তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

২০ এরা পৃথিবীতে (প্রতিফল) এড়াতে পারবে না, আর তাদের জন্য নেই আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো রক্ষাকারী বন্ধু ; তাদের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ হবে ; তারা শোনা সহ্য করতে পারতো না, আর তারা দেখতো না।

২১ এরাই তারা যারা তাদের অন্তরাত্মা হারিয়ে ফেলেছে, আর যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

২২ নিঃসন্দেহ পরকালে তারা হবে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে আর নিজেদের বিনত করে তাদের পালয়িতার কাছে—এরা বেহেশ্‌তের বাসিন্দা, ততে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

২৪ এই দুই দলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্ধ আর বধির আর যারা দেখে আর যারা শোনো ; তারা কি তুল্য দৃষ্টান্তের? তবে কি তোমরা ভাববে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৫ আর নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলেন তাঁর লোকদের কাছে (তিনি বলেছিলেন) : নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ;

২৬ তোমরা আর কারো উপাসনা করবে না আল্লাহ্ ভিন্ন, নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য আমি ভয় করি এক কঠোর দিনের শাস্তি।

২৭ কিন্তু তাঁর লোকদের যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের প্রধানরা বললে : আমরা তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন আর কিছু ভাবি না আর আমরা দেখছি না আমাদের মধ্যে যাদের প্রথমেই ভাবা হয় অতি হীন তারা ভিন্ন আর কেউ তোমার অনুবর্তী হয়েছে, আর আমরা তোমার মধ্যে আমাদের চাইতে বেশি গুণপনাও দেখছি না—বরং আমরা তোমাদের জ্ঞান করি মিথ্যাবাদী।

২৮ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, বলো যদি আমার কাছে থাকে স্পষ্ট প্রমাণ আমার পালয়িতার কাছ থেকে, আর তিনি আমাকে দান করেছেন তাঁর তরফ থেকে করুণা, আর তা তোমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়েছে—তবে কি আমরা তোমাদের বাধ্য করতে পারি তা গ্রহণ করতে যখন তোমরা তার প্রতি বিরূপ?

২৯ আর হে আমার জাতি, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে ধন চাই না, আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, আর যারা বিশ্বাস করে তাদের আমি তাড়িয়েও দেবো না, নিঃসন্দেহ তাদের পালয়িতার সঙ্গে তাদের দেখা হবে ; কিন্তু আমি তোমাদের দেখছি একটি অজ্ঞ দল।

৩০ হে আমার জাতি, কে আমার সহায় হবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যদি তাদের আমি তাড়িয়ে দিই? তোমরা কি তবে ভাববে না?

৩১ আর আমি তোমাদের বলি না : আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আমার কাছে, অথবা, অদৃশ্যের জ্ঞান আমার আছে, আমি এও বলি না : নিঃসন্দেহ আমি একজন ফেরেশ্‌তা, অথবা, যাদের তোমাদের চোখে নগণ্য ভাব তাদের সম্বন্ধে বলি না যে আল্লাহ্ তাদের কখনো কল্যাণ দেবেন না—আল্লাহ্ ভালো জানেন কি আছে তাদের অন্তরে—কেন না তাহলে নিঃসন্দেহ আমি অন্যায়কারীদের দলের হবো।

৩২ তারা বললে : হে নূহ্, নিঃসন্দেহ তুমি আমাদের সঙ্গে তর্ক করেছ আর আমাদের সঙ্গে তর্ক বাড়িয়েছ, সেজন্য আমাদের উপরে আনো যার ভয় তুমি আমাদের দেখিয়েছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩৩ তিনি বললেন : কেবল আল্লাহ্ তা তোমাদের উপরে আনবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন, আর তোমরা এড়াতে পারবে না।

৩৪ আর যদি আমি ইচ্ছা করি তোমাদের ভালো উপদেশ দেবো, আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'য়ে থাকে তিনি তোমাদের পথহারা রাখবেন ; তিনি তোমাদের পালয়িতা—তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৫ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে? বলো : যদি আমি এটি তৈরি করে থাকি তবে আমার উপরে আমার অপরাধ, আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই তোমরা যেসব অপরাধ করেছ সেসব সম্বন্ধে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩৬ আর নূহ্‌কে প্রত্যাদেশ দেওয়া হোলো, তোমার জাতির কেউ বিশ্বাস করবে না সে ব্যতীত যে এর মধ্যেই বিশ্বাস করেছে, সেজন্য দুঃখ কোরো না তারা যা করে তার জন্য।

৩৭ আর জাহাজ তৈরি করো আমার চোখের সামনে আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে ; আর যারা অন্যায়কারী তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে কিছু ব'লো না ; নিঃসন্দেহ তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

৩৮ আর তিনি জাহাজ তৈরি শুরু করলেন ; আর যখনই তাঁর জাতির প্রধানেরা তাঁর পাশ দিয়ে যেতো তারা তাঁর প্রতি উপহাস করতো। তিনি বলেছিলেন : যদি তোমরা আমাদের সম্বন্ধে হাসো নিঃসন্দেহ আমরাও তোমাদের সম্বন্ধে হাসি তোমাদের হাসার মতো।

৩৯ অতএব তোমরা জানবে কে সে যার উপরে আসবে শাস্তি যা তাকে লাঞ্ছিত করবে আর কার উপরে নেমে আসবে স্থায়ী শাস্তি।

৪০ (চললো এইভাবে) যে পর্যন্ত না আমার আদেশ কার্যকর হোলো—আর চুলো থেকে পানি উথলে উঠলো। আমি বলেছিলাম : এতে বোঝাই করো প্রত্যেক জিনিসের দুটি—এক জোড়া—আর তোমার নিজের পরিবার—তাকে ভিন্ন যার বিরুদ্ধে বাণী প্রকাশিত হয়েছে—আর যারা বিশ্বাস করে। আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা ছিল অল্পই।

৪১ আর তিনি বললেন : এতে চড়ো, আল্লাহ্‌র নামে হোক এর যাত্রা আর এর নোঙর করা, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৪২ আর তাদের নিয়ে তা চললো পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যে, আর নূহ্ তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন—সে আলাদা দাঁড়িয়েছিল—হে আমার পুত্র, আমাদের সঙ্গে চড়ো, আর অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হ'য়ো না।

৪৩ সে বললে : আমি আশ্রয়ের জন্য কোনো পাহাড়ে যাবো, তা আমাকে রক্ষা করবে জল থেকে ; (নূহ্‌) বললেন : আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কারো রক্ষা নেই সে ব্যতীত যাকে তিনি করুণা করেছেন। আর তাদের দুই জনের মধ্যে ঢেউ এসে পড়লো, ফলে সে অন্তর্ভুক্ত হোলো ডুবে যাওয়া দলের।

৪৪ আর বলা হোলো হে পৃথিবী, তোমার জল খেয়ে ফেলো, আর হে আকাশ, মেঘমুক্ত হও। আর জলকে হ্রাস করা হোলো, আর হুকুম তামিল হোলো , আর তা (জাহাজ) থামলো জুদি পাহাড়ের উপরে ; আর বলা হোলে : দূর হোক অন্যায়কারীর দল।

৪৫ আর নূহ্‌ চিৎকার করে তাঁর পালয়িতাকে বললেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার পুত্র আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহ সত্য, আর তুমি বিচারকদের মধ্যে পরম ন্যায়বান্‌ বিচারক।

৪৬ তিনি বললেন : হে নূহ্‌ নিঃসন্দেহ সে তোমার পরিবারের নয়, নিঃসন্দেহ সে ভালো আচারণের বহির্ভূত, সেজন্য আমাকে ব'লো না সে সম্বন্ধে যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তুমি অজ্ঞদের দলের না হও।

৪৭ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমি তোমাতে আশ্রয় নিই তোমার কাছে তা প্রার্থনা করা থেকে যার জ্ঞান আমার নেই ; আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো আর আমাকে করুণা না করো তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবো।

৪৮ বলা হোলো : হে নূহ্‌ অবতরণ করো আমার থেকে শান্তি নিয়ে আর আশীর্বাদ নিয়ে তোমার উপরে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের (থেকে যারা উদ্‌গত হবে সেই) জাতিদের উপরে, আর এমন জাতিরাও হবে যাদের আমি ধনসম্পদ দেবো তার পর তাদের আঘাত করবে আমার কাছ থেকে এক কঠোর শাস্তি।

৪৯ এসব হচ্ছে অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ করছি ; তুমি এসব জানতে না—তুমি না তোমার জাতিও না—এর পূর্বে, সেজন্য ধৈর্য ধরো—নিঃসন্দেহ পরিণাম তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫০ আর আদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদ্‌কে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই, তোমরা (মিথ্যার) উদ্ভাবনকরী ভিন্ন আর কিছু নও ;

৫১ হে আমার জাতি, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পুরস্কার চাই না ; আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্‌র কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তবে কি তোমরা বোঝো না?

৫২ হে আমার জাতি, তোমাদের পালয়িতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার পর তাঁর দিকে ফেরো ; তিনি তোমাদের উপরে পাঠাবেন জলের প্রাচুর্যবর্ষী মেঘ ; আর তোমাদের শক্তির সঙ্গে যোগ করবেন শক্তি—আর ফিরে যেও না অপরাধী হ'য়ে।

৫৩ তারা বললে : হে হূদ্ তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনো নি, আর তোমার কথায় আমাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করতে যাচ্ছি না, আর আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই ;

৫৪ আমরা আর কিছু বলি না এ ভিন্ন যে আমাদের কোনো দেবতা তোমাতে ভর করেছেন খারাপ ভাবে। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে আমার কোনো সংশ্রব নেই তাদের সঙ্গে যাদের তোমরা (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করাও—

৫৫ তিনি ভিন্ন, সেজন্য সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, আর আমাকে বিরাম দিও না ;

৫৬ নিঃসন্দেহ আমি নির্ভর করি আল্লাহ্‌র উপরে—আমার পালয়িতা এবং তোমাদের পালয়িতা—কোনো প্রাণী নেই যার কপালের চুলের গোছা তিনি ধরে না আছেন ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা আছেন সরল পথের উপরে।

৫৭ কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও তবে নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি যা দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, আর আমার পালয়িতা তোমাদের জায়গায় স্থাপন করবেন অন্য লোকদের, আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা সব কিছুর উপরে রক্ষক।

৫৮ আর যখন আমার হুকুম বহাল হোলো আমি উদ্ধার করেছিলাম হূদকে ও তাঁর সঙ্গে যারা বিশ্বাসী হয়েছিল তাদের আমার করুণার দ্বারা, আর আমি তাদের উদ্ধার করেছিলাম এক কঠিন শাস্তি থেকে।

৫৯ আর এই ছিল আদ জাতি, তারা তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী অস্বীকার করেছিল আর তাঁর পয়গাম্বরদের তুচ্ছতাচ্ছিল করেছিল, আর অনুবর্তী হয়েছিল প্রত্যেক হঠকারী বিরুদ্ধাবাদীর নির্দেশের।

৬০ আর একটি অভিসম্পাতকে তাদের পিছু ধরানো হয়েছিল এই সংসারে আর কেয়ামতের দিনে। নিঃসন্দেহ আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিল তাদের পালয়িতার। তবে দূরে যাক আদ—হূদের জাতি।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬১ আর সামূদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন ; হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই ; তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, আর তোমাদের তাতে বাস করিয়েছেন ; অতএব তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো আর তাঁর দিকে ফেরো ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা নিকটে—তিনি উত্তর দেন।

৬২ তারা বললে : হে সালিহ্ ; নিঃসন্দেহ এত দিন তুমি ছিলে আমাদের একজন আশা-ভরসা স্থল ; তুমি কি আমাদের বলো তার উপাসনা না করতে যার উপাসনা

আমাদের পিতা-পিতামহরা করেছেন? নিঃসন্দেহ আমরা খুব সন্দেহের মধ্যে আছি সে সম্বন্ধে যাতে তুমি আমাদের আহ্বান করছ।

৬৩ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, ভাবো তোমরা—আমি যদি আমার পালয়িতার কাছ থেকে পাওয়া স্পষ্ট প্রমাণ অনুযায়ী চলে থাকি, আর তাঁর কাছ থেকে আমার কাছে একটি করুণা এসেছে, তবে কে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ থেকে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? তোমরা তাহলে বাড়িয়ে দেবে আমার ক্ষতি ভিন্ন আর কিছু নয়।

৬৪ হে আমার জাতি, এ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী—তোমাদের কাছে একটি নিদর্শন, সেজন্য তাকে চরতে দাও আল্লাহ্‌র মাটিতে, আর তাকে ক্ষতি দিয়ে স্পর্শ করো না পাছে এক ত্বরিত শাস্তি তোমাদের উপরে এসে পড়ে।

৬৫ কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেছিল ; সেজন্য তিনি তাদের বলেছিলেন : তোমাদের গৃহে জীবন উপভোগ করো তিন দিন, এই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে না।

৬৬ সেজন্য যখন আমার আদেশ কার্যকর হোলো আমি উদ্ধার করেছিলাম সালিহ্‌কে আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তাদের আমার করুণার দ্বারা, আর সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাবল, মহাশক্তি।

৬৭ আর মহাধ্বনি তাদের উপরে এসে পড়লো যারা ছিল অন্যায়কারী, তার ফলে প্রভাতে দেখা গেল তাদের ঘরে ঘরে তারা নিঃসাড় দেহ হয়ে রয়েছে—

৬৮ যেন তারা সেসবে বাস করে নি। নিঃসন্দেহ সামূদ তাদের পালয়িতায় অবিশ্বাস করেছিল। তবে দূরে যাক সামূদ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৯ আর নিঃসন্দেহ আমার বাণীবাহকরা (ফেরেশ্‌তারা) ইব্রাহিমের কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে, তারা বলেছিল : শান্তি। শান্তি—বলেছিলেন তিনি, আর তিনি দেরি করলেন না একটি ঝলসানো বাছুর আনতে।

৭০ কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাদের হাত তাতে পৌঁছচ্ছে না তিনি তাদের অবিশ্বাস করলেন ও তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে ভয় হোলো। তারা বললে : ভয় ক'রো না, আমরা লূতের লোকদের কাছে এসেছি।

৭১ তাঁর স্ত্রী কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে হাসলো যখন আমি তাকে দিলাম ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ আর ইসহাকের পরে ইয়াকুবের।

৭২ সে বললে : হায় দুর্ভাগ্য, আমার কি ছেলে হবে যখন আমি বুড়ী হয়েছি আর এই আমার স্বামী খুব বুড়ো হয়েছে, নিশ্চয় এ তাজ্জবের কথা।

৭৩ তারা বললে : তাজ্জব হচ্ছ কি আল্লাহ্‌র হুকুমে? আল্লাহ্‌র করুণা ও আশীবাদ তোমাদের উপরে হে (আল্লাহ্‌র) ঘরের বাসিন্দা, নিঃসন্দেহ তিনি প্রশংসিত, মহিমময়।

৭৪ তার পর যখন ইব্রাহিরে ভয় চলে গেল আর তাঁর কাছে সুসংবাদ এল, তিনি আমার কাছে অনুনয় করতে আরম্ভ করলেন লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে।

৭৫ নিঃসন্দেহ ইব্রাহিম ছিলেন সহনশীল, করুণহৃদয়, আর বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (আল্লাহ্‌র দিকে)।

৭৬ (আমি বললাম) হে ইব্রাহিম, এ থেকে ক্ষান্ত হও, নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার আদেশ সক্রিয় হয়েছে, আর নিঃসন্দেহ তাদের জন্য শাস্তি এসেছে যা ফেরানো যাবে না।

৭৭ আর যখন আমার বাণীবাহকরা লূতের কাছে এসেছিল, তিনি তাদের জন্য বেদনাহত হয়েছিলেন—আর তাঁর সাধ্য ছিল না তাদের রক্ষা করার—আর বলেছিলেন : কঠিন দিন আজ।

৭৮ আর তাঁর লোকেরা তাঁর কাছে এল, দৌড়ে এল তাঁর দিকে, আর এর পূর্বেই তারা কুকাজ করেছিল। তিনি বললেন : হে আমার জাতি, এই আমার কন্যারা, তারা পবিত্রতর তোমাদের জন্য, সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অতিথিদের সম্বন্ধে আমাকে লাঞ্ছিত ক'রো না ; তোমাদের মধ্যে কি কোনো সুবুদ্ধি লোক নেই?

৭৯ তারা বললে : নিশ্চয় তুমি জানো যে তোমার কন্যাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো দাবি নেই ; আর নিশ্চয় তুমি জানো আমরা কি চাই।

৮০ তিনি বললেন : হায়, যদি তোমাদের বাধা দেবার ক্ষমতা আমার থাকতো, অথবা (তোমাদের থেকে) যদি কিছু জোরালো সমর্থন পেতাম?

৮১ (বাণীবাহকরা) বললে ; হে লূত, নিঃসন্দেহ আমরা তোমার পালয়িতার বাণীবাহক, তারা তোমার কাছে আসতে পারবে না ; সেজন্য তোমার অনুবর্তীদের রাতের এক অংশের মধ্যে সরিয়ে দাও, আর তোমরা কেউ ফিরে এসো না তোমার স্ত্রী ভিন্ন, কেন না যা তাদের ভাগ্যে ঘটবে তারও ভাগ্যে তাই ঘটবে ; নিঃসন্দেহ তাদের নির্ধারিত সময় প্রাতঃকাল—প্রাতঃকাল কি নিকটবর্তী?

৮২ অতএব যখন আমার সক্রিয় হোলো, আমি সেই (শহর) ধ্বংস করেছিলাম আর তার উপরে কাদা দিয়ে তৈরি পাথর বর্ষণ করেছিলাম একের পর আর।

৮৩ তোমার পালয়িতার কাছে (শাস্তির জন্য) চিহ্নিত, আর তা অন্যায়কারীদের থেকে দূরে নয়।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৮৪ আর মাদিয়ানের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শোয়েবকে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি আল্লাহ্‌র উপাসনা করো আর তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই, আর কম দিয়ো না মাপে ও পাল্লায়, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের দেখছি ভালো অবস্থায়, আর নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি এক বেষ্টনকারী দিনের শাস্তি।

৮৫ আর হে আমার জাতি, পুরো মাপ আর পুরো ওজন দাও ন্যায়ের সঙ্গে, আর লোকদের ক্ষতি ক'রো না তাদের জিনিসপত্র সম্বন্ধে, আর দেশে গর্হিত আচরণ ক'রো না অহিতকারী হ'য়ে।

৮৬ আর যা আল্লাহ্‌র কাছে থাকে তা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ; আর আমি তোমাদের উপরে রক্ষক নই।

৮৭ তারা বললে : হে শোয়েব, তোমার প্রার্থনার ধারা কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে আমাদের পিতাপিতামহরা যার উপাসনা করতো তা আমরা ছেড়ে দেবো, অথবা আমাদের ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে যা খুশি তাই করবো না? নিঃসন্দেহ তুমি সহনশীল, ঠিক পথে চালনাকারী।

৮৮ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, ভেবে দেখো তোমরা—যদি আমি পেয়ে থাকি স্পষ্ট প্রমাণ আমার পালয়িতার কাছ থেকে, আর আমার পালয়িতা আমাকে দিয়েছেন উত্তম জীবিকা তাঁর কাছ থেকে ; আর আমি চাই না তোমাদের বিরুদ্ধাচারী হ'য়ে আমি সেই আচরণ করবো যা আমি তোমাদের নিষেধ করছি ; আমি আর কিছু চাই না সংশোধন ভিন্ন যতটা আমার সাধ্য, আর আমার ভালো কেবল আল্লাহ্‌তে ; আর তাঁর উপরে নির্ভর করি আর তাঁর দিকে আমি ফিরি।

৮৯ আর হে আমার জাতি, আমার প্রতি বিরুদ্ধতা তোমাদের অপরাধী না করুক যার ফলে তোমাদের উপরে ঘটতে পারে তার মতো কিছু যা ঘটেছিল নূহ্‌-এর জাতির উপরে অথবা হূদের জাতির উপরে অথবা সালিহ্‌র জাতির উপরে ; লূতের জাতিও তোমাদের থেকে দূরে নয়।

৯০ আর তোমাদের পালয়িতার ক্ষমা প্রার্থনা করো ; তার পর তাঁর দিকে ফেরো, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা কৃপাময়, প্রেমময়।

৯১ তারা বললে : হে শোয়েব, তুমি যা বলো তার অনেকই আমরা বুঝি না, আর নিঃসন্দেহ তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দুর্বল, আর যদি তোমার পরিজনের জন্য না হোতো তবে নিঃসন্দেহ তোমাকে আমরা পাথর মারতাম, আর তুমি আমাদের মধ্যে শক্তিশালী নও।

৯২ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, আমার পরিজন কি তোমাদের কাছে বেশি মর্যাদাবান হোলো আল্লাহ্‌র চাইতে? তোমরা তাঁকে অনাদর করো তোমাদের পেছনে ফেলে দেওয়া বস্তুর মতো, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা ঘিরে আছেন তোমরা যা করো।

৯৩ হে আমার জাতি, করে যাও তোমাদের ক্ষমতা অনুসারে, নিঃসন্দেহ আমিও করছি ; তোমরা শীগগিরই জানতে পারবে কার উপরে শাস্তি নামবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে আর কে মিথ্যাবাদী ; আর পাহারা দাও, নিঃসন্দেহ আমিও তোমাদের সঙ্গে পাহারা দিচ্ছি।

৯৪ আর যখন আমার আদেশ কার্যকর হোলো তখন আমি শোয়েবকে ও যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তাদের উদ্ধার করেছিলাম আমার করুণার দ্বারা ; আর মহাধ্বনি তাদের পাকড়াও করেছিল যারা অন্যায় করেছিল, আর ভোরে দেখা গেল তাদের ঘরে ঘরে তারা পড়ে আছে —

৯৫ যেন তারা তাতে বাস করে নি। দূর হোক মাদিয়ান যেমন দূর করা হয়েছে সামুদকে।

[১] কাআওর ৪৫

নবম অনুচ্ছেদ

৯৬ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নির্দেশসমূহ আর এক স্পষ্ট ক্ষমতা দিয়ে —

৯৭ ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে ; কিন্তু তারা অনুবর্তী হয়েছিল ফেরাউনের নির্দেশের, আর ফেরাউনের নির্দেশ যথার্থ নির্দেশ ছিল না।

৯৮ কেয়ামতের দিনে সে তার লোকদের চালিত করবে আর তাদের হাজির করবে আগুনে ; আর মন্দ সেই স্থান যেখানে তারা চালিত হবে।

৯৯ এক অভিসম্পাত তাদের পিছু ধরানো হয়েছে এই সংসারে আর কেয়ামতের দিনে ; মন্দ সেই উপহার যা তাদের দেওয়া হবে।

১০০ এই হচ্ছে বসতিগুলোর সংবাদ যা তোমাকে বললাম ; তাদের মধ্যে কতকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর অন্যগুলো (ফসলের মতো) কাটা হয়ে গেছে।

১০১ আর আমি তাদের প্রতি অন্যায় করি নি, কিন্তু তারা অন্যায় করেছিল নিজেদের প্রতি ; তাদের দেবতারা, যাদের তারা স্মরণ করতো আল্লাহ্ ভিন্ন, তাদের কোনো কাজে আসে নি যখন তোমার পালয়িতার আদেশ সক্রিয় হোলো, আর তারা বাড়ায় নি তাদের কিছু ধ্বংস ব্যতীত।

১০২ আর এইভাবে হচ্ছে তোমার পালয়িতার পাকড়ানো যখন তিনি পাকড়াও করেন বসতিগুলোকে তাদের অন্যায় করার জন্য, নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়ানো কঠোর, প্রবল।

১০৩ নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন তার জন্য যে পরকালের শাস্তির ভয় করে। এই দিনে মানুষদের একত্রিত করা হবে আর এই দিনের সাক্ষী থাকবে।

১০৪ আর আমি এটি পিছিয়ে রাখি না একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ভিন্ন।

১০৫ যেদিন এ আসবে, কোনো ব্যক্তি কথা বলতে পারবে না তাঁর (আল্লাহ্র) অনুমতি ভিন্ন আর তার পর তাদের কেউ অসুখী হবে আর কেউ সুখী হবে।

১০৬ যারা অসুখী হবে তারা স্থান পাবে আগুনে, তাদের জন্য হবে দীর্ঘশ্বাস মোচন আর কাতর ধ্বনি করা —

১০৭ থাকবে তাতে যতদিন থাকবে আকাশ ও পৃথিবী—তা ভিন্ন তোমার পালয়িতা যা ইচ্ছা করেন ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা করেন যা তাঁর ইচ্ছা।

১০৮ আর যারা সুখী হবে—তাদের স্থান হবে বেহেশ্‌তে, থাকবে তাতে যতদিন থাকে আকাশ ও পৃথিবী—তা ভিন্ন যা তোমার পালয়িতা ইচ্ছা করেন—একটি দান যা কখনো কাটা পড়বে না।

১০৯ সেজন্য সন্দেহে থেকো না তারা যার উপাসনা করে সে সম্বন্ধে ; তারা উপাসনা করে না যে ভাবে তাদের পিতাপিতামহরা পূর্বে উপাসনা করতো সেভাবে ভিন্ন ; আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের পুরো পাওনা ফিরিয়ে দেবো কিছুমাত্র কমতি না ক'রে।

দশম অনুচ্ছেদ

১১০ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম ; কিন্তু তাতে মতভেদ ঘটেছিল, আর যদি তোমার পালয়িতার তরফ থেকে একটি কথা না দেওয়া থাকতো তবে তাদের মধ্যে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যেতো ; আর নিঃসন্দেহ তারা এ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের মধ্যে।

১১১ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের সব কাজের পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দেবেন ; নিঃসন্দেহ তিনি খবর রাখেন যা তারা করে তার।

১১২ সেজন্য চলতে থাকো সরল পথে যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে আর সেও (চলতে থাকুক) যে তোমার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র দিকে ফিরেছে) ; আর বিদ্রোহী হ'য়ো না ; নিঃসন্দেহ তিনি দেখেন যা তোমরা করো।

১১৩ আর তাদের দিকে ঝুঁকো না যারা অন্যায় করে ; পাছে আগুন তোমাদের স্পর্শ করে—আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের আর কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই—(যদি করো) তবে তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

১১৪ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দুই প্রান্তে আর রাত্রির কোনো কোনো প্রহরে, নিঃসন্দেহ ভালো কাজ খণ্ডিত করে মন্দ কাজকে ; এটি স্মারক যারা স্মরণকারী তাদের জন্য।

১১৫ আর ধৈর্য ধরো, কেন না নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ব্যর্থ করেন না সৎকর্মশীলদের প্রাপ্য।

১১৬ যদি তোমাদের পূর্ববর্তী পুরুষদের মধ্যে (শুভবুদ্ধির) অবশেষসম্পন্ন লোক থাকতো সংসারে অহিত করা সম্পর্কে নিষেধ করার জন্য—অল্প কয়েকজন ব্যতীত, তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের মধ্যে থেকে ! আর অন্যায়কারীরা অনুসরণ করেছিল যার দ্বারা তারা অন্তঃসারশূন্য হয়েছিল। আর তারা ছিল অপরাধী।

১১৭ আর এটি তোমার পালয়িতার যোগ্য ছিল না যে তিনি বসতিগুলো ধ্বংস করবেন তার লোকদের ভুল বিশ্বাসের জন্য যখন সেসবের লোকেরা ছিল সৎকর্মশীল।

১১৮ আর যদি তোমার পালয়িতা ইচ্ছা করতেন তবে নিঃসন্দেহ তিনি সব মানুষকে একজাতি করতেন ; আর তারা বিভিন্ন মতের হ'য়ে চলবে —

১১৯ সে ভিন্ন যাকে তোমার পালয়িতা করুণা করেছেন আর এর জন্য তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার পালয়িতার বাণী সত্য হয়েছে : নিঃসন্দেহ জাহান্নাম পূর্ণ করবো এক সঙ্গে জিন ও মানুষদের দিয়ে।

১২০ আর আমি রসুলদের কাহিনী যা সব তোমার কাছে বর্ণনা করছি সে সবের সাহায্যে তোমার অন্তর দৃঢ় করবার জন্য ; আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর উপদেশ, আর বিশ্বাসীদের জন্য স্মারক।

১২১ আর যারা বিশ্বাস করে না তাদের বলো : তোমাদের অবস্থা অনুসারে কাজ করো, নিঃসন্দেহ আমরাও কাজ করছি।

১২২ আর অপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহ আমরাও অপেক্ষা করছি।

১২৩ আর আল্লাহ্‌রই জন্য যা অদৃশ্য আকাশে ও পৃথিবীতে আর তাঁতে প্রত্যাবৃত্ত হবে সব ব্যাপার। সেজন্য তাঁর উপাসনা করো আর তাঁর উপরে নির্ভর করো, আর তোমার পালয়িতা অবিদিত নন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

ইউসুফ

[ইউসুফ কোর্‌আন শরীফের দ্বাদশ সূরা। এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে হ্যরত ইউসুফের কাহিনীই এতে আগাগোড়া বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সেই কাহিনীরই সঙ্গে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে স্বজনদের হাতে হ্যরতেরও লাঞ্ছনা ভোগের কথা আর হ্যরত ইউসুফ যেমন তার অপরাধী ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন তেমনি হ্যরতেরও তার স্বজনদের প্রতি ক্ষমা ও প্রেম জ্ঞাপন। মক্কা বিজয়ের পরে হ্যরত কোরেশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা তাঁর কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। কোরেশরা বলেছিল : যা ভালো তাই, হে আমাদের সম্মানিত ভাই, সম্মানিত ভাইদের পুত্র। তার উত্তরে হ্যরত বলেছিলেন : আমার ভাই ইউসুফ যা বলেছিলেন আমি তাই বলছি : আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোনো দোষারোপ নয়—যাও তোমরা, তোমরা মুক্ত।

এতে হ্যরত ইউসুফের মিশরীয় প্রভুর পত্নীর চরিত্র-চিত্রও খুব স্পষ্ট; তার প্রবল আকর্ষণ, আর সে আকর্ষণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য হ্যরত ইউসুফের আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা, দুই-ই খুব জীবন্ত।

এটি অন্ত্য-মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্ দ্রষ্টা। এসব সেই গ্রন্থের নির্দেশাবলী যা (বিষয়গুলো) স্পষ্ট করে।

২ নিঃসন্দেহ আমি এটি অবতীর্ণ করেছি—আরবী কোর্‌আন (ভাষণ)—যেন তোমরা বুঝতে পারো।

৩ আমি তোমার কাছে বিবৃত করি কাহিনীগুলোর মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তোমার কাছে যে এই কোর্‌আন প্রত্যাদিষ্ট করেছি তার দ্বারা যদিও এর পূর্বে তুমি নিঃসন্দেহ ছিলে অসাবধানদের অন্তর্গত।

৪ যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, নিঃসন্দেহ আমি দেখলাম এগারোটি তারা আর চাঁদ—তাদের দেখলাম আমার প্রতি সেজদারত।

৫ তিনি বললেন : হে আমার পুত্র, তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বিবৃত ক'রো না পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে। নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের জন্য এক প্রকাশ্য শত্রু।

৬ আর এইভাবে তোমার পালয়িতা তোমাকে নির্বাচিত করবেন, আর তোমাকে শিক্ষা দেবেন ঘটনার ব্যাখ্যা, আর তোমার উপরে ও ইয়াকুবের সন্তানদের উপরে তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণাঙ্গ করবেন, যেমন তিনি তা পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন তোমার পূর্বে তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের জন্য ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ নিঃসন্দেহ্ ইউসুফের ও তাঁর ভাইদের বৃত্তান্তে নিদর্শন আছে জিজ্ঞাসুদের জন্য।

৮ যখন তারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ্ ইউসুফ ও তার ভাই (সহোদর) আমাদের পিতার বেশি প্রিয় যদিও আমরা সংখ্যায় অনেক, নিঃসন্দেহ্ আমাদের পিতা একটি স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ;

৯ (একজন বললে:) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা অন্য কোনো দেশে সরিয়ে দাও তাহলে তোমাদের পিতার মনোযোগ পুরোপুরি তোমাদের দিকে আসবে ; আর তার পর তোমরা ধর্মপ্রাণ লোক হতে পারবে।

১০ তাদের মধ্যে থেকে একজন বক্তা বললে: ইউসুফকে মেরে ফেলো না কিন্তু যদিও কিছু করোই তবে তাকে কুয়োর তলায় ফেলে দাও, ভ্রমণকারীদের কেউ তাকে তুলে নিতে পারবে।

১১ তারা বললে : হে আমাদের পিতা, কেন ইউসুফ সম্বন্ধে তুমি আমাদের বিশ্বাস করো না? আর নিঃসন্দেহ্ আমরা তার অকৃত্রিম হিতৈষী ;

১২ আমাদের সঙ্গে কাল তাকে পাঠাও, তাহলে সে খুশি হয়ে খেলবে, আর নিঃসন্দেহ আমরা তার ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

১৩ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ্ এতে আমি দুঃখ বোধ করি যে তোমরা তাকে দূরে নিয়ে যাবে, আর আমি ভয় করি তাকে নেকড়েয় খায় যখন তোমরা তার সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়েছ।

১৪ তারা বললে : আমরা একটি দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়েয় খায় তবে নিঃসন্দেহ আমরা মরেই গেছি।

১৫ তার পর, যখন তারা তাকে নিয়ে গেল আর সবাই একমত হোলো যে কুয়োর তলায় তাকে ফেলে দেবে,আমি তাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম: তাদের এই কাজের কথা তুমি তাদের বলবে, যখন তারা (তোমাকে) চিনবে না।

১৬ আর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো সন্ধ্যায়

১৭ এই বলে' : হে আমাদের পিতা, আমারা একে অন্যের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করছিলাম, আর ইউসুফকে বসিয়ে রেখেছিলাম আমাদের জিনিসপত্রের পাশে, আর নেকড়েয় তাকে খেয়েছে; আর তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না যদিও আমরা সত্য কথাই বলছি।

১৮ আর তারা এলো তার জামার উপরে মিথ্যা রক্ত নিয়ে। তিনি বললেন : না-তোমাদের অন্তর তোমাদের ভুলিয়ে কিছুর মধ্যে নিয়েছি ; কিন্ত ধৈর্য উত্তম ; আর আল্লাহ্‌রই সাহায্য চাইতে হবে যে বর্ণনা দিচ্ছ সেক্ষেত্রে ।

১৯ আর ভ্রমণকারীরা এলো ; আর তারা তাদের জলতোলার লোককে পাঠালো, আর বাল্‌তি নামিয়ে দিলে সে বললে : সুসংবাদ--এ দেখছি একটি ছোক্‌রা ; আর তাকে লুকিয়ে রাখলো পণ্যদ্রব্যের মতো, আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তারা যা করেছিল সেসব সম্বন্ধে।

২০ আর তারা তাকে বিক্রি করলো সামান্য মূল্যে—কয়েকটি রূপার মুদ্রার বিনিময়ে—আর তার জন্য তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ আর যে মিশরীয় তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললে : তাকে ভালো থাকবার জায়গা দাও, হতে পারে সে আমাদের কাজে লাগবে, অথবা তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি পুত্র রূপে। এইভাবে আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম (সেই) দেশে যেন তাকে শেখাতে পারি ঘটনার ব্যাখ্যা ; আর আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর বিধানের উপরে ; কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

২২ আর যখন তিনি যুবক হলেন আমি তাঁকে দিলাম জ্ঞান ও বিদ্যা ; আর এইভাবে আমি পুরস্কার দিই যারা ভালো তাদের।

২৩ আর সে (প্রভু-পত্নী) যার গৃহে তিনি ছিলেন, চেষ্টা পেলো তাকে তার বসে আনতে ; সে দরজায় খিল দিলে ও বললে : এসো। তিনি বললেন : আমি আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রার্থনা করি, নিঃসন্দেহ আমরা পালয়িতা আমাকে উত্তম আশ্রয় দিয়েছেন, নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

২৪ আর নিঃসন্দেহ সে তাঁকে চেয়েছিল আর তিনিও তাকে চাইতেন যদি তিনি না দেখতেন তাঁর পালয়িতার স্পষ্ট প্রমাণ—যেন এইভাবে তাঁর থেকে আমি ফেরাতে পারি যা মন্দ আর অশ্লীল ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার নির্বাচিত দাসদের অন্যতম।

২৫ আর তারা দুজনেই ছুটে দরজার কাছে গেল, সে তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিঁড়লো আর তারা দরজায় দেখা পেলো তার স্বামীর। সে বললে : যে তোমার স্ত্রীর খারাপী চায় কি তার শাস্তি জেল অথবা কঠিন শাস্তি ভিন্ন?

২৬ (তিনি) বললেন : সে চেয়েছিল আমি তার অনুগত হই। আর তার পরিবারের এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে : যদি তার (ইউসুফের) জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয় তবে সে সত্য বলছে আর (ইউসুফ) মিথ্যাবাদী ;

২৭ আর যদি তার জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া হয় তবে সে মিথ্যা বলেছে আর সে (ইউসুফ) সত্যবাদী।[১]

২৮ কাজেই যখন সে (গৃহকর্তা) দেখলে তার জামা পেছনে ছেঁড়া সে বললে : নিঃসন্দেহ এ তোমাদের নারীদের চক্রান্ত, নিঃসন্দেহ তোমাদের চক্রান্ত প্রবল ;

২৯ হে ইউসুফ, এর থেকে ফেরো, আর (হে আমার পত্নী) তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার দোষের জন্য,নিঃসন্দেহ তুমি অপরাধিনীদের অন্তর্গত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ আর শহরে নারীরা বলছিল : প্রধানের স্ত্রী তার দাসকে অনুগত করতে চায় ; নিশ্চয় সে তার মনকে অভিভূত করেছে প্রেমের দ্বারা, দেখছি আমরা সে (প্রধানের স্ত্রী) স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

৩১ আর যখন সে শুনলে তাদের (নারীদের) ফন্দির কথা সে তাদের ডেকে পাঠালো আর তাদের জন্য তৈরি করলো আরামের আসন (খাবার সময়ের), আর ,প্রত্যেককে দিলে একখানি ছুরি আর (ইউসুফকে) বললে : এসো এদের কাছে। আর যখন তারা তাকে

দেখলে তাকে মনে করলে অতুলনীয়, আর (বিস্ময়ে) নিজেদের হাত কেটে ফেলল। আর বললে : আল্লাহ্ অনিন্দ্য—এ মানুষ নয়, এ মহান ফেরেশ্‌তাদের কেউ।

৩২ সে বললে : এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ : আর নিঃসন্দেহ আমি চেয়েছিলাম সে আমার অনুগত হোক ; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করেছিল ; আর আমি তাকে যা বলি তা যদি সে না করে তবে নিঃসন্দেহ তাকে জেলে দেওয়া হবে আর যারা লাঞ্ছনা ভোগ করে সে হবে তাদের দলের।

৩৩ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, কারাগার আমার প্রিয়তর যাতে তারা আমাকে আমন্ত্রণ করে তার চাইতে, আর তুমি যদি তাদের চক্রান্ত আমার থেকে না ফেরাও তবে আমি তাদের দিকে ঝুঁকবো আর অজ্ঞদের দলের হবো।

৩৪ অতএব তাঁর পালয়িতা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, আর তাঁর থেকে তাদের চক্রান্ত ফেরালেন ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৫ তার পর সব নিদর্শন দেখার পরে তাদের (পুরুষদের) মনে হোল তাঁকে কিছু দিনের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৬ আর দুইজন যুবক তাঁর সঙ্গে কারাগারে গিয়েছিল। তাদের একজন বললে : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম (আঙুর পিষে) মদ তৈরি করেছি, অপরজন বললে : আমি দেখলাম মাথায় রুটি নিয়ে যাচ্ছি তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। এর অর্থ কি বলো—দেখছি তুমি ভালো লোক।

৩৭ তিনি বললেন : যে খাবার তোমাদের (রোজ) দেওয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসবে না কিন্তু আমি তোমাদের অর্থ বলবো তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বে ; এটি আমার পালয়িতা আমাকে শিখিয়েছে ; নিঃসন্দেহ আমি সেই লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না আর পরকালে অবিশ্বাসী।

৩৮ আর আমি অনুসরণ করি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম আর ইসহাক আর ইয়াকুবের ধর্ম ; এটি আমাদের জন্য সঙ্গত নয় যে আমরা আল্লাহ্‌র কোনো অংশী দাঁড় করাবো ; এটি আমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের ফলে আর মানুষদের উপরেও ; কিন্তু অনেক লোক কৃতজ্ঞ নয়।

৩৯ হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, বহু পালয়িতা ভালো, না, আল্লাহ্, এক, সর্বশক্তিমান (ভালো) ?

৪০ তিনি ভিন্ন যাদের উপাসনা তোমরা করো তারা নাম ভিন্ন আর কিছু নয়—সেইসব নাম তোমরা দিয়েছ, তোমরা ও তোমাদের পিতাপিতামহরা—আল্লাহ্ সেসবের জন্য কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ করেন নি ; বিচার শুধু আল্লাহ্‌র ; তিনি আদেশ করেছেন যে তোমরা তাঁকে ভিন্ন আর কিছুর উপাসনা করবে না ; এই শাশ্বত ধর্ম ; আর অনেক লোক জানে না।

৪১ হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন—সে তার প্রভুকে দেবে সুরা পান করতে, অন্যজন—সে শূলে বিদ্ধ হবে তার ফলে পাখিরা তার মাথা থেকে খাবে। তোমরা যার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলে এই তার ফয়সালা।

৪২ আর দুইজনের যার সম্বন্ধে তিনি জানতেন সে মুক্তি পাবে তাকে তিনি বললেন : তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার প্রভুর কাছে তাঁর কথা বলা সম্বন্ধে, তার ফলে তিনি কারাগারে থাকলেন কয়েক বৎসর।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৩ আর রাজা বললেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরু তাদের খেয়ে ফেললো সাতটা রোগা গরু, আর সাতটা সবুজ শীষ (শস্যের) আর অন্য (সাতটা) শুক্‌নো ; প্রধানেরা আমাকে আমার স্বপ্নের অর্থ বলো যদি তোমরা স্বপ্নের অর্থ বলতে পারো।

৪৪ তারা বললে : এলোমেলো স্বপ্ন—আর স্বপ্নের অর্থ আমরা জানি না।

৪৫ আর সেই দুইজনের যে মুক্তি পেয়েছিল আর তার স্মরণ হয়েছিল বহুদিন পরে—সে বললে : আমি এর অর্থ তোমাদের বলবো, সে জন্য আমাকে পাঠিয়ে দাও ;

৪৬ ইউসুফ, হে সত্যবাদী, আমাদের কাছে অর্থ বলো সাতটা রোগা গরু খেয়ে ফেললো সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরু, আর সাতটা সবুজ শীষ আর অন্য (সাতটা) শুক্‌নো—যেন লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি আর তারা জানতে পারে।

৪৭ তিনি বললেন : তোমরা সাত বৎসর নিয়মমতো (বীজ) বুনে যাবে, তার পর যা তোমরা কাটবে তার শীষে রেখে দেবে সব, অল্প কিছু কিছু ভিন্ন যা তোমরা খাবে ;

৪৮ তার পরে আসবে কঠিন সাত বৎসর যা খেয়ে ফেলবে যা তোমরা তাদের জন্য তৈরি করেছ অল্প কিছু ব্যতীত যা তোমরা ভাণ্ডারজাত করেছে ;

৪৯ তার পর এক বৎসর আসবে যখন লোকেরা প্রচুর ফসল পাবে আর তখন তারা (মদ ও তেল) পিষবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫০ আর রাজা বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যখন দূত তাঁর কাছে এলো, তিনি বললেন : তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করো সেই নারীদের কি হোলো যারা তাদের হাত কেটেছিল ; নিঃসন্দেহ আমার প্রভু তাদের ফন্দির কথা জানেন।

৫১ তিনি (রাজা) (নারীদের) বললেন : কি হয়েছিল যখন তোমরা ইউসুফকে অনুগত করতে চেয়েছিলে? তারা উত্তর দিলে : আল্লাহ্‌ অনিন্দ্য! তার কোনো দোষের কথা আমরা জানি না। প্রধানের স্ত্রী বললে : এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমি তাকে অনুগত করতে চেয়েছিলাম, আর সে নিঃসন্দেহ সত্যবাদীদের অন্তর্গত।

৫২ (তখন ইউসুফ বললেন : আমি চেয়েছিলাম) এটি, যেন তিনি (আমার প্রভু) জানতে পারেন যে আমি গোপনে তাঁর বিশ্বাস নষ্ট করি নি, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চালিত করেন না বিশ্বাস নষ্টকারীদের ফন্দি।

ত্রয়োদশ খণ্ড

৫৩ আর আমি নিজেকে দোষমুক্ত বলি না, নিঃসন্দেহ মানুষের অন্তর আদেশ করে যা মন্দ তাতে—যাদের উপর আমার পালয়িতার করুণা আছে তারা ভিন্ন ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৫৪ আর রাজা বললেন : তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে বিশেষভাবে নিজের জন্য গ্রহণ করবো। আর যখন তার সঙ্গে কথা বললেন তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তুমি আজ আমার সামনে প্রতিষ্ঠিত আর বিশ্বস্ত।

৫৫ তিনি বললেন : আমার উপরে দেশের ধনভাণ্ডারের ভার দিন, নিঃসন্দেহ আমি অভিজ্ঞ রক্ষক।

৫৬ আর এইভাবে আমি ইউসুফকে দেশে ক্ষমতা দিয়েছিলাম—তাতে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল যেখানে তাঁর খুশি ; আমি আমার করুণা পৌঁছে দিই যাকে ইচ্ছা করি ; আর যারা ভালো তাদের প্রাপ্য আমি ব্যর্থ করি না।

৫৭ আর নিঃসন্দেহ পরকালের প্রাপ্য আরো ভালো তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও সীমা রক্ষা করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৮ আর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো ও তাঁর কাছে গেল, আর তিনি তাদের চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনলো না।

৫৯ আর তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে তিনি বললেন : তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের এক ভাইকে আমার এখানে নিয়ে এসো, দেখছ না কি তোমরা আমি পুরো মাপ দিই আর ভালো আপ্যায়নকারী ?

৬০ কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আনো তবে আমার কাছ থেকে মাল পাবে না আর আমার কাছেও এসো না।

৬১ তারা বললে : আমরা চেষ্টা করবো তার পিতাকে তার সম্পর্কে সম্মত করতে আর আমরা নিঃসন্দেহ এ কাজ করতে পারবো।

৬২ আর তিনি তাঁর জোয়ানদের বললেন : তাদের টাকা-পয়সা তাদের বস্তার মধ্যে ভরে দাও যেন তারা তা জানতে পারে যখন তাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাবে, তাহলে তারা আবার আসবে।

৬৩ কাজেই যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেল তারা বললে : হে আমাদের পিতা, আমাদের মালের মাপ বন্ধ করেছে সেজন্য আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও যেন আমরা মাপ পেতে পারি, আর নিঃসন্দেহ আমরা তাকে পাহারা দেবো।

৬৪ তিনি বললেন : বিশ্বাস ক'রে তাকে কি তোমাদের হাতে দিতে পারি এর পূর্বে তার ভাইকে যেমন বিশ্বাস ক'রে তোমাদের হাতে দিয়েছিলাম? কিন্তু আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক আর তিনি পরম করুণাময় করুণাময়দের মধ্যে।

৬৫ আর যখন তারা তাদের জিনিসপত্র খুললো তাদের টাকা-পয়সা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বললে : হে আমাদের পিতা, এর বেশি কি আমরা চাইতে পারি? এই আমাদের টাকা-পয়সা আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য শস্য আনবো আর আমাদের ভাইকে দেখবো,আর আমরা এক উট (মাল) বেশি পাবো—এই মাল (যা এনেছি) তা তো সামান্য।

৬৬ তিনি বললেন : আমি কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না যদি না তোমরা আল্লাহ্র নামে আমার কাছে এই দৃঢ় অঙ্গীকার করো যে নিশ্চয় তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনবে যদি না তোমরা পুরোপুরি ঘেরাও হও। আর যখন তারা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিল তিনি বললেন : আমরা যা বলি তার উপরে বিধানকর্তা আল্লাহ্।

৬৭ আর তিনি বললেন : হে আমার পুত্রগণ, এক ফটক দিয়ে ঢুকো না, ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে যাবে ; আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করার সাধ্য আমার নেই ; নিঃসন্দেহ হুকুম কেবল আল্লাহ্র, তাঁর উপরেই আমি নির্ভর করি, আর সব নির্ভরকারী তাঁর উপরে নির্ভর করুক।

৬৮ আর যখন তারা প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা প্রবেশ করতে বলেছিলেন তাতে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাদের কোনো সাহায্য হোলো না, কিন্তু (এটি ছিল কেবল) ইয়াকুবের অন্তরের একটি আকাঙ্ক্ষা যা তিনি তৃপ্ত করেছিলেন,আর নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানবান্ ছিলেন কেন না আমি তাঁকে জ্ঞান দিয়েছিলাম ; কিন্তু অনেক লোকেই জানে না।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৯ আর যখন তারা ইউসুফের কাছে গেল তিনি তাঁর ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন এই বলে : আমি তোমার ভাই : সেজন্য তারা যা করে তাতে দুঃখ ক'রো না।

৭০ তার পর তিনি যখন তাদের জিনিসপত্র দিয়ে দিলেন তখন তাঁর ভাইয়ের বস্তায় পানপাত্র রেখে দিলেন। তার পর একজন চেঁচিয়ে উঠলো : হে উট-চালকের দল, তোমরা নিঃসন্দেহ চোর।

৭১ তারা তাদের সামনে এসে বললে : তোমাদের কি হারিয়েছে?

৭২ **তারা বললে : আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি , আর যে এটি আনবে সে এক উট মাল পাবে, আর আমি (ইউসুফ) এর জন্য দায়ী।**

৭৩ তারা বললে : আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা নিশ্চয় জানো আমরা (এ) দেশে অনর্থ করতে আসি নি, আর আমরা চোর নই।

৭৪ তারা বললে : কি হবে এর প্রতিফল যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও?

৭৫ তারা বললে : এর প্রতিফল—যে লোকের বস্তায় এটি পাওয়া যাবে যে হবে প্রতিফলের পাত্র। এইভাবেই অন্যায়কারীদের শাস্তি দিই।

৭৬ তার পর তিনি (ইউসুফ) তাদের বস্তায় খোঁজা আরম্ভ করলেন তাঁর ভাইয়ের বস্তা খোঁজার পূর্বে, তার পর তিনি তা বার করলেন তাঁর ভাইয়ের বস্তা থেকে। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য ফন্দি করেছিলাম। তিনি রাজার আইন অনুসারে তাঁর ভাইকে নিতে পারতেন না যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হোতো। আমি (মর্যাদার) স্তর বাড়াই যাকে ইচ্ছা করি ; আর প্রত্যেক জ্ঞানসমৃদ্ধের উপরে সর্বজ্ঞানময়।

৭৭ তারা বললে : যদি সে চুরি করে থাকে তবে তার এক ভাইও পূর্বে চুরি করেছিল। কিন্তু ইউসুফ এটি তার অন্তরেই গোপন রেখেছিলেন, আর তাদের কাছে প্রকাশ করেন নি ; তিনি বললেন : তোমরা দুর্দশায় পড়েছ আর আল্লাহ্ ভালো জানেন তোমরা যা বলছো সে সম্বন্ধে।

৭৮ তারা বললে : হে প্রধান, তার বাপ আছে, অত্যন্ত বুড়ো মানুষ, সেজন্য তার জায়গায় আমাদের একজনকে রাখো, নিঃসন্দেহ দেখছি তুমি ভালো লোক।

৭৯ তিনি বললেন : আল্লাহ্ রক্ষা করুন যে আমরা তাকে ভিন্ন ধরি যার কাছে আমাদের জিনিস পেয়েছি,কেন না সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী হবো।

দশম অনুচ্ছেদ

৮০ যখন তারা তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হোলো তারা আলাদা হ'য়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো। তাদের মধ্যে যে বড়ো সে বললে : তোমরা কি জান না যে তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে এক অঙ্গীকার নিয়েছেন আর এর আগে ইউসুফ সম্বন্ধে যা করবার তা তোমরা করতে পারো নি? সেজন্য আমি কিছুতেই এ দেশ থেকে রওনা হবো না যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন, অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য রায় দেন— আর তিনি রায়দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;

৮১ তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও আর বলো : হে আমাদের পিতা, নিঃসন্দেহ তোমার পুত্র চুরি করেছে, আর আমরা তার সাক্ষ্য দিই না যা আমরা জানি না, আর যা অদৃশ্য তার উপরে আমরা রক্ষক নই।

৮২ আর যে শহরে আমরা গিয়েছিলাম সেখানে জিজ্ঞাসা করো, আর যে বণিকদলের সঙ্গে আমরা এখানে এসেছি ; নিঃসন্দেহ আমরা সত্য বলছি।

৮৩ তিনি বললেন : না—কিন্তু তোমাদের অন্তর তোমাদের ভুলিয়ে কিছুর মধ্যে নিয়েছে ; সেজন্য ধৈর্য উত্তম ; হতে পারে আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে আনবেন ; নিঃসন্দেহ তিনি ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৮৪ আর তিনি তাদের থেকে ফিরলেন ও বললেন : হায় ইউসুফের জন্য আমার বেদনা। আর তাঁর চোখ সাদা হ'য়ে গিয়েছিল যে দঃখ তিনি চেপে রেখেছিলেন তার ফলে।

৮৫ তারা বললে : আল্লাহ্র শপথ, তুমি ইউসুফকে স্মরণ করতে কিছুতেই ভুলবে না যে পর্যন্ত না তোমার শরীর একেবারে ভেঙে যায় অথবা মৃতদের অন্তর্গত হও।

৮৬ তিনি বললেন : আমার দুঃখ ও বেদনার জন্য নালিশ জানাই কেবল আল্লাহ্র কাছে, আর আমি আল্লাহ্র তরফ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

৮৭ হে আমার পুত্রগণ, গিয়ে খোঁজ করো ইউসুফ ও তার ভাই সম্বন্ধে ; আর আল্লাহ্র করুণা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র করুণা সম্বন্ধে হতাশ হয় না অবিশ্বাসী লোকেরা ভিন্ন।

৮৮ এর পর যখন তারা ইউসুফের কাছে এলো তারা বললে : হে প্রধান, আমাদের ও আমাদের লোকদের উপরে দুর্দিন এসে পড়েছে আর আমরা সামান্য টাকা-পয়সা এনেছি, সেজন্য আমাদের পুরো মাল দাও ও আমাদের প্রতি দয়া করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দয়ালদের পুরস্কার দেন।

৮৯ তিনি বললেন : তোমরা কি জানো কেমন ব্যবহার তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে যখন তোমরা ছিলে বিবেচনাহীন?

৯০ তারা বললে : তুমিই কি ইউসুফ? তিনি বললেন : আমি ইউসুফ আর এই আমার ভাই। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, নিঃসন্দেহ যে সীমারক্ষাকারী আর ধৈর্যবান (সে অনুগ্রহ লাভ করবে) কেন না নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য বিফল করেন না যারা ভালো করে।

৯১ তারা বললে : আল্লাহ্র শপথ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাকে স্থান দিয়েছেন আমাদের উপরে, আর নিঃসন্দেহ আমরা ছিলাম অপরাধী।

৯২ তিনি বললেন : আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপ নয়। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন—আর তিনি পরমকরুণাময়দের মধ্যে।

৯৩ আমার এই জামা নিয়ে যাও আর আমার পিতার মুখের উপরে রাখো, তিনি (পুনরায়) দৃষ্টিসম্পন্ন হবেন ; আর আমার কাছে এসো তোমাদের সমস্ত পরিজন নিয়ে।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ আর যখন বণিকদল রওনা হোলো তাদের পিতা বললেন : নিঃসন্দেহ আমি ইউসুফের বাতাস পাচ্ছি যদিও তোমরা বলো আমি মতিচ্ছন্ন হয়েছি।

৯৫ তারা বলে আল্লাহ্র শপথ, তুমি নিঃসন্দেহ তোমার পুরনো ভুলেই আছ।

৯৬ তার পর যখন সুসংবাদবাহী এলো সে সেটি (জামা) তাঁর মুখের উপরে রাখলো আর তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের বলি নি যে আল্লাহ্র থেকে আমি জানি যা তোমরা জানো না?

৯৭ তারা বললে : হে আমাদের পিতা , আমাদের জন্য আমাদের অপরাধের মার্জনা চাও, নিঃসন্দেহ আমরা অপরাধী।

৯৮ তিনি বললেন : আমি আমার পালয়িতার কাছে তোমাদের জন্য মার্জনা চাইব। নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল; কৃপাময়।

৯৯ আর যখন তারা এলেন ইউসুফের সামনে তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে নিজের গৃহে গ্রহণ করলেন আর বললেন : মিশরে প্রবেশ করো নির্বিঘ্নে যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়।

১০০ আর তিনি তার পিতামতাকে বসালেন সিংহাসনে আর তাঁরা তাঁকে প্রণতি (সেজদা) করলেন, আর তিনি বললেন : হে পিতা, আমার পুরনো স্বপ্নের এই অর্থ, আমার পালয়িতা নিঃসন্দেহ সেটি সত্য প্রতিপন্ন করেছেন, আর তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন যখন আমাকে তিনি কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আর তোমাদের এনেছেন মরুভূমি থেকে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তানের বিরোধ বাধাবার পরে, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা সদয় হন যার প্রতি ইচ্ছা করেন, নিঃসন্দেহ তিনি ওয়াকিফহাল জ্ঞানী।

১০১ হে আমার পালয়িতা! তুমি আমাকে রাজত্বের ভার দিয়েছ আর আমাকে জ্ঞান দিয়েছ ঘটনার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, অন্তরীক্ষ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা! তুমি আমার রক্ষাকারী বন্ধু এই সংসারে ও পরকালে, আমাকে (তোমাতে) সমর্পিতপ্রাণ হ'য়ে মরতে দাও আর আমাকে যুক্ত করো কল্যাণকারীদের সঙ্গে।

১০২ এই সব অদৃশ্যের সংবাদ যা তোমাকে প্রত্যাদেশ করছি, আর তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা তাদের কাজের মতলব করেছিল আর ফন্দি আঁটছিল।

১০৩ আর অনেক লোকই বিশ্বাস করবে না যদিও তুমি তাই খুব চাও।

১০৪ আর এর জন্য তুমি তাদের কাছে কোনো প্রাপ্য চাও না ; এটি বিশ্বজগতের জন্য স্মারক ভিন্ন আর কিছু নয়।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০৫ আর কত নিদর্শন আছে আকাশে ও পৃথিবীতে যার পাশ দিয়ে তারা যায় আর তারা সেসব সম্বন্ধে মুখ ফিরিয়ে আছে।

১০৬ আর তাদের অনেকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না তাঁর সঙ্গে অন্যদের অংশী খাড়া না ক'রে।

১০৭ তারা তবে কি নিজেদের নিরাপদ বোধ করে তাদের উপরে আল্লাহ্‌র শক্তির ঘেরাটোপ এসে পড়া সম্বন্ধে? অথবা সেই সময় তাদের কাছে হঠাৎ আসতে পারে যখন তারা বেখেয়াল?

১০৮ বলো : এই আমার পথ—আমি আল্লাহ্‌কে ডাকি নিঃসন্দেহ হ'য়ে,আমি আর যারা আমার অনুসরণকারী—আর আল্লাহ্‌র মহিমা, আমি তাদের অন্তর্গত নই যারা (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করায়।

১০৯ আর আমি তোমার পূর্বে শহরগুলো থেকে ভিন্ন পয়গাম্বরদের পাঠাই নি—তাঁদের আমি দিয়েছিলাম প্রত্যাদেশ। তারা কি তবে দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের? আর নিঃসন্দেহ পরকালের আশ্রয় অনেক ভালো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে ; তবে কি তোমরা বোঝো না?

১১০ যে পর্যন্ত না বাণীবাহকরা হতাশ হয়েছিলেন আর তারা (অনুবর্তীরা) নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে তাদের মিথ্যা বলা হয়েছে সে পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের কাছে আসে নি, আর আমি তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম যাকে আমার খুশি ; আর আমার ক্রোধ প্রতিহত হয় না অপরাধী সম্প্রদায় থেকে।

১১১ তাদের কাহিনীগুলোয় নিঃসন্দেহ শিক্ষণীয় বিষয় আছে যারা বোঝে তাদের জন্য। এ এমন কাহিনী নয় যা তৈরি করা যেতো কিন্তু এ হচ্ছে এর পূর্ববর্তীর প্রমাণ, আর সব কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা, আর পথনির্দেশ ও করুণা যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য।

আর্-র'াদ

[কোর্আন শরীফের ত্রয়োদশ সুরা আর্-র'াদ—বজ্র, এর তেরো সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে—"আর বজ্র তাঁর মহিমা ঘোষণা করে তাঁর প্রশংসার সঙ্গে।"

কেউ কেউ এটিকে বলেছেন মক্কীয়, কেউ কেউ বলেছেন মদিনীয়। তবে মোটের উপর এটিকে মক্কায়ই জ্ঞান করা হয়—অন্ত্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

১ আলিফ—লাম—মীম—রা—আমি আল্লাহ্ জ্ঞাতা দ্রষ্টা। এসব হচ্ছে গ্রন্থের শ্লোক ,আর যা তোমার পালয়িতার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয় তা সত্য, কিন্তু অনেক লোক বিশ্বাস করে না।

২ আল্লাহ্ তিনি যিনি আকাশকে সুউন্নত করেছেন থাম না দিয়ে যা তোমরা দেখছ, তার পর তিনি আরোহণ করলেন সিংহাসন, আর সূর্য ও চন্দ্রকে করলেন সেবারত, প্রত্যেকে চলছে একটি নির্ধারিত কালের জন্য ; তিনিই (এই) ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিধান করেন, বিশদ করেন নির্দেশাবলী, যেন তোমরা নিঃসন্দেহ হও তোমাদের পালয়িতার সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে।

৩ আর তিনিই ধরণীকে বিস্তৃত করেছেন। আর তাতে স্থাপন করেছেন দৃঢ় পর্বত, আর নদী, আর সব ফলের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন দুই যুগল ; তিনি রাত্রিকে দিয়ে আবৃত করান দিনকে, নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে যারা চিন্তা করে সেই লোকদের জন্য।

৪ আর পৃথিবীতে আছে পাশাপাশি মাঠ আর আঙুরের বাগান আর চষা জমি আর খেজুরের গাছ—ভিড় ক'রে অথবা পৃথক পৃথক—সেসবে দেওয়া হয় একই পানি আর আমি তাদের কাউকে দিতে দিয়েছি অন্যদের চাইতে ভালো ফল। নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন যারা বোঝে সেই লোকদের জন্য।

৫ আর যদি তোমার বিস্ময় লাগে তবে বিস্ময়কর হচ্ছে তাদের কথা—কী, যখন আমরা হয়েছি ধুলো তখন কি আমরা নিঃসন্দেহ (রূপ পাবো) নতুন সৃষ্টিতে? এরাই তারা যারা অবিশ্বাসী তাদের পালয়িতায়, আর এদের গলায় আছে শিকল, আর এরা আগুনের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

৬ আর তারা তোমাকে বলে মন্দ যা তা ত্বরিত করতে ভালোর পূর্বে ; আর নিঃসন্দেহ তাদের সামনে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী শাস্তি রয়েছে ; আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা লোকদের জন্য ক্ষমার রাজাধিরাজ তাদের অন্যায় করা সত্ত্বেও, আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা প্রতিফল দানে কঠোর।

৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : একটি নিদর্শন কেন তার সম্বন্ধে প্রেরিত হয় নি? তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র, আর প্রত্যেক জাতির জন্য (আছে) একজন পথনির্দেশক।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ আর আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক স্ত্রী যা বহন করে আর যা তাদের গর্ভ শুষে নেয় আর যা তারা বর্ধিত করে ; আর তাঁর কাছে সবকিছু পরিমাণযুক্ত।

৯ (তিনি) জ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের—মহান, মহামহিম।

১০ (তাঁর কাছে) তুল্য তোমাদের মধ্যে যে (তার) কথা লুকোয় আর যে তা খুলে বলে, আর সে নিজেকে লুকোয় রাত্রে আর বাইরে বেরোয় দিনে।

১১ তাঁর জন্য ফেরেশ্‌তা আছে একজনের পর অন্যজন তাঁর সামনে পশ্চাতে যারা তাঁকে পাহারা দেয় আল্লাহ্‌র আদেশ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অন্তর পরিবর্তিত করে, আর যখন আল্লাহ্ কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ চান, তা ফেরাবার উপায় নেই, আর তিনি ভিন্ন তাদের কোনো রক্ষক নেই।

১২ তিনিই তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ—(তা) একটি ভয় আর একটি আশা—আর নিয়ে আসেন ভারী মেঘ ;

১৩ আর বজ্র তাঁর মহিমা ঘোষণা করে তাঁর প্রশংসার সঙ্গে, আর ফেরেশ্‌তারাও—তাঁর ভয়ে : আর তিনি বজ্র প্রেরণ করেন আর সেসব দিয়ে আঘাত করেন যাকে খুশি। তবু তারা তর্ক করে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে ! আর তিনি রোষে ভয়ঙ্কর।

১৪ সত্যকার প্রার্থনা তাঁরই জন্য, আর আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের কাছে তারা প্রার্থনা করে তারা তোদের কোনো উত্তর দেয় না ; কিন্তু (তারা) তার মতো যে তার দুই হাত বাড়ায় জলের দিকে যেন তা তার মুখে পৌছতে পারে—কিন্তু তা পৌছবে না, আর অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।

১৫ আর আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যে কেউ আছে অন্তরীক্ষে আর পৃথিবীতে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, আর তাদের ছায়াও—প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

১৬ বলো : কে আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা? বলো : আল্লাহ্। বলো : তবে তোমরা কি তাঁকে ভিন্ন রক্ষাকারীবন্ধুরূপে গ্রহণ করো তাদের যাদের নিজেদের লাভ ও ক্ষতির উপরে কোনো কর্তৃত্ব নেই ? বলো : যারা অন্ধ আর যারা দেখে তারা কি তুল্য? অথবা অন্ধকার ও আলোক কি তুল্য হতে পারে? অথবা তারা কি আল্লাহ্‌র অংশীরূপে দাঁড় করিয়েছে তাদের যারা তাঁর মতো সৃষ্টি করেছে, তার ফলে যা (তারা সৃষ্টি করেছে আর যে সৃষ্টি আল্লাহ্‌র) তা তাদের কাছে একরকম দেখাচ্ছে? বলো : আল্লাহ্ সব-কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি এক, সর্বশক্তিমান।

১৭ তিনি মেঘ থেকে পাঠান জল তার পর জলধারা প্রবাহিত হয় তাদের পরিমাপ অনুসারে, আর স্রোত বয়ে নিয়ে যায় ফেনার রাশি—আর যা তারা আগুনে গলায় গহনা অথবা যন্ত্র তৈরির জন্য তা থেকেও ওঠে এরই মতো গাদ—এইভাবে আল্লাহ্ তুলনা দেন সত্যের ও মিথ্যার, তার পর যা গাদ তা চলে যায় অসার বস্তুর মতো, আর যা মানুষের উপকারে আসে তা থেকে যায় পৃথিবীতে, এইভাবে আল্লাহ্ উদাহরণ দেন।

১৮ যারা তাদের পালয়িতার ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য আছে ভালো, আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না—যদি তাদের থাকতো পৃথিবীতে যা আছে সব, তার সঙ্গে তার মতো (যত কিছু) তবে তারা নিশ্চয়ই তা দিতো মুক্তিপণরূপে। এদের জন্য হবে মন্দ হিসাব, আর এদের বাসস্থান জাহান্নাম—আর মন্দ সেই বাসের স্থান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৯ যে জানে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি তার মতো যে অন্ধ? স্মরণ করবে কেবল তারাই যারা বিবেচনাসম্পন্ন—

২০ যারা আল্লাহ্‌র (সামনে করা) অঙ্গীকার রক্ষা করে আর সমঝোথা ভঙ্গ করে না,

২১ আর যারা যুক্ত করে আল্লাহ্ যা (যেসব প্রেম প্রীতি সম্বন্ধ) যুক্ত রাখতে আদেশ দিয়েছেন, আর যাদের আল্লাহ্‌র ভয় আছে, আর যারা ভীত এক কঠিন হিসাব সম্বন্ধে,

২২ আর যারা ধৈর্যশীল তাদের পালয়িতার আনন (সন্তোষ) অন্বেষণে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যারা ব্যয় করে (দানে) তাদের জীবিকা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে, আর মন্দকে দূর করে ভালো দিয়ে—এরাই তারা যাদের জন্য শেষের গৃহ—

২৩ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে যাতে প্রবেশ করবে তাদের পিতামাতাদের, তাদের স্ত্রীদের (অথবা স্বামীদের), আর তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা কল্যাণকারী তাদের সঙ্গে,আর ফেরেশ্‌তারা তাদের সামনে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে (বলবে) :

২৪ শান্তি তোমাদের জন্য যেহেতু তোমরা ছিলে ধৈর্যশীল—কত উত্তম তবে শেষের গৃহ!

২৫ যারা আল্লাহ্‌র (সামনে করা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাতে স্বীকৃতি দানের পরে, আর ভিন্ন করে আল্লাহ্ যা যুক্ত করতে আদেশ দিয়েছেন, আর দেশে অহিত করে—এরাই তারা যাদের উপরে অভিসম্পাত, আর যাদের জন্য মন্দ গৃহ।

২৬ আল্লাহ্ জীবিকা বাড়িয়ে দেন যার জন্য খুশি আর কমিয়েও দেন ; আর তারা সংসারের জীবনে উৎফুল্ল হয় ; আর সংসারের জীবন পরকালের সঙ্গে তুলনায় সামান্য সুখ-ভোগ নয়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলে : একটি নিদর্শন কেন তার জন্য অবতীর্ণ হয় না তার পালয়িতার কাছ থেকে? বলো : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে খুশি ; আর তাঁর দিকে পথ দেখান যারা (তাঁর দিকে) ফেরে ;

২৮ যারা বিশ্বাস করে আর যাদের হৃদয় শান্ত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র স্মরণে হৃদয় শান্ত হয়।

২৯ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—তাদের জন্য আনন্দ ও পুণ্য পরিণাম।

৩০ আর এইভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি একটি জাতির মধ্যে যার পূর্বে অন্যান্য জাতি গত হয়ে গেছে যেন তুমি তাদের কাছে পাঠ করতে পারো যা তোমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, আর তারা অবিশ্বাস করে করুণাময় আল্লাহ্‌তে ; বলো : তিনি আমার পালয়িতা, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন, তাঁর উপরে আমি নির্ভর করি, আর তাঁর কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

৩১ আর যদি এমন একটি কোর্‌আন (ভাষণ) থাকতো যার দ্বারা পাহাড়গুলো সরিয়ে দেওয়া যেতো আথবা তার দ্বারা পৃথিবীকে ছিঁড়ে ফেলা যেতো অথবা মৃতদের কথা বলানো যেতো (তবে এই কোর্‌আন তাই করতো)। না—হুকুম পুরোপুরি আল্লাহ্‌র। যারা বিশ্বাস করে না তারা কি জানে না যে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তিনি নিঃসন্দেহ সব মানুষকে পথে চালিত করতেন। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যা করে তার জন্য বিপদ তাদের আঘাত দিতেই থাকবে, অথবা তা তাদের গৃহের নিকটে অবতরণ করবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাপ করবেন না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩২ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্ব বাণীবাহকদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; কিন্তু আমি বিরাম দিয়েছিলাম যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের, তার পর আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম,তবে কেমন ছিল আমার প্রতিফলদান?

৩৩ তবে কি তিনি যিনি প্রত্যেক প্রাণকে দেখেন কি সে অর্জন করে (তার মতো যে কিছুই অবগত নয়)? তবু তারা আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করায়। বলো : তাদের নাম দাও। তবে কি তোমরা তাঁকে জানাতে চাও পৃথিবীতে এমন কিছু যা তিনি জানেন না? অথবা (তা বলতে চাও) একটি বাহ্য বর্ণনার দ্বারা? না—কিন্তু তাদের কায়দা কানুন চিত্তাকর্ষক মনে হয় যারা অবিশ্বাস করে তাদের, আর তাদের ফিরিয়ে আনা হয় (পথ থেকে) ; যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

৩৪ তাদের জন্য শাস্তি আছে এই সংসারের জীবনে আর পরকালের শাস্তি নিঃসন্দেহ আরো কঠোর, আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো রক্ষক নেই।

৩৫ আর সীমারক্ষাকারীদের জন্য যে উদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত (রূপ) হচ্ছে : তার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী, তার ফল নিরবিচ্ছিন্ন, আর তার ছায়া ; এই তাদের পরিণাম যারা সীমারক্ষাকারী, আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম আগুন।

৩৬ আর যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা আনন্দ প্রকাশ করে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আর গোত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা এর কিছু অস্বীকার করে। বলো : আমাকে মাত্র এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি আল্লাহ্‌র উপাসনা করবো, আর তাঁর কোনো অংশী দাঁড় করবো না ; আমি তাঁকে ডাকি, আর তাঁর কাছে আমার ফিরে যাওয়া।

৩৭ আর এইভাবে আমি এটি অবতীর্ণ করেছি—একটি হুকুম, আরবী ভাষায়। আর তুমি যদি তাদের খেয়ালের অনুবর্তী হও তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরে তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তুমি পাবে—না কোনো রক্ষক, আর না কোনো বন্ধু।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৮ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি বাণীবাহক পাঠিয়েছি, আর তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি। আর কোনো বাণীবাহকের জন্য এটি (সঙ্গত) ছিল না যে কোনো

নিদর্শন তিনি উপস্থাপিত করবেন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য বিধান রয়েছে।

৩৯ আল্লাহ্ বিলুপ্ত করেন যা খুশি আর প্রতিষ্ঠিত করেন (যা খুশি) আর তাঁর কাছে আছে বিধানের উৎস।

৪০ তাদের জন্য আমি যা ওয়াদা করেছি তার কিছু তোমাকে দেখাই, অথবা (তার পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই, তোমার কাজ কেবল (বাণী) পৌঁছে দেওয়া, আর আমার জন্য হিসাব গ্রহণ।

৪১ তারা কি দেখে না যে আমি দেশকে শাস্তি দিচ্ছি তার পার্শ্বের[১] হ্রাস ঘটিয়ে? আর আল্লাহ্ হুকুম দিচ্ছেন শাস্তির—তাঁর বিধান প্রতিহত করবার কেউ নেই ; আর হিসাবে তিনি সত্বর।

৪২ আর তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও নিঃসন্দেহ চক্রান্ত করেছিল ; কিন্তু সব চক্রান্ত আল্লাহ্‌র ; তিনি জানেন প্রত্যেক প্রাণ কি উপার্জন করে, আর অবিশ্বাসীরা জানবে কার জন্য শেষের গৃহ।

৪৩ আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলে : তুমি (আল্লাহ্‌র) রসুল নও। বলো : আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট, আর গ্রন্থের জ্ঞান যার আছে।

---

১. এইকালে পারস্য ও পূর্বরোম সাম্রাজ্য আরবের কিছু কিছু অংশ গ্রাস করেছিল।

ইব্রাহিম

[ইব্রাহিম কোর্‌আন শরীফের চতুর্দশ সূরা—এর শেষের কয়েকটি আয়াতে হযরত ইব্রাহিমের প্রার্থনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ্‌র চিরন্তন কল্যাণ-বিধানের অমান্যকারী কোরেশদের জন্য দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে এই স্পষ্ট ইঙ্গিত এতে দেওয়া হয়েছে। এটি অন্ত্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম —রা—আমি আল্লাহ্ দ্রষ্টা। (এটি) একটি গ্রন্থ যা আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি লোকদের, তাদের পালয়িতার অনুমতিক্রমে, আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোকে—মহাশক্তি প্রশংসিতের পথে।

২ আল্লাহ্—যাঁর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আর হতভাগ্য অবিশ্বাসীরা—যে কঠোর শাস্তি তারা পাবে সেই জন্য—

৩ যারা সংসারের জীবন বেশি ভালবাসে আর (লোকদের) বাধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে, আর তাকে করতে চায় বাঁকা এরাই দূরে-নিয়ে- যাওয়া ভ্রান্তিতে।

৪ আর আমি কোনো বাণীবাহককে পাঠাই নি তাঁর জাতির ভাষায় ভিন্ন যেন তিনি তাদের জন্য (বাণী) স্পষ্ট করতে পারেন। তার পর আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে খুশি, আর তিনি মহাশক্তি জ্ঞানী।

৫ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নির্দেশাবলী দিয়ে এই ব'লে : তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনো আর তাদের স্মরণ করাও আল্লাহ্‌র দিনের কথা (যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন) নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান কৃতজ্ঞের জন্য।

৬ আর যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললেন : স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তিনি তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন ফেরাউনের লোকদের থেকে যারা তোমাদের পীড়ন করেছিল কঠিন শাস্তি দিয়ে আর হত্যা করেছিল তোমাদের পুত্রদের আর রেহাই দিয়েছিল তোমাদের নারীদের, আর এতে ছিল তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে এক বড় পরীক্ষা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ আর যখন তোমার পালয়িতা ঘোষণা করেছিলেন : যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের আরো দেবো, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও—আমার শাস্তি নিঃসন্দেহ কঠোর।

৮ আর মূসা বলেছিলেন : যদি অকৃতজ্ঞ হও, তোমরা আর পৃথিবীতে যারা আছে সবাই-- নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্য-নির্ভর, প্রশংসিত।

৯ তোমাদের কাছে কি পৌঁছে নি তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা—নূহ্‌-এর আর আদ-এর আর সামুদের লোকদের কথা আর তাদের পরবর্তীদের? কেউ তাদের জানে না আল্লাহ্‌ ভিন্ন। তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে। কিন্তু তারা তাদের হাত দিয়েছিল তাঁদের মুখে আর বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা অবিশ্বাস করি তাতে যা দিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ আর নিঃসন্দেহ আমরা গভীর সন্দেহে আছি যার দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ সে সম্বন্ধে।

১০ তাদের রাসুলরা বলেছিলেন : আছে কি সন্দেহ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে যিনি স্রষ্টা অন্তরীক্ষের ও পৃথিবীর? তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের দোষত্রুটি মার্জনা করার জন্য, আর তোমাদের বিরাম দিতে একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। তারা বললে : তোমরা আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নও, তোমরা আমাদের ফেরাতে চাচ্ছ আমাদের পিতাপিতামহরা যার উপাসনা করতো তা থেকে, সেজন্য আমাদের কাছে আনো আরো কিছু স্পষ্ট নির্দেশ।

১১ তাদের পয়গাম্বররা তাদের বলেছিলেন : আমরা তোমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেন তাঁর দাসদের যাকে খুশি, আর এটি আমাদের জন্য নয় যে আমরা তোমাদের জন্য কোনো নির্দেশ আনবো আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ; আর আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করবে।

১২ আর কি কারণ আমাদের আছে যে আমরা আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবো না? আর নিঃসন্দেহ তিনি আমাদের চালিত করেছেন আমাদের পথে ; আর নিঃসন্দেহ আমরা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবো আমাদের উপরে তোমাদের আঘাত ; আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবে নির্ভরকারীরা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৩ আর অবিশ্বাসীরা তাদের পয়গাম্বরদের বলেছিল : নিশ্চয় আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সেজন্য তাদের পালয়িতা তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করবো অন্যায়কারীদের ;

১৪ আর নিঃসন্দেহ তাদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটি তার জন্য যে ভয় করে আমার সামনে দাঁড়াতে, আর ভয় করে আমার শাস্তি।

১৫ আর তারা বিচার চেয়েছিল—আর প্রত্যেক গর্বিত বিরুদ্ধাচারী বিফল হয়েছিল।

১৬ তার সামনে জাহান্নাম আর তাকে পান করতে দেওয়া হবে ক্লেদপূর্ণ জল।

১৭ সে তা অল্প অল্প পান করবে, আর তা আরামে গলাধঃকরণ করতে পারবে না, আর মৃত্যু তার কাছে আসবে প্রত্যেক দিক থেকে, কিন্তু সে মরবে না, আর তার সামনে আছে কড়া শাস্তি।

১৮ যারা তাদের পালয়িতায় অবিশ্বাস করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—তাদের কাজ যেন ছাই যার উপরে জোরে বাতাস বয় ঝড়ের দিনে, যা তারা অর্জন করেছে তার কিছুরই উপরে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না—এই বহু-দূরে-নিয়ে-যাওয়া ভ্রান্তি।

১৯ তোমরা কি দেখো না আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে? তিনি যদি চান তবে তোমাদের সরিয়ে দেবেন আর এক নতুন সৃষ্টির পত্তন করবেন।

২০ আর এটি আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়।

২১ আর তারা সবাই আসবে আল্লাহ্র সামনে, তখন যারা দুর্বল তারা বলবে যারা ছিল গর্বিত তাদের : নিঃসন্দেহ আমরা ছিলাম তোমাদের অনুবর্তী, সেজন্য আল্লাহ্র শাস্তির কিছুটা আমাদের থেকে ফেরাতে পারো কি? তারা বলবে ; আল্লাহ্ যদি আমাদের চালিত করতেন তবে আমরাও তোমাদের চালিত করতে পারতাম, আজ সমান আমাদের কাছে আমরা ধৈর্যহীন অথবা ধৈর্যবান ; কোনো জায়গা আমাদের জন্য নেই যেখানে পালাতে পারি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২২ আর যখন ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে তখন শয়তান বলবে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আর আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পরে তোমাদের কাছে তা রাখতে পারি নি, আর তোমাদের উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না এ ভিন্ন যে আমি তোমাদের ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার অনুগত হয়েছিলে, সেজন্য আমাকে দোষ দিও না বরং নিজেদের দোষ দাও, আমি তোমাদের সহায় হতে পারি না তোমরাও আমার সহায় হতে পারো না, নিঃসন্দেহ তোমরা যে আল্লাহ্র সঙ্গে আমাকে অংশী করেছিলে তাতে আমি অবিশ্বাস করেছিলাম, নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীদের জন্য আছে কড়া শাস্তি।

২৩ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের প্রবেশ করানো হবে বেহেশ্‌তে যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করবে তাদের পালয়িতার অনুমতি-ক্রমে, সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে—শান্তি।

২৪ তোমরা কি দেখো নি কেমন করে আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দেন : ভালো কথা যেন একটি ভালো গাছ যার মূল দৃঢ় আর যার ডালপালা আকাশে—

২৫ ফল দিচ্ছে প্রত্যেক ঋতুতে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ; আর আল্লাহ্ মানুষদের জন্য দৃষ্টান্ত দেন যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

২৬ আর মন্দ কথার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—একটি মন্দ গাছ যা মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে—তার স্থিতি নেই।

২৭ যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেন নিশ্চিত বাণীর দ্বারা এই সংসারের জীবনে ও পরকালে, আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের পথভ্রষ্ট করেন ; আল্লাহ্ করেন যা তাঁর ইচ্ছা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

২৮ তাদের কি দেখো নি যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বদল করেছে অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে আর তাদের লোকদের নামিয়ে দিয়েছে ক্ষতির আবাসে?

২৯ জাহান্নামে? তারা এতে প্রবেশ করবে—বাস করার জন্য এটি অবাঞ্ছিত স্থান।

৩০ আর তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায় যেন তারা(লোকদের) বিপথে নিতে পারে তাঁর পথ থেকে। বলো : উপভোগ করো, নিঃসন্দেহ্ তোমাদের প্রত্যাবর্তন আগুনে।

৩১ বলো আমার দাসদের যারা বিশ্বাস করে তারা যেন উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে সেইদিন আসবার পূর্বে যে দিন চলবে না কোনো বিনিময় অথবা পারস্পরিক সহায়তা।

৩২ আল্লাহ্ তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর অবতীর্ণ করেছেন জল মেঘ থেকে, তার পর তার সাহায্যে ফলিয়েছেন ফল— তোমাদের জন্য একটি খাদ্য, আর জাহাজগুলোকে তিনি করেছেন তোমাদের সেবারত যেন তারা সমুদ্রে চলতে পারে তাঁর নির্দেশ, আর তোমাদের সেবারত করেছেন নদীগুলোকে।

৩৩ আর আপন-চক্রপথে-চলা সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি তোমাদের সেবারত করেছেন, আর তিনি তোমাদের সেবারত করেছেন রাত্রিকে ও দিনকে।

৩৪ আর তিনি তোমাদের দেন সব যা তোমরা তাঁর কাছে চাও ; আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করো তোমরা সেসব গণনা করতে পারবে না ; নিঃসন্দেহ্ মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৫ আর যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, এই শহর নিরাপদ করো আর আমাকে ও আমার পুত্রদের প্রতিমাদের বন্দনা থেকে রক্ষা করো।

৩৬ হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ্ তারা বহু মানুষকে বিপথে নিয়েছে ; এর পর যে কেউ আমার অনুবর্তী হয় সে নিঃসন্দেহ আমার, আর যে কেউ আমার অবাধ্য হয়-- নিঃসন্দেহ্ তুমি ক্ষমাশীল করুণাময়।

৩৭ হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ্ আমার সন্তানদের থেকে একটি অংশ আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমার গৃহের নিকটে চাষের অযোগ্য উপত্যকায়, হে আমাদের পালয়িতা, যেন তারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে সেজন্য কিছু লোকের মন তাদের প্রতি অনুকূল করো, আর তাদের জীবিকার জন্য ফল দাও যেন তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে।

৩৮ হে আমাদের পালয়িতা, নিশ্চয় তুমি জানো কি আমারা লুকোই আর কি আমরা প্রকাশ করি ; আর পৃথিবীতে অথবা অন্তরীক্ষে কিছুই লুকোনো নেই আল্লাহ্ থেকে।

৩৯ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দিয়েছেন ইস্‌মাইলকে ও ইসহাককে, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা প্রার্থনার শ্রোতা।

৪০ হে আমার পালয়িতা, আমাকে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করতে দাও আর আমার সন্ততি থেকেও, হে আমাদের পালয়িতা, আর আমার প্রার্থনা গ্রহণ করো।

৪১ হে আমাদের পালয়িতা, আমাকে মার্জনা ক'রো আর আমার পিতামাতাকে ও বিশ্বাসীদের, সেইদিন যেদিন হিসাব দেওয়া হবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪২ আর ভেবো না আল্লাহ্ বেখেয়াল অন্যায়কারীরা যা করে সে সম্বন্ধে, তিনি শুধু তাদের বিরাম দিচ্ছেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চোখগুলো চেয়ে থাকবে অপলক দৃষ্টিতে—

৪৩ ছুটছে সামনে, তাদের মাথা খাড়া, তাদের চোখ আর নিজেদের দিকে ফিরছে না, আর তাদের হৃদয় শূন্য।

৪৪ আর লোকদের সাবধান করো সেইদিন সম্বন্ধে যখন শাস্তি তাদের কাছে আসবে, তখন যারা ছিল অন্যায়কারী তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের বিরাম দাও একটি কাছের কাল পর্যন্ত, আর আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো আর পয়গাম্বরদের অনুসরণ করবো। কী? তোমরা কি পূর্বে শপথ করো নি যে তোমরা চলে যাবে না!

৪৫ আর যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল তাদের বাসগৃহে তোমরা কি বাস করো নি, আর এটি তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট হয় নি যে তাদের প্রতি আমি কি ব্যবহার করেছিলাম, তাদের করেছিলাম তোমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্থল।

৪৬ নিঃসন্দেহ তারা চক্রান্ত করেছিল, আর তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্র কাছে। যদিও তাদের চক্রান্ত এমন যে তার দ্বারা পাহাড়গুলো সরিয়ে দেওয়া যায়।

৪৭ সেজন্য ভেবো না যে আল্লাহ্ তাঁর পয়গাম্বরদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অন্যথা করবেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, মহাপ্রতিফলদাতা—

৪৮ সেইদিন যেদিন পৃথিবী বদলে হবে ভিন্ন রকমের পৃথিবী, আর অন্তরীক্ষও, আর তারা আসবে আল্লাহ্র সামনে—যিনি এক, সর্বশক্তিমান্।

৪৯ আর তুমি সেদিন অপরাধীদের দেখবে শিকল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা—

৫০ তাদের জামা পীচের, আর আগুন আবৃত করে আছে তাদের মুখ—

৫১ যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণকে প্রতিদান দিতে পারেন যা সে অর্জন করেছে (সেই অনুসারে) ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসেবে সত্বর।

৫২ এটি পর্যাপ্ত বিবৃতি লোকদের জন্য যেন তারা এর দ্বারা সাবধান হতে পারে, আর যেন তারা জানতে পারে যে তিনি এক উপাস্য আর যেন স্মরণ করতে পারে যারা জ্ঞানী তারা।

আল্-হিজ্‌র

[কোর্‌আন শরীফের পঞ্চদশ সূরার নাম আল-হিজ্‌র—তার অর্থ, পাহাড় বা পাথর। এটিকে সাধারণত মধ্যে-মক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্ দ্রষ্টা। এগুলো হচ্ছে গ্রন্থের আয়াত আর একটি উজ্জ্বল কোর্‌আন (ভাষণ)।

চতুর্দশ খণ্ড

২ হতে পারে যারা অবিশ্বাসী তারা চায় যদি তারা মুসলমান (সমর্পিতচিত্ত) হোতো।

৩ তারা খাক ও ভোগ করুক আর আশা তাদের ভোলাক, যেহেতু শীগগিরই তারা জানবে।

৪ আর কখনো আমি কোনো বসতি ধ্বংস করি নি যাকে তার সম্বন্ধে বিধান জানানো হয় নি।

৫ কোনো জাতি তাদের নির্ধারিত কাল ডিঙিয়ে যেতে পারে না, তারা তার পেছনেও থাকতে পারে না।

৬ আর তারা বলে : তুমি,যার কাছে স্মারক অবতীর্ণ হয়েছে, নিঃসন্দেহ তুমি মাথা খারাপ—

৭ কেন আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদের আনো না যদি তুমি সত্যবাদী হও?

৮ আমি ফেরেশ্‌তাদের পাঠাই না সত্যের সঙ্গে ভিন্ন ; আর তখন তাদের বিরাম দেওয়া হবে না।

৯ নিঃসন্দেহ আমি অবতীর্ণ করেছি স্মারক (কোর্‌আন) আর নিঃসন্দেহ আমি তার রক্ষক।

১০ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি (পয়গাম্বরদের) পাঠিয়েছিলাম প্রাচীনকালের সম্প্রদায়দের মধ্যে।

১১ আর তাদের কাছে এমন কোনো বাণীবাহক আসেন নি যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করেছেন।

১২ এইভাবে একে (বিদ্রূপ করাকে) আমি অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করাই।

১৩ তারা এতে বিশ্বাস করে না, আর নিঃসন্দেহ সেকালের লোকদের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী হয়েছে।

১৪ আর যদি তাদের জন্য খুলে দিই আকাশে প্রবেশের দরজা আর তা দিয়ে তারা উপরে উঠতেথাকে—

১৫ তারা নিঃসন্দেহ বলবে : আমাদের চোখ ঢাকা পড়েছে,—না আমাদের জাদু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ আর নিঃসন্দেহ আমি আকাশে দুর্গ তৈরি করেছি আর তা শোভন করেছি দর্শকদের কাছে।

১৭ আর আমি তাকে রক্ষা করি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তানের বিরুদ্ধে—

১৮ সে ব্যতীত যে লুকিয়ে শোনে, ফলে তাদের পেছনে ছোটে উজ্জ্বল উল্কা।

১৯ আর পৃথিবী—তাকে আমি প্রসারিত করেছি আর তাতে স্থাপন করেছি দৃঢ় পর্বত আর তাতে তৈরি করেছি প্রত্যেক যোগ্য বস্তু।

২০ আর তাতে আমি তৈরি করেছি খাদ্য তোমাদের জন্য, আর তাদের জন্য যাদের জন্য তোমরা দেনেওয়ালা নও।

২১ আর কোনো কিছু নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নয়। আর আমি তা অবতীর্ণ করি না নির্দিষ্ট পরিমাপে ভিন্ন।

২২ আর আমি উর্বরতা-সঞ্চারক বাতাসদের পাঠাই, তার পর মেঘ থেকে অবতীর্ণ করি জল, তা তোমাদের দিই পান করার জন্য, আর তার মজুতদার তোমরা নও।

২৩ আর নিঃসন্দেহ আমিই প্রাণ দিই আর মৃত্যু দিই, আর আমি উত্তরাধিকারী (সবের পরে জীবিত থাকি)।

২৪ আর নিঃসন্দেহ আমি জানি তোমাদের মধ্যে কারা অগ্রগামী, আর নিঃসন্দেহ আমি জানি কারা পিছিয়ে আছে।

২৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ আর নিঃসন্দেহ আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কুমোরের মাটি থেকে, কালো মাটি থেকে রূপ-দেওয়া।

২৭ আর আমি পূর্বে জিন সৃষ্টি করি প্রখর আগুন দিয়ে।

২৮ আর যখন তোমার পলয়িতা ফেরেশতাদের বললেন : নিঃসন্দেহ আমি (মরণশীল) মানুষ সৃষ্টি করছি কুমোরের কাদা দিয়ে, কালো কাদা থেকে রূপ দেওয়া,

২৯ সেজন্য যখন আমি তাকে তৈরি করেছি আর তাতে শ্বাস দিয়েছি আমার রূহ (আত্মা বা প্রেরণা) থেকে তখন পতিত হও তার প্রতি সেজ্‌দারত হয়ে।

৩০ সেজন্য ফেরেশ্‌তারা সেজদা করলে, সবাই একসঙ্গে,

৩১ ইবলিস ব্যতীত—সে তাদের অন্তর্গত হতে অস্বীকার করলে যারা সেজদা করেছিল।

৩২ তিনি বললেন : হে ইবলিস, কি তোমার হয়েছে যে তুমি সেজদারতদের অন্তর্গত নও?

৩৩ সে বললে : আমি তেমন নই যে আমি সেজদা করবো একজন মানুষকে যাকে তুমি তৈরি করেছ কুমোরের কাদা দিয়ে—কালো কাদা থেকে রূপ-দেওয়া।

৩৪ তিনি বললেন : তবে চলে যাও এখান থেকে, কেন না নিঃসন্দেহ তুমি বিতাড়িত :

৩৫ আর নিঃসন্দেহ এই অভিসম্পাত তোমার উপরে থাকবে বিচারের দিন পর্যন্ত।

৩৬ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, তবে আমাকে বিরাম দাও সেই সময় পর্যন্ত যখন তাদের তোলা হবে।

৩৭ তিনি বললেন : তবে নিঃসন্দেহ তুমি বিরামপ্রাপ্তদের দলের—

৩৮ একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

৩৯ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, যেহেতু তুমি জীবনকে আমার জন্য করেছ মন্দ, আমি নিশ্চয় (মন্দকে) তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করবো পৃথিবিতে, আর নিশ্চয় আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করবো—

৪০ তাদের মধ্যে যারা তোমার নির্বাচিত দাস তারা ব্যতীত।

৪১ তিনি বললেন : এই আমার কাছে যথার্থ পথ :

৪২ নিঃসন্দেহ, যারা আমার দাস, তাদের উপরে তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই— বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তারা ব্যতীত।

৪৩ আর নিঃসন্দেহ জাহান্নাম হচ্ছে তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান:

৪৪ তার আছে সাত ফটক—প্রত্যেক ফটকে তাদের একটি ভিন্ন দল থাকবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪৫ নিঃসন্দেহ যারা সীমারক্ষাকারী তারা স্থান পাবে উদ্যানে আর ঝরনার মধ্যে।

৪৬ প্রবেশ করো সেসবে শান্তিতে, নিরাপত্তায়,

৪৭ আর আমি উন্মূলিত করবো যা কিছু ক্ষোভ আছে তোমাদের বুকে—ভাইদের মতো, সামনাসামনি ব'সে, উঁচু আসনে—

৪৮ সেখানে তাদের কাছে আসবে না শ্রম, তারা সেখান থেকে স্থানচ্যুতও হবে না।

৪৯ সংবাদ দাও আমার দাসদের যে আমি ক্ষমাশীল কৃপাময়।

৫০ আর আমার শাস্তি—তা কড়া শাস্তি।

৫১ আর তাদের সংবাদ দাও ইব্রাহিমের অতিথিদের সম্বন্ধে :

৫২ যখন তারা তাঁর কাছে এলো, তারা বললে : শান্তি। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমরা ভীত তোমাদের সম্বন্ধে।

৫৩ তারা বললে : ভীত হয়ো না, নিঃসন্দেহ আমরা তোমাকে দেবো একটি পুত্রের সুসংবাদ—যে (হবে) অভিজ্ঞ।

৫৪ তিনি বললেন : তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ যখন বার্ধক্য আমার উপরে এসে পড়েছে? তবে কিসের সুসংবাদ তোমরা দিচ্ছ?

৫৫ তারা বললে : আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি সত্যের সঙ্গে, সেজন্য হতাশ্বাস দলের হ'য়ো না।

৫৬ তিনি বললেন : আর কে হতাশ্বাস হয় তার পালয়িতার করুণা সম্বন্ধে পথভ্রষ্টরা ব্যতীত?

৫৭ তিনি বললেন : তবে কি তোমাদের কাজ হে প্রেরিতগণ?

৫৮ তারা বললে : নিঃসন্দেহ আমরা প্রেরিত একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি—

৫৯ লূতের অনুবর্তীরা ভিন্ন ; নিঃসন্দেহ তাদের সবাইকে আমরা উদ্ধার করবো—

৬০ তার স্ত্রী ব্যতীত। আমি (আল্লাহ্) বিধান করেছিলাম যে সে নিঃসন্দেহ তাদের দলের হবে যারা পিছনে পড়ে থাকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬১ সেজন্য যখন বাণীবাহকরা এলো লূতের পরিজনদের কাছে,

৬২ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তোমরা অপরিচিত লোক।

৬৩ তারা বললে : না, আমরা তোমার কাছে এসেছি তা নিয়ে যে সম্বন্ধে তারা বিতর্ক করেছিল ;

৬৪ আর আমরা তোমার কাছে এসেছি সত্যের সঙ্গে, আর নিঃসন্দেহ আমরা সত্যপরায়ণ ;

৬৫ সেজন্য তোমার অনুবর্তীদের নিয়ে বেরিয়ে যাও রাত্রের এক অংশে, আর তুমি তাদের পিছনে যাও, আর তোমাদের কেউ ফিরে না দেখুক, আর যেখানে তোমাদের যেতে আদেশ দেওয়া হোলো সেখানে চলে যাও।

৬৬ আর তার কাছে আমি প্রকাশ করেছিলাম এই নির্দেশ যে এদের শিকড় কাটা হবে প্রভাতে।

৬৭ আর শহরের লোকেরা এলো খুশি হয়ে।

৬৮ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এরা আমার অতিথি, সেজন্য আমাকে লাঞ্ছিত ক'রো না,

৬৯ আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমাকে লজ্জায় ফেলো না।

৭০ তারা বললে : তোমাকে কি আমরা নিষেধ করি নি (অন্য) লোকদের সম্বন্ধে!

৭১ তিনি বললেন : এই আমার কন্যারা যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৭২ তোমার (মোহম্মদের) জীবনের শপথ তারা অন্ধভাবে ঘুরছিল তাদের মত্ততায়।

৭৩ তার পর মহাধ্বনি তাদের ধরলো সূর্যোদয়ে।

৭৪ এইভাবে তা উলটে দিয়েছিলাম আর তাদের উপরে পোড়া মাটির পাথর বৃষ্টি করেছিলাম।

৭৫ নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন যারা পরীক্ষা ক'রে দেখে তাদের জন্য।

৭৬ আর নিঃসন্দেহ এ একটি রাস্তার উপরে যা এখনো আছে।

৭৭ নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে বিশ্বাসীদের জন্য।

৭৮ আর বনের লোকেরাও[১] নিঃসন্দেহ অন্যায় করেছিল,

৭৯ সেজন্য আমি তাদের প্রতিফল দিয়েছিলাম, আর নিঃসন্দেহ তারা উভয়ে এক খোলা চলতি পথের উপরে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৮০ আর পাহাড়ের অধিবাসীরাও[২] নিঃসন্দেহ বাণীবাহকদের প্রত্যাখ্যান করেছিল ;

৮১ আমার নির্দেশাবলী তাদের দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সেসব থেকে মুখ ফিরিয়েছিল,

৮২ আর তারা পাহাড়ে পাথর খুঁদে ঘর তৈরি ক'রে নিরাপদ ছিল।

৮৩ কিন্তু মহাধ্বনি তাদের পাকড়াও করেছিল প্রাতঃকালে,

৮৪ আর যা তারা জমিয়েছিল তাতে তাদের কাজ দেয় নি।

৮৫ আর আমি আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে (সেসব) সৃষ্টি করি নি সত্যের সঙ্গে ভিন্ন। আর নিঃসন্দেহ সময় আসছে। সেজন্য ফেরো সদয় ক্ষমার সঙ্গে।

৮৬ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা সর্বস্রষ্টা, ওয়াকিফহাল।

৮৭ আর নিঃসন্দেহ তোমাকে আমি দিয়েছি পুনঃপুনঃ-পঠিত সাতটি (শ্লোক)[৩] আর মহাসম্মানিত কোর্‌আন।

৮৮ তাদের মধ্যে কোনো কোনো দম্পতিকে ভোগের জন্য যা দিয়েছি তা চেয়ে চেয়ে দেখো না, আর তাদের দেখে দুঃখ ক'রো না, আর তোমার ডানা নামাও (স্নেহে) বিশ্বাসীদের জন্য।

৮৯ আর বলো : নিঃসন্দেহ আমি স্পষ্ট সতর্ককারী—

৯০ যেমন আমি পাঠাই—তাদের প্রতি যারা ভাগ করে,

৯১ যারা কোর্‌আন ভাগ করে বিভিন্ন অংশে।

৯২ সেজন্য, তোমার পালয়িতার শপথ, নিঃসন্দেহ তাদের সবাইকে আমি প্রশ্ন করবো,

৯৩ কি তারা করেছিল সে সম্বন্ধে।

---

১. মদিয়ান জাতি

২. সামুদ জাতি।

৩. সূরা ফাতেহা।

৯৪ সেজন্য প্রকাশ্যভাবে বলো যা তোমাকে আদেশ করা হয়েছে—আর বহুদেববাদীদের থেকে ফেরো।

৯৫ নিঃসন্দেহ বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো—

৯৬ যারা অন্য উপাস্য দাঁড় করায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে, সেজন্য তারা শীগগিরই জানবে।

৯৭ আর নিঃসন্দেহ আমি জানি তোমার বক্ষ পীড়িত হয় তারা যা বলে তাতে ;

৯৮ সেজন্য তোমার পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন করো ও সেজদারতদের অন্তর্গত হও।

৯৯ আর তোমার পালয়িতার বন্দনা করো যে পর্যন্ত না তোমার কাছে আসে যা নিশ্চিত।[৪]

---

৪. মৃত্যু

আন্-নহ্‌ল্

[কোর্‌আন শরীফের ষোড়শ সূরা আন্-নহ্‌ল্—মৌমাছি—এর ৬৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে—আর তোমার পালয়িতা মৌমাছিকে প্রেরণা দিলেন : বাসা তৈরি করো পাহাড়ে আর গাছে আর যা (যে বাসগৃহ) তারা তৈরি করে তাতে ...।

প্রকৃতিতে যে ঐশ্বরিক বিধান রয়েছে তা মানুষের জন্য কত শুভকর সেই কথা এই সূরায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে। জ্ঞানময় কল্যাণময় আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস জীবনের জন্য অমূল্য এই চিন্তা—অথবা সত্য—খুব লক্ষণীয় রূপ পেয়েছে এর ৫৬ থেকে ৬০ সংখ্যক আয়াতে।

এটি অন্ত্য-মক্কীয়, তবে কারো কারো মতে এর শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র হুকুম এসেছে ; সেজন্য তাকে ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা করতে পেয়ো না। তাঁরই মহিমা, আর বহু উচ্চ অবস্থিত থাকুন তিনি তারা (তাঁর সঙ্গে) যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

২ তিনি ফেরেশ্‌তাদের পাঠান প্রেরণা দিয়ে, তাঁর নির্দেশে, তাঁর দাসদের মধ্যে যার উপরে তাঁর খুশি, এই ব'লে : সাবধান করো যে আর কোনো উপাস্য নেই আমি ভিন্ন, সেজন্য আমার সম্বন্ধে সীমারক্ষা করো।

৩ তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে, বহু উচ্চে অবস্থিত থাকুন তিনি তারা যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

৪ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু তরল পদার্থ থেকে, আর নিঃসন্দেহ সে একজন প্রকাশ্য প্রতিবাদী।

৫ আর গৃহপালিত পশুদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য, তাদের মধ্যে তোমরা পাও গরম কাপড়, আর (বহু) লাভ, আর তাদের তোমরা খাও।

৬ আর তাদের মধ্যে আছে শোভা যখন তাদের তোমরা (ঘরে) ফিরিয়ে আনো, আর যখন তোমরা তাদের বাইরে নিয়ে যাও (চরার জন্য)।

৭ আর তারা তোমাদের ভারী বোঝা বহন ক'রে নিয়ে যায় যে দেশে তোমরা যেতে পারতে না নিজেদেরকে অত্যন্ত কষ্ট না দিয়ে, নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা পরম স্নেহময়, কৃপাময়।

৮ আর ঘোড়া আর খচ্চর আর গাধা (এসব তিনি সৃষ্টি করেছেন) যেন তোমরা তাদের উপরে চড়তে পারো, আর শোভার জন্য। আর তিনি সৃষ্টি করেন যা তোমরা জানো না।

৯ আর আল্লাহ্‌র উপরে রয়েছে পথের নির্দেশের ভার আর কতকগুলো আছে বাঁকা (পথ); আর যদি তাঁর ইচ্ছা হোতো নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের সবাইকে চালিত করতেন ঠিক পথে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ তিনিই মেঘ থেকে পাঠান জল তোমাদের জন্য ; তার থেকে তোমাদের পানীয় আর তার থেকে গাছ যাতে তোমরা চরাও[১]।

১১ তার দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য জন্মান উদ্ভিদ আর জলপাই আর খেজুর আর আঙুর আর সব রকমের ফল ; নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন যারা চিন্তা করে সেই লোকদের জন্য।

১২ আর তিনি তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন রাত্রিকে ও দিনকে, আর সূর্য আর চন্দ্র আর নক্ষত্ররা সেবারত হয়েছে তাঁর আদেশে। নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে সেই লোকদের জন্য যারা বিচারবান্।

১৩ আর যা কিছু তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র রঙের—নিঃসন্দেহ তাতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা স্মরণ করে।

১৪ আর তিনি সমুদ্রকে করেছেন সেবারত যেন তা থেকে তোমরা খেতে পারো টাটকা মাংস আর তা থেকে তুলতে পারো অলঙ্কার যা তোমরা পরো ; আর তুমি দেখেছ জাহাজ তা কর্ষণ করছে যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্য চাইতে পারো আর যেন কৃতজ্ঞ হতে পারো ।

১৫ আর তিনি পৃথিবীতে বসিয়েছেন অনড় পর্বত যেন তা তোমাদের সঙ্গে আন্দোলিত না হয়, আর নদী ও রাস্তা, যেন তোমরা পথ পাও।

১৬ আর চিহ্নাবলী ; আর তারার সাহায্যেও তারা পথ পায় ।

১৭ তবে, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না? তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না?

১৮ আর তুমি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলী গণনা করো তুমি তার হিসাব করতে পারবে না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৯ আর আল্লাহ্ জানেন কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা প্রকাশ্যভাবে করো।

২০ আর আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তারা ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে নি, আর তারা নিজেরা সৃষ্ট—

২১ মৃত (তারা), জীবন্ত নয়, আর তারা জানে না কখন তাদের তোলা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য ; সেজন্য যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় জানতে অনিচ্ছুক, আর তারা অহঙ্কারী।

২৩ নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন কি তারা লুকোয় আর কি তারা প্রকাশ করে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অহঙ্কারীদের ভালোবাসেন না।

---

১. আরবে তৃণভোজী পশুরা সাধারণত গাছের পাতা খায়।

২৪ আর যখন তাদের বলা হয় : কি তা যা তোমাদের পালয়িতা অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে : সেকালের লোকদের গল্প—

২৫ যেন তারা কেয়ামতের দিনে তাদের পুরো বোঝা বহন করতে পারে আর তাদেরও বোঝার কিছু যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে অজ্ঞানে ; হায়, মন্দ তা যা তারা বহন করে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ—

২৬ তাদের পূর্বে লোকেরা নিঃসন্দেহ চক্রান্ত করেছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের দালান ধ্বংস করেছিলেন বনিয়াদ থেকে তার পর ছাদ তাদের উপরে ভেঙে পড়েছিল তাদের উপর থেকে ; আর শাস্তি তাদের উপরে এসে পড়েছিল কোথা থেকে তারা জানে নি।

২৭ তার পর কেয়ামতের দিনে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন ও বলবেন : কোথায় আমার অংশীরা যাদের জন্য তোমরা (আমার) বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলে? যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে : নিঃসন্দেহ লাঞ্ছনা ও মন্দ আজ অবিশ্বাসীদের উপরে।

২৮ ফেরেশ্‌তারা যাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী থাকা কালে—তখন তারা (সেই লোকেরা)কৈফিয়ত দেবে : আমরা খারাপ কিছু করি নি। না—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন কি তোমরা করেছিলে।

২৯ সেজন্য জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢোকো সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। নিঃসন্দেহ অহঙ্কারীদের বাসস্থান মন্দ।

৩০ আর যারা সীমারক্ষাকারী তাদের বলা হয় : কি তা যা তোমাদের পালয়িতা অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে : ভালো । যারা এই সংসারে ভালো করে তাদের জন্য ভালো (পুরস্কার) আর নিঃসন্দেহ পরকালের বাসগৃহ আরো ভালো ; আর নিঃসন্দেহ সব চাইতে ভালো বাসগৃহ হবে তাদের যারা সীমারক্ষাকারী—

৩১ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত—তাতে তারা প্রবেশ করবে—তার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—তারা সেখানে পাবে যা চায়। এইভাবে আল্লাহ্ প্রতিদান দেন যারা সীমা রক্ষা করে তাদের—

৩২ ফেরেশ্‌তারা তাদের মৃত্যু ঘটায় ভালো অবস্থায় এই বলে : তোমাদের উপর শান্তি, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো যা তোমরা করেছিলে তার জন্য।

৩৩ তারা আর কিছুর অপেক্ষা করে না এ ভিন্ন যে ফেরেশ্‌তারা তাদের কাছে আসবে অথবা তোমার পালয়িতার আদেশ কার্যকর হবে। এই আচরণ করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা, আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

৩৪ এইভাবে মন্দ তারা যা করেছিল তা তাদের পীড়ন করবে, আর যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের ঘেরাও করবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৫ আর যারা (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করায় তারা বলে : যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কিছুর উপাসনা করতাম না, আমরাও না আমাদের পিতাপিতামহরাও

না,আর আমরা কিছু নিষিদ্ধ করতাম না তাঁর (আদেশ) ব্যতিরেকে। এমনি করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। তবে স্পষ্ট (বাণী) পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন পয়গাম্বরদের জন্য আর কিছু (করণীয়) আছে কি?

৩৬ আর নিঃসন্দেহ আমি প্রত্যেক জাতিতে একজন বাণীবাহক উত্থিত করেছি এই ব'লে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, আর মিথ্যাদেবতাদের পরিত্যাগ করো। সেজন্য তাদের মধ্যে কতক লোক ছিল যাদের আল্লাহ্ পথ দেখিয়েছিলেন, আর কতক লোক ছিল যাদের জন্য পথভ্রান্তি ছিল যোগ্য। সেজন্য দেশে ভ্রমণ করো তার পর দেখ কি পরিণাম হয়েছিল যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের।

৩৭ তাদের পথপ্রাপ্তি যদিও তুমি খুব কামনা করো তবু আল্লাহ্ তাকে পথে চালিত করেন না যে বিপথে চালায়, আর তাদের জন্য কোনো সহায় নেই।

৩৮ আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাদের খুব জোরালো শপথের দ্বারা যে আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না যে মরে গেছে। না—কিন্তু এটি তার একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। কিন্তু অনেক লোক জানে না—

৩৯ যেন তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারেন যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে, আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন জানতে পারে যে তারা মিথ্যাবাদী।

৪০ আমি যখন কোনো-কিছুর ইচ্ছা করি তখন তার প্রতি আমার একটি মাত্র বাণী এই যে আমি তাকে বলি : হও—আর তা হয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪১ আর যারা আল্লাহ্‌র জন্য দেশত্যাগ করে অত্যাচারিত হবার পরে, আমি নিঃসন্দেহ তাদের দেবো ভালো বাসস্থান এই সংসারে, আর তাদের পরকালের প্রাপ্য হবে নিঃসন্দেহ আরো অনেক ভালো যদি তারা জানতো—

৪২ যারা ধৈর্যবান আর নির্ভর করে তাদের পালয়িতার উপরে।

৪৩ আর তোমার পূর্বে আমি মানুষদের ভিন্ন আর কাউকে পাঠাই নি যাদের আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম, সেজন্য স্মারকের অনুবর্তীদের[২] কাছে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো—

৪৪ প্রমাণাবলী আর গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে (তাঁরা এসেছিলেন) আর আমি তোমার কাছে স্মারক অবতীর্ণ করেছি যেন স্পষ্ট করতে পারো লোকদের কাছে যা তাদের কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর যেন তারা চিন্তা করতেও পারে।

৪৫ যারা মন্দের চক্রান্ত করে তারা তবে কি (নিজেদের) নিরাপদ মনে করে যে আল্লাহ্ পৃথিবীকে দিয়ে তাদের গ্রাস করাবেন না, অথবা শাস্তি তাদের উপরে এসে পড়বে না কোথা থেকে তা তারা জানে না?

৪৬ অথবা তাদের তিনি পাকড়াও করবেন না তাদের এদিক ওদিক যাবার কালে, তার ফলে তারা পালাতে পারবে না?

---

২. ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের কথা হচ্ছে কেন না মুসলমানদের পূর্বে তারা স্মারক-বাণী লাভ করেছিল।

৪৭ অথবা তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না অল্প অল্প ক্ষতি দিয়ে? নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা পরমস্নেহময়, পরমকৃপাময়।

৪৮ তারা কি দেখে নি সব কিছু যা আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন কেমন করে তাদের ছায়া ঝোঁকে ডাইনে ও বাঁয়ে আল্লাহ্‌কে সেজদা ক'রে, আর তারা পরম বিনত?

৪৯ আর আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদা (প্রণতি) করে যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, প্রাণিসমাজের আর ফেরেশ্‌তা সমাজেরও, আর তারা গর্ব দেখায় না;

৫০ তারা তাদের উপরকার পালয়িতাকে ভয় করে, আর সম্পাদন করে যা তাদের আদেশ করা হয়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫১ আর আল্লাহ্‌ বলেছেন : দুইজন উপাস্য গ্রহণ ক'রো না, তিনি একজন মাত্র উপাস্য ; সেজন্য আমার, শুধু আমার ভয় রাখবে।

৫২ আর যা কিছু আছে আকাশে আর পৃথিবীতে সব তাঁর, আর ধর্ম চিরদিন তাঁর। তবে কি তোমরা সীমা রক্ষা করবে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কারো?

৫৩ আর যা কিছু অনুগ্রহ তোমাদের লাভ হয় তা আল্লাহ্‌ থেকে, তার পর মন্দ যখন তোমাদের পাড়া দেয় তাঁকেই তোমরা ডাকো সাহায্যের জন্য।

৫৪ তার পর যখন তোমাদের থেকে মন্দ দূর ক'রে দেন, দেখ, তোমাদের একদল অন্যদের তাদের পালয়িতার অংশী দাঁড় করায়—

৫৫ যেন তারা অস্বীকার করতে পারে যা তাদের আমি দিয়েছি। তবে ভোগ করো, কেন না শীগগিরই তোমরা জানবে।

৫৬ আর আমি তাদের যা দিয়েছি তার এক অংশ তারা রেখে দেয় জানে না কিসের জন্য। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমাদের নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হবে যা সব তোমরা উদ্ভাবন করেছিলে সে সম্বন্ধে।

৫৭ আর তারা আল্লাহ্‌তে আরোপ করে কন্যা—তাঁরই মহিমা। আর নিজেদের জন্য—যা তারা চায়।

৫৮ আর যখন তাদের কাউকে দেওয়া হয় কন্যার সংবাদ তার মুখ কালো হয়ে যায়, আর সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়।

৫৯ সে লোকদের থেকে নিজেদের লুকোয় যে সংবাদ সে পেয়েছে তার মন্দের জন্য ; সে কি তাকে রাখবে ঘৃণার সঙ্গে, না তাকে কবর দেবে বালুর নিচে? নিশ্চয় মন্দ তা যা তারা সিদ্ধান্ত করে।

৬০ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত মন্দ ; আর আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত অতি উচু ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬১ আর আল্লাহ্ যদি মানুষদের ধ্বংস করতেন তাদের অন্যায় করার জন্য তবে তিনি পৃথিবীর উপর একটি প্রাণীও রাখতেন না ; কিন্তু তিনি তাদের বিরাম দেন একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; সেজন্য যখন তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন তারা তাকে পিছিয়ে দিতে পারে না এক ঘড়িরও জন্য, (তাকে) এগিয়েও দিতে পারে না।

৬২ আর তারা আল্লাহ্তে আরোপ করে যা তারা নিজেরাও অপছন্দ করে, আর তাদের জিহ্বা এই মিথ্যা বলে যে যা বেশি ভালো তা হবে তাদের। নিঃসন্দেহ তাদের জন্য (পাওনা) হবে আগুন, আর তারা পরিত্যক্ত হবে।

৬৩ আল্লাহ্র শপথ, আমি (পয়গাম্বরদের) পাঠিয়েছিলাম জাতিদের কাছে তোমার পূর্বে, কিন্তু শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করেছিল,সে জন্য সে আজ তাদের বন্ধু ; আর তাদের জন্য আছে কড়া শাস্তি।

৬৪ আর আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করি নি এইজন্য ভিন্ন যে তুমি তাদের কাছে বিবৃত করতে পারবে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ হয়েছে, আর একটি পথ-প্রদর্শন ও একটি করুণারূপে সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৬৫ আর আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন পানি, আর তা দিয়ে পৃথিবীকে জীবন দিয়েছেন তার মৃত্যুর পরে ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে সেই লোকদের জন্য যারা শোনে।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৬ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে গৃহপালিত জন্তুতে। আমি তোমাদের পান করতে দিই যা রয়েছে তাদের পেটে তাদের মল ও রক্তের মধ্যে—খাঁটি দুধ, সুস্বাদু যারা পান করে তাদের জন্য।

৬৭ আর খেজুরের গাছের আর আঙুরলতার ফল থেকে—তোমরা তাদের থেকে পাও মদিরা আর উৎকৃষ্ট-জীবিকা ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বিচারবান্।

৬৮ আর তোমার পালয়িতা মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ (প্রেরণা) দিলেন : বাসা তৈরি কর পাহাড়ে আর গাছে আর তারা যে ঘর তৈরি করে তাতে;

৬৯ তার পর খাও সব ফল থেকে আর তোমরা পালয়িতার পথ অনুসরণ কর (তোমার জন্য) সুগম-করা পথে। তাদের পেট থেকে আসে একটি বিচিত্র বর্ণের পানীয়, যাতে আছে মানুষদের জন্য আরোগ্য ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

৭০ আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার পর তোমাদের মৃত্যু ঘটনা; আর তোমাদের মধ্যে আছে সে যাকে আনা হয়েছে জীবনের অধমতম দশায় ; তার ফলে জ্ঞানলাভের পর সে কিছুই জানে না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাতা, শক্তিমান্।

দশম অনুচ্ছেদ

৭১ আর আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে জীবিকার ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন অন্যদের উপরে, সেজন্য যাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তারা তাদের জীবিকা দিয়ে দেয় না যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত লাভ করেছে[৩] যেন তাদের সমান তারা হতে পারে ; তবে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যা লাভ হয়েছে তা অস্বীকার করে?

৭২ আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে, আর তোমাদের দিয়েছেন পুত্র ও পৌত্রদের স্ত্রীদের থেকে , আর তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন ভালো জিনিস থেকে । তবে কি তারা বিশ্বাস করে যা মিথ্যা তাতে, আর অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলীতে?

৭৩ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন যার উপাসনা করে তারা কোনো কর্তৃত্ব করে না আকাশ ও পৃথিবী থেকে আসা তাদের জীবিকার উপরে, আর তাদের কোনো শক্তি নেই।

৭৪ সে জন্য আল্লাহ্‌র উপমা তৈরি ক'রো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জানো না।

৭৫ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একজন দাস, (সে) অন্যের সম্পত্তি,কোনো-কিছুর উপরে (তার) ক্ষমতা নেই,আর একজন যাকে আমার তরফ থেকে দিয়েছি ভালো জীবিকা, সুতরাং তা থেকে সে খরচ করে গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে ; এই দুইজন কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। না—তাদের অনেকে জানে না।

৭৬ আর আল্লাহ্ দুইজন লোকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : তাদের একজন বোবা, কোনো কিছু করতে অক্ষম, আর সে তার প্রভুর জন্য বোঝা ; তাকে যেখানেই তিনি পাঠান সে ভালো কিছুই আনতে পারে না ; তাকে কি তুল্য ভাবা যেতে পারে তার যে নির্দেশ দেয় যা ন্যায়সঙ্গত, আর সে চলছে সরল পথে?

একাদশ অনুচ্ছেদ

৭৭ আর আকাশ ও পৃথিবীর যা অদৃশ্য তা আল্লাহ্‌র ; আর সেই সময়ের ব্যাপার যেন চক্ষের নিমেষ অথবা তারও চাইতে নিকটতর ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান্।

৭৮ আর আল্লাহ্ তোমাদের এনেছেন তোমাদের মা-দের জঠর থেকে—তোমরা কিছুই জানতে না—আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন শোনার ক্ষমতা আর দেখার ক্ষমতা আর হৃদয় যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৭৯ তারা কি দেখে না পাখিদের—বিধৃত (আল্লাহ্‌র বিধানে) মধ্য-গগনে? কেউ তাদের ঠেকিয়ে রাখে না আল্লাহ্ ভিন্ন। নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য।

৮০ আর আল্লাহ্ তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তোমাদের গৃহে, আর তিনি তোমাদের তাঁবু দিয়েছেন পশুর চামড়া থেকে যা তোমরা হাল্কা বোধ করো তোমাদের যাত্রার দিনে আর

---

৩. অর্থাৎ যাদের তারা দাসরূপে পেয়েছে।

তোমাদের তাঁবুগাড়ার দিনে, আর তাদের পশম আর তাদের নরম চুল থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন গৃহে ব্যবহার্য-দ্রব্য, আর উপভোগের সামগ্রী কিছুকালের জন্য।

৮১ আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন সে সব থেকে তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রোদ থেকে আশ্রয়, আর পাহাড়ে তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন আশ্রয়-স্থান, আর তোমাদের রদিয়েছেন পোষাক উত্তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করার জন্য, আর বর্ম যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করার জন্য। এইভাবে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ তিনি পূর্ণাঙ্গ করেন যেন তোমরা সমর্পিত-চিত্ত হতে পার।

৮২ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তবে তোমার করণীয় হচ্ছে স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া।

৮৩ তারা জানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্বন্ধে, তবু তা অস্বীকার করে, আর তারা অনেকেই অকৃতজ্ঞ।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৮৪ আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে দাঁড় করাব একজন সাক্ষী ; তখন কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না অবিশ্বাসীদের, তাদের অনুগ্রহ চাইতেও দেওয়া হবে না।

৮৫ আর যারা অন্যায় করেছে তারা যখন শাস্তি দেখবে—তা তাদের জন্য কমানো হবে না, তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

৮৬ আর যখন, যারা অংশী দাঁড় করিয়েছিল, তারা দেখবে অংশী দেবতাদের, তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, এরাই আমাদের অংশী-দেবতা তোমাকে ভিন্ন যাদের আমরা ডেকেছিলাম ; কিন্তু তারা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারবে এই উত্তর : নিঃসন্দেহ তোমরা মিথ্যাবাদী।

৮৭ আর তারা সেইদিন আল্লাহ্‌কে জানাবে আত্মসমর্পণ। আর তারা যা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে বিদায় নেবে।

৮৮ যারা অবিশ্বাস করে তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরে যায় আমি তাদের শাস্তির সঙ্গে শাস্তি যোগ করব যেহেতু তারা অহিত করেছিল।

৮৯ আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিতে দাঁড় করাব তাদের বিরুদ্ধে এক সাক্ষী তাদের মধ্যে থেকে, আর তোমাকে আনব একজন সাক্ষীরূপে এদের বিরুদ্ধে—আর আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সবকিছু স্পষ্ট ক'রে বিবৃত ক'রে,আর (এটি) এক পথনির্দেশ আর করুণা আর সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আত্মসমর্পণ করে।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

৯০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ নির্দেশ দেন সুবিচারের আর ভালো করার, আর নিকট আত্মীয়ের হক দিয়ে দেবার, আর তিনি নিষেধ করেন অশালীনতা আর মন্দ, আর বিদ্রোহ ; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা স্মরণ করতে পার।

৯১ আর আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন তোমরা কোনো অঙ্গীকার করেছ, আর তোমাদের শপথগুলো ক্ষুণ্ন ক'রো না সেগুলো দৃঢ় করার পরে, আর নিঃসন্দেহ তোমরা

আল্লাহ্‌কে করেছ তেমাদের একজন জামিন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন যা তোমরা করো।

৯২ আর তার (সেই নারীর) মতো হয়ো না যে তার সুতো খুলে ফেলে, তার টুকরো টুকরো করে, তা (দিয়ে) শক্ত ক'রে বোনার পরে। তেমাদের শপথগুলোকে তোমরা করো তোমাদের মধ্যে ছলনার উপায় যেহেতু এক জাতি অন্য জাতির চাইতে সংখ্যায় বেশি। আল্লাহ্‌ এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন মাত্র ; আর পুনরুত্থানের দিনে তিনি নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করবেন যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ হয়েছিল।

৯৩ যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের (সবাইকে) এক জাতির করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি পথভ্রান্ত করেন যাকে খুশি আর পথ দেখান যাকে খুশি ; আর নিঃসন্দেহ তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা যা করেছিলে সে সম্বন্ধে।

৯৪ আর তোমাদের শপথগুলোকে তোমাদের মধ্যে ছলনার বিষয় করো না পাছে যে পা মজবুত হয়েছে তা পিছলে যায়, আর তোমাদের মন্দের স্বাদ পেতে হয়, যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরে গেছ, আর তোমাদের লাভ হয় এক বড় শাস্তি।

৯৫ আর আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য লাভ নিও না ; নিঃসন্দেহ যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো—যদি তোমরা জানতে।

৯৬ যা তোমাদের কাছে আছে তা চলে যায়, আর যা আল্লাহ্‌র কাছে তা স্থায়ী। আর যারা ধৈর্যবান্‌ তারা যা করেছে সে-সবের শ্রেষ্ঠের জন্য যা প্রাপ্য তা নিঃসন্দেহ আমি তাদের দেব।

৯৭ যে ভালো করে, পুরুষ হোক নারী হোক, আর সে বিশ্বাস করে, তবে নিঃসন্দেহ আমি তাকে সঞ্জীবিত করব পবিত্র জীবন দিয়ে ; আর নিঃসন্দেহ তাদের আমি দেব তাদের প্রাপ্য তারা যা করেছে সে-সবের শ্রেষ্ঠের জন্য।

৯৮ সে জন্য যখন কোর্‌আন পাঠ করো, আল্লাহ্‌র শরণ চাও বিতাড়িত শয়তান থেকে।

৯৯ নিঃসন্দেহ তার কোনো অধিকার নেই তাদের উপরে যারা বিশ্বাস করে আর তাদের পালয়িতার উপরে নির্ভর করে।

১০০ তার অধিকার কেবল তাদের উপরে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আর যারা তাঁর অংশী দাঁড় করায়।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১০১ আর যখন আমি বদল করি এক আয়াত (শ্লোক) অন্য আয়াতের দ্বারা, আর আল্লাহ্‌ ভালো জানেন কি তিনি অবতীর্ণ করেন সে সম্বন্ধে, তারা বলে : নিঃসন্দেহ তুমি তৈরি করো। না—তাদের অনেকেই জানে না।

১০২ বলো : রুহুল কুদুস(জিব্রিল) এটি অবতীর্ণ করেছে তোমার পালয়িতা থেকে সত্যের সঙ্গে যেন এটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যারা বিশ্বাস করে তাদের, আর পথপ্রদর্শন আর সুসংবাদরূপে তাদের জন্য যারা আত্মসমর্পিত।

১০৩ আর নিঃসন্দেহ আমি জানি যা তারা বলে : তাকে শেখায় একজন মানুষ মাত্র। যার ইঙ্গিত তারা মিথ্যা ক'রে দেয় তার ভাষা ভিন্নদেশীয় আর এ উজ্জ্বল আরবী ভাষা।

১০৪ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে না নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের পথ দেখাবেন না, আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১০৫ কেবল তারাই মিথ্যা তৈরি করে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে না, আর এরাই মিথ্যাবাদী।

১০৬ যে আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করে বিশ্বাস করার পরে—সে নয় যে বাধ্য হয় কিন্তু তার হৃদয় বিশ্বাসে স্থির—কিন্তু সে যে (তার) বক্ষ প্রসারিত করে অবিশ্বাসের জন্য—এদের উপরে আল্লাহ্‌র ক্রোধ, আর এদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১০৭ এ এই জন্য যে তারা বেশি ভালবাসে এই সংসারের জীবন পরকালের চাইতে, আর এই জন্য যে আল্লাহ্ পথ দেখান না অবিশ্বাসী লোকদের।

১০৮ এরাই তারা যাদের হৃদয়ের উপরে, আর তাদের কানের উপরে,আর তাদের চোখের উপরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন, এরাই তারা যারা বেখেয়াল।

১০৯ সন্দেহ নেই যে পরকালে এরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১০ এর পর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা—যারা দেশত্যাগ করে উৎপীড়িত হবার পরে, তার পর তার সংগ্রাম করে আর তারা ধৈর্যবান্—তাদের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা এর পরে ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১১১ (স্মরণ করো) সেইদিন যখন প্রত্যেকে আসবে নিজের জন্য ওকালতি ক'রে, আর প্রত্যেককে পুরো প্রপ্য দেওয়া হবে যা সে করেছে তার জন্য, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

১১২ আর আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একটি শহর শান্তিতে ও নিরাপত্তায় আছে, তার খাদ্য সবদিক থেকে আসে প্রচুরভাবে, কিন্তু তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলী সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ হোলো,সে জন্য আল্লাহ্ তাকে আস্বাদ দিলেন ক্ষুধার ও ভয়ের আবরণের যা তারা করেছিল তার জন্য।

১১৩ নিঃসন্দেহ তাদের কাছে এসেছিলেন এক বাণীবাহক তাদের মধ্যে থেকে, কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,সেজন্য শাস্তি তাদের পাকড়াও করেছিল যখন তারা ছিল অন্যায়কারী।

১১৪ সেজন্য খাও আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা-থেকে (যা)বৈধ আর ভালো , আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, যদি তোমরা তাঁর উপাসনা করো।

১১৫ তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যা নিজে মরে, আর রক্ত, আর শূকরের মাংস আর যাকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য নামে মারা হয়েছে—কিন্তু যে কেউ তাতে বাধ্য হয় আকাঙ্ক্ষা ক'রে নয়, সীমা লঙ্ঘন ক'রেও নয়—তবে আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১১৬ আর তোমাদের জিহ্বা যা বর্ণনা করে তাতে মিথ্যা উচ্চারণ করো না (এই বলে) "এইটি বৈধ আর এটি অবৈধ" আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলার ইচ্ছায় ; নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে তারা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে না ;

১১৭ স্বল্প উপভোগ—আর তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

১১৮ আর যারা ইহুদি তাদের জন্য আমি যা নিষিদ্ধ করেছিলাম তার কথা তোমাদের পূর্বেই বলা হয়েছে ; আর আমি তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করি নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল ।

১১৯ অতঃপর তোমাদের পালয়িতা—যারা পাপ করে অজ্ঞতার বশে, তার পরে ফেরে ও শোধরায়—নিঃসন্দেহ্ তোমার পালয়িতা তার পর ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১২০ নিঃসন্দেহ্ ইব্রাহিম ছিলেন একটি সম্প্রদায় (যাঁরা) আল্লাহ্‌র অনুগত ঋজুস্বভাব , আর তিনি বহুদেববাদীদের অন্তর্গত ছিলেন না—

১২১ তাঁর অনুগ্রহাবলীর জন্য কৃতজ্ঞ। তিনি তাকে নির্বাচিত করেছিলেন আর চালিত করেছিলেন সরল পথে।

১২২ আর তাঁকে আমি কল্যাণ দিয়েছিলাম এই সংসারে, আর পরকালে নিঃসন্দেহ্ তিনি হবেন সাধু আত্মাদের অন্তর্গত।

১২৩ তার পর আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম : ইব্রাহিমের ধর্মের অনুবর্তী হও—যিনি ঋজু-স্বভাব, আর তিনি বহুদেববাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১২৪ সাব্‌বাথের(কর্মবিরতির) বিধান দেওয়া হয়েছিল কেবল তাদের জন্য যারা সে সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, আর নিঃসন্দেহ্ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে বিচার করবেন কেয়ামতের দিনে যে বিষয়ে তারা ভিন্ন মতের হয়েছিল সে সম্বন্ধে।

১২৫ তোমার পালয়িতার পথে আহ্বান করো জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট নির্দেশের সহায়তায়, আর তাদের সাথে বিচার করো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ভালো জানেন তাদের যারা ঠিক পথে চলে ।

১২৬ আর যদি তোমরা আঘাত দাও তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মতো দাও ; কিন্তু যদি ধৈর্য ধর, নিঃসন্দেহ তা ভালো যারা ধৈর্যবান্ তাদের জন্য ।

১২৭ আর ধৈর্য ধর, আর তোমার ধৈর্য আল্লাহ্ থেকে বৈ নয়, আর তাদের সম্বন্ধে দুঃখ ক'রো না, আর বিপন্ন বোধ ক'রো না তারা যে চক্রান্ত করে সেজন্য।

১২৮ নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যারা সীমারক্ষা করে আর যারা (অপরের) ভালো করে।

পবিত্র কোর্‌আন

দ্বিতীয় ভাগ

[১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত]

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৭৪

বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র কোর্‌আন দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ অবশিষ্ট ১৬ খণ্ড (১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত) প্রকাশিত হল। এর পূর্বেই এটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু নানা গণ্ডগোলে তা সম্ভবপর হয় নি।

চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় নি; সে জন্য আমরা দুঃখিত। একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল। গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে সংশোধনের কাজটি সেরে নেওয়া ভালো।

হয়ত আরো ছাপার ভুল হয়েছে যা আমাদের চোখে পড়ে নি। সহৃদয় পাঠকরা যদি সেসব আমাদের গোচরে আনেন তবে একান্ত বাধিত হব।

পবিত্র কোর্‌আন প্রথম ভাগে যে ভূমিকা যোগ করা হয়েছে সেটি সমগ্র পবিত্র কোর্‌আনেরই ভূমিকা। দ্বিতীয় ভাগের সূরাগুলোর পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে পাঠকরা প্রয়োজন বোধ করলে সেই ভূমিকাটি পড়ে নিতে পারেন।

ভারতী লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত অবিনাশ সাহা নিজে আগ্রহ করে পবিত্র কোর্‌আন প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার নিয়েছেন। তাঁর সহৃদয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

পবিত্র কোর্‌আনের প্রেস-কপি তৈরি করেছেন আমার কন্যাস্থানীয়া কল্যাণীয়া সন্ধ্যা। এই শ্রমসাধ্য কাজের জন্য তাঁকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

পবিত্র কোর্‌আনের প্রুফ দেখার মত কষ্টকর কাজের ভার নিয়ে শ্রীযুক্ত তুলসী দাস আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

কলিকাতা,
অক্টোবর, ১৯৬৭

কাজী আবদুল ওদুদ

পঞ্চদশ খণ্ড

বনি-ইসরাইল

[কোর্‌আন শরিফের সপ্তদশ সূরা বনি-ইসরাইল—ইসরাইল-বংশীয়গণ। এর প্রথম আয়াতে যে ভ্রমণের উল্লেখ আছে তা হযরতের এক দিব্য ভ্রমণ—মে'রাজ নামে খ্যাত—এই ভ্রমণকালে তিনি বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর আল্লাহ্‌র সমক্ষে নীত হয়েছিলেন। এই ভ্রমণ সশরীরে ভ্রমণ ছিল, না, এটি ছিল একটি আত্মিক ভ্রমণ, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাঁদের ধারণা এটি ছিল হযরতের আত্মিক ভ্রমণ তাঁদের মধ্যে আছেন হযরতের পত্নী হযরত আয়েশা।

এটি মধ্য মক্কীয় ; তবে এর শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত মদিনীয় এই মত কেউ কেউ দিয়েছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ মহিমা তাঁর যিনি তাঁর দাসকে এক রাত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন পবিত্র মসজিদ (মক্কার) থেকে দূরতবর্তী মসজিদে (জেরুজালেমে) যার পরিমণ্ডল আমি পুণ্যময় করেছি, যেন আমি তাঁকে দেখাতে পারি আমার কিছু নিদর্শন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ আর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম আর তা এক পথপ্রদর্শক করেছিলাম ইসরাইল-বংশীয়দের (এই বলে') : আমাকে বাদ দিয়ে কোনো কর্ম-সম্পাদক নিয়োনা ;—

৩ (তারা ছিল) তাদের সন্ততি যাদের আমি নূহ্‌-এর সঙ্গে বহন করেছিলাম ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন এক কৃতজ্ঞ দাস।

৪ আর আমি ইসরাইল-বংশীয়দের সম্বন্ধে গ্রন্থে বিধান দিয়েছিলাম : তোমরা দুইবার পৃথিবীতে অহিতকারী হবে, আর নিঃসন্দেহ তোমরা ঘোর অত্যাচারী হবে।

৫ সেজন্য যখন এই দুয়ের প্রথমটির প্রতিশ্রুতির কাল এল আমি তোমাদের উপরে পাঠালাম আমার শক্তিমান দাসদের, তাঁরা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরলেন ; আর এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল।

৬ তার পর আমি পুনরায় তোমাদের দিই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রবল হতে আর তোমাদের সাহায্য করি সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে, আর তোমাদের করি এক বড় দল।

৭ যদি ভালো করো তবে ভালো করবে তোমাদের নিজেদের অন্তরাত্মার প্রতি, আর যদি মন্দ করো তবে তা করবে নিজেদের প্রতি। সেজন্য যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির কাল এল (আমি অন্য জাতিকে আনলাম) যেন তারা তোমাদের অনুশোচনা আনে, আর যেন তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে, যেমন তারা প্রথমবার করেছিল আর যেন তারা ধ্বংস করতে পারে সম্পূর্ণভাবে যা কিছুর উপরে তাদের ক্ষমতা লাভ হয়।

৮ হতে পারে যে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের প্রতি করুণা করবেন ; আর যদি পুনরায় ফেরো (অবাধ্যতায়) তবে আমিও ফিরব (শাস্তিদানে) ; আর আমি জাহান্নামকে করেছি অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার।

৯ নিঃসন্দেহ কোর্‌আন সেই দিকে চালায় যা ঋজুতম, আর সুসংবাদ দেয় বিশ্বাসীদের যারা ভালো করে যে তাদের জন্য আছে একটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ;

১০ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি তৈরি করেছি কঠিন শাস্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর মানুষ মন্দের প্রার্থনা করে যেমন সে ভালোর জন্য প্রার্থনা করে ; আর মানুষ চিরদিন ব্যস্ত-সমস্ত।

১২ আর আমি রাত্রিকে ও দিনকে দুই নিদর্শন করেছি, তার পর রাত্রির নিদর্শনকে অন্ধকার করি আর আমি দিনের নিদর্শনকে প্রকাশক করি, যেন তোমরা তোমাদের পালয়িতার প্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পার, আর যেন তোমরা জানতে পার বৎসরের সংখ্যা, আর হিসাব ; প্রত্যেক বিষয় আমি বিবৃত করেছি স্পষ্টভাবে।

১৩ আর আমি প্রত্যেক লোকের (ভালো ও মন্দ) কাজগুলোকে করেছি তার কণ্ঠলগ্ন, আর কেয়ামতের দিনে আমি তার জন্য আনব এক বই যা সে দেখবে পুরো খোলা :

১৪ পড় তোমার বই—আজকের দিনে তোমার অন্তরাত্মা তোমার বিরুদ্ধে হিসাব-তলবকারীরূপে যথেষ্ট।

১৫ যে কেউ ঠিক পথে চলে সে ঠিক পথে চলে তার নিজের (ভালোর) জন্য, আর যে কেউ বিপথে যায় সে বিপথে যায় তার ক্ষতি করতে। বোঝার এক বাহক অন্যের বোঝা বহন করতে পারে না ; আর আমি শাস্তি দিই না যে পর্যন্ত না এক জন বাণীবাহক উত্থিত করি।

১৬ আর যখন আমি ইচ্ছা করি কোনো বসতিকে ধ্বংস করতে আমি নির্দেশ পাঠাই তার লোকদের কাছে যারা আরাম-আয়েসের জীবন যাপন করছে, তার পর তারা সেখানে অনর্থ করে, সেজন্য (শাস্তির) বাণী তার জন্য সত্য হয়, ফলে তা আমি ধ্বংস করি সম্পূর্ণভাবে।

১৭ আর নূহ্-এর পরে কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি! আর তোমার পালয়িতা (একাই) যথেষ্ট তাঁর দাসদের দোষ জানা ও দেখা সম্বন্ধে।

১৮ যে কেউ চায় এই (জীবন) যা শীগ্‌গীর চলে যায়, আমি তার জন্য সে-ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করি যা ইচ্ছা করি—যার জন্য আমি চাই ; তার পর তাকে আমি দিই জাহান্নাম—সে তাতে প্রবেশ করবে ঘৃণিত ও তাড়িত হয়ে।

১৯ আর যে কেউ পরকাল চায় আর তার জন্য চেষ্টা করে যেমন চেষ্টা করা উচিত, আর সে বিশ্বাসী,—এরাই তারা যাদের চেষ্টা কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি পাবে।

২০ প্রত্যেককে আমি দিই—এদের আর ওদের—তোমার পালয়িতার অনুগ্রহ থেকে, আর তোমার পালয়িতার অনুগ্রহ সীমাবদ্ধ নয়।

২১ দেখ কেমন ক'রে আমি তাদের কাউকে প্রাধান্য দিয়েছি অন্যের উপরে, আর নিঃসন্দেহ পরকাল অনেক ভালো স্তরের দিক দিয়ে আর অনেক ভালো মহিমার দিক দিয়ে।

২২ আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য খাড়া ক'রো না পাছে বসে থাক ঘৃণিত ও অনাদৃত হয়ে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ আর তোমার পালয়িতা বিধান করেছেন যে তোমরা তাঁকে ভিন্ন আর (কারো) বন্দনা করবে না ; আর তোমাদের পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌছোয় তাদের ব'লো না : "আঃ", আর তাদের তিরস্কার ক'রো না, আর তাদের বল সম্ভ্রমপূর্ণ কথা।

২৪ আর তাদের প্রতি আনত করো আনুগত্যের ডানা করুণার সঙ্গে, আর বলো : হে আমার পালয়িতা, তাদের উভয়ের প্রতি করুণা করো যেহেতু তারা আমার যত্ন নিয়েছিল যখন আমি ছিলাম ছোট।

২৫ তোমাদের পালয়িতা ভালো জানেন কি আছে তোমাদের অন্তরে। যদি তোমরা সাধু হও— তবে নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল তাদের প্রতি যারা তাঁর দিকে বার বার ফেরে।

২৬ আর নিকট-আত্মীয়কে দাও যা তার প্রাপ্য, আর নিঃস্বকে, আর পথচারীকে, আর অপব্যয় ক'রো না দায়িত্বহীন হয়ে।

২৭ নিঃসন্দেহ অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার পালয়িতার প্রতি চির-অকৃতজ্ঞ।

২৮ আর তুমি যদি তাদের থেকে ফেরো তোমার পালয়িতার থেকে করুণা প্রার্থনা করতে[১] যা পাবার আশা তুমি করো, তবে তাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলো।

২৯ আর তোমার হাত তোমার গলার সঙ্গে বাঁধা রেখো না, আর তাকে যতদূর প্রসারিত করা যায় তাঁও ক'রো না, পাছে শেষে তুমি নিন্দিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে বসে থাক।

৩০ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জীবিকা বাড়ান যার জন্য খুশি, আর তিনি কমিয়েও দেন ; নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর দাসদের সম্বন্ধে চিরওয়াকিফহাল, চিরদ্রষ্টা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ আর তোমাদের সন্তানদের হত্যা ক'রো না দারিদ্র্যে পড়ার ভয়ে ; আমি তাদের জীবিকা দিই, আর তোমাদেরও ; নিঃসন্দেহ তাদের হত্যা করা এক বড় অন্যায়।

৩২ আর ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না ; নিঃসন্দেহ এটি একটি অশ্লীলতা ও পাপ-পথ।

৩৩ আর কোনো প্রাণ হত্যা ক'রো না আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন—বৈধভাবে ভিন্ন ; আর যে কেউ নিহত হয় অন্যায়ভাবে (তার সম্বন্ধে) আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দিয়েছি ; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে কেউ বৈধতার সীমা লঙ্ঘন না করুক ; নিঃসন্দেহ তাকে (উত্তরাধিকারীকে) সাহায্য করা হবে।

৩৪ আর অনাথের সম্পত্তির নিকটে যেও না ভালোভাবে ভিন্ন যে পর্যন্ত না সে সাবালগ হয় ; আর প্রতিশ্রুতি পালন করো ; নিঃসন্দেহ প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।

৩৫ আর পুরো মাপ দাও যখন মাপো আর সই পাল্লায় মাপো ; এই সঙ্গত, আর শেষে ভালো।

৩৬ আর যার জ্ঞান তোমাদের নেই তার অনুসরণ ক'রো না ; নিঃসন্দেহ শোনা, দেখা, আর হৃদয়, এর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।

---

১. অর্থাৎ যদি দেবার মতো কিছু তোমার না থাকে।

৩৭ আর পৃথিবীতে গর্বিত হয়ে বেড়িয়ো না, কেননা তুমি পৃথিবীকে ছিড়ে ফেলতে পার না; পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত উঁচু হতেও পার না।

৩৮ এইসব—এই সবের যা মন্দ—তোমাদের পালয়িতার দৃষ্টিতে তা ঘৃণ্য।

৩৯ জ্ঞানের বিষয়ে এই সব তোমার পালয়িতা তোমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোনো উপাস্য দাঁড় ক'রো না পাছে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হও নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয়ে।

৪০ তবে তোমাদের পালয়িতা কি তোমাদের মর্যাদা দিয়েছেন তোমাদের পুত্র দিয়ে আর (নিজের জন্য) নিয়েছেন কন্যা—ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে থেকে। নিঃসন্দেহ তোমরা বলছ এক ভয়ঙ্কর কথা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ আর আমি এই কোর্‌আনে বার বার (সাবধান বাণী) বলেছি যেন তারা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু তাতে তাদের বিতৃষ্ণা ভিন্ন আর কিছু বাড়ে না।

৪২ বলো : যদি তাঁর সঙ্গে থাকতেন আরো উপাস্য যেমন তারা বলে তবে নিঃসন্দেহ তাঁরা সিংহাসনে অধীশ্বরের বিরুদ্ধে একটি উপায় বার করতে পারতেন।

৪৩ তাঁরই মহিমা, আর বহু উচ্চে অবস্থিত তিনি তারা যা বলে তা থেকে।

৪৪ সাত আকাশ তাঁর মহিমা ঘোষণা করে, আর পৃথিবী, আর যারা সে সবে আছে; আর এমন কিছু নেই যা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে না তাঁর প্রশংসার সঙ্গে; কিন্তু তোমরা তাদের মহিমা ঘোষণা বোঝ না; নিঃসন্দেহ তিনি সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

৪৫ আর তুমি যখন কোর্‌আন পাঠ করো আমি তোমার আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে স্থাপন করি এক অদৃশ্য বেড়া।

৪৬ আর আমি তাদের হৃদয়ের উপরে আবরণ স্থাপন করেছি পাছে তারা বুঝতে পারে, আর তাদের কানে বধিরতা, আর যখন তুমি কোর্‌আনে কেবল তোমার পালয়িতার উল্লেখ করো তারা তাদের পিঠ ফেরায় বিতৃষ্ণায়।

৪৭ আর আমি ভালো জানি কি তারা শুনতে চায় যখন তারা তোমার কথা শোনে আর যখন তারা গোপনে পরামর্শ করে, যখন যারা অন্যায়কারী তারা বলে : তুমি অনুসরণ করো এক জাদু-করা লোককে।

৪৮ দেখ, কিরূপ দৃষ্টান্ত তারা তোমার জন্য তৈরি করে, আর তারা সবাই বিপথে গেছে, আর তারা পথ খুঁজে পায় না।

৪৯ আর তারা বলে : কি, যখন আমরা হয়েছি হাড় আর জীর্ণ টুকরো তখন সত্যই কি আমাদের তোলা হবে নতুন সৃষ্টি রূপে।

৫০ বলো : হাড় হও অথবা লোহা হও;

৫১ অথবা আর কোনো সৃষ্টি বস্তু হও যা তোমাদের মনে হয় খুব কঠিন। কিন্তু তারা বলবে : কে আমাদের ফিরিয়ে আনবে? বলো : যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তবু তারা তোমার প্রতি মাথা নেড়ে বলবে : এ কখন হবে! বলো : হতে পারে তা নিকটবর্তী।

৫২ একদিন—যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন আর তোমরা তাঁর উত্তর দেবে তাঁকে প্রশংসা জানিয়ে আর তোমরা ভাববে যে তোমরা অপেক্ষা করেছ সামান্য সময়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৩ আর আমার দাসদের বলো : তারা বলুক যা সবচাইতে ভালো। নিঃসন্দেহ শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ বাধায় ; নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪ তোমার পালয়িতা তোমাকে ভালোরূপে জানেন। তিনি তোমাকে করুণা করবেন যদি ইচ্ছা করেন অথবা তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন যদি ইচ্ছা করেন ; আর আমি তোমাকে পাঠাই নি তাদের অধ্যক্ষ করে।

৫৫ তোমার পালয়িতা ভালো জানেন তাদের যারা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে। আর নিঃসন্দেহ আমি কোনো কোনো বাণীবাহককে প্রাধান্য দিয়েছি অন্যদের উপরে। আর দাউদকে আমি দিয়েছিলাম এক গ্রন্থ।

৫৬ বলো : তাদের (পয়গাম্বর, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে) ডাকো যাদের কথা তোমরা বলো তিনি ভিন্ন, কিন্তু তারা ক্ষমতা রাখে না তোমাদের থেকে বিপদ-আপদ দূর করার, না, তা বদলাবার।

৫৭ যাদের তারা ডাকে, তারা নিজেরা উপায় খোঁজে তাদের পালয়িতার সান্নিধ্য পাবার—তাদের কে হবে নিকটতম—আর তারা তাঁর করুণার আশা রাখে, আর তাঁর শাস্তির ভয় করে। নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার শাস্তি থেকে সাবধান হতে হবে।

৫৮ আর এমন বসতি নেই যা আমি ধ্বংস করবো না কেয়ামতের দিনের আগে, অথবা তাকে শাস্তি দেব না কঠিনভাবে। এটি বিবৃত আছে গ্রন্থে (বিশ্ববিধানে)।

৫৯ কিছুই আমাকে নিদর্শন পাঠাতে বাধা দেয় না এ ভিন্ন যে প্রাচীনকালের লোকেরা সেসব প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর আমি সামূদ জাতিকে দিয়েছিলাম উষ্ট্রী—এক স্পষ্ট নিদর্শন—কিন্তু তারা তার সম্বন্ধে অন্যায় করেছিল। আমি নিদর্শন পাঠাই না সাবধান করার জন্য ভিন্ন।

৬০ আর যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম : নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মানুষদের ঘেরাও করছেন, আর যে স্বপ্ন (মে'রাজের) তোমাকে দেখিয়েছিলাম তা আমি সৃষ্টি করি নি লোকদের পরীক্ষার জন্য ভিন্ন, আর কোর্‌আনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষও (যাক্কুম বৃক্ষ)। আমি তাদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের প্রবল ঔদ্ধত্য বাড়ানো ভিন্ন আর কিছু করে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ আর যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম : আদমকে সেজদা করো ; তারা সেজদা করলে ইব্‌লিস ব্যতীত। সে বললে : আমি কি তাকে সেজদা করবো যাকে তুমি তৈরি করেছ কাদা থেকে ?

৬২ সে বললে : দেখ তাকিয়ে তাকে যাকে তুমি সম্মান দিয়েছ আমার উপরে? যদি তুমি আমাকে বিরাম দাও কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আমি তার বংশধরদের নিঃসন্দেহ পাকড়াও করবো কিছু সংখ্যক বাদে।

৬৩ তিনি বললেন : চলে যাও ; আর তাদের যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে, নিঃসন্দেহ জাহান্নাম হবে তোমাদের প্রতিফল—এক পূর্ণ প্রতিফল।

৬৪ আর তাদের যাকে পারো উত্তেজিত করো তোমার কণ্ঠের দ্বারা, আর তাদের জন্য জড়ো করো তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের, আর তাদের ধনসম্পত্তিতে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশী হও। আর তাদের প্রতিশ্রুতি দাও ; আর শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না তাদের প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন।

৬৫ নিঃসন্দেহ আমার দাসদের সম্বন্ধে—তাদের উপরে তোমার কোনো অধিকার নেই, রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে তোমার পালয়িতা তাদের জন্য যথেষ্ট।

৬৬ তোমাদের পালয়িতা তিনি যিনি তোমাদের জন্য জাহাজ চালিত করেন সমুদ্রে যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্য অন্বেষণ করতে পারো ; নিঃসন্দেহ তিনি চিরকরুণাময় তোমাদের প্রতি।

৬৭ আর যখন সমুদ্রে বিপদ তোমাদের আঘাত করে, তখন যাদের তোমরা ডাকো সবাই চলে যায় তিনি ভিন্ন, কিন্তু যখন তিনি তোমাদের স্থলে আনেন নিরাপদে তোমরা ফিরে দাঁড়াও ; আর নিঃসন্দেহ মানুষ চির অকৃতজ্ঞ।

৬৮ তবে কি তোমরা (নিজেদের) নিরাপদ মনে করো যে তিনি কোনো জমির ঢালু দিয়ে তোমাদের ঢেকে দেবেন না, অথবা তোমাদের উপর কোনো কঙ্করবর্ষী ঝড় আনবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য পাবে না কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৬৯ অথবা তোমরা কি (নিজেদের) নিরাপদ মনে করো যে তিনি এই দশায় তোমাদের পুনরায় আনবেন না আর তোমাদের উপরে পাঠাবেন না এক ভয়ঙ্কর ঝড়? আর তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন না তোমাদের অকৃজ্ঞতার জন্য? তখন সে ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে পাবে না কোনো সাহায্যকারী।

৭০ আর নিঃসন্দেহ আমি আদমের সন্তানদের সম্মান দিয়েছি ; আর তাদের আমি বহন করি স্থলে ও সমুদ্রে, আর আমি তাদের জীবিকা দিয়েছি যা উৎকৃষ্ট সেসব থেকে, আর আমি তাদের প্রাধান্য দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের থেকে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ যেদিন আমি সব মানুষকে ডাকবো তাদের বিবরণসহ ; তখন যাকে তার বই দেওয়া হবে তার ডান হাতে—তারা তাদের বই পড়বে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না কণা পরিমাণেও।

৭২ আর যে কেউ অন্ধ হয়েছে এখানে সে অন্ধ হবে পরকালেও, আর পথ থেকে আরও দূরে যাওয়া।

৭৩ আর নিঃসন্দেহ তারা মতলব করেছিল তোমাকে যে প্রত্যাদেশ দিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফেরাতে যেন তুমি তা থেকে আমার সম্বন্ধে আর কিছু তৈরি করো, আর তখন তারা নিঃসন্দেহ তোমাকে গ্রহণ করতো বন্ধুরূপে।

৭৪ আর আমি যদি তোমাকে পূর্ণভাবে দৃঢ় না করতাম তবে নিঃসন্দেহ তুমি তাদের দিকে ঝোঁকার নিকটবর্তী হতে কিছু পরিমাণে।

৭৫ সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আমি তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদ করাতাম এই জীবনে আর দ্বিগুণ (শাস্তি) মৃত্যুর পরে, আর তখন আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পেতে না তুমি।

৭৬ আর নিঃসন্দেহ তারা মতলব করছিল দেশ থেকে তোমাকে ভড়কাতে যেন তারা তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। আর সেক্ষেত্রে তারা (সেখানে) তোমার পরে থাকতো না সামান্য কাল ভিন্ন।

৭৭ (এই আমার) ধারা তোমার পূর্বে আমার যেসব রসূল পাঠিয়েছি তাঁদের সম্বন্ধে আর তুমি কোনো পরিবর্তন পাবে না আমার ধারায়।

নবম অনুচ্ছেদ

৭৮ নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো সূর্যের হেলে পড়া থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত। আর প্রাতঃকালের পাঠ (পর্যন্ত) ; নিঃসন্দেহ প্রাতঃকালের পাঠের সাক্ষী থাকে।

৭৯ আর এর জন্য নিদ্রা ত্যাগ করো রাত্রির একটি অংশে[২] যা তোমাদের জন্য আবশ্যিক তার অতিরিক্তরূপে, হতে পারে তোমার পালয়িতা তোমাকে উন্নীত করবেন একটি প্রশংসিত স্তরে।

৮০ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমাকে প্রবেশ করতে দাও ভালোভাবে, আর আমাকে দাও একটি সহায়ক শক্তি।

৮১ আর বলো : সত্য এসেছে আর মিথ্যা অন্তর্হিত হয়েছে, নিঃসন্দেহ মিথ্যা অন্তর্ধানশীল।

৮২ আর আমি কোর্‌আনে তাই অবতীর্ণ করেছি যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, আর অন্যায়কারীদের ধ্বংস ভিন্ন আর কিছু বাড়ায় না।

৮৩ আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ করি যে ঘুরে দাঁড়ায় আর অহঙ্কার দেখায় ; আর যখন মন্দ তাকে আঘাত করে সে তখন হতাশ হয়।

৮৪ বলো : প্রত্যেকে কাজ করে তার ধরনে, কিন্তু তোমার পালয়িতা ভালো জানেন কে পথে চালিত।

দশম অনুচ্ছেদ

৮৫ আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে রূহ্ (আত্মা বা প্রেরণা) সম্বন্ধে। বলো : আত্মা বা প্রেরণা (আসে) আমার পালয়িতার আদেশে, আর তোমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্য বৈ নয়।

---

২ এটিকে তাহাজ্জুদের নামাজ বলে। এটি আবশ্যিক নয়, তবে প্রশস্ত।

৮৬ আর যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আমি নিঃসন্দেহ নিয়ে নেব যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি; তখন তুমি তার জন্য পাবে না আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মাধ্যক্ষ।

৮৭ (এটি আর কিছু নয়) তোমার পালয়িতার কাছ থেকে করুণা ব্যতীত—নিঃসন্দেহ তোমার প্রতি তাঁর কৃপা সুমহৎ।

৮৮ বলো : যদি মানুষ ও জিন সম্মিলিত হোতো এই কোর্‌আনের মতো কিছ আনতে তারা তার মতো কিছু আনতে পারতো না যদিও তাদের কেউ কেউ অন্যদের সমায় হোতো।

৮৯ আর নিঃসন্দেহ আমি এই কোর্‌আনে মানুষদের জন্য বিবৃত করেছি সবরকমের দৃষ্টান্ত, কিন্তু অনেক লোকই আর কিছুতে রাজী নয় প্রত্যাখ্যন করায় ভিন্ন।

৯০ আর তারা বলে : আমরা কিছুতেই তোমাতে বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য মাটি থেকে তোলো এক উৎস;

৯১ অথবা তোমার থাকবে একটি খেজুরের ও আঙুরের বাগান যার মধ্যে তুমি বইয়ে দেবে নদী প্রচুর সংখ্যায়;

৯২ অথবা তুমি আকাশ আমাদের উপরে আনবে খান খান ক'রে যেমন তুমি ভাব, অথবা আল্লাহ্‌কে ও ফেরেশ্‌তাদের আনবে (আমাদের সামনে);

৯৩ অথবা তোমার থাকবে একটি সোনা দিয়ে তৈরি ঘর, অথবা তুমি আকাশে উঠবে আর তোমার ওঠায় আমরা বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না তুমি আনো একটি বই—যা আমরা পড়তে পারি। বলো : আমার পালয়িতার মহিমা ঘোষিত হোক—আমি কি আর কিছু একজন মানুষ বাণীবাহক ভিন্ন?

একাদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ আর কিছুই মানুষদের বাধা দেয় নি যখন পথনির্দেশ তাদের কাছে এসেছিল এই ভিন্ন যে তারা বলেছিল : আল্লাহ্ কি একজন মানুষকে দাঁড় করিয়েছেন পয়গাম্বর?

৯৫ বলো : যদি পৃথিবীতে ফেরেশ্‌তারা বেড়াতো স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আমি নিশ্চয়ই একজন ফেরেশ্‌তাকে আকাশ থেকে পাঠাতাম তাদের কাছে পয়গাম্বর-রূপে।

৯৬ বলো : সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে; নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর দাসদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল—দ্রষ্টা।

৯৭ আর যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান সে পথে চালিত, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি পাবে না তাঁকে ভিন্ন বন্ধু; আর আমি তাদের একত্র করবো কেয়ামতের দিনে তাদের মুখের উপরে—অন্ধ আর বোবা আর বধির; তাদের আবাস জাহান্নাম; যখনই তা মন্দীভূত হবে আমি বাড়িয়ে দেব তাদের জন্য দহনশক্তি।

৯৮ এই তাদের প্রতিদান কেননা তারা অবিশ্বাস করেছিল আমার নির্দেশাবলী আর বলেছিল : যখন আমরা হয়েছি হাড় আর জীর্ণ কণা তখন সত্যই কি আমাদের তোলা হবে নতুন সৃষ্টিরূপে?

৯৯ তারা কি দেখে নি আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী তিনি সক্ষম তাদের তুল্য কিছু সৃষ্টি করতে, তিনি তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন একটি শেষ যার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই? কিন্তু অন্যায়কারীরা আর কিছুতে রাজী নয় প্রত্যাখ্যান করায় ভিন্ন।

১০০ বলো : যদি তোমরা আমার পালয়িতার করুণার ভাণ্ডারের উপরে কর্তৃত্ব করতে তোমরা নিশ্চয়ই (তা) আটকে রাখতে খরচ করার ভয়ে ; আর মানুষ কৃপণ।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০১ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে দিয়েছিলেম নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন ; সেজন্য ইসরাইল–বংশীয়দের জিজ্ঞাসা করো কেমন ক'রে তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন, তার পর ফেরাউন তাঁকে বলেছিল : হে মূসা, আমি তোমাকে মনে করি জাদুর বশীভূত।

১০২ তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি জানো যে আর কেউ নন আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা এইসব স্পষ্ট প্রমাণ পাঠিয়েছেন, আর নিঃসন্দেহ হে ফেরাউন, আমি তোমাকে জ্ঞান করি বিনাশপ্রাপ্ত।

১০৩ এইভাবে সে চেয়েছিল তাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে, কিন্তু আমি তাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তার সঙ্গের যারা সবাইকে।

১০৪ আর তার পরে আমি ইসরাইল–বংশীয়দের বলেছিলাম : দেশে বাস করো, কিন্তু যখন শেষের প্রতিশ্রুতি আসবে আমি তোমাদের আনবো বহু জাতি থেকে সংগৃহীত জনতারূপে।[৩]

১০৫ আর সত্যের সঙ্গে আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আর সত্যের সঙ্গে এটি এসেছে ; আর আমি তোমাকে পাঠাই নি সুসংবাদদাতারূপে ও সাবধানকারীরূপে ভিন্ন।

১০৬ আর (এটি) একটি কোর্‌আন (ভাষণ) যা আমি বিভক্ত করেছি যেন তুমি তা মানুষদের কাছে সময় সময় পড়তে পারো, আর আমি এটি অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে।

১০৭ বলো : এতে বিশ্বাস করো অথবা বিশ্বাস না করো নিঃসন্দেহ যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের মুখের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে সেজদা করে যখন এটি তাদের কাছে পঠিত হয় ;

১০৮ আর তারা বলে : মহিমা ঘোষিত হোক আমাদের পালয়িতার, নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

১০৯ আর তারা তাদের মুখের উপরে পতিত হয় কাঁদতে কাঁদতে, আর এতে তাদের বিনতি বেড়ে যায়।

১১০ বলো : আল্লাহ্‌কে ডাকো অথবা করুণাময়কে[৪] ডাকো ; যাঁকেই তোমরা ডাকো তাঁর ভালো ভালো নাম। আর তোমার উপাসনা উচ্চারণ ক'রো না খুব উঁচু গলায়, আবার সে–সম্পর্কে নিঃশব্দও হ'য়ো না, আর এই দুইয়ের মধ্যে একটি পথ খোঁজো।

১১১ আর বলো : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের জন্য একটি পুত্র গ্রহণ করেন নি, আর যাঁর রাজত্বের শরিক নেই, আর তাঁর সাহায্যকারী নেই তাঁকে অসম্মান থেকে রক্ষা করতে। আর তাঁর গৌরব ঘোষণা করো পরম গৌরবে।

---

৩. টীকাকাররা বলেছেন, ইহুদিরা পরবর্তীকালে যে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

৪. আরবরা আল্লাহ্‌কে আর রহমান 'করুণাময়' বলতো না।

আল্-কাহ্ফ

[আল্-কাহ্ফ কোর্আন শরীফের অষ্টাদশ সূরা, এর অর্থ গুহা। প্রাচীনকালে কয়েকজন যুবক ধর্মের জন্য উৎপীড়িত হ'য়ে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল আর সেখানে কয়েক শত বৎসর তাদের নিদ্রিত অবস্থায় কেটেছিল এই কাহিনী থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

এতে আরো কিছু কিছু অলৌকিক কাহিনী আছে। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সেসব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কোর্আনের অলৌকিক কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা ভূমিকায় নিবেদন করেছি।

এটিকে মধ্যমক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্র নামে

১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তাঁর দাসের কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন আর তাতে দেন নি কোনো বক্রতা।

২ (তা) ঋজু—যেন তিনি তাঁর (আল্লাহ্র) তরফ থেকে কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সাবধান করতে পারেন আর সুসংবাদ দিতে পারেন বিশ্বাসীদের, যারা ভালো কাজ করে, যে, তাদের লাভ হবে উত্তম প্রাপ্য—

৩ তাতে থাকবে তারা চিরকাল ;

৪ আর তাদের সাবধান করতে যারা বলে : আল্লাহ্ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন।

৫ তাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, তাদের পিতাপিতামহদেরও ছিল না ; একটি ভয়ঙ্কর কথা এটি যা বেরোয় তাদের মুখ থেকে, তার একটি মিথ্যা কথা ভিন্ন আর কিছুই বলে না।

৬ তবে হতে পারে তারা যদি এই বাণীতে বিশ্বাস না করে তবে তাদের পদক্ষেপের জন্য তুমি তোমার অন্তরাত্মাকে দুঃখের দ্বারা পীড়িত করবে।

৭ নিঃসন্দেহ পৃথিবীতে যা আছে সব আমি স্থাপন করেছি অলঙ্কাররূপে যেন আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের কে আচরণে শ্রেষ্ঠ।

৮ আর নিঃসন্দেহ তাতে যা আছে সব আমি করবো তৃণগুল্মহীন মাটির স্তূপ।

৯ অথবা, তুমি কি মনে করো যে গুহার বাসিন্দারা আর লেখ-ফলক আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি বিস্ময় ?

১০ যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় চাইল তারা বললে : হে আমাদের পালয়িতা, তোমার কাছ থেকে আমাদের করুণা দাও আর আমাদের ব্যাপারে দাও সঠিক নির্দেশ।

১১ সেজন্য গুহায় আমি তাদের শোনা বন্ধ করেছিলাম বহু বৎসরের জন্য।

১২ তার পর আমি তাদের তুলেছিলাম যেন আমি জানতে পারি দুই দলের কারা ভালো ক'রে গণনা করতে পারে কত সময় তারা ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৩ তাদের কাহিনী আমি তোমার কাছে বিবৃত করছি সত্যের সঙ্গে, নিঃসন্দেহ এই যুবকরা ছিল তাদের পালয়িতায় বিশ্বাসী আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সুগতি।

১৪ আর আমি দৃঢ় করেছিলাম তাদের হৃদয় যখন তারা দাঁড়িয়েছিল আর বলেছিল : আমাদের পালয়িতা আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা, আমরা অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবো না তাঁকে ভিন্ন, কেন না সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চারণ করবো এক মিথ্যা।

১৫ এই আমাদের লোকেরা উপাস্যদের গ্রহণ করেছে তাঁকে ভিন্ন, কেন তারা তাদের কোনো স্পষ্ট বিধান দেখায় না? আর কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে?

১৬ আর যখন তোমরা তাদের পরিত্যাগ করেছ আর আল্লাহ্ ভিন্ন তারা যার উপাসনা করে সেসব, তখন গুহায় আশ্রয় নাও[১] ; তোমাদের পালয়িতা তোমাদের জন্য বিছাবেন তাঁর করুণা থেকে আর তোমাদের জন্য তৈরি করবেন একটি তাকিয়া তোমাদের এই অবস্থায়।

১৭ আর যখন সূর্য উঠতো তুমি দেখতে পেতে তা তাদের গুহা থেকে সরে যাচ্ছে ডাইনে আর যখন তা অস্ত যেত তখন তাদের রেখে যাচ্ছে বাঁয়ে, আর তারা তার এক বিস্তৃত জায়গায়। এটি ছিল আল্লাহ্‌র একটি নিদর্শন। যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান সে-ই পথে চালিত, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পাবে না কোনো পথপ্রদর্শক বন্ধু।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮ আর তুমি তাদের মনে করতে জেগে আছে যদিও তারা ছিল নিদ্রিত, আর তাদের পাশ ফিরিয়ে দিতাম ডাইনে ও বাঁয়ে, আর তাদের কুকুর থাবা মেলে ছিল প্রবেশ-দ্বারে ; যদি তাদের দেখতে তবে নিশ্চয়ই পালিয়ে আসতে, আর নিশ্চয়ই তুমি ভয়বিহ্বল হতে তাদের কারণে।

১৯ আর এইভাবে আমি তাদের জাগিয়েছিলাম যেন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাদের একজন বক্তা বললে : কতক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করেছ? তারা বললে : আমরা একদিন অপেক্ষা করেছি অথবা একদিনের অংশ ; অন্যেরা বললে : তোমাদের পালয়িতা ভালো জানেন কতক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করেছ। এখন তোমাদের কাউকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বাইরে পাঠাও, সে গিয়ে দেখুক কার কাছে ভালো খাবার আছে, আর সে তার থেকে খাবার আনুক, আর সে ভদ্র ব্যবহার করুক, আর তোমাদের অবস্থার কথা কিছুতেই রাষ্ট্র করবে না,

২০ কেন না যদি তারা তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদের পাথর মারবে, অথবা তোমাদের তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে, তারপর তোমরা সফল হবে না।

---

১. মৌলবী মোহম্মদ আলী আল্-কাহ্‌ফ্-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আদি খৃষ্টানদের মঠাশ্রয়ী হবার ইঙ্গিত এতে আছে। কিন্তু বলা যায়, ধর্মমত মাত্রই বাইরের জগতে উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়ে অন্তর্জগতের বা গোপন সাধনার পথ খুঁজেছে।

২১ আর এইভাবে আমি (লোকদের) জানিয়েছিলাম তাদের খবর যেন তারা জানতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর সেই সময় (কেয়ামত) সম্বন্ধে—কোনো সন্দেহ নেই সে সম্বন্ধে। যখন শহরের লোকেরা তাদের সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করেছিল তারা বলেছিল : তাদের উপরে এক দালান তোলো, তাদের সম্বন্ধে ভালো জানেন তাদের পালয়িতা। যারা (তর্কে) জিতল তারা বললে : নিশ্চয় তাদের উপরে আমরা এক মসজিদ্ (ধর্ম-মন্দির) তুলবো।

২২ কেউ কেউ বলে : (তারা) তিনজন, তাদের চতুর্থ হচ্ছে তাদের কুকুর ; আর (অপরে) বলে : পাঁচজন, ষষ্ঠ হচ্ছে তাদের কুকুর—অনুমান করা যা অজানা সে-সম্বন্ধে ; আর (অন্যেরা) বলে সাতজন, তাদের অষ্টম হচ্ছে তাদের কুকুর। বলো : আমার পালয়িতা ভালো জানেন তাদের সংখ্যা—কেউ জানে না কয়েকজন ভিন্ন, সেজন্য, এ বিষয়ে বিতর্ক ক'রো না মুখের কথায় ভিন্ন, আর তাদের সম্বন্ধে তাদের কাউকে মত দিতে ব'লো না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৩ আর কিছু সম্বন্ধে ব'লো না : নিশ্চয় আমি এটি কাল করবো—

২৪ যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আর যখন ভুলে যাও তখন তোমার পালয়িতাকে স্মরণ করো আর বলো : হতে পারে আমার পালয়িতা এর থেকে সত্যের নিকটতর ধারায় আমাকে চালিত করবেন।

২৫ আর তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর, আর কেউ যোগ করে (আরো) নয়।

২৬ বলো : আল্লাহ্ ভালো জানেন কত সময় তারা ছিল। আকাশের ও পৃথিবীর যা অদৃশ্য (সব) তাঁর ; কত তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি আর কত সজাগ তাঁর কান ! তাদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই তিনি ভিন্ন। আর তাঁর বিধানদানে কাউকে তিনি অংশী করেন না।

২৭ আর তা পাঠ করো যা তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তোমার পালয়িতার গ্রন্থ্ থেকে। কেউ নেই যে তাঁর বাণী বদল করতে পারে। আর তাঁকে ভিন্ন তুমি পাবে না কোনো আশ্রয়।

২৮ আর নিজেকে সংযত করো তাদের সঙ্গে যারা তাদের পালয়িতাকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর আনন (প্রসন্নতা) কামনা ক'রে, আর তোমাদের চোখ তোদের থেকে সরে না যাক এই সংসারের জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা ক'রে, আর তার অনুসরণ ক'রো না যার হৃদয়কে আমি বেখেয়াল করেছি আমার স্মরণ সম্বন্ধে, আর সে তার কামনার অনুবর্তী হয়, আর তার ব্যাপার পরিত্যক্ত হয়েছে।

২৯ আর বলো : (এটি) সত্য তোমাদের পালয়িতার কাছ্ থেকে, সেজন্য যার খুশি সে বিশ্বাস করুক, আর যার খুশি সে অবিশ্বাস করুক, নিঃসন্দেহ্ আমি অন্যায়কারীদের জন্য তৈরি করেছি এক আগুন, আর তার তাঁবু তাদের ঘিরবে ; আর যদি তারা জলের ধারা চায় তাদের জল দেওয়া হবে গলানো সীসার মতো যা মুখ পুড়িয়ে দেয়, মন্দ সেই পানীয় আর মন্দ সেই বিশ্রাম-স্থান।

৩০ নিঃসন্দেহ্ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে—আমি তার প্রাপ্য নষ্ট করি না যে ভালো কাজ করে।

৩১ এরাই তারা যাদের জন্য সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত, যার নিচ দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত ; তাদের সেখানে দেওয়া হবে অলঙ্কার—সোনার কঙ্কন—আর তারা পরবে সূক্ষ্ম রেশমের পোষাক আর পুরু রেশমের কিংখাব সোনায় বোনা—তাতে বসে' উঁচু আসনে ; উত্তম পুরস্কার, আর মনোহর বিশ্রাম-স্থান।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩২ আর তাদের দৃষ্টান্ত দাও দুই জন লোকের, তাদের একজনের জন্য আমি তৈরি করেছিলাম আঙুরলতার দুটি বাগান আর দুটিই আমি ঘিরেছিলাম খেজুরের গাছ দিয়ে, আর সেসবের মধ্যে করেছিলাম শস্যের ক্ষেত।

৩৩ আর দুই বাগানেই ফল দিত ; আর সেসবে কমতি করতো না, আর সেসবের মধ্যে দিয়ে আমি বইয়েছিলাম নহর।

৩৪ আর তার ছিল বহু ধন। সে তাই তার সঙ্গীকে বললে যখন সে তার সঙ্গে কথা বলছিল : আমি ধনে তোমার চাইতে বড় আর আমার লোকবলও বেশি।

৩৫ আর সে তার বাগানের ভিতরে গেল যখন সে (এইভাবে) নিজের প্রতি অন্যায় করেছিল ; সে বললে : আমি মনে করি না এসব কখনো নষ্ট হবে ;

৩৬ আর আমি মনে করি না যে সেই সময় আসবে ; আর যদি আমার পালয়িতার কাছে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় নিঃসন্দেহ আমি পাবো এর চাইতে ভালো ফিরে যাবার জায়গা।

৩৭ তার সঙ্গী তার সঙ্গে কথা বলার সময় বলেছিল : তুমি কি তাঁতে অবিশ্বাস করো যিনি তোমাকে তৈরি করেছেন ধুলো থেকে, তারপর এক বিন্দু (বীজ) থেকে ; তার পর তোমাকে তৈরি করেছেন একজন মানুষ ?

৩৮ কিন্তু তিনি আল্লাহ্, আমার পালয়িতা, আর আমি আমার পালয়িতার কোনো অংশী দাঁড় করাই না।

৩৯ আর সে যখন সে বাগানে প্রবেশ করেছিল তখন যদি বলতো : আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন (তাই হবে) ! আল্লাহ্ ভিন্ন কারো শক্তি নেই—যদিও তুমি আমাকে দেখো ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার চাইতে কম—

৪০ কিন্তু হতে পারে আমার পালয়িতা আমাকে দেবেন তোমার বাগানের চাইতে যা ভালো ; আর তার উপরে আকাশ থেকে পাঠাবেন এক বজ্র, আর এক প্রভাতে এটি হবে এক গাছপালাহীন পর্বতপার্শ্ব,

৪১ অথবা এর পানি তলিয়ে যাবে মাটিতে ; তার ফলে তোমরা তা খুঁজে পেতে অপারগ হবে।

৪২ আর তার ধন নষ্ট হয়েছিল। তার পর সে আরম্ভ করলে তার হাত মোচড়াতে যা সে তার (বাগানের) উপরে খরচ করেছিল তার জন্য যখন সব ভেঙে পড়েছিল বাউনির উপরে, আর বলতে : যদি আমি আমার পালয়িতার কোনো অংশী খাড়া না করতাম।

৪৩ আর তার কোনো সৈন্য ছিল না আল্লাহ্ ভিন্ন তাকে সাহায্য করবার জন্য, নিজেকে সে রক্ষা করতেও পারলে না।

৪৪ এই ক্ষেত্রে আশ্রয় শুধু আল্লাহ্‌র যিনি সত্য ; তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দানে আর শ্রেষ্ঠ পরিণামে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৫ আর তাদের কাছে বলো এই সংসারের জীবনের দৃষ্টান্তের কথা—(তা) জলের মতো যা আমি পাঠাই আকাশ থেকে ; পৃথিবীর উদ্ভিদ তার দ্বারা নিবিড় হয় ; তার পর তা শুকিয়ে যায়, ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয় যা বাতাস ছড়িয়ে দেয়। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।

৪৬ ধনসম্পদ আর সন্তানসন্ততি এই সংসারের জীবনের অলঙ্কার আর যা স্থায়ী বা ভালো তা তোমার পালয়িতার কাছে বেশি ভালো পুরস্কারের জন্য আর বেশি ভালো আশার জন্য।

৪৭ আর যেদিন আমি পাহাড়গুলো সরিয়ে দেবো, আর তোমরা পৃথিবীকে দেখবে অনাবৃত, আর আমি তাদের একত্রিত করবো, আর কাউকে পেছনে ফেলে রাখবো না,

৪৮ আর তাদের তোমার পালয়িতার সামনে আনা হবে সারাবন্দীভাবে : এখন নিঃসন্দেহ তোমরা আমার কাছে এসেছ যেমন তোমাদের প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম ; না, তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের জন্য ওয়াদার কাল নির্ধারিত করি নি।

৪৯ আর বই (খুলে) ধরা হবে, আর তুমি দেখবে অপরাধীরা বইতে যা আছে সেজন্য ভীত, আর তারা বলবে : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, কী বই এটি—ছোট যা তাও বাদ দেয় নি বড় যা তাও না, কিন্তু সব হিসাব করেছে। আর যা তারা করেছে সব তাতে দেখবে উল্লিখিত। আর তোমার পালয়িতা কারো প্রতি অন্যায় করেন না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫০ আর যখন আমি ফেরেশ্তাদের বলেছিলাম : আদমকে সেজদা করো ; তারা সেজদা করেছিল ইবলিস ব্যতীত, সে ছিল 'জিন' জাতির। সেজন্য সে বিদ্রোহী হয়েছিল তার পালয়িতার আদেশের বিরুদ্ধে। কী—তবে তোমরা তাকে ও তার সন্ততিদের গ্রহণ করবে বন্ধুরূপে আমার পরিবর্তে আর তারা তোমাদের শত্রু? মন্দ এই বিনিময় অন্যায়কারীদের জন্য।

৫১ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাক্ষী আমি তাদের করি নি, তাদের অন্তরাত্মার সৃষ্টিরও না ; যারা (লোকদের) বিপথে চালিত করে আমি নিই না সহায়রূপে।

৫২ আর (ভাবো সেই দিনের কথা) যখন আমি বলবো : তাদের আনো যাদের তোমরা আমার অংশী ভেবেছিলে। তখন তারা তাদের ডাকবে কিন্তু তারা তাদের উত্তর দেবে না। আর আমি তাদের জন্য এক ব্যবধান দাঁড় করাবো।

৫৩ আর অপরাধীরা আগুন দেখবে, তার পর তারা জানবে যে তার মধ্যে তারা পড়তে যাচ্ছে ; আর এর থেকে ফেরবার জায়গা তারা পবে না।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৪ আর নিঃসন্দেহ এই কোর্আনে আমি স্পষ্ট করেছি মানুষদের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত ; আর মানুষ সব চাইতে বেশি তার্কিক।

৫৫ যখন পথনির্দেশ লোকদের কাছে আসে তখন তাদের বিশ্বাসী হতে আর তাদের পালয়িতার ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিছুই বাধা দেয় না এ ভিন্ন যে প্রাচীনদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা তাদের উপরে বর্তাবে অথবা শাস্তি তাদের সামনে এসে পড়বে।

৫৬ আর আমি বাণীবাহকদের পাঠাই না সুসংবাদদাতা অথবা সাবধানকারীরূপে ভিন্ন, আর যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার সাহায্যে তর্ক করে যেন তার দ্বারা তারা সত্যকে মিথ্যা করতে পারে ; আর তারা আমার নির্দেশাবলী আর যে সম্বন্ধে তাদের সাবধান করা হয় (সে সব) বিদ্রূপ ব'লে ভাবে।

৫৭ আর কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার পালয়িতার নির্দেশাবলী, তার পর সে তার থেকে ফিরে যায়, আর ভুলে যায় তার দুই হাত পূর্বে কি পাঠিয়েছে? নিঃসন্দেহ আমি তাদের হৃদয়ের উপরে দিয়েছি আবরণ সেজন্য তারা বোঝে না, আর তাদের কানে (দিয়েছি) বধিরতা। আর যদি তুমি তাদের ডাকো (সত্য) পথে তারা কখনো সেক্ষেত্রে (সত্য) পথ অনুসরণ করবে না।

৫৮ আর তোমার পালয়িতা ক্ষমতাশীল, করুণার অধিস্বামী, তিনি যদি তাদের শাস্তি দিতেন তারা যা অর্জন করেছে সে জন্য তবে তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি তাদের জন্য ত্বরান্বিত করতেন ; কিন্তু তাদের জন্য আছে একটি নির্ধারিত কাল যার থেকে তারা কোনো আশ্রয় খুঁজে পাবে না।

৫৯ আর ঐ শহরগুলো—ওসব আমি ধ্বংস করেছি—যখন তারা অন্যায় করেছিল, আর আমি তাদের ধ্বংসের একটি সময় নির্ধারিত করেছিলাম।

নবম অনুচ্ছেদ

৬০ আর যখন মূসা তাঁর ভৃত্যকে বললেন : আমি থামবো না যে পর্যন্ত না পৌছুই দুই নদীর সঙ্গমে, অথবা আমি চলবো বহু বৎসর ধরে।

৬১ এর পর যখন তাঁরা দুইয়ের সঙ্গম স্থানে পৌছলেন তাঁরা তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন, আর তা সমুদ্রে পথ নিলো মুক্ত হ'য়ে।

৬২ যখন তাঁরা আরো কিছু দূরে গেছেন তখন তিনি তাঁর ভৃত্যকে বললেন : আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো, আমাদের এই সফর থেকে নিঃসন্দেহ আমাদের পরিশ্রম হয়েছে।

৬৩ সে বললে : আপনি কি দেখেছিলেন, যখন আমরা পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নিয়েছিলাম? আর আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম—আর কেউ নয় শয়তান আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল—আর সেটি তার পথ নিয়েছে সমুদ্রে ; আশ্চর্য ব্যাপার।

৬৪ তিনি বললেন : এই আমরা চেয়েছিলাম। সেজন্য তাঁরা আবার ফিরে এলেন।

৬৫ তার পর তারা আমার দাসদের একজনকে পেলেন যাঁকে আমি করুণা দিয়েছি আমার কাছ থেকে, আর যাঁকে আমি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি আমার তরফ থেকে।

৬৬ মূসা তাঁকে বললেন : আমি কি আপনার অনুসরণ করবো এই শর্তে যে আপনি আমাকে যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন যা আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

৬৭ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তুমি আমার সম্বন্ধে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

৬৮ আর কেমন করে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে সেই বিষয়ে যে সম্বন্ধে তোমার ব্যাপক জ্ঞান নেই।

৬৯ তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্যবান আর আমি কোনো বিষয়ে আপনার অবাধ্য হবো না।

৭০ তিনি বললেন : তুমি যদি আমার অনুসরণ করতে চাও তবে কোনও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন ক'রো না যে পর্যন্ত না আমি নিজে তোমাকে সে বিষয়ে বলি।

দশম অনুচ্ছেদ

৭১ এর পর তাঁরা দুইজন চললেন যে পর্যন্ত তাঁরা এক নৌকোয় আরোহণ করলেন, আর তিনি তাতে একটি ছিদ্র করলেন। (মূসা) বললেন : আপনি কি এতে ছিদ্র করলেন এর লোকদের ডুবিয়ে দেবার জন্য? নিশ্চয় এক ভয়ঙ্কর কাজ আপনি করেছেন !

৭২ তিনি বললেন : আমি কি বলি নি যে তুমি আমার সম্বন্ধে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?

৭৩ তিনি বললেন : আমার দোষ ধরবেন না আমি যে ভুলে গিয়েছি সেজন্য, আর আমার অপরাধের জন্য আমার উপরে কঠোর হবেন না।

৭৪ এর পর তাঁরা চললেন যে পর্যন্ত না তাঁরা পেলেন একটি বালক—তাকে তিনি মেরে ফেল্‌লেন। (মূসা) বললেন : সে কি—আপনি একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করলেন যে কোনো লোককে হত্যা করে নি ! নিশ্চয় এক ভীষণ কাজ আপনি করেছেন।

ষোড়শ খণ্ড

৭৫ তিনি বললেন : তোমাকে কি বলি নি যে আমার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?

৭৬ তিনি বললেন : যদি এর পর আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না, নিঃসন্দেহ (তাহলে) আপনি আমার সম্বন্ধে একটি অজুহাত পাবেন।

৭৭ এর পর তাঁরা দুইজন চললেন যে পর্যন্ত না তাঁরা এসে পৌছলেন এক শহরের লোকদের কাছে; তাঁরা এর লোকদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু অতিথিরূপে তাঁদের গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করল। তার পর তাঁরা তাতে পেলেন একটি দেয়াল যা পড়ো পড়ো হয়েছিল, তিনি তা মেরামত করলেন। (মূসা) বললেন : আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য মজুরি নিতে পারতেন।

৭৮ তিনি বললেন : এইবার আমার ও তোমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি। এখন তোমাকে বলবো তার অর্থ যে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য রক্ষা করতে পারো নি।

৭৯ নৌকো সম্বন্ধে—ওটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের যারা নদীর উপরে খাটতো, আর আমি তাদের লোকসান করতে চেয়েছিলাম কেন না তাদের পেছনে ছিল এক রাজা যে প্রত্যেক নৌকো জোর করে নিচ্ছিল।

৮০ আর বালকটি সম্বন্ধে—তার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী আর আমরা আশঙ্কা করেছিলাম সে পাছে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা তাদের উপরে নিয়ে আসে ;

৮১ সেজন্য আমরা চেয়েছিলাম যে তাদের পালয়িতা তার পরিবর্তে দিতে পারেন (এমন) একজনকে যে তার চাইতে ভালো পবিত্রতায় আর করুণা লাভের নিকটতর।

৮২ আর দেয়াল সম্বন্ধে—তা ছিল শহরের দুইজন অনাথ বালকের আর তার তলায় ছিল তাদেরই ধন, আর তাদের পিতা ছিল একজন সাধু-আত্মা, সেজন্য তোমার পালয়িতা চেয়েছিলেন যে তারা সাবালগ হবে ও তাদের ধন পাবে—তোমার পালয়িতার তরফ থেকে একটি করুণা—আর আমি এটি করি নি আমার নিজের ইচ্ছায়। এই তার অর্থ যে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য রক্ষা করতে পারো নি।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮৩ আর তারা তোমাকে যুলকারনায়েন[১] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো : আমি তার কাহিনী তোমাদের কাছে বিবৃত করবো।

৮৪ নিঃসন্দেহ তাকে আমি দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম আর তাকে দিয়েছিলাম সবকিছুর ভিতরে প্রবেশের পথ।

৮৫ আর সে এক পথ অনুসরণ করেছিল—

৮৬ যে পর্যন্ত না সে পৌঁছেছিল সূর্য অস্ত যাবার স্থানে ; আর সে তাকে অস্ত যেতে দেখলো এক কালো জলখণ্ডে, আর তার কাছে পেলো একটি জাতি। আমি বলেছিলাম : হে যুলকারনায়েন, এদের শাস্তি দাও অথবা এদের উপকার করো।

৮৭ সে বললে : যে অন্যায়কারী তাকে আমরা দেবো কঠোর শাস্তি,

৮৮ আর যে বিশ্বাসী ও ভালো কাজ করে সে পাবে উত্তম প্রতিদান, আর আমরা তাকে বলবো সহজসাধ্য নির্দেশের কথা।

৮৯ তার পর সে অনুসরণ করলো (অন্য) এক পথ—

৯০ যে পর্যন্ত না সে পৌঁছেছিল সূর্যের উদরের দেশ, সে তাকে উদিত হতে দেখল একজাতির উপরে যারে আমি তার থেকে কোনো আশ্রয় দিই নি।

৯১ এইভাবে সে চলেছিল। আর তার বিষয়ে আমি সব জানতাম।

৯২ এর পর সে অনুসরণ করলে (আর) এক পথ—

৯৩ যে পর্যন্ত না পৌঁছেছিল দুই পাহাড়ের মধ্যে, তার কাছের দিকে সে একটি জাতিকে পেয়েছিল যারা প্রায় কিছুই বুঝতে পারতো না।

৯৪ তারা বললে : হে যুলকারনায়েন, নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ[২] দেশে বড় অনর্থ করে, আমরা কি তবে তোমাকে কর দেবো এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক বেড়া তৈরি করবে ?

---

১. এ সম্বন্ধে মৌলবী মোহাম্মদ আলীর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২. বাইবেলে উক্ত Gog ও Magog।

৯৫ সে বললে : আমার পালয়িতা যাতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই ভালো, সেজন্য তোমরা আমাকে সাহায্য করো কেবল বল দিয়ে, আমি এক মজবুত বেড়া তৈরি করবো তাদের ও তোমাদের মধ্যে।

৯৬ আমাকে লোহার টুক্‌রো দাও।—যে পর্যন্ত না সে দুই পাহাড়ের পার্শ্বের স্থান পূর্ণ করেছিল সে বলেছিল : বাতাস দাও—যে পর্যন্ত না তারা তাকে করেছিল আগুনের মতো সে বললে : আমার কাছে গালানো পিতল আনো এর উপরে ঢালবার জন্য।

৯৭ সুতরাং তারা তাকে আর ডিঙোতে পারল না তাতে গর্তও করতে পারল না।

৯৮ সে বললে : এ আমার পালয়িতার থেকে এক করুণা, কিন্তু যখন আার পালয়িতার ওয়াদা পূর্ণ হবে তিনি একে মাটির সঙ্গে সমতল করবেন, আর আমার পালয়িতার ওয়াদা চিরসত্য।

৯৯ আর সেইদিন আমি তাদের এক অংশকে ছেড়ে দেবো অন্য অংশের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায়, আর শিঙা বাজবে, তার পর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো এক সমাবেশে।

১০০ আর সেইদিন আমি জাহান্নামকে আনবো অবিশ্বাসীদের সামনে দেখা যায় এমনভাবে—

১০১ যাদের চোখ ছিল আবরণের আড়ালে আমার স্মারক থেকে, আর তারা শুনতে পারতো না।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০২ যারা অবিশ্বাসী তারা কি ভাবে যে তারা আমার দাসদের রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে আমার সঙ্গে? নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম তৈরি করেছি অবিশ্বাসীদের স্বাগত জানাবার জন্য।

১০৩ বলো : তোমাকে কি জানাবো কারা তাদের কাজের দ্বারা সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

১০৪ তারা যাদের শ্রম নষ্ট হয় এই সংসারের জীবনে, আর তারা ভাবে যে তারা হাতের কাজে সবিশেষ দক্ষ;

১০৫ এরা তারা যারা অবিশ্বাস করে তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীতে, আর তাঁর সঙ্গে যে দেখা হবে-তাতে ; ফলে তাদের কাজ অর্থহীন হয়, আর সেজন্য তাদের জন্য আমি দাঁড়িপাল্লা খাড়া করবো না পুনরুত্থানের দিনে।

১০৬ এইভাবে—তাদের প্রাপ্য হচ্ছে জাহান্নাম কেন না তারা অবিশ্বাস করেছিল, আর আমার নির্দেশাবলী আর আমার বাণীবাহকদের তামাশা ভেবেছিল।

১০৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—তাদের স্বাগত জানাবার স্থান হবে বেহেশ্‌তের বাগান—

১০৮ থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে—সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে না তারা।

১০৯ বলো : যদি সমুদ্র হতো কালি আমার পালয়িতার বাণীর জন্য তবে নিঃসন্দেহ সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যেতো আমার পালয়িতার বাণী নিঃশেষিত হবার পূর্বে যদিও আমি (আল্লাহ্‌) তার মতো (সমুদ্র) আনতাম তাতে যোগ করতে।

১১০ বলো : আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয় যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য ; সেজন্য যে কেউ আশা করে তার পালয়িতার সঙ্গ তার দেখা হবে, সে ভালো কাজ করুক, আর তার পালয়িতার (প্রাপ্য) বন্দনার অংশী কাউকে না করুক।

মরিয়ম

[মরিয়ম কোর্‌আন শরীফের ঊনবিংশ সূরা।

এটিকে প্রাথমিক মক্কীয় জ্ঞান করা হয়, কেন না হযরতের প্রচারক জীবনের পঞ্চম বৎসরে যেসব মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল তাদের নেতা জাফর এটির কিছু অংশ আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজার সামনে পাঠ করেছিলেন।

ইসলাম যে একই সঙ্গে হযরত ঈসার প্রতিশ্রদ্ধান্বিত আর খ্রীষ্টানদের ঈসা-পূজা প্রবল বিরোধী, এই সময়েই তা প্রকাশ পেয়েছিল।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ কাফ—হা—ইয়া—আ'ইন—সাদ—যথেষ্ট (তুমি) পরিচালক (রূপে) হে জ্ঞানী সত্যপরায়ণ।

২ তোমার পালয়িতার করুণার স্মরণ তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি।

৩ যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে আহ্বান করেছিলেন অনুচ্চ কণ্ঠে—

৪ বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে আর আমার মাথায় সাদা চুল চক্‌চক্ করছে, আর হে আমার পালয়িতা, আমি কখনো নিরাশ হই নি তোমার কাছে আমার প্রার্থনায় ;

৫ আর নিঃসন্দেহ আমি আমার জ্ঞাতিদের ভয় করি আমার পরে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সেজন্য তোমার কাছ থেকে আমাকে দাও একজন উত্তরাধিকারী—

৬ যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর ইয়াকুবের পরিজনেরও উত্তরাধিকারী হবে, আর হে আমার পালয়িতা, তাকে এমন করো যার প্রতি তুমি প্রসন্ন।

৭ হে যাকারিয়া, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে একটি বালকের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া (জন) : এর পূর্বে কাউকে আমি তার তুল্য করি নি।

৮ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, কেমন ক'রে আমার ছেলে হতে পারে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমি পৌঁছেছি বার্ধক্যের চরম দশায়?

৯ তিনি বললেন : তাই হবে ; তোমার পালয়িতা বলেন : এ আমার জন্য সহজ, আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

১০ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন : এই তোমার (জন্য) নিদর্শন যে তুমি লোকদের সঙ্গে কথা বলবে না তিন রাত্রি (তিন দিন) ভালো স্বাস্থ্যে।

১১ এর পর তিনি তাঁর উপাসনা স্থান থেকে তাঁর লোকদের কাছে গেলেন, তার পর তিনি তাদের ইঙ্গিতে বললেন : তোমাদের পালয়িতার মহিমা কীর্তন করো প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

১২ হে ইয়াহ্‌ইয়া, গ্রন্থ ধারণ করো সবলে ; আর আমি তাঁকে জ্ঞান দিয়েছিলাম যখন (তিনি ছিলেন) বালক ;

১৩ আর আমার তরফ থেকে সদয়তা আর পবিত্রতা, আর তিনি ছিলেন একজন সীমারক্ষাকারী ;

১৪ আর তাঁর পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, আর তিনি ছিলেন না উদ্ধত, দুর্বিনীত।

১৫ আর শান্তি তাঁর উপরে যেদিন তিনি জন্মেছিলেন আর যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে, আর যেদিন তাঁকে তোলা হবে জীবিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ আর গ্রন্থে মরিয়মের নাম উল্লেখ করো—যখন তিনি তাঁর পরিজন থেকে সরে গিয়েছিলেন পুবের দিকের এক জায়গায় ;

১৭ তিনি অবলম্বন করেছিলেন পর্দা তাদের থেকে, তার পর আমি তাঁকে পাঠাই আমার প্রেরণা, আর তাঁর সামনে দেখা দিয়েছিল এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

১৮ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমার থেকে আশ্রয় খুঁজি করুণাময়ের কাছে যদি তুমি একজন সীমারক্ষাকারী হও।

১৯ সে বললে : আমি তোমার পালয়িতার বাণীবাহক মাত্র যেন আমি তোমাকে দান করতে পারি এক অনিন্দ্য পুত্র।

২০ তিনি বললেন : আমার কেমন করে ছেলে হতে পারে যখন কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নি, আমি শাসনও লঙ্ঘন করি নি?

২১ সে বললে : এইভাবেই ; তোমার পালয়িতা বলেন : এ আমার জন্য সহজ আর যেন আমি তাঁকে মানুষদের কাছে এক নিদর্শন করতে পারি, আর আমার থেকে এক করুণা ; আর এ একটি ব্যাপার যার বিধান করা হয়েছে।

২২ সুতরাং তিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন, তার পর নিজেকে সরিয়ে নিলেন এক দূরবর্তী স্থানে।

২৩ আর (প্রসব) বেদনা তাঁকে বাধ্য করলো এক খেজুর গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিতে। তিনি বললেন : হায়, যদি এর পূর্বে আমার মৃত্যু হোতো—যেতাম মিলিয়ে—সবার ভুলে-যাওয়া।

২৪ এর পর তাঁকে ডেকে বললে তাঁর নিচে থেকে : দুঃখ ক'রো না, নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তোমার নিচে দিয়ে একটি জলধারা বইয়ে দিয়েছেন ;

২৫ আর খেজুর গাছের গুঁড়ি তোমার দিকে নাড়ো, তবে তোমার উপরে ফেলবে টাট্‌কা পাকা খেজুর।

২৬ অতএব খাও আর পান করো আর চোখ তৃপ্ত করো ; তার পর যদি কোনো মানুষকে দেখো, বলো : নিঃসন্দেহ আমি রোজা মানত করেছি করুণাময়ের কাছে সেজন্য কোনো লোকের সঙ্গে আজ আমি কথা বলবো না।

২৭ আর তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর লোকদের কাছে এলেন, তাঁকে বহন ক'রে। তারা বললে : হে মরিয়ম, নিশ্চয় তুমি অদ্ভুত কিছু নিয়ে এসেছ।

২৮ হে হারুণের ভগিনী, তোমার বাপ বদলোক ছিল না, তোমার মা'ও অসতী স্ত্রীলোক ছিল না।

২৯ কিন্তু তিনি তাঁর দিকে নির্দেশ করলেন। তারা বললে : কেমন ক'রে আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে যে দোলনায়—এক শিশু ?

৩০ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ্ আমি আল্লাহ্‌র একজন দাস, তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়েছেন আর আমাকে নবী করেছেন,

৩১ আর তিনি আমাকে পুণ্যময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি, আর তিনি আমার উপরে বিধান করেছেন উপাসনা ও যাকাত যতদিন আমি বাঁচি—

৩২ আর (আমাকে করেছেন) আমার জননীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, আর তিনি আমাকে করেন নি অহঙ্কারী করুণাবঞ্চিত ;

৩৩ আর শান্তি আমার উপরে যেদিন আমি জন্মেছিলাম, আর যেদিন আমি মরবো আর যেদিন আমাকে তোলা হবে জীবিত।

৩৪ এই হচ্ছেন ঈসা, মরিয়ম-পুত্র, (এই-ই) সত্য বাণী, যে সম্বন্ধে তারা বিতর্ক করে।

৩৫ এ আল্লাহ্‌র জন্য (সঙ্গত) নয় যে তিনি একটি পুত্র গ্রহণ করবেন। তাঁরই মহিমা ! তিনি যখন কিছু বিধান করেন, তিনি শুধু বলেন : হও, আর তা হয়।

৩৬ আর নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ আমার পালয়িতা আর তোমাদের পালয়িতা ; সেজন্য তাঁর উপাসনা করো—এই সরল পথ।

৩৭ কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দল পরস্পরের সঙ্গে মতভেদ করেছিল, সেজন্য আফসোস তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে, এক ভয়ঙ্কর দিনে যে একত্রিত হতে হবে সেই কারণে।

৩৮ কত স্পষ্টভাবে তারা শুনবে আর কত স্পষ্টভাবে তারা দেখবে সেইদিন যেদিন তারা আমার কাছে আসবে ; কিন্তু অন্যায়কারীরা আজ স্পষ্ট ভুলের মধ্যে।

৩৯ আর তাদের সাবধান করো সেই মহা আফসোসের দিন সম্বন্ধে যখন ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে ; এখন তারা অবহেলায় (পূর্ণ) আর তারা বিশ্বাস করে না।

৪০ নিঃসন্দেহ্ আমি পৃথিবীর উত্তরাধিকারী, আর যারা এর উপরে আছে, আর আমার কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪১ আর ইব্রাহিমের নাম উল্লেখ করো গ্রন্থে ; নিঃসন্দেহ্ তিনি ছিলেন একজন সত্যপরায়ণ—একজন নবী।

৪২ যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, কেন তুমি তার উপাসনা করো যা শোনে না, দেখে না, তোমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে না ?

৪৩ হে আমার পিতা, নিঃসন্দেহ্ জ্ঞান আমার কাছে এসেছে যা তোমার কাছে আসে নি, সেজন্য আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে চালাবো ঠিক পথে।

৪৪ হে আমার পিতা, শয়তানের উপাসনা ক'রো না, নিঃসন্দেহ্ শয়তান করুণাময়ের অবাধ্য।

৪৫ হে আমার পিতা, নিঃসন্দেহ্ আমি ভয় করি পাছে করুণাময়ের তরফ থেকে এক শাস্তি তোমার উপরে এসে পড়ে তার ফলে তুমি হয়ে পড়ো শয়তানের সঙ্গী।

৪৬ সে বললে : হে ইব্রাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের অপছন্দ করো? তুমি যদি না থামো তবে আমি তোমাকে পাথর মারবো, আমার থেকে দূরে চলে যাও।

৪৭ তিনি বললেন : তোমার উপর শান্তি (কামনা করি,) আমি আমার পালয়িতার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিঃসন্দেহ্ তিনি আমার প্রতি চিরস্নেহময়।

৪৮ আর আমি সরে যাবো তোমাদের থেকে আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমরা যাকে ডাকো (তার থেকে), আর আমি ডাকবো আমার পালয়িতাকে, হতে পারে আমার পালয়িতাকে ডেকে আমি করুণাবঞ্চিত থাকবো না।

৪৯ সেজন্য যখন তিনি সরে গেলেন তাদের থেকে আর তারা যার উপাসনা করতো আল্লাহ্ ভিন্ন (তার থেকে), আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইস্‌হাককে ও ইয়াকুবকে, আর তাদের প্রত্যেককে আমি নবী করেছিলাম।

৫০ আর আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার করুণা থেকে আর তাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম উঁচু আর অকৃত্রিম খ্যাতি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫১ আর গ্রন্থে মূসার উল্লেখ করো ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন পবিত্রহৃদয়, আর তিনি ছিলেন একজন রসুল (বাণীবাহক), একজন নবী (সংবাদদাতা)।

৫২ আর আমি তাঁকে ডেকেছিলাম পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল থেকে, আর আমি তাঁকে নিকটে এনেছিলাম (আমার সঙ্গে) যোগে।

৫৩ আর আমার করুণা থেকে তাঁকে দিয়েছিলাম তাঁর ভাই হারুণ—(তিনিও) একজন নবী।

৫৪ আর গ্রন্থে ইসমাইলের উল্লেখ করো, নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন সত্যপরায়ণ (তাঁর) অঙ্গীকারে, আর তিনি ছিলেন একজন রসূল, একজন নবী।

৫৫ আর তাঁর পরিজনের উপরে বিধান করেছিলেন উপাসনা আর যাকাত, আর তাঁর পালয়িতার সমীপে তিনি ছিলেন প্রীতিভাজন।

৫৬ আর গ্রন্থে ইদরিসের উল্লেখ করো, নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন একজন সত্যপরায়ণ মানুষ, একজন নবী।

৫৭ আর আমি তাঁকে উন্নীত করেছিলাম এক উন্নত গ্রামে।

৫৮ এরাই তাঁরা যাঁদের উপরে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন আদমের বংশধরদের নবীদের মধ্যে থেকে, আর যাদের আমি নূহ্-এর সঙ্গে বহন করেছিলাম তাদের থেকে আর ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধরদের থেকে, আর যাদের আমি পথ দেখিয়েছিলাম তাদের থেকে ; যখন করুণাময়ের নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হোতো তারা পতিত হোতো সেজদারত হয়ে ও অশ্রুমোচন করতে করতে।

৫৯ আর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এক পরবর্তী পুরুষ যারা উপাসনা বিফল করেছে আর অনুসরণ করেছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ, সেজন্য তারা পাবে বঞ্চনা—

৬০ তারা ব্যতীত যারা অনুশোচনা করে আর বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে ; এরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে আর এদের প্রতি অন্যায় করা হবে না কিছুমাত্র—

৬১ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে—যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় তাঁর দাসদের দিয়েছেন অজানা জগতে ; নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরসফল।

৬২ সেখানে তারা শুনবে না কোনো বৃথা কথা 'শান্তি' এই ভিন্ন, আর সেখানে তারা তাদের জীবিকা পাবে প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

৬৩ এই সেই বেহেশ্‌ত যার উত্তরাধিকারী আমি আমার দাসদের করি যারা সীমারক্ষা করে।

৬৪ আর আমরা (ফেরেশ্‌তারা) অবতরণ করি না তোমার পালয়িতার নির্দেশে ভিন্ন ; তাঁরই যা আছে আমাদের সামনে আর যা আছে আমাদের পিছনে, আর যা এই দুইয়ের মধ্যে, আর তোমার পালয়িতা বিস্মরণশীল নন ;

৬৫ পালয়িতা তিনি আকাশের ও পৃথিবীর আর তাদের মধ্যে যা আছে, অতএব তাঁর উপাসনা করো, আর তাঁর উপাসনায় ধৈর্যশীল হও। জানো কি কাউকে যে তাঁর সমকক্ষ ?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৬ আর মানুষ বলে : যখন ম'রে গেছি (তার পর) সত্যই কি আমাকে ফিরিয়ে আনা হবে জীবন্ত করে ?

৬৭ মানুষের কি খবর নেই যে তাকে আমি পূর্বে সৃষ্টি করেছিলাম যখন সে কিছুই ছিল না ?

৬৮ সেজন্য তোমার পালয়িতার শপথ, আমি নিশ্চয় তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, আর শয়তানদেরও, তার পর নিশ্চয় তাদের হাজির করবো জাহান্নামের চারধারে নতজানু অবস্থায়।

৬৯ তার পর নিশ্চয় আমি তাদের প্রত্যেক দল থেকে বার করবো তাকে যে ছিল বিদ্রোহে সবচাইতে অনমনীয় করুণাময়ের বিরুদ্ধে।

৭০ পুনরায়—নিশ্চয় আমি জানি ভালো তাদের যারা সেখানে দগ্ধ হবার জন্য সব চাইতে যোগ্য পাত্র।

৭১ আর তোমাদের একজনও নেই যে সেখানে না আসবে ; এটি তোমার পালয়িতার এক স্থির বিধান।

৭২ তার পর আমি তাদের উদ্ধার করবো যারা সীমারক্ষা করেছিল, আর অন্যায়কারীদের আমি রেখে দেবো তাদের নতজানুর উপরে।

৭৩ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয় তখন যারা অবিশ্বাসী তারা বলে বিশ্বাসীদের : দুই দলের (তোমাদের ও আমাদের) কোন্‌টি বেশি ভালো অবস্থানে আর বেশি সুন্দব সৈন্যদলরূপে ?

৭৪ আর কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে যারা বেশি ভালো ছিল দ্রব্যসম্ভারে আর বাইরের সাজসজ্জায়।

৭৫ বলো : যে ভুলে থাকে করুণাময় নিশ্চয় বাড়িয় দেবেন তার দিবসের দৈর্ঘ্য যে পর্যন্ত না তারা দেখে যার কথা তাদের বলা হয়েছিল—হয় শাস্তি নয় সেই সময় ; তখন তারা জানবে কে বেশি মন্দ অবস্থানে আর বেশি দুর্বল সৈন্যদলরূপে।

৭৬ আর আল্লাহ্‌ বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি যারা ঠিক পথে চলে ; আর চিরস্থায়ী ভালো কাজ তোমার পালয়িতার কাছে সব চাইতে ভালো পুরস্কার দানের জন্য আর সুফল প্রসবের জন্য।

৭৭ তাকে কি তুমি দেখেছ যে আমার নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে আর বলে : নিঃসন্দেহ আমাকে ধন ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবে।

৭৮ সে কি অদৃশ্যকে পাঠ করেছে, অথবা সে করুণাময়ের সঙ্গে এক সন্ধি করেছে?

৭৯ কখনোই না! আমি লিখি যা সে বলে, আর আমি বাড়িয়ে দেবো তার জন্য শাস্তির দৈর্ঘ্য।

৮০ আর আমি সে-সবের উত্তরাধিকারী হবো যার কথা সে বলছে, আর আমার কাছে সে আসবে একলা (তার ধন ও সন্তান-সন্ততি সঙ্গে না নিয়ে)।

৮১ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্যদের গ্রহণ করেছে যেন তারা তাদের জন্য হতে পারে এক শক্তি।

৮২ নিশ্চয়ই না। তারা তাদের প্রতি তাদের বন্দনা অস্বীকার করবে, আর তারা হবে তাদের বিপক্ষ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৮৩ তুমি কি দেখো না আমি শয়তানদের পাঠিয়েছি অবিশ্বাসীদের উপরে তাদের ক্রমাগত উত্তেজিত করতে?

৮৪ সেজন্য তাদের সম্বন্ধে ব্যস্ত হ'য়ো না; আমি শুধু তাদের জন্য দিনের সংখ্যা বাড়াচ্ছি।

৮৫ যেদিন আমি তাদের একত্রিত করবো যারা করুণাময়ের সীমারক্ষা করে—একটি প্রশংসিত দল;

৮৬ আর আমি অপরাধীদের তাড়িয়ে দেবো জাহান্নামে—পিপাসার্ত—

৮৭ তাদের সুপারিশের কোনো ক্ষমতা থাকবে না—যে ভিন্ন যে করুণাময়ের সঙ্গে একটি সন্ধি করেছে।

৮৮ আর তারা বলে : করুণাময় একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন।

৮৯ নিঃসন্দেহ তোমরা অবতারণা করেছ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার—

৯০ এর দ্বারা আকাশ প্রায় বিদীর্ণ হয়েছে আর পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়েছে, আর পাহাড়গুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছে—

৯১ তারা যে করুণাময়কে একটি পুত্র আরোপ করে।

৯২ আর একটি করুণাময়ের যোগ্য নয় যে তিনি একটি পুত্র গ্রহণ করবেন।

৯৩ কেউ নেই আকাশে ও পৃথিবীতে যে করুণাময়ের কাছে আসবে দাসরূপে ভিন্ন।

৯৪ নিঃসন্দেহ তিনি তাদের জানেন আর তাদের সংখ্যা করেন যথাযথভাবে।

৯৫ আর পুনরুত্থানের দিনে তাদের প্রত্যেকে তাঁর কাছে আসবে একলা।

৯৬ নিঃসন্দেহ, যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, তাদের জন্য করুণাময় আনবেন প্রেম।

৯৭ সেজন্য আমি এটিকে (এই গ্রন্থকে) তোমার জিহ্বায় সহজ করেছি যেন তুমি এর দ্বারা সুসংবাদ দিতে পারো সীমারক্ষাকারীদের, আর এর দ্বারা সাবধান করতে পারো একটি প্রবল তার্কিক জাতিকে।

৯৮ আর কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে! তাদের একজনকেও কি তুমি দেখো, অথবা তাদের থেকে কোনো শব্দ কি তুমি শোনো?

তা হা

[কোর্‌আন শরীফের বিংশ সূরা তা হা। এই সাংকেতিক অক্ষর দুটির অর্থ হে মানব—এই অনেকে বলেছেন। এটি এর পূর্ববর্তী সূরা মরিয়মের মতো প্রাথমিক মক্কীয়, কেন না এরই কিছু অংশ পাঠ করে হয্‌রত ওমর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন হয্‌রতের প্রচারক জীবনের ষষ্ঠ বৎসরে।

এই যুগের অন্যান্য সূরার মতো এতেও প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে হয্‌রতের ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা হা—হে মানব,

২ আমি তোমার কাছে কোর্‌আন অবতীর্ণ করি নি যে তুমি বিপন্ন বোধ করবে—

৩ (অবতীর্ণ করি নি) স্মারকরূপে ভিন্ন তার কাছে যে ভয় করে,—

৪ একটি অবতরণ তাঁর কাছ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী আর উঁচু আকাশ।

৫ করুণাময় সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনের উপরে।

৬ তাঁরই যা আছে আকাশে, আর যা আছে পৃথিবীতে, আর যা আছে দুয়ের মধ্যে, আর যা আছে ভিজে মাটির নিচে।

৭ আর যদি কথা জোরে বলো, তবে নিঃসন্দেহ তিনি গোপনের জ্ঞাতা আর তার চাইতেও যা লুকোনো।

৮ আল্লাহ্—নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন, তাঁরই শ্রেষ্ঠ নামসমূহ।

৯ আর মূসার কাহিনী কি তোমার কাছে এসেছে?

১০ তিনি যখন আগুন দেখলেন তিনি তাঁর পরিজনদের বললেন : থামো, নিঃসন্দেহ আমি একটি আগুন দেখছি, সম্ভবতঃ তার থেকে তোমাদের জন্য আনতে পারবো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আগুনের কাছে একটি পথনির্দেশ পাবো।

১১ আর যখন তিনি তার কাছে এলেন তাঁকে নাম ধরে ডাকা হোলো : হে মূসা,

১২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার পালয়িতা, সেজন্য তোমার জুতো খুলে ফেলো, যেহেতু নিঃসন্দেহ তুমি তুওয়া-র পবিত্র উপত্যকায় ;

১৩ আর আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি, সেজন্য শোনো যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয় ;

১৪ নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্, কোনো উপাস্য নেই আমি ভিন্ন, সেজন্য আমার বন্দনা করো, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আমার স্মরণে,

১৫ নিঃসন্দেহ সেই সময় আসছে, কিন্তু আমি চাই তা গোপন রাখতে যেন প্রত্যেক প্রাণ পুরস্কৃত হতে পারে যার জন্য সে চেষ্টা করে ;

১৬ সেজন্য যে এতে বিশ্বাস করে না, আর তার কামনার অনুবর্তী হয়, সে তোমাকে এ থেকে না ফেরাক, তাহলে তুমি বিনষ্ট হবে।

১৭ আর হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটি কি?

১৮ তিনি বললেন : এ আমার লাঠি, আমি এর উপরে ভর দিই, আর এই দিয়ে ডালে মারি আমার ভেড়াদের জন্য ; আর এ দিয়ে আমি অন্য কাজও করি।

১৯ তিনি বললেন : ওটি মাটিতে ফেলো হে মূসা।

২০ সুতরাং তিনি তা মাটিতে ফেললেন, আর নিঃসন্দেহ তা হোলো এক সাপ—গড়িয়ে যাচ্ছে!

২১ তিনি বললেন : ওটা ধরো, আর ভয় পেয়ো না, আমি ওটি ওর পূর্বের অবস্থায় নেবো।

২২ আর তোমার হাত তোমার বগলের মধ্যে দাও ; তা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনো দোষক্রটি বিনা ; (এটি) অন্য নিদর্শন।

২৩ যেন আমি তোমাকে দেখাতে পারি আমার আরো বড় নিদর্শন,

২৪ (সেজন্য) ফেরাউনের কাছে যাও, নিঃসন্দেহ সে বিদ্রোহী হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৫ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা ; আমার বক্ষ আমার জন্য প্রসারিত করো,

২৬ আর আমার কাজ আমার জন্য সহজ করো,

২৭ আর আমার জিহ্বা থেকে গ্রন্থি (জড়তা) খুলে দাও—

২৮ যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে ;

২৯ আর আমার পরিজন থেকে আমাকে এক সাহায্যকারী দাও—

৩০ আমার ভাই হারুণকে ;

৩১ আমার পৃষ্ঠদেশ সবল করো তাকে দিয়ে।

৩২ আর তাকে যুক্ত করো আমার কাজে,

৩৩ যেন আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি প্রচুরভাবে,

৩৪ আর তোমাকে স্মরণ করতে পারি বহুভাবে ;

৩৫ নিঃসন্দেহ তুমি আমাদের দেখছ।

৩৬ তিনি বললেন : হে মূসা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো ;

৩৭ আর নিঃসন্দেহ আমি অন্য সময় তোমার উপরে অনুগ্রহ করেছিলাম—

৩৮ যখন আমি তোমার মাতাকে প্রত্যাদেশ (প্রেরণা) দিয়েছিলাম যে-প্রেরণা দেবার,

৩৯ এই বলে : তাকে একটি সিন্দুকে রাখো, তার পর তা নদীতে ফেলে দাও, তার পর নদী তাকে তীরে ফেলবে, সেখানে তাকে তুলে নেবে একজন যে আমার শত্রু আর তারও শত্রু, আর আমি তোমার উপরে নিক্ষেপ করেছিলাম মমতা আমার থেকে যেন তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হতে পারো।

৪০ আর যখন তোমার ভগিনী গিয়ে বলেছিল : তোমাদের কি তাকে দেখিয়ে দেবো যে তাকে পালন করবে? আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তোমার মাতাকে যেন তার চোখ তৃপ্ত হতে পারে আর সে দুঃখ না করে। আর তুমি একটি লোককে মেরে ফেলেছিলে, তার পর আমি তোমাকে সেই দুঃখ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম এক কঠিন পরীক্ষায়। তার পর তুমি বহু বৎসর ছিলে মাদিয়ানের লোকদের মধ্যে, তারপর হে মূসা, তুমি এখানে এসেছিলে যেমন বিধান করা হয়েছে।

৪১ আর আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি আমার জন্য ;

৪২ তুমি আর তোমার ভাই যাও আমার নির্দেশাবলী নিয়ে, আর আমার স্মরণে শিথিল হ'য়ো না।

৪৩ যাও ফেরাউনের কাছে, নিঃসন্দেহ সে বিদ্রোহী হয়েছে,

৪৪ তার পর তাকে বলো কোমল কথা, হতে পারে সে মনোযোগ দেবে অথবা ভয় করতে পারে।

৪৫ দুইজনেই বললেন : হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমরা ভয় করি যে সে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রতি মন্দ কিছু করে অথবা সে কোনো কথাই না শোনে।

৪৬ তিনি বললেন : ভয় ক'রো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের দুইজনের সঙ্গে, আমি শুনি ও দেখি।

৪৭ সেজন্য তোমরা দুইজনই যাও তার কাছে আর বলো : নিঃসন্দেহ আমরা তোমার পালয়িতার থেকে দুই বাণীবাহক, সেজন্য ইসরাইলবংশীয়দের আমাদের সঙ্গে পাঠাও আর তাদের নির্যাতন ক'রো না। নিঃসন্দেহ আমরা তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক নির্দেশ এনেছি, আর শান্তি তার উপরে যে পথনির্দেশ অনুসরণ করে ;

৪৮ নিঃসন্দেহ আমাদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যে নিশ্চয় শাস্তি তার উপরে এসে পড়বে যে প্রত্যাখ্যান করে ও ফিরে যায়।

৪৯ (ফেরাউন) বললে : কে তোমাদের পালয়িতা, হে মূসা ?

৫০ তিনি বললেন : আমাদের পালয়িতা তিনি যিনি সব-কিছুকে দিয়েছেন তার স্বভাব তার পর চালিত করেছেন তাকে তার লক্ষ্যে।

৫১ সে বললে : তবে পূর্বের পুরুষদের লোকদের অবস্থা কি ?

৫২ তিনি বললেন : তার জ্ঞান আমার পালয়িতার কাছে একটি গ্রন্থে ; আমার পালয়িতা ভুল করেন না, ভুলেও যান না—

৫৩ যিনি পৃথিবীকে করেছেন একটি বিছানা, আর তাতে তোমাদের জন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন পথ, আর আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন পানি তার দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বহু ধরনের গাছপালা ;

৫৪ খাও আর তোমাদের গৃহপালিত পশুদের চরাও ; নিঃসন্দেহ এতে আছে নির্দেশাবলী যারা জ্ঞানী তাদের জন্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫৫ এই থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি, আর এতেই তোমাদের ফিরে পাঠাবো আর এর থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয় বার তুলবো।

৫৬ আর নিঃসন্দেহ আমি তাকে দেখিয়েছিলাম আমার নিদর্শনসমূহ, সবগুলো, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর অস্বীকার করেছিল।

৫৭ সে বলেছিল : হে মূসা, তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ যে আমাদের দেশ থেকে বার ক'রে দেবে তোমার জাদুর দ্বারা ?

৫৮ কিন্তু নিঃসন্দেহ আমরাও তোমাদের সামনে এর মতো জাদু দেখাবো, সে জন্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি অঙ্গীকার হোক যা আমরা ভাঙবো না, আমরাও না তোমরাও না— সুবিধাজনক একটি জায়গায়।

৫৯ (মূসা) বললেন : তোমাদের অঙ্গীকারের দিন উৎসবের দিন,আর লোকেরা জড়ো হোক সকালের দিকে।

৬০ তার পর ফেরাউন ফিরে গেল, আর তার ফন্দি ঠিক করলো, তার পর ফিরে এলো।

৬১ মূসা তাদের বললেন : আফসোস তোমাদের জন্য ! আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি ক'রো না পাছে তিনি তোমাদের ধ্বংস করেন এক শাস্তির দ্বারা, আর যে (মিথ্যা) তৈরি করে নিঃসন্দেহ সে ব্যর্থ হয়।

৬২ তার পর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো তাদের ব্যাপার সম্বন্ধে, আর তাদের সেই আলোচনা গোপন রাখল।

৬৩ তারা বললে : এরা দুইজন নিশ্চয়ই দুই জাদুকর যারা তাদের জাদু দিয়ে তোমাদের বার করে চায় তোমাদের দেশ থেকে, আর নষ্ট করতে চায় তোমাদের শ্রেষ্ঠ আচার–ধারা।

৬৪ সেজন্য তোমাদের করণীয় ঠিক করে ফেলো, তার পর সার বেঁধে এসো ; আর সেই আজ বিজয়ী হবে যে উপরহাত হতে পারবে।

৬৫ তারা বললে : হে মূসা, তুমি ফেলবে, না আমরা আগে ফেলবো ?

৬৬ তিনি বললেন : না, তোমরা ফেলো। তা পর তাদের দড়ি ও লাঠি তাদের জাদুর গুণে নিঃসন্দেহ তাঁর মনে হয়েছিল যেন তারা দৌড়চ্ছে !

৬৭ আর মূসার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

৬৮ আমি বলেছিলাম : ভয় ক'রো না—নিঃসন্দেহ তুমি হবে উপরহাত।

৬৯ ফেলো তোমার ডান হাতে যা আছে, তা খেয়ে ফেলবে তারা যা তৈরি করেছে ; নিঃসন্দেহ তারা যা তৈরি করেছে তা জাদুকরের ফন্দি, আর জাদুকর কখনো সফল হবে না যত কৃতিত্বই তার লাভ হোক।

৭০ আর জাদুকররা পড়লো সেজদারত হয়ে, তারা বললে : আমরা বিশ্বাস করি মূসা ও হারুণের পালয়িতায়।

৭১ (ফেরাউন) বললে : তোমরা তাতে বিশ্বাস করো আমি তোমাদের অনুমতি দেবার পূর্বে? নিঃসন্দেহ সে-ই তোমাদের প্রধান যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে, সেজন্য নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত পা কাটবো বিপরীত দিকে, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শূলে দেবো খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে, আর নিশ্চয় তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার দেওয়া শাস্তি বেশি কঠোর আর বেশি স্থায়ী।

৭২ তারা বললে : আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ যা এসেছে, আর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেসবের উপরে আমরা তোমাকে স্থান দিই না ; সেজন্য বিধান করো যা তোমার বিধান হয় ; তুমি কেবল করতে পারো এই দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে।

৭৩ নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের পালয়িতায় বিশ্বাস করি যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপ আর জাদু যাতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে ; আর আল্লাহ্‌ বেশি ভালো আর বেশি স্থায়ী।

৭৪ যে কেউ তার পালয়িতার কাছে আসে অপরাধী হ'য়ে, তার জন্য নিঃসন্দেহ জাহান্নাম, সে তাতে মরবে না আর বাঁচবেও না।

৭৫ আর যে কেউ তাঁর কাছে আসে বিশ্বাসী হয়ে, (আর) সে ভালো কাজ করেছে, নিঃসন্দেহ এরাই তারা যাদের জন্য উঁচু স্তরসমূহ—

৭৬ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত—যাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী—স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, আর এই প্রাপ্য তার যে নিজেকে পবিত্র করেছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৭৭ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : আমার দাসদের নিয়ে যাও রাত্রে, আর তাদের জন্য সমুদ্রে একটি শুক্‌নো পথ তৈরি করো ধরা পড়বার ভয় না করে ভীত না হয়ে।

৭৮ আর ফেরাউন তাদের অনুসরণ করেছিল তার সৈন্যদল নিয়ে, তার পর সমুদ্র থেকে তাদের উপরে পড়েছিল যা এসে পড়েছিল।

৭৯ আর ফেরাউন তার লোকদের পথভ্রান্ত করেছিল, আর সে (তাদের) পথে চালিত করে নি।

৮০ হে ইসরাইল-সন্তানগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রু থেকে আর আমি তোমাদের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলাম পবিত্র পর্বতের পার্শ্বে আর তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলাম মান্না ও সালওয়া :

৮১ আমি তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ভালো যা তাই খাও, আর সীমালঙ্ঘনকারী হ'য়ো না সেসব সম্বন্ধে পাছে তোমাদের সম্বন্ধে আমার রোষ বৈধ হয়, আর যার জন্য আমার রোষ বৈধ হয় সে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হবে।

৮২ আর নিঃসন্দেহ আমি ক্ষমাশীল তার প্রতি যে ফেরে, আর বিশ্বাস করে, আর ভালো কাজ করে, তার পরে ঠিক পথে চলে।

৮৩ আর কি তোমাকে তাড়াতাড়ি এনেছে তোমার লোকদের থেকে হে মূসা?

৮৪ তিনি বললেন : তারা আমার পিছনে পিছনে এখানে এসেছে, আর আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি হে আমার পালয়িতা, যেন তুমি প্রসন্ন হও।

৮৫ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমার পরে তোমার লোকদের পরীক্ষা করেছি, আর সমিরি[১] তাদের বিপথে নিয়েছে।

৮৬ এর পর মূসা তাঁর লোকদের কাছে ফিরে এলেন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে। তিনি বলেন : হে আমার জাতি, তোমাদের পালয়িতা কি তোমাদের দেন নি উৎকৃষ্ট প্রতিশ্রুতি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময় তোমাদের দীর্ঘ মনে হয়েছিল? অথবা তোমরা কি চেয়েছিলে যে তোমাদের পালয়িতার রোষ তোমাদের জন্য বৈধ হোক যার জন্য তোমরা আমাকে দেওয়া কথার খেলাপ করেছ?

৮৭ তারা বললে : আমরা নিজেদের ইচ্ছায় তোমাকে দেওয়া কথার খেলাপ করি নি, কিন্তু লোকদের গহনার বোঝা আমাদের উপরে চাপানো হয়েছিল, তার পর আমরা সেসব ফেলে দিই (আগুনে), আর এইই সমিরি করতে বলেছিল।

৮৮ তার পর সে তাদের জন্য তৈরি করেছিল একটি গোবৎস্য, জাফরানী রঙের, যা অনুচ্চ শব্দ করতো, আর তারা বলেছিল : এই তোমাদের উপাস্য আর মূসার উপাস্য ; কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল।

---

১. যে সোনার গাভী তৈরি করেছিল।

৮৯ তবে কি তারা দেখে নি যে তা তাদের বক্তব্যের কোন উত্তর দিত না, আর তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না তাদের সম্পর্কে অপকারের বা উপকারের উপরে?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৯০ আর নিঃসন্দেহ হারুণ তাদের পূর্বেই বলেছিলেন : হে আমার জাতি, তোমরা এর দ্বারা শুধু পরীক্ষিত হচ্ছ, আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা হচ্ছেন করুণাময়, সেজন্য আমার অনুসরণ করো আর আমার নির্দেশ পালন করো।

৯১ তারা বলেছিল : আমরা কিছুতেই এর পূজা থেকে বিরত হবো না যে পর্যন্ত না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসেন।

৯২ (মূসা) বললেন : হে হারুণ কিসে তোমাকে নিষেধ করেছিল যখন দেখলে তারা বিপথে গেছে—

৯৩ তার ফলে তোমরা আমার অনুসরণ করো নি? তবে কি তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলে?

৯৪ তিনি বললেন : হে আমার মাতার পুত্র, আমার দাড়ি ধরো না মাথাও না; নিঃসন্দেহ আমি ভয় করেছিলাম পাছে তুমি বলো : তুমি ইসরাইল বংশীয়দের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়েছ আর আমার বক্তব্যের অপেক্ষা করো নি।

৯৫ তিনি বললেন : তবে তোমার কি বক্তব্য হে সমিরি?

৯৬ সে বললে : আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখে নি, সেজন্য আমি আংশিকভাবেই পয়গাম্বরের পথের অনুসরণ করেছিলাম, তার পর তা বিসর্জন দিয়েছিলাম, আমার অন্তরাত্মা এই আমার জন্য ভালো বলেছিল।

৯৭ তিনি বললেন : তবে দূর হও, নিঃসন্দেহ তোমাকে এই সংসারের জীবনে বলতে হবে—ছুঁয়ো না আমাকে। আর নিঃসন্দেহ তোমার জন্য আছে একটি ওয়াদা যা তুমি খেলাপ করতে পারবে না, আর তোমার উপাস্যের দিকে তাকাও যার উপাসনায় তুমি এতদিন রত ছিলে—আমরা নিশ্চয় তাকে পোড়াব আর নিশ্চয় তার ছাই ছড়িয়ে দেবো সমুদ্রের উপরে।

৯৮ তোমাদের উপাস্য কেবল আল্লাহ্, আর কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; তাঁর জ্ঞানে সব-কিছু তিনি ধারণ করেন।

৯৯ এইভাবে আমি তোমার কাছে বিবৃত করি যা আগে ঘটেছে তার (কিছু কিছু) সংবাদ; আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে দিয়েছি আমার কাছ থেকে একটি স্মারক।

১০০ যে কেউ এ থেকে ফিরে যায় সে নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিন বহন করবে একটি বোঝা—

১০১ তার তলায় স্থায়ীভাবে থেকে—একটি মন্দ বোঝা তাদের জন্য কেয়ামতের দিনে,—

১০২ যেদিন শৃঙ্গ ধ্বনিত হবে; আর সেদিন আমি অপরাধীদের একত্রিত করবো—তাদের চোখ সাদা (ভয়ে),

১০৩ নিজেদের মধ্যে তারা বলছে : তোমরা অপেক্ষা করেছো কেবল দশ (দিন)।

১০৪ আমি ভালো জানি কি তারা বলে যখন তাদের মধ্যে যারা আচরণে শ্রেষ্ঠ তারা বলে : তোমরা একদিন মাত্র অপেক্ষা করেছ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

১০৫ আর তারা তোমাকে পাহাড়গুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো : আমার পালয়িতা তাদের সেদিন ভেঙে ছড়ানো ধূলি করবেন,

১০৬ আর তাকে পরিণত করবেন শূন্য সমতলে :

১০৭ তাতে দেখবে না তুমি কোনো বেঁকে-যাওয়া অথবা উঁচুনিচু।

১০৮ সেদিন তারা অনুসরণ করবে আহ্বানকারীর, কোনো বক্রতা নেই তাতে, আর কণ্ঠস্বরগুলো হবে নিচু করুণাময়ের সামনে, তার ফলে তুমি শুনবে না আর কিছু মৃদুস্বর ব্যতীত।

১০৯ সেদিন কোনো সুপারিশে কাজ হবে না তাঁর (সুপারিশ) ব্যতীত যাঁকে করুণাময় অনুমতি দেবেন আর যাঁর কথায় তিনি প্রসন্ন।

১১০ তিনি জানেন কি আছে তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পেছনে, আর তারা তা জ্ঞানে ধারণা করতে পারে না।

১১১ আর মুখগুলো হবে অবনত যিনি চিরজীবন্ত শাশ্বত তাঁর সামনে ; আর যে বহন করে অন্যায় করার বোঝা সে (সেদিন) নিঃসন্দেহ ব্যর্থ।

১১২ আর যে কেউ ভালো কাজ করে, আর সে বিশ্বাসী, তার ভয় নেই অবিচারের অথবা তার প্রাপ্য পেতে দেরি হবার।

১১৩ আর এইভাবে আমি অবতীর্ণ করেছি একটি আরবী কোর্‌আন (ভাষণ) আর তাতে বিশদ করেছি প্রাতশ্রুতিসমূহ যেন তারা সীমারক্ষা করে, অথবাতা যেন বিবৃত করতে পারে তাদের জন্য স্মরণ

১১৪ সেজন্য পরম মহীয়ান আল্লাহ্‌, (যিনি) রাজা, (যিনি) সত্য। আর (হে মোহম্মদ), কোর্‌আন সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি ক'রো না যে পর্যন্ত না তোমার কাছে এর প্রত্যাদেশ পরিপূর্ণ হয়, আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমাকে বাড়িয়ে দাও জ্ঞানে।

১১৫ নিঃসন্দেহ এর পূর্বে আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলাম আদমের সঙ্গে, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল ; আর আমি তাতে পাই নি লেগে থাকা।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

১১৬ আর যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম : আদমকে সেজদা করো, তারা সেজদা করেছিল ইব্‌লিস ব্যতীত ; সে অস্বীকার করেছিল।

১১৭ সেজন্য আমি আদমকে বলেছিলাম : হে আদম, এ একজন শত্রু তোমার প্রতি আর তোমার স্ত্রীর প্রতি, সে যেন তোমাদের বেহেশ্‌ত থেকে তাড়িয়ে না দেয়, যার ফলে তোমাদের শ্রম করতে হবে ;

১১৮ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য (বিধান) করা হয়েছে যে তোমরা তাতে ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না ;

১১৯ আর তোমরা তাতে পিপাসার্ত হবে না, অথবা সূর্যের তাপ ভোগ করবে না।

১২০ কিন্তু শয়তান তাকে মন্দ প্ররোচনা দিয়েছিল, সে বলেছিল : হে আদম, তোমাকে কি চালিত করবো অমরতার গাছের দিকে আর (এমন) এক রাজত্বের দিকে যার ক্ষয় হয় না ?

১২১ তার পর তারা দুইজনই তার থেকে খেলো, তার ফলে তাদের মন্দ প্রবণতাগুলো প্রকাশ পেলো, আর তারা দুজনেই, নিজেদের ঢাক্‌তে লাগলো বাগানের পাতা দিয়ে; আর আদম তার পালয়িতার অবাধ্য হয়েছিল, ততে সে অজ্ঞের মতো কাজ করেছিল।

১২২ তার পর তার পালয়িতা তাকে নির্বাচিত করেছিলেন, আর ফিরেছিলেন তার দিকে, আর তাকে চালিত করেছিলেন।

১২৩ তিনি বললেন : তোমরা চলে যাও এখান থেকে, দুইজনই, তোমাদের একজন অপর জনের শত্রু হয়ে। এর পর নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে আমার থেকে পথনির্দেশ আসবে, তার পর যে আমার পথনির্দেশের অনুসরণ করে সে পথভ্রষ্ট হবে না দুঃখও বোধ করবে না;

১২৪ আর যে কেউ ফিরে যায় আমার স্মরণ থেকে তার জীবন হবে সংকীর্ণ পরিসরের, আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে তুলবো অন্ধ করে।

১২৫ সে বলবে : হে আমার পালয়িতা, কেন তুমি আমাকে অন্ধ ক'রে তুলেছ, আমি তো নিশ্চয় দেখতাম?

১২৬ তিনি বলবেন : এইভাবেই; আমার নির্দেশাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি সেসব অবহেলা করেছিলে, আজও সেইভাবে তুমি পরিত্যক্ত হবে।

১২৭ আর এইভাবে আমি প্রতিদান দিই যে সীমালঙ্ঘন ক'রে চলে আর বিশ্বাস করে না তার পালয়িতার নির্দেশাবলীতে; আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো কঠোর আর আরো স্থায়ী।

১২৮ তবে এটি কি তাদের জন্য যথার্থ এক নির্দেশ দেয় না যে যাদের গৃহে তারা চলাফেরা করছে তাদের কত পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি? নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা বোঝে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

১২৯ আর যদি একটি কথা তোমার পালয়িতার তরফ থেকে আগেই না হয়ে থাকতো, আর একটি নির্ধারিত কাল, তবে বিধান অবশ্যম্ভাবী হতো (এই সংসারেই)।

১৩০ তবে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করো তারা যা বলে, আর তোমার পালয়িতার মহিমা কীর্তন করো তাঁর প্রশংসার দ্বারা সূর্যের উদয়ের পূর্বে, আর তার অস্ত গমনের পূর্বে, আর রাত্রিরও কিছু সময়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করো, আর দিনের দুই প্রান্তে, যেন তুমি প্রসন্নতা পেতে পারো।

১৩১ আর তার দিকে চোখ রেখো না যা তাদের মধ্যেকার কোন কোন দম্পতিকে আমি ভোগ করতে দিয়েছি—দুনিয়ার জীবনের ফুল—যেন তার দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি। তোমার পালয়িতার জীবিকা আরো ভালো আর আরো স্থায়ী।

১৩২ আর নামাযের নির্দেশ দাও তোমার লোকদের আর তাতে লেগে থাকো। আমি তোমাদের কাছে জীবিকা চাই না, আমি তোমাদের জীবিকা দিই; আর পরিণাম সীমারক্ষার জন্য।

১৩৩ আর তারা বলে : কেন সে তার পালয়িতার কাছ্ থেকে আমাদের জন্য একটি নিদর্শন আনে না? তোমাদের কাছে কি এক স্পষ্ট প্রমাণ আসে নি পূর্বের গ্রন্থগুলোয় কি আছে সে সম্বন্ধে?

১৩৪ আর যদি আমি এর পূর্বে তাদের ধ্বংস করতাম কোনো শাস্তি দিয়ে তবে নিশ্চয় তারা বলতো : হে আমাদের পালয়িতা, কেন তুমি আমাদের কাছে একজন পয়গাম্বর পাঠাও নি, তাহলে আমরা তোমার নির্দেশসমূহের অনুসরণ করতে পারতাম এইভাবে আমাদের অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগের পূর্বে।

১৩৫ বলো : প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে, সেজন্য অপেক্ষা করো ; তাহলে তোমরা জানতে পারবে কে ঠিক পথের লোক, আর কে ঠিক পথে চলে।

সপ্তদশ খণ্ড

আল্-আম্বিয়া

[আল্-আম্বিয়া—নবীগণ—কোর্আন শরীফের ২১ সংখ্যক সূরা। এর শেষের দিকের একটি আয়াতে বলা হয়েছে হযরত মোহম্মদ বিশ্বজগতের জন্য একটি করুণা।
এটিকে মধ্যমক্কীয় ভাবা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ মানুষের কাছে এগিয়ে এসেছে তাদের হিসাব, আর তারা ফিরে যাচ্ছে বেখেয়ালিতে।

২ আর তাদের কাছে তাদের পালয়িতার কাছ থেকে কোনো নতুন স্মারক আসে না যা তারা শোনে যখন তারা খেলছে!

৩ তাদের হৃদয় অমনোযোগী ; আর যারা অন্যায়কারী তারা গোপনে পরামর্শ করে : সে কি তোমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন আর কিছু? তবে কি তোমরা জাদুর বশীভূত হবে যখন (তা) দেখছ?

৪ তিনি বললেন : আমার পালয়িতা জানেন কি বলা হয় আকাশে ও পৃথিবীতে আর তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা।

৫ তারা বলে : না—তারা বলে : এসব এলোমেলো স্বপ্ন ; না—সে তৈরি করেছে এটি ; না—সে একজন কবি ; সে বরং আমাদের কাছে আনুক একটি নিদর্শন (যা দিয়ে) সেকালে (পয়গাম্বররা) প্রেরিত হয়েছিল।

৬ যেসব শহর আমি ধ্বংস করেছি তাদের একটিও বিশ্বাস করে নি (যদিও তাদের কাছে নিদর্শন এসেছিল) ; তবে কি তারা বিশ্বাস করবে?

৭ আর আমি তোমার পূর্বে মানুষ ভিন্ন আর কাউকে পাঠাই নি যাদের কাছে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি, সেজন্য স্মারকের অনুবর্তীদের জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।

৮ আমি তাদের এমন দেহ (ধারী) সৃষ্টি করি নি যারা খাবার খায় না, আর তারা চিরবাসিন্দাও ছিল না।

৯ তার পরে তাদের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ করেছিলাম, সুতরাং তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম, আর যাদের আমি ইচ্ছা করেছিলাম, আর ধ্বংস করেছিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদের।

১০ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি এক গ্রন্থ যাতে তোমাদের উল্লেখ আছে; তবে কি তোমাদের বুদ্ধি নেই?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর কত বসতি আমি চূর্ণ করেছি যারা অন্যায়কারী হয়েছিল আর তাদের পরে আমি পত্তন করেছিলাম অন্য লোকদের।

১২ আর যখন তারা অনুভব করেছিল আমার শক্তি, নিঃসন্দেহ তারা তা থেকে পালাতে আরম্ভ করেছিল।

১৩ পালিও না, আর ফিরে এসো যাতে তোমরা অভ্যস্ত ছিলে আরাম-আয়েসে জীবনযাপন করতে, আর তোমাদের আবাসে, যেন তোমরা জিজ্ঞাসিত হতে পারো।

১৪ তারা বলেছিল : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।

১৫ আর তাদের এই কান্না থামে নি যে পর্যন্ত না তাদের করেছিলাম কাটা শস্যের মতো নিশ্চিহ্ন।

১৬ আর আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে আমি সৃষ্টি করি নি খেলার জন্য।

১৭ আর যদি আমি খেলা চাইতাম তবে আমি তা নিজের থেকেই করতে পারতাম, নিশ্চয়ই আমি তা করবো না।

১৮ না—যা সত্য তা আমি ছুঁড়ে মারি যা মিথ্যা তার প্রতি, তাতে এর মাথা ভেঙে যায় আর নিঃসন্দেহ তা অন্তর্হিত হয় ; আর দুর্ভাগ্য তোমাদের যা তোমরা (তাঁতে) আরোপ করো সেজন্য।

১৯ আর যে কেউ আছে আকাশে ও পৃথিবীতে সবাই তাঁর। আর যারা তাঁর সামনে আছে তারা গর্বিত নয় তাঁকে বন্দনা করা সম্বন্ধে, আর তারা ক্লান্ত হয় না।

২০ তারা (তাঁর) মহিমা কীর্তন করে রাত্রি ও দিন—তারা অশিথিল।

২১ অথবা তারা কি উপাস্যদের গ্রহণ করেছে পৃথিবী থেকে যারা মৃতদের পুনর্জীবিত করে?

২২ যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য থাকতো তবে নিঃসন্দেহ দুয়েতেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত ; সেজন্য মহিমা ঘোষিত হোক আল্লাহ্‌র—সিংহাসনের অধীশ্বরের—তারা তাঁতে যা আরোপ করে তার ঊর্ধ্বে।

২৩ প্রশ্ন করা যাবে না তিনি কি করেন সে সম্বন্ধে ; আর তাদের প্রশ্ন করা হবে।

২৪ অথবা তারা কি উপাস্যদের গ্রহণ করেছে তাঁকে ভিন্ন ? বলো : তোমাদের প্রমাণ আনো ; এটি (কোর্‌আন) স্মারক তাদের জন্য যারা আমার সঙ্গে আছে আর স্মারক আমার পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে। না—তারা অনেকেই যা সত্য তা জানে না, তাই তারা বিমুখ হয়।

২৫ আর তোমার পূর্বে আমি কোনো বাণীবাহক পাঠাই নি যাঁকে আমি প্রত্যাদেশ না দিয়েছি যে আমি ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেজন্য আমার উপাসনা করো।

২৬ আর তারা বলে : করুণাময় একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই মহিমা ; না—তাঁরা সম্মানিত দাস।

২৭ তাঁরা কথা বলেন না তাঁর বলার পূর্বে আর তাঁরা কাজ করেন তাঁরই নির্দেশক্রমে।

২৮ তিনি জানেন কি আছে তাঁদের আগে আর কি আছে তাঁদের পরে, আর তাঁরা সুপারিশ করেন না তার জন্য ভিন্ন যাকে তিনি গ্রহণ করেন, আর তার ভয়ে তাঁরা কাঁপেন।

২৯ আর তাদের মধ্যে যে বলবে : নিঃসন্দেহ আমি একজন উপাস্য তিনি ভিন্ন—তাকে আমি প্রতিদান দিই জাহান্নাম এই আমি প্রতিদান দিই অন্যায়কারীদের।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩০ যারা অবিশ্বাস করে তারা কি দেখে না—যে আকাশ ও পৃথিবী ছিল একত্রিত, কিন্তু আমি

তাদের বিচ্ছিন্ন করেছি ; আর আমি জল থেকে করেছি সব প্রাণবন্তের সৃষ্টি[১] ; তারা কি তবে বিশ্বাস করবে না?

৩১ আর আমি পৃথিবীতে স্থাপন করেছি মজবুত পাহাড় যেন তা তাদের সঙ্গে আন্দোলিত না হয় ; আর আমি তাতে তৈরি করেছি চওড়া পথ যেন তারা পথ পায়।

৩২ আর আকাশকে আমি করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফেরায়।

৩৩ আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন আর সূর্য ও চন্দ্র : প্রত্যেকে ভাসছে এক চক্র-পথে।

৩৪ আর কোনো মানুষের জন্য আমি বিধান করি নি স্থায়ী বাস তোমার পূর্বে। কী তাতে যদি তুমি মারা যাও? তারা কি চিরদিন বাঁচবে?

৩৫ প্রত্যেক জনে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ; আর আমি তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ ও ভালো দিয়ে বিপদ ঘটিয়ে ; আর আমার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যখন তোমাকে দেখে তারা তোমাকে ভাবে না বিদ্রূপের পাত্র ভিন্ন : এই নাকি সে-ই যে তোমাদের দেবতাদের কথা বলে। আর করুণাময়ের (রহ্‌মানের) উল্লেখ মাত্রই তারা প্রত্যাখ্যান করে।

৩৭ মানুষ ব্যস্ততা দিয়ে তৈরি। আমার নিদর্শনাবলী—আমি তোমাকে দেখাবো, সেজন্য আমাকে ব'লো না ত্বরান্বিত করতে।

৩৮ আর তারা বলে : কখন এই ওয়াদা ফলবে—যদি সত্যবাদী হও?

৩৯ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যদি জানতো সেই সময় (সম্বন্ধে) যখন তারা আগুন সরিয়ে দিতে পারবে না তাদের মুখ থেকে আর তাদের পিঠ থেকে। আর তাদের সাহায্যও করা হবে না।

৪০ না—তা তাদের উপর এসে পড়বে অতর্কিতে, তার ফলে তারা দিশাহারা হবে, সেজন্য তা এড়াবার শক্তি তাদের থাকবে না, তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

৪১ নিশ্চয় তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল, তার পর যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা ঘেরাও করেছিল তাদের যারা বিদ্রূপ করেছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪২ বলো : কে তোমাদের রক্ষা করেন করুণাময় থেকে রাত্রে ও দিনে? না—তারা মুখ ফেরায় তাদের পালয়িতার উল্লেখ মাত্রে।

৪৩ অথবা তাদের কি উপাস্য আছে যারা তাদের রক্ষা করতে পারে আমার বিরুদ্ধে। তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না, আমার থেকে রক্ষাও পাবে না।

৪৪ না—আমি তাদের ও তাদের পিতাপিতামহদের জীবন উপভোগ করতে দিয়েছিলাম যে পর্যন্ত না জীবন তাদের জন্য দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি তবে দেখে না যে আমি দেশকে শাস্তি দিচ্ছি তার পার্শ্বের হ্রাস ঘটিয়ে? তবে কি তারা জিৎতে পারবে?

---

১. জল থেকে প্রাণের সৃষ্টি এই বৈজ্ঞানিকদের মত। প্রথমে বিশ্বজগৎ ছিল একটি ধূমপুঞ্জ, তা থেকে কালে কালে গ্রহনক্ষত্রদের উৎপত্তি হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধেও এই অনেক বৈজ্ঞানিকের মত।

৪৫ বলো : আমি তোমাদের সতর্ক করি প্রত্যাদেশের দ্বারা, আর বধির আহ্বান শোনে না যখন তাকে সতর্ক করা হয়।

৪৬ আর যদি তোমার পালয়িতার শাস্তির বাতাস তাদের স্পর্শ করতো তবে তারা নিঃসন্দেহ বলতো : হায় দুর্ভাগ্য, নিঃসন্দেহ আমরা অন্যয়কারী ছিলাম।

৪৭ আর কেয়ামতের দিনে আমি স্থাপন করবো নির্ভুল মানদণ্ড, সেজন্য কারো প্রতি অন্যায় করা হবে না আদৌ, আর যদি শর্ষে পরিমাণ ওজনও হয় তাও ধরা পড়বে, আর হিসাবে আমি (একা) যথেষ্ট।

৪৮ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে ও হারুণকে দিয়েছিলাম (ন্যায়-অন্যায়ের) বিভেদকারী শক্তি, আর একটি আলোক, আর একটি স্মারক, তাদের জন্য যারা সীমারক্ষাকারী—

৪৯ যারা তাদের পালয়িতাকে ভয় করে গোপনে, আর তারা ভীত সেই সময় সম্বন্ধে।

৫০ আর এটি এক পুণ্য স্মারক যা আমি অবতীর্ণ করেছি ; তোমরা কি তবে এটি প্রত্যাখ্যান করবে ?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫১ আর নিঃসন্দেহ আমি পূর্বকালের ইব্রাহিমকে তাঁর ঋজুতা দিয়েছিলাম, আর তাঁকে আমি পুরোপুরি জানতাম।

৫২ যখন তিনি তাঁর পিতাকে আর তাঁর লোকদের বললেন : কি এইসব প্রতিমা যাদের বন্দনায় তোমরা লেগে আছ ?

৫৩ তারা বললে : আমাদের পিতাপিতামহদের এদের বন্দনা করতে আমরা দেখেছি।

৫৪ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তোমরা—তোমরা আর তোমাদের পিতাপিতামহরা—স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

৫৫ তারা বললে : তুমি কি আমাদের কাছে সত্য এনেছ, না, তুমি একজন বিদ্রূপকারী ?

৫৬ তিনি বললেন : না—তোমাদের পালয়িতা হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, আর আমি তাদের একজন যারা তার সাক্ষ্য দেয় ;

৫৭ আর আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের প্রতিমাদের হারিয়ে দেবো তোমরা যখন চলে গেছ ও পিঠ ফিরিয়েছে।

৫৮ সেজন্য তিনি তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাঙলেন তাদের বড়টি ভিন্ন যেন তারা তার কাছে ফিরে আসতে পারে।

৫৯ তারা বললে : আমাদের উপাস্যদের এ দশা কে করেছে ? নিশ্চয় সে একজন অন্যায়কারী।

৬০ তারা বললে : আমরা ইব্রাহিম নামে এক যুবককে এদের কথা বলতে শুনেছি।

৬১ তারা বললে : তবে তাকে লোকদের চোখের সামনে নিয়ে এসো যেন তারা সাক্ষী দিতে পারে।

৬২ তারা বললে : হে ইব্রাহিম, তুমি এই করেছ আমাদের উপাস্যদের প্রতি ?

৬৩ তিনি বললেন : তবে কেউ করেছে ; এই তাদের প্রধান ; সেজন্য তাদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তারা বলতে পারে।

৬৪ তারা তখন নিজেদের দিকে ফিরলো আর বললে : নিঃসন্দেহ তোমরা নিজেরা অন্যায়কারী।

৬৫ আর তারা সম্পূর্ণ দিশাহারা হোলো ; আর তারা বললে : তুমি ভালোই জানো এরা কথা বলে না।

৬৬ তিনি বললেন : তবে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা তার উপাসনা করো যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না আর তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না ?

৬৭ ধিক্ তোমাদের প্রতি ; আর আল্লাহ্ ভিন্ন যার উপাসনা করো তার প্রতি। তবে কি তোমরা বোঝো না ?

৬৮ তারা বললে : তাকে পোড়াও, আর তোমাদের প্রতিমাদের সাহায্য করো যদি কিছু করো।

৬৯ আমি বললাম : হে আগুন, ইব্রাহিমের জন্য শীতল হও আর শান্ত হও।

৭০ আর তারা চেয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে ফন্দি করতে, কিন্তু আমি তাদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলাম।

৭১ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে ও লূতকে (আর তাঁদের এনেছিলাম) সেই দেশে যা আমি পুণ্যময় করেছি মানুষদের জন্য।

৭২ আর আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইস্‌হাককে, ও ইয়াকুবকে পৌত্ররূপে, আর আমি তাঁদের সবাইকে সাধু-আত্মা করেছিলাম।

৭৩ আর আমি তাঁদের নেতা করেছিলাম যাঁরা আমার নির্দেশে পথ দেখান তাঁদের, আর আমি তাদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম যা ভালো তা করতে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে, আর যাকাত দিতে, আর কেবল আমার বন্দনা করতে।

৭৪ আর লূতকে—আমি তাঁকে দিয়েছিলা বিচারক্ষমতা ও জ্ঞান, আর আমি তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম সেই বসতি থেকে যা জঘন্য কাজ করতো, নিঃসন্দেহ তারা ছিল মন্দ লোক—দুর্বৃত্ত।

৭৫ আর তাঁকে আমি গ্রহণ করেছিলাম আমার করুণার মধ্যে ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৭৬ আর নূহ্‌কে—তিনি যখন ডেকেছিলেন পূর্বকালে আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম, আর তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করেছিলাম এক মহা বিপত্তি থেকে।

৭৭ আর আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। নিঃসন্দেহ তারা ছিল বদলোক—সুতরাং তাদর সবাইকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

৭৮ আর দাউদ ও সোলায়মান—যখন তাঁরা বিচার করেছিলেন ক্ষেত সম্বন্ধে যাতে লোকদের ভেড়া চরেছিল রাত্রিকালে আর আমি ছিলাম তাঁদের বিচারের সাক্ষী।

৭৯ আর আমি সোলায়মানকে তা বুঝতে দিয়েছিলাম ; আর তাঁদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম বিচার ও জ্ঞান। আর (আমার) কীর্তনরত পাহাড়দের আর পাখিদের আমি দাউদের সেবারত করেছিলাম ; আর আমিই করেছিলাম।

৮০ আর আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে শিখিয়েছিলাম যেন সেসব তোমাদের রক্ষা করতে পারে তোমাদের যুদ্ধে ; তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে ?

৮১ আর আমি সোলায়মানের (সেবারত করেছিলাম) প্রবল বাতাসকে—তা প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর (আল্লাহ্‌র) নির্দেশে সেই দেশের দিকে যাকে আমি পুণ্যময় করেছি। আর সব বিষয়ে আমি ওয়াকিফহাল।

৮২ আর (তাঁর অধীন) শয়তানদের[২] মধ্যে ছিল যারা তাঁর জন্য সমুদ্রে ডুব দিত (রত্ন তুলতে), আর তা ছাড়া আরো কাজ করতো, আর আমি ছিলাম তাদের রক্ষক।

৮৩ আর আইয়ুব—যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে জানিয়েছিলেন : বিপত্তি আমাকে পীড়ন করছে, আর তুমি পরম করুণাময় করুণাময়দের মধ্যে।

৮৪ তার পর আমি তাঁর উত্তর দিয়েছিলাম আর দূর করেছিলাম যে বিপত্তি থেকে তিনি ভুগছিলেন, আর তাঁকে দিয়েছিলাম তাঁর পরিজন আর তার সঙ্গে তার মতো আর সব—আমার কাছ থেকে একটি করুণা, আর একটি স্মারক বন্দনাকারীদের জন্য।

৮৫ আর ইসরাইল আর ইদরিস আর যুল্‌কিফ্‌ল্‌—সবাই ছিলেন ধৈর্যশীল।

৮৬ আর আমি তাঁদের প্রবেশ করিয়েছিলাম আমার করুণায় ; নিঃসন্দেহ তাঁরা ছিলেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

৮৭ আর যুন্নুন (ইউনুস)—যখন তিনি চলে গিয়েছিলেন ক্রোধে আর ভেবেছিলেন যে তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু তিনি বলেছিলেন অন্ধকারে : আর কোনো উপাস্য নেই তুমি ভিন্ন; তোমারই মহিমা কীর্তিত হোক, নিঃসন্দেহ আমি অন্যায়কারীদের দলের।

৮৮ তার পর আমি তাঁর উত্তর দিয়ছিলাম আর উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে দুঃখ থেকে। এইভাবে আমি বিশ্বাসীদের রক্ষা করি।

৮৯ আর যাকারিয়া—যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে বলেছিলেন : হে আার পালয়িতা, আমাকে একলা রেখো না ; আর তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৯০ তার পর আমি তাঁর উত্তর দিয়েছিলাম, আর তাঁকে দিয়েছিলাম ইয়াহ্‌ইয়াকে, আর তাঁর স্ত্রীকে করেছিলাম তাঁর যোগ্যা (সন্তান-ধারণে) ; নিঃসন্দেহ তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন কল্যাণকর কাজে আর আমাকে ডাকায় আশা নিয়ে আর ভয় নিয়ে ; আর তাঁরা আমার সামনে ছিলেন বিনত।

৯১ আর যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁর পবিত্রতা[৩] সেজন্য আমি তাঁতে শ্বাস দিয়েছিলাম আমার প্রেরণা থেকে আর তাঁকে আর তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্বজগতের জন্য এক নিদর্শন।

৯২ নিঃসন্দেহ এই তোমাদের সম্প্রদায়—এক সম্প্রদায়—আর আমি তোমাদের পালয়িতা[৪], সেজন্য আমার আরাধনা করো।

৯৩ আর তারা তাদের নির্দেশ (ধর্ম) ভেঙে ফেলেছে তাদের মধ্যে (খণ্ড খণ্ড ক'রে), তারা সবাই আসবে আমার কাছে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৯৪ সেজন্য যে কেউ যা ভালো কাজ তাই করে আর সে বিশ্বাস করে, তবে তার ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হবে না তার প্রয়াস, আর নিঃসন্দেহ তার জন্য আমি লিখে রাখবো।

---

২. দুর্ধর্ষ জাতির লোকদের যারা সোলায়মানের অধীনতা স্বীকার করেছিল।

৩. ঈসা-জননী মরিয়ম।

৪. অর্থাৎ জগতের সব ধার্মিক এক সম্প্রদায়ের—তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌তে সমর্পিতচিত্ত।

৯৫ আর যে বসতি আমি ধ্বংস করছি তার জন্য এটি অবশ্য পালনীয় যে তারা (তাদের লোকেরা) আর ফিরে আসবে না—

৯৬ যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তারা ছুটে আসবে প্রত্যেক স্তূপ থেকে।

৯৭ আর সত্য অঙ্গীকার কাছিয়ে আসবে ; তখন যারা অবিশ্বাস করেছিল নিঃসন্দেহ তাদের চক্ষু স্থির হবে : হায় দুর্ভাগ্য, আমরা এ সম্বন্ধে ছিলাম ভুলে, না—আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।

৯৮ নিঃসন্দেহ তোমরা, আর যার তোমরা উপাসনা করো আল্লাহ্ ভিন্ন, সব জাহান্নামের ইন্ধন, আর এতেই তোমরা আসবে।

৯৯ যদি তারা উপাস্য হোতো তবে তারা এতে আসতো না ; আর সবাই তাতে থাকবে স্থায়ীভাবে।

১০০ তাদের জন্য তাতে দেখা দেবে আর্তস্বর, আর সেখানে তারা শুনবে না।

১০১ যাদের জন্য আমার তরফ থেকে কল্যাণ পূর্বেই এগিয়ে গেছে নিঃসন্দেহ তাদের তা থেকে বহু দূরে রাখা হবে ;

১০২ তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না, আর তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে যা তাদের অন্তর কামনা করে।

১০৩ মহাভয়ের ব্যাপার তাদের দুঃখ দেবে না, আর ফেরেশ্তারা তাদের সঙ্গে দেখো করবে : এই তোমাদের দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

১০৪ যেদিন আমি আকাশ গুটিয়ে নেবো যেমন গুটিয়ে নেওয়া হয় যার উপরে লেখা হয়—যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম (তেমনি) আমি পুনর্সৃষ্টি করবো—অবশ্য পালনীয় এই প্রতিশ্রুতি আমার জন্য ; নিঃসন্দেহ এটি আমি করবো।

১০৫ আর নিঃসন্দেহ আমি স্মারকের পরে গ্রন্থে লিখেছিলাম : আমার সাধু-আত্মা দাসরা দেশের উত্তরাধিকারী হবে।

১০৬ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি বার্তা (আমার) বন্দনাকারী লোকদের জন্য।

১০৭ আর আমি তোমাকে পাঠাই নি বিশ্বজগতের জন্য একটি করুণারূপে ভিন্ন।

১০৮ বলো : আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয় মাত্র এই যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য ; তবে কি তোমরা সমর্পিতচিত্ত হবে ?

১০৯ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তবে বলো : আমি তোমাদের সাবধান করেছি সবাইকে একভাবে, আর আমি জানি না যার কথা তোমাদের বলা হয়েছে তা কাছে না দূরে।

১১০ নিঃসন্দেহ তিনি জানেন যা প্রকাশ্যভাবে বলা হয় আর তিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো।

১১১ আর আমি জানি না এ ভিন্ন যে এটি হতে পারে তোমাদের এক পরীক্ষা অথবা কিছু দিনের জন্য উপভোগ।

১১২ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, বিচার করো সত্যের সঙ্গে ; আর আমাদের পালয়িতা করুণাময়, যাঁর সাহায্য প্রার্থনীয় যা তোমরা (তাঁতে) আরোপ করো তার বিরুদ্ধে।

আল্‌-হজ্জ্

[কোর্‌আন শরীফের ২২ সংখ্যক সূরা আল্‌-হজ্জ্—হজ।

এটি মক্কীয় কি মদিনীয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে এর বেশির ভাগ আয়াত মক্কীয় এই
ত বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

হে মানবজাতি, তোমাদের পালয়িতার সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ সেই সময়ের ভূমিকম্প এক মহাব্যাপার।

২ সেই দিন যখন তোমরা তা দেখবে প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মাতা দিশাহারা হ'য়ে ছেড়ে দেবে যাকে সে স্তন্য দিচ্ছিল, আর প্রত্যেক গর্ভবতী নারী মোচন করবে তার ভার, আর তুমি (হে মোহম্মদ) দেখবে মানুষদের নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত নয়, আল্লাহ্‌র শাস্তি হবে কঠোর।

৩ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতর্ক করে জ্ঞানহীন হ'য়ে আর অনুবর্তী হয় প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের ;

৪ তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে যে যে-কেউ তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে তাকে পথভ্রান্ত করবে আর তাকে চালিত করবে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে।

৫ হে লোকগণ, যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে পুনরুত্থান করা সম্বন্ধে তবে নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম ধুলা থেকে, তার পর একবিন্দু বীজ থেকে, তার পর জমাট রক্ত থেকে, তার পর একটি মাংসের তাল থেকে, গঠনে পূর্ণাঙ্গ আবার অপূর্ণাঙ্গও যেন আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারি ; আর আমার ইচ্ছাক্রমে আমি জরায়ুতে রাখি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, তার পর তোমাদের আনি শিশুরূপে, তার পর (তোমাদের বিকশিত করি) যেন তোমরা তোমাদের পরিণতি লাভ করতে পারো ; আর তোমাদের মধ্যে আছে সে যাকে মৃত্যু দেওয়া হয় আর তোমাদের মধ্যে আছে সে যাকে আনা হয় জীবনের অধমতম দশায় তার ফলে জ্ঞান লাভের পরে সে কিছুই জানে না। আর তুমি মাটিকে দেখো অনুর্বর ; কিন্তু যখন আমি তার উপরে পাঠাই জল তা কম্পিত হয় ও স্ফীত হয় আর উৎপন্ন করে প্রত্যেক রকমের সুন্দর শাকসব্জি।

৬ এ এইজন্য যে আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সত্য, আর এইজন্য যে তিনি মৃত্যুকে জীবন দেন, আর এইজন্য যে তাঁর ক্ষমতা আছে সব কিছুর উপরে :

৭ আর এইজন্য যে সেই সময় আসছে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, আর যেহেতু আল্লাহ্‌ তাদের তুলবেন যারা আছে কবরে।

৮ আর লোকদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতর্ক করে জ্ঞানহীন পরিচালনাহীন আর একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ-হীন হয়ে—

৯ অহঙ্কারে ফিরে দাঁড়িয়ে—যেন সে অন্যদের বিপথে নিতে পারে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। তার জন্য আছে লাঞ্ছনা এই সংসারে, আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদ করাবো পোড়ার শাস্তি :

১০ এ তার জন্য যা তোমার দুই হাত পূর্বে পাঠিয়েছে আর যেহেতু আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি একটুও অন্যায়কারী নন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্‌র বন্দনা করে ধারে দাঁড়িয়ে, ফলে যদি তার জন্য ভালো কিছু ঘটে সে তাতে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু যদি বিপত্তি তাকে আঘাত করে তবে সে মুখ ফেরায় পুরোপুরি; সে এই সংসারকে হারায় আর পরকালও; এ এক স্পষ্ট ক্ষতি।

১২ সে আল্লাহ্ ভিন্ন তাকে ডাকে যা তার ক্ষতি করে না আর যা তার উপকারও করে না; এই হচ্ছে বড় রকমের বিপথে যাওয়া।

১৩ সে তাকে ডাকে যার (থেকে) ক্ষতি তার (থেকে) উপকারের চাইতে বেশি নিকটবর্তী; নিঃসন্দেহ মন্দ পৃষ্ঠপোষক আর মন্দ সহকারী।

১৪ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ করেন যা তাঁর খুশি।

১৫ যে ভাবে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য না করুন এ জীবনে ও পরকালে তবে সে নিজেকে কোনো উপায়ে তুলুক আকাশে, তার পর সে তা কেটে ফেলুক, আর তার পর সে দেখুক তার চেষ্টা তা সরিয়ে দিয়েছে কি না যাতে সে ক্রুদ্ধ।

১৬ আর এইভাবে আমি নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করি—(সে সব) স্পষ্ট প্রমাণ—আর যেহেতু আল্লাহ্ চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন।

১৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী, আর যারা ইহুদি, আর সাবেঈন, আর খ্রীষ্টান, আর মাজুস (Magians), আর যারা (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করায়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন কেয়ামতের দিনে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবের সাক্ষী।[১]

১৮ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ তিনি যাঁকে নতি (সেজদা) করে যে কেউ আছে আকাশে আর যে কেউ আছে পৃথিবীতে, আর সূর্য আর চন্দ্র আর নক্ষত্র, আর পর্বত আর বৃক্ষ আর জীবজন্তু আর মানুষরা অনেকে? আর অনেকে আছে যাদের জন্য শাস্তি প্রয়োজনীয় হয়েছে, আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন কেউ নেই যে তাকে সম্মানিত করতে পারে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ করেন যা ইচ্ছা করেন।

১৯ আর এরা হচ্ছে দুই প্রতিপক্ষ যারা তাদের পালয়িতা সম্বন্ধে তর্ক করে; তার পর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে আগুনের তৈরি জামা, ফুটন্ত পানি ঢালা হবে তাদের মাথার উপরে।

২০ তার সঙ্গে গলে যাবে যা আছে তাদের পেটের ভিতরে, আর তাদের চামড়াও।

২১ আর তাদের জন্য আছে লোহার চাবুক।

২২ যখনই তারা চাইবে তা থেকে বেরিয়ে যেতে, চাইবে দুঃখার্ত হয়ে, তাদের ফিরিয়ে আনা হবে তাতে, আর (তাদের বলা হবে) : আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

---

১. ধর্মমতের বিভিন্নতার জন্য এই সংসারে কোনো শাস্তি হবে না, এই কথা বলা হোলো। এই সংসারের শাস্তি হয় দুষ্কৃতির জন্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত ; সেখানে তারা পাবে সোনার ও মুক্তার কঙ্কণ আর তাতে তাদের পোষাক হবে রেশমের।

২৪ আর তারা চালিত উপাদেয় বাক্যে আর তারা চালিত প্রশংসিতের পথে।

২৫ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর মানুষদের ঠেকিয়ে রাখে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ও পবিত্র মসজিদ্ থেকে যা আমি সবার জন্য তুল্যভাবে করেছি—যে সেখানে বাস করে তার জন্য আর যে দর্শন করে (তারও জন্য)—আর যে কেউ তাতে মন্দের দিকে ঝোঁকে অন্যায়ভাবে, আমি তাকে আস্বাদ করাবো কঠিন শাস্তি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ আর যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম (পবিত্র) গৃহের জন্য স্থান এই বলে : কিছুকে আমরা অংশী ক'রো না ; আর আমার গৃহ পবিত্র করো তাদের জন্য যারা প্রদক্ষিণ করে, আর যারা প্রার্থনার জন্য দাঁড়ায়, আর যারা নত হয়, আর যারা নতি (সেজদা) করে ;

২৭ আর লোকদের মধ্যে হজের কথা ঘোষণা করো ; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে আর প্রত্যেক শীর্ণ উটের উপরে ; আসবে প্রত্যেক গভীর খাদ থেকে—

২৮ যেন তারা দেখতে পায় তাদের জন্য যা লাভের ; আর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে পারে নির্ধারিত দিনসমূহে গৃহপালিত চতুষ্পদ তিনি তাদের যা দিয়েছেন তাদের (কোরবানি) সম্পর্কে, আর যেন তাদের (মাংস) ভক্ষণ করতে পারে আর খাওয়াতে পারে দুঃস্থ ফকিরদের।

২৯ তার পর তারা সমাধা করুক তাদের প্রয়োজনীয় মুণ্ডন ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ, আর তারা পূর্ণ করুক তাদের ব্রতগুলো, আর তারা প্রদক্ষিণ করুক এই প্রাচীন গৃহ।

৩০ এই (নির্দেশ)। আর যে কেউ গৌরব দান করে আল্লাহ্‌র বিধানগুলোর—সেইটি তার জন্য ভালো তার পালয়িতার সমীপে, আর গৃহপালিত জন্তুদের তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সে-সব ব্যতীত যার কথা তোমাদের বলা হয়েছে। সেজন্য প্রতিমাদের কদর্যতা পরিহার করো আর পরিহার করো মিথ্যা বলা—

৩১ আল্লাহ্‌র জন্য ঋজু হয়ে, তাঁতে কোনো অংশী আরোপ না ক'রে। যে কেউ (অন্যদের) আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করায় সে যেন নিচে পড়েছে আকাশ থেকে, তার পর পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অথবা বাতাস তাকে নিয়ে যায় দূরান্তে।

৩২ এই (নির্দেশ)। আর যে কেউ গৌরবান্বিত করে আল্লাহ্‌র কাছে যা উৎসর্গ করা হয়—নিশ্চয় তা অন্তরের সীমারক্ষা থেকে।

৩৩ তোমরা সেসব থেকে উপকার পাবে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, তার পর তাদের কোরবানির স্থান হচ্ছে প্রাচীন (পবিত্র) গৃহ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৪ আর প্রত্যেক জাতির জন্য আমি বিধান করেছি ধর্মকর্ম যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে তিনি তাদের যা দিয়েছেন সেসবের উপরে, আর

তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, সেজন্য তাঁতে আত্মসমর্পণ করো ; আর সুসংবাদ দাও যারা বিনীত তাদের,

৩৫ তাদের—যাদের হৃদয় কাঁপে যখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, আর যারা ধৈর্যশীল যা তাদের পীড়ন করে তাতে, আর যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর ব্যয় করে (দানে) আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে।

৩৬ আর উট—আমি তাদের তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ধর্মের (আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের) নিদর্শনস্বরূপ করেছি ; তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আছে বহু কল্যাণ। সেজন্য তাদের উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো যখন তারা সার বেঁধে দাঁড়ায়, আর যখন তারা পড়ে যায় তাদের থেকে খাও আর খাওয়াও দরিদ্রকে যে তুষ্ট (ভিক্ষা করে না,) আর ভিক্ষুককে। এইভাবে আমি তাদের তোমাদের অধীন করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৩৭ তাদের মাংস ও তাদের রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌছয় না, কিন্তু তোমাদের সীমারক্ষা তাঁর কাছে পৌছয়। আর এইভাবে তিনি তাদের তোমাদের অধীন করেছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র গৌরব ঘোষণা করতে পারো কেন না তিনি তোমাদের চালিত করেছেন ; আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ভালো করে।

৩৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ রক্ষা করবেন (শত্রুদের থেকে) তাদের যারা বিশ্বাস করে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতককে, প্রত্যেকে অকৃতজ্ঞকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৯ যারা যুদ্ধ করে তাদের অনুমতি দেওয়া গেল কেন না তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ সক্ষম তাদের সাহায্য করতে—

৪০ যারা তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে এইজন্য ভিন্ন নয় যে তারা বলে : আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্। আর যদি না থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতিরোধ মানুষের একদলের দ্বারা অন্যদলের, তবে নিঃসন্দেহ ভেঙে ফেলা হোতো মঠ গির্জা ইহুদি-ভজনালয় ও মসজিদ্ যাতে আল্লাহ্‌র নাম প্রচুরভাবে নেওয়া হয় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবল, মহাশক্তি—

৪১ তাদের, আমি যদি তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করি তবে যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখবে, আর যাকাত দেবে, আর ভালো যা তার নির্দেশ দেবে, আর মন্দ যা তা নিষেধ করবে, আর সব ব্যাপারের পরিণাম আল্লাহ্‌র।

৪২ আর যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে ; তবে তাদের পূর্বেও প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহ্-এর আর আদের আর সামুদের লোকেরা ;

৪৩ আর ইব্রাহিমের লোকেরা, আর লূতের লোকেরা,

৪৪ আর মাদিয়ানের বাসিন্দারা, আর মূসাকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কিন্তু আমি বিরাম দিয়েছিলাম অবিশ্বাসীদের, তার পর তাদের ধরেছিলাম ; তবে কেমন হয়েছিল আমার অসন্তোষ ?

৪৫ এইভাবে বহু শহর আমি ধ্বংস করেছি যেহেতু তা ছিল অন্যায়কারী, ফলে তা ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়েছে—আর পরিত্যক্ত কূপ, আর উঁচু চূড়ার প্রাসাদ।

৪৬ তারা কি দেশে ভ্রমণ করে নি যার ফলে তাদের লাভ হয়েছে বোঝবার মতো হৃদয় আর শোনবার মতো কান? কেন না নিশ্চয় চোখ অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ হচ্ছে হৃদয় যা বুকের ভিতরে।

৪৭ আর তারা তোমাকে বলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে, আর আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা কখনো খেলাপ করবেন না ; আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতার কাছে এক দিন তোমরা যা গণনা করো তার এক হাজার বছর।

৪৮ আর কত শহরকে আমি বিরাম দিয়েছিলাম যখন তা ছিল অন্যায়কারী। তার পর তাকে ধরেছিলাম। আর আমার কাছে প্রত্যাবর্তন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৯ বলো : হে জনগণ, আমি তোমাদের কাছে মাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫০ সেজন্য যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানিত জীবিকা।

৫১ আর যারা আমার নির্দেশাবলী বিফল করতে চেষ্টা পায়, তারা হবে জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা।

৫২ আর আমি তোমার পূর্বে কোনো রসুল (বাণীবাহক) অথবা নবী (সংবাদদাতা) পাঠাই নি, এ ভিন্ন যে যখন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তখন শয়তান তাঁর আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি মন্ত্রণা দিয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্‌ বাতিল করেন শয়তান যে মন্ত্রণা দেয়, তার পর আল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নির্দেশাবলী ; আর আল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ, জ্ঞানী [১] ;

৫৩ যেন, শয়তান যে মন্ত্রণা দেয়, তাকে তিনি করতে পারেন তাদের জন্য পরীক্ষার বিষয় যাদের অন্তরে আছে একটি ব্যাধি, আর তাদের (জন্য) যাদের হৃদয় কঠিন, আর নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা বিচ্ছিন্নতায় দূরে স্থিত,—

৫৪ আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে (আসা) সত্য, যেন তারা এতে বিশ্বাস করতে পারে আর তাদের হৃদয় এর সামনে বিনত হতে পারে ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ একটি সরল পথে চালান তাদের যারা বিশ্বাস করে।

৫৫ আরা যারা অবিশ্বাস করে তারা এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা থেকে বিরত হবে না যে পর্যন্ত না সেই সময় তাদের উপরে এসে পড়ে অতর্কিতে, অথবা তাদের উপরে এসে পড়ে এক ধ্বংসকর দিবসের শাস্তি।

৫৬ সে দিন রাজত্ব হবে আল্লাহ্‌র ; তিনি তাদের মধ্যে বিচার করবেন, তার পর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তারা স্থান পাবে আনন্দময় উদ্যানে—

৫৭ আর যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে, এরাই তারা যাদের লাভ হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

---

১ "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৮ আর যারা আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করে আর তার পর নিহত হয় অথবা প্রাণ ত্যাগ করে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেবেন তাদের উত্তম জীবিকা ; আর নিঃসন্দেহ জীবিকাদাতাদের মধ্যে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ।

৫৯ নিঃসন্দেহ তিনি প্রবেশ করাবেন একটি প্রবেশস্থলে যা তাদের খুশি করবে, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, ক্ষমাশীল।

৬০ এই ভাবেই। আর যে অন্যায়ের বদলায় ততটা করে যতটা আঘাত তাকে করা হয়েছিল, আর পুনরায় তার প্রতি অন্যায় করা হয়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, ক্ষমাশীল।

৬১ এ এই কারণে যে আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিনের মধ্যে আর দিনকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে, আর এই জন্য যে আল্লাহ্ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৬২ আর এই কারণে যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সত্য আর তাঁকে ভিন্ন যাকে তারা ডাকে তা হচ্ছে মিথ্যা ; আর এইজন্য যে আল্লাহ্ মহীয়ান, মহান !

৬৩ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ আকাশ থেকে পাঠান জল আর ধরণী সবুজ হয় তার পরই? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সদয়, ওয়াকিফহাল।

৬৪ তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৫ তুমি কি দেখো না আল্লাহ্ তোমাদের সেবারত করেছেন যা কিছু আছে পৃথিবীতে, আর জাহাজগুলো চলছে সমুদ্রে তাঁর নির্দেশে? আর তিনি ঠেকিয়ে রাখেন আকাশকে পৃথিবীর উপরে পড়া থেকে তাঁর অনুমতি ভিন্ন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষদের প্রতি পরমস্নেহময়, কৃপাময়।

৬৬ আর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পরে তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন,তার পর (পুনরায়) তোমাদের জীবন দেবেন ; নিঃসন্দেহ মানুষ অকৃতজ্ঞ।

৬৭ প্রত্যেক জাতির জন্য আমি বিধান করেছি ধর্মকর্ম যা তারা পালন করে ; সেজন্য সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে তারা তর্ক না করুক ; আর তোমার পালয়িতার দিকে তুমি আহ্বান করো ; নিঃসন্দেহ তুমি আছ সরল পথের উপরে।

৬৮ আর যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে, বলো : আল্লাহ্ ভালো জানেন যা তোমরা করো।

৬৯ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন কেয়ামতের দিনে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছ।

৭০ তুমি কি জানো না যে আল্লাহ্ জানেন যা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে? নিঃসন্দেহ এসব (আছে) এক গ্রন্থে ; নিঃসন্দেহ এ আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

৭১ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন তার উপাসনা করে যার জন্য তিনি কোনো বিধান অবতীর্ণ করেন নি, আর যে বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই ; আর অন্যায়কারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭২ আর যখন আমার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয়, তখন যারা অবিশ্বাস করে, তাদের মুখের উপরে তুমি পাবে অস্বীকৃতি ; তারা প্রায় লাফিয়ে পড়ে তাদের উপরে যারা তাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী পড়ে। বলো : তোমরা কি তা জানবে যা এর চাইতে মন্দ? আগুন। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস করে, আর মন্দ সেই গন্তব্য স্থান।

দশম অনুচ্ছেদ

৭৩ হে জনগণ, একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে সেজন্য তা শোনো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে না যদি তারা সবাই একত্রিত হয় তার জন্য, আর যদি সেই মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায় তারা তা ফিরিয়ে নিতে পারে না—বলহীন আহ্বানকারী আর আহূত।

৭৪ তারা আল্লাহ্‌র পরিমাপ করে নি তাঁর যোগ্য পরিমাপে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বলবান্, মহাশক্তি।

৭৫ আল্লাহ্ বাণীবাহক নির্বাচিত করেন ফেরেশ্‌তাদের থেকে আর মানুষদের থেকে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৭৬ তিনি জানেন কি আছে তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পেছনে, আর আল্লাহ্‌র কাছে সব ব্যাপার ফিরিয়ে আনা হয়।

৭৭ হে বিশ্বাসীগণ নও হও ; আর সেজদা করো,—আর বন্দনা করো তোমাদের পালয়িতার, আর কল্যাণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৭৮ আর সংগ্রাম করো আল্লাহ্‌র অভিমুখে যে সংগ্রাম তাঁর প্রাপ্য ; তিনি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন আর ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপরে রাখেন নি দুঃসাধ্য কিছু—তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্ম—তিনি পূর্বেই তোমাদের নাম দিয়েছিলেন মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) আর এতেও (এই গ্রন্থেও), যেন রসুল তোমাদের জন্য হতে পারেন একজন সাক্ষী আর তোমরা সাক্ষী হতে পারো জনগণ সম্বন্ধে। সেজন্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর দৃঢ়ভাবে ধারণ করো আল্লাহ্ সম্পর্কে, তিনি তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু। কী উত্তম বন্ধু, আর কী উত্তম সহায় !

অষ্টাদশ খণ্ড

আল্‌-মু'মিনূন

[কোর্‌আন শরীফের ২৩ সংখ্যক সুরা আল্‌-মু'মিনূন—বিশ্বাসিগণ। বিশ্বাসিগণের মহাসাফল্যের কথা বলা হয়েছে এতে।

এটি অন্ত্যমক্কীয়—কারো কারো মতে হযরতের মক্কায় বাসকালে প্রাপ্ত শেষ সূরা এটি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ সফল বিশ্বাসীরাই,

২ যারা তাদের বন্দনায় বিনীত,

৩ আর যারা দূরে থাকে যা বৃথা তা থেকে,

৪ আর যাকাত দেয়,

৫ আর যারা রক্ষা করে তাদের আবরণীয় অঙ্গ—

৬ তাদের স্ত্রীদের ও যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে[১] তাদের সম্বন্ধে ভিন্ন, কেন না সেক্ষেত্রে তারা নিঃসন্দেহ নিন্দার্হ নয় ;

৭ কিন্তু যে তার বাইরে যেতে চায়—তবে এরাই তারা যারা সীমা অতিক্রম করে ;

৮ আর যারা তাদের আমানত আর তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করে ;

৯ আর যারা তাদের উপাসনা সম্বন্ধে রক্ষাকারী,

১০ এরাই তারা যারা উত্তরাধিকারী—

১১ যারা উত্তরাধিকারী হবে বেহেশ্‌তের, তাতে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে।

১২ আর নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ভিজা মাটি থেকে তৈরি বস্তু থেকে,

১৩ তারপর আমি তাকে স্থাপন করি বিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে,

১৪ তার পর সেই বিন্দুকে আমি করি একটি জমাট রক্তখণ্ড, তার পর সেই রক্তখণ্ডকে করি একটি মাংসের তাল, তার পর সেই মাংসের তালে করি হাড়, তার পর সেই হাড়গুলোকে ঢাকি মাংস দিয়ে, তার পর আমি তাকে করি অন্য সৃষ্টি। সেইজন্য আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষিত হোক যিনি স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৫ তার পর নিঃসন্দেহ তোমরা মরবে।

১৬ তার পর নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনে তোমাদের তোলা হবে।

১৭ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের উপরে আমি তৈরি করেছি সাত পথ, আর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি কখনো উদাসীন নই।

---

১. ক্রীত-দাসীদের।

১৮ আর আকাশ থেকে আমি অবতীর্ণ করি জল একটি পরিমাপ অনুসারে, তার পর আমি তা রক্ষা করি মাটিতে, আর নিঃসন্দেহ্ আমি সক্ষম তা সরিয়ে নিতে।

১৯ তার পর তার দ্বারা আমি তোমাদের জন্য প্রস্তুত করি খেজুরের ও আঙুরের বাগান ; তোমরা সেসবে পাও প্রচুর ফল, আর সেসব থেকে তোমরা খাও ;

২০ আর সিনাই পাহাড়ে জন্মে যে গাছ তা থেকে উৎপন্ন হয় তেল আর যারা খায় তাদের জন্য (তা) প্রিয় বস্তু,

২১ আর নিঃসন্দেহ্ গৃহপালিত জন্তুতে তোমাদের জন্য আছে একটি শিক্ষার বিষয় ; আমি তোমাদের পান করতে দিই তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে। আর তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে অনেক উপকার, আর তাদের থেকে তোমরা খাও।

২২ আর তাদের উপরে আর জাহাজে তোমাদের বহন করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ আর নিঃসন্দেহ্ আমি নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তাঁর জাতির কাছে, আর তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই ; তবে কি তোমরা সীমারক্ষা করবে না ?

২৪ আর তাঁর জাতির যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের প্রধানরা বলেছিল : সে তো তোমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নয়। সে চাচ্ছে যেন তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব পায়, আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তিনি নিশ্চয়ই ফেরেশ্‌তাদের পাঠাতে পারতেন, আমাদের পূর্ববর্তী পিতাপিতামহদের মধ্যে এর কথা আমরা শুনি নি ;

২৫ সে একজন মানুষ মাত্র যাতে পাগলামি দেখা দিয়েছে, সেজন্য কিছুকাল তাকে দেখো।

২৬ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে সাহায্য করো যেহেতু তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২৭ এর পর তাঁকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : জাহাজ তৈরি করো আমার চোখের সামনে আর আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে ; তার পর যখন আমার বিধান কার্যকর হয়, আর চুলো থেকে পানি উথ্‌লে ওঠে, তাতে নাও প্রত্যেক রকমের এক জোড়া, দুটি, আর তোমার পরিজনদের তাকে ব্যতীত যার সম্বন্ধে বাণী পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে, আর যারা অন্যায়কারী তাদের সম্বন্ধে আমাকে বলো না, নিঃসন্দেহ্ তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

২৮ আর যখন তুমি জাহাজে স্থান পেয়েছ, তুমি আর যারা তোমার সঙ্গের, তখন বলো : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন অন্যায়কারী লোকদের থেকে।

২৯ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমাকে পুণ্যময় অবতরণে অবতরণ করতে দাও কেন না তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ যারা অবতরণ করায় তাদের মধ্যে।

৩০ নিঃসন্দেহ্ এতে নিদর্শন রয়েছে, আর নিঃসন্দেহ্ আমি মানুষকে সর্বদা পরীক্ষা করছি।

৩১ তার পর তাদের পরে আমি উত্থিত করেছিলাম অন্য এক পুরুষ।

৩২ আর আমি তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে থেকে এক বাণীবাহক এই ব'লে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা সীমারক্ষা করবে না ?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩ আর তাঁর জাতির প্রধানরা যারা অবিশ্বাস করেছিল, আর মিথ্যা বলেছিল পরকালে একত্রিত হওয়াকে, আর যাদের আমি এই সংসারের জীবনে আরামপ্রিয় করেছিলাম, তারা বলেছিল : সে তোমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন আর কিছু নয়—খায় তোমরা যা খাও আর পান করে তোমরা যা পান করো ;

৩৪ আর যদি তোমরা অনুবর্তী হও তোমাদের মতো একজন মানুষের, তবে নিঃসন্দেহ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫ সে কি তোমাদের বলে যে যখন তোমরা মরে গেছ আর হয়েছ ধুলা ও হাড় তখন তোমাদের তোলা হবে?

৩৬ দূরে বহু দূরে তা যার ভয় তোমাদের দেখানো হচ্ছে :

৩৭ এই সংসারে আমাদের যে জীবন তা ভিন্ন আর কিছু নেই ; আমরা মরি, আর বেঁচে থাকি ; আর আমাদের তোলা হবে না।

৩৮ সে মানুষ ভিন্ন আর কিছু নয়, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এক মিথ্যা তৈরি করেছে, আর আমরা তাতে বিশ্বাস করতে যাচ্ছি না।

৩৯ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে সাহায্য করো যেহেতু তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৪০ তিনি বললেন : অল্পক্ষণেই তারা নিঃসন্দেহ অনুশোচনা করবে।

৪১ কাজেই সেই (ভয়াবহ) ধ্বনি তাদের উপরে এসে পড়েছিল সঙ্গতভাবেই, আর তাদের আমি করেছিলাম আবর্জনার স্তূপ। অতএব দূরে যাক অন্যায়কারী জাতি।

৪২ তার পর আমি তাদের পরে পত্তন করি অন্যান্য পুরুষ।

৪৩ কোনো জাতি অতিক্রম করতে পারে না তার নির্ধারিত কাল, তা ফেলেও রাখতে পারে না।

৪৪ তার পর আমি আমার বাণীবাহককে পাঠিয়েছি একের পরে আর ; যখনই কোনো জাতির কাছে তাদের বাণীবাহক এসেছেন, তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে ; সেজন্য আমি তাদের পরস্পরের অনুসরণ করিয়েছিলাম (ধ্বংসে), আর তাদের করেছিলাম কাহিনী ; সেজন্য দূরে যাক সে জাতি যারা অবিশ্বাসী।

৪৫ তার পর আমি পাঠাই মূসাকে আর তাঁর ভাই হারুণকে আমার নির্দেশাবলী ও স্পষ্ট বিধান দিয়ে—

৪৬ ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে ; কিন্তু তারা অহঙ্কার দেখিয়েছিল, আর তারা ছিল এক উদ্ধত জাতি।

৪৭ আর তারা বলেছিল : আমরা কি বিশ্বাস করবো আমাদের মতো দুইজন মানুষকে যখন তাদের জাতির লোকেরা আমাদের সেবা করে?

৪৮ সেজন্য তাঁদের তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর হয়েছিল তাদের দলের যারা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

৪৯ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম যেন তারা হতে পারে পথের অনুসারী।

৫০ আর আমি মরিয়মের পুত্রকে ও মরিয়মকে করেছিলাম এক নিদর্শন আর তাঁদের আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উঁচু স্থানে যেখানে আছে মাঠ আর ঝরণা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫১ হে বাণীবাহকগণ, যা ভালো তা থেকে খাও আর ভালো কাজ করো ; নিঃসন্দেহ আমি জানি তোমরা যা করো।

৫২ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের এই সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় আর আমি তোমাদের পালয়িতা, সেজন্য সীমারক্ষা করো।

৫৩ কিন্তু তারা তাদের ব্যাপার কেটে খণ্ড খণ্ড করেছে নিজের মধ্যে—প্রত্যেক দল খুশি নিজেদের যা আছে তাতে।

৫৪ সেজন্য তাদের থাকতে দাও তাদের ভুলে একটি কাল পর্যন্ত।

৫৫ তারা কি ভাবে যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আমি যে তাদের দিই,

৫৬ তাতে আমি তাদের দিকে ত্বরান্বিত করছি ভালো বস্তু? না—তারা বুঝতে পারে না ;

৫৭ নিঃসন্দেহ যারা তাদের পালয়িতার ভয়ে ভীত হ'য়ে চলে,

৫৮ আর যারা বিশ্বাসী তাদের পালয়িতার নির্দেশালবলীতে,

৫৯ আর যারা তাদের পালয়িতার কোনো অংশী দাঁড় করায় না,

৬০ আর যারা দেয় (দানে) যা দেবার, আর তাদের হৃদয় ভীত যেহেতু তাদের পালয়িতার কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে—

৬১ এরাই তারা যারা সত্বর হয় কল্যাণ সাধনে আর এরাই অগ্রণী তাতে।

৬২ আর কোনো প্রাণের উপরে আমি ভার চাপাই না তার সাধ্যের পরিমাপে ব্যতীত ; আর আমার কাছে আছে একটি গ্রন্থ যা সত্য বলে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৬৩ না—তাদের হৃদয় এ বিষয়ে রয়েছে ভুলের মধ্যে ; আর এ ভিন্ন তাদের অন্য কাজ আছে যা তারা করে।

৬৪ যে পর্যন্ত না আমি শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করি যারা আরামে জীবন যাপন করে তাদের—তখন তারা সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করে।

৬৫ আজ কাকুতিমিনতি করছ—নিঃসন্দেহ আমার সাহায্য তোমরা পাবে না।

৬৬ নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে পাঠ করা হয়েছিল আমার নির্দেশসমূহ ; কিন্তু তোমরা ফিরে যেতে দ্রুত পদে ;

৬৭ অহঙ্কারে প্রত্যাখ্যান ক'রে ; রাত্রিতে প্রলাপ বকতে তোমরা।

৬৮ এটি কি তবে এইজন্য যে যা বলা হয় সে সম্বন্ধে তারা চিন্তা করে না, অথবা তাদের কাছে কি এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতাপিতামহদের কাছে আসে নি?

৬৯ অথবা এটি কি এইজন্য যে তারা তাদের রসুলকে চিনতে পারে নি সেজন্য তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে?

৭০ অথবা তারা কি বলে তাতে মস্তিষ্কবিকৃতি আছে? না—তিনি তাদের জন্য এনেছেন সত্য, আর অনেকেই সত্যের প্রতি বিমুখ।

৭১ আর যদি সত্য তাদের কামনা অনুসরণ করতো তবে নিঃসন্দেহ আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যে যা আছে সব বিশৃঙ্খল হোতো। না—আমি তাদের কাছে এনেছি তাদের স্মারক ; কিন্তু তাদের স্মারক থেকে তারা মুখ ফেরায়।

৭২ অথবা তুমি কি তাদের কাছে চাও খাজানা? কিন্তু তোমার পালয়িতার খাজানা সর্বোত্তম আর জীবিকাদাতাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম।

৭৩ আর নিঃসন্দেহ তুমি তাদের আহ্বান করো এক সরল পথে।

৭৪ আর নিঃসন্দেহ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা পথ থেকে বেঁকে যায়।

৭৫ আর যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি আর দূর করে দিই তাদের আপদ, তারা লেগে থাকবে তাদের বাড়াবাড়িতে অন্ধভাবে।

৭৬ আর পূর্বেই আমি তাদের উপরে এনে দিয়েছি শাস্তি, কিন্তু তারা বিনত হয় নি তাদের পালয়িতার প্রতি, তারা তাঁর অনুগতও নয়—

৭৭ যে পর্যন্ত না আমি তাদের উপরে খুলে দিই কঠোর শাস্তির দরজা—তখন দেখো তারা তাতে হতাশ্বাস।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৭৮ আর তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন কান, আর চোখ, আর হৃদয় ; কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা দেখাও।

৭৯ আর তিনি তোমাদের প্রচুর পরিমাণে বুনেছেন পৃথিবীতে, আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

৮০ আর তিনিই তোমাদের জীবন দেন আর মৃত্যু দেন আর তাঁরই ক্ষমতায় রাত্রি ও দিনের পর্যায়ক্রম। তবে কি তোমরা বোঝো না?

৮১ না—তারা বলে পূর্বের লোকেরা যা বল্‌ত তার মতো,

৮২ তারা বলে : কী—যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো আর হাড়, তখন কি আমাদের তোলা হবে?

৮৩ হাঁ। এই আমাদের কাছে ওয়াদা করা হয়েছে, আর (এইভাবে) ওয়াদা করা হয়েছিল আমাদের পিতাপিতামহদের কাছে; এ আর কিছু নয় সেকালের লোকদের গল্প ছাড়া।

৮৪ বলো : কার এই পৃথিবী আর যে কেউ এতে আছে—যদি জানো?

৮৫ তারা বলবে : আল্লাহ্‌র। বলো : তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না?

৮৬ বলো : কে পালয়িতা সাত আকাশের আর পালয়িতা মহাসিংহাসনের?

৮৭ তারা বলবে : আল্লাহ্‌। বলো : তবে তোমরা সীমারক্ষা করবে না?

৮৮ বলো : কে তিনি যাঁর হাতে সব কিছুর রাজত্ব, আর কে সাহায্য দেন আর তাঁর বিরুদ্ধে সাহায্য দেওয়া যায় না—যদি তোমরা জানো?

৮৯ তারা বলবে : আল্লাহ্‌র। বলো : তবে কেমন ক'রে তোমরা সম্মোহিত হও?

৯০ না—আমি তাদের কাছে এনেছি সত্য, আর নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

৯১ আল্লাহ্‌ কখনো পুত্র গ্রহণ করেন নি, আর কখনো তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য ছিল না—সেক্ষেত্রে প্রত্যেক উপাস্য নিশ্চয় নিয়ে নিতো যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তারা কেউ কেউ অন্যদের বশীভূত করতো। মহিমা ঘোষিত হোক আল্লাহ্‌র তারা যে বর্ণনা দেয় তার ঊর্ধ্বে।

৯২ অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা—তিনি উচ্চে বিরাজ করুন তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৯৩ বলো : হে আমার পালয়িতা, যদি তুমি আমাকে দেখাও যা তাদের ওয়াদা করা হয়েছে,

৯৪ হে আমার পালয়িতা, তবে আমার স্থান দিও না অন্যায়কারীদের সঙ্গে।

৯৫ আর নিঃসন্দেহ আমি সমর্থ তোমাকে দেখাতে যা তাদের ওয়াদা করা হয়েছে।

৯৬ অন্যায়ের প্রতিরোধ করো যা শ্রেষ্ঠ তাই দিয়ে। আমি ভালো জানি যা তারা বলে।

৯৭ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, আমি তোমাতে আশ্রয় নিই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে,

৯৮ আর তোমাতে আশ্রয় নিই হে আমার প্রতিপালক, তাদের উপস্থিতি থেকে।

৯৯ যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের কারো কাছে আসে—(তখন) সে বলে : আমাকে ফিরে পাঠাও হে আমার পালয়িতা, আমাকে ফিরে পাঠাও—

১০০ যেন আমি ভালো করতে পারি তাতে যা আমি রেখে এসেছি।—কখনোই না। এ শুধু একটি কথা যা সে বলে। আর তাদের সামনে আছে একটি বেড়া সেইদিন পর্যন্ত যখন তাদের তোলা হবে।

১০১ আর যখন শৃঙ্গধ্বনিত হবে তখন সেদিন তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, তারা একে অন্যের কথা জিজ্ঞাসাও করবে না।

১০২ তার পর যার পাল্লা হবে ভারী—তবে এরাই তারা যারা সফলতা প্রাপ্ত ;

১০৩ আর যার পাল্লা হবে হাল্কা—এরাই তারা যারা তাদের অন্তরাত্মা হারিয়ে ফেলেছে, স্থায়ীভাবে থাকবে জাহান্নামে।

১০৪ আগুন তাদের মুখ পুড়িয়ে দেবে ; আর তাতে পাবে কঠিন যন্ত্রণা।

১০৫ আমার নির্দেশাবলী কি তোমাদের কাছে পড়া হয় নি? কিন্তু তোমরা সেসব প্রত্যাখ্যান করতে।

১০৬ তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপরে জয়ী হয়েছিল আর আমরা ছিলাম পথভ্রান্ত লোক ;

১০৭ হে আমাদের প্রভু, এ থেকে আমাদের তোলো ; তার পর যদি আমরা (মন্দের দিকে) ফিরি, নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী হবো।

১০৮ তিনি বলবেন : ঢোকো ওর মধ্যে, আর আমার সঙ্গে কথা ব'লো না ;

১০৯ নিঃসন্দেহ আমার দাসদের একটি দল ছিল যারা বলতো : হে আমাদের পালয়িতা, আমরা বিশ্বাস করি, সেজন্য তুমি আমাদের ক্ষমা করো, আর আমাদের উপরে করুণা করো, আর তুমি করুণাময়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

১১০ কিন্তু তোমরা তাদের করেছিলে তামাশার পাত্র যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ, আর তোমরা তাদের দেখে হাসতে।

১১১ নিঃসন্দেহ আজ আমি তাদের দিয়েছি তাদের প্রাপ্য যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যবান, আর তারা নিঃসন্দেহ সফলকাম।

১১২ তিনি বলবেন : কত বৎসর তোমরা পৃথিবীতে ছিলে?

১১৩ তারা বলবে : আমরা ছিলাম একদিন অথবা একদিনের অংশ—তবে জিজ্ঞাসা করো যারা হিসাব রাখে তাদের।

১১৪ তিনি বলবেন : তোমরা ছিলে অল্প সময়ই, যদি (তা) জানতে।

১১৫ ভেবেছিলে কি তোমরা যে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম বৃথা—তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

১১৬ সেজন্য আল্লাহ্ বহু উচ্চে অবস্থিতি করুন—যিনি যথার্থ রাজা ; কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—মহাসম্মানিত সিংহাসনের প্রভু।

১১৭ আর যে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে ডাকে অন্য একজন উপাস্যকে—এর স্বপক্ষে তার কোনো প্রাণ নেই—তার হিসাব শুধু তার পালয়িতার কাছে, নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে না।

১১৮ আর বলো : হে আমার পালয়িতা, ক্ষমা করো, আর করুণা করো, আর তুমি করুণায়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আন্‌-নূর

[কোর্‌আন শরীফের ২৪ সংখ্যক সূরা আন্‌-নূর—আলোক। আল্লাহ্‌কে বলা হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর আলোক ; ইসলামের আদর্শকেও বলা হয়েছে আলোক—সেই আলোকের দ্বারা বিশ্বাসীরা তাদের প্রতিদিনের জীবনে চালিত।

দাম্পত্য পবিত্রতা রক্ষার দিকে এতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

এই সূরার অবতরণকালে হিজরি পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসর। এটি মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ (এই) একটি সূরা (পরিচ্ছেদ) যা আমি অবতীর্ণ করেছি আর আবশ্যিক করেছি, আর যাতে আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নির্দেশসমূহ যেন তোমরা স্মরণ করো।

২ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশত বেত মার, আর তাদের প্রতি অনুকম্পা আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের আনুগত্যে বাধা না দিক যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করো, আর বিশ্বাসীদের একটি দল তাদের এই শাস্তি দেখুক।

৩ ব্যভিচারী আর কাউকে বিয়ে করবে না ব্যভিচারিণী অথবা বহুদেববাদিনী ব্যতীত, আর ব্যভিচারিণীকে—আর কেউ তাকে বিয়ে করবে না ব্যভিচারী অথবা বহুদেববাদী ব্যতীত, আর বিশ্বাসীদের জন্য এ নিষিদ্ধ।

৪ আর যারা স্বাধীনা নারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী আনে না, তাদের বেত মার—আশি বেত—আর তাদের থেকে কখনও সাক্ষ্য নেবে না ; আর এরাই তারা যারা সীমালঙ্ঘনকারী ;

৫ তারা ব্যতীত যারা এর পর অনুতাপ করে আর শোধরায়, কেননা নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ আর যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, অথচ তাদের সাক্ষী নেই, নিজেরা ভিন্ন, তাদের একজনের সাক্ষ্য চারবার গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করার পরে যে সে নিঃসন্দেহ সত্যবাদী,

৭ আর পঞ্চমবারে (এই সে বল্‌বে) যে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত তার উপরে পড়ুক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

৮ আর শাস্তি তার (স্ত্রীর) থেকে রোধ করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দেয় যে সে (স্বামী) নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী,

৯ আর পঞ্চমবারে (এই সে বলবে) যে আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত তার উপরে পড়ুক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

১০ আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোতো আর তাঁর করুণার জন্য—আর আল্লাহ্‌ যে বার বার ফেরেন (করুণায়), জ্ঞানী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ নিঃসন্দেহ যারা কুৎসা[১] রটিয়েছিল তারা তোমাদের মধ্যেকার একটি দল। এটিকে তোমাদের জন্য মন্দ-কিছু ভেবোনা, না, এটি তোমাদের জন্য ভালো। তাদের প্রত্যেক লোককে দেওয়া হবে (এই) পাপের যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের মধ্যে যার অংশ বেশি ছিল তার হবে এক বড় শাস্তি।

১২ কেন বিশ্বাসী পুরুষরা আর বিশ্বাসিনী নারীরা—যখন তোমরা এ শুনেছিলে—তখনই কেন তাদের নিজেদের লোকদের সম্বন্ধে ভালো চিন্তা মনে স্থান দেয় নি, আর বলে নি : এ এক স্পষ্ট মিথ্যা ?

১৩ কেন তারা এরজন্য চারজন সাক্ষী আনে নি? কিন্তু যেহেতু তারা সাক্ষী আনে নি সেজন্য আল্লাহ্‌র সামনে তারা মিথ্যাবাদী।

১৪ আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোতো, আর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁর করুণার জন্য, তবে এক বড় শাস্তি নিশ্চয় তোমাদের স্পর্শ করত তোমরা যে বিষয়ে গুঞ্জন তুলেছিলে সেইজন্য।

১৫ যখন তোমরা জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ করেছিলে আর তোমরা মুখে বলেছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটি গণ্য করেছিলে এক সহজ ব্যাপার বলে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

১৬ আর যখন তোমরা এটি শুনেছিলে তখন কেন তোমরা বল নি : এ আমাদের জন্য উচিত নয় যে এ বিষয়ে আমরা আলাপ করি ; তোমার মহিমা কীর্তি হোক—এটি এক মহা কুৎসা ?

১৭ আল্লাহ্ তোমাদের সতর্ক করছেন যে তোমরা এর মতো ব্যাপারে ফিরে যাবে না কখনও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১৮ আর আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করছেন নির্দেশসমূহ ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

১৯ নিঃসন্দেহ যারা ভালোবাসে যে যারা বিশ্বাসী তাদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করা হোক, তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এই সংসারে ; আর আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।

২০ আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের জন্য না হোতো ও তাঁর করুণার জন্য—আর আল্লাহ্ যে পরম স্নেহময়, করুণাময়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ হে বিশ্বাসিগণ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রো না ; আর যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তবে নিঃসন্দেহ সে আদেশ দেয় যা অশালীন ও মন্দ তাই করতে ; আর যদি তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য না থাকত আর তাঁর করুণা, তবে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারত না ; কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র করেন যাকে খুশি ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

---

১. এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরবার কালে দৈবক্রমে হযরত আয়েশা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে পরে আপন উটে করে আনে সাফ্ওয়ান। এতেই কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নামে বদনাম রটায়। একমতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এই ব্যাপারে নেতৃত্ব করেছিল, অন্য মতে হযরতের সভাকবি হাস্‌সান।

২২ আর তোমাদের মধ্যে যারা স্বাচ্ছন্দ্যের আর প্রাচুর্যের অধিকারী তারা নিকট-আত্মীয়দের, নিঃস্বদের, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ করেছে তাদের দান করার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ না করুক[১], আর তারা ক্ষমা করুক আর ফিরুক। তোমরা কি ভালোবাস না যে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২৩ নিঃসন্দেহ যারা সতী অসতর্কা বিশ্বাসিনী নারীদের সম্বন্ধে কুৎসা রটায়, তারা অভিশপ্ত এই সংসারে আর পরকালে, আর তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি,

২৪ সেদিন যেদিন তাদের জিহ্বা আর তাদের হাত আর তাদের পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে কি তারা করেছিল সে সম্বন্ধে,

২৫ সেই দিন আল্লাহ্ তাদের দেবেন তাদের প্রাপ্য পুরস্কার, আর তারা জানবে যে আল্লাহ্— তিনি উজ্জ্বল সত্য।

২৬ মন্দে আসক্তা নারীরা মন্দে আসক্ত পুরুষদের জন্য, আর মন্দে আসক্ত পুরুষরা মন্দে আসক্তা নারীদের জন্য ; আর উত্তম নারীরা উত্তম পুরুষদের জন্য, আর উত্তম পুরুষরা উত্তম নারীদের জন্য ; এরা নির্মুক্ত তারা যা বলে তা থেকে ; এদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানিত জীবিকা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ হে বিশ্বাসিগণ, নিজেদের গৃহে ভিন্ন অন্যদের গৃহে প্রবেশ ক'রো না যে পর্যন্ত না অনুমতি গ্রহণ করেছ, আর সে সবের বাসিন্দাদের 'সালাম' সম্ভাষণ করেছ ; এই তোমাদের জন্য ভালো যেন তোমরা স্মরণ করতে পার।

২৮ কিন্তু যদি তাতে কাউকে না পাও তবে প্রবেশ ক'রো না যে পর্যন্ত না তোমাদের তাতে অনুমতি দেওয়া হয় ; আর যদি তোমাদের বলা হয় : ফিরে যাও, তবে ফিরে যাও ; এই তোমাদের জন্য প্রশস্ততর। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করো।

২৯ এটি তোমাদের জন্য পাপ নয় যে তোমরা জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করবে যাতে তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে; আর আল্লাহ্ জানেন কি তোমরা করো প্রকাশ্যভাবে আর কি তোমরা লুকোও।

৩০ বিশ্বাসী পুরুষদের বল যে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করুক আর তাদের আবরণীয় অঙ্গের আব্রু রক্ষা করুক; তাই তাদের জন্য পবিত্রতর; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা তারা করে।

৩১ আর বিশ্বাসিনী নারীদের বলো যে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করুক আর তাদের আবরণীয় অঙ্গের আব্রু রক্ষা করুক, আর তাদের শোভা-সৌন্দর্য না দেখাক যা দেখা যায় তা ভিন্ন ; আর তারা তাদের মাথার আবরণ পরুক তাদের বুকের উপরে, আর তাদের শোভা-সৌন্দর্য না দেখাক তাদের স্বামীদের, অথবা তাদের পিতাদের, অথবা তাদের পুত্রদের, অথবা তাদের স্বামীদের পুত্রদের, অথবা তাদের ভাইদের, অথবা তাদের ভাইদের পুত্রদের, অথবা তাদের বোনদের পুত্রদের, অথবা তাদের নারীদের, অথবা যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে (দাস ও দাসী) তাদের, অথবা পুরুষ চাকরদের যাদের (নারীর) প্রয়োজন নেই, অথবা ছেলেপিলেদের যাদের নারী সম্বন্ধে গোপনীয়তার বোধ হয় নি—এদের ভিন্ন ; আর তারা

---

১. হযরত আবুবকর তাঁর কন্যা হযরত আয়েশার নামে কুৎসা রটনাকারী এক আত্মীয় সম্বন্ধে এমন শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হযরতের করুণা লক্ষণীয়।

তাদের পা দিয়ে শব্দ না করুক যার ফলে তাদের গহনা যা প্রচ্ছন্ন আছে তা জানা যায়। আর হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো সবাই যেন তোমরা সফল হতে পার।

৩২ আর তোমাদের মধ্যে যারা একলা আছ, আর যারা সক্ষম তোমাদের দাসদের মধ্যে আর দাসীদের মধ্যে, তারা বিয়ে করুক ; যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ্‌ তাদের অভাবমুক্ত করবেন এবং তাঁর প্রাচুর্য থেকে। আর আল্লাহ্‌ মহাবদান্য, জ্ঞাতা।

৩৩ আর যারা বিবাহ্ করতে না পারে তারা সংযম করুক যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তাদের সমৃদ্ধ করেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে। আর যাদের তোমাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে যারা (মুক্তির জন্য) লেখন চায় তাদের সেই লেখন দাও যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখে থাক ; আর তাদের দাও আল্লাহ্‌র ধন থেকে যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। আর তোমাদের দাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য ক'রো না এই সংসারের নশ্বর বস্তু কামনা ক'রে যখন তারা বিশুদ্ধ থাকতে চায় ; আর যে কেউ তাদের বাধ্য করে তবে তাদের বাধ্য হবার পরে (তাদের প্রতি) নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি স্পষ্ট নির্দেশসমূহ, আর যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে তাদের বিবরণ, আর উপদেশ সীমারক্ষাকারীদের প্রতি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৫ আল্লাহ্‌ হচ্ছেন আলোক আকাশের ও পৃথিবীর ; তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে একটি কুলুঙ্গি যাতে আছে একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপ কাচের ভিতরে, (আর) সেই কাচ যেন একটি উজ্জ্বল তারা—জ্বালানো এক পুণ্য বৃক্ষ থেকে, এক জলপাই গাছ থেকে যা পূবেরও নয় পশ্চিমেরও নয়; যার তেল যেন আলো দেবে (নিজের থেকে) যদিও কোনো আগুন তাকে স্পর্শ করে নি। আলোকের উপরে আলোক—আল্লাহ্‌ পরিচালিত করেন তাঁর আলোর পানে যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ্‌ মানুষের সাথে কথা বলেন রূপকে, কেননা আল্লাহ্‌ সব কিছুর সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।

৩৬ (এই প্রদীপ দেখা যায়) সেই সব গৃহে যা আল্লাহ্‌ অনুমতি দিয়েছেন সমুন্নত হতে যেন তাঁর নাম স্মরণ করা হয় সে-সবে ; সে সবে তাঁর মহিমা কীর্তন করে প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

৩৭ সেই লোকেরা যাদের পণ্য দ্রব্য অথবা বিক্রয় ফেরাতে পারে না আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখা থেকে, আর যাকাত দেওয়া থেকে, তারা ভয় রাখে একটি দিনের যাতে হৃদয়গুলো আর চোখগুলো এদিক ওদিক ফিরবে,

৩৮ যেন আল্লাহ্‌ তাদের দিতে পারেন তার যা করেছে তারা থেকে যা শ্রেষ্ঠ, আর তাদের দিতে পারেন আরও তাঁর প্রাচুর্য থেকে, আর আল্লাহ্‌ জীবিকা দেন হিসাব না করে যাকে তাঁর খুশি।

৩৯ আর যারা অবিশ্বাস করে, তাদের কাজ যেন মরুভূমিতে মরীচিকা যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি ভুল করে পানি ব'লে যে পর্যন্ত না সে তার কাছে আসে আর দেখে তা কিছুই নয়, আর সেখানে সে পায় আল্লাহ্‌কে ; সুতরাং তিনি তাকে পুরোপুরি দেন তার প্রাপ্য ; আর আল্লাহ্‌ হিসাবে সত্বর ;

৪০ অথবা অতলস্পর্শ সমুদ্রে অন্ধকারের মতো—তাকে আবৃত ক'রে আছে ঢেউ, তার উপরে ঢেউ, তার উপরে আছে মেঘ, ঘোর অন্ধকার একের পরে আর ; যখন সে তার হাত বাড়ায়

সে তা যেন দেখতে পায় না ; আর যাকে আল্লাহ্ আলোক দেন না, (তার জন্য) আলোক নেই।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪১ তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ্ তিনি যাঁর মহিমা কীর্তন করে যারা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, আর পাখা-মেলে-দেওয়া পাখিরা ; তিনি জানেন তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা আর মহিমা-কীর্তন ; আর আল্লাহ্ জানেন যা তাা করে।

৪২ আর আল্লাহ্‌রই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্‌র কাছেই শেষে ফিরে আসা।

৪৩ তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ্ তাড়িয়ে নিয়ে যান মেঘদের, তার পর তাদের একত্রিত করেন, তার পর তাদের স্তর গড়েন, তার ফলে তুমি দেখ তাদের মধ্যে থেকে আসছে বৃষ্টি। আর তিনি আকাশ থেকে পাঠান পাহাড়দের (পাহাড়ের মতো মেঘদের) যার মধ্যে আছে শিলা, আর তা দিয়ে আঘাত করেন যাকে খুশি, আর তা ফেরান যার থেকে খুশি ; তাঁর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টি-শক্তি প্রায় নিয়ে নেয়।

৪৪ আল্লাহ্ পরিবর্তিত করান রাত্রিকে ও দিনকে ; নিঃসন্দেহ্ এতে শিক্ষার বিষয় আছে তাদের জন্য যাদের দৃষ্টি আছে।

৪৫ আর আল্লাহ্ জল থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক জীবকে, সুতরাং তাদের মধ্যে আছে যা তার পেটের উপরে হাঁটে, আর তাদের মধ্যে আছে যা দুই পায়ে হাঁটে, আর তাদের মধ্যে আছে যা চার পায়ে হাঁটে ; আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তাঁর ইচ্ছা, নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৪৬ নিঃসন্দেহ আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নির্দেশাবলী ; আর আল্লাহ্ সরল পথে চালিত করেন যাকে তাঁর খুশি।

৪৭ আর তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌তে আর বাণীবাহকে, আর আমরা অনুসরণ করি ; তার পর তাদের একদল ফিরে যায় এর পরে, আর তারা বিশ্বাসী নয়।

৪৮ আর যখন তাদের ডাকা হয় আল্লাহ্ ও রসুলের পানে যেন তিনি (রসুল) তাদের মধ্যে বিচার করতে পারেন, নিঃসন্দেহ্ তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায়।

৪৯ আর যদি সত্য তাদের পক্ষে থাকে তবে তারা তাঁর কাছে আসে ত্বরিতে, অনুগত হয়ে।

৫০ এদের হৃদয়ে কি ব্যাধি আছে ; অথবা তারা কি ভয় করে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবেন ? না তারা নিজেরাই অন্যায়কারী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫১ বিশ্বাসীরা যখন আল্লাহ্ ও রসুলের দিকে আহূত হয় যেন তিনি (রসুল) তাদের মধ্যে বিচার করতে পারেন তখন তাদের উক্তি মাত্র এই : আমরা শুনি আর আমরা অনুসরণ করি। এরাই সফলকাম।

৫২ আর যে আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের অনুবর্তী হয়, আর আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আর তাঁর সীমারক্ষা করে—এরাই তারা যারা কৃতকর্মা।

৫৩ আর তারা তাদের সবলতম শপথের দ্বারা শপথ করে যে যদি তুমি তাদের আদেশ করো তবে তারা নিশ্চয়ই যাত্রা করবে। বলো : শপথ করো না, যে আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া গেছে (তাই ভালো) ; আল্লাহ্ খবর রাখেন যা তোমরা করো তার।

৫৪ বলো : আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হও আর রসুলের অনুবর্তী হও ; কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে তাঁর (রসুলের) উপরে রয়েছে শুধু যে ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে, আর তোমাদের উপরে রয়েছে মাত্র তাই যে-ভার তোমাদের দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা তাঁর অনুবর্তী হও তবে তোমরা আছ ঠিক পথে, আর কোনো ভার রসুলের উপরে নেই স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন।

৫৫ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নিঃসন্দেহ তিনি তাদের পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন (বর্তমান শাসকদের) যেমন তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন যারা ছিল তাদের পূর্ববর্তী, আর নিঃসন্দেহ তিনি তাদের জন্য সংস্থাপিত করবেন তাদের ধর্ম যা তিনি তাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন, আর নিঃসন্দেহ তাদের ভয়ের পরে বদলা দেবেন নিরাপত্তা, তারা আমার আরাধনা করবে আমার সঙ্গে কাউকে অংশী না ক'রে ; আর যে কেউ তার পর অকৃতজ্ঞ হবে—তবে এরাই তারা যারা দুর্বৃত্ত।

৫৬ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর রসুলের অনুবর্তী হও, যেন তোমরা করুণালাভ করতে পারো।

৫৭ মনে ক'রো না যারা অবিশ্বাস করে তারা পৃথিবীতে এড়িয়ে যেতে পারবে, আর তাদের আবাসস্থল আগুন, আর নিঃসন্দেহ মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৮ হে বিশ্বাসিগণ, যাদের তোমাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে আর তোমাদের যারা সাবালগ হয় নি তারা তিনবার তোমাদের অনুমতি নিক (তোমাদের সামনে আসার পূর্বে)—প্রভাতের নামাযের পূর্বে, আর গ্রীষ্মকালের দুপুরে যখন তোমরা পোষাক ত্যাগ করো ; আর রাত্রির নামাযের পরে ; এই তিন তোমাদের জন্য পর্দার সময়, এ ভিন্ন তোমাদের জন্য বা তাদের জন্য পাপ নয় (যদি অনুমতি না নিয়ে তারা আসে) ; তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয় অন্যদের সেবায় তৎপর হও ; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে নির্দেশাবলী স্পষ্ট করেন, আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৫৯ আর তোমাদের মধ্যে ছেলেপিলেরা যখন সাবালগ হয়েছে, তখন তারা অনুমতি চাক যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা চাইত ; এইভাবে অল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী, আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৬০ আর নারীরা যখন তারা সন্তান-ধারনের বয়স অতিক্রম করেছে আর বিয়ের আশা করে না, এটি তাদের জন্য পাপ নয় যদি তারা তাদের পোষাক খুলে রাখে তাদের শোভা-সৌন্দর্য না দেখিয়ে, আর যদি তারা নিজেদের সংযত করে তবে সেটি তাদের জন্য বেশি ভালো ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬১ কোনো দোষ নেই অন্ধের কোনো দোষ নেই খঞ্জের কোনো দোষ নেই রুগ্ণের, আর তোমাদেরও, যদি তোমরা খাও তোমাদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের পিতাদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের মাতাদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের ভাইদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের বোনদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের পিতারে ভাইদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের পিতাদের বোনদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের মাতুলদের বাড়ি থেকে, অথবা তোমাদের খালাদের (মাসীদের) বাড়ি থেকে, অথবা (তা থেকে) যার চাবি তোমাদের

আছে, অথবা বন্ধুর (বাড়ি) থেকে। তোমাদের জন্য পাপ হবে না যদি তোমরা একসঙ্গে খাও বা একলা খাও। সেজন্য যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ করো তখন পরস্পরকে সম্ভাষণ করো আল্লাহ্‌র সম্ভাষণ (যা) পুণ্যময় ও উৎকৃষ্ট। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা বুঝতে পারো।

নবম অনুচ্ছেদ

৬২ কেবল তারাই বিশ্বাসী যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর বাণীবাহকে, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে কোনো গুরু ব্যাপারে আছে, তারা চলে যায় না যে পর্যন্ত না তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে। নিঃসন্দেহ যারা তোমার অনুমতি চায় তারাই বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর বাণীবাহকে। সুতরাং যারা তোমার অনুমতি চায় তাদের কোনো ব্যাপারের জন্য, তাদের অনুমতি দাও যাকে ইচ্ছা করো আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬৩ তোমাদের মধ্যে পয়গাম্বরের প্রতি সম্বোধনকে তোমাদের পরস্পরকে সম্বোধনের তুল্য জ্ঞান ক'রো না। আল্লাহ্ তাদের জানেন তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি চলে যায় নিজেদের লুকিয়ে, সেজন্য তারা সাবধান হোক যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যায় পাছে এক পরীক্ষা তাদের উপরে পড়ে, অথবা তাদের উপরে পড়ে এক কঠিন শাস্তি।

৬৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আকাশে আর পৃথিবীতে। তিনি জানেন যা তোমাদের আচরণ আর যেদিন তারা তাঁর কাছে ফেরত যাবে সেদিন তিনি তাদের জানাবেন কি তারা করেছিল, আর আল্লাহ্ জানেন সব কিছু সম্বন্ধে।

আল-ফোর্‌কান

[কোর্‌আন শরীফের ২৫ সংখ্যক সূরা আল্‌-ফোর্‌কান—ন্যায় অন্যায়ের বিভেদকারী বা মানদণ্ড। ফোর্‌কান কোর্‌আন-এর এক নাম। এটিকে মধ্যমক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ পুণ্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ফোর্‌কান (ন্যায় অন্যায়ের বিভেদকারী বা মানদণ্ড), যেন তিনি হতে পারেন একজন সতর্ককারী জাতিদের জন্য ;

২ তিনি—আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর, আর যিনি পুত্র গ্রহণ করেন নি, রাজত্বে যাঁর অংশী নেই, আর যিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু তার পর তার জন্য বিধান করেছেন একটি পরিমাপ।

৩ আর তারা তাঁকে ভিন্ন অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট, আর তারা নিজেদের সম্পর্কে কোনো ক্ষতি বা লাভের উপরে কর্তৃত্ব করে না। আর তারা কর্তৃত্ব করে না মৃত্যুর উপরে অথবা বাঁচার উপরে আর পুনরায় জীবিত করার উপরে।

৪ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : এ মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয় যা সে তৈরি করেছে আর অন্য লোকেরা এতে তাকে সাহায্য করেছে।—সুতরাং তারা নিঃসন্দেহ অন্যায় করেছে, আর (উচ্চারণ করেছে) একটি মিথ্যা।

৫ আর তারা বলে : প্রাচীনকালের লোকদের কাহিনী—সে সব সে লিখিয়েছে—আর সে সব তার কাছে পড়া হয় প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

৬ বলো : এটি অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য জানেন ; নিঃসন্দেহ তিনি চির ক্ষমাশীল, চির কৃপাময়।

৭ আর তার বলে : কি হয়েছে এই পয়গাম্বরের যে সে খাবার খায় আর বাজারে ঘোরে ; একজন ফেরেশ্‌তা কেন তার জন্য পাঠানো হয় নি যাতে সে তাঁর সঙ্গে সতর্ককারী হতে পারতো ?

৮ অথবা একটি ধনভাণ্ডার তার কাছে পাঠানো হোতো, অথবা তার জন্য করা হোতো একটি বাগান যা থেকে সে খেতে পারতো ? আর অন্যায়কারীরা বলে : তোমরা একজন যাদুর বশীভূত লোককে ভিন্ন আর কাউকে অনুসরণ করছ না।

৯ দেখ, কি উপমা তারা তোমার প্রতি প্রয়োগ করে ! সুতরাং তারা বিপথে গেছে, সে জন্য তারা পথ পায় না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ পুণ্যময় তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দেবেন যা এর চাইতে ভালো—উদ্যান যার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত—আর তিনি তোমাকে দেবেন প্রাসাদ-সমূহ।

১১ না—তারা সেই সময়কে মিথ্যা বলে ; আর আমি প্রস্তুত করেছি এক জ্বলন্ত আগুন তার জন্য যে সেই সময়কে মিথ্যা বলে।

১২ যখন তা আসবে তাদের সামনে দূর থেকে, তারা শুনবে তার ধ্বনি আর গর্জন।

১৩ আর যখন তারা তার একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে এক সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে, তারা সেখানে চাইবে ধ্বংস।

১৪ আজকার দিনে একটি ধ্বংস চেও না বরং বহু ধ্বংস চাও।

১৫ বলো : এই ভালো—অথবা স্থায়ী উদ্যান যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যারা সীমারক্ষা করে তাদের? তা হবে তাদের জন্য পুরস্কার আর গন্তব্য স্থান।

১৬ সেখানে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে তারা পাবে যা তারা চায়। এটি একটি প্রতিশ্রুতি যা প্রার্থিত হবার যোগ্য তোমার পালয়িতার কাছ থেকে।

১৭ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, আর যাদের তারা উপাসনা করেছিল আল্লাহ্ ভিন্ন, তিনি বলবেন : তোমরাই কি পথভ্রান্ত করেছিলে আমার এই দাসদের, অথবা তারা নিজেরা বিপথে গিয়েছিল পথ থেকে?

১৮ তারা বলবে : তোমার মহিমা ঘোষিত হোক, এ আমাদের জন্য শোভন ছিল না যে তোমাকে ভিন্ন আর কোনো রক্ষাকারী বন্ধু আমরা গ্রহণ করব, কিন্তু তুমি তাদের ও তাদের পিতা পিতামহদের উপভোগ করতে দিয়েছিলে যে পর্যন্ত না তারা ভুলে গিয়েছিল সাবধান বাণী, আর হয়েছিল একটি বিনষ্ট জাতি।

১৯ সেইজন্য নিশ্চয় তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে যা তুমি বলো সে সম্বন্ধে। তার পর তোমরা শাস্তি ফেরাতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না ; আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় করে, আমি তাকে আস্বাদ করাব এক বড় শাস্তি।

২০ আর তোমার পূর্বে আমি পয়গাম্বরদের পাঠাই নি যারা নিঃসন্দেহ খাবার না খেয়েছে আর বাজারে না ঘুরেছে। আর আমি তোমাদের কাউকে করেছি অপরদের পরীক্ষার স্থল। তুমি কি ধৈর্যবান হবে? তোমার পালয়িতা সর্বদা দেখছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ঊনবিংশ খণ্ড

২১ আর যারা আমার সঙ্গে দেখা হবার ভয় করে না তারা বলে : কেন আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদের পাঠানো হয় নি, অথবা আমাদের পালয়িতাকে (কেন) দেখি না? নিঃসন্দেহ নিজেদের সম্বন্ধে তারা খুব গর্বিত আর অহঙ্কার দেখিয়েছে প্রবলভাবে।

২২ যেদিন তারা ফেরেশ্‌তাদের দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না, আর তারা বলবে : এক অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।

২৩ আর আমি দেখাবো কি কাজ তারা করেছে, আর তা করবো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

২৪ উদ্যানের বাসিন্দারা সেদিন পাবে সুখপ্রদ বাসগৃহ আর সুখপ্রদ মধ্যদিনের বিশ্রামের স্থান।

২৫ আর সেইদিন যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে মেঘসহ, আর ফেরেশ্‌তাদের পাঠানো হবে পাঠানোর মতো—

২৬ সেইদিন রাজত্ব সত্যতঃ হবে করুণাময়ের, আর সেইদিন এক কঠিন দিন হবে অবিশ্বাসীদের জন্য।

২৭ আর সেইদিন অন্যায়কারীরা তাদের হাত কামড়াবে এই বলে : হায়, যদি রসুলের সঙ্গে কোনো পথ বেছে নিতাম?

২৮ হায় আমার ভাগ্য। যদি এমন একজনকে বন্ধু না করতাম।

২৯ নিঃসন্দেহ সে আমাকে স্মারক থেকে বিপথে চালিয়েছে তা আমার কাছে আসার পরে, আর শয়তান মানুষকে সাহায্য করতে অক্ষম।

৩০ আর রসুল বলছেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার জাতি এই কোর্‌আনের প্রতি ব্যবহার করেছে যেন (তা) বাজে কথা।

৩১ আর এইভাবে আমি প্রত্যেক পয়গাম্বরের জন্য শত্রু তৈরি করেছি অপরাধীদের থেকে ; আর তোমার পালয়িতা পথপ্রদর্শক ও সহায়রূপে যথেষ্ট।

৩২ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : কেন কোর্‌আন তার কাছে অবতীর্ণ হয় নি সবটা একবারে? এইভাবে (অবতীর্ণ হয়েছে) যেন এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, আর আমি একে সাজিয়েছি যথাযথভাবে।

৩৩ আর তারা তোমার কাছে আনতে পারবে না কোনো দৃষ্টান্ত যা আমি তোমার কাছে আনি নি সত্যের সঙ্গে, তাৎপর্যে তা শ্রেষ্ঠতর।

৩৪ যারা তাদের মুখের উপরে একত্রিত হবে জাহান্নামের দিকে—তারা অধমতর দশায় আর পথ থেকে আরো দূরে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩৫ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, আর তাঁর ভাই হারুণকে তাঁর সঙ্গে করেছিলাম তাঁর মন্ত্রী।

৩৬ তার পর আমি বলেছিলাম: তোমরা এক সঙ্গে যাও লোকের কাছে যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। তার পর আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম নিঃশেষে।

৩৭ আর নূহ্-এর লোকেরা—যখন তারা পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর তাদের করেছিলাম লোকদের জন্য এক নিদর্শন ; আর অন্যায়কারীদের জন্য আমি কঠিন শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।

৩৮ আর আদ্ আর সামূদ আর রস্-এর অধিবাসীরা আর তাদের মধ্যেকার অনেক পুরুষ—

৩৯ প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম দৃষ্টান্ত, আর প্রত্যেককে আমি ধ্বংস করেছিলাম নিঃশেষে।

৪০ আর নিঃসন্দেহ তারা গেছে সেই শহরের পাশ দিয়ে যার উপরে আমি বর্ষণ করেছিলাম এক ধ্বংসকর বৃষ্টি। তারা কি তখন তা দেখে নি? না—তারা আশা করে না কোনো পুনরুত্থানের।

৪১ আর তারা যখন তোমাকে দেখে তারা তোমাকে আর কিছু জ্ঞান করে না বিদ্রূপের পাত্র ভিন্ন : এই নাকি সে যাকে আল্লাহ্ করেছেন এক রসুল।

৪২ সে তো আমাদের দেবতাদের থেকে আমাদের সরিয়ে নিতো যদি আমরা তাদের সম্বন্ধে ধৈর্যবান না হতাম। আর যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন জানবে কে পথ থেকে দূরে চলে গেছে।

৪৩ তুমি কি তাকে দেখেছ যে তার কামনাকে করেছে তার উপাস্য? তবে কি তুমি তার কর্মাধ্যক্ষ হবে?

৪৪ অথবা তুমি কি মনে করো যে তাদের অনেকে শোনে অথবা বোঝে? তারা গৃহপালিত পশুর মতো ভিন্ন আর কিছু নয়—না, তারা পথ থেকে আরো দূরে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৫ তোমার পালয়িতার বিষয় কি ভাবো নি কেমন ক'রে তিনি ছায়াকে প্রসারিত করেন। তিনি যদি চাইতেন তবে নিঃসন্দেহ তাকে অনড় করতে পারতেন, তার পর আমি সূর্যকে করেছি তার চালক।

৪৬ তার পর আমি তাকে নিজের কাছে নিয়ে নিই অল্প অল্প ক'রে।

৪৭ আর তিনি রাত্রিকে করেছেন তোমাদের জন্য আবরণ, আর ঘুমকে বিশ্রাম, আর দিনকে তিনি পুনরায় উদিত করেন।

৪৮ আর তিনি বাতাসকে পাঠান সুসংবাদ-দাতারূপে তাঁর করুণার পূর্বে, আর আমি বিশুদ্ধ জল অবতীর্ণ করি আকাশ থেকে।

৪৯ যেন আমি তার দ্বারা প্রাণ সঞ্চার করতে পারি মৃত জমিতে আর তা দিই পানের জন্য অনেক মানুষকে ও পশুকে যাদের আমি সৃষ্টি করেছি।

৫০ আর নিঃসন্দেহ আমি এর পুনরাবৃত্তি করেছি তাদের কাছে যেন তারা স্মরণ করতে পারে ; কিন্তু মানুষদের বেশির ভাগ প্রত্যাখ্যান করায় ভিন্ন আর কিছুতে রাজি নয়।

৫১ আর যদি আমি চাইতাম তবে প্রত্যেক বসতিতে একজন সতর্ককারী দাঁড় করাতাম।

৫২ সেজন্য অবিশ্বাসীদের অনুবর্তী হয়ো না, আর এতে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো প্রবল অধ্যবসায়ে।

৫৩ আর তিনিই দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত হতে দিয়েছেন একসঙ্গে—একটি সুস্বাদু যা পিপাসা দমন করে তার সুস্বাদ দিয়ে আর অপরটি লবণাক্ত যা দগ্ধ করে তার লবণতা দিয়ে, আর দুইয়ের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক ব্যবধান আর অনতিক্রম্য বাধা।

৫৪ আর তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন জল থেকে, তারপর তার জন্য সৃষ্টি করেছেন রক্ত সম্পর্ক আর বৈবাহিক সম্পর্ক, আর তোমাদের পালয়িতা ক্ষমতাবান।

৫৫ আর তারা আল্লাহ্‌ ভিন্ন তার আরাধনা করে যা তাদের উপকার করতে পারে না তাদের অপকারও করতে পারে না ; আর অবিশ্বাসী তার পালয়িতার চিরবিরুদ্ধাচারী।

৫৬ আর আমি তোমাকে পাঠাই নি সুসংবাদ-দাতারূপে আর সতর্ককারীরূপে ভিন্ন।

৫৭ বলো : আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না এ ভিন্ন যে, যে চায় সে তার পালয়িতার অভিমুখে পথ নিক।

৫৮ আর নির্ভর করো চিরজীবন্তের উপরে যিনি মৃত্যুহীন আর তাঁর প্রশংসা কীর্তন করো ; আর যথেষ্ট তিনি তাঁর দাসদের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে ওয়াকিফহালরূপে।

৫৯ যিনি সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে আকাশকে পৃথিবীকে এবং তাদের মধ্যে যা আছে, তার পর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন—করুণাময়—সেজন্য তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো কোনো ওয়াকিফহালকে।

৬০ আর যখন তাদের বলা হয় : করুণাময়কে সেজদা করো, তারা বলে : আর করুণাময় কি? আমরা কি সেজদা করবো যার সম্বন্ধে তুমি হুকুম করো? আর এতে তাদের বিতৃষ্ণা বাড়ায়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬১ পুণ্যময় তিনি যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন তারাদের আর তাতে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রদীপ আর উজ্জ্বল চন্দ্র।

৬২ আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন পরস্পরকে অনুবর্তন করতে তার জন্য যে চায় স্মরণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে।

৬৩ আর করুণাময়ের দাস তারা যারা বিনম্র হয়ে ধরণীতে বিচরণ করে, আর যখন অজ্ঞরা তাদের সম্বোধন করে তারা বলে : শান্তি ;

৬৪ আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের পালয়িতার সামনে সেজদারত হয়ে আর দাঁড়িয়ে–

৬৫ আর যারা বলে : হে আমার পালয়িতা, ফেরাও আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি, নিঃসন্দেহ তার শাস্তি লেগে থাকে—

৬৬ নিঃসন্দেহ তা মন্দ বাসস্থান আর মন্দ বিশ্রামস্থান ;

৬৭ আর যারা যখন তারা ব্যয় করে, তখন তারা অপব্যয়ী নয় কৃপণও নয়, আর এই দুইয়ের মধ্যে আছে একটি মধ্যবর্তী নির্ভরযোগ্য স্থান—

৬৮ আর যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে না, আর প্রাণকে হত্যা করে না যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ন্যায়ের প্রয়োজনে ভিন্ন, আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে এই করে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে ;

৬৯ শাস্তি তার জন্য দ্বিগুণিত হবে কেয়ামতের দিনে, আর সে তাতে বাস করবে চিরঘৃণিত হয়ে—

৭০ সে ভিন্ন যে ফেরে আর বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে। সুতরাং এরা হচ্ছে তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৭১ আর যে কেউ ফেরে আর ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ সে আল্লাহ্র দিকে ফেরে ভালো ফেরায়।

৭২ আর যারা সাক্ষ্য দেয় না যা মিথ্যা তাতে ; আর যখন তার পাশ দিয়ে যায় যা বৃথা, তারা চলে যায় মর্যাদার সঙ্গে।

৭৩ আর তারা, যারা, যখন তাদের স্মরণ করানো হয় তাদের পালয়িতার নির্দেশসমূহ, তখন তার দিকে তারা পতিত হয় না বধির ও অন্ধ হয়ে ;

৭৪ আর তারা, যারা বলে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ও আমাদের সন্তানদের মধ্যে আমাদের চোখের আনন্দ দাও, আর আমাদের পরিচালক করো সীমারক্ষাকারীদের।

৭৫ এদের পুরস্কৃত করা হবে উঁচুস্থান দিয়ে যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যবান, আর তারা তাতে লাভ করবে স্বাগত আর 'শান্তি' সম্ভাষণ,—

৭৬ থাকবে সেখানে স্থানীয়ভাবে—উৎকৃষ্ট (তা) বাসস্থানরূপে আর বিশ্রামস্থানরূপে।

৭৭ বলো : আমার পালয়িতা তোমাদের জন্য পরোয়া করতেন না যদি তোমাদের প্রার্থনার জন্য না হোতো ; কিন্তু তোমরা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছ, সেজন্য যা লেগে থাকে তা আসবে।

আশ্-শুয়ারা

[আশ্ শুয়ারা—কবিগণ,—কোর্আন শরীফের ২৬ সংখ্যক সূরা।
এর শেষের দিকে কবিদের ও বাণীবাহকদের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে।
এটি মধ্যমক্কীয়। তবে এর শেষের পাঁচটি আঁয়াতকে মদিনীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা সিন্ মীম—সদয় শ্রোতা অভিজ্ঞ (আল্লাহ্)।

২ এসব হচ্ছে সেই গ্রন্থের নির্দেশসমূহ যা স্পষ্ট করে।

৩ তুমি হয় তো নিজেকে দুঃখে মেরে ফেলবে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে না।

৪ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আমি তাদের উপরে আকাশ থেকে পাঠাতে পারি একটি নিদর্শন, তার ফলে তাদের ঘাড় হেঁট হয়ে থাকবে তার সামনে।

৫ ফলে তাদের কাছে আসে না কোনো নতুন স্মারক-বাণী করুণাময় থেকে যার থেকে তারা ফিরে না যায়।

৬ তাহলে তারা নিঃসন্দেহ (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছে, সেজন্য যা তারা বিদ্রূপ করেছে তার সংবাদ শীগ্গিরই তাদের কাছে আসবে।

৭ তারা কি পৃথিবীকে দেখে না—তাতে আমি জন্মিয়েছি কত উৎকৃষ্ট-ফল-উৎপাদনকারী যুগল?

৮ নিঃসন্দেহ তাতে আছে নিদর্শন; কিন্তু তারা অনেকেই বিশ্বাস করে না।

৯ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ আর তোমার পালয়িতা মূসাকে আহ্বান করলেন এই বলে : অন্যায়কারী লোকদের কাছে যাও—

১১ ফেরাউনের লোকেরা—তারা কি সীমারক্ষা করবে না?

১২ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমি ভয় করি যে তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে;

১৩ আর আমার বুক সঙ্কুচিত হয়, আর আমার জিহ্বা জড়তামুক্ত নয়, সেজন্য হারুণকে পাঠাও (আমাকে সাহায্য করতে।)

১৪ আর আমার বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের অভিযোগ আছে, সেজন্য আমি ভয় করি তারা আমাকে হত্যা করতে পারে।

১৫ তিনি বললেন : কখনো না, সেজন্য তোমরা দুইজনে যাও আমার নির্দেশাবলী নিয়ে; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সঙ্গে—শ্রোতা;

১৬ তার পর একসঙ্গে এসো ফেরাউনের কাছে আর বলো : নিঃসন্দেহ আমরা বাণীবাহক বিশ্বজগতের পালয়িতার।

১৭ (আর বলো যে) আমাদের সঙ্গে পাঠাও ইসরাইলবংশীয়দের।

১৮ ফেরাউন বললে : তোমাকে কি আমরা মানুষ করি নি আমাদের মধ্যে একটি শিশুরূপে? আর তুমি আমাদের মধ্যে ছিলে তোমার জীবনের বহু বৎসর ;

১৯ আর তুমি তোমার কাজ করেছিলে যা করবার ; আর তুমি একজন অকৃতজ্ঞ।

২০ তিনি বললেন : আমি তখন তা করেছিলাম যখন আমি ছিলাম পথভ্রান্তদের অন্তর্গত।

২১ সেজন্য আমি তোমাদের থেকে পালিয়েছিলাম যখন আমি তোমাদের ভয় করেছিলাম, তার পর আমার পালয়িতা আমাকে জ্ঞান দিলেন, আর আমাকে করলেন পয়গাম্বরদের অন্যতম।

২২ আর এই যে একটি অনুগ্রহের কথা তুমি আমাকে স্মরণ করাচ্ছ এর জন্যই কি তুমি ইসরাইলবংশীয়দের দাস করেছ?

২৩ আর ফেরাউন বললে : আর বিশ্বজগতের পালয়িতা কি?

২৪ (মূসা) বললেন : আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা আর তাদের মধ্যে যা আছে, যদি তোমরা নিশ্চয় ক'রে জানো।

২৫ ফেরাউন বললে তার পাশের লোকদের : তোমরা কি শুনছো না?

২৬ তিনি বললেন : তোমাদের পালয়িতা আর তোমাদের পূর্বকালের পিতৃপুরুষদের পালয়িতা।

২৭ সে বললে : নিঃসন্দেহ তোমাদের বাণীবাহক যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে—পাগল।

২৮ তিনি বললেন : পূর্ব ও পশ্চিমের পালয়িতা আর তাদের মধ্যে যা আছে—যদি তোমরা বোঝো।

২৯ সে বললে : যদি আমাকে ভিন্ন অন্য উপাস্য গ্রহণ করো তবে নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্যতম করবো।

৩০ তিনি বললেন : যদি তোমার সামনে আনি জ্বলজ্যান্ত কিছু?

৩১ বললে সে : তবে আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩২ তার পর তিনি তাঁর আসা (যষ্টি) ফেললেন , আর নিঃসন্দেহ তা হোলো এক সাপ ;

৩৩ আর তিনি তাঁর হাত টেনে নিলেন, আর নিঃসন্দেহ তা দর্শকদের কাছে দেখালো সাদা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৪ ফেরাউন বললে তার চারপশের প্রধানদের : নিঃসন্দেহ সে একজন ওস্তাদ জাদুকর—

৩৫ যে চাচ্ছে তার জাদুর দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে ; তবে কি উপদেশ তোমরা দাও?

৩৬ তারা বললে : তাকে আর তার ভাইকে বিরাম দাও আর আহ্বানকারীদের শহরে পাঠাও—

৩৭ যেন তারা তোমার কাছে আনে প্রত্যেক ওস্তাদ জাদুকরকে।

৩৮ সুতরাং জাদুকরদের একত্রিত করা হোলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দিনে।

৩৯ আর লোকদের বলা হোলো : তোমরা তো জমায়েৎ হচ্ছ?—

৪০ যেন আমরা জাদুকরদের অনুগামী হতে পারি যদি তারা জয়ী হয়।

৪১ আর যখন জাদুকররা এলো তারা ফেরাউনকে বললে : আমরা কি পুরস্কার পাবো যদি জয়ী হই?

৪২ সে বললে : হাঁ, আর নিঃসন্দেহ তোমাদের তা হলে করা হবে সান্নিধ্যে আগত।

৪৩ মূসা তাদের বললেন : ফেলো যা তোমরা ফেলতে যাচ্ছ।

৪৪ অতএব তারা ফেললো তাদের দড়ি ও লাঠি, আর বললে : ফেরাউনের শক্তিতে নিশ্চয় আমরা জয়ী হবো।

৪৫ তার পর মূসা তাঁর আসা ফেললেন, আর নিঃসন্দেহ তা গিলে খেলো তাদের বলা সব মিথ্যা।

৪৬ আর জাদুকররা পতিত হোলো সেজদারত হয়ে ;

৪৭ তারা বললে : আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বজগতের পালয়িতায়—

৪৮ মূসা ও হারুণের পালয়িতায়।

৪৯ সে বললে : তোমরা তাতে বিশ্বাস করছ আমার অনুমতি দেবার পূর্বেই? নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রধান যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে, সেজন্য তোমরা জানবে ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের হাত ও তোমাদের পা কাটবো বিপরীত দিকে আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সবাইকে শূলে দেবো।

৫০ তারা বললে : কোনো ক্ষতি নেই ; নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন :

৫১ নিঃসন্দেহ আমরা আশা করি আমাদের পালয়িতা ক্ষমা করবেন আমাদের অন্যায় যেহেতু আমরা বিশ্বাসীদের অগ্রবর্তী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫২ আর আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : আমার দাসদের নিয়ে যাও রাত্রে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের পেছনে ধাওয়া করা হবে।

৫৩ তার পর ফেরাউন আহ্বানকারীদের পাঠালো শহরে শহরে ;

৫৪ (তারা বললে) : নিশ্চয় এরা একটি সামান্য দল ;

৫৫ আর নিঃসন্দেহ তারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে ;

৫৬ আর নিঃসন্দেহ আমরা একটি সতর্ক দল।

৫৭ এইভাবে আমি তাদের বার ক'রে এনেছিলাম বাগান ও ফোয়ারার মধ্যে থেকে ;

৫৮ আর ধনরত্ন আর সম্মানিত গৃহ থেকে।

৫৯ এইভাবেই। আর আমি ইসরাইলবংশীয়দের দিয়েছিলাম তাদের উত্তরাধিকার।

৬০ তার পর তারা তাদের অনুসরণ করলো সূর্যোদয়ে।

৬১ যখন দুই দল পরস্পরকে দেখলে, মূসার সঙ্গীরা বলে উঠলো : নিঃসন্দেহ আমাদের ধ'রে ফেলা হচ্ছে।

৬২ তিনি বললেন : নিশ্চয়ই না ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা আমার সঙ্গে, তিনি আমাকে একটি পথ দেখাবেন।

৬৩ তখন আমি মূসাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম : সমুদ্রে মারো তোমার 'আসা'। আর তা বিভক্ত হোলো ; আর প্রত্যেক ভাগ হোলো যেন এক বিশাল পর্বত।

৬৪ তার পর অন্যদের আমি আনলাম সেই স্থানের নিকটে।

৬৫ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম মূসাকে ও যারা ছিল তাঁর সঙ্গে, প্রত্যেককে,

৬৬ তার পর আমি ডুবিয়েছিলাম অন্যদের।
৬৭ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন ; আর তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে না।
৬৮ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৯ আর তাদের কাছে পাঠ করো ইব্রাহিমের কাহিনী।
৭০ যখন তিনি তাঁর পিতাকে ও তাঁর লোকদের বললেন : কি তোমরা উপাসনা করো ?
৭১ তারা বললে : আমরা প্রতিমাদের আরাধনা করি, সেজন্য আমরা তাদের পূজারি।
৭২ তিনি বললেন : তারা কি তোমাদের শোনে যখন তোমরা ডাকো ?
৭৩ অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে অথবা অপকার করে ?
৭৪ তারা বললে : না—আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের এই করতে দেখেছি।
৭৫ তিনি বললেন : তোমরা কি তবে ভেবেছ কিসের উপাসনা তোমরা করছ ?
৭৬ তোমরা ও তোমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা ?
৭৭ নিঃসন্দেহ তারা আমার শত্রু ; কিন্তু বিশ্বজগতের পালয়িতা (তা) নন—
৭৮ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তার পর আমাকে পথ দেখিয়েছেন ;
৭৯ আর তিনি—যিনি খেতে দেন আর পান করতে দেন,
৮০ আর যখন আমি রোগগ্রস্ত তখন আমাকে আরোগ্য দেন,
৮১ আর তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন তার পর আমাকে জীবন দেবেন,
৮২ আর যিনি, আমি আশা করি, আমার ভুল ক্ষমা করবেন বিচারের দিনে।
৮৩ হে আমার পালয়িতা, আমাকে জ্ঞান দাও, আর আমাকে যুক্ত করো সাধু-আত্মাদের সঙ্গে :
৮৪ আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য অকৃত্রিম স্মরণ বিধান করো ;
৮৫ আর আমাকে আনন্দময় উদ্যানের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্গত করো ;
৮৬ আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো কেন না সে নিঃসন্দেহ তাদের দলের যারা পথভ্রান্ত ;
৮৭ আর আমাকে লাঞ্ছিত ক'রো না সেইদিন যেদিন তাদের তোলা হবে—
৮৮ যেদিন সম্পত্তিতে কোনো কাজ দেবে না ; পুত্ররাও না—
৮৯ সে ভিন্ন যে আল্লাহ্‌র কাছে আনে একটি নির্মুক্ত হৃদয়।
৯০ আর উদ্যান তাদের জন্য নিকটে আনা হবে যারা সীমারক্ষাকারী ;
৯১ আর দোযখ স্পষ্ট করা হবে যারা ভ্রান্ত তাদের জন্য ;
৯২ আর তাদের বলা হবে : কোথায় তারা যাদের উপাসনা তোমরা করতে—
৯৩ আল্লাহ্‌ ভিন্ন ; তারা কি তবে তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা নিজেদের সাহায্য করতে পারে ?
৯৪ সুতরাং তারা এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে—তারা আর ভ্রান্তরা
৯৫ আর শয়তানদের দলবল, সবাই।
৯৬ তারা তাতে তর্ক করতে করতে বলবে :

৯৭ আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম স্পষ্ট ভুলে,
৯৮ যখন আমরা তোমাদের সমান (জ্ঞান) করেছিলাম বিশ্বজগতের পালয়িতার ;
৯৯ আর অপরাধীরা ভিন্ন আর কেউ আমাদের বিপথে নেয় নি,
১০০ সেজন্য আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই,
১০১ কোনো অকৃত্রিম বন্ধুও নেই।
১০২ কিন্তু যদি আমরা একবার ফিরে যেতে পারতাম আমরা তবে বিশ্বাসী-দলের হতাম।
১০৩ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।
১০৪ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

১০৫ নূহ্‌-এর লোকেরা বাণীবাহকদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।
১০৬ যখন তাদের ভাই নূহ্ তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমারক্ষা করবে না?
১০৭ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত রসুল,
১০৮ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।
১০৯ আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রাপ্য চাই না, আমার প্রাপ্য বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।
১১০ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।
১১১ তারা বললে : আমরা কি তোমার অনুবর্তী হবো যখন তোমার অনুবর্তী হয়েছে অধমরা?
১১২ তিনি বললেন : আর কি জ্ঞান আমার কাছে তারা (পূর্বে) কি করেছে সে সম্বন্ধে?
১১৩ নিঃসন্দেহ তাদের হিসাব কেবল আমার পালয়িতার কাছে যদি তোমরা বোঝো,
১১৪ আর যারা বিশ্বাসী তাদের আমি তাড়িয়ে দেবো না।
১১৫ আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন নই।
১১৬ তারা বললে : হে নূহ্, যদি না থামো তবে নিঃসন্দেহ তোমাকে হতে হবে পাথর-খাওয়াদের দলের।
১১৭ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমার জাতি নিঃসন্দেহ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ;
১১৮ সেজন্য তুমি আমার ও তাদের মধ্যে বিচার করো ন্যায্য বিচারে, আর আমাকে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসী যারা আছে—তাদের উদ্ধার করো।
১১৯ অতঃপর তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম বোঝাই জাহাজে।
১২০ তার পর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম অবশিষ্টদের।
১২১ নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।
১২২ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

১২৩ আদ্ তার পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১২৪ যখন তাদের ভাই হূদ তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না?

১২৫ নিঃসন্দেহ আমি একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক তোমাদের কাছে—

১২৬ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুসরণ করো;

১২৭ আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, নিঃসন্দেহ আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।

১২৮ তোমারা কি প্রত্যেক উঁচু জায়গায় কীর্তি-সৌধ তোলো? যা করছ তা বৃথা।

১২৯ আর তোমরা দুর্গ তৈরি করছ যেন তোমরা স্থায়ীভাবে বাস করতে পারো।

১৩০ আর যখন তোমরা অত্যাচার করো, তোমরা অত্যাচার করো জবরদস্তদের মতো।

১৩১ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।

১৩২ আর তাঁর সীমারক্ষা করো যিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন (ভালো বস্তু) যা তোমরা জানো তা দিয়ে—

১৩৩ তোমাদের সাহায্য করেছেন গৃহপালিত জন্তু আর পুত্রদের দিয়ে।

১৩৪ আর বাগান আর ফোয়ারায়।

১৩৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক মহা দিনের শাস্তির।

১৩৬ তারা বললে : এ আমাদের কাছে তুল্য আমাদের উপদেশ দাও আর না দাও;

১৩৭ এ প্রাচীনদের আচরণ ভিন্ন আর কিছু নয়,

১৩৮ আর আমরা শাস্তি ভোগ করবো না।

১৩৯ আর তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন, কিন্তু অনেক লোকই বিশ্বাস করে না।

১৪০ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক মহাশক্তি, কৃপাময়।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

১৪১ সামূদ পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৪২ যখন তাদের ভাই সালিহ তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না?

১৪৩ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক;

১৪৪ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ও আমার অনুবর্তী হও।

১৪৫ আর এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না; আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।

১৪৬ এখানে যা আছে তাতে কি তোমরা নিরাপদে থাকবে?

১৪৭ বাগানে আর ফোয়ারায়?

১৪৮ আর শস্যক্ষেতে আর ভারী-বাকলযুক্ত খেজুর গাছগুলোতে?

১৪৯ যদিও তোমরা পাহাড় খুদে বাড়ি তৈরি করো দক্ষতার গুণে?

১৫০ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুসরণ করো;

১৫১ আর সীমা অতিক্রমকারীদের নির্দেশ মেনো না—

১৫২ যারা দেশে অহিত করে, আর তারা কল্যাণকারী নয়।

১৫৩ তারা বললে : তুমি একজন জাদুর বশীভূত (লোক) ভিন্ন নও;

১৫৪ তুমি আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নও ; সেজন্য একটি নিদর্শন আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১৫৫ তিনি বললেন : এই একটি উষ্ট্রী ; সে তার পানীয় পাবে আর তোমরা তোমাদের পানীয় পাবে নির্ধারিত সময়ে ;

১৫৬ আর তাকে স্পর্শ ক'রো না মন্দ দিয়ে পাছে এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি তোমাদের ধরে।

১৫৭ কিন্তু তারা তার পা কেটে দিয়েছিল, আর পরে অনুতপ্ত হয়েছিল।

১৫৮ সেজন্য শাস্তি তাদের উপরে এসে পড়েছিল। নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন, কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে না।

১৫৯ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

নবম অনুচ্ছেদ

১৬০ আর লূতের লোকেরা পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৬১ যখন তাদের ভাই লূত তাদের বলেছিলেন : তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না?

১৬২ নিঃসন্দেহ আমি একজন বিশ্বস্ত রসুল তোমাদের কাছে :

১৬৩ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুসরণ করো ;

১৬৪ আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না ; আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয়।

১৬৫ কী ! সব জীবের মধ্যে তোমরা এসেছ পুরুষদের কাছে?

১৬৬ আর পরিত্যাগ করেছ স্ত্রীদের তোমাদের পালয়িতা যাদের তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? না—তোমরা সীমা অতিক্রমকারী লোক।

১৬৭ তারা বললে : হে লূত, যদি না থামো তবে তুমি তাদের দলের হবে যাদের বার করে দেওয়া হয়।

১৬৮ নিঃসন্দেহ আমি তাদের দলের যারা তোমাদের আচরণ ঘৃণা করে।

১৬৯ হে আমার পালয়িতা, আমাকে ও আমার অনুবর্তীদের উদ্ধার করো তারা যা করে তা থেকে।

১৭০ অতএব আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের—সবার—

১৭১ একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ব্যতীত যে ছিল পেছনে-থেকে-যাওয়াদের মধ্যে।

১৭২ তার পর আমি অন্যদের ধ্বংস করেছিলাম সম্পূর্ণভাবে।

১৭৩ আর আমি তাদের উপরে বর্ষণ করেছিলাম এক বৃষ্টি—আর ভয়ঙ্কর ছিল সেই বৃষ্টি যাদের সাবধান করা হয়েছিল তাদের উপরে।

১৭৪ নিঃসন্দেহ এতে আছে এক নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।

১৭৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক মহাশক্তি, কৃপাময়।

দশম অনুচ্ছেদ

১৭৬ বনের অধিবাসীরা (মাদিয়ানের লোকেরা) পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৭৭ যখন শোয়েব তাদের বলেছিলেন : তোমরা কী সীমা রক্ষা করবে না?
১৭৮ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক।
১৭৯ সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অনুবর্তী হও।
১৮০ আর তার জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আমার মজুরি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে ভিন্ন নয় ;
১৮১ পুরো মাপ দাও, আর যারা কম দেয় তাদের দলের হ'য়ো না ;
১৮২ আর জিনিসপত্র মাপো সই পাল্লায়।
১৮৩ আর লোকদের প্রাপ্য সম্বন্ধে তাদের ক্ষতি ক'রো না, আর খারাবি ক'রো না দেশে অহিত ক'রে।
১৮৪ আর তাঁর সীমা রক্ষা করো যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ও পূর্ববর্তী পুরুষদের।
১৮৫ তারা বললে : তুমি জাদুর বশীভূত দলের ভিন্ন নও ;
১৮৬ আর তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন নও ; আর তোমাকে জানি নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী বলে।
১৮৭ সেজন্য আকাশের এক অংশ আমাদের উপরে ফেলো যদি তুমি সত্যবাদীদের দলের হও।
১৮৮ তিনি বললেন : আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কি তোমরা করো।
১৮৯ কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, সেজন্য তাদের উপরে এসে পড়েছিল অন্ধকার দিনের শাস্তি। নিঃসন্দেহ এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি।
১৯০ নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে একটি নিদর্শন, কিন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না।
১৯১ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাশক্তি, কৃপাময়।

একাদশ অনুচ্ছেদ

১৯২ আর নিঃসন্দেহ এটি এক অবতরণ বিশ্বজগতের পালয়িতার তরফ থেকে ;
১৯৩ এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন রুহুল আমীন (জিব্রিল)—
১৯৪ তোমার হৃদয়ের উপরে, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্যতম হতে পারো—
১৯৫ স্পষ্ট আরবী ভাষায়।
১৯৬ আর নিঃসন্দেহ এটি আছে প্রাচীনদের গ্রন্থে।
১৯৭ এ কি তাদের কাছে একটি নিদর্শন নয় যে ইসরাইলবংশীয়দের বিদ্বানরা এটি জানে?[১]
১৯৮ আর আমি যদি এটি অবতীর্ণ করতাম কোনো ভিন্ন দেশীয়ের কাছে,
১৯৯ আর সে তা তাদের কাছে আবৃত্তি করতো, তাহলে তাতে তারা বিশ্বাস করতো না।
২০০ এইভাবে আমি এটিকে প্রবিষ্ট করিয়েছি অপরাধীদের হৃদয়ের মধ্যে।
২০১ তারা এতে বিশ্বাস করবে না যে পর্যন্ত না তারা দেখে কঠিন শাস্তি ;
২০২ আর তা তাদের কাছে আসবে অতর্কিতে যখন তারা টের পাবে না।
২০৩ তখন তারা বলবে : আমাদের কি বিরাম দেওয়া হবে?
২০৪ কী, তারা কি এখনও আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

---

১. ইহুদিরা তাদের গ্রন্থ থেকে জানতো যে আরবদের একজন পয়গাম্বরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

২০৫ তবে কি তুমি দেখেছ, যদি তাদের ধনসম্পদ উপভোগ করতে দিয়ে থাকি দীর্ঘদিন,
২০৬ তার পর তাদের কাছে উপস্থিত হয় যার কথা তাদের বলা হয়েছিল—
২০৭ তাদের যা উপভোগ করতে দেওয়া হয়েছিল তা তাদের কাজে আসে না?
২০৮ আর আমি কোনো বসতি ধ্বংস করি নি যার সতর্ককারী ছিল না,
২০৯ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ; আর আমি কখনো অন্যায়কারী নই।
২১০ আর শয়তানরা এ নিয়ে অবতরণ করে নি ;
২১১ আর তা তাদের যোগ্য নয়, আর তাদের সে ক্ষমতা নেই।
২১২ নিঃসন্দেহ বহুদূরে অবস্থিত তারা এটি শোনা থেকে।
২১৩ সেজন্য আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না পাছে তুমি তাদের দলের হও যাদের শাস্তি লাভ ঘটে।
২১৪ আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সাবধান করো ;[২]
২১৫ আর তোমার ডানা আনত করো (করুণায়) সেই বিশ্বাসীদের প্রতি যারা তোমার অনুসরণ করে।
২১৬ কিন্তু যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তবে বলো : নিঃসন্দেহ আমি মুক্ত তারা যা করে সে সম্বন্ধে।
২১৭ আর নির্ভর করো মহাশক্তি কৃপাময়ের উপরে।
২১৮ যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও (প্রার্থনার) জন্য,
২১৯ (আর যিনি দেখেন) তোমার বার বার নত হওয়া তাদের সঙ্গে যারা সেজদা করে আল্লাহ্‌র সামনে।
২২০ নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।
২২১ আমি কি (তার কথা) তোমাদের বলবো যার উপরে শয়তানরা অবতরণ করে?
২২২ তারা অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাচারী পাপীর উপরে ;
২২৩ তারা তাদের কান পাতে, আর তারা অনেকেই মিথ্যাবাদী।
২২৪ আর কবিদের—যারা ভ্রান্ত তারা তাদের অনুসরণ করে।
২২৫ তুমি কি দেখো না তারা দিশাহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় প্রত্যেক উপত্যকায়?
২২৬ আর তারা তাই বলে যা তারা করে না?—
২২৭ তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে, আর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে প্রচুরভাবে, আর আত্মরক্ষা করে অত্যাচারিত হবার পরে। আর যারা অন্যায় করে তারা জানবে কোন্ শেষ ফিরবার জায়গায় তারা ফিরবে।

---

২. বুখারী শরীফে আছে : এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত মক্কার সাফা পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন, আর সবাই একত্রিত হলে তাদের বললেন : যদি বলি এক বড় সৈন্যদল তোমাদের আক্রমণ করবার জন্য উপত্যকায় অপেক্ষা করছে তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললে : হাঁ, কেন না সত্য ভিন্ন আর কিছু আমরা তোমার মুখ থেকে বার হতে দেখি নি। তখন হযরত বললেন : যে শাস্তি আসছে আমি তোমাদের কাছে তার জন্য সতর্ককারী। তখন আবুলাহাব বলে উঠল : তুমি নিপাত যাও—এর জন্য তুমি আমাদের ডেকেছিলে?

আন্‌-নম্‌ল্‌

[কোর্‌আন শরীফের ২৭ সংখ্যক সূরা আন্‌-নম্‌ল্‌—পিপীলিকা বা পিপড়ে। কারো কারো মতে নম্‌ল্‌ ছিল এক প্রাচীন আরব উপজাতির নাম। তেমনি এই সূরায় উক্ত পাখির দল বলতে তাঁরা বুঝেছেন অশ্বরোহী সৈন্যদল, হুদহুদ বলতে বুঝেছেন একজন লোকের নাম, আরজিন্‌ বলতে বুঝেছেন বিদেশী সৈন্য। এটি মধ্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তা-সিন্‌—সদয় শ্রোতা (আল্লাহ্‌)। এসব হচ্ছে কোর্‌আনের নির্দেশাবলী আর একটি গ্রন্থ যা স্পষ্ট করে—

২ একটি পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ বিশ্বাসীদের জন্য—

৩ যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর সন্দেহহীন পরকাল সম্বন্ধে।

৪ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না—নিঃসন্দেহ আমি তাদের কাজকে তাদের জন্য করেছি চিত্তাকর্ষক, ফলে তারা ঘুরে বেড়ায় অন্ধভাবে।

৫ এরাই তারা যাদের লাভ হবে এক মন্দ শাস্তি, আর পরকালে তারা সবে সা চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

৬ আর নিঃসন্দেহ তুমি কোর্‌আন লাভ করো এক জ্ঞানী ওয়াকিফহালের কাছ থেকে।

৭ যখন মূসা তাঁর পরিজনদের বললেন : নিঃসন্দেহ আমি আগুন দেখছি, আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু সংবাদ আনবো, অথবা তা থেকে তোমাদের জন্য আনবো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার যেন তোমরা নিজেদের উত্তপ্ত করতে পারো।

৮ অতঃপর তিনি যখন এর কাছে এলেন, একটি ধ্বনি হোলো এই বলে : পুণ্যময় যে কেউ এই আগুনের ভিতরে আর যা কিছু এই পরিমণ্ডলে ; আর মহিমা কীর্তিত হোক আল্লাহ্‌র—বিশ্বজগতের পালয়িতার ;

৯ হে মূসা, নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌, মহাশক্তি, কৃপাময়।

১০ আর তোমার আসা ফেলো। আর যখন তিনি তা দেখলেন চলন্ত যেন একটি সাপ, তিনি ফিরলেন সোজা দৌড় দিতে। (কিন্তু তাঁকে বলা হোলো) হে মূসা, ভয় পেয়ো না, নিঃসন্দেহ রসুলরা আমার সামনে ভীত হবে না,

১১ সে ব্যতীত যে অন্যায় করেছে ;[১] আর পরে সে মন্দের বদলে ভালো করেছে,—তবে নিঃসন্দেহ আমি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১২ আর তোমার হাত ঢুকোও তোমার পোষাকের বুকে, তা বেরিয়ে আসবে সাদা কোনো ব্যাধি ব্যতীত। (এটি হবে) ফেরাউন ও তার লোকদের কাছে নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত ; নিঃসন্দেহ তারা সীমা অতিক্রমকারী লোক।

---

১. হযরত মূসা পূর্বে মিসরে একটি অপরাধ করেছিলেন।

১৩ তার পর যখন আমার পরিষ্কার নির্দেশাবলী তাদের কাছে এলো, তারা বললে : এ স্পষ্ট জাদু—।

১৪ আর তারা সেসব প্রত্যাখ্যান করলে অন্যায়ভাবে আর অহঙ্কারে কিন্তু তাদের অন্তর সেসব স্বীকার করেছে। তবে দেখো কি পরিণাম হয়েছিল অতিহৃতকারীদের।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ নিঃসন্দেহ আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম, আর তাঁরা উভয়ে বলেছিলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাঁর অনেক বিশ্বাসী দাসের উপরে।

১৬ আর সোলায়মান ছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী—আর তিনি বলেছিলেন : হে জনগণ, আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখিদের ভাষা, আর আমাদের দেওয়া হয়েছে (প্রাচুর্য) সব জিনিস থেকে ; নিঃসন্দেহ এ স্পষ্ট অনুগ্রহ-প্রাচুর্য।

১৭ আর সোলায়মানের কাছে সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর জিনের ও মানুষদের আর পাখিদের সৈন্যদল, আর তাদের সাজানো হয়েছিল যুদ্ধের শৃঙ্খলায়—

১৮ যে পর্যন্ত না তাঁরা এসেছিলেন পিঁপড়েদের উপত্যকায় : একটি পিঁপড়ে বললে : ও হে পিঁপড়েরা, তোমাদের ঘরে ঢোকো (যেন) সোলায়মান ও তার সৈন্যদল তোমাদের দলিত করতে না পারে না বুঝে'।

১৯ সুতরাং তিনি হাসলেন তার কথায় বিস্মিত হ'য়ে আর বললেন : হে আমার পালয়িতা ; আমাকে সচেতন করো তোমার অনুগ্রহাবলীর জন্য কৃতজ্ঞ হতে যা তুমি দিয়েছ আমাকে আর আমার পিতামাতাকে, আর আমি যেন ভালো করি যার প্রতি তুমি প্রসন্ন, আর আমাকে প্রবেশ করাও তোমার করুণার দ্বারা তোমার সাধু-আত্মার দাসদের মধ্যে।

২০ আর তিনি পাখিদের মধ্যে খোঁজ নিলেন, আর বললেন : এ কেমন, হুদহুদকে দেখছি না কেন ? অথবা সে কি গরহাজিরদের মধ্যে ?

২১ নিঃসন্দেহ আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা তাকে হত্যা করবো, অথবা সে আমার কাছে আনবে স্পষ্ট অজুহাত।

২২ আর সে বেশি দেরি করে নি, তারপর বললেন : আমি এক ব্যাপারে খোঁজ পেয়েছি যা তোমরা জানো না, আর আমি তোমার কাছে শেবা থেকে নির্ভুল খবর এনেছি।

২৩ নিঃসন্দেহ আমি দেখেছি একজন স্ত্রীলোক সেখানে রাজত্ব করছে ; আর তার আছে বহু কিছু ; আর তার সিংহাসন মহাশক্তিশালী।

২৪ আর তাকে আর তার লোকদের দেখলাম তারা সূর্যকে সেজদা করে আল্লাহ্র পরিবর্তে, আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করেছে আর এইভাবে তাদের পথ থেকে ফিরিয়েছে—সেজন্য তারা পথের অনুসারী নয় ;

২৫ তারা আল্লাহ্কে সেজদা করে না যিনি প্রকাশ করেন যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে, আর জানেন কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা প্রকাশ করো ;

২৬ আল্লাহ্—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন ; তিনি প্রভু মহাসিংহাসনের।

২৭ (তিনি) বললেন : আমি দেখবো তুমি সত্য বলেছ, না, তুমি মিথ্যাবাদীদের দলের ;

২৮ এই আমার চিঠি নিয়ে যাও আর একটি তাদের মধ্যে ফেলে দাও, তার পর তাদের থেকে ফিরে এসো আর দেখো কি তারা ফেরত পাঠায়।

২৯ (শেবার রানী) বললে : হে প্রধানগণ, আমার কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে এক সম্মানিত লেখন ;

৩০ নিঃসন্দেহ তা সোলায়মানের থেকে ; আর নিঃসন্দেহ তা করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে :

৩১ আমার বিরুদ্ধে নিজেদের উঁচু ক'রো না আর আমার কাছে এস আত্মসমর্পিত হয়ে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩২ সে (রানী) বললে : হে প্রধানগণ, আমার করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দাও ; আমি কোনো ব্যাপারের মীমাংসা করি না যে পর্যন্ত না তোমরা উপস্থিত থাকো।

৩৩ তারা বললে : আমরা বলের অধিকারী আর অনমনীয় বিক্রমেরও অধিকারী ; আর হুকুম তোমার ; সেজন্য দেখো কি হুকুম তুমি দেবে।

৩৪ সে বললে : নিঃসন্দেহ রাজারা যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন তা ধ্বংস করে আর তার লোকেদর শ্রেষ্ঠদের লাঞ্ছিত করে, আর এইভাবেই তারা আচরণ করে ;

৩৫ আর আমি তাদের পাঠাতে চাচ্ছি একটি উপহার, আর আমি অপেক্ষা করবো কি (উত্তর) দূতরা আনে।

৩৬ এর পর সে (দূত) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তিনি বললেন : কী, তোমরা আমাকে ধন দিয়ে সাহায্য করবে? কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ তোমাদের তিনি যা দিয়েছেন তার চাইতে ; না, তোমরা তোমাদের উপহার সম্বন্ধে গর্বিত।

৩৭ তাদের কাছে ফিরে যাও ; আমরা নিঃসন্দেহ তাদের মোকাবেলা করবো সৈন্যদল দিয়ে যাদের বাধা দেবার ক্ষমতা তাদের হবে না ; আর নিঃসন্দেহ তাদের আমরা সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবো লাঞ্ছিত ক'রে ; আর তারা হীন হয়ে যাবে।

৩৮ তিনি বললেন : হে প্রধানরা ; তোমাদের কে আমার জন্য আনতে পারে তার (রানীর) জন্য একটি সিংহাসন তাদের আমার কাছে আত্মসমর্পিত হয়ে আসার পূর্বে?

৩৯ জিনদের মধ্যেকার এক জোয়ান বললে : আমি তা তোমার কাছে আনবো তোমার স্থান ছেড়ে যাবার পূর্বে, আর নিঃসন্দেহ আমি বলশালী, আর বিশ্বস্ত এর জন্য।

৪০ গ্রন্থের জ্ঞান যার ছিল এমন একজন বললে : আমি তা তোমার কাছে আনবো নিমেষমাত্রে। তার পর যখন তিনি তা তাঁর পার্শ্বে স্থাপিত দেখলেন তিনি বললেন: এ আমার পালয়িতার অনুগ্রহপ্রাচুর্য থেকে যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ ; আর যে কেউ কৃতজ্ঞ হয় সে কৃতজ্ঞ হয় তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয়—তবে নিঃসন্দেহ আমার প্রতিপালক অনন্যনির্ভর, সম্মানিত।

৪১ তিনি বললেন : তার সিংহাসন তার জন্য বদলে দাও, আমি দেখবো সে ঠিক পথে চলে অথবা সে তাদের দলের যারা ঠিক পথে চলে না।

৪২ অতঃপর যখন সে এলো, বলা হোলো : তোমার সিংহাসন কি এই রকমের? সে বললে : এ যেন একই। আর (সোলায়মান বললেন :) আমাদের তার পূর্বেই জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল আর আমরা (আল্লাহ্‌তে) আত্মসমর্পিত হয়েছি।

৪৩ আর সে আল্লাহ্‌ ভিন্ন যার উপাসনা করতো তা তাকে বাধা দিয়েছিল ; নিঃসন্দেহ সে ছিল এক অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের।

৪৪ তাকে বলা হোলো : দরবারকক্ষে প্রবেশ করো। কিন্তু যখন সে তা দেখলো—সে মনে করলে তা এক বিস্তৃত জলখণ্ড, আর সে পা অনাবৃত করলো। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এ দরবারকক্ষ, মসৃণ করা হয়েছে কাচ দিয়ে। সে বললে : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি,[২] আর সোলায়মানের সঙ্গে আমি আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করি (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪৫ আর নিঃসন্দেহ আমি সামূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালিহ্‌কে এই বলে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। আর দেখো তারা দুইদল হোলো—পরস্পরের সঙ্গে বিবাদরত।

৪৬ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, কেন তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ ভালোর পূর্বে? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো না যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো।

৪৭ তারা বললে : তোমার ও তোমার অনুবর্তীদের জন্য আমরা অমঙ্গল আশঙ্কা করছি। তিনি বললেন : তোমাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা আল্লাহ্‌ থেকে ; না, তোমরা (এমন) একটি জাতি যাদের পরীক্ষা হচ্ছে।

৪৮ আর শহরে ছিল নয় জন যারা দেশে অহিত করেছিল, আর ভালো পথে চলে নি।

৪৯ তারা বললে : আল্লাহ্‌র নামে পরস্পরের কাছে শপথ করো যে নিঃসন্দেহ আমরা তার ও তার পরিজনদের উপরে হঠাৎ আক্রমণ করবো, তার পর আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলবো আমরা তার পরিজনদের মেরে ফেলা দেখি নি, আর নিঃসন্দেহ আমরা সত্যবাদী।[৩]

৫০ আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল, আর আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম আর তারা তা বুঝতে পারে নি।

৫১ তবে দেখো কি হয়েছিল তাদের চক্রান্তের পরিণাম, কেন না নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের আর তাদের জাতি—সবাইকে।

৫২ তাই এই তাদের গৃহ—বিধ্বস্ত, কেন না তারা ছিল অন্যায়কারী। নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন সেই লোকদের জন্য যারা জানে।

৫৩ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের যারা ছিল বিশ্বাসী আর সীমারক্ষাকারী।

৫৪ আর (আমি পাঠিয়েছিলাম) লূতকে ; যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন : তোমরা কি জঘন্যতা আচরণ করবে জেনে?

৫৫ তোমরা কি পুরুষদের চাইবে নারীদের পরিবর্তে? না, তোমরা একটি সম্প্রদায় যারা অতি অজ্ঞের মতো কাজ করো।

৫৬ কিন্তু তাঁর লোকদের উত্তর আর কিছু ছিল না এই ভিন্ন যে তারা বলেছিল : লূতের অনুবর্তীদের তোমাদের শহর থেকে বার করে দাও—নিঃসন্দেহ তারা পবিত্র থাকার দলের।

---

২ অর্থাৎ কাচকে জল বলে' ভুল করার মতো বিশ্বের একমাত্র পালয়িতা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে ভুল করেছি।

৩. হযরতের বিপক্ষদল তাঁর বিরুদ্ধে এমন একটি ষড়যন্ত্র করেছিল।

৫৭ কিন্তু আমি তাঁকে ও তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করেছিলাম, তাঁর স্ত্রীকে ভিন্ন, আমি তার জন্য বিধান করেছিলাম—সে হবে পেছনে রয়ে যাওয়া দলের।

৫৮ আর আমি তাদের উপরে বর্ষণ করেছিলাম এক বৃষ্টি, আর যাদের সাবধান করা হয়েছিল তাদের উপরে বর্ষণ ছিল ভয়ঙ্কর।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫৯ বলো : প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আর শান্তি তাঁর দাসদের উপরে যাঁদের তিনি নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ্ ভালো, না, যাকে তারা (আল্লাহ্‌র) অংশী করেছে?

বিংশ খণ্ড

৬০ না—তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, আর আকাশ থেকে তাদের জন্য পাঠান পানি, তার পর তার দ্বারা আমি গড়ে তুলি সুন্দর বাগান। তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় যে তোমরা তাদের গাছপালা বাড়িয়ে তুলবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কি অন্য এক উপাস্য আছে? না—তারা বিপথে যাওয়া জাতি।

৬১ অথবা যিনি পৃথিবীকে করেছেন এক বিশ্রামের জায়গা, আর তার ভাঁজে ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন বহু নদী, তার উপরে দাঁড় করিয়েছেন পাহাড়দের, আর দুই সমুদ্রের মধ্যে তৈরি করেছেন ব্যবধান। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? না, তারা অনেকেই জানে না;

৬২ অথবা, যিনি বিপন্ন ব্যক্তির জবাব দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, আর তার বিপদ দূর ক'রে দেন ; আর তিনি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? না—তারা অনেকেই জানে না।

৬৩ অথবা যিনি তোমাদের চালিত করেন স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে আর তিনি বাতাসদের পাঠান তাঁর করুণার পূর্বে সুসংবাদদাতারূপে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? বহু উর্ধ্বে থাকুন আল্লাহ্ তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

৬৪ অথবা যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন তার পর পুনঃ সৃষ্টি করেন আর যিনি তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবীতে থেকে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য আছে কি? বলো : তোমাদের প্রমাণ আনো যদি সত্যবাদী হও।

৬৫ বলো : আকাশে ও পৃথিবীতে অদৃশ্য সম্বন্ধে কেউ জানে না আল্লাহ্ ভিন্ন, আর তারা জানে না কখন তাদের তোলা হবে।

৬৬ না—কিন্তু তাদের জ্ঞান কি পরকাল পর্যন্ত পৌছয়? না, কেন না তারা এ সম্বন্ধে সন্দেহে আছে। না—কেন না তারা তা দেখতে পায় না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : কী, যখন আমরা হয়েছি ধুলো, আর আমাদের পূর্বপুরুষরাও, তখন কি সত্যই আমাদের নিয়ে আসা হবে?

৬৮ নিঃসন্দেহ আমাদের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আমাদের আর আমাদের পূর্বপুরুষদের : এসব প্রাচীনকালের লোকদের সম্বন্ধে গল্প বৈ নয়।

৬৯ বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো আর তার পর দেখো, কি পরিণাম হয়েছিল অপরাধীদের।

৭০ আর তাদের কারণে দুঃখ ক'রো না, আর বিপন্ন বোধ ক'রো না তারা যে চক্রান্ত করে তার জন্য।

৭১ আর তারা বলে : আর এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে—যদি সত্যবাদী হও?

৭২ বলো : হতে পারে তোমরা যা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

৭৩ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা হচ্ছেন মানুষদের জন্য প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ, কিন্তু তাদের অনেকে কৃতজ্ঞ নয়।

৭৪ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জানেন তাদের বুক কি লুকোয় আর কি তারা প্রকাশ করে।

৭৫ আর আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কিছুই লুকোনো নেই যা নেই এক স্পষ্ট লেখায়।

৭৬ নিঃসন্দেহ এই কোর্‌আন ইসরাইলবংশীয়দের কাছে বর্ণনা করছে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে সে সম্বন্ধে অনেক কিছু।

৭৭ আর নিঃসন্দেহ এটি এক পথনির্দেশ আর করুণা বিশ্বাসীদের জন্য।

৭৮ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে বিচার করবেন তাঁর হুকুমের দ্বারা, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞাতা।

৭৯ সেজন্য আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো, নিঃসন্দেহ তুমি স্পষ্ট সত্যের উপরে।

৮০ নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারো না, আর তুমি বধিরকে ডাক শোনাতে পারো না যখন তারা পিছে হঠছে ;

৮১ তুমি অন্ধদের চালক হতে পারো না তাদের ভ্রান্তি থেকে। তুমি শোনাতে পারো না তাদের ভিন্ন যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে, সেজন্য তারা আত্মসমর্পণ করে।

৮২ আর যখন বাণী তাদের বিরুদ্ধে সত্য হয়েছে তখন আমি তাদের জন্য আনবো পৃথিবী থেকে এক জন্তু[৪] তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে, কেন না আমার প্রত্যাদেশে মানুষেরা বিশ্বাস করে নি।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৮৩ আর সেইদিন—যখন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে সংগ্রহ করবো তাদের একটি বাহিনী যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার পর তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হবে ;

৮৪ যে পর্যন্ত না তারা আসবে (তাদের পালয়িতার সামনে) ; তিনি তাদের বলবেন : তোমরা কি আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলে যখন তোমরা জ্ঞানে তার ধারণা করতে পারো নি? অথবা কি তা যা তোমরা করেছিলে?

৮৫ আর বাণী তাদের সম্বন্ধে সত্য হবে যেহেতু তারা ছিল অন্যায়কারী ; সেজন্য তারা কথা বলবে না।

---

৪. অর্থাৎ যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি বিপৎপাত।

৮৬ তোমরা কি দেখো না যে আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে; আর দিন, দৃষ্টি দানের জন্য? নিঃসন্দেহ এতে আছে নির্দেশসমূহ সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৮৭ আর যেদিন শৃঙ্গধ্বনি হবে—তখন যারা আকাশে আছে আর যারা পৃথিবীতে আছে সবাই ভীত হবে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত আর সবাই তাঁর কাছে আসবে হৃতদর্প হয়ে।

৮৮ আর তুমি দেখছ পাহাড়দের, ভাবছ তারা জমাট, আর তারা চলে যাবে মেঘদের চলে যাবার মতো—আল্লাহ্র হাতের কাজ যিনি প্রত্যেক কাজ করেছেন পুরোপুরিভাবে। নিঃসন্দেহ তিনি জানেন তোমরা যা করো।

৮৯ যে কেউ একটি ভালো কাজ আনে, সে তার চাইতে ভালো পারে, আর তারা নিরাপদ থাকবে সেইদিনের ভয় থেকে।

৯০ আর যে কেউ মন্দ আনে, তারা তাদের মুখের উপরে নিক্ষিপ্ত হবে আগুনে, তোমরা কি পাবে যা করছ তার প্রাপ্য ভিন্ন আর কিছু?

৯১ আমাকে কেবল নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই শহরের প্রতিপালকের উপাসনা করতে—যিনি একে পবিত্র করেছেন, আর তাঁরই সবকিছু, আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি আত্মসমর্পিতদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৯২ আর আমি কোর্আন আবৃত্তি করবো। সেজন্য যে কেউ পথে চলে সে পথে চলে তার নিজের অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ বিপথে যায়,—তবে বলো : আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯৩ আর বলো : প্রশংসা আল্লাহ্র, তিনি তোমাদের দেখাবেন তাঁর নিদর্শনসমূহ। ফলে তোমরা সেসব চিনবে : আর তোমাদের পালয়িতা অমনোযোগী নন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

আল্‌-কাসাস

[কোর্‌আন শরীফের ২৮ সংখ্যক সূরা আল্‌-কাসাস—কাহিনী। এতে প্রধানতঃ হযরত মূসার কাহিনী বলা হয়েছে।
এটি অন্ত্য-মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ তা—সিন্—মীম্—সদয় শ্রোতা ওয়াকিফহাল (আল্লাহ্)।

২ এসব হচ্ছে সেই গ্রন্থের শ্লোকসমূহ যা সুস্পষ্ট করে।

৩ আমি তোমার কাছে আবৃত্তি করছি মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী থেকে সত্যের সঙ্গে, যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য।

৪ নিঃসন্দেহ ফেরাউন নিজেকে দেশে খুব প্রতাপশালী করেছিল আর লোকদের শ্রেণীতে ভাগ করেছিল, তাদের এক শ্রেণীকে সে নির্যাতিত করেছিল—হত্যা করেছিল তাদের পুত্রদের আর রক্ষা করেছিল তাদের নারীদের। নিঃসন্দেহ সে ছিল অহিতকারীদের অন্যতম।

৫ আর আমি চেয়েছিলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে যাদের দেশে দুর্বল জ্ঞান করা হোতো, আর তাদের নেতা করতে, আর তাদের উত্তরাধিকারী করতে।

৬ আর তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফেরাউন আর হামান আর তাদের সৈন্যদলকে তা দেখাতে যা তারা তাদের থেকে ভয় করেছিল।

৭ আর আমি মূসার মাতাকে প্রেরণা দিয়েছিলাম এই বলে' : তাকে দুধ দাও, তার পর যখন তার সম্বন্ধে ভয় করো তখন তাকে নদীতে ফেলে দাও, আর ভয় ক'রো না আর দুঃখ ক'রো না, নিঃসন্দেহ আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো তোমার কাছে, আর তকে একজন রসুল করবো।

৮ আর ফেরাউনের পরিজন থেকে তাঁকে তুলে নিলে যেন তিনি তাদের জন্য হতে পারেন এক শত্রু আর এক দুঃখ, নিঃসন্দেহ ফেরাউন আর হামান আর তাদের সৈন্যদল ছিল অপরাধী।

৯ আর ফেরাউনের স্ত্রী বললে : আমার ও তোমার—চোখের মণি—একে হত্যা ক'রো না, হতে পারে সে আমাদের কাজে লাগবে, অথবা তাকে আমরা গ্রহণ করবো পুত্ররূপে। আর তারা বুঝতে পারে নি।

১০ আর মূসার মাতার হৃদয় হয়েছিল শূন্য ; সে হয়তো তার কথা প্রকাশ করতো যদি আমি তার হৃদয়ে বল না দিতাম যেন সে হতে পারে বিশ্বাসীদের অন্যতম।

১১ আর সে তাঁর (মূসার) বোনকে বললে : পেছনে পেছনে যাও। কাজেই সে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল দূর থেকে ; আর তারা তা বুঝতে পারে নি।

১২ আর আমি পূর্বেই তার জন্য স্তনপান নিষিদ্ধ করেছিলাম ; সুতরাং সে বললে : তোমাদের কি বলবো একটি গৃহের লোকদের কথা যারা তোমাদের হ'য়ে তার লালন-পালন করতে পারে ও তার যত্ন নিতে পারে ?

১৩ অতএব আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর মাতাকে যেন তাঁর (মাতার) চোখ তৃপ্ত হ'তে পারে আর যেন সে দুঃখ না করে, আর যেন সে জানে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৪ আর যখন তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি লাভ করলেন ও সুপরিণত হলেন তখন আমি তাঁকে দিলাম জ্ঞান ও বিদ্যা। এইভাবে আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

১৫ আর তিনি শহরে প্রবেশ করেছিলেন লোকেরা যখন ছিল অসতর্ক; তিনি দেখলেন দুইজন লোক—সেখানে মারামারি করছে, তাদের একজন তাঁর সম্প্রদায়ের আর অপরজন তাঁর শত্রুপক্ষের; আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি চিৎকার ক'রে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলো তার শত্রুর দলের লোকটির বিরুদ্ধে, ফলে মূসা তাকে আঘাত করলেন তাঁর মুষ্টি দিয়ে, আর তাকে মেরে ফেললেন। তিনি বললেন : এ শয়তানের কাজের ফলে, নিঃসন্দেহ সে একজন শত্রু—স্পষ্টভাবে বিপথে নেয়।

১৬ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি আমার অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করেছি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। তার পর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন, নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৭ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ সেজন্য কোন অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক হবো না।

১৮ আর ভোরে তাঁকে দেখা গেল শহরে—ভীত সতর্ক, তখন যে তাঁর সাহায্য চেয়েছিল পূর্বদিন সে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো। মূসা তাকে বললেন : তুমি স্পষ্টই ভুল ক'রে চলেছ।

১৯ আর যখন তিনি তাকে ধরবার উপক্রম করেছেন যে ছিল তাঁদের দুইজনের শত্রু, সে বললে : হে মূসা, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও যেমন একজনকে কাল মেরে ফেলেছিলে? তুমি কেবল চাও দেশে জবরদস্তি করতে আর তুমি চাও না যারা সৎকর্মশীল তাদের দলের হতে।

২০ আর একটি লোক দৌড়ে এলো শহরের দূরতম প্রান্ত থেকে। সে বললে : হে মূসা, নিঃসন্দেহ প্রধানরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করেছে তোমাকে মেরে ফেলতে, সেজন্য পালিয়ে যাও, নিঃসন্দেহ আমি তাদের দলের যারা তোমার ভালো চায়।

২১ সুতরাং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন, ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে, (আর) তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে উদ্ধার করো অন্যায়কারী লোকদের থেকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ আর তিনি তাঁর মুখ ফেরালেন মাদিয়ানের দিকে; তিনি বললেন : হতে পারে আমার পালয়িতা আমাকে ঠিক পথে চালাবেন।

২৩ আর যখন তিনি মাদিয়ানের জলখণ্ডের কাছে এলেন, তিনি সেখানে দেখলেন একদল লোক জল খাওয়াচ্ছে; আর তাদের এক পার্শ্বে দেখলেন দুইজন স্ত্রীলোক (তাদের

ভেড়াগুলো) ঠেকিয়ে রেখেছে। তিনি বললেন : তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললেন : আমরা জল খাওয়াতে পারি না যে পর্যন্ত না রাখালরা (তাদের ভেড়া) জল থেকে নিয়ে যায় ; আর আমাদের পিতা খুব বুড়ো মানুষ।

২৪ সুতরাং তিনি (তাদের ভেড়াদের) পানি খাওয়ালেন, তার পর ছায়ায় ফিরে গেলেন আর বললেন : হে আমার পালয়িতা ; নিঃসন্দেহ আমি ভিখারী তুমি যে কল্যাণ পাঠাও তারই।

২৫ তার পর সেই দুইজন স্ত্রীলোকের একজন তার কাছে এলো লাজুকভাবে হেঁটে ; সে বললে : আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন যেন তিনি তোমাকে মজুরী দিতে পারেন তুমি যে আমাদের হ'য়ে পানি খাইয়েছ সেজন্য। তার পর তিনি যখন তার কাছে গেলেন তিনি তাকে বললেন সব বৃত্তান্ত ; সে বললে : ভয় ক'রো না, তুমি অন্যায়কারী লোকদের থেকে নিরাপদ।

২৬ তাদের একজন বললে : বাবা, তাকে রাখো, তুমি যাদের রাখতে পারো নিশ্চয় তাদের মধ্যে সব চাইতে ভালো হচ্ছে যে বলবান আর বিশ্বস্ত।

২৭ সে বললে : আমি আমার এই দুই মেয়ের একটিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে তুমি আমার এখানে চাকরি করবে আট হজ ; কিন্তু যদি দশ (হজ) পূর্ণ করো, তবে তা হবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছায়, আর আমি তোমার প্রতি কঠোর হতে চাই না ; আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে তুমি আমাকে পাবে একজন ভালো লোক।

২৮ তিনি বললেন : এইই তোমার ও আমার মধ্যে (ঠিক হোলো) ; দুই শর্তের যেটি আমি পূর্ণ করি (তার পর) আমার প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না ; আর আমরা যা বলি তার উপরে অধ্যক্ষ আল্লাহ্‌।

•

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৯ অতঃপর যখন মূসা নির্ধারিত কাল পূর্ণ করলেন, আর তিনি যাত্রা করলেন তাঁর পরিজন সঙ্গে নিয়ে, তিনি পাহাড়ের এই পার্শ্বে দেখলেন এক আগুন। তিনি তাঁর পরিজনদের বললেন : অপেক্ষা করো ; আমি একটি আগুন দেখেছি ; হতে পারে তা থেকে আমি তোমাদের জন্য কিছু সংবাদ আনবো ; অথবা একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যেন তোমরা নিজেদের উত্তপ্ত করতে পারো।

৩০ আর যখন তিনি তার কাছে এলেন তখন একটি ধ্বনি উঠলো উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে ঝোপের পুণ্য স্থান থেকে এই বলে : হে মূসা ; নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের পালয়িতা ;

৩১ আর এই ব'লে : তোমার আসা (যষ্টি) ফেলো। সুতরাং তিনি যখন তা দেখলেন গড়াচ্ছে যেন সাপের মতো, তিনি পেছনে হঠলেন সোজা পালাবার জন্য।—হে মূসা, সামনে এসো আর ভয় ক'রো না ; নিঃসন্দেহ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিরাপদ ;

৩২ তোমার হাত ঢোকাও তোমার পোষাকের বুকের মধ্যে, তা বেরিয়ে আসবে সাদা কোনো অহিত ভিন্ন, আর তোমার হৃদয়কে রক্ষা করো ভয় থেকে। তাহলে এই দুটি হবে তোমার পালয়িতা থেকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে দুই প্রমাণ ; নিঃসন্দেহ তারা সীমা লঙ্ঘনকারী লোক।

৩৩ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছিলাম, সেজন্য আমি ভয় করি তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

৩৪ আর আমার ভাই হারুণ, সে আমার চাইতে জিহ্বা জড়তামুক্ত, সেজন্য তাকে আমার সঙ্গে পাঠাও সাহায্যকারীরূপে আমার সত্যতা প্রমাণ ক'রে ; নিঃসন্দেহ আমি ভয় করি তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

৩৫ তিনি বললেন : আমি তোমার বাহু সবল করবো তোমার ভাইয়ের দ্বারা আর তোমাদের দুইজনকেই আমি ক্ষমতা দেবো ; তার ফলে তারা তোমাদের নাগাল পাবে না ; আমার নির্দেশাবলী নিয়ে—তোমরা দুইজন আর যারা তোমাদের অনুসরণ করে—তোমরা হবে বিজয়ী।

৩৬ কিন্তু যখন মূসা এলেন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে, তারা বললে : এ আর কিছু নয় তৈরি করা জাদু ভিন্ন, আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতাপিতামহদের মধ্যে এর কথা শুনি নি।

৩৭ আর মূসা বললেন : আমার পালয়িতা ভালো জানেন কে আসে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে, আর কার হবে শেষের গৃহ ; নিঃসন্দেহ অন্যাকারীরা সফল হবে না।

৩৮ আর ফেরাউন বললে : হে প্রধানগণ, আমি জানি না যে আমি ভিন্ন কেউ তোমাদের উপাস্য আছে ; সেজন্য হে হামান, আমার জন্য আগুন জ্বালো কাদা পোড়াতে, আর আমার জন্য তৈরি করো এক উঁচু দালান যেন আমি মূসার উপাস্যের কবর নিতে পারি ; আর নিঃসন্দেহ আমি তাকে জ্ঞান করি একজন মিথ্যাবাদী।

৩৯ আর সে আর তার সৈন্যদল দেশে গর্বিত হয়েছিল অযথা, আর তারা ভেবেছিল যে তাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।

৪০ সেজন্য আমি পাকড়াও করেছিলাম তাকে আর তার সৈন্যদলকে, তার পর তাদের নিক্ষেপ করেছিলাম সমুদ্রে। আর দেখো কেমন হয়েছিল অন্যায়কারীদের পরিণাম।

৪১ আর তাদের আমি নেতা করেছিলাম যারা আহ্বান করে আগুনের দিকে ; আর কেয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করা হবে না।

৪২ আর একটি অভিসম্পাতকে আমি তাদের পিছু ধরিয়েছিলাম এই সংসারে, আর কেয়ামতের দিনে তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্গত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৩ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংস করার পরে—মানুষদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণাবলী ; আর পথনির্দেশ ; আর একটি করুণা—যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

৪৪ আর তুমি (পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না—যখন আমি মূসাকে আদেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আর তুমি ছিলে না যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে ;

৪৫ কিন্তু আমি এনেছিলাম বহু পুরুষ, তার পর তাদের জীবন তাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছিল ; আর তুমি মাদিয়ানের লোকদের মধ্যে বাস করতে না আমার নির্দেশাবলী আবৃত্তি ক'রে ; কিন্তু আমি ছিলাম (বাণীবাহকদের) প্রেরয়িতা।

৪৬ আর তুমি পাহাড়ের এই পার্শ্বে ছিলে না—যখন আমি আহ্বান করেছিলাম ; (কিন্তু তার জ্ঞান) তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক করুণা যেন তুমি সাবধান করতে পারো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

৪৭ অন্যথায়, যদি তাদের উপরে বিপৎপাত হোতো তাদের আপন হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে তার জন্য, তবে তারা বলতে পারতো : হে আমাদের পালয়িতা, কেন তুমি আমাদের কাছে কোনো বাণীবাহক পাঠাও নি, তাহলে তোমার প্রত্যাদেশ আমরা অনুসরণ করতে পারতাম আর বিশ্বাসীদের দলের হতে পারতাম?

৪৮ কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য এসেছে তারা বলছে : কেন তাকে দেওয়া হয় নি মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তার মতো? কী, পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তাতে কি তারা অবিশ্বাস করে নি? তারা বলে : দুই জাদু[১] যা পরস্পরকে সমর্থন করে ; আর তারা বলে : নিশ্চয় এই দুয়েতেই আমরা অবিশ্বাসী।

৪৯ বলো : তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আনো অন্য গ্রন্থ যা এই দুইয়ের চাইতে ভালো পথনির্দেশক যেন আমি তা অনুসরণ করতে পারি—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫০ কিন্তু যদি তারা তোমার (কথার) উত্তর না দেয় তবে জেনো তারা কেবল তাদের কামনার অনুবর্তী। আর কে বেশি পথভ্রান্ত তার চাইতে যে তার কামনার অনুবর্তী হয় আল্লাহ্‌র পথনির্দেশের পরিবর্তে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অন্যায়কারী লোকদের চালিত করেন না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫১ আর নিঃসন্দেহ আমি বাণী পৌছে দিয়েছি তাদের কাছে যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

৫২ যাদের আমি এর পূর্বে গ্রন্থ দিয়েছি তারা এতে বিশ্বাস করে ;

৫৩ আর যখন এটি তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় তারা বলে : আমরা এতে বিশ্বাস করি ; নিঃসন্দেহ এটি আমাদের পালয়িতার থেকে (আসা)সত্য নিঃসন্দেহ আমরা এর পূর্বে বিশ্বাসী ছিলাম।

৫৪ এদের পুরস্কার এদের দেওয়া হবে দুইবার যেহেতু তারা ধৈর্যবান, আর মন্দকে প্রতিরোধ করে ভালোর দ্বারা, আর ব্যয় করে আমি তাদের জীবিকা দিয়েছি তা থেকে।

৫৫ আর যখন তারা বৃথা কথা শোনে তারা তা থেকে সরে যায় ও বলে : আমাদের জন্য আমাদের কাজ ; তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ; তোমাদের জন্য শান্তি (কামনা করি) ; আমরা অজ্ঞদের চাই না ;

৫৬ নিঃসন্দেহ তুমি তাকে পথে চালিত করতে পারো না যাকে ভালোবাস কিন্তু আল্লাহ্ চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি ভালো জানেন পথে-চালিতদের।[২]

৫৭ আর তারা বলে : যদি আমরা তোমার-সঙ্গে-আসা পথনির্দেশ অনুসরণ করি তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে ছিন্নমূল হবো। আমি কি তাদের প্রতিষ্ঠিত করি নি এক নিরাপদ পবিত্র ক্ষেত্রে যাতে আনা হয় সব রকমের ফল—আমার কাছ থেকে এক জীবিকা? কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

৫৮ আর কত বসতি আমি ধ্বংস করেছি—যা গর্বিত ছিল তার খাদ্যসম্ভারের জন্য। আর এইসব তাদের বাসগৃহ—তাদের পরে সেসবে বাস করা হয় নি অল্প সময়ের জন্য ভিন্ন। আর আমিই হচ্ছি উত্তরাধিকারী।

---

১. হযরত মূসার ধর্মগ্রন্থ ও কোর্‌আন।

২. ব্যাখ্যাতারা বলেছেন : পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পরে হযরত এই বাণী লাভ করেন।

৫৯ আর তোমার প্রতিপালক কখনো বসতিগুলো ধ্বংস করেন নি যে পর্যন্ত না তাদের প্রধান শহরে উত্থিত করেছেন এক বাণীবাহক, যিনি পাঠ করেছেন তাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী, আর আমি বসতিগুলো কখনো ধ্বংস করি নি তাদের লোকদের অন্যায়কারী না হওয়া ব্যতিরেকে।

৬০ আর যা কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেসব এই সংসারের জীবনের সংস্থান আর তার শোভা-সৌন্দর্য, আর যা কিছু আছে আল্লাহ্‌র কাছে সেসব আরো ভালো আর আরো স্থায়ী। তবে কি তোমরা বোঝ না?

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ যাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ভালো প্রতিশ্রুতি, যার সঙ্গে তার দেখা হবে, সে কি তার মতো যাকে দেওয়া হয়েছে এই সংসারের জীবনের সংস্থান, তার পর বিচারের দিনে সে হবে তাদের অন্তর্গত যারা অভিযুক্ত?

৬২ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের ডাকবেন ও বলবেন : কোথায় তারা যাদের তোমরা আমার অংশী জ্ঞান করেছিলে?

৬৩ যাদের বিরুদ্ধে বাণী সত্য হয়েছে তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, এরাই তারা যাদের আমরা বিপথে নিয়েছিলাম ; তাদের আমরা বিপথে নিয়েছিলাম যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী হয়েছিলাম, তোমার কাছে বলছি আমাদের দোষ নেই, এরা কখনো আমাদের উপাসনা করে নি।

৬৪ আর বলা হবে : তোমাদের অংশী দেবতাদের ডাকো। সুতরাং তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের উত্তর দেবে না ; আর তারা শাস্তি দেখবে। আহা, যদি তারা পথে চালিত হোতো!

৬৫ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের ডাকবেন ও বলবেন : কি উত্তর তোমরা দিয়েছিলে বাণীবাহকদের?

৬৬ তখন সেইদিন অজুহাতগুলো তাদের কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে, সুতরাং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে না;

৬৭ কিন্তু সে—যে অনুতাপ করে আর বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে ; হতে পারে সে হবে সফলতাপ্রাপ্তদের মধ্যে।

৬৮ আর তোমার পালয়িতা সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন, আর নির্বাচিত করেন ; নির্বাচন তাদের কাজ নয়। আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষিত হোক, আর ঊর্ধ্বে থাকুন তিনি তারা যে অংশী আরোপ করে তা থেকে।

৬৯ আর তোমার পালয়িতা জানেন তাদের বুক কি লুকোয় আর কি তারা প্রকাশ করে।

৭০ আর তিনিই আল্লাহ্—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন ; সমস্ত প্রশংসা প্রথমে ও পরে আর হুকুম তাঁর, আর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৭১ বলো : ভেবেছ কি, আল্লাহ্ যদি তোমাদের জন্য রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন করতেন কেয়ামত পর্যন্ত তবে আল্লাহ্ ভিন্ন কে সে উপাস্য যে তোমাদের দিতে পারতো আলো? তবে কি তোমরা শুনবে না?

৭২ বলো : ভেবেছ কি আল্লাহ্ যদি তোমাদের জন্য দিন নিরবচ্ছিন্ন করতেন কেয়ামত পর্যন্ত তবে আল্লাহ্ ভিন্ন কে সে উপাস্য যে তোমাদের জন্য আনতে পারতো রাত্রি যাতে তোমরা বিশ্রাম করো? তবে কি তোমরা দেখবে না?

৭৩ আর তাঁর করুণা থেকে তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো আর যেন তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৭৪ আর সেইদিন যখন তিনি তাদের ডাকবেন ও বলবেন : কোথায় তারা যাদের তোমরা আমার অংশী কল্পনা করেছিলে?

৭৫ আর আমি প্রত্যেক জাতি থেকে বার করবো একজন সাক্ষী আর বলবো : তোমাদের প্রমাণ আনো। তখন তারা জানবে যে সত্য আল্লাহ্‌র, আর তারা যা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে বিদায় নেবে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭৬ নিঃসন্দেহ কারূণ ছিল মূসার জাতির, কিন্তু সে তাদের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিল। আমি তাকে এত ধনসম্পদ দিয়েছিলাম যে তার ধনসম্পদের সংগ্রহ নিশ্চয় একদল শক্তিশালী লোকের বোঝা হোতো। যখন তার লোকেরা তাকে বললে : গর্বিত হ'য়ো না, নিঃসন্দহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না গর্বিতদের;

৭৭ আর আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে খোঁজো শেষের গৃহ, আর এই সংসারে যা তোমার লাভ হয়েছে তা অবহেলা ক'রো না, আর (অন্যদের) ভালো করো, আর দেশে অহিতকারী হ'য়ো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালেবাসেন না অহিতকারীদের।

৭৮ সে বললে : আমাকে এসব দেওয়া হয়েছে আমার যে জ্ঞান আছে সেজন্য। সে কি জানতো না যে তার পূর্বের পুরুষদের বহুজনকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন যারা ছিল আরো শক্তিশালী এবং আরো লোকবলসম্পন্ন? আর অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করা হবে না তাদের পাপ সম্বন্ধে।

৭৯ তাই সে তার লোকদের সামনে চলতো জাঁকজমকের সঙ্গে। যারা এই সংসারের জীবন চায় তারা বলতো : কারূণকে যা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাদের থাকতো—নিঃসন্দেহ তাকে অসীম সুখ সৌভাগ্য দেওয়া হয়েছে।

৮০ আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলতো : দুর্ভাগ্য তোমাদের—যে বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কার বেশি ভালো, আর তা প্রাপ্য হবে না ধৈর্যবানদের ব্যতীত।

৮১ অতঃপর আমি পৃথিবীকে দিয়ে গ্রাস করিয়েছিলাম তাকে আর তার গৃহকে; তখন তার কোনো সাহায্যকারী দল ছিল না তাকে সাহায্য করতে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে; নিজেদের যারা সাহায্য করতে পারে সে তাদের দলেরও ছিল না;

৮২ আর যারা তার স্থানের জন্য কামনা করেছিল আগের দিন তারা ভোরে বললে : আল্লাহ্ জীবিকা প্রসারিত করেন তাঁর দাসদের যার জন্য খুশি, আবার তা সঙ্কুচিত করেন, আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে নিঃসন্দেহ একে দিয়ে আমাদেরও গ্রাস করাতেন; হায়, (জানো যে) অবিশ্বাসীরা কখনো সফল হয় না।

নবম অনুচ্ছেদ

৮৩ শেষের গৃহ—তা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করে না, অহিতও করে না, আর শেষ সীমারক্ষাকারীদের জন্য।

৮৪ যে ভালো আনে সে তার চাইতে আরো ভালো পাবে, আর যে মন্দ আনে—যারা মন্দ করে তারা আর কিছু পাবে না মন্দ করার প্রাপ্য ভিন্ন।

৮৫ নিঃসন্দেহ যিনি তোমাকে কোর্‌আন দিয়েছেন বিধান রূপে তিনি তোমাকে পুনরায় গৃহে[৩] আনবেন। বলো : আমার পালয়িতা ভালো জানেন তাকে যে পথনির্দেশ আনে আর তাকে যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

৮৬ আর তুমি আশা করো নি যে গ্রন্থ তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হবে ; কিন্তু এটি একটি করুণা তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে ; সেজন্য অবিশ্বাসীদের সহায় হ'য়ো না।

৮৭ আর তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী থেকে না ফেরাক সেসব তোমার কাছে অবতীর্ণ হবার পরে ; আর (লোকদের) ডাকো তোমার পালয়িতার দিকে ; আর বহুদেববাদীদের দলের হ'য়ো না।

৮৮ আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন ; প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল তাঁর আনন ব্যতীত ; আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

---

৩. অর্থাৎ মক্কায় আনবেন। একটি হাদিস অনুসারে এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের মক্কা থেকে মদিনা যাবার কালে।

আল্‌-আন্‌কাবুত

[আল্‌-আন্‌কাবুত—ঊর্ণনাভ বা মাকড়সা—কোর্‌আন শরীফের ২৯ সংখ্যক সূরা। এর ৪১ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে : যারা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য রক্ষাকারী বন্ধুদের গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার দৃষ্টান্তের মতো যা নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে ...।
এটিকে কেউ বলেছেন মধ্যমক্কীয় কেউ বলেছেন অন্ত্যমক্কীয়। কেউ কেউ এর কয়েকটি আয়াতকে মদিনীয় বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম্‌—আমি আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ লোকেরা কি হিসাব করে যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে (আরামে) যদি তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি? আর তাদের বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হবে না?

৩ আর নিঃসন্দেহ আমি পরীক্ষা করেছিলাম তাদের পূর্ববর্তীদের ; এইভাবে আল্লাহ্‌ জানেন তাদের যারা সত্যপরায়ণ আর জানেন তাদের যারা মিথ্যাচারী।

৪ অথবা, যারা মন্দ করে তারা কি হিসাব করে তারা আমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে? মন্দ তা যা তারা সিদ্ধান্ত করে।

৫ যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে স্থান দেয়, (তারা জানুক যে) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল তবে নিশ্চয়ই আসবে ; আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬ আর যে কেউ সংগ্রাম করে সে সংগ্রাম করে শুধু তার অন্তরাত্মার জন্য ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অনন্যনির্ভর, বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বে।

৭ আর যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ আমি তাদের মন্দ কাজগুলো মাফ করে দেবো, আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের প্রতিদান দেবো তারা যা করেছে তার শ্রেষ্ঠ।

৮ আর আমি মানুষদের জন্য নির্দেশ দিয়েছি পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার (করতে), আর যদি তারা তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করে (জেদ করে) যে তুমি (অন্যদের) আমার অংশী করবে—যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই—তবে তাদের বাধ্য হ'য়ো না ; আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমি তোমাদের জানাবো কি তোমরা করেছিলে।

৯ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে নিঃসন্দেহ আমি তাদের প্রবেশ করাবো সাধু আত্মাদের দলে।

১০ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে বলে : আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি ; কিন্তু যখন সে আল্লাহ্‌র পথে উৎপীড়িত হয় তখন মানুষের দেওয়া দুঃখ-যন্ত্রণাকে সে জ্ঞান করে আল্লাহ্‌র শাস্তি , আর যদি তোমার পালয়িতা থেকে সাহায্য আসে তখন তারা নিশ্চয় বলেবন : নিঃসন্দেহ আমরা তোমার সঙ্গে ছিলাম। কী, আল্লাহ্‌ কি তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা নন যা আছে মানুষদের বুকের ভিতরে?

১১ আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাদের জানেন যারা বিশ্বাসী আর নিঃসন্দেহ তিনি জানেন কপটদের।

১২ আর যারা অবিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদের বলে : আমাদের পথ অনুসরণ করো আর আমরা নিঃসন্দেহ তোমাদের পাপ বহন করবো। তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করতে পারে না। নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

১৩ আর নিঃসন্দেহ তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে, আর তাদের নিজেদের বোঝার সঙ্গে অন্য বোঝাও ; আর নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনে তাদের প্রশ্ন করা হবে যা তারা উদ্ভাবন করেছিল সে সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৪ আর নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে তাঁর লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। আর তুফান তাদের ধরেছিল, কেন না তারা ছিল অন্যায়কারী।

১৫ আর আমি তাঁকে আর জাহাজের বাসিন্দাদের উদ্ধার করেছিলাম, আর একে করেছিলাম বিশ্বজগতের জন্য এক নিদর্শন।

১৬ আর ইব্রাহিমকে—যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র বন্দনা করো আর তাঁর সীমা রক্ষা করো ; এই তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা জানতে।

১৭ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা শুধু প্রতিমাদের বন্দনা করো আর তোমরা শুধু একটি মিথ্যা উদ্ভাবন করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের উপাসনা তোমরা করো তারা তোমাদের জন্য কোনো কর্তৃত্ব করে না জীবিকার উপরে ; সেজন্য জীবিকা খোঁজো আল্লাহ্‌র থেকে ; আর তাঁর উপাসনা করো, আর তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

১৮ আর যদি প্রত্যাখ্যান করো—তোমাদের পূর্বে জাতিরা নিঃসন্দেহ প্রত্যাখ্যান করেছিল ; আর বাণীবাহকের উপরে আর কিছু নেই (বাণী) স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত।

১৯ তারা কি দেখে না কেমন ক'রে আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি করেন তার পর পুনঃ-সৃষ্টি করেন? নিঃসন্দেহ তা সহজ আল্লাহ্‌র কাছে।

২০ বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো আর দেখো—কেমন ক'রে তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, তার পর আল্লাহ্ আনেন পরের সৃষ্টি (বিকাশ)। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২১ তিনি শাস্তি দেন যাকে ইচ্ছা করেন আর করুণা করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তাঁর দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

২২ আর তোমরা (তাঁকে) এড়িয়ে যেতে পারবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে, আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই ; কোনো সহায়ও নেই।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ আর যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্বন্ধে, এরা হতাশ্বাস হয়েছে আমার করুণায়, আর এরাই তারা যাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

২৪ সেজন্য তাঁর লোকদের এ ভিন্ন আর কিছু বলার ছিল না : তাকে হত্যা করো অথবা পোড়াও। তার পর আল্লাহ্ তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন আগুন থেকে। নিঃসন্দেহ এতে আছে নির্দেশাবলী সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

২৫ আর তিনি বলেছিলেন : তোমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন প্রতিমাদের গ্রহণ করেছ ; তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব মাত্র এই দুনিয়ার জীবনে, তার পর কেয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে ও পরস্পরকে অভিসম্পাত করবে ; আর তোমাদের আবাস হবে আগুন, আর কোনো সহায় থাকবে না তোমাদের।

২৬ আর লূত তাতে বিশ্বাস করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন : আমি আমার পালয়িতার নিঃসন্দেহ শরণার্থী ; নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৭ আর আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইস্‌হাককে ও ইয়াকবুকে, আর পয়গাম্বরত্ব আর গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তাঁর বংশাবলীর মধ্যে ; আর তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিয়েছিলাম এই সংসারে, আর পরকালে নিঃসন্দেহ তিনি হবেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

২৮ আর লূত—যখন তিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তোমরা এমন জঘন্য অপরাধে অপরাধী যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতের কেউ কখনো করে নি,

২৯ কেন না, তোমরা কি পুরুষদের কাছে আসো না, আর রাহাজানি করো না, আর তোমাদের সভায় জঘন্য কাজ করো না? কিন্তু তাঁর লোকদের কোনো উত্তর ছিল না এই ভিন্ন যে তারা বলেছিল : আমাদের উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তি আনো যদি সত্যপরায়ণ হও।

৩০ তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে সাহায্য করো অহিতকারী লোকদের বিরুদ্ধে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ আর আমার বাণীবাহকরা যখন ইব্রাহিমের কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে, তারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা এই শহরের লোকদের ধ্বংস করতে যাচ্ছি, কেন না এর লোকেরা অন্যায়কারী।

৩২ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এতে আছেন লূত। তারা বললে : আমরা ভালো জানি কে এতে আছে। নিঃসন্দেহ আমরা তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করবো তাঁর স্ত্রী ব্যতীত—সে হবে যারা পেছনে পরে থাকে তাদের দলের।

৩৩ আর যখন আমার বাণীবাহকরা লূতের কাছে এসেছিল, তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন তাদের জন্য আর তিনি ছিলেন শক্তিহীন তাদের ব্যাপারে। আর তারা বলেছিল : ভয় ক'রো না, দুঃখও ক'রো না, নিঃসন্দেহ আমরা উদ্ধার করবো তোমাকে ও তোমার অনুবর্তীদের—তোমার স্ত্রী ভিন্ন—সে তাদের দলের হবে যারা পেছনে পড়ে থাকে।

৩৪ নিঃসন্দেহ এই শহরের লোকদের উপরে আমরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করবো এক লাঞ্ছনা যেহেতু তারা সীমা অতিক্রমকারী।

৩৫ আর নিঃসন্দেহ এর এক স্পষ্ট নিদর্শন আমি রেখে দিয়েছি সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে।

৩৬ আর মাদিয়ানের কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়েবকে। তিনি বললেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র বন্দনা করো, আর শেষের দিনের ভয় করো, আর দুনিয়ায় খারাবি ক'রো না অতিহতকারী হ'য়ে।

৩৭ কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করেছিল ; আর ভোরে দেখা গেল তারা নিশ্চলদেহ হয়ে আছে তাদের গৃহে।

৩৮ আর আদ আর সামূদ—(তাদের ভাগ্য) তোমাদের কাছে স্পষ্ট তাদের বাড়িঘর থেকে। শয়তান তাদের কাজ তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করেছিল, আর এইভাবে তাদের পথ থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল যদিও তারা ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

৩৯ আর কারূণ, আর ফেরাউন আর হামান—আর নিঃসন্দেহ মূসা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে ; কিন্তু তারা ছিল দেশে গর্বিত ; আর তারা (দৌড়ে) জিততে পারে নি।

৪০ সুতরাং তাদের প্রত্যেককে আমি পাকড়াও করেছিলাম তার পাপে ; আর তাদের মধ্যে ছিল সে যার উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম এক ভয়ঙ্কর ঝড় ; আর তাদের মধ্যে ছিল সে যাকে ধরেছিল ঘর্ঘর ধ্বনি, আর তাদের মধ্যে ছিল সে যাকে আমি গ্রাস করিয়েছিলাম পৃথিবীকে দিয়ে, আর তাদের মধ্যে ছিল সে যাকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর আল্লাহ্‌র জন্য সঙ্গত ছিল না যে তিনি তাদের প্রতি অন্যায় করবেন, কিন্তু তারা অন্যায় করেছিল নিজেদের প্রতি।

৪১ যারা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য রক্ষাকারী বন্ধুদের গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার দৃষ্টান্তের মতো যা নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে, আর নিঃসন্দেহ সব চাইতে ভঙ্গুর ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। যদি তারা জানতো।

৪২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন যা কিছুকে তারা ডাকে তাঁকে ভিন্ন, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৪৩ আর এই দৃষ্টান্তগুলো—আমি এসব মানুষদের সামনে ধরি ; আর কেউ তা বোঝে না বিজ্ঞেরা ভিন্ন।

৪৪ আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে ; নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন বিশ্বাসীদের জন্য।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

একবিংশ খণ্ড

৪৫ আবৃত্তি করো যা তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে গ্রন্থ থেকে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো ; নিঃসন্দেহ উপাসনা অশালীন ও অন্যায় থেকে দূরে রাখে ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বোত্তম ; আর আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা করো।

৪৬ আর গ্রন্থধারীদের সঙ্গে তর্ক ক'রো না উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে ভিন্ন, তাদের মধ্যে তাদের বাদ দিয়ে যারা অন্যায় করে ; আর বলো : আমরা বিশ্বাস করি তাতে যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর আমাদের উপাস্য আর তোমাদের উপাস্য এক, আর তাঁতেই আমরা আত্মসমর্পণ করি।

৪৭ আর এইভাবে আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ; সেজন্য যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা তাতে বিশ্বাস করে, আর এদের (মক্কাবাসীদের) মধ্যে আছে কিছু লোক যারা তাতে বিশ্বাস করে। আর কেউ আমার নির্দেশাবলী অস্বীকার করে না অবিশ্বাসীরা ব্যতীত।

৪৮ আর তুমি (হে মোহম্মদ) এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ পাঠ করো নি, তোমার ডান হাত দিয়ে তা লেখওনি, তাহলে তারা সন্দেহ করতে পারতো যারা মিথ্যা রটনা করে।

৪৯ না—এ স্পষ্ট নির্দেশ তাদের বুকে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে ; আর কেউ আমার নির্দেশাবলী অস্বীকার করে না অন্যায়কারীরা ব্যতীত।

৫০ আর তারা বলে : কেন তার প্রভু থেকে তার উপরে নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হয় না? বলো : নিদর্শনাবলী কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি মাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১ এ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা তাদের কাছে পড়া হয়? নিঃসন্দেহ এতে আছে করুণা, আর স্মরণ, সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫২ বলো : আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। তিনি জানেন কি আছে আকাশে আর পৃথিবীতে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করে—এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

৫৩ আর তারা আমাকে বলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে। আর যদি একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকতো তবে শাস্তি নিশ্চয় তাদের কাছে আসতো। আর নিঃসন্দেহ তা তাদের কাছে আসবে অতর্কিতে যা তারা অনুভব করবে না।

৫৪ তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, আর নিঃসন্দেহ জাহান্নাম ঘিরে আছে অবিশ্বাসীদের—

৫৫ যেদিন শাস্তি তাদের ঘিরে ধরবে তাদের উপর থেকে আর তাদের পায়ের নিচে থেকে, আর তিনি বলবেন : স্বাদ গ্রহণ করো যা করেছিলে তার।

৫৬ হে আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসগণ, নিঃসন্দেহ আমার পৃথিবী বিস্তৃত—সেজন্য কেবল আমার উপাসনা তোমরা করবে।

৫৭ প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যু আস্বাদ করবে, তার পর আমার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৮ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, আমি তাদের বাস করতে দেবো উদ্যানে উঁচু দালানে, যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, সেখানে থাকবে স্থায়ীভাবে। কত মধুর শ্রমরতদের পুরস্কার—

৫৯ যারা ধৈর্যবান্, আর নিভর্রশীল তাদের পালয়িতার উপরে।

৬০ আর কত প্রাণী আছে যারা তাদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহ্ তাদের জীবিকা দেন, আর তোমাদেরও ; আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬১ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো : কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, আর সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন সেবারত, নিশ্চয় তারা বলবে : আল্লাহ্। তবে কেমন ক'রে, তারা বিমুখ হয়?

৬২ আল্লাহ্ জীবিকা প্রসারিত করেন তাঁর দাসের যার জন্য খুশি, আর তা সঙ্কুচিত করেন তাদের জন্য ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল সব বিষয়ে।

৬৩ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো : কে অবতীর্ণ করেন পানি আকাশ থেকে, তার পর তার দ্বারা পৃথিবীকে প্রাণ দেন তার মরে যাবার পরে? তারা নিঃসন্দেহ বলবে : আল্লাহ্। বলো : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তারা অনেকেই বোঝে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৪ আর সংসারের এই জীবন আমোদ ও খেলা ভিন্ন কিছু নয় ; আর নিঃসন্দেহ পরকালে গৃহ--তাইই জীবন। যদি তারা জানতো।

৬৫ আর যখন তারা জাহাজে আরোহণ করে তারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁরই জন্য তাদের ধর্ম-বিশ্বাস বিশুদ্ধ ক'রে, কিন্তু যখন তিনি তাদের নিরাপদে ডাঙায় আনেন, দেখো, তারা (তাঁর) অংশী দাঁড় করায়—

৬৬ যেন তারা অবিশ্বাস করতে পারে আমি তাদের যা দিয়েছি তাতে, আর যেন আরাম করতে পারে। কিন্তু শীগগিরই তারা জানবে।

৬৭ তারা কি দেখে না যে আমি একটি পবিত্র স্থান নিরাপদ করেছি, আর মানুষদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার আশপাশ থেকে? তবুও তারা কি বিশ্বাস করবে মিথ্যায়, আর অবিশ্বাস করবে আল্লাহ্র করুণায়।

৬৮ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে একটি মিথ্যা তৈরি করে ; অথবা সত্য অস্বীকার করে যখন তা তার কাছে এসেছে? অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামে কি একটি আবাসস্থল নেই?

৬৯ আর যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে, নিঃসন্দেহ আমি তাদের চালিত করবো আমার পথসমূহে। আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের সঙ্গে।

আর-রূম

[কোর্আন শরীফের ৩০ সংখ্যক সূরা আর-রূম—রোমীয়গণ। এতে দুইটি বড় ভবিষ্যৎ বাণী করা হয় : একটি, এই সূরার অবতরণ কালে অর্থাৎ ৬১৫ কি ৬১৬ খৃষ্টাব্দে পারস্য সাম্রাজ্য পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করেছিল, বহুদেববাদী পারশিকদের এই বিজয়ে আরবরা খুশি হয়েছিল, কিন্তু এই সূরায় বলা হয় কিছুকালের মধ্যে (আনুমানিক দশ বৎসর কালের মধ্যে) রোমীয়গণ পারশিকগণকে পর্যদুস্ত করবে ; অপর ভবিষ্যৎ বাণীটি এই : এই সময়ের মধ্যে বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মুসলমানদের খুশি হবার কারণ ঘটবে। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই দুই ভবিষ্যৎ বাণীই সফল হয়েছিল—রোমীয়েরা পারশিকদের সেই সময়ে পর্যুদস্ত করে, আর সেই সময়েই বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমান কোরেশ পক্ষের প্রায় হাজার লোককে পরাভূত করে।

প্রকৃতিতে যেমন আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর হয়েছে তেমনি মানুষের জীবনেও অমোঘ নৈতিক শাসন চিরকার্যকর—মানুষের ও জাতিদের উত্থান-পতন হয় সেই বিধানের বলে—অন্যান্য অনেক সূরার মতো এই সূরায়ও এই সত্যের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

এটি মধ্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

কৃপাময় করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ রোমীয়গণ পরাভূত হয়েছে

৩ কাছের এক দেশে, আর তাদের পরাভবের পরে, বিজয়ী হবে

৪ অল্প কয়েক বৎসরের (দশ বৎসরের) মধ্যে। আল্লাহ্‌রই হুকুম আগে ও পরে, আর সেইদিন বিশ্বাসীরা খুশি হবে—

৫ আল্লাহ্‌র সহায়তায় ; তিনি সাহায্য করবেন যাকে ইচ্ছা করেন ; আর তিনি মহাশক্তি কৃপাময় ;

৬ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি—আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

৭ তারা জানে সংসারের জীবনের বাইরের দিক, কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে তারা পুরোপুরি বেখেয়াল।

৮ তারা কি নিজেদের অন্তরে ভাবে না আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে এসব সৃষ্টি করেন নি সত্যের সঙ্গে ভিন্ন আর একটি নির্ধারিত কালের জন্য? আর নিঃসন্দেহ অনেক লোকই তাদের পালয়িতার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

৯ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের? তারা ছিল এদের চাইতে বেশি শক্তিশালী, আর মাটি খুঁড়েছিল আর তার উপরে ঘর তুলেছিল এদের চাইতে বেশি পরিমাণে। আর তাদের নিজেদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

১০ এর পর তাদের পরিণাম হয়েছিল মন্দ যারা মন্দ করেছিল, যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী, আর সেসব সম্বন্ধে তামাশা করতো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন তারপর তিনি পুনঃ-সৃষ্টি করেন, তার পর তাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবৃত্ত হবে।

১২ আর সেইদিন যখন সেই সময় আসবে, অপরাধীরা হবে হতাশ্বাস।

১৩ আর তাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না তাদের অংশী-দেবতাদের থেকে, আর তাদের অংশী-দেবতাদের তারা অস্বীকার করবে।

১৪ আর সেইদিন যখন সেই সময় আসবে, সেদিন তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

১৫ তার পর যারা বিশ্বাস করেছিল আর ভালো কাজ করেছিল, তাদের খুশি করা হবে একটি উদ্যানে।

১৬ আর যারা অবিশ্বাস করেছিল আর প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার নির্দেশাবলী, আর পরকালে দেখা হওয়া—তাদের আনা হবে শাস্তিতে।

১৭ সেজন্য মহিমা ঘোষিত হোক আল্লাহ্র যখন তোমরা প্রবেশ করো রাত্রিতে, আর যখন তোমরা প্রবেশ করো প্রভাতে,

১৮ আর তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রশংসা আকাশে ও পৃথিবীতে, আর সূর্যের হেলে পড়ার পরে, আর দুপুরে।

১৯ তিনি মৃতদের থেকে আনেন জীবিতদের আর জীবিতদের থেকে আনেন মৃতদের, আর পৃথিবীকে প্রাণ দেন তার মৃত্যুর পরে। আর এইভাবে তোমাদের আনা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধুলা থেকে ; তার পর দেখো ; তোমরা মানুষ ছড়িয়ে আছ।

২১ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে যে তিনি তোমাদের জন্য দোসরদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের মধ্যে স্বস্তি পেতে পারে, আর তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও করুণা সৃষ্টি করেছেন। আর নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

২২ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষার ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে নিদর্শনাবলী যারা বিজ্ঞ তাদের জন্য।

২৩ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের ঘুম রাত্রে ও দিনে আর তোমাদের তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ। নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা শোনে।

২৪ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য আর আশার জন্য, আর আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন জল, আর তার দ্বারা পৃথিবীকে প্রাণ দেন তার মৃত্যুর পরে। নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে।

২৫ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে, আকাশ আর পৃথিবী অটুট রয়েছে তাঁর আদেশে' তার পর তিনি যখন তোমাদের ডাকেন, (এক) ডাক দিয়ে, দেখো মাটির ভিতর থেকে তোমরা বেরিয়ে আসছ।

২৬ আর তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে ; সব তাঁর আজ্ঞাধীন।

২৭ আর তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন আর পুনঃসৃষ্টি করেন ; আর এ তাঁর জন্য সহজ। আর তাঁরই মহীয়ান্ দৃষ্টান্ত (গুণাবলী) আকাশে ও পৃথিবীতে ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৮ তিনি তোমাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন তোমাদের সম্বন্ধে : তোমাদের ডান হাত যাদের গ্রহণ করেছে[১] তাদের মধ্যে থেকে কি তোমাদের যে জীবিকা দেওয়া হয়েছে তাতে অংশী আছে? তাতে (সেই জীবিকায়) তোমাদের তুল্য অংশী, সেজন্য তাদের তোমরা ভয় করো যেমন ভয় করো পরস্পরকে?[২] এইভাবে আমি নির্দেশাবলী স্পষ্ট করি সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে।

২৯ না—যারা অন্যায়কারী তারা তাদের কামনার অনুবর্তী হয় জ্ঞানহীন হয়ে। সেজন্য কে তাকে চালিত করতে পারে আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন? আর তাদের কোনো সহায় থাকবে না।

৩০ সেজন্য তোমার মুখ সোজা করো একটি সরলোন্নত ধর্মের পানে—আল্লাহ্‌র সৃষ্ট স্বভাব যাতে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে—আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন নেই ; এইই শাশ্বত ধর্ম ; কিন্তু অনেক লোকই জানে না—

৩১ তাঁরই দিকে ফিরে, আর তাঁর সীমা রক্ষা করো, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর বহুদেববাদীদের দলের হ'য়ো না—

৩২ তাদের দলের যারা ধর্ম বিভক্ত করেছে আর বিভিন্ন দলের হয়েছে—প্রত্যেক দল খুশি যা তার আছে তাতে।

৩৩ যখন ক্ষতি তাদের স্পর্শ করে তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর দিকে ফিরে' ; তার পর যখন তিনি তাদের স্বাদ গ্রহণ করান তাঁর-থেকে-আসা করুণার, দেখো, তাদের কেউ কেউ তাদের প্রভুর সঙ্গে অংশী দাঁড় করাতে আরম্ভ করে—

৩৪ যেন আমি তাদের যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু উপভোগ করো, কেন না শীগগিরই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫ অথবা, তাদের কাছে আমি কি কোনো বিধান পাঠিয়েছি যেন তা তার কথা বলতে পারে যা তারা তাঁর অংশীরূপে দাঁড় করায়?

৩৬ আর যখন আমি লোকদের করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই তারা তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি কোনো মন্দ তাদের উপরে এসে পড়ে তাদের হাত যা পূর্বেই উৎপন্ন করেছে, দেখো তারা হতাশ্বাস।

৩৭ তারা কি দেখে না যে আল্লাহ্ জীবিকা প্রসারিত করেন যার জন্য ইচ্ছা করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন? নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৩৮ আর নিকট-আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও, আর নিঃস্বদের, আর পথচারীকে। এই ভালো তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র আনন (প্রসন্নতা) অন্বেষণ করে, আর এরাই তারা যারা সফলকাম।

---

১. ক্রীতদাসদের।

২. অর্থাৎ প্রভু ও দাস যদি তুল্য না হয় তবে যেসব সৃষ্ট বস্তু তোমরা উপাস্য জ্ঞান করেছ তারা কেমন ক'রে তুল্য হতে পারে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র?

৩৯ আর যা তোমরা সুদে খাটাও যেন তা বাড়তে পারে লোকদের সম্পত্তির মধ্যে, তবে তা বাড়বে না আল্লাহ্‌র কাছে, আর যা তোমরা দাও যাকাতে আল্লাহ্‌র আনন (প্রসন্নতা) কামনা ক'রে—এরাই তারা যারা পাবে বহুগুণ।

৪০ আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার পর তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন, তার পর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তার পর তোমাদের পুনর্জীবিত করেন ; তোমাদের কোনো অংশী-দেবতা কি আছে যে এর কিছুও করে? মহিমা কীর্তিত হোক তাঁর, আর বহু উচ্চে অবস্থিত থাকুন তিনি তারা (তাঁর) যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ বিপর্যয় দেখা দেয় স্থলে ও জলে মানুষের হাত যা করে তার ফলে, যেন তিনি তাদের আস্বাদ করাতে পারেন তারা যা করেছে তার একটি অংশ, যেন তারা ফিরতে পারে।

৪২ বলো : দেশে ভ্রমণ করো, তার পর দেখো কেমন হয়েছিল পূর্ববর্তীদের পরিণাম ; তাদের অনেকেই ছিল বহুদেববাদী।

৪৩ তবে তোমার মুখ সোজা করো শাশ্বত ধর্মের পানে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সেইদিনের আসার পূর্বে যা রোধ করা যায় না ; সেইদিন তারা বিচ্ছিন্ন হবে।

৪৪ যে কেউ অবিশ্বাস করে, তবে তার উপরে তার অবিশ্বাস, আর যে কেউ ভালো করে, তারা (ভালো) তৈরি করে তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার জন্য—

৪৫ যেন তিনি তাদের প্রাপ্য দিতে পারেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে ; নিঃসন্দেহ তিনি অবিশ্বাসীদের ভালোবাসেন না।

৪৬ আর তাঁর একটি নিদর্শন হচ্ছে—তিনি বাতাসদের পাঠান সুসংবাদ বহন করে—যেন তিনি তোমাদের আস্বাদ করাতে পারেন তাঁর করুণা, আর যেন জাহাজগুলি তাঁর আদেশে চলতে পারে, আর যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্য অন্বেষণ করতে পারো, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৪৭ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি বাণীবাহকদের পাঠিয়েছিলাম তাঁদের লোকদের কাছে, সুতরাং তাঁরা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে ; তার পর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের যারা ছিল অপরাধী ; আর আমার জন্য করণীয় হচ্ছে বিশ্বাসীদের সাহায্য করা।

৪৮ আল্লাহ্ তিনি যিনি বাতাসদের পাঠান, তার পর তারা একটি মেঘ তোলে, তার পর তিনি তা বিস্তৃত করেন আকাশে যেমন ইচ্ছা করেন, আর তিনি তা ভাঙেন, ফলে তোমরা দেখো তার ভিতর থেকে বৃষ্টি আসছে, তার পর যখন তিনি তা পাতিত করেন তাঁর দাসদের যার উপরে ইচ্ছা করেন, দেখো, তারা খুশি হয়েছে,—

৪৯ যদিও তাদের উপরে এর অবতরণের পূর্বে তারা ছিল দিশাহারা নিশ্চিত নিরাশায়।

৫০ তাকাও তবে আল্লাহ্ করুণার চিহ্নের পানে—কেমন করে তিনি ধরণীকে প্রাণ দেন তার মৃত্যুর পরে ; নিঃসন্দেহ তিনি মৃতের জীবনদাতা ; আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৫১ আর যদি আমি একটি বাতাস পাঠাই আর তারা তা (শস্য) দেখে হলদে, তার পর তারা নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসী থাকবে।

৫২ কেন না নিঃসন্দেহ্ তুমি মৃতকে শোনাতে পারো না আর তুমি বধিরকে ডাক শোনাতে পারো না যখন তারা ফিরেছে পালাবার জন্য।

৫৩ আর তুমি অন্ধদের চালিত করতে পারো না তাদের ভুল থেকে ; কাউকে তুমি শোনাতে পারো না যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে তাদের ব্যতীত, ফলে তারা আত্মসমর্পণ করে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৪ আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন শক্তিহীন দশা থেকে, তার পর শক্তিহীনতার পরে তিনি তোমাদের দিয়েছেন শক্তি, তার পর শক্তিলাভের পরে বিধান করেছেন শক্তিহীনতা ও সাদা চুল ; তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন ; আর তিনি ওয়াকিফহাল, ক্ষমতাবান।

৫৫ আর যখন সেই সময় আসবে, অপরাধীরা শপথ করে বলবে : তারা এক ঘড়ির বেশি দেরি করে নি। এইভাবে তারা চিরকাল প্রতারিত হয়েছে।

৫৬ আর যাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারা বলবে : নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে তোমরা ছিলে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত, সেজন্য এই হচ্ছে পুনরুত্থানের দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না।

৫৭ কিন্তু সেই দিন যারা অন্যায় করেছিল তাদের অজুহাত তাদের উপকারে আসবে না, তাদের সদয়ভাবেও গ্রহণ করা হবে না।

৫৮ আর নিঃসন্দেহ্ মানুষদের জন্য এই কোর্‌আনে দিয়েছি প্রত্যেক রকমের দৃষ্টান্ত। আর যদি তুমি তাদের জন্য আনো একটি নির্দেশ তবে যারা অবিশ্বাস করে তারা নিশ্চয় বলবে : তোমরা মিথ্যাদাবিদার ভিন্ন নও।

৫৯ এইভাবে আল্লাহ্ একটি মোহর মেরে দেন তাদের অন্তঃকরণের উপরে যারা জানে না।

৬০ সেজন্য ধৈর্যশীল হও ; নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর যারা সুনিশ্চিত নয় তারা তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করুক।

•

লোকমান

[লোকমান কোর্‌আন শরীফের একত্রিংশ সূরা। লোকমান ছিলেন একজন হাবসী জ্ঞানী। কেউ কেউ বলেছেন তিনিই স্বনামখ্যাত ঈসফ।
এটিকে মধ্যমক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম্—মীম্—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ এইসব হচ্ছে জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থের শ্লোকাবলী—

৩ একটি পথনির্দেশ আর একটি করুণা যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য—

৪ যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর যারা নিঃসন্দেহ্ পরকাল সম্বন্ধে;

৫ এরাই তারা যারা আছে তাদের পালয়িতার থেকে একটি পথনির্দেশের উপরে, আর এরাই তারা যারা সফলকাম।

৬ আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে এর পরিবর্তে বৃথা বাক্যকে মূল্য দেয় যেন সে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে জ্ঞানহীন হয়ে, আর একে করে এক বিদ্রূপের বিষয়। এরাই তারা যাদের লাভ হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৭ আর যখন আমার নির্দেশাবলী তার কাছে পড়া হয় সে ফিরে যায় গর্বের সঙ্গে যেন সে সেসব শোনে নি, যেন তার দুই কানে আছে বধিরতা; সেজন্য তাকে সংবাদ দাও এক কঠিন শাস্তির।

৮ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে—তাদের জন্য আনন্দময় বেহেশত্—

৯ স্থায়ীভাবে বাস করবে তাতে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি : সত্য (প্রতিশ্রুতি)—আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

১০ তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন থাম না দিয়ে যা তোমরা দেখ, আর পৃথিবীতে প্রবিষ্ট করিয়েছেন অনড় পাহাড়দের যেন তা তোমাদের সঙ্গে কম্পিত না হয়, আর তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকমের প্রাণী। আর আমি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি জল, আর তাতে আমি উৎপন্ন করি প্রত্যেক রকমের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ।

১১ এই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, কিন্তু আমাকে দেখাও তিনি ভিন্ন তারা যা সৃষ্টি করেছে। না অন্যায়কারীরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আর নিঃসন্দেহ আমি লোকমানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম এই ব'লে : আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও; আর যে কেউ কৃতজ্ঞ হয় তবে সে কৃতজ্ঞ হয় তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয়,—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

১৩ আর যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন যখন তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন : হে আমার পুত্র, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছুকে অংশী দাঁড় করাবে না; নিঃসন্দেহ বহুদেববাদ এক মহাঅন্যায়;

১৪ আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি—তার মাতা মূর্ছার উপরে মূর্ছার সঙ্গে তাকে জন্মদান করে আর তার স্তন্য দান চলে দুই বৎসর—এই ব'লে : আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে আর তোমার পিতা মাতা উভয়ের প্রতি ; শেষে ফিরে আসতে হবে আমার কাছে।

১৫ আর যদি তারা তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করে (জেদ করে) যে তুমি আমার অংশী দাঁড় করাবে—যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই—তবে তাদের অনুবর্তী হবে না ; আর এই সংসারে তাদের সঙ্গে থাকো সদয়তার সঙ্গে ; আর তার পথ অনুসরণ ক'রো যে আমার দিকে ফেরে ; তার পর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; তার পর আমি তোমাদের জানাবো কি তোমরা করেছিলে।

১৬ হে আমার পুত্র, নিঃসন্দেহ যদি সর্ষের বীজের ওজনের পরিমাণও হয়, আর যদি তা পাথরের মধ্যে থাকে, অথবা আকাশে অথবা পৃথিবীতে থাকে, আল্লাহ্ তা (গোচরে) আনবেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সূক্ষ্মের জ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।

১৭ হে আমার পুত্র, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর ভালো যা তার নির্দেশ দাও, আর মন্দ যা তা নিষেধ করো, আর ধৈর্যশীল হও যা তোমার উপরে এসে পড়ে তাতে ; নিঃসন্দেহ এটি একটি বাঞ্ছিত করণীয়।

১৮ আর লোকদের থেকে ঘৃণা করে মুখ ফেরাবে না, আর দেশে খুব অহঙ্কারী হয়ে বেড়াবে না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কোনো আত্মম্ভরী গর্বিতকে ভালোবাসেন না।

১৯ আর তোমার চলনে বিনম্র হও ; আর তোমার কণ্ঠস্বর নামাও ; নিঃসন্দেহ সব চাইতে ঘৃণিত কণ্ঠস্বর হচ্ছে গাধার ডাক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ তোমার কি দেখো না যে আল্লাহ্ তোমাদের সেবারত করেছেন যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তোমাদের ভূষিত করেছেন তাঁর অনুগ্রহাবলীর দ্বারা বাইরে এবং ভিতরে? আর মানুষদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে জ্ঞানহীন আর পথনির্দেশহীন আর একটি উজ্জ্বল গ্রন্থবিহীন হয়ে।

২১ আর যখন তাদের বলা হয় : অনুবর্তী হও আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার, তারা বলে : না, আমরা তার অনুবর্তী যাতে আমাদের পিতাপিতামহদের দেখেছি। কী—যদিও শয়তান তাদের ডাকছে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ?

২২ আর যে তার মুখ সমর্পণ করেছে আল্লাহ্র দিকে, আর সে সৎকর্মশীল, তবে সে ধরেছে মজবুত হাতল, আর সব ব্যাপারের শেষ আল্লাহ্তে।

২৩ আর যে অবিশ্বাস করে—তার অবিশ্বাস তোমাকে দুঃখিত না করুক। আমার কাছে তার প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তাদের জানাবো কি তারা করেছিল। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

২৪ আমি তাদের উপভোগ করতে দিই সামান্য কিছু, তার পর আমি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাই কঠোর শাস্তিতে।

২৫ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো ; কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, তারা নিশ্চয় বলবে : আল্লাহ্। বলো : (সব) প্রশংসা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে—না তারা অনেকেই জানে না।

২৬ আল্লাহ্‌রই যা আছে আকাশে আর যা পৃথিবীতে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

২৭ যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি গাছ দিয়ে তৈরি হোতো কলম, আর সমুদ্র, তাকে সাহায্য করতে আর সাত সমুদ্র, (হোতো কালি), (তবু) আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষিত হোতো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৮ তোমাদের সৃষ্টি আর তোমাদের উত্থান (মৃতদের থেকে) একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও উত্থান) ভিন্ন নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা ; দ্রষ্টা।

২৯ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিনে, আর দিনকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে ; আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন সেবারত ; প্রত্যেকে চলেছে এক নির্ধারিত কালের দিকে ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৩০ এ এইজন্য যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সত্য ; আর তাঁকে ভিন্ন যাকে তারা ডাকে তা মিথ্যা ; আর এইজন্য যে আল্লাহ্ মহোচ্চ, মহান !

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ তুমি কি দেখো না যে জাহাজগুলো সমুদ্রে চলেছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যেন তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর নিদর্শনাবলী? নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান কৃতজ্ঞের জন্য।

৩২ আর যখন এক ঢেউ তাদের আবৃত করে (মাথার উপরকার) কানাতের মতো ; তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাদের ধর্ম একমাত্র তাঁর জন্য বিশুদ্ধ ক'রে ; কিন্তু যখন তিনি তাদের ডাঙায় আনেন, তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করে। আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যতীত।

৩৩ হে জনগণ, তোমাদের পালয়িতার সীমা রক্ষা করো, আর সেই দিনের ভয় করো যখন পিতা বা মাতা সন্তানের কোনো কাজে আসবে না, সন্তানও পিতার বা মাতার কাজে আসবে না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; সেজন্য এই সংসারের জীবন তোমাদের প্রবঞ্চিত না করুক ; আর প্রবঞ্চক তোমাদের প্রবঞ্চিত না করুক আল্লাহ্ সম্বন্ধে।

৩৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তিনি যাঁর কাছে আছে সেই সময়ের জ্ঞান ; আর তিনি অবতীর্ণ করেন বৃষ্টি ; আর তিনি জানেন কি আছে জরায়ুতে ; আর কেউ জানে না কি অর্জন করবে পরের দিন ; আর কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু হবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাতা ; ওয়াকিফহাল।

আস্-সজ্দাহ্

[আস্-সজ্দাহ্—প্রণিপাত—কোর্আন শরীফের ৩২ সংখ্যক সূরা এর ১৫ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে।
এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিম—লাম্—মীম্—আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

২ গ্রন্থের অবতরণ—কোনো সন্দেহ নেই এতে—বিশ্বজগতের পালয়িতা থেকে।

৩ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে? না—এটি সত্য—তোমার পালয়িতা থেকে, যেন তুমি সতর্ক করতে পারো একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেন নি যেন তারা পথে চলতে পারে।

৪ আল্লাহ্ তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ আর পৃথিবী আর যা আছে এই দুইয়ের মধ্যে, ছয় দিনে, তার পর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন। তিনি ভিন্ন তোমাদের নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা কোনো সুপারিশকারী। তোমরা কি তবে স্মরণ করবে না?

৫ আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ব্যাপার তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন ; তার পর তা তাঁর কাছে আরোহণ করবে এক দিনে যার পরিমাপ তোমরা যা গণনা করো তার হাজার বৎসর।[১]

৬ এই হচ্ছেন অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, মহাশক্তি কৃপাময়—

৭ যিনি উৎকৃষ্ট করেছেন যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ করেন কাদা থেকে ;

৮ তার পর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করলেন এক নির্যাস থেকে—অবজ্ঞাত জল থেকে ;

৯ তার পর তাকে রূপ দিলেন আর তাতে শ্বাস দিলেন তাঁর প্রেরণা (আত্মা) থেকে ; আর তোমাদের জন্য তৈরি করলেন কান আর চোখ আর হৃদয়। কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

১০ আর তারা বলে : কি, যখন আমরা মিলিয়ে গেছি মাটিতে তখন কেমন ক'রে আমাদের পুনঃসৃষ্টি হবে? না—তারা তাদের পালয়িতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

১১ বলো : যার উপরে রয়েছে তোমাদের ভার সেই মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে, তার পর তোমাদের পালয়িতার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন অপরাধীরা তাদের পালয়িতার সামনে তাদের মাথা হেঁট করবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখেছি আর শুনেছি, সেজন্য আমাদের ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমরা করবো যা ভালো ; নিঃসন্দেহ (এখন) আমরা সুনিশ্চিত।

---

১. ইসলামীয় বিধান পৃথিবীতে স্থাপিত হবার পরে এক হাজার বৎসরের জন্য তা দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে, এই ব্যাখ্যা কেউ কেউ দিয়েছেন।

১৩ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম নিঃসন্দেহ প্রত্যেক প্রাণকে দিতাম তার সুগতি ; কিন্তু আমার থেকে (নির্গত) বাণী সত্য : নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো একসঙ্গে জিনও মানুষদের দিয়ে।

১৪ সেজন্য স্বাদ গ্রহণ করো, কেন না তোমরা অবহেলা করেছিলে তোমাদের আজকার দিনে এই দেখা হওয়া ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পরিত্যাগ করেছি ; আর স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যা করেছিলে তার জন্য।

১৫ কেবল তারাই আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে যারা, যখন তাদের সেসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, পতিত হয় সেজ্‌জারত হয়ে, আর কীর্তন করে তাদের পালয়িতার প্রশংসা ; আর তারা গর্বিত নয়—

১৬ যারা তাদের বিছানা পরিত্যাগ করে তাদের পালয়িতাকে ডাকতে ভয়ে ও আশায়, আর ব্যয় করে (দানে) যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে।

১৭ সেজন্য কোনো প্রাণ জানে না তাদের চোখ তৃপ্ত করবে এমন কি তাদের জন্য লুকোনো আছে—একটি পুরস্কার যা তারা করেছিল তার জন্য।

১৮ যে বিশ্বাসী সে কি তার মতো যে সীমালঙ্ঘনকারী ? তারা তুল্য নয়।

১৯ যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে—তাদের স্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে বেহেশ্‌ত ; তারা যা করেছিল তার জন্য প্রীতি-সংবর্ধনা।

২০ আর যারা সীমালঙ্ঘন করে—তাদের আবাস হচ্ছে আগুন ; যখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনা হয় ; তাদের বলা হয় : আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা মিথ্যা বলতে।

২১ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের নিকটতর শাস্তির আস্বাদ করাবো বৃহত্তর শাস্তির পুর্বে, যেন তারা ফিরতে পারে।

২২ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যাকে স্মরণ করানো হয় তার পালয়িতার নির্দেশাবলী ; তার পর সে সেসব থেকে ফিরে যায় ? নিঃসন্দেহ অপরাধীদের আমি শাস্তি দেবো।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম ; সেজন্য তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহে থেকো না ; আর আমি এটিকে করেছিলাম ইসরাইলবংশীয়দের জন্য এক পথনির্দেশ।

২৪ আর যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল আর আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েছিল আমি তাদের মধ্যে থেকে নেতা সৃষ্টি করেছিলাম আমার আদেশ অনুসারে চালিত করতে।

২৫ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিনে বিচার করবেন সেই বিষয়ে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ হয়েছিল।

২৬ এটি কি তাদের জন্য পথ দেখায় না—কত পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি যাদের বাসস্থানে তারা ঘোরাফেরা করছে ? নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে নির্দেশাবলী। তবে কি তারা শুনবে না ?

২৭ তারা কি দেখে না কেমন ক'রে আমি জল নিয়ে যাই বন্ধ্যা জমিতে আর তার সাহায্যে ফসল উৎপাদন করি যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্তুরা খায়, আর তারা নিজেরাও। তারা কি তবে দেখবে না?

২৮ আর তারা বলে : কখন ঘটবে (তোমাদের) এই বিজয়—যদি সত্যবাদী হও?

২৯ বলো : যারা (এখন) অবিশ্বাস করে বিজয়ের দিনে তাদের ধর্মবিশ্বাস তাদের উপকারে আসবে না; তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

৩০ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো; আর অপেক্ষা করো; নিঃসন্দেহ তারাও অপেক্ষা করছে।

আল্‌-আহ্‌যাব

[আল্‌-আহ্‌যাব—উপজাতিবৃন্দ বা সম্মিলিত সৈন্যদল—কোর্‌আন শরীফের ৩৩ সংখ্যক সূরা। পঞ্চম হিজরিতে যে বিখ্যাত পরিখার যুদ্ধ হয় তাতে মুসলমানরা কি সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, সেকথা এতে বলা হয়েছে। মদিনা থেকে নির্বাসিত বনি নাযির গোত্রের ইহুদিদের মন্ত্রণায় কোরেশ, গতফান, আর তাদের সঙ্গে যেসব উপজাতির জোট ছিল তারা সবাই একযোগে দশ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে—তাদের বলা হয়েছিল যে মদিনার কোরেযা গোত্রের ইহুদিরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। মুসলমানদের ছিল তিন হাজার সৈন্য—তারা এক পরিখা খনন করে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। সেই পরিখায় খুব কাজ দেয়। তার উপরে একজন মুসলমানের কূটনৈতিক চালের ফলে সম্মিলিত পক্ষ ও মদিনার বনিকোরেযার মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দেয়। তার উপরে তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপী এক বিষম ঝড়ে সম্মিলিত দল একান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে, আর প্রায় এক মাস কালের বিফল অবরোধের পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে মদিনা ত্যাগ করে। তাদের চলে যাবার পরে যুদ্ধকালে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে আর হঠকারিতার জন্য বনিকোরেযা কঠোর শাস্তি ভোগ করে।

নারীদের, বিশেষ ক'রে হযরতের পত্নীদের, দৈনন্দিন চালচলন কেমন হবে সেসম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ এতে আছে। হযরত যয়নাবের সঙ্গে হযরতের বিবাহের প্রসঙ্গও এতে আছে।

এর অবতরণ কাল পঞ্চম হিজরির শেষ থেকে সপ্তম হিজরির শেষ পর্যন্ত।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে নবী ! আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর অবিশ্বাসীদের ও কপটদের অনুবর্তী হ'য়ো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

২ আর অনুবর্তী হও তোমার পালয়িতা থেকে যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তার। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল যা তোমরা করো সে সম্বন্ধে।

৩ আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো ; আল্লাহ্‌ যথেষ্ট কার্যসম্পাদকরূপে।

৪ আল্লাহ্‌ কোনো মানুষের জন্য তার ধড়ের মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি, তোমাদের স্ত্রীদেরও যাদের (তোমরা মা বলে) প্রকাশ করো তোমাদের মা করেন নি, যাদের তোমরা পুত্র বলে ঘোষণা করো তাদের তোমাদের আসল পুত্র করেন নি। এসব তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্‌ সত্য বলেন, আর তিনি সেই পথে চালিত করেন।

৫ কে তাদের প্রকৃত পিতা তা ঘোষণা করো—তা হবে আল্লাহ্‌র কাছে বেশি ন্যায়সঙ্গত ; কিন্তু যদি তাদের পিতাদের না জানো তবে তারা তোমাদের ধর্ম-ভাই ও তোমাদের বন্ধু। আর যেসব ভুল তোমরা করো অনিচ্ছাক্রমে তাতে তোমাদের পাপ নেই ; কিন্তু যা তোমাদের অন্তর করে ইচ্ছাক্রমে (তাতে তোমাদের পাপ হবে) ; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ নবী বিশ্বাসীদের বেশি নিকটবর্তী তাদের নিজেদের চাইতে, আর তাঁর পত্নীরা (যেন) তাদের মাতা। আর আল্লাহ্‌র বিধানে রক্ত-সম্পর্কীয়েরা পরস্পরের বেশি নিটকবর্তী

বিশ্বাসীদের ও শরণার্থীদের চাইতে—এ ভিন্ন যে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি কল্যাণ করবে।[১] গ্রন্থে (স্বভাবের গ্রন্থে) এই লেখা আছে।

৭ আমি যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম—আর তোমার কাছ থেকে আর নূহ্‌-এর কাছ থেকে, আর ইব্রাহিমের কাছ থেকে, আর মূসার কাছ থেকে, আর মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকে—আর আমি তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম এক জোরালো অঙ্গীকার—

৮ (এই মর্মে) যে তিনি সত্যপরায়ণদের সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন ; আর অবিশ্বাসীদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন এক কঠোর শাস্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তোমাদের উপরে এসে পড়েছিল সৈন্যদল ; সেজন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক ঝড়, আর সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখ নি। আর আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা তোমরা যা করো তার।

১০ আর যখন তারা এসে পড়েছিল তোমাদের উপর থেকে আর তোমাদের নিচে থেকে[২], আর যখন চোখগুলো হয়েছিল দিশাহারা আর হৃদয়গুলো হয়েছিল কণ্ঠাগত, আর তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বৃথা চিন্তা পোষণ করেছিলে ;

১১ সেখানে বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল, আর তারা আন্দোলিত হয়েছিল কঠিন আন্দোলনে ;

১২ আর যখন কপটরা আর যাদের হৃদয়ে আছে ব্যাধি তারা বলতে আরম্ভ করেছিল : আল্লাহ্‌ আর তার রসুল আমাদের (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি দেয় নি কেবল প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন ;

১৩ আর যখন তাদের একটি দল বলেছিল : ওহে ইয়াস্‌রিবের[৩] লোকেরা, তোমাদের জন্য (এখানে) দাঁড়াবার জায়গা নেই, সেজন্য ফিরে যাও; আর তাদের একদল পয়গাম্বরের অনুমতি চেয়েছিল এই বলে : নিঃসন্দেহ আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত ; আর তারা অরক্ষিত ছিল না, তারা কেবল পালাতে চাচ্ছিল।

১৪ আর যদি শত্রু সব দিক থেকে এসে পড়তো আর তাদের বলতো বিশ্বাসঘাতকতা করতে তবে তারা তা করতো, আর তাতে ইতস্ততঃ করতো সামান্য সময়ই।

১৫ আর নিঃসন্দেহে তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল তারা পিঠ ফেরাবে না; আর আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারের জবাব দিতে হবে।

১৬ বলো : পালিয়ে যাওয়ায় তোমাদের কোনো কাজ দেবে না যদি পালাও মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে, আর সে ক্ষেত্রে জীবন উপভোগ করবে সামান্য কাল বৈ নয়।

---

১. মক্কা থেকে আগত শরণার্থী আর মদিনার মুসলমানদের মধ্যে রক্তসম্পর্কের চাইতেও নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল ; এই আয়াতের দ্বারা সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তা রদ করা হয়।

২. শহরের বাইরের উঁচু ও নিচু জায়গা থেকে।

৩. মদিনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াস্‌রিব।

১৭ বলো : কে সে যে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহ্ থেকে যদি তিনি তোমাদের অপকার করতে চান অথবা তোমাদের প্রতি করুণা করতে চান? আর তারা তাদের জন্য পাবে না আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।

১৮ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে থেকে তাদের জানেন যারা অপরদের বাধা দেয় আর যারা তাদের ভাইদের বলে : তোমরা এখানে আমাদের কাছে এসো ; আর তারা যুদ্ধে আসে সামান্যই।

১৯ তোমাদের (বিশ্বাসীদের) সম্বন্ধে তারা কৃপণ, কিন্তু যখন ভয় আসে তখন তুমি দেখবে তোমার দিকে তারা চেয়ে আছে, তাদের চোখ ঘুরছে তার মতো যে মৃত্যুতে মূর্ছা যাচ্ছে ; কিন্তু যখন ভয় চলে গেছে তখন তারা তোমাকে আঘাত করে তীক্ষ্ণ জিহ্বা দিয়ে ধনের লোভে। এরা বিশ্বাস করে নি ; সেজন্য আল্লাহ্ তাদের কাজকে বিফল করেছেন, আর এটি আল্লাহ্র জন্য সহজ।

২০ তারা মনে করে সম্মিলিত সৈন্যদল চলে যায় নি ; আর যদি সম্মিলিত সৈন্যদল (পুনরায়) আসে তবে তারা চলে যাবে মরুভূমিতে যাযাবর আরবদের সঙ্গী হয়ে, জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের সংবাদ ; আর যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকতো তবে তারা যুদ্ধ করতো সামান্যই।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র রসুলে তোমাদের জন্য আছে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তার জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের দিকে তাকায় আর আল্লাহ্কে স্মরণ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

২২ আর যখন বিশ্বাসীরা সম্মিলিত সৈন্যদলকে দেখেছিল তারা বলেছিল : এই তাই যার কথা আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল আমাদের বলেছিলেন, আর আল্লাহ্ আর তাঁর রসুল বলেছিলেন সত্য কথা। আর এতে বাড়িয়েছিল তাদের বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণ।

২৩ আর বিশ্বাসীদের মধ্যে আছে সেই লোক যারা আল্লাহ্র সঙ্গে নিষ্পন্ন অঙ্গীকার সম্বন্ধে সত্যপরায়ণ ; তাই তাদের মধ্যে আছে সে যে তার ব্রতের মূল্য দিয়েছে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) মৃত্যু বরণের দ্বারা ; আর তাদের মধ্যে আছে সে যে আজও প্রতীক্ষা করছে ; আর তারা কিছুমাত্র বদলায় নি—

২৪ যেন আল্লাহ্ সত্যপরায়ণদের তাদের প্রাপ্য দিতে পারেন সত্যের সঙ্গে, আর কপটদের শাস্তি দিতে পারেন, অথবা তাদের দিকে ফিরতে পারেন (করুণায়) ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২৫ আর আল্লাহ্ প্রতিহত করেছিলেন অবিশ্বাসীদের তাদের ক্রুদ্ধ দশায়, তারা ভালো কিছু লাভ করতে পারে নি, আর যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ই ছিলেন যথেষ্ট ; আর আল্লাহ্ মহাবল, মহাশক্তি।

২৬ আর গ্রন্থধারীদের যারা তাদের সমর্থন করেছিল তাদের তিনি নামিয়ে এনেছিলেন তাদের দুর্গ থেকে, আর তাদের হৃদয়ে ভয় নিক্ষেপ করেছিলেন ; তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করেছিলে আর অন্যদের বন্দী করেছিলে।

২৭ আর তিনি তোমাদের তাদের জমির আর বাড়িঘরের আর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন, আর অন্য জমির যা তোমরা এখনও মাড়াও নি ; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৮ হে রসুল, তোমার পত্নীদের বলো : যদি তোমরা এই সংসারের জীবন আর এর শোভা-সৌন্দর্য চাও, তবে এসো ; আমি তোমাদের ভোগ করতে দেবো আর তোমাদের চলে যেতে দেবো ভালোভাবে।

২৯ আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুলকে চাও, আর শেষের গৃহ, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ কল্যাণকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক মহাপুরস্কার।

৩০ হে নবীর পত্নীগণ, তোমাদের যে কেউ আচরণ করে প্রকাশ্য অশালীনতা, তার জন্য শাস্তি দ্বিগুণিত হবে, আর এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

দ্বাবিংশ খণ্ড

৩১ আর তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্‌ ও রসুলের অনুবর্তিনী হয় ও ভালো কাজ করে, আমি তাকে তার পুরস্কার দেবো দ্বিগুণিত ক'রে, আর আমি তার জন্য তৈরি করেছি এক সম্মানিত জীবিকা।

৩২ হে নবীন পত্নীগণ, তোমরা অন্য স্ত্রীলোকদের মতো নও ; যদি তোমরা সীমারক্ষা করো তবে কথায় কোমল হ'য়ো না পাছে যার অন্তরে আছে ব্যাধি সে কামনা করে ; আর ভালো কথা বলো।

৩৩ আর তোমাদের গৃহে থাকো, আর আগেকার অন্ধকার যুগের মতো জমকালো সাজসজ্জা ক'রো না ; আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আর যাকাত দাও, আর আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের অনুবর্তিনী হও। হে গৃহবাসিনিগণ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন তোমাদের থেকে তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে আর তোমাদের পবিত্র করতে পূর্ণভাবে।

৩৪ আর স্মরণ রাখো তোমাদের গৃহে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী ও জ্ঞান থেকে যা আবৃত্তি করা হয় ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সূক্ষ্মের জ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৫ নিঃসন্দেহ আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, আর বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারী, আর অনুবর্তী পুরুষ ও অনুবর্তিনী নারী, আর সত্যপরায়ণ পুরুষ ও সত্যপরায়ণা নারী, আর ধৈর্যবান পুরুষ ও ধৈর্যবতী নারী, আর বিনত পুরুষ ও বিনতা নারী, আর দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, আর রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, আর আবরণীয়ের রক্ষী পুরুষ ও রক্ষিণী নারী, আর আল্লাহ্‌কে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারিণী নারী — আল্লাহ্‌ এদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৩৬ আর এটি সঙ্গত নয় একজন বিশ্বাসী পুরুষের অথবা একজন বিশ্বাসিনী নারীর জন্য যে, যখন আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুল (তাদের জন্য) একটি ব্যাপারে মীমাংসা করেছেন (তার পর)

তাদের সে-বিষয়ে কিছু বলবার থাকবে ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারী হয়, সে নিঃসন্দেহ বিপথে যায় স্পষ্ট বিপথে যাওয়ায়।[৪]

৩৭ আর যখন তুমি তাকে বলেছিলে যার প্রতি আল্লহ্ অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও অনুগ্রহ করেছ : তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর তুমি তোমার মনে লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন,[৫] আর তুমি মানুষদের ভয় করেছিলে কিন্তু আল্লাহ্‌র বেশি হক্ আছে যে তুমি তাঁকে ভয় করবে। কিন্তু যখন যায়েদ তার সম্বন্ধে মীমাংসা করেছে (তালাক দিয়েছে), তখন আমি তাকে তোমাকে দিয়েছি পত্নীরূপে, যেন বিশ্বাসীদের তাদের পালিত পুত্রদের সম্বন্ধে কোনো বাধা না হয় যখন তারা তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করেছে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ পালিত হবে।

৩৮ নবীর জন্য তা নিন্দার নয় যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য আবশ্যিক বিবেচনা করেন ; এই হয়েছে আল্লাহ্‌র ধারা পূর্ববর্তীদের যারা গত হয়ে গেছে তাদের সম্বন্ধে — আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনতিক্রম্য নিয়তি —

৩৯ যাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বাণী তাঁকে ভয় করেছেন আর আল্লাহ্‌কে ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন নি। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট হিসাব রক্ষকরূপে।

৪০ মোহম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন ; কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল আর পয়গাম্বরদের শেষ,[৬] আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব সম্বন্ধে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪১ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাকে স্মরণ করো — প্রচুর স্মরণ ;

৪২ আর তাঁর মহিমা কীর্তন করো প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

৪৩ তিনিই তোমাদের আশীর্বাদ করেন আর তাঁর ফেরেশ্‌তারা (আশীর্বাদ করে) যেন তিনি তোমাদের আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে ; আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি কৃপাময়।

৪৪ যেদিন তাঁর সঙ্গে তাদের দেখা হবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে : শান্তি ; আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক সম্মানিত প্রাপ্য।

৪৫ হে নবী, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে, আর সতর্ককারীরূপে ;

৪৬ আর আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর অনুমতিক্রমে, একজন আহ্বানকারীরূপে, আর একটি প্রদীপরূপে যা আলো দেয়।

৪৭ আর বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে মহৎ অনুগ্রহ-প্রাচুর্য।

---

৪. টীকাকারেরা বলেছেন, হযরতের ফুফুর কন্যা বিবি যয়নাবের সঙ্গে হযরতের পালিত পুত্র দাসত্বমুক্ত যায়েদের বিবাহ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিবি যয়নাব ও তাঁর ভ্রাতা দুইজনই এই বিবাহে অসম্মত ছিলেন।

৫. যয়নাবের ও যায়েদের বিবাহ সুখের হয় নি এই কথা হযরত লুকিয়ে রেখেছিলেন — এইই সঙ্গত অর্থ মনে হয়। 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' অনুবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

৬. মূল কথাটা 'খতম্' তার অর্থ সিলমোহর, শেষ। মুসলমানেরা হযরত মোহম্মদকে শেষ পয়গাম্বররূপে জানেন। কোনো কোনো পণ্ডিত এই কথার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মানুষের বিচারের ক্ষমতা বেড়ে গেছে, তাই 'নবীর' আসবার প্রয়োজন আর নেই।

৪৮ আর অবিশ্বাসীদের দিকে আর কপটদের দিকে মন দিও না ; তাদের বিরক্তিকর কথা উপেক্ষা করো, আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো ; আর আল্লাহ্ যথেষ্ট অধ্যক্ষরূপে।

৪৯ হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা বিশ্বাসিনী নারীদের বিবাহ করো আর তাদের তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে, তবে কোনো নির্ধারিত কাল তোমাদের পালন করতে হবে না। সুতরাং তাদের জন্য কিছু সংস্থান করো আর তাদের বিদায় দাও শোভনভাবে।

৫০ হে নবী, নিঃসন্দেহ আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদের প্রাপ্য দেনমোহর তুমি দিয়েছ, আর যাদের তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে থেকে যাদের আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন যুদ্ধের বন্দীরূপে, আর তোমার চাচাদের কন্যা, আর তোমার ফুফুদের কন্যা, আর তোমার মামাদের কন্যা, আর তোমার খালাদের কন্যা যারা তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করেছিল ; আর একজন বিশ্বাসিনী নারী যদি সে নিজেকে সমর্পণ করে নবীর কাছে, যদি নবী তাঁকে বিয়ে করতে চান — এটি বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয় ; আমি জানি কি তাদের জন্য বিধান করেছি তাদের স্ত্রীদের আর যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের সম্বন্ধে, যেন তোমার কোনো দোষ না হয় ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৫১ তুমি মুলতবী রাখতে পারো তাকে (তার পালা) যাকে তোমার খুশি আর তোমার জন্য গ্রহণ করতে পারো যাকে তোমার খুশি, আর যাদের তুমি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিলে তাদের যাকে তোমার খুশি — কোনো দোষ তোমার হবে না ; আর এই সব চাইতে ভালো যেন তাদের চোখ স্নিগ্ধ হতে পারে আর তারা দুঃখ না করে ; আর তারা খুশি হবে, তারা সবাই, তুমি তাদের যা দিচ্ছ তাতে। আল্লাহ্ জানেন কি আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৫২ এর পরে অন্য নারীদের গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীদেরও গ্রহণ করবে না যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে — যাদের তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে তারা ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সব ব্যাপারের উপরে প্রহরী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫৩ হে বিশ্বাসিগণ, নবীর গৃহগুলিতে প্রবেশ ক'রো না খাবার জন্য তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে, রান্না শেষ হবার অপেক্ষা না ক'রে ; কিন্তু যখন তোমরা আহূত হয়েছে, প্রবেশ করো, আর যখন খাবার খেয়েছ তখন চলে যাও কথাবার্তার জন্য দেরি না ক'রে ; নিঃসন্দেহে এতে নবীকে কষ্ট দেওয়া হয়, আর তোমাদের (চলে যাওয়ার) জন্য (বলতে) তিনি সংকোচ বোধ করেন ; কিন্তু সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র সংকোচ নেই। আর যখন তোমরা তাঁদের (নবীপত্নীদের) কাছে কিছু চাও তাঁদের কাছে তা চাও পর্দার আড়ালে থেকে। এটি তোমাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্রতর, তাঁদের হৃদয়ের জন্যও। এটি তোমাদের জন্য সঙ্গত নয় যে আল্লাহর রসুলকে তোমরা কষ্ট দেবে, আর তাঁর পরে কখনো তাঁর পত্নীদের বিবাহ করবে না। নিঃসন্দেহ তা আল্লাহর দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর হবে।

৫৪ কোনো কিছু তোমরা প্রকাশ করো অথবা লুকোও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল সব-কিছু সম্বন্ধে।

৫৫ তাঁদের (নবীপত্নীদের) (সহজভাবে কথপোকথন) দোষের নয় তাঁদের পিতাদের সঙ্গে, অথবা তাঁদের পুত্রদের সঙ্গে ; অথবা তাঁদের ভাইদের পুত্রদের সঙ্গে, অথবা তাঁদের ভগিনীদের পুত্রদের সঙ্গে, অথবা তাঁদের নিজেদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে, অথবা যাদের তাঁদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাক্ষী সব কিছুর।

৫৬ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আর তাঁর ফেরেশ্‌তারা নবীর উপরে আশীর্বাদ কামনা করেন : হে বিশ্বাসিগণ, তাঁর জন্য আশীর্বাদ চাও আর তাঁকে সালাম সম্ভাষণ করো যোগ্যভাবে।

৫৭ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্বন্ধে মন্দ কথা বলে, আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন এই সংসারে ও পরকালে, আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৫৮ আর যারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদের সম্বন্ধে মন্দ কথা বলে — তারা তা অর্জন না করে করলেও — তারা কুৎসা রটনার ও স্পষ্ট পাপের ভার বহন করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৯ হে নবী, তোমার স্ত্রীদের আর কন্যাদের আর বিশ্বাসীদের নারীদের বলো যে তারা তাদের বহির্বাস তাদের উপরে দিক (যখন তারা বাইরে যায়) ; এটিই তাদের জন্য বেশি সঙ্গত যেন তাদের চেনা যায়, আর এইভাবে তাদের বিরক্ত করা হবে না ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬০ যদি কপটরা আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর শহরে বিক্ষোভকারীরা না থামে, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে তাদের উপরে চড়াও করাবো, তার পর তারা তোমাদের প্রতিবেশী থাকবে অল্পকালই —

৬১ বিতাড়িত — যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে তাদের পাকড়াও করা হবে ও হত্যা করা হবে (ক্ষমাহীনভাবে)।

৬২ (এই হয়েছে) আল্লাহ্‌র ধারা তাদের সম্বন্ধে যারা পূর্বে গত হয়েছে ; আর কোনো পরিবর্তন পাবে না তুমি আল্লাহ্‌র ধারায়।

৬৩ লোকেরা তোমাকে সেই সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করছে ; বলো : তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছে ; আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে যে, হতে পারে, সেই সময় নিকটবর্তী।

৬৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের অভিসম্পাত করেছেন আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক জ্বলন্ত আগুন —

৬৫ দীর্ঘকাল তাতে বাস করার জন্য ; তারা পাবে না কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।

৬৬ সেইদিন যখন তাদের মুখ আগুনের অভিমুখে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তারা বলবে : হায়, যদি আমরা আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হতাম আর রসুলের অনুবর্তী হতাম।

৬৭ তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের নেতাদের ও প্রধানদের অনুবর্তী হয়েছিলাম, ফলে তারা আমাদের পথ থেকে বিপথে নিয়েছিল ;

নবম অনুচ্ছেদ

৬৮ হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও, আর তাদের অভিসম্পাত করো মহাঅভিসম্পাতে।

৬৯ হে বিশ্বাসিগণ, তাদের মতো হ'য়ো না যারা মূসার কুৎসা করেছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করেছিলেন তারা যা বলেছিল তা থেকে ; আর আল্লাহ্‌র সামনে তিনি ছিলেন সম্মানের পাত্র।

৭০ হে বিশ্বাসিগণ,আল্লাহর সীমা রক্ষা করো ; আর ঠিক ঠিক বলো।

৭১ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যাবলী ঠিক অবস্থায় আনবেন আর তোমাদের দোষক্রটি ক্ষমা করবেন ; আর যে কেউ আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের অনুবর্তী হয় তবে সে নিঃসন্দেহ লাভ করবে এক মহাসাফল্য।

৭২ নিঃসন্দেহ আমি আমানত (বহন করতে)[৭] দিয়েছিলাম আকাশকে ও পৃথিবীকে ও পাহাড়কে ; কিন্তু তারা তা বহন করতে সঙ্কুচিত হয়েছিল ও তার থেকে ভীত হয়েছিল ; আর তা গ্রহণ করেছিল মানুষ। নিঃসন্দেহে সে হঠকারী ; অজ্ঞ।

৭৩ সেজন্য আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন কপট পুরুষদের ও কপট নারীদের, আর বহুদেববাদী পুরুষদের ও বহুদেববাদী নারীদের ; আর আল্লাহ্ ফিরবেন (করুণায়) বিশ্বাসী পুরুষদের প্রতি ও বিশ্বাসিনী নারীদের প্রতি ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

---

৭. এই আমানত কি ? মনে হয় মানুষের বিচার-বুদ্ধি, অথবা মানুষের অশেষ সম্ভাবনা।

সাবা

[সাবা — শেবা — কোর্‌আন শরীফের ৩৪ সংখ্যক সূরা। শেবা ছিল এমনের এক অঞ্চল, বন্যায় তা ধ্বংস হয়েছিল।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যাঁর সব কিছু যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তাঁরই (সমস্ত) প্রশংসা পরকালে, আর তিনি জ্ঞানী, জ্ঞাতা।

২ তিনি জানেন কি মাটিতে প্রবেশ করে আর কি তা থেকে বেরিয়ে আসে, আর যা নেমে আসে আকাশ থেকে আর যা তাতে গমন করে ; আর তিনি কৃপাময়, ক্ষমাশীল।

৩ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : সেই সময় আমাদের উপরে এসে পড়বে না। বলো : হাঁ, আমার পালয়িতার শপথ, (যিনি) অদৃশ্যের জ্ঞাতা, নিঃসন্দেহ তা তোমাদের উপরে এসে পড়বে ; আকাশে আর পৃথিবীতে একটি অণুর মাপও তাঁর থেকে গরহাজির হবে না, আর তা থেকে ছোটোও নয় বড়ও নয়—সব আছে এক স্পষ্ট লেখায়—

৪ যেন তিনি প্রাপ্য দিতে পারেন তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে ; এরাই তারা যাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানিত জীবিকা।

৫ আর যারা আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে প্রযত্ন করে (সেসব) বিফল করার জন্য — এরাই তারা যাদের জন্য আছে ঘৃণিত কঠিন শাস্তি।

৬ আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা দেখে যা তোমার কাছে তোমার পালয়িতার কাছে থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য ; আর তা চালিত করে মহাশক্তি প্রশংসিতের পথে।

৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : তোমাদের কি দেখিয়ে দেবো একটি লোককে যে তোমাদের জানায় যখন তোমরা পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত হয়েছ ধুলোয় তখনও নিশ্চয় তোমাদের সৃষ্টি করা হবে নতুনভাবে।

৮ সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এক মিথ্যা তৈরি করেছে অথবা তাতে আছে পাগলামি। না, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা আছে শাস্তিতে আর দূরে-নিয়ে-যাওয়া ভ্রান্তিতে।

৯ তারা কি তবে দেখে না আকাশের ও পৃথিবীর কি আছে তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পেছনে? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে পৃথিবীকে দিয়ে তাদের গ্রাস করাতে পারি অথবা তাদের উপরে আকাশ থেকে আনতে পারি যা তাদের ঢেকে দেবে ; নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবৃত্ত প্রত্যেক দাসের জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ নিঃসন্দেহ আমি দাউদকে আমার কাছ থেকে দিয়েছিলাম অনুগ্রহ-প্রাচুর্য — ওহে পাহাড়েরা, তাঁর সঙ্গে প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করো, আর পাখিরাও। আর আমি লোহাকে তাঁর কাছে করেছিলাম নরম,

১১ এই বলে : তোমরা দীর্ঘ বর্ম তৈরি করো আর বোতামগুলো মাপ মতো দাও ; আর ভালো কাজ করো ; নিঃসন্দেহ আমি দেখছি কি তোমরা করো।

১২ আর আমি বাতাসকে করেছিলাম সোলায়মানের সেবারত ; যা প্রাতে যেতো এক মাসের পথ আর সন্ধ্যায় যেতো এক মাসের পথ ; আর এক তামার উৎস আমি তাঁর জন্য উথ্‌লে তুলেছিলাম, আর (আমি তাঁকে দিয়েছিলাম) জিনদের কাউকে কাউকে যারা তাঁর জন্য খাটতো তাঁর পালয়িতার অনুমতিক্রমে। আর তাদের যারা আমার নির্দেশ থেকে বেঁকে যেতো তাদের আমি আস্বাদ করাতাম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

১৩ তারা তাঁর জন্য তৈরি করতো যা তিনি ইচ্ছা করতেন — দুর্গ আর মূর্তি আর (বৃহৎ) পাত্র যা তাদের স্থান থেকে নড়বে না। হে দাউদের পরিজন, ধন্যবাদ জানাও; আর আমার খুব অল্প দাসই কৃতজ্ঞ।

১৪ আর যখন আমি তাঁর জন্য মৃত্যু বিধান করেছিলাম তখন কিছুই তাঁর মৃত্যুর পরিচয় দেয় নি এ ভিন্ন যে একটি পৃথিবীর জীব[১] খেয়ে ফেলেছিল তাঁর শাঁস ; আর যখন তার পতন হোলো তখন জিনেরা পরিষ্কারভাবে দেখলো, যদি তারা অজানাকে জানতো তবে ঘৃণিত শ্রমে তারা এতদিন কাটাত না।

১৫ নিঃসন্দেহ শেবার জন্য একটি নিদর্শন ছিল তাদের গৃহের দুইটি বাগান, ডাইনে ও বাঁয়ে। খাও তোমাদের প্রতিপালকের জীবিকা থেকে আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও — এক উৎকৃষ্ট দেশ আর এক ক্ষমাশীল প্রতিপালক।

১৬ কিন্তু তারা বিমুখ হয়েছিল ; সেজন্য আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম ইরামের বন্যা, আর তাদের দুই বাগানের বিনিময়ে দিয়েছিলাম দুই বাগান যাতে তিক্ত ফল ফলতো — আস্‌ল্ আর কিছু কিছু সিদ্‌রা গাছ।

১৭ এই তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছিল। কাউকে কি আমি শাস্তি দিই অকৃতজ্ঞদের ব্যতীত?

১৮ আর তাদের ও যেসব শহরকে আমি পুণ্যময় করেছিলাম তাদের মধ্যে আমি (অন্যান্য) শহর বসিয়েছিলাম যাদের সহজেই দেখা যায়, আর তাদের মধ্যে ভ্রমণ ভালো ক'রে দিয়েছিলাম — তাদের মধ্যে চলো রাত্রি ও দিন নিরাপদে।

১৯ আর তারা বলেছিল : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের ভ্রমণের মধ্যে স্তর দীর্ঘতর করো। আর তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। সেজন্য আমি তাদের করেছিলাম কাহিনী আর তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম চরম বিক্ষিপ্ততায়। নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে নিদর্শনাবলী প্রত্যেক ধৈর্যবান কৃতজ্ঞের জন্য।

২০ নিঃসন্দেহ শয়তান তাদের সম্বন্ধে তার অনুমানকে সঠিক পেয়েছিল কেন না তারা তার অনুসরণ করে — বিশ্বাসীদের একটি দল ব্যতিরেকে।

২১ আর তাদের উপরে তার কোনো ক্ষমতা নেই এ ভিন্ন যে আমি তাকে জানবো যে পরকালে বিশ্বাস করে, তার থেকে যে সে-সম্বন্ধে সন্দেহে আছে, আর তোমার পালয়িতা সব-কিছুর রক্ষাকর্তা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ বলো : তাদের তোমরা ডাকো যাদের তোমরা দাঁড় করিয়েছ আল্লাহ্ ভিন্ন ! আকাশে অথবা পৃথিবীতে তাদের অণুর মাপেও কিছু নেই, এই দুয়ে তাদের কোনো অংশও নেই, তাদের মধ্যে তাঁর এমন কেউ নেই যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে।

---

১. সোলায়মানের অযোগ্য পুত্র যার শাসনকালে সোলায়মানের রাজত্ব নষ্ট হয়।

২৩ আর তাঁর কাছে সুপারিশে কোনো কাজ দেবে না তার পক্ষে ভিন্ন যাকে তিনি অনুমতি দেন। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হবে তখন তারা বলবে : কি তা যা তোমাদের পালয়িতা বলেছেন? তারা বলবে : সত্য। আর তিনি মহোচ্চ, মহান্।

২৪ বলো : কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে? বলো : আল্লাহ্! আর নিঃসন্দেহ আমরা, অথবা তোমরা, সত্য পথে আছি অথবা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছি।

২৫ বলো : তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না আমাদের অপরাধ কি সে-সম্বন্ধে ; আমাদেরও জিজ্ঞাসা করা হবে না তোমরা কি করো সে-সম্বন্ধে।

২৬ বলো : আমাদের পালয়িতা আমাদের একত্রিত করবেন, তার পর তিনি আমাদের মধ্যে বিচার করবেন সত্যের সঙ্গে, আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক — সর্বজ্ঞ।

২৭ বলো : আমাকে দেখাও যাদের তোমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছ অংশীরূপে। কখনো না। না — তিনি আল্লাহ্ — মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৮ আর আমি তোমাকে সব লোকের কাছে পাঠাই নি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ভিন্ন। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

২৯ আর তারা বলে : কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে—যদি সত্যবাদী হও?

৩০ বলো : তোমাদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে একটি দিন সম্বন্ধে যা তোমরা পিছিয়ে দিতে পারো না, এক ঘড়ি এগিয়েও দিতে পারো না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : আমরা কিছুতেই এই কোর্‌আনে বিশ্বাস করবো না, আর এর পূর্ববর্তী যা তাতেও না। আর যদি তুমি দেখতে যখন অন্যায়কারীদের তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে — কেমন ক'রে তারা একে অন্যের উপরে দোষারোপ করে, কেমন করে যারা ছিল (পৃথিবীতে) অবজ্ঞাত তারা বলছে যারা গর্বিত তাদের : তোমাদের জন্য না হলে নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী হতাম।

৩২ যারা ছিল গর্বিত তারা বলছে যারা ছিল অবজ্ঞাত তাদের : পথ-নির্দেশ তোমাদের কাছে আসার পরে আমরা কি তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম? না, তোমরাই ছিলে অপরাধী।

৩৩ যারা ছি অবজ্ঞাত তারা বলছে যারা ছিল গর্বিত তাদের : না রাতদিন (চলতো তোমাদের) চক্রান্ত যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করতে আর তাঁর অংশী দাঁড় করাতে। আর তারা আফসোসে পূর্ণ হবে যখন তারা দেখবে শাস্তি। আর যারা অবিশ্বাস করতো তাদের গলায় আমি দেবো শিকল। তারা যা করেছিল তার প্রতিদান ভিন্ন আর কিছু কি তাদের দেওয়া হয়েছে?

৩৪ আর আমি কোনো শহরে কোনো বাণীবাহক পাঠাই নি যার আরামে অভ্যস্ত লোকেরা না বলেছে : তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে নিশ্চয় তাতে আমরা অবিশ্বাসী।

৩৫ আর তারা বলে : আমাদের বেশি ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি, আর আমাদের শাস্তি হবে না।

৩৬ বলো : নিঃসন্দেহ আমার প্রভু জীবিকা বাড়িয়ে দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর কমিয়েও দেন, কিন্তু অনেকেই জানে না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৭ আর না তোমাদের ধনসম্পত্তি না তোমাদের সন্তানসন্ততি সেই বস্তু যা তোমাদের আমার নিকটে আনে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে (সে নিকটে আসে)। হাঁ এরাই তারা যাদের জন্য আছে দ্বিগুণ পুরস্কার তারা যা করেছে সেজন্য, আর তারা নিরাপদ থাকবে উঁচু দালানে।

৩৮ আর যারা আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বিফল করতে, এরাই তারা যাদের হাজির করা হবে শাস্তিতে।

৩৯ বলো : নিঃসন্দেহে আমার পালয়িতা তাঁর দাসদের জীবিকা বাড়িয়ে দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর কমিয়েও দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যা তোমরা ব্যয় করো (ভালো কাজে) তিনি তার বহু প্রতিদান দেন ; আর তিনি জীবিকাদাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

৪০ আর সেইদিন যখন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে, তার পর তিনি ফেরেশ্‌তাদের বলবেন : এরাই তোমাদের উপাসনা করতো ?

৪১ তারা বলবে : তোমার মহিমা কীর্তিত হোক ! তুমি আমাদের রক্ষাকারী বন্ধু, তারা নয়, না — তারা জিনদের উপাসনা করতো, তাদের অনেকে তাদের উপাসক ছিল।

৪২ অতএব সেইদিন তোমাদের একজন অপরজনের লাভ বা ক্ষতির উপরে কর্তৃত্ব করবে না, আর যাঁরা ছিল অন্যায়কারী তাদের আমি বলবো : আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা মিথ্যা বলেছিলে।

৪৩ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় তারা বলে : এ আর কিছু নয় এ ভিন্ন যে একজন তোমাদের ফেরাতে চাচ্ছে তোমাদের পিতাপিতামহরা যার উপাসনা করতো তা থেকে। আর তারা বলে : এ আর কিছু নয় একটি বানানো মিথ্যা ভিন্ন। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা, যখন সত্য তাদের নিকটে এসেছে, তখন বলে : এ আর কিছু নয় স্পষ্ট জাদু ছাড়া।

৪৪ আর আমি তাদের কোনো গ্রন্থ দিই নি যা তারা পড়ে ; তোমার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাই নি।

৪৫ আর এদের পূর্বের লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর তাদের আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার দশ ভাগের এক ভাগও পায় নি। তারা আমার বাণীবাহকদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার পর কেমন হয়েছিল আমার অসন্তোষের প্রকাশ !

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৬ বলো : আমি তোমাদের উপদেশ দিই শুধু এক বিষয়ে — আল্লাহ্‌র জন্য ওঠো দুইজন ক'রে, অথবা একলা, তার পর ভাবো : তোমার সঙ্গীতে কোনো পাগলামি নেই, তিনি তোমাদের কাছে একজন সতর্ককারী মাত্র — এক কঠোর শাস্তির পূর্বে।

৪৭ বলো : যে কিছু প্রাপ্য আমি তোমাদের কাছে চেয়েছি তা শুধু তোমাদেরই জন্য, আমার প্রাপ্য শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আর তিনি সব কিছুর সাক্ষী।

৪৮ বলো : আমার পালয়িতা সত্য ছুঁড়ে মারেন (মিথ্যার বিরুদ্ধে) — অদৃশ্যের জ্ঞাতা।

৪৯ বলো : সত্য এসেছে আর মিথ্যা সৃষ্টি করবে না আর পুনঃসৃষ্টি করবে না[২]।

৫০ বলো : যদি আমি ভুল করি তবে ভুল করি নিঃসন্দেহ নিজের সম্পর্কে, আর যদি ঠিক পথে চালিত হই, সেটি আমার পালয়িতা আমাকে যে প্রত্যাদেশ দেন তার জন্য ; নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা নিকটবর্তী।

৫১ যদি তুমি দেখতে যখন তারা ভয়ে বিহ্বল হয়েছে ; কিন্তু পালাবার যো নেই, আর তাদের পাকড়ানো হবে কাছে থেকেই।

৫২ আর তারা বলবে : আমরা (এখন) তাতে বিশ্বাস করি। কিন্তু কেমন করে তারা (বিশ্বাসে) পৌঁছুতে পারে দূরে থেকে ?

৫৩ আর তারা এতে অবিশ্বাস করেছিল পূর্বে, আর তারা অদৃশ্য সম্বন্ধে অনুমান করে দূরে থেকে ?

৫৪ আর তারা ও তারা যা চায় তার মধ্যে এক বেড়া দেওয়া হবে, যেমন তাদের মতো লোকদের জন্য পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। নিঃসন্দেহ তারা এক ঘোর সন্দেহে।

---

২. অর্থাৎ মিথ্যা তার সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আর প্রশ্রয় পাবে না।

আল্-ফাতির

[আল্-ফাতির—স্রষ্টা—কোর্আন শরীফের ৩৫ সংখ্যক সূরা। এর অপর নাম আল্-মালাইকাহ্—ফেরেশ্তাগণ।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্র নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে (যিনি) আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, ফেরেশ্তাদের নির্মাণকর্তা, (তারা) বাণীবাহক — দুই ও তিন ও চার ডানা যুক্ত ; তিনি সৃষ্টি বাড়ান যেমন ইচ্ছা করেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২ আল্লাহ্ তাঁর করুণা থেকে মানুষদের জন্য যা উন্মোচিত করেন, কেউ নেই তা রোধ করতে পারে। আর যা তিনি রোধ করেন, কেউ নেই তা পাঠাতে পারে তার পরে ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৩ হে মানবগণ, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য স্রষ্টা আছেন কি যিনি তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে? কোনো উপাসন্য নেই তিনি ভিন্ন। কোন্ দিকে তবে তোমাদের ফেরানো হয়েছে?

৪ আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল ; আর সব ব্যাপার প্রত্যাবৃত্ত হয় আল্লাহ্তে।

৫ হে মানবগণ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সেজন্য এই সংসারের জীবন তোমাদের প্রতারিত না করুক ; আর মহাবঞ্চক তোমাদের বঞ্চনা না করুক আল্লাহ্ সম্বন্ধে।

৬ নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, সেজন্য তাকে গ্রহণ করো একজন শত্রুরূপে। সে কেবল তার দলবলকে আহ্বান করে জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা হতে।

৭ যারা অবিশ্বাস করে—তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর মহৎ প্রাপ্য —

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ যার কাজের যা মন্দ তা তার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয় এত দূর পর্যন্ত যে সেসব সে মনে করে ভালো (সে কি শয়তানের দ্বারা প্রতারিত ভিন্ন আর কছু)? নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর পথে চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, সেজন্য তাদের জন্য দুঃখে তোমার অন্তরাত্মা মুমূর্ষু না হোক ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাত তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

৯ আর আল্লাহ্ তিনি যিনি বাতাসদের পাঠান, ফলে তারা মেঘ তোলে, তার পর আমি তা নিয়ে যাই মৃত দেশের উপরে আর তার সাহায্যে আমি মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করি তার মৃত্যুর পরে। এইভাবেই হয় পুনর্জীবন দান।

১০ যে কেউ সম্মান চায় — তবে সম্মান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র। তাঁরই দিকে উত্থিত হয় অকৃত্রিম বাণী, আর ভালো কাজ — তা তিনি সমুন্ন৩ করেন ; আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি করে, তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি, আর তাদের ফন্দি — তা বিনষ্ট হবে।

১১ আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধুলা থেকে, তার পর এক বিন্দু বীজ থেকে, তার পর তোমাদের যুগল করেছেন, আর কোনো নারী গর্ভধারণ করে না অথবা প্রসব করে না তাঁর জানার বাইরে, আর কারো বয়স বাড়ে না যার বয়স বাড়ে, আর কারো জীবনের কিছু কমেও না যা (লেখা) না আছে এক স্পষ্ট লেখায় ; নিঃসন্দেহ এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

১২ আর দুই সমুদ্র এক রকমের নয় — একটি সুমিষ্ট, তৃষ্ণা দূর করে তার মিষ্টতার দ্বারা, সুপেয়, আর এইটি (অপরটি) লবণাক্ত, দগ্ধ করে তার লবণতার দ্বারা। তবুও তাদের প্রত্যেকটি থেকে তোমরা খাও টাট্‌কা মাংস আর নিয়ে আসো আলঙ্কার যা তোমরা পরো। আর তুমি দেখছ জাহাজগুলো এ কর্ষণ করে চলেছে যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

১৩ তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে আর তিনি দিনকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন সেবারত — প্রত্যেকে চলে একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। এই আল্লাহ্, তোমাদের পালয়িতা — তাঁরই রাজত্ব। আর তাঁকে ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা কর্তৃত্ব করে না খেজুরের আঁটির পিঠের সাদা চিহ্নেরও উপরে।

১৪ যদি তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না আর যদি শুনতোও তবে তারা তোমাদের জবাব দেবে না। আর কেয়ামতের দিনে, তোমরা যে তাদের (আল্লাহ্‌র) অংশী করেছিলেন তা অস্বীকার করবে। আর কেউ তোমাদের জানাতে পারে না তাঁর মতো যিনি (আল্লাহ্‌র) ওয়াকিফহাল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ হে জনগণ, তোমরা ফকির আল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনায়, আর আল্লাহ্ তিনি যিনি অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

১৬ যদি তিনি ইচ্ছা করেন তিনি তোমাদের সরিয়ে দেবেন আর আনবেন এক নতুন সৃষ্টি

১৭ আর এটি আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়।

১৮ আর এক বোঝা চাপানো প্রাণ অন্যের বোঝা বইতে পারে না ; আর যদি বোঝার ভারে পিষ্ট কেউ তার বোঝার জন্য কাঁদে, তার কিছুই (অপরে) তুলে নেবে না যদিও সে হয় নিকট-আত্মীয়। তুমি সাবধান করো মাত্র তাদের যারা তাদের পালয়িতাকে ভয় করে গোপনে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে। আর যে কেউ নিজেকে পবিত্র করে, সে নিজেকে পবিত্র করে কেবল তার অন্তরাত্মার জন্য। আর আল্লাহ্‌র কাছেই শেষ গমন।

১৯ আর অন্ধ আর দৃষ্টিমান এক নয় ;

২০ অন্ধকার এবং আলোকও নয়।

২১ আর ছায়া ও উত্তাপও নয়।

২২ জীবন্ত আর মৃতও তুল্য নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শোনান যাকে ইচ্ছা করেন, আর যারা কবরে আছে তাদের তুমি শোনাতে পার না।

২৩ তুমি একজন সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নও।

২৪ নিঃসন্দেহে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি সত্যের সঙ্গে সুসংবাদদাতা রূপে আর সতর্ককারীরূপে, আর কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী না গেছেন।

২৫ আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে নিঃসন্দেহ তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাদের বাণীবাহকেরা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী আর উজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়ে।

২৬ তার পর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের যারা অবিশ্বাস করেছিল। তবে কেমন ছিল আমার অসন্তোষের প্রকাশ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ তুমি কি দেখো না আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ করেন জল আকাশ থেকে, তারপর আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি বহু বর্ণের ফল ; আর পাহাড়গুলোতে আছে রেখা—সাদা ও লাল বহু বর্ণের, আর (অপরগুলো) গাঢ় কালো ?

২৮ আর মানুষের আর জীবের আর গৃহপালিত জন্তুদেরও তুল্যভাবে আছে বহু বর্ণ। আর আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে যারা বিদ্বান তারা কেবল তাঁকেই ভয় করে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, ক্ষমাশীল।

২৯ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ আবৃত্তি করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে, তারা এমন একটি বাণিজ্যের আশা রাখে যা বিনষ্ট হবে না—

৩০ যেন তিনি পুরোপুরি দিতে পারেন তাদের প্রাপ্য আর বাড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর অনুগ্রহপ্রাচুর্য থেকে, নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞ।

৩১ আর যা আমি তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি গ্রন্থ থেকে তা সত্য, (তা) সমর্থন করে যা তার পূর্ববর্তী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, দ্রষ্টা।

৩২ তারপর আমি গ্রন্থ দিয়েছি উত্তরাধিকাররূপে তাদের যাদের আমি নির্বাচিত করেছি আমার দাসদের থেকে। কিন্তু তাদের মধ্যে আছে সে যে তার অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করে, আর তাদের মধ্যে আছে সে যে (উৎসাহহীন) মধ্যপন্থা ধরে, আর তাদের মধ্যে আছে সে যে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে (অন্যদের) অতিক্রম করে ভালো কাজের ক্ষেত্রে। এই হচ্ছে মহৎ অনুগ্রহ —

৩৩ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত—তারা প্রবেশ করবে তাতে, সেখানে তাদের পরানো হবে সোনা ও মুক্তার কঙ্কণ, আর সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের।

৩৪ আর তারা বলবে : (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহ আমাদের প্রভু ক্ষমাশীল, বদান্য।

৩৫ আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, তার নিঃশেষিত হবে না তাদের সম্পর্কে যার ফলে তারা মরে যাবে, তার শাস্তি তাদের জন্য কমানো হবে না। এই ভাবে আমি প্রতিদান দিই প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে।

৩৭ আর তাতে তারা চিৎকার করবে সাহায্যের জন্য এই ব'লে : হে আমাদের প্রভু, আমাদের ওঠাও, আমরা ভালো যা তাই করবো যা করতাম তার পরিবর্তে।—তোমাদের কি আমি দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখি নি যেন যে তাতে মনোযোগী হবে সে মনোযোগী হতে পারে, আর তোমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলেন। সেজন্য স্বাদ গ্রহণ করো, কেননা অন্যায়কারীদের জন্য কোনো সহায় নেই।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌, জানেন যা অদৃশ্য আকাশে ও পৃথিবীতে, নিঃসন্দেহে তিনি জ্ঞাতা যা আছে বুকের ভিতরে তার।

৩৯ তিনিই তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন পৃথিবীতে, সেজন্য যে অবিশ্বাস করে তার অবিশ্বাস তার বিরুদ্ধে আর তাদের অবিশ্বাস তাদের পালয়িতার চোখে অবিশ্বাসীদের জন্য কিছু বাড়ায় না বিতৃষ্ণা ব্যতীত ; আর অবিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের জন্য আর কিছু বাড়ায় না ক্ষতি ব্যতীত।

৪০ বলো: তোমরা কি তোমাদের অংশী-দেবতাদের দেখো যাদের তোমরা ডাকো আল্লাহ্‌ ব্যতীত? দেখাও আমাকে পৃথিবীর কোন্ অংশ তারা সৃষ্টি করেছে। অথবা আকাশে তাদের কি কোনো অংশ আছে? অথবা তাদের কি আমি কোনো গ্রন্থ দিয়েছি যার ফলে তারা এক স্পষ্ট নির্দেশের অনুসরণ করে? না — অন্যায়কারীরা পরস্পরকে কথা দেয় না প্রতারণা করার জন্য ভিন্ন।

৪১ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ ধারণ করে আছেন আকাশ ও পৃথিবী যেন তারা বেঁকে না যায়, আর যদি তারা বেঁকে যেতো তবে তার পরে কেউ নেই যে তাদের ধরে রাখতে পারে। নিঃসন্দেহ তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।

৪২ আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাদের সব চাইতে জোরালো শপথের দ্বারা যে যদি তাদের কাছে একজন সতর্ককারী আসতেন তবে তারা ভালো চালিত হোতো অন্য জাতিদের চাইতে ; কিন্তু যখন একজন সতর্ককারী তাদের মধ্যে এলেন তাতে তাদের আর কিছু বাড়ালো না বিতৃষ্ণা ব্যতীত।

৪৩ (তা দেখা যাচ্ছে) তাদের দেশে উদ্ধত ব্যবহারে আর মন্দের ফন্দিতে ; আর মন্দের ফন্দিগুলো সেই লোকদের ঘেরাও করে যারা ফন্দি করে। তার পর তারা কি আর কিছুর প্রতীক্ষা করতে পারে পূর্বের লোকদের ধারা ব্যতীত? আর তুমি আল্লাহ্‌র ধারায় পাবে না কোনো পরিবর্তন, আর তুমি আল্লাহ্‌র ধারা সম্পর্কে পাবে না কোনো বদলাবার শক্তি।

৪৪ তারা কি দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কেমন হয়েছিল তাদের পূর্বের লোকদের পরিণাম যদিও তারা ছিল এদের চাইতে ক্ষমতায় আরো প্রবল? আর আল্লাহ্‌ এমন নন যে আকাশে ও পৃথিবীতে কোনো কিছু তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে ; নিঃসন্দেহে তিনি বিজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

৪৫ আর আল্লাহ্‌ যদি মানুষদের শাস্তি দিতেন তারা যা অর্জন করে তার জন্য তবে এর (পৃথিবীর) পিঠে তিনি একটি প্রাণীও রাখতেন না ; কিন্তু তিনি বিরাম দেন একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। সেজন্য যখন তাদের নির্ধারিত কাল আসবে — তখন নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা তাঁর দাসদের সম্বন্ধে।

ইয়াসিন

[ইয়াসিন — হে মানব — কোর্‌আন শরীফের ৩৬ সংখ্যক সূরা। খুব বিখ্যাত এটি — বিশেষভাবে অসুখের সময়ে ও বিপদের সময়ে মুসলমানেরা এটি পাঠ করেন।
এটিকে সাধারণতঃ মধ্য–মক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ইয়াসিন (হে মানব) !

২ ভাবো জ্ঞান–সমৃদ্ধ কোর্‌আনের কথা।

৩ সন্দেহ নেই তুমি প্রেরিত পুরুষদের অন্যতম,

৪ আছ সরল পথে।

৫ (এই গ্রন্থ) এক অবতরণ মহাশক্তি ফলদাতা থেকে —

৬ যেন সাবধান করতে পারো সেই জাতিকে যাদের পিতাপিতামহদের সাবধান করা হয় নি, — তাতে রয়ে গেছে তারা অসাবধান।

৭ সন্দেহ নেই তাদের অনেকের সম্বন্ধে (ঐশী) বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে — তাই তারা বিশ্বাস করে না।

৮ নিঃসন্দেহ আমি তাদের গলায় পরিয়ে দিয়েছি মোটা পাত, তা পৌঁছেছে তাদের চিবুক পর্যন্ত, তাতে তাদের মাথা হয়ে আছে সোজা খাড়া।

৯ আমি তাদের সামনে দিয়েছি এক বেড়া, পেছনে দিয়েছি এক বেড়া, আর উপর থেকে দিয়েছি ঢাকা — তারা আর দেখতে পায় না।

১০ তুল্য তাদের কাছে তুমি তাদের সাবধান করো আর না–ই করো — তারা বিশ্বাস করে না।

১১ তুমি সাবধান করো শুধু তাকে যে উপদেশের অনুবর্তী হয় আর করুণাময়কে ভয় করে গোপনে। তাকে সুসংবাদ দাও ক্ষমার আর সম্মানিত পুরস্কারের।

১২ নিশ্চয় আমি মৃতকে করি জীবিত, আর লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠায়, আর তাদের পায়ের যত চিহ্ন — আমি লিখে রাখি সব স্পষ্ট লেখায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৩ আর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলো তাদের কাছে সেই শহরের লোকদের কথা যখন সেখানে প্রেরিত পুরুষরা এসেছিলেন।

১৪ যখন আমি তাদের কাছে দুইজনকে পাঠাই তাঁদের তারা বলে মিথ্যাবাদী, তারপর তৃতীয় জনের দ্বারা তাঁদের দল বাড়াই। এঁরা তাদের বলেন : সন্দেহ নেই তোমাদের কাছে আমরা প্রেরিত।

১৫ তারা বলে : তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নও, আর করুণাময় কিছু অবতীর্ণও করেন নি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথা বলছো।

১৬ তাঁরা বললেন : আমাদের পালয়িতা জানেন নিঃসন্দেহ আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত।

১৭ স্পষ্ট সংবাদ পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ।

১৮ তারা বললে : আশঙ্কা করছি তোমাদের জন্য অমঙ্গল আছে, যদি না থামো তবে তোমাদের পাথর মারবো — আমাদের হাতে তোমরা কঠিন শাস্তি পাবে।

১৯ তাঁরা বললেন : তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সঙ্গেই আছে ; তোমাদের তো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে — তাতেই ! আসলে তোমরা বাড়াবাড়ি-প্রিয় লোক।

২০ আর শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো একজন, বললে : ভাইসব প্রেরিত পুরুষদের কথা মানো;

২১ সেই লোকের কথা মেনে চলো যাঁরা তোমাদের কাছে মজুরি চান না, নিজেরা সত্য পথে চালিত।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

২২ আর কেন আমি তাঁর উপাসনা করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ? আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে ?

২৩ আমি কি অন্য উপাস্যদের শরণ নেবো করুণাময় যদি আমাকে কোনো দুঃখ দিতে চান তবে যাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না ? আমাকে তারা রক্ষা করতে পারবে না।

২৪ তাহলে তো আমার স্পষ্ট ভুল হবে।

২৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পালয়িতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; সেজন্য আমার কথা শোনো।

২৬ (তাঁকে) বলা হোলো : বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো। তিনি বললেন : আহা ! আমার লোকেরা যদি জানতো

২৭ তার কথা যার জন্য আমার পালয়িতা আমাকে মার্জনা করেছেন আর আমাকে স্থান দিয়েছেন সম্মানিতদের মধ্যে।

২৮ তাঁর পরে তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে আমি আকাশ থেকে কোনো সৈন্যদল পাঠাই নি — আমি কখনো পাঠাইও না।

২৯ একটিমাত্র ধ্বনি হোলো — তার পর তারা নিভে গেল।

৩০ আফসোস দাসদের জন্য — তাদের কাছে এমন কোনো বাণীবাহক আসেন নি যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।

৩১ তারা কি দেখে নি তাদের পূর্বে কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি যেহেতু তারা তাঁদের দিকে ফিরবে না ?

৩২ কিন্তু তাদের সবাইকে, কাউকে বাদ না দিয়ে, হাজির করা হবে আমার সামনে !

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩ আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে মৃত জমি, আমি তাতে প্রাণ সঞ্চার করি আর তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য — তারা তা খায় —

৩৪ আর তার মধ্যে আমি তৈরি করি খোর্মার ও আঙুরলতার বাগান আর তার ভিতরে আমি প্রবাহিত করি প্রস্রবণ।

৩৫ যেন তারা এসবে উৎপন্ন ফল ভক্ষণ করতে পারে; আর তাদের হাত তা তৈরি করে নি; এর পর তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

৩৬ তাঁরই মহিমা — যিনি সবের মধ্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন — পৃথিবীতে যা জন্মে তার মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তারা যার কথা জানে না তার মধ্যেও।

৩৭ তাদের কাছে একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত্রি : তা থেকে আমি টেনে বার করি দিন। তার পর দেখো, তারা অন্ধকারে।

৩৮ সূর্য তার বিশ্রাম স্থানের দিকে চলে — এইই মহাশক্তি জ্ঞাতার বিধান।

৩৯ আর চন্দ্রের জন্য আমি বিধান করেছি বিভিন্ন দশা — শেষে তা হয় যেন খেজুরের পুরোনো শুক্‌নো ডাল।

৪০ সূর্যের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, রাত্রি পারে না ধরতে দিনকে — সবাই ভাসছে চক্রপথে।

৪১ আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে — তাদের সন্তানদের আমি বোঝাই জাহাজে বহন করি।

৪২ এর তুল্য (যানবাহনও) তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি — সেসব তারা আরোহণ করে।

৪৩ আর যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি তখন তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, তারা উদ্ধারও পাবে না —

৪৪ আমার করুণা ব্যতীত, আর নির্দিষ্ট সময়ের সুখভোগের জন্য।

৪৫ আর যখন তাদের এই বলা হয় : সাবধান হও যা তোমাদের সামনে আছে আর যা পেছনে আছে সেসব সম্বন্ধে, যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো — (তারা মন দেয় না)।

৪৬ আর তাদের পালয়িতার নিদর্শনসমূহের এমন কোনো নিদর্শন কখনো তাদের কাছে আসে নি যা থেকে তারা ফিরে না দাঁড়িয়েছে।

৪৭ আর যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো, তখন যারা অবিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদের বলে : আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যাদের খাওয়াতে পারতেন তাদের আমরা খাওয়াব নাকি? পরিষ্কার ভুলের মধ্যে ভিন্ন আর কিছুর মধ্যেই তোমরা নও।

৪৮ আর তারা বলে : সত্য করে বলত এই (শাস্তির) ওয়াদা যা করছ তা কতদিনে পূর্ণ হবে —

৪৯ তারা একটিমাত্র ধ্বনির প্রতীক্ষা করছে, তা এসে পড়বে অতর্কিতে, যখন তারা তর্কবিতর্ক করছে।

৫০ তখন তারা (ধনসম্পত্তির) নির্দেশ দিয়ে যেতে পারবে না, তারা পরিজনের কাছেও ফিরতে পারবে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৫১ আর শৃঙ্গধ্বনি হবে, তখন তাদের কবর থেকে ত্বরায় তারা উপস্থিত হবে তাদের পালয়িতার কাছে।

৫২ তারা বলবে : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! কে আমাদের তুলে দিলে আমাদের নিদ্রার স্থান থেকে? এ যে তাই যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন, প্রেরিত পুরুষরাও সত্য কথাই বলেছিলেন।

৫৩ একটিমাত্র ধ্বনি হবে — আর তাদের সবাইকে আমার সামনে আনা হবে।

৫৪ আজকের দিনে কারো প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করা হবে না ; আর তোমরা যা করতে তার প্রতিদান ভিন্ন আর কিছু পাবে না।

৫৫ যারা বেহেশ্‌তের বাসিন্দা হবে নিঃসন্দেহ তারা এই দিন সুখে অতিপাত করবে।

৫৬ তারা আর তাদের পত্নীরা ছায়ায় উঁচু সিংহাসনের উপরে হেলান দিয়ে বসবে।

৫৭ তারা তাতে পাবে ফল — পাবে যা তারা চায়।

৫৮ কৃপাময় পালয়িতার তরফ থেকে (তাদের জন্য) বাণী হচ্ছে : শান্তি।

৫৯ আর আজ দূর হও যত অপরাধী।

৬০ হে আদমের সন্তানগণ, তোমাদের কি বলে দিই নি যে তোমরা শয়তানের আরাধনা করো না — নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু —

৬১ কিন্তু আমার আরাধনা করো — এই সরল পথ।

৬২ তোমাদের মধ্যে অনেককে সে বিপথে নিয়েছে, তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না?

৬৩ এইই সেই জাহান্নম যার ওয়াদা তোমাদের জন্য করা হয়েছিল।

৬৪ দগ্ধ হও এতে আজ যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

৬৫ এইদিন আমি তাদের মুখে মারবো মোহর, আর তাদের হাত কথা বলবে আমার সঙ্গে, আর তাদের পা সাক্ষ্য দেবে, তারা যা অর্জন করেছিল সে সম্বন্ধে।

৬৬ আর যদি আমার ইচ্ছা হয় তবে সেদিন তাদের দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষিত ক'রে দেবো ; তারা চেষ্টা করবে পথ পেতে ; কিন্তু কেমন ক'রে তারা দেখবে?

৬৭ আর যদি ইচ্ছা করি তবে তাদের স্থানেই তাদের নিশ্চল ক'রে দিতে পারি — তাদের শক্তি হবে না সামনে যেতে অথবা পেছনে ফিরতে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৮ আর যাকে আমি বৃদ্ধ বয়সে আনি তাকে সৃষ্টিতে উল্টো ধারার করি (অর্থাৎ শক্তি সামর্থ্য লাভের পরে তাকে শক্তিহীনতায় আনি) ; তবে তাদের কি বুঝবার শক্তি নেই?

৬৯ আর তাঁকে আমি কবিত্ব শিক্ষা দিই নি ; তা তাঁর উপযুক্তও নয়। এটি স্মারক ও সুস্পষ্ট কোরআন (ভাষণ) ভিন্ন আর কিছু নয় —

৭০ যেন এটি সাবধান করতে পারে যারা বেঁচে আছে সবাইকে আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত বাণী সত্য প্রমাণিত হয়।

৭১ তারা কি দেখে নি আমার হাত যা তৈরি করেছে সেসবের মধ্যে থেকে তাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু সৃষ্টি করেছি — তারা তাদের প্রভু?

৭২ তাদের আমি তাদের অধীন ক'রে দিয়েছি ; তাদের কারো উপরে তারা চড়ে, কাউকে তারা খায়।

৭৩ আর তাদের মধ্যে তাদের জন্য লাভ আছে, পানীয় আছে — তারা কি তাহলে কৃতজ্ঞ হবে না?

৭৪ আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উপাস্যদের তারা গ্রহণ করেছে যেন তারা সাহায্য পেতে পারে।

৭৫ (কিন্তু) তাদের সাহায্য করবার শক্তি তাদের নেই — আর তারা হবে তাদের সামনে আনীত সৈন্যদল।

৭৬ সেজন্য তাদের কথা তোমাকে পীড়া না দিক। নিঃসন্দেহ্ আমি জানি কি তারা অন্তরে লুকোয় আর কি তারা বাইরে প্রকাশ করে।

৭৭ মানুষ কি দেখে না তাকে আমি সৃষ্টি করেছি একবিন্দু বীজ থেকে? তারপর সে একজন প্রকাশ্য প্রতিবাদী।

৭৮ আর সে আমার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে, আর ভুলে যায় তার উৎপত্তির কথা। বলে সে : হাড়গুলো যখন পচে যাবে তখন তাতে কে প্রাণ দেবে?

৭৯ বলো : তাতে প্রাণ দেবেন তিনি যিনি প্রথম তাদের সৃষ্টি করেছিলেন : আর তিনি সব সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

৮০ তিনিই তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন সবুজ বৃক্ষ থেকে, তা দিয়ে তোমরা আগুন জ্বালো।

৮১ যিনি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেসবের তুল্য সৃষ্ট করতে পারেন না। হাঁ — তাতে তিনি সমর্থ। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা — জ্ঞাতা।

৮২ যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাঁর আদেশ এই : হও — আর তা হয়।

৮৩ অতএব মহিমা তাঁর যাঁর হাতে সবকিছুর শাসন ভার ; আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

আস্-সাআফ্ফাত

[কোর্আন শরীফের ৩৭ সংখ্যক সূরা আস্-সাআফ্ফাত, তার অর্থ, সারবন্দিভাবে দাঁড়ানো। এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ শপথ তাদের — যারা সারবন্দিভাবে দাঁড়ানো সারে সারে,

২ তার পর প্রতিহত করে প্রবল বিক্রমে,

৩ তার পর (কোর্আন) আবৃত্তি করে স্মরণ ক'রে,

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের উপাস্য এক —

৫ আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা আর তাদের মধ্যে যা আছে, আর প্রভু উদয়স্থান-সমূহের।

৬ নিঃসন্দেহ নিকটের আকাশ আমি শোভিত করেছি শোভা দিয়ে — তারাদের (দিয়ে),

৭ আর প্রতিরক্ষা (আছে) প্রত্যেক দুঃসাহসিক শয়তান থেকে।

৮ তারা কান পাততে পারে না মহীয়ান সংসদের কাছে, আর তাদের উপরে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয় সব দিক থেকে —

৯ বিতাড়িত — আর তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি ;

১০ সে ব্যতীত যে একবার কিছু নিয়ে নেয়, তার পর তার অনুসরণ করে একটি জ্বলন্ত শিখা।

১১ তার পর (হে মোহম্মদ) তাদের জিজ্ঞাসা করো, সৃষ্টি হিসাবে ; তারা কি বেশি শক্তির অধিকারী (অন্য) যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে? নিঃসন্দেহ তাদের আমি সৃষ্টি করেছি নমনীয় কাদা থেকে।

১২ না — তুমি বিস্মিত হও যখন তারা বিদ্রূপ করে ;

১৩ আর যখন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা স্মরণ করে না,

১৪ আর যখন তারা কোনো নিদর্শন দেখে তারা বিদ্রূপরত হয় ;

১৫ আর তারা বলে ; নিশ্চয় এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয় ;

১৬ কী — যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো আর হাড় তখন কি প্রকৃতই আমাদের তোলা হবে?

১৭ আমাদের পূর্বকালের পিতাপিতামহদেরও?

১৮ বলো : হাঁ — আর তোমরা হীনতাপ্রাপ্ত হয় ;

১৯ তার পর একটি মাত্র ধ্বনি হবে — তখন নিঃসন্দেহ তারা দেখবে।

২০ আর তারা বলবে : হায় আমাদের দুর্ভাগ্য — এই বিচারের দিন।

২১ এইই (ভালো ও মন্দের) বিভেদের দিন যা তোমরা মিথ্যা বলতে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২২ (আর ফেরেশ্তাদের বলা হবে) যারা অন্যায় করেছিল তাদের একত্রিত করো তাদের স্ত্রীদের আর যাদের উপাসনা তারা করতো তাদের সঙ্গে —

২৩ (উপাসনা করতো) আল্লাহ্ ভিন্ন — তার পর নিয়ে যাও দোযখের পথে।

২৪ আর তাদের থামাও, কেন না নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে :
২৫ কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো না?
২৬ না — সেইদিন তারা হবে পুরোপুরি নত;
২৭ আর তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন ক'রে —
২৮ তারা বলবে : নিশ্চয় তোমরা আমাদের কাছে আসতে ডান দিক থেকে (গুরুত্ব দেখিয়ে)
২৯ তারা বলবে : না — তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না ;
৩০ আর তোমাদের উপরে আমাদের কোনো অধিকার ছিল না, তোমরা ছিলে কথা-না-শোনা লোক ;
৩১ সেজন্য আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী সত্য হয়েছে, (এখন) নিঃসন্দেহ আমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করবো।
৩২ এইভাবে তোমাদের আমরা বিপথে নিয়েছিলাম কেন না আমরা নিজেরা বিপথচারী ছিলাম।
৩৩ এইভাবে সেইদিন তারা নিঃসন্দেহ শাস্তিতে পরস্পরের অংশী হবে।
৩৪ নিঃসন্দেহ এইভাবে আমি অপরাধীদের প্রতি আচরণ করি।
৩৫ নিঃসন্দেহ তারা অহঙ্কার দেখাতো যখন তাদের বলা হতো ; আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই ;
৩৬ আর বলতো : কী, আমরা কি তবে আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবো একজন পাগল কবির জন্য?
৩৭ না — তিনি এসেছেন সত্য নিয়ে আর (পূর্ববর্তী) প্রেরিতদের সত্যতা প্রমাণিত করেছেন।
৩৮ নিশ্চয় তোমরা কঠিন শাস্তি আস্বাদ করবে ;
৩৯ আর তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না যা তোমরা করতে তার জন্য ভিন্ন;
৪০ আল্লাহর নিষ্ঠাবান দাসরা ব্যতীত;
৪১ তাদের জন্য আছে পরিজ্ঞাত জীবিকা —
৪২ ফলসমূহ — আর তারা সম্মানিত হবে,
৪৩ আনন্দময় উদ্যানে,
৪৪ সিংহাসনের উপরে, পরস্পরের মুখোমুখি ব'সে —
৪৫ উছলে-ওঠা এক ফোয়ারা থেকে একটি পেয়ালা তাদের মধ্যে ফেরানো হবে,
৪৬ সাদা, যারা পান করবে তাদের তৃপ্তিকর।
৪৭ তাতে নেই মাথাব্যথা, তারা তাতে মত্তও হবে না।
৪৮ আর তাদের সঙ্গে থাকবে নতদৃষ্টি সুনয়নাগণ —
৪৯ যেন তারা সুরক্ষিত (উট পাখির) ডিম।
৫০ তার পর তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন ক'রে ;
৫১ তাদের একজন বক্তা বলবে; আমার এক দোস্‌ত ছিল,
৫২ যে বলতো : কী, তুমি কি সত্যই তাদের দলের যারা (তাতে) বিশ্বাস করে?
৫৩ কী — যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো আর হাড় তখন কি সত্যই আমাদের বিচার হবে?
৫৪ সে বলবে : তাকিয়ে দেখবে কি?
৫৫ তার পর সে তাকালো আর দেখলো তাকে দোযখের মধ্যে;

৫৬ সে বলবে : আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংস করেছিলে;
৫৭ আর যদি আমার পালয়িতার অনুগ্রহে না হোতা তবে আমিও নিশ্চয় তাদের দলের হতাম যাদের টেনে আনা হয়েছে।
৫৮ তবে কি আমরা মরবো না,
৫৯ আমাদের পূর্বেকার মৃত্যু ভিন্ন, আর আমাদের কি শাস্তি দেওয়া হবে না?
৬০ নিঃসন্দেহ এ মহাসাফল্য।
৬১ তবে এর অনুরূপ কিছুর জন্য কর্মীরা কর্ম করুক।
৬২ সম্বর্ধনা রূপে এই ভালো, না, যাক্কুম গাছ?[১]
৬৩ নিঃসন্দেহ আমি তা তৈরি করেছি অন্যায়কারীদের পরীক্ষার জন্য।
৬৪ নিঃসন্দেহ এই গাছ জন্মে দোযখের তলায়,
৬৫ এর শস্য যেন শয়তানের মাথা।
৬৬ তার পর নিশ্চয় তারা এর থেকে খাবে আর এর দ্বারা পেটপূর্ণ করবে;
৬৭ তার পর নিশ্চয় তাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি থেকে;
৬৮ তার পর নিঃসন্দেহ তাদের প্রত্যাবর্তন হবে দোযখে।
৬৯ নিঃসন্দেহ তারা তাদের পিতা পিতামহদের পেয়েছিল বিপথগামী,
৭০ তাই তাদের পথে তারা চালিত হচ্ছে।
৭১ আর নিঃসন্দেহ অনেক পূর্ববর্তী তাদের পূর্বে বিপথগামী হয়েছিল।
৭২ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।
৭৩ আর দেখো কি পরিণাম হয়েছিল যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের —
৭৪ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসরা ব্যতীত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৭৫ আর নিঃসন্দেহ নূহ্ আমাকে ডেকেছিলেন আর আমি প্রার্থনার সর্বোত্তম উত্তরদাতা।
৭৬ আর আমি তাঁকে আর তাঁর পরিজনদের মহাবিপত্তি থেকে উদ্ধার করেছিলাম।
৭৭ আর তাঁর বংশধরদের করেছিলাম উত্তরপুরুষ।
৭৮ আর তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ);
৭৯ শান্তি – নূহের উপরে – জাতিদের মধ্যে।
৮০ এইভাবেই আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।
৮১ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্যতম।
৮২ তার পর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম অন্যদের।
৮৩ আর নিঃসন্দেহ তাঁর দলে ছিলেন ইব্রাহিম
৮৪ যখন তাঁর পালয়িতার কাছে এসেছিলেন নির্মুক্ত হৃদয় নিয়ে,
৮৫ যখন তিনি তাঁর পিতাকে ও তাঁর লোকদের বলেছিলেন ; কি এ যার উপাসনা তোমরা করো?

---

১. যাক্কুম গাছ মরুভূমিতে জন্মে, তার গন্ধ ঝাঁঝালো আর স্বাদ কটু।

৮৬ এক মিথ্যা — আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্য — এই তোমরা চাও?
৮৭ তবে বিশ্বজগতের পালয়িতা সম্বন্ধে কি তোমাদের ধারণা?
৮৮ তার পর তিনি এক নজর তারাদের দিকে চাইলেন।
৮৯ তার পর তিনি বললেন : আমি অস্বস্তিপূর্ণ।
৯০ সুতরাং তারা চলে গেল তাঁর কাছ থেকে পিছন ফিরে।
৯১ তার পর তিনি তাদের উপাস্যদের দিকে ফিরলেন আর বললেন; তোমরা খাবে না?
৯২ কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা কথা বলো না?
৯৩ তার পর তিনি তাদের আক্রমণ করলেন, মারলেন তাদের ডান হাত দিয়ে।
৯৪ আর (তাঁর লোকেরা) তাঁর দিকে এলো তাড়াতাড়ি।
৯৫ তিনি বললেন : তোমরা তার উপাসনা করো যা নিজেরা কেটে বার করো?
৯৬ কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আর যা তোমরা তৈরি করো?
৯৭ তার বললে ; তার জন্য এক দালান তৈরি করো আর তার পর তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলো।
৯৮ আর তারা তার বিরুদ্ধে এক ফাঁদ পাতলো। কিন্তু আমি তাদের হীন করে দিয়েছিলাম।
৯৯ আর তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি আমার পালয়িতার অভিমুখে যাত্রী, তিনি আমাকে চালিত করবেন;
১০০ হে আমার পালয়িতা, আমাকে দাও সৎকর্মশীলদের থেকে।
১০১ সে জন্য আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম একটি নম্র পুত্রের।
১০২ আর যখন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করার যোগ্য হোলো তিনি বললেন : হে আমার পুত্র, নিঃসন্দেহ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমাকে তোমাকে কোরবানি হবে, তবে করো তোমার ভাবনায় যা আসে। সে বললে : হে পিতা, তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আমাকে পাবেন ধৈর্যবান।
১০৩ তার পর যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পিত হলেন তিনি তাকে পাতিত করলেন তার কপালের উপরে।
১০৪ তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহিম!
১০৫ নিঃসন্দেহ তুমি স্বপ্নের সত্যতা দেখিয়েছ, নিশ্চয় এইভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই।
১০৬ নিঃসন্দেহ এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।
১০৭ আর আমি তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম এক মহাকোরবানির পরিবর্তে।
১০৮ আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ);
১০৯ শান্তি ইব্রাহিমের উপরে;
১১০ এইভাবে আমি প্রাপ্য দিই সৎকর্মশীলদের।
১১১ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্যতম।
১১২ আর আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইস্‌হাকের — সাধু-আত্মাদের মধ্যে একজন নবী।
১১৩ আর আমি আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলাম তাঁর ও ইস্‌হাকের উপরে; আর তাঁদের বংশধরদের মধ্যে আছে সৎকর্মশীলরা, আর তারা যারা তাদের অন্তরাত্মাদের প্রতি স্পষ্টভাবে অন্যায়কারী।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

১১৪ আর নিশ্চয় মূসা ও হারুণকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।
১১৫ আর তাঁদের ও তাঁদের লোকদের আমি উদ্ধার করেছিলাম এক মহা বিপত্তি থেকে।
১১৬ আর আমি তাঁদের সাহায্য করেছিলাম, সেজন্য তাঁরা হয়েছিলেন বিজয়ী।
১১৭ আর আমি তাঁদের উভয়কে দিয়েছিলাম স্পষ্ট গ্রন্থ।
১১৮ আর আমি তাঁদের উভয়কে চালিত করেছিলাম সরল পথে।
১১৯ আর আমি তাঁদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ):
১২০ শান্তি — মূসা ও হারুণের উপরে।
১২১ নিঃসন্দেহ এইভাবে আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।
১২২ নিঃসন্দেহ তাঁরা উভয়ে ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্তর্গত।
১২৩ আর নিঃসন্দেহ ইলিয়াস্ ছিলেন প্রেরিতদের অন্যতম।
১২৪ যখন তিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন; তোমরা কি সীমা রক্ষা করবে না?
১২৫ তোমরা কি বা'লকে ডাকবে আর ত্যাগ করবে স্রষ্টাদের সর্বোত্তমকে —
১২৬ আল্লাহ্‌কে — (যিনি) তোমাদের প্রভু ও তোমাদের পূর্বকালীন পিতাপিতামহদের প্রভু?
১২৭ কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সে জন্য নিঃসন্দেহ তাদের টেনে আনা হবে (শাস্তিতে), —
১২৮ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসেরা ব্যতীত।
১২৯ আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম (এই সম্ভাষণ);
১৩০ শান্তি — ইলিয়াসের উপরে।
১৩১ নিঃসন্দেহ এইভাবে আমি প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।
১৩২ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসদের অন্তর্গত।
১৩৩ আর নিঃসন্দেহ লূত ছিলেন প্রেরিতদের অন্যতম।
১৩৪ যখন আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে ও তাঁর অনুবর্তীদের — সবাইকে —
১৩৫ একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ব্যতীত, (সে ছিল) পেছনে রয়ে যাওয়া দলের।
১৩৬ তারপর আমি ধ্বংস করেছিলাম অন্যদের।
১৩৭ আর নিঃসন্দেহ তোমরা তাদের (ধ্বংসাবশেষে) পাশ দিয়ে যাও প্রভাতে ;
১৩৮ আর রাত্রিতে; তবে তোমাদের কি বুদ্ধি নেই?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

১৩৯ আর নিঃসন্দেহ ইয়ুনুস ছিলেন প্রেরিতদের অন্যতম।
১৪০ আর যখন তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন বোঝাই জাহাজে,
১৪১ তারপর সূর্তি খেয়েছিলেন ও যাদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাদের দলের হয়েছিলেন,
১৪২ আর মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল তাঁর দোষী হওয়ার কারণে,
১৪৩ আর তিনি যদি তাদের অন্যতম না হতেন যারা (আমার) মহিমা কীর্তন করে,
১৪৪ তবে তিনি তার পেটে থাকতেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন তাদের তোলা হবে।
১৪৫ তার পর আমি তাঁকে ফেলে দেয়েছিলাম এক মরুময় উপকূলে যখন তিনি ছিলেন অসুস্থ;

১৪৬ আর তাঁর উপরে জন্মিয়েছিলাম এক লাউ গাছ;
১৪৭ আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম লাখ লোকের কাছে, অথবা তার চাইতে বেশি,
১৪৮ আর তারা বিশ্বাস করেছিল, সেজন্য আমি তাদের উপভোগ করতে দিয়েছিলাম কিছু কালের জন্য।
১৪৯ তবে তাদের জিজ্ঞাসা করো (হে মোহম্মদ); তোমার প্রভুর কি আছে কন্যা যখন তাদের আছে পুত্র?
১৫০ অথবা ফেরেশ্‌তাদের কি আমি সৃষ্টি করেছিলাম নারী যখন তারা ছিল সাক্ষী?
১৫১ নিঃসন্দেহ এ তাদের মিথ্যা থেকে তারা যে বলে;
১৫২ আল্লাহ্‌ জনক হয়েছেন, আর নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।
১৫৩ তিনি কি কন্যা পছন্দ করেছেন পুত্রের পরিবর্তে?
১৫৪ কি হয়েছে তোমাদের? কিভাবে তোমরা বিচার করো?
১৫৫ তবে কি তোমরা চিন্তা করবে না?
১৫৬ অথবা তোমাদের কাছে কি কোনো স্পষ্ট নির্দেশ আছে?
১৫৭ তবে তোমাদের লেখা আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
১৫৮ আর তারা তাঁর ও জিনদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ কল্পনা করে ; আর নিঃসন্দেহ জিনরা জানে যে তাদের নিশ্চয় তোলা হবে।
১৫৯ মহিমা কীর্তিত হোক আল্লাহ্‌র তারা যা আরোপ করে (তার উর্ধ্বে), —
১৬০ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাসরা ব্যতীত।
১৬১ সেজন্য নিঃসন্দেহ তোমরা আর যার উপাসনা তোমরা করো,
১৬২ তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে (কাউকে) উত্তেজিত করতে পারো না,
১৬৩ তাকে ব্যতীত যে দগ্ধ হবে দোযখে।
১৬৪ আর আমাদের[২] মধ্যে একজনও নেই যে তার পরিজ্ঞাত স্থান না জানে।
১৬৫ আর নিঃসন্দেহ আমরা তারা যারা নিজেদের সারবদ্ধভাবে দাঁড় করায়,
১৬৬ আর নিঃসন্দেহ আমরা তারা যারা (আল্লাহ্‌র) মহিমা কীর্তন করে।
১৬৭ আর নিশ্চয় তারা বলতো :
১৬৮ যদি আমরা পূর্বকালের লোকদের থেকে একটি স্মারক পেতাম,
১৬৯ নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান দাস হতাম।
১৭০ তবু (এখন) তারা তাতে অবিশ্বাস করে, কিন্তু তারা বুঝবে।
১৭১ আর নিঃসন্দেহ আমার বাণী পূর্ববর্তী হয়েছে — আমার প্রেরিত দাসদের সম্বন্ধে;
১৭২ নিঃসন্দেহ তারা হবে সাহায্যপ্রাপ্ত;
১৭৩ আর নিঃসন্দেহ আমার সৈন্যদল — তারাই হবে বিজয়ী
১৭৪ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো কিছুকালের জন্য,
১৭৫ আর তাদের দেখো, তবে তারাও দেখবে।
১৭৬ তারা কি তবে ত্বরান্বিত করবে আমার শাস্তি?

---

২. ফেরেশ্‌তাদের

১৭৭ কিন্তু যখন তা অবতরণ করবে তাদের আঙিনায় তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের প্রভাত হবে অশুভ।

১৭৮ তবে ফেরো তাদের থেকে কিছু কালের জন্য,

১৭৯ আর দেখো, কেননা তারাও দেখবে।

১৮০ মহিমা কীর্তিত হোক তোমার পালয়িতার, মর্যাদার প্রভুর, তারা যা আরোপ করে (তার উর্ধ্বে)।

১৮১ আর শান্তি প্রেরিতদের উপরে।

১৮২ আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

স'াদ

[কোর্‌আন শরীফের ৩৮ সংখ্যক সূরা স'াদ — এই সূরার সূচনায় এই অক্ষরটি আছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে এর প্রথম দশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যখন কোরেশরা হযরতের পিতৃব্য আবু তালেবকে হযরতকে রক্ষা করার দায়িত্ব ত্যাগ করতে বলেছিল। মতান্তরে আবু তালেবের মৃত্যুর পরে এই দশ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ স'াদ — সত্যপরায়ণ (আল্লাহ্)। ভাবো গৌরবান্বিত কোর্‌আনের কথা।

২ না — যারা অবিশ্বাস করে তারা আছে মিথ্যা গরিমায় আর দল তৈরি করায়।

৩ তাদের পূর্বে কত পুরুষ আমি ধ্বংস করেছি, আর তারা ডেকেছিল যখন পালাবার সময় আর ছিল না।

৪ আর তারা আশ্চর্য হয় যে তাদের মধ্যে যেতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, আর অবিশ্বাসীরা বলে; এ একজন জাদুকর — ধোকাবাজ।

৫ কী, উপাস্যদের সে বানায় এক উপাস্য? নিশ্চয় এটি এক অদ্ভুত ব্যাপার।

৬ আর তাদের প্রধানরা এগিয়ে বলে ; যাও, আর তোমাদের দেবতাদের আঁকড়ে থাকো ; নিঃসন্দেহ এই নিয়তি !

৭ পূর্বকালে ধর্মে এমন কথা আমরা শুনি নি, এ জালিয়াতি ভিন্ন কিছু নয়।

৮ আমাদের মধ্যে (কেবল) তার কাছে স্মারক অবতীর্ণ হয়েছে? না — তারা সন্দেহে আমার স্মারক সম্বন্ধেই। না — তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদ করে নি।

৯ অথবা তাদের কাছে কি তোমার প্রভুর করুণার ভাণ্ডার — (যিনি) মহাশক্তি, দাতা?

১০ অথবা তাদের কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে? তবে দড়াদড়ির সাহায্যে তারা উপরে উঠুক।

১১ যত দল আছে তাদের (সবাই) এক পরাভূত সৈন্যদল — (এই তারা)।

১২ তাদের পূর্বে নূহ্-এর লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর তাদের (লোকেরা), আর ফেরাউন — দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

১৩ আর সামূদ, আর লূতের লোকেরা, আর বনের (মাদিয়ানের) বাসিন্দারা — এরা ছিল দলবল।

১৪ তাদের একজনও ছিল না যে বাণীবাহককে প্রত্যাখ্যান না করেছিল, সেজন্য আমার শাস্তিদান ছিল ন্যায়সঙ্গত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ আর এরা প্রতীক্ষা করে না একটি ধ্বনির জন্য ভিন্ন — তাতে নেই কোনো বিরামকাল।

১৬ আর তারা বলে; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ভাগ্য ত্বরান্বিত করো হিসেবের দিনের পূর্বে।

১৭ ধৈর্য ধরো যা তারা বলে সে সম্বন্ধে। আর স্মরণ করো আমার শক্তির অধিকারী দাস দাউদকে, নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফিরতেন (আল্লাহ্‌র দিকে)।

১৮ নিঃসন্দেহ আমি পাহাড়দের নিযুক্ত করেছিলাম তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রশংসা তাঁর (দাউদের) সঙ্গে কীর্তন করতে সন্ধ্যায় ও সূর্যোদয়ে — সবাই ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন।

১৯ আর পাখিরা সমবেত হোতো, সবাই তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে।

২০ আর আমি শক্তিশালী করেছিলাম তাঁর রাজ্য, আর আমি তাঁকে দিয়েছিলাম জ্ঞান আর নির্দেশক বাণী।

২১ আর মোকদ্দমাকারীদের কাহিনী তোমার কাছে এসেছে কি? কেমন ক'রে তারা দেওয়াল ডিঙিয়ে রাজকক্ষে প্রবেশ করেছিল?

২২ কেমন ক'রে তারা হঠাৎ দাউদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল, আর তিনি তাদের দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তারা বলেছিল : ভয় করবেন না, (আমরা) দুইজন বিচারপ্রার্থী, তাদের একজন অপর জনের ক্ষতি করেছে, সেজন্য তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, আর অন্যায় করবেন না, আর আমাদের ঠিক পথে চালিত করুন।

২৩ নিঃসন্দেহ এ আমার ভাই : তার নিরানব্বইটি ভেড়ী আছে, আর আমার আছে একটি, কিন্তু সে বললে : ওটি আমাকে দিয়ে দাও, আর সে কথায় আমাকে হারিয়ে দিলে।

২৪ তিনি বললেন : নিশ্চয় সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে তবে যেসব ভেড়ী আছে সেসবের সঙ্গে তোমার ভেড়ী দাবি ক'রে, আর নিঃসন্দেহ অনেক শরিক পরস্পরের প্রতি অন্যায় করে, যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তারা ব্যতীত, আর তারা সংখ্যায় খুব অল্প। আর দাউদ অনুমান করেছিলেন যে আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি, সেজন্য তিনি তাঁর পালয়িতার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, আর তিনি পতিত হয়েছিলেন সেজ্‌দারত হয়ে, আর (তাঁর দিকে) ফিরেছিলেন বার বার।

২৫ সেজন্য আমি তাঁর তা ক্ষমা করেছিলাম, আর নিঃসন্দেহ তিনি লাভ করেছিলেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য আর এক সুখকর গন্তব্যস্থান।

২৬ হে দাউদ, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি; সেজন্য মানুষদের মধ্যে বিচার করো ন্যায়সঙ্গতভাবে, আর কামনার বশবর্তী হ'য়ো না পাছে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে; যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথে যায়, নিঃসন্দেহ তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি কেন না তারা ভুলেছিল হিসেবের দিনের কথা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৭ আর আমি আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে সেসব বৃথা সৃষ্টি করি নি। ওটি হচ্ছে তাদের ধারণা যারা অবিশ্বাসী। আর দুর্ভাগ্য তাদের যারা অবিশ্বাস করে — আগুন সম্বন্ধে।

২৮ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের কি আমি তাদের মতো জ্ঞান করবো যারা পৃথিবীতে অহিত করে? অথবা যারা সীমা রক্ষা করে তাদের কি আমি তাদের মতো করবো যারা দুর্বৃত্ত?

২৯ একটি গ্রন্থ যা আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি — পুণ্যময় — যেন তারা এর আয়াতগুলো সম্বন্ধে ভাবতে পারে, আর যারা জ্ঞানী তারা যেন স্মরণ করতে পারে।

৩০ আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম সোলায়মানকে — অতি উত্তম দাস! নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফিরতেন (আল্লাহ্র প্রতি)।

৩১ যখন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখানো হোলো দ্রুতগামী ঘোড়াদের —

৩২ তখন তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি দুনিয়ার ভালো বস্তুকে বেশি মূল্য দিয়েছি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে যে পর্যন্ত না তাদের আড়ালে নেওয়া হয়েছিল পর্দার ওপারে।

৩৩ তাদের আমার কাছে আনো; আর তিনি ছিন্ন করে চললেন তলোয়ার দিয়ে তাদের পা ও ঘাড়।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছিলাম আর তাঁর সিংহাসনের উপরে স্থাপন করেছিলাম একটি দেহ মাত্র[১]। তখন তিনি ফিরলেন (আল্লাহ্র দিকে)।

৩৫ তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে ক্ষমা করো আর আমাকে দাও (সেই) রাজত্ব যা আমার পরে অপরের উত্তরাধিকারের যোগ্য হবে না, নিঃসন্দেহ তুমি দাতা।

৩৬ তার পর আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত করেছিলাম, তাঁর আদেশে তা স্বচ্ছন্দগতিতে চলতো যেদিকে তিনি চান;

৩৭ আর শয়তানদের — প্রত্যেক নির্মাণকারীকে ও ডুবুরিকে (আমি অনুগত করেছিলাম),

৩৮ আর অন্যদের একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে —

৩৯ (এই বলে) : এ আমার দান, সেজন্য দান করো অথবা রেখে দাও, তার হিসাব হবে না।

৪০ আর নিঃসন্দেহ তিনি লাভ করেছিলেন আমার নৈকট্য আর এক সুখকর গন্তব্যস্থান।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪১ আর স্মরণ করো আমার দাস আইয়ুবকে যখন তিনি তাঁর পালয়িতাকে ডেকেছিলেন; শয়তান আমাকে পীড়ন করছে অবসাদ ও শাস্তি দিয়ে।

৪২ (আর তাঁকে বলা হোলো) : মাটিকে আঘাত করো তোমার পা দিয়ে। এটি (ঝরনা) একটি শীতল স্নানের স্থান আর পানীয়।

৪৩ আর আমি তাঁকে (পুনরায়) দিয়েছিলাম তাঁর পরিজন আর তার সঙ্গে তার মতো (আর সব) আমার থেকে এক করুণা (রূপে), আর যারা বিচারবান তাদের জন্য এক স্মারক (রূপে)।

৪৪ আর (তাঁকে বলা হোলো); তোমার হাতে একটি ডাল নাও আর তা দিয়ে মারো, আর তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রো না। নিঃসন্দেহ আমি তাঁকে পেয়েছিলাম ধৈর্যবান — অতি উত্তম দাস। নিঃসন্দে তিনি বার বার ফিরতেন (আল্লাহ্র দিকে)।

৪৫ আর আমার দাস ইব্রাহিম আর ইস্হাক আর ইয়াকুবকে স্মরণ করো — শক্তিমান ও দৃষ্টিমান লোক তাঁরা।

৪৬ নিঃসন্দেহ আমি তাঁদের পবিত্র করেছিলাম একটি পবিত্র চিন্তার দ্বারা; শেষের গৃহের স্মরণ।

৪৭ নিঃসন্দেহ আমার কাছে তাঁরা ছিলেন নির্বাচিতদের অন্তর্গত — উত্তম।

৪৮ আর স্মরণ করো ইসমাইল ইলিয়াস ও যুল্কিফল্কে, আর তাঁরা সবাই ছিলেন উত্তমদের অন্তর্গত।

---

১. সোলায়মানের পরে তাঁর অযোগ্য পুত্র তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে

৪৯ এটি একটি স্মারক; আর নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য আছে এক উত্তম গন্তব্যস্থান —

৫০ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত; যার দরজা তাদের জন্য খোলা হয় —,

৫১ তাতে হেলান দিয়ে বসে, চাচ্ছে বহু রকমের ফল আর পানীয়।

৫২ আর তাদের কাছে থাকবে, নতনয়নাগণ — সঙ্গিনী।

৫৩ এইসব হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে হিসাবের দিনের জন্য।

৫৪ নিঃসন্দেহ এই আমার দেওয়া জীবিকা যা কখনো নিঃশেষিত হবে না।

৫৫ এই। আর নিঃসন্দেহ সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আছে এক মন্দ গন্তব্যস্থান —

৫৬ জাহান্নাম — তারা তাতে দগ্ধ হবে — এক মন্দ বিশ্রামস্থান।

৫৭ এই। অতএব তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক — ফুটন্ত আর অবশ-করা-হিম (পানীয়)।

৫৮ আর অন্য (শাস্তি) এই ধরনের — জোড়ায় জোড়ায়।

৫৯ তোমাদের সঙ্গে অন্ধকারে ছুটে যাচ্ছে এই এক সৈন্যদল — তাদের জন্য নেই কোনো প্রীতি-সম্ভাষণ; নিঃসন্দেহ তারা আগুনে দগ্ধ হবে।

৬০ তারা বলবে : না — কোনো প্রীতি-সম্ভাষণ নেই তোমাদের জন্য; তোমরা এটি তৈরি করেছিলে আমাদের জন্য; এখন দশা মন্দ।

৬১ তারা বলবে; হে আমাদের প্রভু, যে আমাদের জন্য এটি প্রথম তৈরি করেছিল তাকে দাও আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি।

৬২ আর তারা বলবে; কি আমাদের হয়েছে যে আমরা তাদের দেখছি না যাদের জানতাম দুষ্ট ব'লে।

৬৩ আমরা কি (অন্যায় ভাবে) তাদের ভাবতাম তামাশার পাত্র, অথবা আমাদের চোখ তাদের খুঁজে পায় নাই।

৬৪ নিঃসন্দেহ এই সত্য — আগুনের বাসিন্দাদের এমন তর্কবিতর্ক।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬৫ বলো : আমি একজন সতর্ককারী মাত্র — আর কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ্ ভিন্ন — একক, সর্বজয়ী —

৬৬ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিপালক আর তাদের মধ্যে যা আছে — মহাশক্তি, পরম ক্ষমাশীল।

৬৭ বলো; এ এক মহাসংবাদ,

৬৮ (আর) এ থেকে তোমরা বিমুখ হচ্ছ।

৬৯ মহিমান্বিত প্রধানদের সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই যখন তাঁরা তর্কবিতর্ক করেছিলেন;

৭০ আমার কাছে আর কিছু প্রত্যাদিষ্ট হয় নি এ ভিন্ন যে আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৭১ যখন তোমার পালয়িতা ফেরেশ্‌তাদের বলেছিলেন; নিঃসন্দেহ আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি ধুলা থেকে;

৭২ সুতরাং যখন আমি তাকে আকৃতি দিয়েছি আর যখন তাতে শ্বাস দিয়েছি আমার প্রেরণা থেকে তখন পতিত হও সেজদারত হয়ে।

৭৩ আর ফেরেশতাদের সবাই সেজদা করেছিল,

৭৪ ইবলিস্ ব্যতীত; সে ছিল অহঙ্কারী আর সে ছিল অবিশ্বাসীদের অন্তর্গত।

৭৫ তিনি বললেন : হে ইবলিস্, কি তোমাকে নিষেধ করেছিল তার সামনে সেজদারত হওয়া থেকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার দুই হাত দিয়ে?[২]

৭৬ সে বললে : আমি তার চাইতে উৎকৃষ্টতর, তুমি আমাকে তৈরি করেছ আগুন থেকে আর তাকে তুমি তৈরি করেছ ধুলা থেকে।

৭৭ তিনি বললেন : তবে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেন না নিঃসন্দেহ তুমি বিতাড়িত,

৭৮ আর নিঃসন্দেহ আমার অভিসম্পাত তোমার উপরে থাকবে বিচারের দিন পর্যন্ত।

৭৯ সে বললে : হে আমার পালয়িতা তবে আমাকে বিরাম দাও যেদিন তাদের তোলা হবে সেই দিন পর্যন্ত।

৮০ তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি বিরাম-প্রাপ্তদের দলের —

৮১ সেই নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

৮২ সে বললে : তবে তোমার মহিমায় আমি নিঃসন্দেহ তাদের এক মন্দ জীবন যাপন করাবো, সবার —

৮৩ তোমার দাসদের যারা নিষ্ঠাবান তাঁরা ব্যতীত।

৮৪ তিনি বললেন : তবে সত্য এই; আর আমি সত্য বলছি :

৮৫ নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোমাকে দিয়ে আর তাদের যারা তোমাদের অনুবর্তী তাদের দিয়ে, একসঙ্গে !

৮৬ বলো : এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না, আর আমি তাদের দলের নই যারা বঞ্চনা করে।

৮৭ এটি সমস্ত লোকদের জন্য একটি স্মারক বৈ নয়।

৮৮ আর নিঃসন্দেহ তোমরা এ বিষয়ে জানতে পারবে কিছুদিন পরে।

---

২ দুই হাত দিয়ে, তার অর্থ, পরম যত্নে, অথবা আল্লাহ্‌র কমনীয় গুণাবলী ও ভয়াল গুণাবলী দুইই দিয়ে।

আয্‌-যুমার

[আয্‌-যুমার কোরআন শরীফের ৩৯ সংখ্যক সূরা। এর অর্থ দল বা সৈন্যদল — এই সূরার ৭১ ও ৭৩ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে।
কেউ কেউ বলেছেন এটি মধ্য মক্কীয়, কেউ বলেছেন এটি অন্ত্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্‌ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যের সঙ্গে, সেজন্য আল্লাহ্‌র উপাসনা করো ধর্ম তাঁর জন্য বিশুদ্ধ ক'রে।

৩ নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্য আর যারা তাঁকে ভিন্ন (অন্য) রক্ষাকারী বন্ধুদের গ্রহণ করে (এই বলে) : আমরা তাদের উপাসনা করি না এজন্য ভিন্ন যে তারা আমাদের আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে বিচার করবেন যে বিষয়ে তাদের মতভেদ। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ঠিক পথে চালিত করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ।

৪ আল্লাহ্‌ যদি নিজের জন্য একটি সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, নিঃসন্দেহ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে নির্বাচিত করবেন যাদের ইচ্ছা করেন। তাঁর মহিমা কীর্তিত হোক: তিনি আল্লাহ্‌ — একক — সর্বজয়ী।

৫ তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে, তিনি রাত্রিকে দেন দিনকে আবৃত করতে আর দিনকে দেন রাত্রিকে আবৃত করতে, আর তিনি সেবারত করেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে ধাবিত হচ্ছে একটি নির্ধারিত কালের দিকে। তিনি কি মহাশক্তি পরম ক্ষমাশীল নন?

৬ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে, তার পর তার থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী, আর তিনি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন পশুর আটটি জোড়ায় জোড়ায়[১] তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃজঠরে — এক সৃষ্টির পরে অপর সৃষ্টি — তিন স্তর অন্ধকারে। এইই আল্লাহ্‌ তোমাদের পালয়িতা — তাঁরই রাজত্ব, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তবে তোমরা কেমন করে বিমুখ হও?

৭ যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিঃসন্দেহ তোমাদের সম্পর্কে অনন্যনির্ভর। তিনি প্রসন্ন নন তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতায়; আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হল, তবে তোমাদের সেই কাজে তিনি প্রসন্ন হন। আর কোনো ভারবাহী অপরের বোঝা বহন করবে না। তার পর তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; তারপর তিনি তোমাদের জানাবেন কি তোমরা করেছিলে। নিঃসন্দহ তিনি জানেন কি আছে বুকের ভিতর।

৮ আর যখন ক্ষতিকর কিছু মানুষকে স্পর্শ করে সে তখন তার পালয়িতাকে ডাকে তাঁর দিকে বার বার ফিরে ; তার পর তিনি যখন তাকে তাঁর থেকে অনুগ্রহের ভাগী করেন, সে তা ভুলে যায় যার জন্য সে তাঁকে পূর্বে ডেকে ছিল। আর আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করায় যেন সে

---

১. দ্রষ্টব্য ৪ : ১৪৪

লোকদের ভ্রষ্ট করতে পারে তাঁর পথ থেকে। বলো : তোমার অকৃতজ্ঞতায় কিছুকাল সুখভোগ কর, নিঃসন্দেহ তুমি আগুনের বাসিন্দাদের দলের।

৯ যে আজ্ঞাধীন রাত্রির প্রহরগুলোতে সেজদারত হয়ে ও দাঁড়িয়ে, সাবধান পরলোক সম্বন্ধে, আর আশা রাখে তার পালয়িতার করুণার — (সে কি তুল্য অবিশ্বাসীর)? বলো : যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি তুল্য? যারা জ্ঞানী কেবল তারাই মনোযোগী হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ বলে : হে আমার বিশ্বাসপরায়ণ দাসগণ, তোমাদের পালয়িতার সীমারক্ষা করো, কেন না যারা এই সংসারে ভালো করে তারা ভালো, আর আল্লাহ্‌র পৃথিবী বিস্তীর্ণ, নিঃসন্দেহ ধৈর্যবানদের প্রাপ্য দেওয়া হবে হিসাব না ক'রে।

১১ বলো : নিঃসন্দেহ আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র বন্দনা করতে, তাঁর জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ করে।

১২ আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি তাদের অগ্রণী হবো যারা আত্মসমর্পণ ক'রে।

১৩ বলো : যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি এক কঠিন দিনের শাস্তি।

১৪ বলো : আমি আল্লাহ্‌র উপাসনা করি (কেবল) তাঁর জন্য আমার ধর্ম বিশুদ্ধ ক'রে।

১৫ তবে উপাসনা করো তাঁকে ভিন্ন যা ইচ্ছা করো। বলো: নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা হারাবে নিজেদের আর তাদের পরিজনদের বিচারের দিনে। নিঃসন্দেহ তা স্পষ্ট ক্ষতি।

১৬ তাদের জন্য থাকবে আগুনের ঢাকা তাদের উপরে আর ঢাকা তাদের নিচে। এর দ্বারা আল্লাহ্ ভয় দেখান তাঁর দাসদের ; অতএব হে আমার দাসগণ, আমার সীমা রক্ষা করো।

১৭ আর যারা পুত্তলিকাদের উপাসনা পরিহার করে আর আল্লাহ্‌র দিকে ফেরে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; সেজন্য আমার দাসদের সুসংবাদ দাও :

১৮ যারা বাণী শ্রবণ করে তার পর অনুবর্তী হয় যা তার শ্রেষ্ঠ তার, এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ চালিত করেছেন, আর এরাই তারা যারা বিচারবান।

১৯ কী, তবে তার সম্বন্ধে যার বিরুদ্ধে শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে? কী, তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পারো যে আগুনের ভিতরে?

২০ কিন্তু যারা তাদের পালয়িতার সীমারক্ষা করে তারা পাবে উঁচুস্থানসমূহ, তাদের উপরে আরো উঁচুস্থানসমূহ, নির্মিত (তাদের জন্য), তার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি — আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না।

২১ তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন জল, তার পর তা পৃথিবীতে চালিয়ে দেন ঝরনা রূপে, তার পর তার দ্বারা উৎপন্ন করেন বহু বর্ণের উদ্ভিদ, তার পর তা শুকিয়ে যায় তার ফলে তুমি তা দেখো হল্‌দে, তার পর তা চূর্ণ করা হয়। নিঃসন্দেহ এতে আছে স্মারক বিচারবানদের জন্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ যার বক্ষ আল্লাহ্ প্রসারিত করেছেন আত্মসমর্পণের জন্য যার ফলে সে আছে তার পালয়িতার থেকে এক আলোকে, সে কি (তার মতো যে অবিশ্বাসী)? না — দুর্ভাগ্য তারা যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণ সম্পর্কে কঠিন; এরাই তারা যারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

২৩ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন শ্রেষ্ঠ বিবৃতি — একটি গ্রন্থ; যার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে সুসঙ্গত, যা পুনরাবৃত্তি করেছে যাতে যারা তাদের পালয়িতার ভয় করে তাদের গায়ের চামড়া শিউড়ে ওঠে; তার পর তাদের গায়ের চামড়া আর তাদের হৃদয় নমনীয় হয় আল্লাহ্র স্মরণে। এই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, এর দ্বারা চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন। আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য নেই কোনো চালক।

২৪ যে তার মুখ ঘষবে কেয়ামতের দিনের মহাশাস্তিতে তবে সে কি (তার মতো যে ভালো করে)? অন্যায়কারীদের বলা হবে : আস্বাদ করো যা অর্জন করেছিলে।

২৫ তাদের পূর্ববর্তীরা (পয়গাম্বরদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য তাদেব কাছে শাস্তি এসেছিল কোথা থেকে তারা বুঝতে পারে নি।

২৬ সেজন্য আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছনা আস্বাদ করিয়েছিলেন এই সংসারের জীবনে, আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো বড়। যদি তারা জানতো।

২৭ আর নিঃসন্দেহ আমি লোকদের জন্য কোর্আনে দিয়েছি প্রত্যেক রকমের দৃষ্টান্ত যেন তারা চিন্তা করতে পারে —

২৮ একটি আরবী কোর্আন, বক্রতাশূন্য, যেন তারা সীমা রক্ষা করতে পারে।

২৯ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একজন মানুষ, তার সঙ্গে আছে অনেক শরিক, তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদরত; আর অন্য একজন সে একজনেরই অনুরক্ত। এরা দুইজন কি অবস্থায় এক? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। না — তারা অনেকে জানে না।

৩০ নিঃসন্দেহ তুমি মরবে, আর তারাও মরবে।

৩১ তার পর নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করবে তোমাদের পালয়িতার সামনে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

চতুর্বিংশ খণ্ড

৩২ তবে কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উচ্চারণ করে আর সত্য অস্বীকার করে যখন তা তার কাছে আসে? জাহান্নামে কি একটি বাসস্থান নেই অবিশ্বাসীদের জন্য?

৩৩ আর যে সত্য আনে তার সত্য স্বীকার করে — এরাই তারা যারা সীমা রক্ষা করে।

৩৪ তারা তাদের পালয়িতার কাছে পাবে যা তারা ইচ্ছা করে; এই কল্যাণকারীদের পুরস্কার;

৩৫ ফলে আল্লাহ্ মাফ ক'রে দেবেন তারা যা করেছিল তার মন্দতম আর তাদের পুরস্কার দেবেন তারা যা করেছিল তার শ্রেষ্ঠতম।

৩৬ আল্লাহ্ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা তোমাকে ভয় দেখাতে চায় তিনি ভিন্ন আর যারা তাদের দিয়ে; আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথনির্দেশক নেই।

৩৭ আর যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান, কেউ নেই যে তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। আল্লাহ্ কি মহাশক্তি নন? প্রতিবিধানে সক্ষম?

৩৮ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো : কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, নিঃসন্দেহ তারা বলবে : আল্লাহ্। বলো : তবে কি তোমরা ভেবে দেখেছ যে আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন আমাকে কষ্ট দিতে তবে তারা কি সে কষ্ট দূর ক'রে দেবে, অথবা আল্লাহ্ যদি আমাকে করুণা করতে চান তবে তারা কি তা রোধ করবে? বলো : আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁর উপরে নির্ভর করুক নির্ভরকারীরা।

৩৯ বলো : হে আমার জাতি, কাজ করো তোমাদের স্থানে; আমিও কাজ করছি, এইভাবে তোমরা বুঝবে।

৪০ কে সে যার কাছে আসবে শাস্তি যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর কার জন্য প্রাপ্য হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪১ নিঃসন্দেহ আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি মানুষদের জন, সত্যের সঙ্গে; সেজন্য যে কেউ পথে চলে তবে তা তার আত্মার জন্য, আর যে কেউ পথভ্রষ্ট হয়, তবে যে ভ্রষ্ট হয় তার নিজের সম্বন্ধে; আর তুমি তাদের উপরে অধ্যক্ষ নও।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪২ আল্লাহ্ প্রাণীদের গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়ে, আর যারা মরে না, তাদের ঘুমের সময়ে; তার পর তিনি তাদের রাখেন যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বিধান করেছেন, আর অন্যদের ফেরত পাঠান একটি নির্ধারিত কালের জন্য। নিঃসন্দেহ এতে রয়েছে নির্দশনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

৪৩ অথবা তারা কি সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ভিন্ন? বলো : কী — যদিও কিছুর উপরে তাদের কর্তৃত্ব নেই, অথবা যদিও তাদের বুদ্ধি নেই?

৪৪ বলো : সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য; তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব; তার পর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৪৫ আর যখন শুধু আল্লাহ্‌র উল্লেখ হয়, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, আর যখন তিনি ভিন্ন অন্যদের উল্লেখ করা হয়, দেখ, তারা খুশি হয়েছে।

৪৬ বলো : হে আল্লাহ্, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, তুমি বিচার করো তোমার দাসদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে সেই বিষয়ে।

৪৭ আর যারা অন্যায়কারী তাদের যদি থাকতো পৃথিবীতে যা আছে সব, আর তার সঙ্গে তার মতো আরো, তারা তা নিশ্চয়ই দিতো কেয়ামতের দিনের শাস্তির ভীষণতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, আর তারা যা কখনো ভাবে নি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তা তাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

৪৮ আর তাদের কাছে স্পষ্ট দেখা দেবে মন্দ যা তারা অর্জন করেছিল, আর যা তারা বিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘিরবে।

৪৯ যখন ক্ষতিকর কিছু মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে, তার পর যখন আমি তাকে কোনো অনুগ্রহ দিই, সে বলে : নিশ্চয় আমাকে এ দেওয়া হয়েছে (আমার) জ্ঞানের জন্য। না, এ এক পরীক্ষা ; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

৫০ তাদের পূর্বে লোকেরা এইই বলেছিল ; কিন্তু যা তারা অর্জন করেছিল তা তাদের কাজে আসে নি।

৫১ অতএব তাদের উপরে পড়েছিল তারা যে মন্দ অর্জন করেছিল ; আর তাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী তাদের উপরে পড়বে যে মন্দ তারা অর্জন করেছে ; আর তারা এড়াতে পারবে না।

৫২ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্ জীবিকা বাড়ান যার জন্য ইছা করেন, আর তিনি সঙ্কুচিত করেন ; নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৩ বলো : হে আমার দাসগণ যারা নিজেদের সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করেছ, আল্লাহ্‌র করুণা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হ'য়ো না ; নিঃসন্দেহ তিনি সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন ; নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৫৪ আর তোমাদের পালয়িতার দিকে ফেরো বার বার শাস্তি তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে আসবার পূর্বে, যখন তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

৫৫ আর তোমাদের পালয়িতা থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার যা শ্রেষ্ঠ তার অনুসরণ করো ; শাস্তি তোমাদের কাছে অতর্কিতে আসবাব পূর্বে, যখন তোমরা সে সম্বন্ধে বেখেয়াল রয়েছ :

৫৬ যেন কোনো প্রাণ না বলে : দুর্ভাগ্য আমার যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি অমনোযোগী ছিলাম আর আমি ছিলাম বিদ্রূপকারীদের দলের;

৫৭ অথবা যেন না বলে : যদি আল্লাহ্ আমাকে চালিত করতেন তবে নিশ্চয় আমি হতাম সীমারক্ষাকারীদের দলের ;

৫৮ অথবা যেন সে না বলে যখন শাস্তি দেখে : যদি একবার ফিরতে পারতাম তবে কল্যাণকারীদের দলের হতাম।

৫৯ হাঁ — আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি সেসব প্রত্যাখ্যান করেছিলে আর তুমি ছিলে গর্বিত ; আর তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।

৬০ আর কেয়ামতের দিনে তুমি তাদের দেখবে যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল তাদের মুখ কালিমাখা। জাহান্নামে কি একটি বাসস্থান নেই গর্বিতদের জন্য?

৬১ আর আল্লাহ্ উদ্ধার করবেন তাদের যারা সীমারক্ষা করে ; তাদের সুকৃতির জন্য ; মন্দ তাদের স্পর্শ করবে না তারা দুঃখও করবে না।

৬২ আল্লাহ্ স্রষ্টা সব কিছুর, আর সব কিছুর উপরে অধ্যক্ষ।

৬৩ আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর, আর যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে — এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৪ বলো : তবে কি তোমরা আমাকে উপাসনা করতে নির্দেশ দাও আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের, হে অজ্ঞের দল !

৬৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার কাছে আর তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে : যদি (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করাও তবে তোমার কাজ নিঃসন্দেহ বৃথা হবে, আর নিঃসন্দেহ তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৬৬ না — আল্লাহ্‌রই বন্দনা তুমি করো : আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৬৭ আর তারা আল্লাহ্‌র কদর করে নি তাঁর প্রাপ্য কদর দিয়ে। আর কেয়ামতের দিনে সমস্ত পৃথিবী হবে তাঁর মুঠোর মধ্যে, আর আকাশ গুটিয়ে নেওয়া হবে তাঁর ডান হাতে তাঁর মহিমা কীর্তিত হোক, আর ঊর্ধ্বে থাকুন তিনি তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসবের।

৬৮ আর শৃঙ্গধ্বনি হবে, তার ফলে যারা আছে আকাশে আর যারা আছে পৃথিবীতে সবাই মূর্ছা যাবে, তারা ব্যতীত যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন ; তার পর পুনরায় তা ধ্বনিত হবে, তখন তারা দাঁড়াবে উৎকর্ণ হয়ে।

৬৯ আর পৃথিবী আলোকিত হবে তার পালয়িতার আলোকে আর বিবরণ রুজু করা হবে, আর পয়গাম্বরদের আর সাক্ষীদের আনা হবে, আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৭০ আর প্রত্যেক প্রাণকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে করেছে ; আর তিনি ভালো জানেন যা তারা করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহান্নামে তাড়িত হবে দলে দলে, যে পর্যন্ত না তারা তার কাছে আসবে ; তখন তার দরজাগুলো খোলা হবে আর তার দ্বাররক্ষকরা তাদের বলবে : তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে বাণীবাহকরা আসেন নি যাঁরা তোমাদের কাছে আবৃত্তি করেছেন তোমাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী আর তোমাদের সাবধান করেছেন তোমাদের এই আজকার দিনে দেখা হওয়া সম্বন্ধে? তারা বলবে : হাঁ। কিন্তু অবিশ্বাসীদের অন্য শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে।

৭২ বলা হবে : প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাগুলোর ভিতরে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে। অতএব মন্দ গর্বিতদের গন্তব্যস্থান।

৭৩ আর যারা তাদের পালয়িতার সীমারক্ষা করে তাদেরও দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশ্‌তে, যে পর্যন্ত না তারা তার কাছে আসবে, তখন তার দরজাগুলো খোলা হবে আর তার দ্বাররক্ষকরা তাদের বলবে : শান্তি তোমাদের প্রতি ! তোমরা ভালো, সেজন্য এতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে বাস করতে।

৭৪ আর তারা বলবে : (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে সত্য করেছেন, আর তিনি আমাদের দেশে উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা এই উদ্যানে বাস করতে পারি যেখানে ইচ্ছা করি। কত মনোহর কর্মীদের প্রাপ্য।

৭৫ আর তুমি (হে মোহম্মদ) ফেরেশ্‌তাদের দেখবে সিংহাসন পরিক্রমণ করতে তাদের পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন ক'রে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে। আর বলা হবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

আল্‌-মু'মিন্‌

[আল্‌-মু'মিন্‌ — বিশ্বাসী — কোর্‌আন শরীফের ৪০ সংখ্যক সূরা। এর ও এর পরের দুইটি সূরার সূচনায় রয়েছে হা-মীম্‌ এই দুইটি অক্ষর।

এটি মধ্যমক্কীয়। তবে কেউ কেউ এর দুই একটি আয়াতকে মদিনীয় বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্‌ — প্রশংসিত মহিময় আল্লাহ্‌।

২ এই গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্‌ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞাতা —

৩ পাপের মার্জনাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, শাস্তি দানে কঠোর, প্রাচুর্যের অধীশ্বর — নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন ; তাঁরই কাছে শেষ আগমন।

৪ কেউ তর্ক করে না আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে যারা অবিশ্বাস করে তারা ব্যতীত ; সেজন্য শহরে তাদের যথেচ্ছ আচরণ তোমাকে প্রতারিত না করুক।

৫ নূহ্‌-এর লোকেরা আর তাদের পরের দলরা তাদের পূর্বে (পয়গাম্বরদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর প্রত্যেক জাতি মতলব করেছিল তাদের বাণীবাহককে পাকড়াও করতে, আর তারা তর্ক করেছিল মিথ্যার জন্য যেন তার দ্বারা সত্য খণ্ডন করতে পারে ; সেজন্য আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম ; তবে কত কঠোর ছিল আমার শাস্তিদান।

৬ আর এইভাবে তোমার পালয়িতার বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যারা অবিশ্বাস করেছিল যে তারা আগুনের বাসিন্দা।

৭ আর যারা সিংহাসন বহন করে, আর যারা তাঁর চারপাশে আছে তারা তাদের পালয়িতার মহিমা কীর্তন করে আর তাঁতে বিশ্বাস করে, আর ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা বিশ্বাস করে, তাদের জন্য (এই বলে) : হে আমাদের পালয়িতা, তুমি সব-কিছু ধারণ করো করুণায় ও জ্ঞানে, সেজন্য ক্ষমা করো যারা (তোমার দিকে) ফেরে, আর তোমার পথ অনুসরণ করে ; আর তাদের রক্ষা করো দোযখের শাস্তি থেকে ;

৮ হে আমাদের পালয়িতা, তাদের প্রবেশ করাও সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ আর (তাদের সঙ্গে) তাদের পিতাদের আর তাদের স্ত্রীদের আর তাদের সন্তানদের যারা কল্যাণকারী ; নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তি, জ্ঞানী —

৯ আর তাদের থেকে ঠেকিয়ে রাখো মন্দ কাজ ; আর যার থেকে তুমি মন্দ কাজ সেই দিন ঠেকিয়ে রাখো, নিঃসন্দেহ তাকে করুণা করেছ ; আর তাই মহাসাফল্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে তাদের কাছে ঘোষণা করা হবে : নিশ্চয় তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ঘৃণা — যখন তোমাদের আহ্বান করা হয়েছিল বিশ্বাসের আর তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলে — অনেক বেশি তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে ঘৃণা তার চাইতে।

১১ তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, দুই বার তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়েছিলে আর দুইবার আমাদের জীবন দিয়েছ, যেজন্য আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি : তবে কোনো উপায় আছে কি বেরিয়ে আসবার?

১২ এ এইজন্য যে যখন শুধু আল্লাহ্কে ডাকা হোতো তোমরা অবিশ্বাস করতে, আর যখন তাঁর অংশী দাঁড় করানো হোতো তোমরা তখন বিশ্বাস করতে ; কিন্তু হুকুম আল্লাহ্র (যিনি) মহোচ্চ, শ্রেষ্ঠ।

১৩ তিনি তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শন সমূহ আর তোমাদের জন্য জীবিকা অবতীর্ণ করেন আকাশ থেকে ; আর কেউ স্মরণ করে না যে বার বার (তাঁর দিকে) ফেরে সে ব্যতীত ;

১৪ সেজন্য আল্লাহ্কে ডাকো তাঁর জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ করে, অবিশ্বাসীরা যতই বিরূপ হোক —

১৫ স্তরসমূহের উন্নয়নকারী ; সিংহাসনের রাজাধিরাজ, তিনি তাঁর আদেশের প্রেরণা নিক্ষেপ করেন তার দাসদের যার উপরে ইচ্ছা করেন যেন সে সাবধান করতে পারে সেইদিনের একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে।

১৬ সেইদিন যখন তারা আসবে ; তাদের সম্বন্ধে কিছুই লুকোনো থাকবে না আল্লাহ্র কাছে। আজ রাজত্ব কার? আল্লাহ্র যিনি এক সর্বজয়ী।

১৭ এইদিন প্রত্যেক প্রাণ পাবে যা সে অর্জন করেছে; আজ কোনো অবিচার নয়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসাবে সত্বর।

১৮ আর তাদের সাবধান করো সেইদিন সম্বন্ধে যা নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন হৃদয়গুলো কণ্ঠরোধ করবে, অন্যায়কারীদের থাকবে না কোনো বন্ধু, কোনো সুপারিশকারী যার কথা শোনা হবে।

১৯ তিনি জানেন চুপি চুপি চাওয়া দৃষ্টি আর বুকগুলো যা লুকোয়।

২০ আর আল্লাহ্ বিচার করেন সত্যের সঙ্গে ; আর আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তারা ডাকে তারা বিচার করতে পারে না, কিছুই ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম যারা ছিল তাদের পূর্ববর্তী? তারা ছিল এদের চাইতে বড় শক্তিতে আর যে ধ্বংসাবশেষ তারা রেখে গেছে তাতে ; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের ধরেছিলেন তাদের পাপের জন্য, আর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাদের জন্য ছিল না কোনো রক্ষাকারী।

২২ এই এইজন্য যে তাদের কাছে বাণীবাহকরা এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল ; সেজন্য আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি শক্তিশালী, প্রতিফল দানে কঠোর।

২৩ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শাবলী আর স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়ে —

২৪ ফেরাউন, আর হামান, আর কারূণের কাছে ; কিন্তু তারা বলেছিল ; একজন মিথ্যাবাদী, জাদুকর।

২৫ আর যখন তিনি আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কাছে তারা বলেছিল : তাঁর সঙ্গে যারা বিশ্বাস করে তাদের পুত্রদের হত্যা করো আর নারীদের বাঁচিয়ে রাখো। আর অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।.

২৬ আর ফেরাউন বলেছিল : আমাকে ছেড়ে দাও মূসাকে হত্যা করতে আর সে ডাকুক তার প্রতিপালককে ; নিঃসন্দেহ আমি ভয় করি যে সে তোমাদের ধর্ম বদলে দেবে অথবা সে দেশে অহিত প্রকট করবে।

২৭ আর মূসা বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিই প্রত্যেক দর্পী থেকে যে হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৮ আর ফেরাউনের লোকদের থেকে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি — যে তার বিশ্বাস লুকিয়ে রেখেছিল — বললে : তুমি কি একটি লোককে হত্যা করবে যেহেতু সে বলে : আমার প্রভু আল্লাহ্ আর নিঃসন্দেহ সে তোমার কাছে তার প্রতিপালন থেকে স্পষ্ট প্রমাণাবলী এনেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যা তার উপরে বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তোমার উপরে পড়বে তার কিছু যার ভয় সে তোমাদের দেখাচ্ছে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে চালিত করেন না যে সীমা অতিক্রমকারী, প্রত্যাখ্যানকারী।

২৯ হে আমার জাতি, রাজত্ব আজ তোমাদের, তোমরা দেশে সর্বপ্রধান, কিন্তু কে আমাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে যদি তা আমাদের দিকে আসে? ফেরাউন বললে : আমি তোমাদের এমন কিছু দেখাই না যা (নিজে) না দেখি আর তোমাদের চালিত করি না ঠিক পথে ভিন্ন।

৩০ আর যে ছিল বিশ্বাসী সে বললে : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য তার মতো কিছু ভয় করি যা পড়েছিল উপজাতিদের উপরে।

৩১ তার মতো যা পড়েছিল নূহ্-এর জাতির আর আদের আর সামূদের উপরে, আর তাদের পরবর্তীদের (উপরে), আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অন্যায় চান না ;

৩২ আর হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক আহ্বানের দিন সম্বন্ধে —

৩৩ সেইদিন যেদিন তোমরা ফিরবে পালাবার জন্য, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো রক্ষাকারী থাকবে না, আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রান্ত করেন তার জন্য নেই কোনো পথপ্রদর্শক।

৩৪ আর নিঃসন্দেহ পূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে, কিন্তু তোমরা বারবার ছিলে সন্দেহে তিনি কি এসেছেন সে সম্বন্ধে যে পর্যন্ত না তাঁর মৃত্যু হোলো, তখন তোমরা বললে : আল্লাহ্ তাঁর পরে আর কখনো পয়গাম্বর পাঠাবেন না। এইভাবে আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করেন যে সীমা অতিক্রমকারী, সন্দেহকারী।

৩৫ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে কোনো বিধান তাদের কাছে না আসা সত্ত্বেও — এটি আল্লাহ্ আর যারা বিশ্বাস করে তাদের কাছে খুব ঘৃণিত। এইভাবে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন প্রত্যেক গর্বিতের জবরদস্তিপ্রিয়ের হৃদয়ের উপরে।

৩৬ আর ফেরাউন বললে : হে হামান, আমার জন্য এক মিনার তৈরি করো যেন আমি পেতে পারি পথ —

৩৭ আকাশের পথ, আর যেন পৌছুতে পারি মূসার উপাস্যের কাছে, আর নিঃসন্দেহ আমি তাকে মনে করি একজন মিথ্যাবাদী। আর এইভাবে ফেরাউনের জন্য চিত্তাকর্ষক হয়েছিল তার কাজের যা মন্দ, আর তাকে ফেরানো হয়েছিল পথ থেকে, আর ফেরাউনের ফন্দি ধ্বংসে (পরিসমাপ্ত হবার জন্য) ভিন্ন ছিল না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৮ আর যে বিশ্বাস করেছিল সে বললে : হে আমার জাতি, আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের ঠিক পথে চালাবো ;

৩৯ হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ এ সংসারের জীবন (দুই দিনের) সুখভোগ আর নিঃসন্দেহ পরকালে স্থায়ী গৃহ ;

৪০ যে কেউ মন্দ কাজ করে সে প্রতিদান পাবে না তার মতো কিছু ব্যতীত, আর যে কেউ ভালো কাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, আর সে বিশ্বাস করে — তবে এরাই তারা যারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, তাতে তাদের জীবিকা দেওয়া হবে হিসাব না ক'রে।

৪১ আর হে আমাদের জাতি, কি আমার হয়েছে যে আমি তোমাদের ডাকি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকো আগুনের দিকে ?

৪২ তোমরা আমাকে ডাকো যে আমি অবিশ্বাস করবো আল্লাহ্‌তে আর তাঁর অংশী দাঁড় করাবো তা-কে যার সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই, আর আমি তোমাদের ডাকি মহাশক্তি পরমক্ষমাশীলের দিকে ;

৪৩ সন্দেহ নেই যে যাতে তোমরা আমাকে ডাকো তার কোনো দাবি নেই এই সংসারে অথবা পরকালে, আর তোমাদের ফিরে যাওয়া আল্লাহ্‌র কাছে ; আর সীমা অতিক্রমকারীরা আগুনের বাসিন্দা।

৪৪ সেজন্য তোমরা মনে রাখবে তোমাদের যা বলি, আর আমি আমার কাজের ভার দিই আল্লাহ্‌র উপরে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাঁর দাসদের দেখেন।

৪৫ সেজন্য আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেছিলেন তারা যে ফন্দি করেছিল তার মন্দ (ফল) থেকে, আর এক ভীষণ শাস্তি ঘেরাও করেছিল ফেরাউনের লোকদের —

৪৬ আগুন — তাদের তার সামনে আনা হবে (প্রতি) প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, আর সেইদিন যেদিন সেই সময় আসবে, (বলা হবে) : ফেরাউনের লোকদের প্রবেশ করাও কঠোর শাস্তিতে।

৪৭ আর যখন তারা আগুনে একজন অপর জনের সঙ্গে তর্ক করবে তখন দুর্বলরা বলবে যারা ছিল গর্বিত তাদের : নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুবর্তী ছিলাম, তবে আমাদের থেকে আগুনের একটি অংশ সরাবে কি ?

৪৮ যারা ছিল গর্বিত তারা বলবে : নিঃসন্দেহ আমরা সবাই আছি তাতে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দাসদের মধ্যে বিচার করেছেন।

৪৯ আর যারা আগুনে তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে : তোমাদের পালয়িতাকে ডাকো যেন তিনি শাস্তি থেকে আমাদের অব্যাহতি দেন একদিন।

৫০ তারা বলবে : তোমাদের বাণীবাহকরা তোমাদের কাছে কি আসেন নি স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে? তারা বলবে : হ্যাঁ। তারা বলবে : তবে ডাকো। আর অবিশ্বাসীদের ডাকা ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫১ নিঃসন্দেহ আমি আমার বাণী বাহকদের সাহায্য করি, আর যারা বিশ্বাস করে, এই সংসারের জীবনে; আর সেইদিন যখন সাক্ষীরা দাঁড়াবে —

৫২ সেইদিন যখন অন্যায়কারীদের অজুহাতে তাদের উপকারে আসবে না, আর তাদের জন্য অভিসম্পাত, আর তাদের জন্য মন্দ গৃহ।

৫৩ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে দিয়েছিলাম পথনির্দেশ আর আমি ইসরাইলবংশীয়দের করেছিলাম গ্রন্থের উত্তরাধিকারী।

৫৪ পথনির্দেশ আর স্মারক বিচারবানদের জন্য।

৫৫ সেজন্য ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর তোমার দোষ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর তোমার প্রভুর প্রশংসা কীর্তন করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।

৫৬ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে তাদের কাছে এসেছে এমন কোনো বিধান ব্যতিরেকে, তাদের বুকে আর কিছু নেই গণ্যমান্য হওয়া ব্যতীত—যা তারা কখনো লাভ করতে পারবে না; সেজন্য আল্লাহ্‌তে শরণ নাও। নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৫৭ নিঃসন্দেহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি মহত্তর মানুষদের সৃষ্টির চাইতে, কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

৫৮ আর অন্ধ আর দৃষ্টিমান তুল্য নয়, যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আর যারা মন্দ কাজ করে তারা (তুল্য) নয়। কমই তোমরা চিন্তা করো।

৫৯ নিঃসন্দেহ সেইসময় আসছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে ন।

৬০ আর তোমাদের পালয়িতা বলেছেন : আমাকে ডাকো আমি তোমাদের উত্তর দেবো, নিঃসন্দেহ যারা অহঙ্কার দেখায় আমার উপাসনা সম্বন্ধে তারা অচিরে জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত (হ'য়ে)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো, আর দিন, দেখবার জন্য। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষদের সম্বন্ধে অনুগ্রহের রাজাধিরাজ ; কিন্তু অনেক লোকই অকৃতজ্ঞ।

৬২ এইই আল্লাহ্ তোমাদের পালয়িতা, সব-কিছুর স্রষ্টা, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তবে কেমন করে তোমরা বিমুখ হও?

৬৩ এইভাবে বিমুখ হয়েছিল তারা যারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৬৪ আল্লাহ্ তিনি যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য করেছেন বিশ্রাম স্থান, আর আকাশ, একটি চাঁদোয়া, আর তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তার পর তোমাদের আকৃতি পূর্ণাঙ্গ করেছেন, আর তিনি তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন ভালো বস্তু থেকে। এইই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। পুণ্যময় তবে আল্লাহ্, বিশ্বজগতের পালয়িতা।

৬৫ তিনি জীবন্ত — কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; সেজন্য তাঁকে ডাকো তাঁর জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ ক'রে, (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের প্রভু।

৬৬ বলো : আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উপাসনা করতে আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো — যখন স্পষ্ট প্রমাণাবলী আমার কাছে এসেছে আমার পালয়িতার কাছ থেকে, আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি আত্মসমর্পণ করবো বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে।

৬৭ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধুলা থেকে তার পর একবিন্দু (বীজ) থেকে, তার পর একটি জমাট রক্তখণ্ড থেকে, তার পর তিনি তোমাদের আনেন শিশুরূপে, তার পর (বিধান করেন) যেন তোমরা পৌঁছুতে পারো তোমাদের সবলতায়, আর তারপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হতে পারো — আর তোমাদের মধ্যে আছে তারা যাদের মৃত্যু দেওয়া হয় পূর্বেই — আর যেন একটি নির্ধারিত কালে পৌঁছুতে পারো, আর যেন তোমরা বুঝতে পারো।

৬৮ তিনি দেন জীবন আর আনেন মৃত্যু ; অতএব তিনি যখন কোনো ব্যাপারে বিধান করেন, তিনি সে সম্বন্ধে শুধু বলেন : হও, আর তা হয়।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬৯ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে—কেমন ক'রে তারা ফিরে যায়?

৭০ যারা গ্রন্থ প্রত্যাখ্যান করে, আর যা দিয়ে আমি আমার বাণীবাহকদের পাঠিয়েছি। কিন্তু শীগগিরই তারা বুঝবে —

৭১ যখন বেড়ী ও শিকল তাদের গলায় উঠবে, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

৭২ তপ্ত জলের মধ্যে দিয়ে, তার পর তাদের ধাক্কা দিয়ে দেওয়া হবে আগুনে।

৭৩ তার পর তাদের বলা হবে : কোথায় তা যা তোমরা অংশী খাড়া করেছিলে।

৭৪ আল্লাহ্ ভিন্ন? তারা বলবে : তারা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, না, আমরা পূর্বে আর কিছুকে ডাকি নি। এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন অবিশ্বাসীদের।

৭৫ এইজন্য যে তোমরা দেশে পরোয়াহীন হয়েছিলে অন্যায়ভাবে, আর এইজন্য যে উদ্ধত ব্যবহার করেছিলে,

৭৬ জাহান্নামের দরজার ভিতর দিয়ে ঢোকো সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। গর্বিতদের বাসস্থান মন্দ।

৭৭ সেজন্য ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যার ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে তার কিছু তাদের দেখাই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দিই, আমার কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৭৮ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছি, আর তাদের মধ্যে কারো কারো কথা তোমাকে বলেছি, কারো কারো কথা তোমাকে বলি নি, আর কোনো পয়গাম্বরের জন্য সঙ্গত ছিল না যে তিনি কোনো নিদর্শন আনবেন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে ; কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসেছে তখন বিচার করা হয়েছিল সত্যের সঙ্গে, আর যারা মিথ্যা বলেছিল তারা বিনষ্ট হয়েছিল।

নবম অনুচ্ছেদ

৭৯ আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তুদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা কতকগুলোর উপরে চড়তে পারো আর কতকগুলোকে খাও।

৮০ আর তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে বহু উপকার, আর যেন তাদের সাহায্যে তোমরা অভাব মেটাতে পারো যা আছে তোমাদের বুকে, আর তাদের উপরে, যেমন জাহাজে, তোমাদের বহন করা হয়।

৮১ আর তিনি তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শনসমূহ, আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কোন্‌টি তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে ?

৮২ তারা কি তবে দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের ? তারা এদের চাইতে ছিল (সংখ্যায়) বেশি আর মহত্তর বলে আর তাদের ধ্বংসাবশেষে (যা তারা রেখে গেছে) পৃথিবীতে, কিন্তু তাদের কোনো কাজে আসে নি যা তারা অর্জন করেছিল।

৮৩ আর যখন তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে তারা পরোয়াহীন হয়েছিল যে জ্ঞান তাদের কাছে ছিল তাতে ; আর যা তারা বিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘেরাও করেছিল।

৮৪ কিন্তু যখন তারা আমার শাস্তি দেখেছিল তারা বলেছিল : আমরা শুধু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি আর আমরা অবিশ্বাস করি যা আমরা তাঁর অংশীরূপে দাঁড় করিয়েছিলাম।

৮৫ কিন্তু তাদের বিশ্বাস তাদের উপকারে আসে নি যখন তারা আমার শাস্তি দেখেছে। এই আল্লাহ্‌র ধারা যা বলবৎ রয়েছে তাঁর দাসদের সম্বন্ধে, আর সেক্ষেত্রে অবিশ্বাসীরা বিনষ্ট হবে।

হা-মীম্

[হা-মীম্ অথবা ফুস্‌সিলাত (যা স্পষ্ট করা হয়েছে) কোর্‌আন শরীফের ৪১ সংখ্যক সূরা। "হা-মীম্" শীর্ষক সূরাগুলির দ্বিতীয় সূরা এটি।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্ — প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্!

২ একটি অবতরণ করুণাময় কৃপাময় থেকে —

৩ একটি গ্রন্থ যার নির্দেশগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে, একটি আরবী কোর্‌আন সেই লোকদের জন্য যারা জানে —

৪ সুসংবাদ ও স্মারক ; কিন্তু তাদের অনেকেই ফিরে যায়, ফলে তারা শোনে না।

৫ আর তারা বলে : আমাদের হৃদয় আবরণে রক্ষিত তা থেকে যাতে তুমি (হে মোহম্মদ) আমাদের ডাকো, আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে একটি পর্দা সেজন্য কাজ ক'রে যাও আমরাও কাজ করছি।

৬ বলো : আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, আমাতে প্রত্যাদিষ্ট হয় যে তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, সেজন্য তাঁর দিকে সরল পথে চলো আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর দুর্ভাগ্য বহুদেববাদীরা —

৭ যারা যাকাত দেয় না, আর তারা অবিশ্বাসী পরলোক সম্বন্ধে।

৮ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার যা রুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ বলো : তোমরা কি সত্যই অবিশ্বাস করো তাঁতে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আর তোমরা কি দাঁড় করাও তাঁর সমকক্ষ? এইই বিশ্বজগতের পালয়িতা।

১০ আর তিনি তাতে স্থাপন করেছেন অনড় পর্বত (যা মাথা তুলে) দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি তা পুণ্যময় করেছেন, আর তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চার দিনে — তুল্য (সবার জন্য) যারা চায় ;

১১ তার পর ফিরলেন তিনি আকাশের দিকে, তখন তা ছিল ধূম, আর বললেন তাকে আর পৃথিবীকে : উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ; তারা উভয়ে বলেছিল আমরা আসছি অনুগত হয়ে।

১২ এর পর তিনি তাদের বিধান করলেন সাত আকাশে দুই দিনে আর প্রত্যেক আকাশে প্রত্যাদিষ্ট করলেন তার করণীয়। আর আমি নিম্ন আকাশকে শোভিত করেছি প্রদীপসমূহ দিয়ে, আর তাকে করেছি অধৃষ্য। এইই মহাশক্তি ওয়াকিফহালের বিধান।

১৩ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, তবে বলো : আমি তোমাদের সাবধান করছি এক বজ্রপাত সম্বন্ধে আদ্‌ ও সামূদের (উপরে যা পড়েছিল তেমন) বজ্রপাতের মতো —

১৪ যখন তাদের বাণীবাহকরা তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের সামনে থেকে আর পেছন থেকে এই বলে : আর কারো উপাসনা ক'রো না আল্লাহ্‌ ভিন্ন; তারা বলেছিল : যদি আমাদের পালয়িতা ইচ্ছা করতেন তবে (আমাদের কাছে) নিশ্চয় ফেরেশ্‌তাদের পাঠাতেন, সেজন্য নিঃসন্দেহ আমরা অবিশ্বাসী যা দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে তাতে।

১৫ আর আদ্‌ জাতি — তারা দেশে অহঙ্কারী হয়েছিল অযথা, আর তারা বলেছিল আমাদের চাইতে বেশি বলশালী কে? তারা কি দেখে নি যে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ্‌ তাদের চাইতে শক্তিতে বলবত্তর? আর তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার নির্দেশাবলী।

১৬ সেজন্য আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম এক ভয়ঙ্কর ঝড় দুর্দিনে, যেন আমি তাদের আস্বাদ করাতে পারি লাঞ্ছনাকর শাস্তি এই সংসারের জীবনে ; আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো বেশি লাঞ্ছনাকর, আর তাদের সাহায্য করা হবে না।

১৭ আর সামূদ জাতি — আমি তাদের দেখিয়েছিলাম পথ, কিন্তু তারা অন্ধতা বেশি পছন্দ করেছিল সুপথ থেকে, সেজন্য তাদের পাকড়াও করেছিল এক লাঞ্ছনাকর শাস্তির বজ্রপাত যা তারা অর্জন করেছিল তার জন্যে।

১৮ আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের যারা ছিল বিশ্বাসী আর সীমারক্ষাকারী।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৯ আর যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদের একত্র করা হবে আগুনের দিকে, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

২০ যে পর্যন্ত না তারা তার কাছে আসবে — তাদের কান আর তাদের চোখ আর তাদের গাত্রচর্ম তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে কি তারা করেছিল সেসম্বন্ধে?

২১ আর তারা তাদের চামড়াকে বলবে : কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছ? তারা, বলবে : আল্লাহ্‌ যিনি সবকিছুকে কথা বলান তিনি আমাদের কথা বলিয়েছেন, আর তিনি তোমাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

২২ আর তোমরা নিজেদের আবৃত করো নি পাছে তোমাদের কান তোমাদের চোখ আর তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে ; কিন্তু তোমরা ভেবেছিলে যে তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ্‌ তার অনেকটাই জানেন না।

২৩ আর তোমাদের পালয়িতা সম্বন্ধে তোমাদের এই যে চিন্তা এইটি তোমাদের ফেলেছে ধ্বংসে, ফলে আজ তোমরা বিনষ্টদের দলের।

২৪ এর পর যদি তারা ধৈর্য ধরে তবু আগুন তাদের বাসস্থান, আর যদি তারা সদয়তা চায় তবে তারা তাদের অন্তর্গত নয় যাদের প্রতি সদয়তা করা হবে।

২৫ আর (সংসারে) আমি তাদের সঙ্গী করেছিলাম যারা তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করেছিল যা ছিল তাদের সামনে আর যা ছিল তাদের পেছেনে ; আর তাদের সম্বন্ধে বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে ; জিনদের ও মানুষদের দলের যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে তারা নিঃসন্দেহ লোকসানে পড়বে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে : এই কোর্‌আন শুনো না, আর তাতে গণ্ডগোল করো, হয়তো তোমরা জয়ী হবে।

২৭ সেজন্য যারা অবিশ্বাস করে তাদের নিঃসন্দেহ আমি কঠিন শাস্তি আস্বাদ করাবো, আর নিঃসন্দেহ তাদের প্রতিফল দেব তারা গর্হিত যা করতো তার জন্যে।

২৮ এই আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল — আগুন, তাতে হবে তাদের স্থায়ী বসবাস — আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল।

২৯ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের তাদের দেখাও জিন ও মানুষদের যারা আমাদের বিপথে চালিত করেছিল আমরা তাদের পায়ের নিচে ফেলবো যেন তারা হয় অধমতম।

৩০ নিঃসন্দেহ যারা বলে : আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্, আর তার পর সোজাভাবে চলে, ফেরেশ্‌তারা তাদের পরে অবতরণ করে এই বলে : ভয় ক'রো না, দুঃখ ক'রো না, কিন্তু বেহেশ্‌তের সুসংবাদ শোনো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে ;

৩১ আমরা তোমাদের বন্ধু এই সংসারের জীবনে আর পরকালে, আর তাতে তোমরা পাবে যা তোমাদের অন্তর চায়, আর তোমরা তাতে পাবে যা তোমরা বাঞ্ছা করো —

৩২ এক সম্বর্ধনা ক্ষমাময় কৃপাময়ের তরফ থেকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৩ আর কে তার চাইতে বেশি ভালো বলে যে আল্লাহ্‌কে ডাকে আর সৎ কাজ করে আর বলে : নিঃসন্দেহ আমি তাদের দলের যারা আত্মসমর্পণকারী ?

৩৪ আর তুল্য নয় ভালো আর মন্দ। (মন্দকে) প্রতিহত করো যা তার চাইতে ভালো তাই দিয়ে, ফলে যার ও তোমার মধ্যে ছিল শত্রুতা (সে হবে) যেন সে ছিল তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৩৫ আর কাউকে এটি দেওয়া হয় না যারা ধৈর্যবান তাদের ব্যতীত, আর কাউকে এটি দেওয়া হয় না যারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান তাদের ব্যতীত।

৩৬ আর যদি শয়তান থেকে কোনো মন্ত্রণা তোমার কাছে পৌঁছে তবে শরণ নাও আল্লাহ্‌তে ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৭ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত হচ্ছে রাত্রি ও দিন আর সূর্য ও চন্দ্র ; সেজদা ক'রো না সূর্যকে ও চন্দ্রকে, আর সেজদা করো আল্লাহ্‌কে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন যদি তাঁরই উপাসনা তোমরা করো।

৩৮ কিন্তু তারা যদি গর্বিত হয় — যারা আছে তোমাদের পালয়িতার সঙ্গে তারা তাঁর মহিমা কীর্তন করে রাত্রি ও দিন, আর তারা ক্লান্ত হয় না।

৩৯ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এইটি যে তুমি পৃথিবীকে দেখো অচঞ্চল, কিন্তু যখন আমি তার উপরে অবতীর্ণ করি জল, তা চঞ্চল হয় ও ফেঁপে ওঠে ; নিঃসন্দেহ যিনি তাকে প্রাণ দেন তিনি প্রাণদাতা মৃতদের ; নিঃসন্দেহ তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৪০ নিঃসন্দেহ যারা বেঁকে যায় আমার নিদের্শাবলী সম্বন্ধে তারা আমার থেকে লুকোনো নয়। যাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয় সে ভালো, না সে, যে কেয়ামতের দিনে আসে নিরাপদে? করো যা ইচ্ছা করার। নিঃসন্দেহ তিনি দেখেন তোমরা যা করো।

৪১ নিঃসন্দেহ যারা স্মারকে অবিশ্বাস করে যখন তা তাদের কাছে আসে (তারা অপরাধী), আর নিঃসন্দেহ এটি এক মহাশক্তি গ্রন্থ —

৪২ মিথ্যা এর কাছে আসতে পারে না এর সামনে থেকে অথবা এর পেছনে থেকে। (এটি) একটি অবতরণ জ্ঞানী প্রশংসিতের কাছে থেকে।

৪৩ কিছুই বলা হয় নি তোমাকে তা ভিন্ন নিঃসন্দেহ যা বলা হয় নি তোমার পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের; নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু ক্ষমার রাজাধিরাজ, আর মহাশক্তি, শাস্তিদাতা।

৪৪ আর যদি আমি এটিকে একটি কোর্‌আন (ভাষণ) করতাম ভিন্নদেশীয় ভাষায় তবে তারা নিশ্চয়ই বলতো : কেন এর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বলা হয় নি? কী — এক বিদেশী ভাষা আর একজন আরব? বলো : যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এটি এক পথনিদের্শ আর আরোগ্য ; আর যারা বিশ্বাস করে না তাদের কানে আছে বধিরতা আর এ তাদের জন্য অন্ধতা। এরাই তারা যাদের ডাকা হয় বহু দূর থেকে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৫ আর নিঃসন্দেহ আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম মূসাকে। কিন্তু তার সম্বন্ধে মতভেদ হয়েছে। আর যদি না পূর্বেই একটি বাণী নির্গত হয়ে থাকতো তোমার পালয়িতা থেকে তবে এতদিনে তাদের মধ্যে বিচার হয়ে যেতো। আর নিঃসন্দেহ এ সম্বন্ধে তারা আছে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে।

৪৬ যে কেউ ভালো কাজ করে তবে তা তার নিজের জন্য, আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার বিরুদ্ধে। আর তোমার প্রভু তাঁর দাসদের প্রতি আদৌ অন্যায়কারী নন।

পঞ্চবিংশ খণ্ড

৪৭ সেই সময়ের জ্ঞানের হাওয়ালা দেওয়া হয় তাঁকে। আর কোনো ফল বেরোয় না তার খোড়ের মধ্যে থেকে আর কোনো নারী গর্ভধারণ করে না আর সে সন্তান প্রসব করে না তাঁর জ্ঞানের বাইরে, আর যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন : কোথায় আমার অংশীরা? তারা বলবে : আমরা তোমার কাছে ঘোষণা করছি আমাদের কেউই সাক্ষী নয়।

৪৮ আর তাদের থেকে দূরে চলে যাবে যা তারা পূর্বে ডাকতো, আর তারা বুঝবে যে তাদের জন্য কোনো আশ্রয় নেই।

৪৯ ভালোর জন্য প্রার্থনায় মানুষের ক্লান্তি নেই, আর যদি মন্দ তাকে স্পর্শ করে তবে সে ভগ্নোদ্যম হয় হতাশ্বাস হয়।

৫০ আর যদি আমি তাকে আমার থেকে করুণা আস্বাদ করাই বিপত্তির পরে যা তাকে স্পর্শ করেছে, সে নিঃসন্দেহ বলবে : এ আমার নিজের, আর আমি মনে করি না যে সেই সময় আসবে, আর যদি আমাকে আমার পালয়িতার কাছে পাঠানো হয়, তবে আমি তাঁর কাছে পাবো যা বেশ ভালো। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করেছিল নিঃসন্দেহ তাদের আমি জানাবো কি তারা করেছিল, আর নিঃসন্দেহ তাদের আস্বাদ করাবো কঠোর শাস্তি।

৫১ আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ করি সে চলে যায় ও দূরে যায় ; আর যখন মন্দ তাকে স্পর্শ করে, সে দীর্ঘ প্রার্থনা করে।

৫২ বলো : ভাবো, যদি এটি এসে থাকে আল্লাহ্‌র থেকে, তার পর তোমরা এতে অবিশ্বাস করছ — তবে কে তার চাইতে বেশি পথভ্রান্ত যে বিরুদ্ধতা করেছে দীর্ঘকাল ধরে?

৫৩ আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো দূরে দূরে, আর তাদের মধ্যে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে এ সত্য। তোমার পালয়িতা সম্বন্ধে এই কি যথেষ্ট নয় যে তিনি সব-কিছুর উপরে সাক্ষী?

৫৪ হাঁ — নিঃসন্দেহ তারা সন্দেহে আছে তাদের পালয়িতার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্বন্ধে; হাঁ — নিশ্চয় তিনি সব-কিছু ঘিরে আছেন।

আশ্‌-শূরা

[আশ্‌-শূরা — পরামর্শ — কোর্‌আন শরীফের ৪২ সংখ্যক সূরা। এই শব্দটি আছে এই সূরার ৩৮ সংখ্যক আয়াতে — "... আর তাদের কাজকর্ম চলে নিজেদের মধ্য পরামর্শক্রমে।"
এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্ — প্রশংসিত মহিমময়,

২ আইন — সীন — কাফ — জ্ঞাতা শ্রোতা ক্ষমতাবান আল্লাহ্।

৩ এইভাবে মহাশক্তি জ্ঞানী আল্লাহ্ তোমাকে প্রত্যাদেশ দেন, আর তোমার পূর্ববর্তীদের (প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন)।

৪ তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে, আর তিনি মহোচ্চ, মহাশক্তি।

৫ তাদের উপরের আকাশ প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারতো — আর ফেরেশ্‌তারা তাদের পালয়িতার মহিমা কীর্তন করে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা আছে পৃথিবীতে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ — তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৬ আর যারা তাঁকে ভিন্ন অন্যদের রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ; আর তুমি নও তাদের উপরকার অধ্যক্ষ।

৭ আর এইভাবে আমি তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি একটি আরবী কোর্‌আন (ভাষণ) যেন তুমি নগরজননী ও তার আশপাশকে সাবধান করতে পারো, আর যেন তুমি সতর্ক করতে পারো সেই একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে যাতে কোনো সন্দেহ নেই — একদল স্থান পাবে উদ্যানে, আর অপর দল, আগুনে।

৮ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের একজাতি করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তাঁর করুণায় আনেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর অন্যায়কারীদের — তাদের নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।

৯ অথবা তারা কি রক্ষাকারী বন্ধু গ্রহণ করেছে তাঁকে ভিন্ন ? কিন্তু আল্লাহ্‌ই বন্ধু, আর তিনিই মৃতকে জীবন দেন, আর তিনিই সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ আর যে কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো সে বিষয়ে রায় আল্লাহ্‌র ; এইই আল্লাহ্, আমার পালয়িতা, তাঁর উপরে আমি নির্ভর করি, আর তাঁর দিকে আমি ফিরি।

১১ আকাশ ও পৃথিবীর উদ্ভাবয়িতা, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, আর গৃহপালিত পশুদের থেকেও স্ত্রী পশুদের, এইভাবে তিনি তোমাদের বহুগুণিত করেন। তাঁর তুল্য নয় কিছুই। আর তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

১২ তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর চাবি। তিনি জীবিকা বাড়ান যার জন্য ইচ্ছা করেন আর কমানও : নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা সব কিছুর।

১৩ তিনি তোমাদের জন্য বিধান করেছেন সেই ধর্ম যা তিনি আদেশ করেছিলেন নূহ্-কে, আর যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ করেছি, আর যা আমি আদেশ করেছিলাম ইব্রাহিমকে আর মূসাকে, আর ঈসাকে এই ব'লে : ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখো আর তাতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না। তুমি বহুদেববাদীদের যেদিকে ডাকো তা তাদের জন্য ভীতিকর। আল্লাহ্ তাঁর জন্য নির্বাচিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি তাঁর দিকে চালিত করেন যে (তাঁর দিকে) ফেরে।

১৪ আর তারা নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের ফলে বিচ্ছিন্ন হয় নি যে পর্যন্ত না জ্ঞান তাদের কাছে এসেছিল ; আর যদি একটি বাণী তোমার পালয়িতা থেকে পূর্বেই বহির্গত না হয়ে থাকতো, একটি নির্ধারিত কালের জন্য, তবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে রায় দেওয়া হোতো। আর তাদের পরে যাদের গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল নিঃসন্দেহ তারা এ সম্বন্ধে অস্বস্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১৫ তবে এর দিকে আহ্বান করো আর সোজা চলো যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে ; আর তাদের কামনার অনুবর্তী হ'য়ো না, আর বলো : আমি বিশ্বাস করি তাতে গ্রন্থের যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার করতে : আল্লাহ্ আমাদের প্রভু আর তোমাদের প্রভু, আর আমাদের কাজ আমাদের হবে আর তোমাদের কাজ তোমাদের হবে ; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো তর্কবিতর্ক না হোক, আল্লাহ্ আমাদের একত্রিত করবেন, আর তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া।

১৬ আর যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে তাঁর স্বীকৃত হবার পরে তাদের তর্ক তাদের পালয়িতার কাছে বৃথা, আর তাদের উপরে ক্রোধ নেমে এসেছে. আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১৭ আল্লাহ্ তিনি যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন সত্যের সঙ্গে আর তুলাদণ্ড ; আর কেমন ক'রে তোমাদের জানানো যাবে যে সময় নিকটবর্তী হতে পারে !

১৮ আর যারা এতে বিশ্বাস করে না তারা চায় একে ত্বরান্বিত করতে, আর যারা বিশ্বাস করে তারা ভীত এ থেকে, আর তারা জানে যে এটি সত্য। যারা বিতর্ক করে সেই সময় সম্বন্ধে তারা কি নয় বহু দূরে নিয়ে যাওয়া ভ্রান্তিতে ?

১৯ আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি সদয় ; তিনি জীবিকা দেন যাকে ইচ্ছা করেন ; আর তিনি মহাবল, মহাশক্তি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ যে কেউ চায় পরলোকের ফসল, আমি বাড়িয়ে দিই তার ফসল। আর যে কেউ চায় এই দুনিয়ার ফসল আমি তা থেকে তাকে দিই, আর পরকালে তার জন্য নেই কোনো প্রাপ্য।

২১ অথবা তাদের কি (আল্লাহ্‌র) অংশী আছে যারা তাদের জন্য ধর্মে তা বৈধ করেছে যা আল্লাহ্ বৈধ করেন নি? আর যদি একটি মীমাংসাকারী বাক্য (পূর্বেই উচ্চারিত) না হয়ে থাকতো, তবে নিশ্চয় তাদের মধ্যে রায় দেওয়া হোতো। আর অন্যায়কারীরা নিঃসন্দেহ কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

২২ তুমি অন্যায়কারীদের দেখবে ভীত যা তারা অর্জন করেছে তার জন্য, আর তা নিশ্চয় তাদের উপরে পড়বে ; আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তারা থাকবে উদ্যানের ফুলে ভরা ময়দানে, তারা তাদের পালয়িতার কাছ থেকে পাবে যা তারা ইচ্ছা করে। এইটি হবে শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।

২৩ এরই সুসংবাদ আল্লাহ্ দেন তাঁর দাসদের — যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে। বলো : আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না রক্তসম্পর্কীয়দের মধ্যে প্রেম ব্যতিরেকে। আর যে ভালো অর্জন করে আমি তাকে তাতে আরো ভালো দিই। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞ।

২৪ অথবা তারা কি বলে : সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে এক মিথ্যা রচনা করেছে? কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দিতেন ; আর আল্লাহ্ মিথ্যা মুছে দেবেন আর প্রতিষ্ঠিত করবেন সত্য তাঁর বাণীর দ্বারা। নিঃসন্দেহ তিনি জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

২৫ আর তিনি তাঁর দাসদের থেকে গ্রহণ করেন অনুতাপ, আর ক্ষমা করেন মন্দ কাজ; আর তিনি জানেন যা তোমরা করো।

২৬ আর তিনি তাদের উত্তর দেন যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, আর তাদের আরো দেন তাঁর অনুগ্রহ-প্রাচুর্য থেকে ; আর অবিশ্বাসীদের — তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

২৭ আর যদি আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জীবিকা বাড়িয়ে দিতেন, তারা নিঃসন্দেহ সংসারে বিদ্রোহ করতো ; কিন্তু তিনি তা পাঠান একটি পরিমাপ মতো যেমন তাঁর ইচ্ছা ; নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর দাসদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, দ্রষ্টা।

২৮ আর তিনিই বৃষ্টি পাঠান তাদের হতাশ্বাস হওয়ার পরে, আর প্রসারিত করেন তাঁর করুণা ; আর তিনি রক্ষাকারী বন্ধু, প্রশংসিত।

২৯ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের একটি হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আর তাদের উভয়ে যে সব প্রাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ; আর তিনি সক্ষম তাদের একত্রিত করতে যখন ইচ্ছা করেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ আর যে সব বিপত্তি তোমাদের আঘাত করে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার জন্য ; আর তিনি অনেকই ক্ষমা করেন।

৩১ আর পৃথিবীতে তোমরা এড়িয়ে যেতে পারবে না ; আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের জন্য নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু অথবা সহায়।

৩২ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হচ্ছে সমুদ্রে পাহাড়ের মতো জাহাজগুলো।

৩৩ যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তিনি বাতাসকে করেন নিশ্চল, আর তার ফলে তারা নিস্তব্ধ হয়ে থাকে তার উপরে। নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান কৃতজ্ঞের জন্য।

৩৪ অথবা তিনি তাদের তলিয়ে দেন তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য — আর তিনি অনেক ক্ষমা করেন —

৩৫ আর যেন, যারা আমার নিদের্শাবলী সম্বন্ধে তর্ক করে তারা জানতে পারে, তাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থান নেই।

৩৬ সুতরাং যা কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা শুধু এই সংসারের জীবনে উপভোগের জন্য, আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা বেশি ভালো, আর বেশি স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ; আর তাদের পালয়িতার উপরে নির্ভর করে,

৩৭ আর যারা পরিহার করে চলে বড় পাপ ও অশালীনতা, আর যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় — ক্ষমা করে ;

৩৮ আর যারা তাদের পালয়িতার ডাকে সাড়া দেয়, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর তাদের কাজকর্ম চলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে, আর যারা ব্যয় করে (দানে) তাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে ;

৩৯ আর যারা, যখন তাদের প্রতি বড় রকমের অন্যায় করা হয়, আত্মরক্ষা করে।

৪০ আর মন্দের প্রতিদান তার তুল্য মন্দ, কিন্তু যে কেউ ক্ষমা করে আর ভালো করে, তবে তার পুরস্কার আছে আল্লাহ্ থেকে ; নিঃসন্দেহ তিনি অন্যায়কারীদের ভালোবাসেন না।

৪১ আর যে কেউ আত্মরক্ষা করে তার উপরে অত্যাচার হবার পরে — তবে এরাই তারা যাদের বিরুদ্ধে কোনো (নিন্দার) পথ নেই।

৪২ (নিন্দার) পথ কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে যারা লোকদের উপরে অত্যাচার করে আর যারা দেশে বিদ্রোহ করে অন্যায় ভাবে ; এরাই তারা যাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৪৩ আর যে কেউ ধৈর্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে — নিঃসন্দেহ তাই হচ্ছে কাজের মধ্যে কাজ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৪ আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে তাঁর পরে তার জন্য কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই। আর তুমি অন্যায়কারীদের দেখবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে (কেমন) বলছে : ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি ?

৪৫ আর তুমি তাদের দেখবে এর সামনে আনা হয়েছে বিনত দশায় লাঞ্ছনার জন্য, তাকাচ্ছে ভীত চোখে। আর যারা বিশ্বাসী তারা বলবে ; নিঃসন্দেহ মহাক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা বিচারের দিনে হারিয়েছে নিজেদের আর তাদের পরিজনদের। অন্যায়কারীরা কি নিঃসন্দেহ স্থায়ী শাস্তিতে নয় ?

৪৬ আর সাহায্য করার জন্য তাদের কোনো বন্ধু থাকবে না আল্লাহ্ ভিন্ন। আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তার জন্য কোনো পথ নেই।

৪৭ তোমাদের পালয়িতার (ডাকে) উত্তর দাও আল্লাহ্ থেকে সেইদিন আসবার পূর্বে যাকে ফেরানো যাবে না। কোনো আশ্রয় তোমাদের নেই সেইদিন। অস্বীকার করবার (ক্ষমতাও) তোমাদের নেই।

৪৮ কিন্তু যদি তারা বিমুখ হয় — আমি তোমাকে পাঠাইনি তাদের উপরে একজন রক্ষকরূপে। তোমার উপরে (বাণী) পৌঁছে দেওয়ার ভার ভিন্ন নয়। আর নিশ্চয় যখন মানুষকে আমি আস্বাদ করাই আমার কাছ থেকে করুণা, সে তাতে খুশি হয়, আর যদি কোনো মন্দ তাদের আঘাত করে তাদের হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে তার জন্য, তবে নিঃসন্দেহ মানুষ অকৃতজ্ঞ।

৪৯ আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন ; তিনি কন্যা সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা করেন আর পুত্র সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা করেন ;

৫০ অথবা তিনি তাদের পুত্র ও কন্যা দুইই দেন, আর তিনি বন্ধ্যা করেন যাকে ইচ্ছা করেন। নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা, ক্ষমতাবান।

৫১ আর এ কোনো মানুষের জন্য নয় যে আল্লাহ্ তার সঙ্গে কথা বলবেন প্রত্যাদেশ (প্রেরণা) যোগে ভিন্ন অথবা পর্দার আড়ালে থেকে, অথবা তিনি বাণীবাহককে পাঠান তাঁর আদেশ প্রত্যাদিষ্ট করতে তাঁর অনুমতিক্রমে যা তিনি ইচ্ছা করেন। নিঃসন্দেহ তিনি মহীয়ান, জ্ঞানী।

৫২ আর এইভাবে আমি তোমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছি আমার আদেশের এক প্রেরণা। তুমি জানতে না গ্রন্থ কি আর বিশ্বাস কি। কিন্তু আমি এটিকে করেছি এক আলোক যার দ্বারা আমি চালিত করি আমার দাসদের যাকে ইচ্ছা করি। আর নিঃসন্দেহ তুমি সরল পথের দিকে চালিত করেছ —

৫৩ আল্লাহ্‌র পথ — যাঁর যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে সব। সব ব্যাপারে কি শেষে আল্লাহ্‌তে পৌঁছে না ?

আয্‌-যুখ্‌রুফ

[কোর্‌আন শরীফের ৪৩ সংখ্যক সূরা আয্‌-যুখ্‌রুফ — সোনার অলংকার ; এই শব্দটি আছে এই সূরার ৩৫ সংখ্যক আয়াতে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্‌ — প্রশংসিত মহিমময় (আল্লাহ্‌)।

২ ভাবো সেই গ্রন্থের কথা যা স্পষ্ট করে ;

৩ নিঃসন্দেহ আমি এটিকে এক আরবী কোর্‌আন (ভাষণ) করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো।

৪ আর নিঃসন্দেহ এটি আছে গ্রন্থের (বিধানসমূহের) মূল লেখনে যা আমার কাছে — মহোচ্চ, জ্ঞানসমৃদ্ধ।

৫ কী — আমি তবে স্মারক তোমাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেবো যেহেতু তোমরা এক সীমা অতিক্রমকারী জাতি?

৬ আর কতজন নবী আমি পূর্বের লোকদের মধ্যে পাঠিয়েছি!

৭ আর তাদের কাছে কোনো নবী আসেন নি যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করতো।

৮ তারপর আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম যারা ছিল এদের চাইতে বেশি শক্তিশালী ; আর পূর্বের লোকদের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী হয়েছে।

৯ আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী? নিশ্চয় তারা বলবে : মহাশক্তি জ্ঞাতা তাদের সৃষ্টি করেছেন —

১০ তিনি যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের বিশ্রামস্থল, আর এতে তৈরি করেছেন তোমাদের জন্য পথ যেন তোমরা পথ পেতে পারো।

১১ আর তিনি আকাশ থেকে পাঠান পানি পরিমাণ মতো, তা দিয়ে আমি প্রাণবন্ত করি একটি মৃত দেশকে ; এই ভাবেই তোমাদের আনা হবে ;

১২ আর তিনি সব-কিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন জাহাজ আর গৃহপালিত জন্তু যাদের উপর তোমরা চড়ো ;

১৩ যেন তোমরা তাদের পিঠের উপরে চড়তে পারো আর তোমাদের পালয়িতার অনুগ্রহ স্মরণ করতে পারো যখন তোমরা তাদের উপরে আসীন হয়েছ, আর বলো : মহিমা কীর্তিত হোক তাঁর যিনি এদের আমাদের সেবারত করেছেন, আর আমরা তাতে সক্ষম ছিলাম না।

১৪ আর নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার কাছে আমরা ফিরবো।

১৫ আর তারা তাঁকে দেয় তাঁর দাসদের একভাগকে। নিঃসন্দেহ মানুষ স্পষ্টতঃ অকৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ অথবা তিনি নিজে যা সৃষ্টি করেছেন তার থেকে নিজের জন্য নিয়েছেন কন্যাদের আর তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্রদের?

১৭ আর যখন তাদের কাউকে সেই সংবাদ দেওয়া হয় — যার দৃষ্টান্ত সে দাঁড় করায় করুণাময়ে — তাদের মুখ কালিবর্ণ হয় আর সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়।

১৮ (তারা তবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনা করে) যা বাইরের সাজসজ্জা দিয়ে তৈরি আর (যা) বচসায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না?

১৯ আর তারা ফেরেশ্‌তাদের বানায় — যারা করুণাময়ের দাস — মেয়ে। তারা কি তাদের সৃষ্টি করা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হবে আর তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

২০ আর তারা বলে : যদি করুণাময় ইচ্ছা করতেন তবে আমরা কখনো তাদের উপাসনা করতাম না। — তাদের সে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, তারা কেবল মিথ্যা কথা বলে।

২১ অথবা তাদের কি আমি এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ দিয়েছি ফলে তা তারা ধরে আছে?

২২ না — কেন না তারা মাত্র বলে : আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের একটি ধর্মে দেখেছি, আর নিঃসন্দেহ আমরা তাদের পদচিহ্নের দ্বারা চালিত।

২৩ আর এইভাবে তোমার পূর্বে কোনো বসতিতে আমি কোনো সাবধানকারী পাঠাই নি যাদের, যারা তাতে আরামময় জীবনযাপন করতো তারা না বলেছে : নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের একটি ধর্মে দেখেছি, আর নিশ্চয় আমরা তাদের পদচিহ্নের অনুসারী।

২৪ (সাবধানকারী) বলেছিলেন : কী — যদিও আমি এনে থাকি শ্রেষ্ঠতর পথনির্দেশ তোমাদের পিতাপিতামহদের যা অনুসরণ করতে দেখেছিলে তার চাইতে? তারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা অবিশ্বাসী যা দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে তাতে।

২৫ সেজন্য আমি তাদের প্রতিফল দিয়েছিলাম। তবে দেখো কেমন হয়েছিল প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ আর যখন ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে ও তাঁর লোকদের বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি মুক্ত তোমরা যার উপাসনা করো তা থেকে;

২৭ তাঁকে ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন না নিঃসন্দেহ তিনি আমাকে চালিত করবেন।

২৮ আর তিনি এটিকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে একটি অনশ্বর বাণী করেছিলেন যেন তারা ফিরতে পারে।

২৯ না — কিন্তু আমি এদের পিতাপিতামহদের জীবন উপভোগ করতে দিয়েছিলাম যে পর্যন্ত না তাদের কাছে এসেছিল সত্য আর একজন বাণীবাহক (যিনি) স্পষ্ট করেছিলেন।

৩০ আর যখন তাদের কাছে সত্য এসেছিল তারা বলেছিল : এ জাদু, আর আমরা নিশ্চয় এতে অবিশ্বাসী।

৩১ আর তারা বলে : এই কোরআন কেন অবতীর্ণ হয় নি দুই শহরের[১] কোনো বড় লোকের কাছে?

৩২ তারা কি তোমার পালয়িতার করুণা বণ্টন করে? আমি এই দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবিকা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি যেন তাদের কেউ কেউ অপর থেকে সেবা নিতে পারে; আর তোমার পালয়িতার করুণা বেশি ভালো তারা যা সঞ্চয় করে তা থেকে।

৩৩ আর সব মানুষ যদি একজাতি না হোতো তবে নিঃসন্দেহ করুণাময়ে অবিশ্বাসীদের আমি দিতাম তাদের ঘরে রূপোর ছাদ আর (রূপোর) সিঁড়ি যা দিয়ে তারা ওঠে;

৩৪ আর (রূপোর তৈরি) তাদের ঘরের দরজা আর যেসব আসনের উপরে তারা হেলান দিয়ে বসে,

৩৫ আর অন্যান্য সোনার অলঙ্কার।[২] আর এইসব এই সংসারের জীবনে উপভোগের বস্তু ভিন্ন নয়। আর পরকাল তোমার পালয়িতার কাছে কেবল তাদের জন্য যারা সীমারক্ষা করে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩৬ আর করুণাময়ের স্মরণ সম্বন্ধে যার দৃষ্টি ক্ষীণ, তাকে আমি দিই একজন শয়তান — সে হয় তার সঙ্গী।

৩৭ আর নিঃসন্দেহ তারা তাদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরায় আর তারা মনে করে তারা ঠিক পথে চালিত —

৩৮ যে পর্যন্ত না সে আমার কাছে আসে, (তখন) সে বলে : হায় যদি আমার ও তোমার মধ্যে দূরত্ব হোতো পূর্বের ও পশ্চিমের অতএব মন্দ সেই সঙ্গী।

৩৯ আর যেহেতু তোমরা ছিলে অন্যায়কারী সেজন্য আজ তোমাদের লাভের হবে না শাস্তিতে তোমরা যে অংশী আছ সেইটি।

৪০ কী — তবে তুমি কি শোনাতে পারো বধিরকে, অথবা চালিত করতে পারো অন্ধকে আর যে রয়েছে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে?

৪১ কিন্তু যদি তোমাকে আমি নিয়ে নিই, নিঃসন্দেহ আমি তাদের প্রতি হবো প্রতিবিধানকারী।

৪২ অথবা নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে দেখাবো যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদের দিয়েছি, কেন না আমি তাদের উপরে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

---

১ মক্কা ও তায়েফ।

২ অর্থাৎ এমন সব বৈভবের সত্যকার মূল্য নেই, কিন্তু অবিশ্বাসীদের এমন বৈভব দেওয়া হয়েছে দেখলে অন্যেরা বিভ্রান্ত হতে পারে।

৪৩ সেজন্য তা ধরে থাকো যা তোমাদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, নিঃসন্দেহ তুমি আছ সরল পথের উপরে।

৪৪ আর নিঃসন্দেহ এটি তোমার জন্য একটি স্মারক, আর তোমার লোকদের জন্য, আর অচিরে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

৪৫ আর তোমার পূর্বে আমার যেসব বাণীবাহককে পাঠিয়েছিলাম তাদের জিজ্ঞাসা করো কখনো কি আমি উপাসনার জন্য উপাস্যদের দাঁড় করিয়েছি করুণাময় ব্যতীত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪৬ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে আমার নিদের্শাবলীসহ পাঠিয়ে ছিলাম ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে, সুতরাং তিনি বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি বিশ্বজগতের পালয়িতার বাণীবাহক।

৪৭ কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন আমার নিদের্শাবলী নিয়ে, দেখো, তারা তাঁদের উপহাস করেছিল।

৪৮ আর আমি তাদের এমন নিদর্শন দেখাই নি যা না ছিল তার (পূর্ববর্তীর) মতন অথবা তার চাইতে আরো বড় ; আর আমি ধরেছিলাম তাদের শাস্তি দিয়ে যেন তারা ফেরে।

৪৯ আর তারা বলেছিল : যে জাদুকর, তোমার প্রভুকে ডাকো আমাদের জন্য, কেন না তিনি তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, আমরা নিশ্চয় ঠিক পথে চলবো।

৫০ কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি দূর করেছিলাম, দেখো, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল।

৫১ আর ফেরাউন তার লোকদের কাছে ঘোষণা করেছিল ; হে আমার জাতি, মিশরের রাজ্য কি আমার নয় ? আর এইসব নদী আমার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তোমরা কি তা বোঝো না ?

৫২ না — আমি বেশি ভালো এই লোকটার চাইতে যে ঘৃণিত, আর স্পষ্ট করে কথাই বলতে পারে না ;

৫৩ তবে কেন সোনার কঙ্কণ তাকে পরানো হয় নি, অথবা কেন তার সঙ্গে আসে নি ফেরেশ্‌তারা সঙ্গী হয়ে ?

৫৪ এইভাবে সে তার লোকদের প্ররোচিত করেছিল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, আর তারা তার অনুবর্তী হয়েছিল ; নিঃসন্দেহ তারা ছিল একটি সীমা অতিক্রমকারী জাতি।

৫৫ অতএব যখন তারা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছিল, আমি তাদের প্রতিফল দিয়েছিলাম, আর তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম — একসঙ্গে সবাইকে।

৫৬ আর তাদের আমি করেছিলাম এক পূর্ববর্তী ব্যাপার, আর পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৭ আর যখন মরিয়মের পুত্রের কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, দেখো, তোমার লোকেরা তাতে কলবর তোলে।

৫৮ আর তারা বলে : আমাদের উপাস্য ভালো অথবা সে? তারা আপত্তি তোলে না তর্ক করার জন্য ভিন্ন। না, তারা বিবাদপ্রিয় লোক।

৫৯ তিনি আর কিছু ছিলেন না একজন দাস ব্যতীত — যাঁর উপরে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, আর আমি তাঁকে করেছিলাম ইসরাইলবংশীয়দের জন্য এক দৃষ্টান্ত।

৬০ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের মধ্যে ফেরেশ্‌তাদের বসাতে পারতাম পৃথিবীতে প্রতিনিধি হবার জন্য।

৬১ আর নিঃসন্দেহ এটি হচ্ছে (সেই) সময়ের জ্ঞান ; সেজন্য সে বিষয়ে সন্দেহে থেকো না, আর আমার (আল্লাহ্‌র) অনুসরণ করো। এই সরল পথ।

৬২ আর শয়তান তোমাদের ফিরিয়ে না দিক। নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩ আর যখন ঈসা এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে তিনি বলেছিলেন : আমি তোমাদের কাছে এসেছি জ্ঞান নিয়ে, আর তোমরা যে বিষয়ে ভিন্ন মতের হয়েছ তার কিছু কিছু স্পষ্ট করতে ; সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর আমার অনুবর্তী হও।

৬৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার প্রভু আর তোমাদের প্রভু, সেজন্য তাঁর উপাসনা করো, এইই সরল পথ।

৬৫ কিন্তু তাদের বিভিন্ন দল মতভেদ করেছিল, সেজন্য দুর্ভাগা তারা যারা অন্যায় করেছিল, এক কঠিন দিনের শাস্তির কারণে।

৬৬ তারা কি আর কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে সেই সময়ের জন্য ভিন্ন? তা তাদের উপর এসে পড়বে অতর্কিতে, আর তখন তারা টের পাবে না।

৬৭ বন্ধুরা সেদিন হবে শত্রু একে অন্যের — তারা ভিন্ন যারা সীমারক্ষা করে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৮ হে আমার দাসগণ, আজ তোমাদের জন্য কোনো ভয় নেই, তোমরা দুঃখও করবে না —

৬৯ যারা বিশ্বাস করেছিল আমার নিদের্শাবলীতে আর ছিল আত্মসমর্পিত ;

৭০ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো – তোমরা ও তোমাদের পত্নীরা — তোমাদের আনন্দিত করা হবে।

৭১ তাতে তাদের সামনে ফেরানো হবে সোনার খাঞ্চা আর পান–পাত্র, আর তাতে থাকবে যা অন্তর চায় আর চোখ তৃপ্ত হয়, আর তাতে তোমরা থাকবে স্থায়ীভাবে।

৭২ আর এই উদ্যান তোমাদের দেওয়া হয়েছে উত্তরাধিকাররূপে যা তোমরা করেছিলে তার জন্য।

৭৩ তাতে তোমাদের জন্য আছে বহু ফল যা তোমরা খাবে।

৭৪ নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে থাকবে জাহান্নামের শাস্তিতে।

৭৫ তা তাদের থেকে কমানো হবে না আর তাতে তারা হতাশ্বাস হবে।

৭৬ আর আমি তাদের প্রতি অন্যায় করি নি কিন্তু তারা নিজেরা অন্যায় করেছিল।

৭৭ আর তারা ডেকে বলবে : হে ভারপ্রাপ্ত, তোমাদের পালয়িতা আমাদের নিঃশেষিত করুন। সে বলবে : নিঃসন্দেহ তোমরা অপেক্ষা করবে।

৭৮ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য সত্য এনেছি ; কিন্তু তোমাদের অনেকে সত্যের প্রতি বিমুখ।

৭৯ অথবা তারা কি কিছু মীমাংসা করে ফেলেছে ? তবে নিঃসন্দেহ আমি মীমাংসাকারী।

৮০ অথবা তারা কি ভাবে যে আমি শুনি না যা তারা লুকোয় আর তাদের গোপন আলোচনা ? না — তাদের সঙ্গে আমার যে বাণীবাহক আছে তারা লেখে

৮১ বলো : যদি করুণাময়ের একটি পুত্র থাকতো তবে আমি উপাসকদের অগ্রবর্তী।

৮২ মহিমা কীর্তিত হোক আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতার, সিংহাসনের প্রভুর, তারা (তাঁতে) যা আরোপ করে তার ঊর্ধ্বে।

৮৩ অতএব তাদের তলিয়ে যেতে দাও আর খেলতে দাও যে পর্যন্ত না তাদের দেখা হয় তাদের সেই দিনের সঙ্গে যার ভয় তাদের দেখানো হয়েছে।

৮৪ আর তিনিই আকাশে উপাস্য আর পৃথিবীতে উপাস্য, আর তিনিই জ্ঞানী, জ্ঞাতা।

৮৫ আর পুণ্যময় তিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর, আর তাদের দুইয়ের মধ্যে যা আছে ; আর তাঁরই কাছে সেই সময়ের জ্ঞান, আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৮৬ আর তাঁকে ভিন্ন যাদের তারা ডাকে তাদের সুারিশের কোনো ক্ষমতা নেই — তিনি ভিন্ন যিনি সত্যের সাক্ষী জ্ঞাতসারে।[১]

৮৭ আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা নিশ্চয়ই বলবে : আল্লাহ্। তবে তারা কেমন ক'রে বিমুখ হয় !

৮৮ আর তিনি বলেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তারা (এমন) এক জাতি যারা বিশ্বাস করে না।

৮৯ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো আর বলো : শান্তি ; কেন না তারা শীগগিরই জানতে পারবে।

১ কাঅওর ৭২

আদ্‌-দুখান্

[আদ্‌-দুখান্ — ধোঁয়া — কোর্‌আন শরীফের ৪৪ সংখ্যক সূরা। এর দশম আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্ — প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্।

২ ভাবো গ্রন্থের কথা যা স্পষ্ট করে।

৩ নিঃসন্দেহ আমি এটি অবতীর্ণ করেছিলাম এক পুণ্যময় রাত্রিতে — নিঃসন্দেহ আমি চিরসতর্ককারী —

৪ তাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ নির্দেশ সুস্পষ্ট করা হয় —

৫ আমার কাছ থেকে যাওয়া নির্দেশ ; নিঃসন্দেহ আমি (বাণীবাহকদের) প্রেরয়িতা —

৬ তোমার পালয়িতার কাছ থেকে এক করুণা ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা,

৭ আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু, আর তাদের মধ্যে যা আছে — যদি তোমরা সুনিশ্চিত হতে চাও।

৮ নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন, যিনি প্রাণ দেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমাদের পালয়িতা আর তোমাদের পূর্বকালের পিতাপিতামহদের পালয়িতা।

৯ না — তারা সন্দেহে — তারা খেলছে।

১০ সেজন্য সেই দিনের প্রতীক্ষা করো যখন আকাশে দেখা দেবে স্পষ্ট ধোঁয়া।[১]

১১ যা মানুষদের উপরে এসে পড়বে ; এ এক কঠিন শাস্তি।

১২ (তখন তারা বলবে) : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের থেকে শাস্তি দূর করো, নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাস করি।

১৩ কেমন ক'রে তাদের স্মরণ করানো হবে যখন তাদের কাছে এসেছিলেন একজন রসুল (সত্য) সুস্পষ্ট ক'রে ?

১৪ আর তারা তাঁর থেকে ফিরেছিল, আর বলেছিল : শেখানো পাগল।

১৫ নিশ্চয় শাস্তি আমি কিছু পরিমাণে সরিয়ে নেবো, (কিন্তু) তোমরা নিশ্চয় ফিরে যাবে (মন্দে)।

১৬ যেদিন আমি তাদের ধরবো আরো শক্ত ধরায়, (তখন) নিশ্চয় আমি প্রতিফল দেবো।

১৭ আর নিঃসন্দেহ তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের লোকদের পরীক্ষা করেছিলাম আর তাদের কাছে এসেছিলেন এক সম্মানিত রসুল।

---

১ হাদিসে বলা হয়েছে এমন ধোঁয়ায় বা ধুলায় মক্কা আচ্ছন্ন হয়েছিল মক্কা-বিজয়ের পূর্বে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের জন্য।

১৮ এই ব'লে : আল্লাহ্‌র দাসদের আমাকে দিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত বাণীবাহক,

১৯ আর আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজেদের বড় ক'রো না ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে এনেছি এক স্পষ্ট নিদেশি।

২০ আর নিঃসন্দেহ আমি আশ্রয় চেয়েছি আমার পালয়িতায় আর তোমাদের পালয়িতায় যেন তোমরা আমাকে পাথর মেরে না ফেলো।

২১ আর যদি তোমরা আমাতে বিশ্বাস না করো তবে আমাকে যেতে দাও।

২২ তার পর তিনি তাঁর পালয়িতাকে ডেকেছিলেন (এই বলে) : এরা এক অপরাধী জাতি।

২৩ (তাঁর পালয়িতা বলেছিলেন) : তবে আমার দাসদের নিয়ে রওনা হও রাতে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের অনুসরণ করা হবে ;

২৪ আর সমুদ্রকে পেছনে রেখে যাও — শান্ত; নিশ্চয় তারা হচ্ছে একটি সৈন্যদল যাদের ডু দেওয়া হবে।

২৫ কত বাগান ও ফোয়ারা তারা পেছনে ফেলে এসেছে !

২৬ আর শস্যক্ষেত আর সম্মানিত গৃহ !

২৭ আর কত ভালো বস্তু যা দিয়ে তারা আনন্দিত হয়েছিল :

২৮ এইভাবেই। আর আমি যেসব অন্য লোকদের দিয়েছিলাম উত্তরাধিকারীরূপে।

২৯ আর আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদে নি, আর তাদের বিরাম দেওয়া হয় নি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩০ আর নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের উদ্ধার করেছিলাম লাঞ্ছনাকর শাস্তি থেকে —

৩১ ফেরাউন থেকে — নিঃসন্দেহ সে ছিল সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্গত, মহাউদ্ধত।

৩২ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের নির্বাচিত করেছিলাম, জেনে শুনে, সব জাতির উপরে।

৩৩ আর আমি তাদের নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

৩৪ নিশ্চয় এরা বলছে :

৩৫ আমাদের প্রথম মৃত্যু ভিন্ন আর কিছু নেই, আর আমাদের পুনরায় তোলা হবে না।

৩৬ তাহলে আমাদের পিতাপিতামহদের নিয়ে এসো যদি সত্যবাদী হও।

৩৭ তারা ভালো, না, তুব্বার[২] লোকেরা আর তাদের পূর্ববর্তীরা ? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম যেহেতু তারা নিঃসন্দেহ ছিল অপরাধী।

৩৮ আর আমি আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি।

---

২ দক্ষিণ আরবের এক অঞ্চলের রাজাদের নাম, যেমন ফেরাউন ছিল মিশরের রাজাদের নাম।

৩৯ আমি তাদের সৃষ্টি করি নি সত্যের সঙ্গে ভিন্ন, কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।

৪০ নিঃসন্দেহ মীমাংসা করার দিন তাদের নির্ধারিতকাল, তাদের সবার,

৪১ সেইদিন যেদিন বন্ধু বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না ; তাদের সাহায্য করাও হবে না —

৪২ তারা ব্যতীত যাদের উপরে আল্লাহ্ করুণা করবেন ; নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তি, কৃপাময়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৩ নিশ্চয় যাক্কুমের গাছ

৪৪ পাপীদের খাদ্য !

৪৫ গালানো পিতলের মতো তা টগ্‌বগ্ করে ফুটবে (তাদের) পেটে,

৪৬ ফুটন্ত পানির টগ্‌বগ করার মতো।

৪৭ ধরো তাকে তার পর তাকে টেনে নিয়ে যাও দোযখের মধ্যভাগে ;

৪৮ তার পর তার মাথার উপরে ঢালো ফুটন্ত পানির শাস্তি।

৪৯ আস্বাদ করো — নিশ্চয় তুমি ছিলে মহাশক্তি, সম্মানিত ;

৫০ নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে যে সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করতে

৫১ নিশ্চয় যারা সীমারক্ষাকারী তারা থাকবে নিরাপদ স্থানে —

৫২ উদ্যান ও ঝরনার মধ্যে —

৫৩ রেশমে ও ফুলতোলা রেশমে সজ্জিত : পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে।

৫৪ এইভাবেই। আর তাদের সম্মিলিত করবো সুন্দরী আয়তলোচনাদের সঙ্গে।

৫৫ সেখানে তারা চাইবে প্রত্যেক ফল নিরাপত্তায় ;

৫৬ সেখানে তারা আস্বাদ করবে না মৃত্যু প্রথম মৃত্যু ব্যতীত ; আর আমি তাদের রক্ষা করবো দোযখের শাস্তি থেকে ;—

৫৭ তোমার পালয়িতা থেকে অনুগ্রহ-প্রাচুর্য ; এইই মহাসাফল্য।

৫৮ আর আমি একে তোমার রসনায় সহজ করেছি যেন তারা মন দিতে পারে।

৫৯ সেজন্য অপেক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ তারা অপেক্ষা করছে।

আল্‌-জাসিয়াহ্‌

[কোর্‌আন শরীফের ৪৫ সংখ্যক সূরা আল্‌-জাসিয়াহ — নতজানু। এই সূরায় ২৮ আয়াতে ওই শব্দটি আছে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্—প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্‌।

২ গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্‌ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৩ নিঃসন্দেহ আকাশে ও ধরণীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য ;

৪ আর তোমাদের সৃষ্টিতে আর প্রাণীদের থেকে তিনি যাদের ছড়িয়ে দেন — তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা সুনিশ্চিত ;

৫ আর রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে, আর আল্লাহ্‌ যে জীবিকা পাঠান আকাশ থেকে, তার পর তার দ্বারা পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করেন তার মৃত্যুর পরে, আর বাতাসের পরিবর্তনে, নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বোঝে।

৬ এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যা আমি তোমার কাছে আবৃত্তি করি সত্যের সঙ্গে। তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর নির্দেশাবলীর পরে কোন্‌ ব্যাপারে তারা বিশ্বাস করবে ?

৭ হতভাগ্য প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপী—

৮ যে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী শোনে যখন (তা) তার কাছে আবৃত্তি করা হয়, তার পর অহঙ্কার দেখিয়ে চলে যেন সেসব সে শোনে নি। সেজন্য তাকে সংবাদ দাও কঠিন শাস্তির।

৯ আর যখন যে আমার কোনো আয়াতের কথা জানে সে তা তামাশা ব'লে গ্রহণ করে। এরাই তারা যাদের জন্য আছে শাস্তি লাঞ্ছনাকর।

১০ তাদের সামনে জাহান্নাম, আর তারা যা অর্জন করেছে তার কিছুই তাদের কাজে আসবে না — তারাও না আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের তারা গ্রহণ করেছিল রক্ষাকারী বন্ধুরূপে। আর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

১১ এইই পথনির্দেশ ; আর যারা তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি অপবিত্রতার জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আল্লাহ্‌ তিনি যিনি তোমাদের সেবারত করেছেন সমুদ্রকে যেন জাহাজগুলো তাতে চলতে পারে তাঁর আদেশে, আর যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহপ্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

১৩ আর তিনি তোমাদের সেবারত করেছেন যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে — সব তাঁর থেকে ; নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

১৪ যারা বিশ্বাস করে তাদের বলো তারা তাদের ক্ষমা করুক যারা আল্লাহ্‌র দিনের আশা করে না, যেন তিনি (আল্লাহ্) লোকদের প্রতিদান দিতে পারেন তারা যা উপার্জন করে তার জন্য।

১৫ যে কেউ ভালো কাজ করে তা তার অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ মন্দ করে তা তার বিরুদ্ধে। তার পর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের পালয়িতার কাছে।

১৬ আর নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের দিয়েছিলাম গ্রন্থ আর জ্ঞান আর নবীত্ব, আর তাদের জীবিকা দিয়েছিলাম যা ভালো তা থেকে, আর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম বিশ্বজগতে।

১৭ আর আমি তাদের দিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদের্শসমূহ। কিন্তু তারা মতভেদ করে নি, নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের ফলে, যে পর্যন্ত না তাদের লাভ হয়েছিল জ্ঞান। নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা কেয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে বিচার করবেন তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিল সে বিষয়ে।

১৮ তার পর আমি তোমাকে স্থাপিত করেছি আদেশের স্পষ্ট ধারার উপরে ; সেজন্য তার অনুসরণ করো, আর তাদের কামনার বশীভূত হ'য়ো না যারা জানে না।

১৯ নিঃসন্দেহ তারা আদৌ তোমার কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ; আর নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা পরস্পরের বন্ধু ; আর আল্লাহ্ তাদের বন্ধু যারা সীমারক্ষা করে।

২০ এইই মানুষদের জন্য স্পষ্ট সতর্কীকরণ, আর পথনির্দেশ, আর করুণা, সেই লোকদের জন্য যারা নিঃসন্দেহ।

২১ না — যারা মন্দ কাজ করেছে তারা কি ভাবে যে আমি তাদের সমতুল্য করবো তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে — তাদের জীবন ও তাদের মৃত্যু কি তুল্য হবে? মন্দ তাদের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ আর আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে আর যেন প্রত্যেক প্রাণকে দেওয়া হয় যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২৩ তাকে কি তুমি দেখেছ যে তার কামনাকে গ্রহণ করেছে তার উপাস্যরূপে? আর আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন জেনে, আর একটি মোহর মেরে দিয়েছেন তার কানের উপরে আর তার হৃদয়ের উপরে আর একটি আবরণ দিয়েছেন তার চোখের উপরে। কে তবে তাকে চালিত করতে পারে আল্লাহ্‌র পরে? তবে তোমরা কি স্মরণ করবে না?

২৪ আর তারা বলে : আমাদের এই সংসারের জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই — আমরা বাঁচি আর আমরা মরি, আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না সময় ভিন্ন। আর এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমান করে।

২৫ আর যখন আমার স্পষ্ট নির্দেশাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয়, তাদের যুক্তি আর কিছু নয় এ ভিন্ন যে তারা বলে : আমাদের পিতাপিতামহদের ফিরিয়ে আনো যদি সত্যবাদী হও।

২৬ বলো : আল্লাহ্ তোমাদের জীবন দেন, তার পর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তার পর তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন কেয়ামতের দিনে — এতে নেই কোনো সন্দেহ। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ আর আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র ; আর সেইদিন যখন সেই সময় আসবে সেদিন তারা ধ্বংস হবে যারা মিথ্যার অনুসরণ করে।

২৮ আর তুমি দেখবে প্রত্যেক জাতি নতজানু হয়েছে, প্রত্যেক জাতিকে ডাকা হবে তার (কার্যাবলীর) বিবরণের দিকে : আজ তোমরা প্রতিদান পাবে যা করেছিলে তার :

২৯ এই আমার বিবরণ যা তোমাদের বিরুদ্ধে বলে ন্যায়ের সঙ্গে, নিশ্চয় আমি লিখে রেখেছি তোমরা যা করেছিলে ;

৩০ তার পর যারা বিশ্বাস করেছিল ও ভালো কাজ করেছিল, তাদের পালয়িতা তাদের প্রবেশ করাবেন তাঁর করুণায় ; এইই উজ্জ্বল সাফল্য।

৩১ আর যারা অবিশ্বাস করেছিল — কী আমার নির্দেশাবলী কি তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় নি ? কিন্তু তোমরা ছিলে গর্বিত, আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়,

৩২ আর যখন বলা হয়েছিল : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর সেই সময় সম্বন্ধে — কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে, তোমরা বলেছিলে : আমরা জানি না কি সেই সময়, আর তাকে মনে করি না অনুমান ভিন্ন, আর আমরা আদৌ সুনিশ্চিত নই।

৩৩ আর তারা যা করেছিল তার মন্দ ফল তাদের জন্য প্রত্যক্ষ হবে আর যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের ঘিরবে।

৩৪ আর বলা হবে : আজ আমি তোমাদের পরিত্যাগ করেছি যেহেতু আজকার দিনের একত্রিত হওয়াকে তোমরা অবহেলা করেছিলে, আর তোমাদের বাসস্থান আগুন, আর তোমাদের জন্য নেই কোনো সহায়,

৩৫ এই জন্য যে তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী গণ্য করেছিলে তামাশা বলে, আর এই সংসারের জীবন তোমাদের ভুলিয়েছিল। অতএব সেইদিন তাদের সেখান থেকে আনা হবে না, তাদের প্রতি সদয়তাও করা হবে না।

৩৬ সেজন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (যিনি) আকাশের পালয়িতা ও পৃথিবীর পালয়িতা আর বিশ্বজগতের পালয়িতা ;

৩৭ আর তাঁরই আকাশে ও পৃথিবীতে যে মহিমা (রয়েছে), আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

আল্‌-আহ্‌ফাক

[আল্‌-আহ্‌কাফ কোর্‌আন শরীফের ৪৬ সংখ্যক সূরা, এর অর্থ, বালির পাহাড়। এই শব্দটি আছে এই সূরার ২১ আয়াতে।

এটি হা-মীম্‌ শীর্ষক সূরাগুলির শেষ সূরা। এটি মধ্যমক্কীয়, তবে এরা কয়েকটি আয়াত মদিনীয়।]

ষড়বিংশ খণ্ড

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হা-মীম্‌ — প্রশংসিত মহিমময় আল্লাহ্‌।

২ গ্রন্থের অবতরণ আল্লাহ্‌ থেকে (যিনি) মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৩ আমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করি নি, আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে, সত্যের সঙ্গে ভিন্ন, আর একটি নির্ধারিত কালের জন্য ; আর যারা অবিশ্বাস করে তারা ফিরে দাঁড়ায় তা থেকে যে সম্বন্ধে তাদের সাবধান করা হয়।

৪ বলো : তোমরা কি ভেবেছ তার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ ভিন্ন যা তোমরা ডাকো ? দেখাও আমাকে পৃথিবীর কি তারা সৃষ্টি করেছে, অথবা আকাশে তাদের একটি অংশ আছে কি ? এর পূর্বের একটি গ্রন্থ আমার কাছে আনো, অথবা জ্ঞানের কিছু নিদর্শন (তোমাদের উক্তির সমর্থনে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫ আর কে বেশি বিপথে গেছে তার চাইতে যে আল্লাহ্‌ ভিন্ন তাদের ডাকে যারা তার (ডাকের) জবাব দেবে না কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ; আর তারা বেখেয়াল তাদের ডাক সম্বন্ধে ?

৬ আর যখন মানুষদের একত্রিত করা হবে তারা হবে তাদের শত্রু আর অস্বীকার করবে (তাদের যে) আরাধনা করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে।

৭ আর যখন আমার স্পষ্ট নিদের্শাবলী তাদের কাছে আবৃত্তি করা হয়, যারা অবিশ্বাস করে, তারা সত্য যখন তাদের কাছে আসে, তখন বলে : এ স্পষ্ট জাদু।

৮ না — তারা বলে : সে তা তৈরি করেছে। বলো : যদি আমি তৈরি করে থাকি, তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্‌র-তরফ-থেকে-আসা কিছুর উপর কোনো কর্তৃত্ব করো না ; তিনি যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে ; আর তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৯ বলো : আমি পয়গাম্বরদের মধ্যে নতুন কিছু নই, আর আমি জানি না আমরা প্রতি অথবা তোমাদের প্রতি কি করা হবে, আমি আর কিছুর অনুসরণ করি না আমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয় তা ভিন্ন, আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নই।

১০ বলো: ভেবেছ কি — এ (এই গ্রন্থ) যদি হয় আল্লাহ্ থেকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করছ, আর ইসরাইলবংশীয়দের একজন[১] এর মতো কিছুর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে আর বিশ্বাস করেছে, আর তোমরা অহঙ্কার পূর্ণ, তবে (কি হবে তোমাদের দশা)? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অন্যায়কারী লোকদের চালিত করেন না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে : যদি এটি হোতো ভালো-কিছু তবে তাতে তারা আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতো না। আর যেহেতু তারা চায় না যে এর দ্বারা তারা ঠিক পথে চালিত হবে তারা বলে : এ এক পুরাতন মিথ্যা।

১২ আর এর পূর্বে মূসার গ্রন্থ ছিল একটি পথনির্দেশ আর একটি করুণা, আর এই গ্রন্থ তাকে সমর্থন করছে আরবী ভাষায়, যেন এটি সতর্ক করতে পারে তাদের যারা অন্যায়কারী, আর সুসংবাদ দেয় কল্যাণকারীদের।

১৩ নিঃসন্দেহ যারা বলে : আমাদের প্রভু আল্লাহ্, আর তার পর ঠিক পথে চলে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখও করবে না।

১৪ এরাই বেহেশ্‌তের বাসিন্দা, থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে — তারা যা করেছে তার প্রতিদান।

১৫ আর আমি মানুষদের জন্য প্রশস্ত বলেছি তাদের পিতামাতার প্রতি ভালো করা ; তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল কষ্টের সঙ্গে আর কষ্টের সঙ্গে সে তাকে জন্ম দিয়েছিল, আর তাকে ধারণ আর তার স্তন্য দান চলে ত্রিশ মাস, যে পর্যন্ত না সে তার পরিণতি লাভ করে চল্লিশ বৎসর বয়সে, (তখন) সে বলে : হে আমার পালয়িতা আমাকে উদ্বুদ্ধ করো যেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি সেই অনুগ্রহের জন্য যার দ্বারা তুমি সম্মানিত করেছ আমাকে আর আমার পিতামাতাকে, আর যেন আমি ভালো কাজ করতে পারি যা তোমাকে খুশি করে, আর আমার সন্তানদের সম্পর্কে আমার প্রতি কল্যাণ করো ; আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের অন্তর্গত যারা আত্মসমর্পণ করে।

১৬ এরাই তারা যাদের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করি তারা যা করেছে তার যা শ্রেষ্ঠ, আর উপেক্ষা করি তাদের মন্দ কাজ — (তারা) বেহেশ্‌তের বাসিন্দাদের দলের। (এই) সত্যের প্রতিশ্রুতি যা তাদের কাছে করা হয়েছিল।

১৭ আর যে তার পিতামাতাকে বলে : আঃ, জ্বালাতন করলে — তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে আমাকে আনা হবে যখন বহু পুরুষ গত হয়ে গেছে আমার পূর্বে? আর তারা দুজনেই প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র সাহায্যের জন্য : দুর্ভাগ্য তোমার, বিশ্বাস করো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু যে বলে : এ আর কিছু নয় সেকালের লোকদের কাহিনী ব্যতীত।

---

১ আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম নামক মদিনার একজন বিদ্বান্ ইহুদি কোর্‌আনের সত্যতায় বিশ্বাস ক'রে মুসলমান হয়েছিল -- তার কথা এখানে বলা হয়েছে, এই এর সাধারণ ব্যাখ্যা।

১৮ এরাই তারা তাদের পূর্বে–গত–হয়ে–যাওয়া জিন ও মানুষদের মধ্যে যাদের সম্বন্ধে বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে; নিঃসন্দেহ তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯ আর সবার জন্য আছে স্তর, তারা যা করেছে সেই অনুসারে, যেন তিনি তাদের প্রতিদান দিতে পারেন তাদের কাজের জন্য ; আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২০ আর সেইদিন যারা অবিশ্বাসী তাদের যখন আগুনের সামনে আনা হবে (তাদের বলা হবে) : তোমাদের ভালো জিনিস তোমরা উড়িয়ে দিয়েছিলে তোমাদের দুনিয়ার জীবনে আর সেখানে আরাম চেয়েছিলে, সেজন্য আজ তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দিয়ে যেহেতু তোমরা দেশে গর্বিত ছিলে অযথা আর যেহেতু তোমরা সীমা অতিক্রম করেছিলে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ আর আদ্‌দের ভাইকে স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর জাতিকে সর্তক করেছিলেন বালির পাহাড়ের অঞ্চলে ; আর নিঃসন্দেহ সতর্ককারীরা এসেছিলেন তাঁর পূর্বে ও তাঁর পরে এই বলে : আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো বন্দনা ক'রো না, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি।

২২ তারা বলেছিল : তুমি কি এসেছ আমাদের উপাস্যদের থেকে আমাদের ফেরাতে? তাহলে আমাদের কাছে আনো যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদীদের দলের হও।

২৩ তিনি বলেছিলেন : জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে, আর আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই যে বাণী দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা একটি অজ্ঞ দল।

২৪ এর পর যখন তারা তা দেখলে এক নিবিড় মেঘ হয়ে তাদের উপত্যকাগুলির দিকে আসছে, তারা বললে : এ এক মেঘ, আমাদের জন্য আনছে বৃষ্টি। না — এ তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে — এক বাতাসের ঝাপটা যাতে আছে কঠিন শাস্তি —

২৫ ধ্বংস করবে সব কিছু এর পালয়িতার আদেশে ; ফলে তারা এমন হোলো যে তাদের ঘরগুলি ভিন্ন আর কিছু দেখা গেল না। এইভাবে আমি প্রতিদান দিই অপরাধী লোকেদের।

২৬ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তেমনভাবে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করি নি ; আর আমি তাদের দিয়েছিলাম কান, আর চোখ, আর হৃদয় ; কিন্তু তাদের কান আর তাদের চোখ আর তাদের হৃদয় তাদের কাজে আসে নি কিছুই যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী ; আর যা তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের ঘিরেছিল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের চারপাশের শহরগুলোকে ধ্বংস করেছি, আর নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করেছি যেন তোমরা ফিরতে পারো।

২৮ তবে কেন তারা তাদের সাহায্য করে নি আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তারা গ্রহণ করেছিল উপাস্যরূপে (তাঁর) নিকটবর্তী হবার জন্য? না — তারা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল ; আর এ ছিল তাদের মিথ্যা, আর (মিথ্যা ছিল) যা তারা তৈরি করেছিল।

২৯ আর যখন আমি জিনদের এক দলকে তোমার দিকে ফিরিয়েছিলাম যারা কোর্‌আন শুনেছিল, আর যখন তারা এর সামনে এসেছিল, বলেছিল : চুপ করো, তার পর যখন তা শেষ করা হয়েছিল তারা ফিরে গিয়েছিল তাদের লোকেদের কাছে সতর্ককারী হয়ে।

৩০ তারা বলেছিল : হে আমাদের জাতি, নিঃসন্দেহ আমরা একটি গ্রন্থ শুনেছি (যা) অবতীর্ণ মূসার পরে — এর পূর্বে যা আছে তা সমর্থন ক'রে আর চালিত করে একটি সরল পথের দিকে ;

৩১ হে আমার জাতি, উত্তর দাও এই আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর (ডাকে) আর তাঁতে (আল্লাহ্‌তে) বিশ্বাস করো, তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমা করবেন তোমাদের কিছু কিছু অপরাধ আর তোমাদের রক্ষা করবেন এক কঠিন শাস্তি থেকে।

৩২ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর (ডাকের) উত্তর দেয় না সে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না পৃথিবীতে, আর তোমরা তাঁকে ভিন্ন পাবে না কোনো রক্ষাকারী বন্ধু ; এরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

৩৩ তারা কি দেখে নি যে আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর ক্লান্ত হন নি তার দ্বারা তিনি সক্ষম মৃতকে জীবন দিতে? হাঁ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৩৪ আর সেইদিন, যারা অবিশ্বাস করে তাদের যখন আগুনের সামনে আনা হবে ; (তাদের বলা হবে) : একি সত্য নয়? তারা বলবে : হাঁ — আমাদের পালয়িতার শপথ! তিনি বলবেন : তবে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

৩৫ সেজন্য ধৈর্য ধরো যেমন ধৈর্য ধরেছিলেন বাণীবাহকদের মধ্যে যাঁরা বীরহৃদয় তাঁরা ; আর তাদের জন্যে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। সেই দিন যখন তারা দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে (তাদের মনে হবে) যেন তারা দিনমানের এক ঘড়ির বেশি দেরি করে নি। পূর্ণাঙ্গ বাণী। তবে কেউ কি বিধ্বস্ত হবে সীমা অতিক্রমকারী লোকেরা ব্যতীত।

•

মোহম্মদ

[কোর্‌আন শরীফের ৪৭ সংখ্যক সূরা মোহম্মদ—হযরতের নামের উল্লেখ আছে এর দ্বিতীয় আয়াতে।

এটি মদিনীয় এই অনেকের মত—প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধের পূর্বে এটি অবতীর্ণ হয়। এর ১৮ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাবার কালে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ যারা অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) ফেরায়, তিনি তাদের কাজ বৃথা করবেন।

২ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আর মোহম্মদের উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে—আর তা তাদের পালয়িতা থেকে আসা সত্য—তিনি তাদের মন্দ থেকে তাদের মুক্তি দেবেন, আর তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করবেন।

৩ এ এইজন্য যে যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার অনুবর্তী হয়, আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের পালয়িতা থেকে আসা সত্যের অনুবর্তী হয়। এইভাবে আল্লাহ্‌র মানুষদের সামনে বিবৃত করেন তাদের দৃষ্টান্তগুলো।

৪ সেজন্য যখন অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হও তখন গর্দান মারা (চলবে) যে পর্যন্ত না তাদের পর্যুদস্ত করেছ, তার পর মজবুত করে বন্দী করা ; আর তার পর হয় সদয়ভাবে মুক্তিদান, না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ, যে পর্যন্ত না যুদ্ধ তার (অস্ত্রের) ভার নামায়। এই্ই (বিধান), আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তাদের প্রতিফল দিতে পারতেন (তোমাদের সাহায্য না নিয়ে) ; কিন্তু (এই বিধান হয়েছে) তিনি তোমাদের কারো দ্বারা কারো পরীক্ষা করবেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তিনি তাদের কাজকে কখনো লক্ষ্যহারা হতে দেবেন না ;

৫ তিনি তাদের চালিত করবেন আর উন্নত করবেন তাদের অবস্থা,

৬ আর তাদের উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যা তিনি তাদের জ্ঞাত করেছেন।

৭ হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সহায় হও, তিনি তোমাদের সহায় হবেন, আর তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করবেন।

৮ আর যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আছে ধ্বংস, আর তাদের কাজকে তিনি বৃথা করেছেন।

৯ এ এইজন্য যে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি তারা বিমুখ, সেজন্য তিনি তাদের কাজকে অর্থহীন করেছেন।

১০ তারা কি দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখেনি কি হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম? আল্লাহ্ তাদের উপরে এনেছিলেন ধ্বংস আর অবিশ্বাসীরা তুল্য-কিছু লাভ করবে।

১১ এ এই হেতু যে আল্লাহ্ হচ্ছেন বিশ্বাসীদের রক্ষাকারী বন্ধু, আর এই হেতু যে অবিশ্বাসীদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধ থাকবে না তাদের জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী; আর যারা অবিশ্বাস করে তারা সুখভোগ করে ও খায় যেমন খায় পশুরা, আর আগুন তাদের আবাসস্থল।

১৩ আর কত শহর যা ছিল আরো বেশি শক্তিশালী তোমার শহরের চাইতে যা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমি তাদের ধ্বংস করেছি; আর তাদের ছিল না কোনো সহায়।

১৪ যে তার প্রভুর কাছে থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে সে কি তাদের মতো যাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে যা তারা করে, আর তারা অনুসরণ করে তাদের কামনা?

১৫ সীমা রক্ষাকারীদের যে উদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার উপমা এই: তাতে আছে পানির নদী যা পরিবর্তিত হয় না, আর দুধের নদী যার স্বাদ বদলায় না, আর মদিরার নদী যারা পান করে তাদের তৃপ্তিকর, আর ছাঁকা মধুর নদী; আর তাদের জন্য সেসবে আছে সব ফল, আর তাদের পালয়িতার তরফ থেকে ক্ষমা। (এরা কি) তাদের মতো যারা আগুনে স্থায়ীবাসী আর যাদের পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তা ছিড়ে ফেলবে তাদের নাড়ী?

১৬ আর তাদের মধ্যে আছে কিছু লোক যারা তোমার কথা শোনে যে পর্যন্ত না তারা তোমার কাছে থেকে চলে যায়, তখন, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের তারা জিজ্ঞাসা করে: তিনি তখন যা বললেন তা কি? এরাই তারা যাদের হৃদয়ের উপরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারা তাদের কামনার অনুসরণ করে।

১৭ আরা যারা পথে চলে, তিনি বাড়িয়ে দেন তাদের সুগতি আর তাদের দেন তাদের সীমারক্ষা।

১৮ তারা কি তবে আর কিছুর প্রতীক্ষা করে সেই সময় ব্যতীত যেন তা তাদের কাছে আসে অতর্কিতে? আর তার চিহ্নাবলী এসে পড়েছে, কিন্তু যখন তা তাদের উপরে এসে পড়বে তখন কেমনভাবে সেই স্মরণ করানোকে তারা নেবে।[১]

১৯ সেজন্য জানো যে আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্য নেই, আর তোমার দোষক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো—আর বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীদের (দোষক্রটির) জন্য, আর আল্লাহ্ জানেন তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা আর তোমাদের বাসের জায়গা।

---

১ হাদিসে উক্ত হয়েছে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত যখন মক্কা ত্যাগ করে সজলচোখে শেষবারের মতো তার দিকে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ আর যারা বিশ্বাস করে তারা বলে : কেন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় নি? কিন্তু যখন একটি আদেশপূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়, আর তাতে যুদ্ধের উল্লেখ আছে, তখন যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি তাদের তুমি দেখো তোমার দিকে তাকাচ্ছে তার মতো যে মূর্ছা যাচ্ছে। অতএব হতভাগ্য তারা।

২১ অনুবর্তিতা ও সদয় বাক্য (ছিলো ভালো) ; কিন্তু যখন ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে গেছে তখন তাই নিঃসন্দেহ তাদের জন্য ভালো হবে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যপরায়ণ থাকে।

২২ তোমাদের যদি শাসনভার দেওয়া যায় তবে কি তোমরা দেশে অহিত করবে আর তোমাদের রক্ত–সম্পর্ক ছিন্ন করবে?

২৩ এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেছেন, সেজন্য তিনি তাদের বধির করেছেন আর তাদের চোখ অন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

২৪ তারা কি তবে কোর্‌আন সম্বন্ধে ভাববে না? অথবা হৃদয়গুলোর উপরে তালা দেওয়া কি?

২৫ নিঃসন্দেহ যারা তাদের পিঠ ফেরায় পথনির্দেশ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হবার পরে তাদের জন্য শয়তান এটি একটি হাল্কা ব্যাপার করেছে। আর তিনি তাদের বিরাম দিচ্ছেন।

২৬ এ এইজন্য যে যারা ঘৃণা করে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তাদের বলে : আমরা তোমাদের অনুবর্তী হবো কিছু কিছু ব্যাপারে ; আর আল্লাহ্ জানেন তাদের গোপন কথা।

২৭ কিন্তু কেমন হবে যখন ফেরেশ্‌তারা তাদের একত্রিত করবে তাদের মুখে ও তাদের পিঠে আঘাত ক'রে?

২৮ এ এইজন্য যে তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহ্‌কে রুষ্ট করে আর তাঁর সন্তোষের প্রতিকূল, সেজন্য তিনি তাদের কাজ বৃথা করেছেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৯ অথবা যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি তারা কি ভাবে যে আল্লাহ্ বাইরে আনবেন না তাদের বিদ্বেষ?

৩০ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে আমি তাদের তোমাকে দেখাতাম তার ফলে তুমি নিশ্চয়ই তাদের চিনতে পারতে তাদের লক্ষণের দ্বারা। আর নিঃসন্দেহ তুমি তাদের জানবে (তাদের) কথার ইঙ্গিতের দ্বারা ; আর আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমাদের কাজ সম্বন্ধে।

৩১ আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো যে পর্যন্ত না তোমাদের (মধ্যেকার) তাদের আমি জেনেছি যারা সংগ্রামশীল আর ধৈর্যবান, আর তোমাদের সম্বন্ধে বিবরণ পরীক্ষা করেছি।

৩২ নিঃসন্দেহ্ যারা বিশ্বাস করে ; আর ফিরে যায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে আর রসুলের বিরোধী হয় পথনির্দেশ তাদের কাছে স্পষ্ট হবার পরে, তারা আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারে না কিছুই, আর তিনি তাদের কাজ বৃথা করবেন।

৩৩ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হও আর বাণীবাহকের অনুবর্তী হও, তোমাদের কাজ বিফল ক'রো না।

৩৪ নিঃসন্দেহ্ যারা বিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরে যায়, আর তার পর প্রাণত্যাগ করে অবিশ্বাসী রূপে, তাদের আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না।

৩৫ আর অবসাদগ্রস্ত হ'য়ো না আর শান্তির জন্য (কাতর) প্রার্থনা ক'রো না আর তোমরাই হবে উপরহাত, আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আর তিনি তোমাদের কাজ বিফল করবেন না।

৩৬ এই সংসারের জীবন মাত্র খেলা ও আমোদপ্রমোদ, আর যদি বিশ্বাসী হও ও সীমারক্ষা করো তবে তিনি দেবেন তোমাদের প্রাপ্য, আর তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের ধনসম্পদ চাইবেন না।

৩৭ আর যদি তোমাদের থেকে তা চান আর তোমাদের অনুনয় করেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে, আর তিনি প্রকাশ করবেন তোমাদের বিতৃষ্ণা।

৩৮ নিঃসন্দেহ্ তোমরা তারা যাদের আহ্বান করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য, কিন্তু তোমাদের মধ্যে আছে কিছু লোক যারা কৃপণতা করে, আর যে কৃপণতা করে সে কৃপণতা করে তার অন্তরাত্মার বিরুদ্ধে, আর আল্লাহ্ ধনাঢ্য আর তোমরা নিঃস্ব ; আর যদি তোমরা ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদের স্থানে আনবেন অন্য লোকদের, আর তারা তোমাদের মতন হবে না।

আল্‌-ফত্‌হ্‌

[আল্‌-ফত্‌হ্‌—বিজয়—কোর্‌আন শরীফের ৪৮ সংখ্যক সূরা। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে (ষষ্ঠ হিজরিতে) এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। হোদায়বিয়ায় মুসলমান ও কোরেশ্‌দের মধ্যে একটি শান্তিরক্ষার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তার কয়েকটি শর্ত মুসলমানেরা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার পর ঐশীবাণীতে বলা হয়, এটি হোলো হযরতের জন্য এক উজ্জ্বল বিজয়। এটি তেমন বিজয়ই হয়েছিল। কেন না, এই সন্ধির ফলে অমুসলমানেরা ইসলামের মহৎ আদর্শ বুঝে দেখবার সময় পেল ও অল্প দিনেই তারা অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলো।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ তোমাকে বিজয় দিয়েছি—একটি উজ্জ্বল বিজয়।

২ যেন আল্লাহ্‌ ক্ষমা করতে পারেন তোমার বিগত দিনের দোষ ত্রুটি ও আগামী দিনের দোষত্রুটি আর যেন পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন তোমার উপরে তাঁর অনুগ্রহ, আর যেন তোমাকে চালিত করতে পারেন সরল পথে —

৩ আর যেন আল্লাহ্‌ তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এক প্রবল সাহায্য দিয়ে।

৪ তিনিই সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেছিলেন বিশ্বাসীদের অন্তরে যেন তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আরো বিশ্বাসের যোগ হতে পারে ; আর আকাশের ও পৃথিবীর সব সেনাদল আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্‌ চিরজ্ঞাতা, জ্ঞানী —

৫ যেন তিনি বিশ্বাসীদের ও বিশ্বাসিনীদের প্রবেশ করাতে পারেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, সেসবে স্থায়ী ভাবে বাস করার জন্য, আর যেন তাদের থেকে দূর করতে পারেন তাদের পাপ ; আর আল্লাহ্‌র সমীপে এটি এক মহাসাফল্য—

৬ আর যেন শাস্তি দিতে পারেন কপট পুরুষদের ও নারীদের আর বহুদেববাদী পুরুষদের ও নারীদের—আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে যারা গর্হিত চিন্তা পোষণ করে ; তাদের জন্য অকল্যাণের চক্র ঘোরে, আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ক্রোধ করেছেন, আর তাদের অভিসম্পাত করেছেন, আর তাদের জন্য তৈরি করেছেন জাহান্নাম—মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

৭ আর আকাশের ও পৃথিবীর সেনাদল আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্‌ চিরশক্তিমান জ্ঞানী।

৮ নিঃসন্দেহ তোমাকে আমি পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতারূপে আর সতর্ককারীরূপে —

৯ যেন তোমরা আল্লাহ্‌ আর তাঁর বাণীবাহককে বিশ্বাস করতে পারো আর তাঁকে সাহায্য ও সম্মান করতে পারো, আর যেন তাঁর (আল্লাহ্‌র) মহিমা ঘোষণা করতে পারো প্রাতে ও সন্ধ্যায়।

১০ নিঃসন্দেহ যারা তোমার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তারা আল্লাহ্‌রই কাছে আনুগত্য স্বীকার করে—আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে ; সেজন্য যে কেউ (তার প্রতিজ্ঞা) ভঙ্গ করে সে তা ভঙ্গ করে তার অন্তরাত্মারই অকল্যাণরূপে, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ যেসব বেদুঈন আরব পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা তোমাকে বলবে : আমাদের সম্পত্তি ও আমাদের পরিজন আমাদের ব্যাপৃত রেখেছিল, সেজন্য আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা তাদের জিহ্বা দিয়ে তাই বলে যা নেই তাদের অন্তরে। বলো : আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কে তোমাদের জন্য কিছু করবার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি তোমাদের অপকার করতে চান অথবা উপকার করতে চান? না, আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

১২ না, তোমরা বরং ভেবেছিলে যে পয়গাম্বর ও বিশ্বাসীরা কখনো তাদের পরিজনের কাছে ফিরে আসবে না ; আর তোমাদের অন্তরে এটি রূপ পেয়েছিল, আর তোমরা কুচিন্তা পোষণ করেছিলে—আর তোমরা একটি অপদার্থ দল।

১৩ আর যে কেউ আল্লাহ্‌তে আর তাঁর পয়গাম্বরে বিশ্বাস করে না—নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তৈরি করেছি জ্বলন্ত আগুন।

১৪ আর আল্লাহ্‌রই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব ; তিনি ক্ষমা করেন যাকে খুশি আর শাস্তি দেন যাকে খুশি ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৫ যখন তোমরা যুদ্ধেলব্ধ দ্রব্য হস্তগত করতে যাত্রা করবে তখন যাদের পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল তারা বলবে : আমাদের তোমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দাও। তারা আল্লাহ্‌র বাণী বদলাতে চায়। বলো : কিছুতেই তোমরা আমাদের অনুগামী হতে পারবে না—পূর্বে আল্লাহ্ এই বলেছেন। কিন্তু তারা বলবে : তোমরা আমাদের ঈর্ষা করো। না তারা অল্প বৈ বোঝে না।

১৬ যাদের পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেই বেদুঈন আরবদের বলো : শীগগিরই তোমাদের ডাকা হবে এক প্রবল জাতির বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর যদি তোমরা অনুগত হও তবে আল্লাহ্ তোমাদের দেবেন এক উত্তম পুরস্কার ; আর যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বে যেমন বিমুখ হয়েছিলে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের দেবেন কঠিন শাস্তি।

১৭ দোষ নেই অন্ধের, দোষ নেই খঞ্জের, দোষ নেই রুগ্‌ণের (যদি তারা যুদ্ধে না যায়) আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও তাঁর পয়গাম্বরের অনুগত হয় তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, আর যে কেউ বিমুখ হয় তিনি তাকে শাস্তি দেবেন কঠোরভাবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন যখন তারা বৃক্ষতলে[১] তোমার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, আর তিনি (আল্লাহ্) জ্ঞাত ছিলেন কি ছিল তাদের অন্তরে ; সেজন্য তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলেন সান্ত্বনা আর তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন অবিলম্বিত বিজয়[২]—

১৯ আর প্রচুর যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী যা তারা গ্রহণ করবে, আর আল্লাহ্ চিরশক্তিমান, জ্ঞানী।

২০ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন প্রচুর যুদ্ধেলব্ধ দ্রব্য যা তোমরা গ্রহণ করবে, আর এইটি তিনি তোমাদের দিয়েছেন অগৌণে, আর তোমাদের থেকে লোকদের হাত ঠেকিয়ে রেখেছেন যেন এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি নিদর্শন হতে পারে—আর যেন তিনি তোমাদের চালিত করতে পারেন এ সরল পথে—

২১ এবং আরো (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) যা তোমরা এখনও আয়ত্ত করতে পারো নি[৩] নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে ঘিরে আছেন আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বিদ্যমান।

২২ আর যারা অবিশ্বাসী তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে নিঃসন্দেহ তারা পিঠ ফেরাবে ; তখন তারা পাবে না কোনো রক্ষক অথবা কোনো সহায়।

২৩ এই আল্লাহ্‌র ধারা যা পূর্বেও দেখা গেছে, আর আল্লাহ্‌র ধারার তোমরা কোনো পরিবর্তন পাবে না।

২৪ আর তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন মক্কা উপত্যাকায় তাদের উপরে তোমাদের বিজয় দান করার পরে ; আর আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো সব।

২৫ এরাই তারা যারা অবিশ্বাসী আর তোমাদের বাধা দিয়েছিল পবিত্র মসজিদে যেতে আর বাধা দিয়েছিল কোরবানির পশুদের তাদের গন্তব্যস্থানে পৌছোতে যদি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারী সেখানে না থাকতো, যাদের তোমরা জানো না ব'লে (যুদ্ধে) দলিতে করতে ও তাতে অজানিতভাবে তাদের প্রতি অপরাধ করে ফেলতে—আল্লাহ্‌র তাঁর করুণায় প্রবেশ করাতে পারেন যাকে খুশি—যদি (বিশ্বাসীরা ও অবিশ্বাসীরা) স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতো তবে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের আমি কঠিন শাস্তি দিতাম।

২৬ যারা অবিশ্বাসী যখন তারা তাদের অন্তরে পোষণ করলো একগুঁয়েমি—অজ্ঞতার যুগের একগুঁয়েমি—তখন আল্লাহ্ তাঁর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন তাঁর বাণীবাহক আর বিশ্বাসীদের উপরে, আর তাদের দিয়ে পালন করালেন সীমারক্ষার বাণী, আর এতে তাদের অধিকার ছিল আর এর যেগ্যি তারা ছিল ; আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে জানেন।[৪]

---

১ হোদায়বিয়ায়।

২ খয়বর বিজয়।

৩ টীকাকারবা বলেছেন, পারস্য-আদি বিজয়ের ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

৪ হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মান্য করতে মুসলমানেরা খুব ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাঁর বাণীবাহকের প্রতি স্বপ্ন সত্য প্রতিপন্ন করেছেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'লে তোমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ মস্তক মুণ্ডন ক'রে কেউ তাদের চুল কেটে, নির্ভয় হ'য়ে ; কিন্তু, তিনি জানেন যা তোমরা জানো না, সেজন্য তার পূর্বে একটি নিকটবর্তী বিজয় তিনি ঘটিয়েছেন।[৫]

২৮ তিনি তাঁর বাণীবাহককে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশসহ আর সত্যধর্মসহ যেন তিনি (আল্লাহ্‌) একে (এই ধর্মকে) সমগ্র ধর্মের উপরে বিজয়ী করতে পারেন আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৯ মোহম্মদ আল্লাহ্‌র বাণীবাহক, আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি অনমনীয় আর নিজেদের (লোকদের) মধ্যে করুণহৃদয় ; তুমি দেখবে তারা মাথা নত করছে, সেজদা করছে, আল্লাহ্‌র কৃপা ও সন্তোষ কামনা ক'রে ; তাদের চিহ্ন রয়েছে তাদের কপালের উপরে সেজদা করার চিহ্ন, তাদের এই বর্ণনা তওরাতে, তাদের (এই) বর্ণনা ইঞ্জিলে—বপন করা শস্যের মতো যা তার অঙ্কুর উদ্‌গত করে, তা পুষ্ট ও সবল হয়, আর তার কাণ্ডের উপরে ভর ক'রে দাঁড়ায় বপনকারীদের আনন্দবর্ধন ক'রে—যেন তার দ্বারা তিনি (আল্লাহ্‌) ক্ষুব্ধ করতে পারেন অবিশ্বাসীদের। যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অঙ্গীকার করছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

---

৫ হযরত স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি ও তাঁর অনুবর্তীরা হজ্ করছেন। এই স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান ক'রে তিনি প্রায় দেড় হাজার শিষ্যসহ মক্কার অভিমুখে রওনা হন ও মক্কার অদূরে হোদায়বিয়ায় উপনীত হন। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির শর্তানুসারে সে বৎসর তাঁদের হজ্ করা বন্ধ থাকে। কিন্তু হজ না ক'রে হযরত ওমর ফিরতে রাজি হন না। তাঁকেও অন্যান্য মুসলমানকে বোঝানো হয় এই বাণীর দ্বারা।

আল্-হুজরাত

[আল্-হুজরাত—বাসগৃহসমূহ কোর্আন শরীফের ৪৯ সংখ্যক সূরা। এর চতুর্থ আয়াতে এই শব্দটি আছে। এটি অবতীর্ণ হয় হিজরি নবম বৎসরে যখন ভব্য আচরণে অনভ্যস্ত বহু উপজাতি হযরতের বশ্যতা স্বীকার করতে আসে ।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে বিশ্বাসিগণ, আগ বাড়াবে না আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সামনে আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু ক'রো না নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে, আর তাঁর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা ব'লো না যেমন তোমরা পরস্পরের সঙ্গে উঁচু গলায় বলো, পাছে তোমাদের কাজ বৃথা হয় ; আর তোমরা সে বিষয়ে বেখেয়াল।

৩ নিঃসন্দেহ যারা তাদের স্বর নিচু করে আল্লাহ্‌র রসুলের সামনে, এরাই তারা যাদের হৃদয় আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন সীমা রক্ষার জন্য ; তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সুমহৎ প্রাপ্য।

৪ যারা তোমাকে ডাকে বাসগৃহগুলোর পেছনে থেকে, তাদের অনেকের কোনো বুদ্ধি নেই।

৫ আর যদি তারা ধৈর্য ধরে যে পর্যন্ত না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আসো, তবে নিঃসন্দেহ তা তাদের জন্য বেশি ভালো ; আর আল্লাহ ক্ষমশীল, কৃপাময়।

৬ হে বিশ্বাসিগণ যদি কোনো সীমা অতিক্রমকারী তোমাদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা বিচার ক'রে দেখো, পাছে তোমরা লোকেদের ক্ষতি করো অজ্ঞানে তার পর দুঃখ করো যা করেছ সেজন্য।

৭ আর জেনো যে তোমাদের মধ্যে আছেন আল্লাহ্‌র রসুল ; তিনি যদি বহু বিষয়ে তোমাদের অনুবর্তী হন তবে তোমরা নিঃসন্দেহ বিপদে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ ধর্মবিশ্বাসকে তোমাদের প্রিয় করেছেন আর তোমাদের হৃদয়ে আকর্ষণীয় করেছেন, আর তিনি তোমাদের বিতৃষ্ণাজনক করেছেন অবিশ্বাস আর সীমালঙ্ঘন আর বিদ্রোহ। এরাই তারা যারা যথার্থ ভাবে চালিত —

৮ আল্লাহ্‌র দান-প্রাচুর্যে ও অনুগ্রহে ; আর আল্লাহ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৯ আর যদি বিশ্বাসীদের দুইদল বিবাদ করে, তাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করো, কিন্তু যদি তাদের একদল অপর দলের প্রতি অন্যায় করে- তার সঙ্গে যুদ্ধ করো যে অন্যায় করে যে পর্যন্ত না তারা ফেরে আল্লাহ্‌র নির্দেশে। তার পর যদি তারা ফেরে তবে শান্তিস্থাপন করো সুবিচারের সঙ্গে আর ন্যায়সঙ্গত ভাবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ ভালোবাসেন ন্যায় আচরণকারীদের।

১০ নিঃসন্দেহ বিশ্বাসীরা (পরস্পরের) ভাই, সেজন্য শান্তিস্থাপন করো তোমাদের ভাইদের মধ্যে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ হে বিশ্বাসিগণ একদল অন্যদলকে উপহাস না করুক, হতে পারে তারা তাদের চাইতে ভালো, আর নারীরা অন্য নারীদের উপহাস না করুক, হতে পারে তারা তাদের চাইতে ভালো, আর তোমাদের নিজেদের লোকদের নিন্দা ক'রো না আর অবজ্ঞাজনকভাবে পরস্পরের নাম উল্লেখ ক'রো না ; বিশ্বাস বরণের পরে অবজ্ঞাজনক নাম মন্দ, আর যে কেউ না ফেরে, এরাই তারা যারা অন্যায়কারী।

১২ হে বিশ্বাসিগণ, সন্দেহ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাও, কেন না নিঃসন্দেহ কোনো কোনো সন্দেহ অপরাধ, আর গুপ্তচর হ'য়ো না, আর তোমাদের কেউ পরোক্ষে অপরের নিন্দা না করুক। তোমাদের কেউ কি চায় তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে? কিন্তু তোমরা তা ঘৃণা করো। আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বার বার ফেরেন (করুণায়) কৃপাময়।

১৩ হে জনগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, আর তোমাদের জাতি ও পরিবার করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত সে যে সব চাইতে ভালো সীমারক্ষাকারী। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিজ্ঞ, ওয়াকিফহাল।

১৪ যাযাবর আরবরা বলে : আমরা বিশ্বাস করি। বলো : তোমরা বিশ্বাস করো না কিন্তু বলো : আমরা আত্মসমর্পণ করি ; আর ধর্মবিশ্বাস এখনও তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি, আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও তিনি তোমাদের কাজের (পুরস্কারের) কিছুই কমাবেন না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৫ তারাই (প্রকৃত) বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে আর তাঁর রসুলে তার পর তারা সন্দেহ করে না আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে তাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন দিয়ে ; এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ।

১৬ বলো : তোমরা কি আল্লাহ্‌কে শেখাবে তোমাদের ধর্ম যখন আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু পৃথিবীতে? আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব কিছুর।

১৭ তারা যে আত্মসমর্পণ করেছে তাতে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে (এই তারা ভাবে)। বলো : তোমাদের আত্মসমর্পণ আমার প্রতি অনুগ্রহ ভেবো না, না আল্লাহ্ তোমাদের অনুগ্রহ করেছেন যেহেতু তোমাদের চালিত করেছেন বিশ্বাসে যদি তোমরা সত্যপরায়ণ হও।

১৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন আকাশে ও পৃথিবীতে যা অদৃশ্য, আর আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

কাফ

[কাফ কোর্‌আন শরীফের ৫০ সংখ্যক সূরা—সূরার সূচনায় এই অক্ষরটি আছে। এটিকে কেউ কেউ বলেছেন প্রাথমিক মক্কীয়। কেউ কেউ বলেছেন মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কাফ—সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। ভালো গৌরবান্বিত কোর্‌আনের কথা।

২ না—তারা আশ্চর্য হয় যে তাদের কাছে এসেছে তাদের মধ্যে থেকে এক সতর্ককারী, সেজন্য অবিশ্বাসীরা বলে : এ এক অদ্ভুত ব্যাপার —

৩ কী, যখন আমরা মরে গেছি আর হয়েছি ধুলো ! এ তো বহু দূর থেকে ফিরে আসা !

৪ আর আমি নিশ্চয় জানি পৃথিবী তাদের কি নিয়ে যায়, আর আমার কাছে আছে এক লেখন যা (লিখে) রাখে।

৫ না—তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, সেজন্য এখন তারা গোলমেলে দশায়।

৬ তারা কি তাদের উপরকার আকাশের দিকে তাকায় না—কেমন ক'রে আমি তা তৈরি করেছি আর তাকে শোভিত করেছি, আর তাতে নেই কোনো ফাঁক।

৭ আর পৃথিবী—তাকে আমি করেছি সমতল আর তাতে স্থাপন করেছি পাহাড়, আর তাতে আমি জন্মিয়েছি প্রত্যেক রকমের সুন্দর সুন্দর কত কি —

৮ দেখার জন্য, আর স্মারকরূপে প্রত্যেক বার-বার-ফেরা দাসের জন্য ;

৯ আর আমি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি পুণ্য জল, তার পর তার দ্বারা আমি বাড়িয়ে তুলি বাগান, আর শস্য যা কাটা হয়,

১০ আর দীর্ঘ খেজুর গাছ তাতে কাঁদিগুলো ঘনভাবে সাজানো একের উপর আর —

১১ দাসদের জন্য জীবিকা ; আর এর দ্বারা আমি মৃত জমিতে প্রাণ সঞ্চার করি। এইভাবেই হবে মৃতদের পুনর্জীবন দান।

১২ তাদের পূর্বে (অন্যেরা) প্রত্যাখ্যান করেছিল, নূহ্‌-এর লোকেরা, আর রাসের অধিবাসীরা, আর সামূদ,

১৩ আর আদ্‌, আর ফেরাউন, আর লূতের ভাইয়েরা,

১৪ আর বনের অধিবাসীরা, আর তুব্বার-র লোকেরা ; সবাই পয়গাম্বরদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, সুতরাং আমার প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছিল।

১৫ আমি কি ক্লান্ত হয়েছিলাম প্রথম সৃষ্টিকালে ? তবুও তারা সন্দেহে নতুন সৃষ্টি সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ নিঃসন্দেহ আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, আর আমি জানি তার অন্তর তাকে কি মন্ত্রণা দেয়, আর আমি তার নিকটতর তার ঘাড়ের শিরার চাইতে —

১৭ যখন দুইজন গ্রহণকারী গ্রহণ করে ডাইনে ব'সে ও বাঁয়ে ব'সে,

১৮ সে একটি কথা উচ্চারণ করে না যার জন্য নেই তার হাতের কাছে এক প্রহরী।

১৯ আর মৃত্যুর মূর্ছা সত্যই আসবে, এই তাই যা তোমরা এড়াতে চাইতে।

২০ আর শৃঙ্গধ্বনি হবে ; সেইই ভয়ের দিন।

২১ আর প্রত্যেক প্রাণ আসবে তার সঙ্গে এক চালক আর এক সাক্ষী নিয়ে।

২২ নিঃসন্দেহ তোমরা এ সম্বন্ধে ছিলে বেখেয়াল ; কিন্তু এখন আমি তোমাদের থেকে তোমাদের আবরণ সরিয়ে দিয়েছি, সেজন্য আজ তোমাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

২৩ আর তার সঙ্গী বলবে : এই আমার সঙ্গে তৈরি আছে।

২৪ তোমরা দুইজন জাহান্নামে ফেলো প্রত্যেক বিদ্রোহী অকৃতজ্ঞকে —

২৫ ভালোর নিষেধকারীকে, সীমা-অতিক্রমকারীকে, সন্দেহকারীকে —

২৬ যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে দাঁড় করায় অন্য উপাস্য, সেজন্য ফেলো তাকে কঠিন শাস্তিতে।

২৭ তার সঙ্গী বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমি তাকে বিদ্রোহী করি নি, কিন্তু সে নিজেই ছিল ভ্রান্তিতে দূরগামী।

২৮ তিনি বলবেন : আমার সামনে বচসা ক'রো না যখন আমি তোমাদের পূর্বেই সাবধান-বাণী দান করেছি :

২৯ আমার বাণী পরিবর্তিত হবে না আর আমি দাসদের প্রতি আদৌ অন্যায়কারী নই।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩০ সেদিন যখন আমি জাহান্নামে বলবো : তুমি পূর্ণ হয়েছ? আর সে বলবে : আরো আছে কি?

৩১ আর বেহেশ্‌ত্‌ তাদের নিকটবর্তী করা হবে যারা সীমারক্ষাকারী—(তা) আর দূরে নয়:

৩২ এই তা যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল—প্রত্যেকের জন্য যে বার বার ফেরে (আল্লাহ্‌র দিকে) রক্ষা করে (সীমা),

৩৩ যে করুণাময়কে ভয় করে গোপনে আর আসে একটি অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে :

৩৪ এতে প্রবেশ করো শান্তিতে, এই স্থায়ী বাসের দিন।

৩৫ তারা তাতে পাবে যা তারা ইচ্ছা করে, আর আমার কাছে আছে আরো বেশি।

৩৬ আর কত পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী, ফলে বহু অঞ্চল তারা দখল করেছিল। (আজ তাদের জন্য) কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি?

৩৭ নিঃসন্দেহ এতে আছে স্মারক তার জন্য যার হৃদয় আছে, অথবা যে কান দেয় আর সে সাক্ষ্য বহন করে।

৩৮ আর নিঃসন্দেহ আমি আকাশ ও পৃথিবী আর তাদের মধ্যে যা আছে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, আর কোনো ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নি।

৩৯ সেজন্য ধৈর্য ধরো তারা যা বলে তাতে, আর তোমার পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন করো সূর্যোদয়ের পূর্বে আর (তার) অস্তগমনের পূর্বে।

৪০ আর রাত্রে তাঁর মহিমা কীর্তন করো, আর সেজদা করার পরে।

৪১ আর শোনো সেইদিন যখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে একটি কাছের জায়গা থেকে ;

৪২ যে দিন তারা সত্যই ঘোষণা শুনবে সেইদিন (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার দিন।

৪৩ নিশ্চয় আমি জীবন দিই আর মৃত্যু ঘটাই, আর আমারই কাছে শেষ আসা—

৪৪ যেদিন পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হবে তাদের দ্রুত আসায়—সেই একত্রিত হওয়া আমার জন্য সহজ।

৪৫ আমি ভালো জানি কি তারা বলে, আর তুমি তাদের উপরে জবরদস্তি করতে পারো না ; সেজন্য কোর্‌আনের সাহায্যে স্মরণ করাও তাকে যে আমার প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে।

আয্‌-যারিয়াত্‌

[আয্‌-যারিয়াত্‌—যারা বিক্ষিপ্ত করে—কোর্‌আন শরীফের ৫১ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে। আল্লাহ্‌র করুণা তাঁর বিধানের ভিতর দিয়ে কেমন দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এর প্রথম চার আয়াতে সেই কথা বলা হয়েছে মনে হয়।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো—যারা বিক্ষিপ্ত করে বিক্ষিপ্ততায়,
২ তার পর যারা ভয় বহন করে (বৃষ্টির ভার),
৩ তার পর যারা ধীরে চলে যায় (সমুদ্রের উপর দিয়ে),
৪ তার পর যারা বিতরণ করে (কল্যাণ) আদেশক্রমে,
৫ নিঃসন্দেহ তা সত্য যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে ;
৬ আর নিঃসন্দেহ বিচার সুনিশ্চিত।
৭ ভাবো আকাশের কথা—বহু পথপূর্ণ ;
৮ নিঃসন্দেহ তোমরা বহু মতের (সত্য সম্বন্ধে)।
৯ তাকে এর থেকে ফেরানো হয় যে এর প্রতি বিমুখ।
১০ মরুক মিথ্যাবাদীরা
১১ যারা গহ্বরে—বেখেয়াল !
১২ তারা জিজ্ঞাসা করে : বিচারের দিন কখন ?
১৩ সেইদিন যেদিন তারা শাস্তি পাবে আগুনে।
১৪ স্বাদ গ্রহণ করো তোমাদের অত্যাচারের ; এইই তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।
১৫ নিঃসন্দেহ যারা সীমারক্ষা করে তারা স্থান পাবে বেহেশ্‌তে আর ফোয়ারায় —
১৬ গ্রহণ করে যা তাদের পালয়িতা তাদের দেন, নিঃসন্দেহ পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল,
১৭ রাত্রে তারা ঘুমোতো অল্পই ;
১৮ আর প্রভাতে তারা চাইত ক্ষমা ;
১৯ আর তাদের ধনসম্পদের একটি অংশে হক ছিল তার যে ভিক্ষুক আর তার যে বঞ্চিত।
২০ আর পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য যারা নিঃসন্দেহ,
২১ আর তোমাদের অন্তরেও তবে তোমরা দেখবে না ?

২২ আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যার ভয় তোমাদের দেখানো হয়েছে।

২৩ আর আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতার শপথ! নিঃসন্দেহ্ এ সত্য, এমন কি যেমন তোমরা কথা বলো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৪ ইব্রাহিমের সম্মানিত অতিথিদের সম্বন্ধে সংবাদ তোমার কাছে এসেছে কি?

২৫ যখন তারা তাঁর কাছে এলো তারা বললে : শান্তি। তিনি বললেন : শান্তি : (ভাবলেন) অপরিচিতি লোক।

২৬ তার পর তিনি গেলেন তাঁর পরিজনদের কাছে, আর তারা আনলো একটি মোটা (ঝল্‌সানো) বাছুর।

২৭ আর তিনি তা রাখলেন তাদের সামনে; বললেন : কি, তোমরা খাবে না?

২৮ সুতরাং তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হোলো। তারা বললে : ভয় ক'রো না। আর তারা তাঁকে দিলে এক জ্ঞানবান পুত্রের সংবাদ।

২৯ তখন তাঁর স্ত্রী সামনে এলেন দুঃখার্ত হ্য়ে, আর তিনি তাঁর মুখে আঘাত করে বললেন : এক বাঁজা বুড়ী।

৩০ তারা বললে : এইই বলেছেন আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

সপ্তবিংশ খণ্ড

৩১ তিনি বললেন : কি তোমাদের কাজ হে ফেরেশ্‌তাগণ?

৩২ তারা বললে : নিশ্চিতই আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী দলের প্রতি;

৩৩ যেন আমরা তাদের উপরে বর্ষণ করতে পারি কাদার পাথর;

৩৪ (আমরা) চিহ্নিত তোমার পালয়িতার দ্বারা সীমা অতিক্রমকারীদের (ধ্বংসের) জন্য।

৩৫ তার পর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের মধ্যে যারা ছিল বিশ্বাসী,

৩৬ কিন্তু আমি তাদের মধ্যে পাই নি আত্মসমর্পণকারী একটি পরিবার ব্যতীত।

৩৭ আর আমি সেখানে রেখেছিলাম একটি নিদর্শন তাদের জন্য যারা ভয় করে কঠিন শাস্তির।

৩৮ আর মূসায় (আছে একটি নিদর্শন) যখন আমি তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়ে;

৩৯ কিন্তু সে ফিরে গিয়েছিল তার সৈন্যদলসহ্ আর বলেছিল : একজন জাদুকর, অথবা একজন পাগল।

৪০ সেজন্য আমি ধরেছিলাম তাকে আর তার সৈন্যদলকে ; আর তাদের নিক্ষেপ করেছিলাম সমুদ্রে—আর সে ছিল দোষী।

৪১ আর আদ্ জাতিতে (রয়েছে একটি নিদর্শন)—যখন আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম ধ্বংসের ঝড়।

৪২ তা কিছুই রেখে দেয় নি যার উপরে প্রবাহিত হয়েছিল, আর সব করেছিল যেন ছাই।

৪৩ আর সামূদ জাতিতে—যখন তাদের বলা হয়েছিল : জীবন উপভোগ করো কিছুকাল।

৪৪ কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের পালয়িতার আদেশ সম্পর্কে, সেজন্য ঘর্ঘর ধ্বনি তাদের ধরেছিল যখন তারা চেয়ে দেখছিল।

৪৫ আর তারা পারে নি উঠে দাঁড়াতে, নিজেদের রক্ষাও করতে পারে নি।

৪৬ আর পূর্ববর্তী নূহ্‌-এর লোকেরা — নিঃসন্দেহ্ তারা ছিল এক সীমা অতিক্রমকারী জাতি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৭ আর আমি আকাশ সৃষ্টি করেছি শক্তির দ্বারা, আমি তার বিশাল বিস্তারের নির্মাতা।

৪৮ আর আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি—কত সদয় (তার) বিস্তারকারী।

৪৯ আর সব কিছু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যেন তোমরা স্মরণ করতে পারো।

৫০ সেজন্য সত্বর আশ্রয় নাও আল্লাহ্‌তে ; নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তাঁর কাছ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১ আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য দাঁড় করাবে না ; নিঃসন্দেহ্ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কাছ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫২ এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোনো বাণীবাহক আসেন নি যখন তারা না বলেছিল : জাদুকর, অথবা একজন পাগল।

৫৩ এ কি তারা একে অন্যকে উত্তরাধিকারের মতো দিয়ে গেছে না—তারা সীমা অতিক্রমকারী লোক।

৫৪ অতএব তাদের থেকে ফেরো কেন না তুমি নির্দোষ,

৫৫ আর সতর্ক করো, কেন না সতর্ক করা বিশ্বাসীদের উপকার করে।

৫৬ আর আমি জিন জাতি ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করি নি আমার উপাসনা করার জন্য ভিন্ন।

৫৭ আমি তাদের কাছে থেকে চাই না কোনো জীবিকা আর চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮ নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ জীবিকাদাতা, অক্ষুণ্ণ শক্তির অধীশ্বর।

৫৯ অতএব যারা অন্যায়কারী, নিঃসন্দেহ তাদের জন্য আছে এক মন্দ দিন, সেই মন্দ দিনের মতো (যা অতীতে এসেছিল) তাদের তুল্যদের জন্য সেজন্য তা ত্বরান্বিত করতে তারা আমাকে না বলুক।

৬০ সেজন্য দুর্ভাগ্য তারা যারা অবিশ্বাস করে—তাদের সেই দিনের জন্য যার ভয় তাদের দেখানো হয়েছে।

আত্-তূর

[কোর্আন শরীফের ৫২ সংখ্যক সূরা আত–তূর—পাহাড়।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো পাহাড়ের কথা,

২ আর লিখিত গ্রন্থ

৩ এক প্রসারিত লেখ্যে,

৪ আর যে গৃহ পরিদর্শন করা হয়।

৫ আর সুউন্নত ছাদ,

৬ আর পরিপূর্ণ রাখা সমুদ্র

৭ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার শাস্তি সুনিশ্চিত;

৮ কেউ নেই যে তা এড়াতে পারে।

৯ যেদিন আকাশ এক পার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্ব পর্যন্ত আন্দোলিত হবে,

১০ আর পাহাড়রা চলে যাবে ত্বরিতে,

১১ তবে সেইদিন হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা —

১২ যারা বৃথা বাক্যালাপে খেলা করে —

১৩ সেইদিন যেদিন তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলা হবে জাহান্নামের আগুনে।

১৪ এই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা বলতে,

১৫ এ তবে কি জাদু? না, তোমরা দেখছ না।

১৬ তবে এতে ঢোকো, সহ্য করো ধৈর্যের সঙ্গে অথবা সহ্য না করো ধৈর্যের সঙ্গে, একই তা তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে যা করেছ শুধু তার জন্য।

১৭ নিঃসন্দেহ যারা সীমারক্ষাকারী, তারা থাকবে বেহেশ্‌তে ও আনন্দে —

১৮ সুখী তাদের পালয়িতা তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য আর যেহেতু তাদের পালয়িতা তাদের থেকে দূর করেছেন দোযখের আগুনের শাস্তি।

১৯ খাও আর পান করো সুখে, যা করেছিলে তার জন্য —

২০ হেলান দিয়ে বসে সারি সারি সিংহাসনের উপরে, আর আমি তাদের সম্মিলিত করবো আয়তলোচনাদের সঙ্গে।

২১ আর যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তানরা তাদের অনুবর্তী হয় বিশ্বাসে, আমি তাদের সম্মিলিত করবো তাদের সন্তানদের সঙ্গে, আর আমি তাদের কাজের কিছুই তাদের জন্য কমিয়ে দেবো না—প্রত্যেক লোক খাতক যা সে অর্জন করেছে তার জন্য।

২২ আর তাদের আমি সরবরাহ করবো ফল ও মাংস যা তারা ইচ্ছা করে।

২৩ তারা তাতে একটি পাত্র একজনের থেকে অন্যজনে ফেরাবে, যাতে থাকবে না বৃথা কিছু অথবা পাপ।

২৪ আর তাদের চারিদিকে ঘুরবে তাদের (বেহেশ্‌তী) ভৃত্যরা, যেন তারা লুকোনো মুক্তা।

২৫ তাদের কেউ কেউ অপরদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন করে,

২৬ এই বলে : নিঃসন্দেহ পূর্বে আমাদের পরিজনদের জন্য আমরা ভীত ছিলাম।

২৭ কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন আর আমাদের রক্ষা করেছেন উত্তপ্ত বাতাসের শাস্তি থেকে,

২৮ নিঃসন্দেহ আমরা তাঁকে ডেকেছিলাম পূর্বে, নিঃসন্দেহ তিনি সদয় কৃপাময়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৯ সেজন্য স্মরণ করাও কেন না তোমার পালয়িতার অনুগ্রহে তুমি গণক নও, পাগলও নও।

৩০ অথবা তারা কি বলে : একজন কবি—যার জন্য আমরা সময়ের দুর্ঘটনার অপেক্ষায় থাকতে পারি।

৩১ বলো : অপেক্ষা করো, কেন না নিশ্চয় তোমাদের মতো আমিও তাদের দলের যারা অপেক্ষা করছে।

৩২ তাদের বুদ্ধি কি তাদের বলে এই করতে? অথবা তারা কি এক সীমা অতিক্রমকারী দল?

৩৩ অথবা তারা কি বলে ; সে এটি তৈরি করেছে? না—তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪ তবে তারা আনুক এর মতো বাণী যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৩৫ অথবা তারা কি সৃষ্ট হয়েছিল কিছুই না থাকা থেকে, অথবা তারা কি সৃষ্টিকর্তা?

৩৬ অথবা তারা কি সৃষ্ট হয়েছিল কিছুই না থাকা থেকে, অথবা তারা কি সৃষ্টিকর্তা?

৩৬ অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছিল আকাশ ও পৃথিবী? না—তারা নিশ্চিত নয়।

৩৭ অথবা তাদের কাছে কি আছে তোমাদের পালয়িতার ধনভাণ্ডার অথবা তাদের কি দেওয়া হয়েছে (তার) কর্তৃত্ব?

৩৮ অথবা তাদের কি আছে কোনো সিঁড়ি যার সাহায্যে তারা বাইরে থেকে শোনে? তবে তাদের শ্রোতা আনুক স্পষ্ট নির্দেশ।

৩৯ অথবা তাঁর কি আছে কন্যা আর তোমাদের আছে পুত্র?

৪০ অথবা তুমি (মোহম্মদ) তাদের কাছে কি চাও মজুরি যার ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে?

৪১ অথবা অদৃশ্য কি তাদের সামনে যার ফলে তারা তা লিখে ফেলে?

৪২ অথবা তারা কি চক্রান্ত করতে চায়? কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা চক্রান্তে পড়বে।

৪৩ অথবা তাদের কি উপাস্য আছে আল্লাহ্ ভিন্ন? আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তিতে হোক তারা যা দাঁড় করায় তার উর্ধ্বে।

৪৪ আর যদি তারা দেখতো আকাশের এক টুকরো ভেঙে পড়েছে, তারা বলতো : স্তূপ–করা মেঘ।

৪৫ সেজন্য তাদের ছেড়ে দাও যে পর্যন্ত না তারা সেইদিন দেখে যাতে হতভম্ব হবে —

৪৬ সেইদিন যেদিন তাদের ফন্দি তাদের কাজে আসবে না, তাদের সাহায্যও করা হবে না।

৪৭ আর নিঃসন্দেহ যারা অন্যায়কারী তাদের জন্য আছে এক বড় শাস্তি ; কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।

৪৮ আর ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রভুর হুকুম সম্বন্ধে, কেন না নিঃসন্দেহ তুমি আমার চোখের সামনে, আর তোমার পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন করো যখন উঠে দাঁড়াও,

৪৯ আর রাত্রেও তাঁর মহিমা কীর্তন করো, আর নক্ষত্রদের অস্তগমন কালে।

আন্‌-নজম্‌

[আন্‌-জন্‌ম্‌—নক্ষত্র—কোর্‌আন শরীফের ৫৩ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো নক্ষত্রের কথা যখন তা অস্ত যায় ;
২ তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নন, প্রবঞ্চিতও নন,
৩ আর তিনি (নিজের) কামনা থেকে কথা বলেন না।
৪ এ আর কিছু নয় প্রত্যাদেশ ব্যতীত যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে,
৫ যা তাঁকে শিখিয়েছে এক প্রবল শক্তির অধিকারী,[১]
৬ একজন বীর্যবন্ত, তার পর সে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়েছিল,
৭ তার পর সে ছিল চক্রবালের উচ্চতর স্থানে।
৮ তার পর সে কাছে এসেছিল আর অবতরণ করেছিল
৯ যে পর্যন্ত না সে ছিল দুই ধনুক দূরে অথবা তার চাইতে কাছে,
১০ আর তিনি প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন তাঁর দাসকে যা প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন।
১১ হৃদয় মিথ্যা বলে নি যা তা দেখেছিল (সে সম্বন্ধে),
১২ তবে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছিল সে সম্বন্ধে?
১৩ আর নিঃসন্দেহ সে তাকে দেখেছিল অন্য এক সময়ে[২]
১৪ দূরতম সীমার সিদ্‌রা[৩] গাছের কাছে
১৫ যার কাছে আছে বাগন, লোকদের আশ্রয় নেবার জায়গা।
১৬ যখন যা ঢেকে দেয় তা সিদ্‌রা গাছকে ঢেকে দিয়েছিল—
১৭ চোখ তখন ফেরে নি, আর সীমা অতিক্রম করে নি।
১৮ নিঃসন্দেহ সে দেখেছিল তার পালয়িতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
১৯ তবে তুমি লাত্‌ আর উয্‌যার কথা[৪] ভেবেছ?
২০ আর মানাত, যেটি তৃতীয়, অন্যটি?

---

১ জিব্রিল

২ সাধারণত ভাবা হয় মে' রাজের সময়ে।

৩ দ্‌রা ছায়াতরু, আমাদের দেশের বটগাছের মতো।

৪ প্রাচীন আরবদের দুই প্রতিমার নাম। মানাতও তাদের এক প্রতিমার নাম।

২১ তোমাদের জন্য ছেলে আর তাঁর জন্য মেয়ে?

২২ এ অসঙ্গত বিভাগ।

২৩ তারা নাম ভিন্ন আর কিছু নয় তোমরা সে সব নাম দিয়েছে, তোমরা ও তোমাদের আল্লাহ্‌; তাদের জন্য অবতীর্ণ করেন নি কোনো নির্দেশ। তারা আর কিছুর অনুসরণ করে না অনুমান আর কামনা ব্যতীত যা তাদের অন্তর চায়। আর নিঃসন্দেহ পথপ্রদর্শন তাদের কাছে এসেছে তাদের পালয়িতা থেকে।

২৪ অথবা মানুষ কি তাই পাবে যা সে কামনা করে?

২৫ কিন্তু আল্লাহ্‌রই শেষ ও সূচনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ আর কত ফেরেশ্‌তা আছে আকাশে যার সুপারিশে আদৌ কাজ দেয় না—আল্লাহ্‌র অনুমতি দানের পরে ব্যতীত—তাকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন আর যার প্রতি তিনি প্রসন্ন।

২৭ নিঃসন্দেহ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা ফেরেশ্‌তাদের নাম দেয় মেয়েদের নাম।

২৮ আর এই বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা অনুমান ভিন্ন আর কিছুর অনুসরণ করে না, আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের বিরুদ্ধে কোনো কাজে আসে না।

২৯ সেজন্য তার দিক থেকে ফেরো যে আমার স্মারক থেকে ফিরে যায় আর সংসারের জীবন ভিন্ন আর কিছু চায় না।

৩০ এই তাদের জ্ঞানের সমষ্টি ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ভালো জানেন তাকে যে তাঁর পথ ভ্রষ্ট হয় আর তিনি ভালো জানেন তাকে যে ঠিক পথে চলে।

৩১ আর আল্লাহ্‌রই যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে যেন তিনি প্রতিদান দিতে পারেন তাদের যারা তাদের মন্দ কাজের যারা মন্দ করে আর তাদের যারা ভালো কাজ করে ভালো ভাবে।

৩২ যারা নিজেদের রক্ষা করে বড় পাপ ও অশালীনতা থেকে—(সেসবের) সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন–– (তাদের জন্য) নিঃসন্দেহ তোমার প্রভুর ক্ষমা অশেষ। তিনি তোমাদের ভালো জানেন যখন থেকে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে আর যখন তোমরা লুকোনো ছিলে মাতৃজঠরে। সেজন্য নিজেদের প্রতি পবিত্রতার আচরণ করো না। তিনি ভালো জানেন তাকে যে সীমা রক্ষা করে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৩ তবে তাকে কি দেখেছ যে ফিরে যায়?

৩৪ সে একটু দেয়, তারপর কৃপণতা করে।

৩৫ তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যার ফলে সে দেখতে পারে?
৩৬ অথবা, তাকে কি সংবাদ দেওয়া হয় নি মূসার গ্রন্থে কি আছে?
৩৭ আর ইব্রাহিমের—যিনি পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছিলেন (এই শিক্ষার) :
৩৮ কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না,
৩৯ আর মানুষের কিছুই লাভ হবে না তা ভিন্ন যার জন্য সে প্রয়াসী হয়েছে।
৪০ আর তার প্রয়াস অচিরে দৃষ্টিগোচর হবে ;
৪১ তাহলে সে তার প্রাপ্য পাবে পুরোপুরি ;
৪২ আর এই তোমার প্রভুর দিকে লক্ষ্য;
৪৩ আর তিনিই (লোকদের) হাসান আর তিনিই (তাদের) কাঁদান,
৪৪ আর তিনিই মৃত্যু ঘটান আর জীবন দেন ;
৪৫ আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী ;
৪৬ বিন্দুপরিমাণ বীজ থেকে যখন তা বিন্যস্ত হয় ;
৪৭ আর তাঁর উপরেই দ্বিতীয়বার আনার ভার ;
৪৮ আর তিনিই সমৃদ্ধ করেন আর (সমৃদ্ধি ধারণ করতে দেন ;)
৪৯ আর তিনিই লুব্ধক নক্ষত্রের প্রভু ;
৫০ আর তিনি ধ্বংস করেছিলেন প্রাচীন কালের আদ্ জাতিকে ;
৫১ আর সামূদকে—তিনি রেহাই দেন নি ;
৫২ আর পূর্বে নূহ্-এর লোকেদের ; নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত অন্যায়কারী আর বিদ্রোহী ;
৫৩ আর তিনি ধ্বংস করেছিলেন আল্-মুতাফিকাহ্[৫]
৫৪ ফলে তাদের ঢেকে দিয়েছিলেন যা ঢেকে দেয় (তাই দিয়ে)।
৫৫ তোমাদের পালয়িতার কোন্ উপকার সম্বন্ধে বিতর্ক করবে?
৫৬ এই (ব্যক্তি) প্রাচীনকালের সতর্ককারীদের একজন সতর্ককারী।
৫৭ নিকটের ঘটনা এগোচ্ছে,
৫৮ তা দূর করতে নেই কেউ আল্লাহ্ ভিন্ন।
৫৯ এই বিবৃতিতে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ?
৬০ আর তোমরা হাসবে—আর কাঁদবে না?
৬১ যখন তোমরা আমোদ করছ?
৬২ অতএব আল্লাহ্‌কে সেজদা করো, আর (তাঁর) বন্দনা করো।

---

৫ লূতর লোকদের গ্রামগুলির না কি এই নাম ছিল।

আল্-কমর্

[আল্-কমর্—চন্দ্র—কোর্আন শরীফের ৫৪ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতে এই শব্দটি আছে। হযরতের ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এটি তাঁর সম্বন্ধে এক বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা। তবে যুক্তিবাদীরা বলেন, সে সময়ে চন্দ্রগ্রহণের ফলে এমন একটি দৃশ্য লোকদের চক্ষুগোচর হয়েছিল। এটি প্রাথমিক মক্কীয়।

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ সময় নিকটবর্তী হয়েছিল আর চাঁদ দ্বিখণ্ড হয়েছিল।

২ আর যদি তারা কোনো নিদর্শন দেখে তারা ফিরে যায় ও বলে : দীর্ঘস্থায়ী জাদু।

৩ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল আর তাদের নিজেদের কামনার অনুসরণ করেছিল, আর প্রত্যেক ব্যাপার মীমাংসায় পৌঁছবে।

৪ আর নিঃসন্দেহ কিছু সংবাদ তাদের কাছে এসেছে যাতে আছে নিষেধ —

৫ সুপরিণত জ্ঞান—কিন্তু সতর্ককারীরা কাজে আসে না।

৬ সেজন্য তাদের থেকে ফেরো সেই দিনের জন্য যেদিন আহ্বানকারী তাদের আহ্বান করবে এক কঠিন ব্যাপারে —

৭ তাদের চোখ অবনত, বেরোচ্ছে তাদের কবর থেকে, যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল,

৮ সত্বর যাচ্ছে আহ্বানকারীর কাছে। অবিশ্বাসীরা বলবে : এ বড় কঠিন দিন।

৯ তাদের পূর্বে নূহ্-এর লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, এইভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার দাসকে আর (তাঁকে) বলেছিল : পাগল ; আর তিনি প্রতিহত হয়েছিলেন।

১০ সেজন্য তিনি তাঁর পালয়িতাকে ডেকেছিলেন : আমি পরাভূত হয়েছি, অতএব সাহায্য দাও।

১১ তার পর আমি আকাশের দরজা খুলে দিয়েছিলাম বর্ষণশীল জলের সঙ্গে,

১২ আর দেশে জল বইয়ে দিয়েছিলাম ঝরণায়, তার ফলে জল পুঞ্জীভূত হয়েছিল নির্ধারিত পরিমাপ অনুযায়ী,

১৩ আর আমি তাঁকে তাতে বহন করেছিলাম যা ছিল তক্তা ও পেরেকের তৈরি ;

১৪ তা সঞ্চালিত হয়েছিল আমার চোখের সামনে—প্রতিদান তার জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

১৫ আর নিঃসন্দেহ আমি তা রেখেছিলাম একটি নিদর্শনরূপে। কিন্তু কেউ কি আছে যে মনে করবে ?

১৬ তবে কেমন ছিল আমার শাস্তি আর সতর্ক-করা !

১৭ আর নিঃসন্দেহ কোর্আনকে আমি করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

১৮ আদ্ প্রত্যাখ্যান করেছিল—অতএব কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক-করা?

১৯ নিশ্চয় তাদের উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝড় এক কঠিন দুর্দিনে —

২০ লোকেদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেন তারা ছিল ছিন্নমূল, খেজুরের গুঁড়ি।

২১ তবে কেমন ছিল আমার শাস্তি আর সতর্ক-করা।

২২ আর নিঃসন্দেহ আমি কোর্আনকে করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ সামূদ সতর্ক করাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২৪ সুতরাং তারা বলেছিল : কী—আমাদের মধ্যেকার একজন মানুষ, তাকে অনুসরণ করবো? তবে নিশ্চয় আমরা ভুলে আর বিপদে পড়বো —

২৫ স্মারক তবে আমাদের মধ্যে তার উপরেই এসে পড়লো ! না—সে এক নির্লজ্জ মিথ্যুক।

২৬ কাল তারা জানবে কে মিথ্যুক কে নির্লজ্জ।

২৭ নিশ্চয় আমি পাঠাচ্ছি উষ্ট্রীকে তাদের এক পরীক্ষার জন্য ; সেজন্য তাদের দেখো আর ধৈর্য ধারণ করো।

২৮ আর তাদের জানিয়ে দাও যে পানি তাদের মধ্যে (তাদের ও উষ্ট্রীর মধ্যে) ভাগ করা হবে, প্রত্যেক পানের সাক্ষী থাকবে।

২৯ কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডেকেছিল, সে (তলোয়ার) নিয়েছিল আর তার পা কেটে দিয়েছিল।

৩০ তবে কেমন হয়েছিল আমার শাস্তিদান আর সাবধান করা।

৩১ নিঃসন্দেহ তাদের উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম একটি মাত্র ধ্বনি, ফলে তারা হয়েছিল এক খোঁয়াড়-তৈরিকারকের (কাছে) শুক্নো ডালপালার মতো।

৩২ আর নিঃসন্দেহ আমি কোর্আনকে করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে?

৩৩ লূতের লোকেরা সতর্ক করাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩৪ নিঃসন্দেহ তাদের উপরে আমি পাঠিয়েছিলাম এক পাথরবর্ষী ঝড়—লূতের অনুবর্তীরা ব্যতিরেকে ; তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে —

৩৫ আমার কাছ থেকে এক অনুগ্রহ—এই ভাবেই আমি প্রতিদান দিই তাকে যে কৃতজ্ঞ।

৩৬ আর নিশ্চয় আমি তাদের সাবধান করেছিলাম আমার ভীষণ পাকড়ানো সম্পর্কে, কিন্তু তারা সন্দেহ করেছিল আমার সতর্ক করায়।

৩৭ এমন কি তারা তাঁর কাছে তাঁর অতিথিদের চেয়োছল কুকর্মের জন্য—আর আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলাম : তবে স্বাদ গ্রহণ করো আমার শাস্তির আমার সাবধান করার পরে।

৩৮ আর নিঃসন্দেহ নির্ধারিত শাস্তি তাদের উপরে পড়েছিল প্রভাতে ;

৩৯ তবে স্বাদ গ্রহণ করো আমার শাস্তির আমার সাবধান করার পরে।

৪০ আর নিশ্চয় আমি কোর্‌আনকে করেছি স্মরণের জন্য সহজ, কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪১ আর নিঃসন্দেহ সাবধান-বাণী এসেছিল ফেরাউনের লোকদের কাছে।

৪২ তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার সব নির্দেশ, সেজন্য আমি তাদের ধরেছিলাম মহাশক্তি ক্ষমতার অধিকারীর মতো।

৪৩ তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি তাদের চাইতে ভালা, অথবা তোমাদের জন্য ধর্মগ্রন্থে কিছু অব্যাহতি আছে কি ?

৪৪ অথবা তারা কি বলে : আমরা এক সৈন্যদল, পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য মিলিত ?

৪৫ শীগগিরই সৈন্যদল বিধ্বস্ত হবে আর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

৪৬ না—সেই ক্ষণ তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়, আর সেই সময় হবে অতি ক্ষতিকর ও তিক্ত।

৪৭ নিশ্চয় অপরাধীরা ভ্রমে আর বিপদে।

৪৮ সেই দিন যখন তাদের মুখ ঘষড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে আগুনে : স্বাদ গ্রহণ করো দোযখের ছোঁওয়ার !

৪৯ নিশ্চয় আমি সব-কিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাপ অনুসারে।

৫০ আর আমার হুকুম একটি-যেন নিমেষপাত।

৫১ আর নিশ্চয় আমি তোমাদের তুল্যদের পূর্বেই ধ্বংস করেছি কিন্তু কেউ কি আছে যে স্মরণ করবে ?

৫২ আর যা তারা করেছে সব (লিখিত) আছে লেখায় ;

৫৩ আর ছোটো আর বড় সব-কিছু লেখা হয়।

৫৪ নিঃসন্দেহ যা সীমা রক্ষা করে তারা থাকবে বেহেশ্‌তে আর নদীসমূহের মধ্যে —

৫৫ সত্যের আসনে, শক্তির অধিকারী রাজার সামনে।

আর-রহ্‌মান

[আর-রহ্‌মান—দয়াময়-কোর্‌আন শরীফের ৫৫ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়। আর-রহ্‌মান ও আর-রহীম্ এই দুই শব্দ সম্বন্ধে সূরা ফাতেহায় আলোচনা করা হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ দয়াময়,
২ শিখিয়েছেন কোর্‌আন।
৩ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে,
৪ দিয়েছেন তাকে প্রকাশের ভাষা।
৫ সূর্য ও চন্দ্র চলেছে নির্দিষ্ট নিয়মে।
৬ আর তৃণ ও বৃক্ষরাজি করছে নতি (সেজদা)।
৭ আর আকাশকে করেছেন সুউন্নত, আর স্থাপন করেছেন (ন্যায়-অন্যায়ের)মানদণ্ড,
৮ যেন তোমরা লঙ্ঘন না করো সেই মানদণ্ড।
৯ আর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো সেই মানদণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে, মাপে ক'রো না কমতি।
১০ আর ধরণীকে প্রসারিত করেছেন তিনি জীবের জন্য,
১১ আছে তাতে ফল আর গুচ্ছ সমেত খেজুরের গাছ,
১২ আর আছে শস্য—তুষ ও সুগন্ধ-যুক্ত।
১৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?
১৪ গড়েছেন তিনি মানুষকে কাদা দিয়ে যেমন গড়া হয় কুম্ভকারের পাত্র।
১৫ আর 'জিন' জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অনলশিখা দিয়ে।
১৬ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?
১৭ পালয়িতা তিনি দুই পূর্বের আর পালয়িতা তিনি দুই পশ্চিমের।[১]
১৮ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?
১৯ দুই প্রবহমান জলরাশিকে দিয়েছেন তিনি সম্মিলিত হ'তে, —
২০ আছে তাদের মধ্যে ব্যবধান যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।
২১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

---

১ শীতে ও গ্রীষ্মে সূর্যের উদয় ও অস্তগমনের বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে বলা হোলো।

২২ দুই থেকেই আসে মুক্তা ও প্রবাল।

২৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

২৪ আর তাঁরই যত সমুদ্রে ভাসমান পর্বততুল্য জাহাজ।

২৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ এর (ধরণীর) উপরে যা কিছু আছে পাবে লোপ,

২৭ আর থাকবে শুধু তোমার পালয়িতার আনন (সত্তা)—মহাগৌরবান্বিত পরমসদয়।

২৮ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

২৯ আর প্রার্থনা করে তাঁরই কাছে যা কিছু আছে অন্তরীক্ষে ও ভূমণ্ডলে, নিয়ত বিরাজ করেন তিনি মহিমায়।

৩০ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৩১ অবিলম্বে আমি মীমাংসা করবো তোমাদের বিষয়ে হে সম্প্রদায়দ্বয়।

৩২ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৩৩ হে 'জিন' জাতি ও মানবদল, যদি ক্ষমতা রাখো আকাশ ও পৃথিবীর সীমা থেকে বেরিয়ে যাবার তবে যাও বেরিয়ে, কিন্তু পারবে না বেরিয়ে যেতে (আমার) নির্দেশ ব্যতীত।

৩৪ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৩৫ তোমাদের উভয়ের জন্য পাঠানো হবে আগুনের শিখা ও ধূম, তখন পারবে না তোমরা নিজেদের বাঁচাতে।

৩৬ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৩৭ আর যখন আকাশ হবে দীর্ণ, হবে চামড়ার মতো লাল —

৩৮ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৩৯ সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে না কোনো মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে, না কেনো 'জিন'কে।

৪০ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৪১ অপরাধীদের সেদিন চেনা যাবে তাদের লক্ষণের দ্বারা, আর ধরা হবে তাদের চুলের ঝুঁটিতে ও পায়ে।

৪২ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৪৩ এই সেই জাহান্নাম অপরাধীর দল যাকে মিথ্যা বলতো —

৪৪ ছুটোছুটি করবে তারা এর (আগুনের) আর টগবগ ক'রে ফোটা পানির চারদিকে।
তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৬ আর যে ভয় রাখে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াবার তার জন্য আছে দুইটি উদ্যান।

৪৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৪৮ (সেই দুই উদ্যান) বহুশাখায়িত।

৪৯ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫০ উভয়ে প্রবাহিত দুই প্রস্রবণ।

৫১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫২ উভয়ে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়।

৫৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫৪ (বেহেশ্‌তবাসীরা) তাকিয়া হেলান দিয়ে বসবে ফরাশে, তার ভিতরের আস্তরণ কারুখচিত রেশমের; আর দুই উদ্যানের ফল সব হাতের নাগালে।

৫৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫৬ সে সবের মধ্যে থাকবে নতনয়নাগণ—স্পর্শ করে নি তাদের এর পূর্বে মানুষ অথবা জিন্।

৫৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৫৮ তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

৫৯ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬০ ভালোর পুরস্কার ভালো ভিন্ন আর কি হবে?

৬১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬২ আর এই দুই ভিন্ন আছে আরো দুই উদ্যান।

৬৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬৪ দুইটিই গাঢ় সবুজ (প্রায় কালো)।

৬৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬৬ উভয়ের মধ্যে রয়েছে দুই উচ্ছলিত উৎস।

৬৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৬৮ উভয়ের মধ্যে আছে ফল আর খেজুর আর ডালিম।

৬৯ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৭০ সে সবের মধ্যে আছে কল্যাণী মনোরমাগণ।

৭১ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৭২ সুনয়না (হূর) তারা সুরক্ষিত তাঁবুর ভিতরে।

৭৩ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার?

৭৪ স্পর্শ করে নি তাদের এর পূর্বে মানুষ বা জিন্।

৭৫ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭৬ বসে আছে (তারা) সবুজ তাকিয়া হেলান্ দিয়ে মনোহর গালিচার উপরে।

৭৭ তোমাদের উভয়ের পালয়িতার কোন্ দান তবে করবে অস্বীকার ?

৭৮ কল্যাণময় তোমার পালয়িতার নাম (যিনি) মহাগৌরবান্বিত পরমসদয়।

আল্-ওয়াকিয়াহ্

[আল্-ওয়াকিয়াহ্—ঘটনা—৫৬ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়। এর কয়েকটি আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন ঘটনা ঘটলো —

২ ঘটবেই যে তাতে ভুল নেই—

৩ (কাউকে) লাঞ্ছিত ক'রে (কাউকে) সম্মানিত ক'রে,

৪ যখন পৃথিবী আলোড়িত হবে বিষম আলোড়নে,

৫ আর পাহাড়গুলো হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ —

৬ তারা হবে যেন বিক্ষিপ্ত ধূলি—

৭ আর তোমরা হবে তিন রকমের :

৮ (প্রথমে) ডানহাতের দিকের দল – কি হবে ডান হাতের দলের?

৯ আর (তার পর) বাঁ হাতের দল—কি হবে বাঁ হাতের দলের?

১০ আর যারা প্রথম তারা প্রথমই—

১১ এরাই তারা যাদের (আল্লাহ্‌র) নিকটে আনা হবে,

১২ আনন্দময় উদ্যানে,

১৩ আগেকার কালের দল থেকে সংখ্যায় অনেক,

১৪ আর অল্প কয়েকজন পরের কালের দল থেকে

১৫ কারুখচিত সিংহাসনে,

১৬ হেলান দিয়ে ব'সে পরস্পরকে সামনে ক'রে—

১৭ তাদের পরিচর্যা করবে চিরতরুণরা,

১৮ আবখোরা আর আবতারা আর নির্মল সুরাপাত্র (হাতে) নিয়ে —

১৯ তাদের শিরঃপীড়া হবে না তাতে, চৈতন্য বিলোপও হবে না,

২০ আর ফল যা তারা পছন্দ করবে,

২১ আর পাখির গোশ্‌ত্ যা তারা চায়,

২২ আর (আছে) হূর (আয়তলোচনা মনোরমাগণ),

২৩ প্রচ্ছন্ন মুক্তার মতো —

২৪ তারা যা করতো তার পুরস্কারস্বরূপ।

২৫ সেখানে তারা শুনবে না কোনো বৃথা কথা অথবা পাপ কথা,
২৬ আর কিছুই না কেবল এই বাণী—শান্তি—শান্তি।
২৭ আর ডান হাতের দল, কি হবে ডান হাতের দিকের দলের?
২৮ (স্থান পাবে) কন্টকহীন বদরী তরুতলে,
২৯ থাকে থাকে সাজানো আছে কদলী ফল,
৩০ বিস্তৃত ছায়ায়,
৩১ আর পানি উছলে উঠছে,
৩২ আর ফল অপর্যাপ্ত,
৩৩ নাগালের বাইরে নয় নিষিদ্ধও নয়,
৩৪ আর উঁচু সিংহাসনে ;
৩৫ দেখো, তাদের আমি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছি—
৩৬ আর তাদের করেছি কুমারী,
৩৭ প্রেমময়ী সমবয়স্কা,
৩৮ ডান হাতের লোকদের জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৯ আগেকার কালের অনেকে সেই দলে,
৪০ পরের কালেরও অনেকে।
৪১ আর বাঁহাতের দলের লোক—কি হবে বাঁহাতের দলের লোকের?
৪২ (থাকবে) উত্তপ্ত বাতাসে ও ফুটন্ত পানিতে,
৪৩ কালো ধোঁয়ার ছায়ায়—
৪৪ শীতল নয় স্নিগ্ধও নয়।
৪৫ এর পূর্বে এরাই ছিল আরামে-আয়েসে,
৪৬ আর রত ছিল মহাপাপে ;
৪৭ আর বলতো: যখন আমরা মরে হয়েছি ধুলো আর হাড় তখন নাকি আমাদের ফিরিয়ে তোলা হবে !
৪৮ আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও !
৪৯ বলো (হে মোহম্মদ) : হাঁ—যারা পূর্বের আর যারা পরের,
৫০ সবাইকে নিঃসন্দেহ একত্রিত করা হবে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে,
৫১ তখন তোমরা যারা ভুল করছ আর অস্বীকার করছ

৫২ নিশ্চয় ভক্ষণ করবে যুক্কুমবৃক্ষ থেকে —
৫৩ তোমাদের উদর পূর্ণ করবে তাই দিয়ে,
৫৪ তার উপরে পান করবে তপ্তজল –
৫৫ পান করবে যেমন (পিপাসার্ত) উট পান করে।
৫৬ এই হবে তাদের অভ্যর্থনা বিচারের দিনে।
৫৭ আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি সে-সত্য কি স্বীকার করবে না?
৫৮ যা নির্গত করো (শুক্র) তা কি তোমরা দেখেছ?
৫৯ তার সৃষ্টি কি তোমরা করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি
৬০ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর বিধান করেছি আর আমি প্রতিহত হবো না—
৬১ যেন আমি তোমাদের রূপান্তরিত করতে পারি আর (তোমাদের) এমন করতে পারি যা তোমরা জানো না।
৬২ নিঃসন্দেহ প্রথম সৃষ্টি তোমরা জানো, তবে তোমরা কেন ভাবো না?
৬৩ যা বপন করো তা তোমরা দেখেছ?
৬৪ তা কি বর্ধিত করো তোমরা না তার বর্ধনকারী আমি?
৬৫ আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তার চিটেয় পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমাদের আফসোসের আর অবধি থাকতো না :
৬৬ হায়—আমরা ঋণগ্রস্ত হলাম,
৬৭ শুধু তাই নয় আমরা বঞ্চিত হলাম
৬৮ যে জল তোমরা পান করো তার কথা ভেবেছ?
৬৯ এই জল মেঘ থেকে নামাও তোমরা, না নামাই আমি?
৭০ ইচ্ছা করলে তা আমি বিস্বাদ করতে পারতাম—তবে তোমরা ধন্যবাদ দাও না কেন?
৭১ যে আগুন তোমরা ঘর্ষণ ক'রে বার করো তার কথা ভেবেছ?
৭২ তার গাছকে বর্ধিত করেছ তোমরা, না তার বর্ধনকারী আমি?
৭৩ তাকে আমি মরুভূমির জন্য স্মারক ও লাভের বস্তু করেছি।
৭৪ অতএব (হে মোহম্মদ) তোমার মহান্ পালয়িতার নাম কীর্তন করো।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৭৫ না—আমি নক্ষত্র-পতনের শপথ করছি—
৭৬ নিঃসন্দেহ এটি একটি মহা শপথ—যদি তোমরা জানতে
৭৭ নিঃসন্দেহ এটি একটি সম্মানিত কোর্‌আন (ভাষণ) —

৭৮ গুপ্ত গ্রন্থে স্থিত —
৭৯ শুচি না হয়ে কেউ এটি স্পর্শ করবে না —
৮০ বিশ্বজগতের পালয়িতার দ্বারা অবতারিত।
৮১ এই উক্তি কি তোমরা নাপছন্দ করো?
৮২ একে অস্বীকার করাকে করো তোমাদের জীবিকা?
৮৩ তবে কেন যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত আসে;
৮৪ আর তখন তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখছ;
৮৫ আর আমি তার বেশি নিকটবর্তী তোমাদের চাইতে কিন্তু তোমরা দেখো না —
৮৬ তবে কেন, যদি (আমার) অধীন না হও,
৮৭ তোমরা তাকে (সেই প্রাণকে) জোর করে ফিরিয়ে না দাও, যদি সত্যবাদী হও?
৮৮ তারপর যদি সে (আল্লাহ্‌র) নিকটে আকৃষ্টদের একজন হয়,
৮৯ তবে (লাভ করে) প্রাণের আরাম, পর্যাপ্তি, আর আনন্দময় উদ্যান;
৯০ আর যদি সে ডানহাতের দলের হয়,
৯১ তবে (এই সম্ভাষণ)— তোমরা শান্তি লাভ হোক—ডানহাতের দলের কাছ থেকে।
৯২ আর যদি সে অস্বীকারকারীদের আর ভ্রান্তদের দলের হয়,
৯৩ তবে অভ্যর্থনা হবে ফুটন্ত জল —
৯৪ আর দোযখে দগ্ধ হওয়া।
৯৫ নিঃসন্দেহ এটি অসন্দিগ্ধ সত্য।
৯৬ অতএব (হে মোহম্মদ) তোমার মহান প্রতিপালকের নাম কীর্তন করো।

আল্-হাদীদ

[আল্-হাদীদ—লোহা—কোর্আন শরীফের ৫৭ সংখ্যক সূরা। এর ২৫ সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে।
এটি মদিনীয়, অষ্টম কি নবম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছিল।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কর্তীন করো যা-কিছু আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি প্রাণ দেন আর মৃত্যু ঘটান, আর তিনি সব-কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

৩ তিনি সূচনা আর শেষ, আর বাহির আর ভিতর ; আর সব-কিছু সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাতা।

৪ তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন ছয় দিনে, তার পর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন। তিনি জানেন যা পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করে আর যা তার থেকে বেরিয়ে আসে, আর যা আকাশ থেকে নেমে আসে আর যা তাতে উত্থান করে, আর তিনি তোমাদের সঙ্গে যেখানেই তোমরা থাকো, আর আল্লাহ্ দেখেন যা তোমরা করো।

৫ তাঁরই আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্‌তেই ফিরিয়ে নেওয়া হয় (সব) ব্যাপারে।

৬ তিনি রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিনে আর দিনকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, আর তিনি জানেন কি আছে বুকের ভিতরে।

৭ বিশ্বাস করো আল্লাহ্‌তে আর তাঁর বাণীবাহকে, আর তা থেকে ব্যয় করো যার উত্তরাধিকারী তোমাদের আমি করেছি, কেন না তোমাদের যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে (দানে) তাদের জন্য আছে মহৎ প্রাপ্য।

৮ আর কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে না, আর রসুল তোমাদের ডাকছেন যে তোমরা তোমাদের পালয়িতায় বিশ্বাসী হবে, আর নিঃসন্দেহ তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পূর্বেই একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছেন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ?

৯ তিনিই স্পষ্ট নিদের্শাবলী অবতীর্ণ করেন তাঁর দাসের উপরে যেন তিনি তোমাদের আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরম স্নেহময়, কৃপাময়।

১০ আর কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে না ? আর যখন আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার ? তোমাদের মধ্যে তারা তুল্য নয় যারা বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) পূর্বে ব্যয় করেছিল আর যুদ্ধ করেছিল (আর যারা তা করে নি), তারা স্তরে

উচ্চতর তাদের চাইতে যারা পরে ব্যয় করেছিল ও যুদ্ধ করেছিল, আর প্রত্যেক দলকেই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কল্যাণের আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ কে সে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ[১] ফলে তার জন্য তিনি তা দ্বিগুণিত করবেন, আর তার জন্য আছে সম্মানিত পুরস্কার।

১২ সেইদিন তুমি বিশ্বাসী পুরুষদের আর বিশ্বাসিনী নারীদের দেখবে—তাদের আলোক জ্বলছে তাদের সামনে ও তাদের ডান হাতের দিকে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ—বেহেশ্‌ত্ যার নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত, তাতে বাস করবে স্থায়ীভাবে—এইই মহাসাফল্য।

১৩ সেইদিন যেদিন যখন কপট পুরুষরা আর কপট নারীরা বলবে যারা বিশ্বাসী তাদের : আমাদের উপরে দৃষ্টিপাত করো যেন আমরা তোমাদের আলোক থেকে আলোক নিতে পারি। বলা হবে : ফিরে যাও আর আলোকের খোঁজ করো। তার পর তাদের দুই দলের মধ্যে বিভেদ দাঁড় করানো হবে একটি দেয়াল দিয়ে যাতে থাকবে একটি দরজা, তার ভিতরের দিক, তাতে থাকবে করুণা, আর বাইরের দিক, তার সামনে থাকবে শাস্তি।

১৪ তারা তাদের ডেকে বলবে : আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে : হাঁ, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে প্রলুব্ধ করেছিলে, আর ইতস্তত করেছিলে, আর সন্দেহ করেছিলে, আর বৃথা কামনা তোমাদের প্রতারিত করেছিল যে পর্যন্ত না এসেছিল আল্লাহ্‌র বিধান, আর মহা প্রতারক প্রতারিত করেছিল তোমাদের আল্লাহ্ সম্বন্ধে।

১৫ সেজন্য আজ কোনো মুক্তিপণ গৃহীত হবে না তোমাদের কাছ থেকে, অথবা তাদের কাছ থেকে, অথবা তাদের কাছ থেকে যারা অবিশ্বাস করেছিল; তোমাদের আবাসস্থল আগুন, তা তোমাদের বন্ধু : আর মন্দ গন্তব্যস্থান।

১৬ এখনও কি সময় হয় নি যে যারা বিশ্বাস করে তাদের হৃদয় বিনত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে আর সত্যের যা এসেছে (তাদের জন্য)? আর তারা তাদের মতো না হোক যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের জন্য সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল, ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল আর তাদের অনেকেই সীমা অতিক্রমকারী।

১৭ জেনো যে আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করেন তার মৃত্যুর পরে, নিঃসন্দেহ আমি নির্দেশাবলী তোমাদের জন্য স্পষ্ট করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো।

১৮ নিঃসন্দেহ দানশীল পুরুষ আর দানশীলা নারী, আর যারা আল্লাহ্‌কে দেয় উত্তম ঋণ—তা তাদের জন্য দ্বিগুণিত হবে, আর তাদের জন্য আছে সম্মানিত পুরস্কার।

---

১ বিনা সুদে ঋণ। অথবা যে ঋণ শোধ দেওয়ার চিন্তা করা হয় নি।

১৯ আর যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে—এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ, আর শহীদরা তাদের পালয়িতার সন্নিকটে ; তারা পাবে তাদের পুরস্কার আর তাদের আলোক ; আর যারা অবিশ্বাস করে আর প্রত্যাখ্যান করে আমার নির্দেশাবলী, এরাই তারা যারা নরকানলের বাসিন্দা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ জেনো : এই সংসারের জীবন মাত্র আমোদ ও খেলা, আর স্ফূর্তি, আর নিজেদের মধ্যে বড়াই, আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতিযোগিতা —বৃষ্টির মতো যার গাছপালা বাড়িয়ে তোলার গুণে চাষীরা খুশি হয়, তার পর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি দেখবে তা হরিৎ বর্ণ হয়েছে, তার পর তা হয় খড়, আর পরকালে আছে কঠোর শাস্তি, আর ক্ষমা আল্লাহ্ থেকে আর (তাঁর) প্রসন্নতা ; আর এই সংসারের জীবন কিছু নয় প্রতারণার ব্যাপার ভিন্ন।

২১ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো তোমাদের পালয়িতার ক্ষমার জন্য আর একটি উদ্যানের জন্য যার বিস্তার আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তারের তুল্য।[২] এটি আছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলগণে বিশ্বাস করে, এই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য : তিনি এটি দেন যাকে ইচ্ছা করেন ; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ, মহাশক্তি।

২২ বিপত্তির কিছুই পতিত হয় না পৃথিবীর উপরে অথবা তোমাদের অন্তরাত্মায় যা একটি গ্রন্থে নেই তা আমার ঘটাবার পূর্বে, নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

২৩ অতএব তোমরা দুঃখ ক'রো না যা তোমরা পাও নি সেজন্য, আর উল্লসিতও হ'য়ো না যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সেজন্য, আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না কোনো অহঙ্কারী দাম্ভিককে —

২৪ যারা কৃপণ আর অপরদের নির্দেশ দেয় কৃপণতা করতে আর যে কেউ ফিরে যায়, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তিনি যিনি অনন্যনির্ভর, প্রশংসিত।

২৫ নিশ্চয় আমি পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণাদি হয়। আর তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়েছি গ্রন্থ ও (ন্যায়-অন্যায়ের) মানদণ্ড যেন লোকেরা ন্যায় রক্ষা করতে পারে, আর আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে আছে কঠিন আঘাত আর মানুষের জন্য বহু উপকার, আর যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে ও তাঁর বাণীবাহকদের সাহায্য করে গোপনে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাবল, মহাশক্তি।

---

২ সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক দূত হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যদি স্বর্গের বিস্তার হয় আকাশ ও পৃথিবীর মতো তবে নরক থাকবে কোথায়? হযরত বলেছিলেন ; আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষিত হোক, রাত্রি কোথায় যখন দিন আসে?

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ নিঃসন্দেহ আমি নূহ্কে ও ইব্রাহিমকে পাঠিয়েছিলাম আর আমি তাঁদের সন্তানদের দিয়েছিলাম পয়গাম্বরত্ব আর গ্রন্থ, ফলে তাদের মধ্যে আছে সে যে পথে চলে। আর তাদের অনেকেই সীমা লঙ্ঘনকারী।

২৭ তার পর আমি আমার পয়গাম্বরদের তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়েছিলাম, আর আমি পরে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাই, আর তাঁকে আমি দিয়েছিলাম ইঞ্জিল (বাইবেল), আর যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে আমি দিয়েছিলাম সদয়তা ও করুণা, আর সন্ন্যাসিত্ব তারা তৈরি করেছিল, আমি তা তাদের জন্য বিধান করি নি, শুধু আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের জন্য, কিন্তু তা তারা পালন করে নি যথাযোগ্য ভাবে ; সেজন্য তাদের যারা বিশ্বাসী আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার, আর তারা অনেকে সীমা অতিক্রমকারী।

২৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর তাঁর বাণীবাহকে বিশ্বাস করো, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের দেবেন তাঁর করুণার দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য একটি আলোক তৈরি করবেন যাতে তোমরা চলবে, আর তোমাদের ক্ষমা করবেন ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময় —

২৯ যেন গ্রন্থধারিগণ জানতে পারে যে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য আদৌ নিয়ন্ত্রিত করে না, আর অনুগ্রহ-প্রাচুর্য আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি দেন তা যাকে ইচ্ছা করেন ; আর আল্লাহ্ অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ, মহাশক্তি।

আল্-মুজাদিলাহ্

[আল্-মুজাদিলাহ্ —বিতর্ককারিণী—কোর্আন শরীফের ৫৮ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতেই এই বিতর্কের কথা আছে। স্ত্রী পরিত্যাগ করার এই ধরনের রীতি ছিল এক প্রাচীন আরব-রীতি। এর অবতরণ কাল হিজরি চতুর্থ অথবা পঞ্চম বৎসর।]

অষ্টাবিংশ খণ্ড

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্র নামে

১ আল্লাহ্র নিশ্চয় তার কথা শুনেছেন যে তোমার কাছে বিতর্ক করেছে তার স্বামী সম্বন্ধে আর আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করেছে, আর আল্লাহ্ তোমাদের দুজনেরই বক্তব্য শুনেছেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা জ্ঞাতা।

২ তোমাদের যারা তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করে তাদের পিঠ তাদের মা'দের পিঠের মতো ব'লে, তারা তাদের মা নয়, তাদের মা আর কেউ নয় যারা তাদের জন্ম দিয়েছে তারা ছাড়া, আর নিঃসন্দেহ তারা উচ্চারণ করে এক গর্হিত কথা আর একটি মিথ্যা ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

৩ আর যারা তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করে তাদের পিঠ তাদের মা'দের পিঠের মতো ব'লে, তার পর যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। এই তোমাদের করতে বলা হচ্ছে ; আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।

৪ কিন্তু যে (সংগতি) পাবে না, সে পর পর দুই-মাস রোযা করুক পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে ; আর যে তাতে সমর্থ নয় সে ষাট জন দুঃস্থকে খাওয়াক। এ এই জন্য যে তোমরা বিশ্বাসী হবে আল্লাহ্তে আর তাঁর রসুলে, আর এই আল্লাহ্র সীমা ; আর অবিশ্বাসীদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৫ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা লাঞ্ছিত হবে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীরা ; আর নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নিদর্শাবলী ; আর অবিশ্বাসীদের জন্য আছে অপমানকর শাস্তি —

৬ যেদিন আল্লাহ্ তাদের তুলবেন সবাইকে একসঙ্গে, তার পর তাদের জানাবেন কি তারা করেছিল, আল্লাহ্ সব-কিছুর সাক্ষী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ তুমি কি দেখো নি যে আল্লাহ্ জানেন যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে? কোথাও তিনজনের গোপন পরামর্শ-সভা নেই তিনি নন যার চতুর্থ জন, অথবা পাঁচজনের, তিনি নন যার ষষ্ঠ জন, অথবা তার কম অথবা তার বেশি, কিন্তু তিনি আছেন তাদের সঙ্গে যেখানেই তারা থাকুক। তার পর তিনি তাদের জানাবেন কেয়ামতে দিনে কি তারা করেছিল। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব-কিছুর।

৮ তুমি কি তাদের দেখো নি যাদের নিষেধ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ-সভা করতে আর পরে তারা করেছিল যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল? আর তারা গোপন পরামর্শ-সভা করে পাপ ও বিদ্রোহের জন্য আর রসুলের প্রতি অবাধ্যতার জন্য ; আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তারা তোমাকে সম্ভাষণ করে আল্লাহ্ তোমাকে যেভাবে সম্ভাষণ করেন না,[১] আর তারা মনে মনে বলে : কেন আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেবেন আমরা যা বলি তার জন্য? জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট ; তারা তাতে প্রবেশ করবে, আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

৯ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা গোপন পরামর্শ করো, পরস্পরকে পাপ ও বিদ্রোহ ও রসুলের প্রতি অবাধ্যতার পরামর্শ দিও না, বরং পরস্পরকে পরামর্শ দাও ভালোর, আর মন্দ সম্বন্ধে সতর্কতার, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

১০ নিঃসন্দেহ গোপন পরামর্শ কেবল শয়তানের (কাজ) যেন সে ক্ষুব্ধ করতে পারে বিশ্বাসীদের, আর সে তাদের আঘাত দিতে পারে না আদৌ আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন ; আর আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক।

১১ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের বলা হয় (তোমাদের) মজলিসে জায়গা ক'রে দাও তখন জায়গা ক'রে দাও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা ক'রে দেবেন ; আর যখন বলা হয় : উঠে দাঁড়াও, তখন উঠে দাঁড়াও। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে তাদের উচ্চ মর্যাদায় উঁচু করবেন যারা বিশ্বাস করে আর যাদের জ্ঞান আছে, আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।

১২ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা রসুলের সঙ্গে পরামর্শ করো তখন পরামর্শের পূর্বে কিছু দান করো ; এই তোমাদের জন্য ভালো ও পবিত্রতর ; কিন্তু যদি না পাও, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৩ তোমরা কি ভয় করো যে তোমাদের পরামর্শের পূর্বে তোমরা দান করতে (পারবে না)? অতএব যখন তোমরা এটি করবে না, আর আল্লাহ্ তোমাদের দিকে ফিরেছেন (করুণাময়), তখন উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আর যাকাত দাও আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও। আর আল্লাহ্ জ্ঞাত তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

---

১ হাদিসে উক্ত হয়েছে ইহুদিরা হযরতকে "আস্‌সালামো আলায়কা" সম্ভাষণ না করে বলতো "আস্‌সামো আলায়কা", তার অর্থ — তোমার মরণ হোক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৪ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সেই লোকদের আল্লাহ্ যাদের প্রতি রুষ্ট? তারা তোমাদেরও নয় তাদেরও নয়, আর তারা মিথ্যা হলফ করে জেনে।

১৫ আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরি করেছেন কঠোর শাস্তি ; নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা মন্দ।

১৬ তারা তাদের শপথগুলোকে করে আবরণ আর (লোকদের) ফেরায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে; সুতরাং তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৭ তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। এরাই তারা যারা আগুনের অধিবাসী, তাতে তারা বাস করবে স্থায়ীভাবে।

১৮ যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে তুলবেন তখন তারা তাঁর কাছে হলফ করবে যেমন তারা (এখন) তোমাদের কাছে হলফ করে, আর তারা কল্পনা করবে যে তাদের (নির্ভর করার মতো) কিছু আছে ; নিঃসন্দেহ তারাই মিথ্যাবাদী।

১৯ শয়তান তাদের পেয়ে বসেছে, সেজন্য সে তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌র স্মরণ ; এরাই শয়তানের দল ; শয়তানের দল কি নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত দল নয়?

২০ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে—তারা হবে হীনতম।

২১ আল্লাহ্ বিধান করেছেন : নিঃসন্দেহ আমি জয়ী হবো, আমি আর আমার বাণীবাহকরা। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহান, মহাশক্তি।

২২ যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের কাউকে তুমি পাবে না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা তাদের গোষ্ঠীর লোক হয়। এরাই তারা যাদের অন্তরের উপরে তিনি লিখে দিয়েছেন বিশ্বাস আর তাদের বলবৃদ্ধি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এক প্রেরণা দিয়ে। আর তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন বেহেশ্‌তে যার নিচে দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন আর তারা তাঁর প্রতি প্রসন্ন ; এরাই আল্লাহ্‌র দল ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র দলই কি বিজয়ী নয়?

আল্‌-হাশ্‌র

[আল্‌-হাশ্‌র—নির্বাসন—কোর্‌আন শরীফের ৫৯ সংখ্যক সূরা। মদিনার বনি নাযিরের নির্বাসনের কথা এতে বলা হয়েছে। তাদের সঙ্গে কপট মুসলমানদের যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার কথাও এতে আছে। এর অবতরণ কাল হিজরি চতুর্থ বৎসর]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ তিনি গ্রন্থধারীদের যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিজেদের গৃহ থেকে বার করে দিয়েছিলেন প্রথম নির্বাসনে[১]। তুমি ভাবো নি যে তারা চলে যাবে। আর তারা সুনিশ্চিত ছিল তাদের দুর্গ তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধ ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন এমন স্থান থেকে যা তারা আশঙ্কা করে নি, আর তাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করেছিলেন, ফলে তারা তাদের গৃহগুলি বিনষ্ট করেছিল তাদের নিজেদের হাত দিয়ে আর বিশ্বাসীদের হাত দিয়ে। সেজন্য শিক্ষা গ্রহণ করো হে দৃষ্টিমানগণ।

৩ আর যদি এ না হোতো যে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য নির্বাসন বিধান করেছেন তবে নিশ্চয় তিনি তাদের শাস্তি দিতেন এই সংসারে, আর পরকালে তাদের জন্য আছে আগুনের শাস্তি।

৪ এ এইজন্য যে তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধতা করেছিল ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধতা করে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র শাস্তি দানে কঠোর।

৫ যা কিছু খেজুর গাছ তোমরা কেটে ফেলে দিলে অথবা তাদের মূলের উপরে খাড়া রেখেছিলে, তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যেন তিনি দিশাহারা করতে পারেন সীমা অতিক্রমকারীদের।

৬ আর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীরূপে তাদের থেকে আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে যা দিয়েছিলেন তার জন্য তোমরা কোনো ঘোড়া অথবা আরোহীযুক্ত উট ধাওয়া করাও নি, আর আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে নির্দেশ দেন যার বিরুদ্ধে তিনি ইচ্ছা করেন ; আর সব-কিছুর উপরে আল্লাহ্‌ ক্ষমতাবান।

৭ আর আল্লাহ্‌ তাঁ পয়গাম্বরকে শহরের লোকদের থেকে যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রীরূপে যা দেন তা আল্লাহ্‌র জন্য, আর রসুলের জন্য, আর নিকট-আত্মীয়দের জন্য, আর অনাথ নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য, ফলে তা যেন তোমাদের মধ্যেকার ধনীদের বস্তু না হয় ; আর পয়গাম্বর যা তোমাদের দেন তাই গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, নিরস্ত থাকো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ প্রতিদানে কঠোর।

---

১ এরা দ্বিতীয়বার নির্বাসিত হয়েছিল সিরিয়ার, হযরত ওমরের শাসনকালে।

৮ (তা) সেই নিঃস্বদের জন্য যারা দেশত্যাগ করেছিল যাদের তাদের গৃহ ও সম্পত্তি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। যারা অন্বেষণ করে আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যের আর (তাঁর) প্রসন্নতার, আর সাহায্য করে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর বাণীবাহককে ; এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ।

৯ আর যারা তাদের পূর্বে এই শহরে (মদিনায়) ও ধর্মে প্রবেশ করেছিল তারা তাদের ভালোবাসে যারা তাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে এসেছে, আর তাদের বুকে প্রয়োজন বোধ করে না তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার, আর তাদের (দাবি) অগ্রগণ্য মনে করে যদিও দারিদ্র্যে তারা কষ্ট পায় ; আর যে কেউ রক্ষা পায় তার অন্তরের কৃপণতা থেকে—এরাই তারা যারা সফলকাম।

১০ আর যারা তাদের পরে (ধর্মে) এসেছিল তারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করো অমাদের আর আমাদের ভাইদের যারা ধর্মে আমাদের পূর্ববর্তী হয়েছিল, আর আমাদের হৃদয়ে কোনো বিদ্বেষ রেখো না তাদের প্রতি যারা বিশ্বাস করে, হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহ তুমি স্নেহময়, কৃপাময়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা কপট? তাদের গ্রন্থধারী ভাইদের যারা অবিশ্বাসী তারা তাদের বলে : তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যাবো, আর তোমাদের সম্পর্কে আমরা কারো অনুবর্তী হবো না, আর যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

১২ এরা যদি বিতাড়িত হয়, তারা এদের সঙ্গে যাবে না, আর যদি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তারা এদের সাহায্য করবে না, আর যদি সাহায্য করে তারা নিশ্চয়ই পিঠ ফেরাবে ; তার পর তাদের সাহায্য করা হবে না।

১৩ ভয়রূপে তোমরা তাদের বুকে আল্লাহ্‌র চাইতে আরো ভীষণ ; এ এইজন্য যে সম্প্রদায় হিসাবে তারা অবোধ ;

১৪ তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না সুরক্ষিত বসতি অথবা দেওয়ালের আড়ালে থেকে ভিন্ন ; তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ খুব প্রবল ; তুমি তাদের ভাবতে পারো এক দেহ, আর তাদের হৃদয় বিযুক্ত, এ এইজন্য যে তারা একটি সম্প্রদায় যারা বুদ্ধিহীন।

১৫ তাদের অল্প পূর্ববর্তীদের মতো[২] তারা তাদের কাজের মন্দ ফল ভোগ করেছে, আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

---

২ বোধ হয় বদরে নিহত কোরেশদের কথা বলা হয়েছে।

১৬ শয়তানের মতো যখন সে মানুষকে বলে : অবিশ্বাস করো ; কিন্তু যখন সে অবিশ্বাস করে, সে বলে : নিশ্চয় তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র ভয় করি (যিনি) বিশ্বজগতের প্রভু।

১৭ সেজন্য তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে তারা উভয়ে থাকবে আগুনে তাতে দীর্ঘকাল বাস করার জন্য ; আর এই অন্যায়কারীদের প্রতিফল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর প্রত্যেক প্রাণ ভাবুক কি সে আগামী দিনের জন্য পাঠিয়েছে ; আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

১৯ আর তাদের মতো হ'য়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করেছে, সেজন্য তিনি তাদের পরিত্যাগ করিয়েছিলেন তাদের অন্তর ; এরাই তারা যারা সীমা–অতিক্রমকারী।

২০ তুল্য নয় আগুনের বাসিন্দারা আর বেহেশ্‌তের বাসিন্দারা : বেহেশ্‌তের বাসিন্দারাই সফলকাম।

২১ আমি যদি এই কোর্‌আন পাহাড়ের উপরে অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে দেখতে ভেঙে পড়তে, দীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ের জন্য ; আর এই দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের কাছে বিবৃত করি যেন তারা চিন্তা করে।

২২ তিনিই আল্লাহ্‌র যিনি ভিন্ন নেই অন্য উপাস্য—জ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের—তিনি করুণাময়, কৃপাময়।

২৩ তিনি আল্লাহ্, নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন—রাজা, পবিত্র, শান্তি, বিশ্বাসী, রক্ষক, মহাশক্তি, মহাবল, সর্বমহিমাধর—আল্লাহ্‌র মহিমান্বিত হোন তারা (তাঁর) যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

২৪ তিনি আল্লাহ্ স্রষ্টা, নির্মাতা, রূপদাতা, তাঁরই শ্রেষ্ঠ নামরাজি, যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে (সব) তাঁর মহিমা কীর্তন করে, আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

আল্-মুম্তাহানাহ্

[আল্-মুম্তাহানাহ্—যাকে (যে স্ত্রীলোককে) পরীক্ষা করা হয়েছে—কোর্আন শরীফের ৬০ সংখ্যক সূরা। এর অবতরণের আনুমানিককাল অষ্টম হিজরি। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত পরে যেভাবে কিছু পরিবর্তিত হয় তার কথা এত আছে।

এটি মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে বিশ্বাসিগণ, আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ; তোমরা কি তাদের বন্ধুত্ব দেবে যখন তারা অবিশ্বাস করে যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তাতে—তাড়িয়ে দিয়েছে পয়গাম্বরকে ও তোমাদের যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহ্‌তে, তোমাদের প্রতিপালকে? যদি তোমরা এসে থাকো আমার পথে সংগ্রাম করতে, আমার প্রসন্নতা অন্বেষণ করতে (তবে তাদের বন্ধুত্ব দেখাবে না)। তোমরা কি তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্ব দেখাবে যখন আমি ভালো জানি কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা ঘোষণা করো? আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটি করে নিঃসন্দেহ সে সরল পথের দিশা হারিয়েছে।

২ যদি তারা তোমাদের সম্পর্কে উপর হাত হতে পারে, তারা হবে তোমাদের শত্রু, আর তাদের হাত আর তাদের জিহ্বা তোমাদের দিকে প্রসারিত হবে মন্দভাবে আর তারা চায় যে তোমরা অবিশ্বাস করো।

৩ তোমাদের রক্ত সম্পর্ক আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিছুই তোমাদের সাহায্য করবে না কেয়ামতের দিনে ; তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন ; আর আল্লাহ্ দেখে তোমরা যা করো।

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত রয়েছে ইব্রাহিমের ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল যখন তারা তাদের লোকদের বলেছিল : নিশ্চয় আমরা দায়শূন্য তোমাদের সম্বন্ধে আর তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন যার উপাসনা করো সে সম্বন্ধে, আমরা তোমাদের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে দিয়েছি, আর শত্রুতা ও ঘৃণা চিরদিনের জন্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে পর্যন্ত না তোমরা শুধু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো—কিন্তু ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে যা বলেছিলেন তাতে নয় (তিনি বলেছিলেন) : "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো আর আল্লাহ্ থেকে আসা কিছুর উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই",—হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর করি, আর তোমারই কাছে আমরা ফিরি আর তোমারই কাছে শেষ আসা।

৫ হে আমাদের পালয়িতা, যারা অবিশ্বাস করে তাদের শিকার আমাদের ক'রো না, আর হে আমাদের প্রভু, আমাদের ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি মহাশক্তি, কৃপাময়।

৬ **নিঃসন্দেহ তোমাদের পক্ষে তাদের ক্ষেত্রে আছে একটি ভালো দৃষ্টান্ত তার জন্য যে ভয় করে আল্লাহ্‌কে আর শেষ দিন। আর যে কেউ ফিরে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনি মহাশক্তি, প্রশংসিত।**

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ হতে পারে আল্লাহ্ বন্ধুত্ব ঘটাবেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুভাব। আর আল্লাহ্ ক্ষমতাবান ; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৮ যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি ধর্মের জন্য আর তোমাদের তাড়িয়ে দেয় নি তোমাদের গৃহ থেকে, আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেন না যে তোমরা তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে আর তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন ন্যায়পরায়ণদের।[১]

৯ আল্লাহ্ কেবল তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ধর্মের জন্য আর তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল তোমাদের গৃহ থেকে, আর তোমাদের বার ক'রে দেওয়ায় সাহায্য করেছিল ; আর যে কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তবে তারা অন্যায়কারী।

১০ হে বিশ্বাসিগণ, যখন বিশ্বাসিনী নারীরা তোমাদের কাছে আসে শরণার্থিনী হয়ে, তবে তাদের পরীক্ষা করো, আল্লাহ্ ভালো জানেন তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ; তার পর যদি বোঝো তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে ফিরে পাঠাবে না, এরা তাদের জন্য বৈধ নয়, তারাও তাদের জন্য বৈধ নয়, আর তাদের দিয়ে দাও যা তারা ব্যয় করেছে, আর তোমাদের কোনো দোষ হবে না তাদের বিয়ে করায় যখন তোমরা তাদের দেনমোহ্‌র দিয়েছ ; আর অবিশ্বাসিনী নারীদের বিবাহ-বন্ধন মান্য করে চ'লো না আর তোমরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাও, আর তারা ফেরত চাক্ যা তারা ব্যয় করেছে। এইই আল্লাহ্‌র রায় ; তিনি তোমাদের মধ্যে বিচার করেন, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

১১ আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের (দেনমোহর) কিছু তোমাদের থেকে অবিশ্বাসীদের কাছ চলে গিয়ে থাকে, তার পর তোমাদের সুযোগ আসে, (তবে) যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে তাদের দাও যা তারা ব্যয় করেছে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যাঁতে তোমরা বিশ্বাস করো।

১২ হে নবী, যখন বিশ্বাসিনী নারীরা তোমার কাছে আসে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যে তারা কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র অংশী করবে না, আর চুরি করবে না, আর ব্যভিচার করবে না, আর তাদের সন্তান হত্যা করবে না, আর কোনো মিথ্যা তৈরি করবে না যা তারা উদ্ভাবন

---

১ হযরতের যুদ্ধ করার হেতুর উপরে প্রচুর আলোকপাত করছে এই আয়াতটি ও এর পরের আয়াত।

করেছে তাদের হাত ও তাদের পায়ের মধ্যে ; আর যা ভালো তাতে তোমার অবাধ্য হবে না—তবে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করো আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৩ হে বিশ্বাসিগণ, সেই লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রো না যাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ—যারা পরলোক সম্বন্ধে হতাশ্বাস যেমন অবিশ্বাসীরা হতাশ্বাস যারা কবরে আছে তাদের সম্বন্ধে।

আস্-সফ্

[আস্-সফ্—সারি বা সার—কোর্আন শরীফের ৬১ সংখ্যক সুরা ; এর চতুর্থ আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটিকে মদিনীয় জ্ঞান করা হয়—এর অবতরণের আনুমানিক সময় চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ হে বিশ্বাসিগণ কেন, তোমরা তা বলো যা তোমরা করো না?

৩ এটি আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত যে তোমরা তা বলবে যা করো না।

৪ নিঃসন্দেহ্ আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সারবন্দী ভাবে—যেন তারা এক নিরেট গাঁথুনি।

৫ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বলেছিলেন : হে আমার জাতি, কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? আর তোমরা জানো যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র এক বাণীবাহক? কিন্তু যখন তারা বিমুখ হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের হৃদয় বিমুখ করেছিলেন ; আর আল্লাহ্ চালিত করেন না সীমা-অতিক্রমকারী লোকদের ।

৬ আর যখন মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন : হে ইসরাইলবংশীয়গণ, নিঃসন্দেহ্ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসুল, সত্য প্রমাণিত করি যা আমার পূর্বে তওরাতে ছিল আর সুসংবাদ দিই একজন রসুল সম্বন্ধে যিনি আমার পরে আসবেন তাঁর নাম আহমদ (প্রশংসিত[১]) ; কিন্তু তিনি যখন তাদের কাছে এলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলীসহ, তারা বললে : এ স্পষ্ট জাদু।

৭ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে যখন তাকে আহ্বান করা হয় আত্মসমর্পণের(ইসলামের) দিকে? আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের চালিত করেন না।

৮ তারা আল্লাহ্‌র আলোক নিভিয়ে দিতে চায় তাদের মুখ দিয়ে : কিন্তু আল্লাহ্ পূর্ণাঙ্গ করবেন তাঁর আলোক তা অবিশ্বাসীরা যতই বিরূপ হোক।

---

১ গ্রীক বাইবেলে এঁর নাম বলা হয়েছে Paraclete, ইংরেজীত Comforter. পিক্‌থল বলেছেন : পূর্বাঞ্চলের খ্রীষ্টানদের অনেকে ভাবতো হযরত মোহম্মদ এই প্রতিশ্রুত রসুল, আর অনেক ভাবতো এই প্রতিশ্রুত রসুল পরে আসবেন।

৯ তিনিই তাঁর বাণীবাহককে পাঠিয়েছিলেন পথনির্দেশ আর সত্য-ধর্ম দিয়ে যেন তিনি তাকে স্থান দিতে পারেন সব ধর্মের উপরে যদিও বহুদেববাদীরা তাতে বিমুখ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ হে বিশ্বাগিসণ, আমি কি তোমাদের নিয়ে যাবো একটি পণ্যের দিকে যা তোমাদের রক্ষা করবে এক কঠিন শাস্তি থেকে?

১১ তোমরা বিশ্বাস করবে আল্লাহ্তে ও তাঁর রসুলে আর সংগ্রাম করবে আল্লাহ্র পথে তোমাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন দিয়ে তাই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানতে।

১২ তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের দোষ ত্রুটি আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যান সমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, আর সর্বোচ্চ বেহেশ্তে উৎকৃষ্ট গৃহে; এই মহাসাফল্য।

১৩ আরো অন্য একটি যা তোমরা ভালোবাস : আল্লাহ্ থেকে সাহায্য আর নিকটবর্তী বিজয়। আর সুসংবাদ দাও বিশ্বাসীদের।

১৪ হে বিশ্বাসিগণ আল্লাহ্র সহায় হও, যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন : কারা আমার সহায় আল্লাহ্র অভিমুখে? শিষ্যেরা বলেছিল : আমরা আল্লাহ্র (অভিমুখে) সাহায্যকারী। এইভাবে ইসরাইলবংশীয়দের একদল বিশ্বাস করেছিল আর অন্যদল অবিশ্বাস করেছিল ; তার পর যারা বিশ্বাস করেছিল আমি তাদের সাহায্য করেছিলাম তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে, আর তারা উপরহাত হয়েছিল।

আল্-জুম্'আহ্

[আল্-জুম্'আহ্—সম্মেলন, অর্থাৎ শুক্রবারের সম্মেলন—কোর্আন শরীফের ৬২ সংখ্যক সূরা। এটি মদিনীয়। এর অবতরণের কাল দ্বিতীয় হিজরি থেকে চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর যা-কিছু আছে পৃথিবীতে, (তিনি) প্রভু, পবিত্র, মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২ তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদের থেকে, পাঠিয়েছেন এক রসুলকে যিনি তাদের কাছে আবৃত্তি করেন তাঁর নির্দেশাবলী, আর তাদের শিক্ষা দেন গ্রন্থ ও জ্ঞান, যদিও এর পূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট বিপথে,

৩ আর তাদের ভিতর থেকে অন্যদের, যারা এখনও তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৪ এই-ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য ; তিনি এটি দেন যাকে ইচ্ছা করেন ; আর আল্লাহ্ অনুগ্রহের রাজাধিরাজ।

৫ যাদের তওরাতের ভার দেওয়া হয়েছিল, তার পর তারা তা অনুসরণ করে নি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গ্রন্থবাহী গর্দভের মতো ; যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের দৃষ্টান্ত মন্দ ; আর আল্লাহ্ অন্যায়কারী লোকদের চালিত করেন না।

৬ বলো : হে ইহুদিগণ, যদি তোমরা মনে করো যে সব মানুষের মধ্যে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়, তবে মৃত্যু চাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭ কিন্তু তারা কখনো তা কামনা করবে না, তাদের হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে সেজন্য ; আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের সম্বন্ধে জানেন।

৮ বলো : মৃত্যু, যা থেকে তোমরা পালাও, নিশ্চয় তার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে, আর তোমাদের পাঠানো হবে অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে। আর তিনি তোমাদের জানাবেন কি তোমরা করেছিলে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের উপাসনার জন্য আহ্বান করা হয় সম্মেলনের দিনে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে সত্বর হও, আর ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো ; তাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝো।

১০ কিন্তু যখন উপাসনা শেষ হয়েছে তখন দেশে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্য অন্বেষণ করো, আর আল্লাহ্‌কে প্রচুরভাবে স্মরণ করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

১১ আর যখন তারা দেখে পণ্যদ্রব্য অথবা আমোদ তারা সেখানে ভেঙে পড়ে, আর তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। বলো : যা আল্লাহ্‌র কাছে তা ভালো আমোদের চাইতে আর পণ্যদ্রব্যের চাইতে, আর আল্লাহ্ স্পষ্ট জীবিকাদাতা।

আল্‌-মুনাফিকূন

[আল্‌-মুনাফিকূন্‌—কপটগণ—কোর্‌আন শরীফের ৬৩ সংখ্যক সূরা।
এটি মদিনায়—ওহোদের যুদ্ধের পরে চতুর্থ হিজরির মধ্যে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল এই ভাবা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন কপটরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে : আমরা সাক্ষ্যদান করি যে তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল—আর আল্লাহ্‌ জানেন যে নিঃসন্দেহ তুমি তাঁর রসুল—আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে কপটরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

২ তারা তাদের শপথগুলোকে করে এক আবরণ, যেন তারা (তোমাদের) ফেরাতে পারে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। নিশ্চয় যা তারা করে তা মন্দ।

৩ এ এইজন্য যে তারা বিশ্বাস করার পরে অবিশ্বাস করেছে, সেজন্য তাদের হৃদয়ের উপরে একটি মোহর মারা হয়েছে, ফলে তারা বোঝে না।

৪ আর যখন তুমি তাদের দেখো, তাদের দেহ তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, আর যদি তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা শুনবে, (তারা) যেন কাঠের বড় বড় কুঁদো ডোরা-কাটা-কাপড়ে ঢাকা ; তারা মনে করে প্রত্যেক আওয়াজ তাদের বিরুদ্ধে। তারা শত্রু, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও ; আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন ; কোথা থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়?

৫ আর যখন তাদের বলা হয় : এসো আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তারা তাদের মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর তুমি দেখো তারা ফিরে যাচ্ছে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে।

৬ তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করো, আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ চালিত করেন না সীমা অতিক্রমকারী লোকদের।

৭ তারাই বলে : যারা আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে আছে তাদের জন্য খরচ ক'রো না যে পর্যন্ত না তারা ছত্রভঙ্গ হয়। আর আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ; কিন্তু কপটরা বোঝে না।

৮ তারা বলে : যদি আমরা মদিনায় ফিরে যাই তবে যারা শক্তিশালী তারা বার করে দেবে দুর্বলদের। আর আল্লাহ্‌রই শক্তি, আর তাঁর বাণীবাহকের ও বিশ্বাসীদের ; কিন্তু কপটরা জানে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের ধনসম্পত্তি অথবা তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের না ফেরাক আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। আর যে তা করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১০ আর আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো (দানে) মৃত্যু তোমাদের কারো কাছে আসার পূর্বে, ফলে সে তখন বলবে : হে আমার প্রভু, কেন তুমি আমাকে বিরাম দাও নি এক নিকটবর্তীকাল পর্যন্ত যার ফলে আমি দান করতে পারতাম আর সৎকর্মশীলদের দলের হতে পারতাম ?

১১ আর আল্লাহ্ কোনো প্রাণকে বিরাম দেন না যখন তার নির্ধারিত সময় এসেছে, আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।

আত্-তাগাবুন

[আত্-তাগাবুন—মোহ্ অপসরণ—কোর্আন শরীফের ৬৪ সংখ্যক সূরা।
এর আনুমানিক অবতরণকাল হিজরি প্রথম বৎসর। কেউ কেউ এটিকে অন্ত্যমক্কীয়ও বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে যা-কিছু আছে আকাশে আর যা-কিছু আছে পৃথিবীতে ; তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই প্রশংসা, আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

২ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ; তার পর তোমাদের কেউ অবিশ্বাসী আর কেউ বিশ্বাসী, আর আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

৩ তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে, আর তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তার পর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন উৎকৃষ্ট, আর তাঁর কাছেই শেষ প্রত্যাবর্তন।

৪ তিনি জানেন কি আছে আকাশে আর পৃথিবীতে আর তিনি জানেন কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা প্রকাশ করো। আর আল্লাহ্ জানেন কি আছে বুকের ভিতরে।

৫ তাদের সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছে নি যারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল, আর তার পর তাদের আচরণের মন্দ ফল আস্বাদ করেছিল, আর তাদের লাভ হয়েছিল এক কঠোর শাস্তি ?

৬ এ এইজন্য যে তাদের কাছে তাদের পয়গাম্বররা এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে ; কিন্তু তারা বলেছিল : তবে কি মানুষরা আমাদের চালাবে ? অতএব তারা অবিশ্বাস করেছিল আর ফিরে গিয়েছিল, আর আল্লাহ্‌র (কিছুতে) প্রয়োজন নেই, আর আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর—প্রশংসিত।

৭ যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে যে তাদের তোলা হবে না। বলো : হাঁ, আমার পালয়িতার শপথ, নিশ্চয় তোমাদের তোলা হবে, তার পর নিশ্চয় তোমাদের জানানো হবে কি তোমরা করেছিলে। আর তা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

৮ সেজন্য আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো, আর তাঁর রসুলে, আর যে আলোক আমি অবতীর্ণ করেছি ; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো তার।

৯ যেদিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন একত্রিত হবার দিনে—সেদিন মোহ্ অপসরণের দিন; আর যে কেউ বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে ও ভালো কাজ করে, তিনি তার থেকে দূর করে দেবেন তার মন্দ আর তাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানে যাতে বহু নদী প্রবাহিত সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে ; এ মহাসাফল্য।

১০ আর যারা অবিশ্বাস করে আর আমার নিদের্শাবলী প্রত্যাখ্যান করে তারাই আগুনের বাসিন্দা—তাতে বাস করবে স্থায়ীভাবে আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ কোনো বিপত্তি আসে না আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন, যে কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তিনি তার হৃদয়কে পথে চালিত করেন ; আর আল্লাহ্ সব কিছু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

১২ আর আল্লাহ্‌র অনুবর্তী হও আর রসুলের অনুবর্তী হও ; কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও তবে আমার রসুলের উপরে মাত্র ভার (বাণী) স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া।

১৩ আল্লাহ্—নেই তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য—আর তাঁর (আল্লাহ্‌র) উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক।

১৪ হে বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের শত্রু, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও, আর যদি মুছে ফেলো আর উপেক্ষা করো আর ক্ষমা করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৫ তোমাদের ধনসম্পত্তি আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য মাত্র পরীক্ষার (ব্যাপার), আর আল্লাহ্—তাঁর কাছে আছে মহৎ প্রাপ্য।

১৬ সেজন্য যথাসাধ্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর শোনো আর অনুবর্তী হও, আর ব্যয় করো (দানে)—এই তোমাদের অন্তরাত্মার জন্য ভালো। আর যে কেউ রক্ষা পায় তার অন্তরের লোভ থেকে তবে এরাই তারা যারা সফলকাম।

১৭ যদি আল্লাহ্‌কে ঋণ দাও উত্তম ঋণ[১] তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণিত করবেন ; আর ক্ষমা করবেন ; আর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ, স্নেহময়,

১৮ অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, মহাশক্তি, জ্ঞানী।

---

১ বিনা সুদে ঋণ।

আত্-তালাক

[আত্-তালাক—তালাক বা স্ত্রীত্যাগ—কোর্আন শরীফের ৬৫ সংখ্যক সূরা। এটি মদিনীয়—এর অবতরণের আনুমানিক কাল ষষ্ঠ হিজরি। তালাক সম্পর্কিত আইন এর দ্বারা কিছু বিশেষিত হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্র নামে

১ হে নবী, যখন তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দাও তাদের তালাক দাও নির্ধারিত সময়ের জন্য,[১] আর নির্ধারিত দিনের হিসাবে রাখো, আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করো। তাদের গৃহ থেকে তাদের বার করে দিও না, তারা নিজেরাও চলে যাবে না, যদি না তারা স্পষ্ট অশালীনতা আচরণ করে। আর এই আল্লাহ্র সীমা, আর যে কেউ আল্লাহ্র সীমার বাইরে যায় যে নিশ্চয় তার অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করে। তুমি জানো না যে আল্লাহ্ তার পর কিছু নতুন ব্যাপার ঘটাতে পারেন।

২ অতঃপর যখন তারা তাদের নির্ধারিত কালে পৌঁছে, তখন তাদের রাখো ভালো ভাবে অথবা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হও ভালো ভাবে ; আর তোমাদের মধ্যে থেকে দুইজন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী করো আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য (ন্যায়ে) অবিচলিত রাখো। যে কেউ আল্লাহ্তে আর শেষ দিনে বিশ্বাস করে তাকে এই উপদেশ দেওয়া হয়, আর যে কেউ আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করে তিনি তার জন্য একটি উপায় করে দেন,

৩ আর তাকে জীবিকা দেবেন কোথা তা সে ভাবে নি ; আর যে কেউ আল্লাহ্তে নির্ভর করে—তিনি তার জন্য যথেষ্ট ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পৌঁছেন তাঁর উদ্দেশ্যে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব-কিছুর জন্য এক পরিমাপ ধার্য করেছেন।

৪ আর তেমাদের যেসব নারীরা তাদের ঋতু সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হয়েছে—যদি তাদের সন্দেহ থাকে তবে তাদের নির্ধারিত কাল হবে তিন মাস। আর তাদেরও যাদের (পর পর) তিন ঋতু হয় নি ; আর গর্ভবতী নারীদের জন্য তাদের নির্ধারিত কাল হচ্ছে যখন তারা তাদের ভার নামায়। আর যে কেউ আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করে, তিনি তার জন্য সহজ করে দেবেন তার কাজ।

৫ এই আল্লাহ্র আদেশ যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের প্রতি, আর যে কেউ আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করে তিনি তার থেকে দূর করে দেবেন তার মন্দ আর তার জন্য বাড়িয়ে দেবেন প্রাপ্য।

---

১ দ্রষ্টব্য, ২ : ২২৮

৬ তাদের স্থান দাও যেখানে তোমরা থাক, তোমাদের সংগতি অনুসারে, আর তাদের দুঃখ দিও না তাদের জীবন তাদের জন্য কষ্টদায়ক করতে ; আর যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে তাদের জন্য ব্যয় করো যে পর্যন্ত না তারা তাদের ভার নামায় ; তার পর যদি তারা তোমাদের জন্য (সন্তানকে) দুধ দেয় তবে তাদের প্রাপ্য তাদের দাও ; আর তোমাদের মধ্যে পরস্পরকে বলো যা ভালো তাই করতে ; আর যদি তোমাদের মতভেদ হয় তবে অন্য স্ত্রীলোক দুধ দেবে।

৭ যার প্রাচুর্য আছে সে তার প্রাচুর্য থেকে ব্যয় করুক, আর যার জীবিকা তার জন্য পরিমিত সে তাই থেকে ব্যয় করুক আল্লাহ্ যা তাকে দিয়েছেন, আল্লাহ্ কোনো প্রাণের উপরে ভার চাপান না যতটা তাকে দিয়েছেন তা ভিন্ন। আল্লাহ্ কষ্টের পরে আনেন আরাম।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ কত না শহর বিদ্রোহী হয়েছিল তার পালয়িতার ও তাঁর রসুলদের নির্দেশ সম্বন্ধে, সেজন্য আমি তাদের হিসাব তলব করেছিলাম কড়া হিসাব তলবে, আর তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি দিয়ে।

৯ সেজন্য তা তার কাজের মন্দ ফল আস্বাদ করেছিল, আর তার কাজের পরিণাম হয়েছিল ক্ষতি।

১০ আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি তৈরি করেছেন ; সেজন্য আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করো হে জ্ঞানী লোকেরা যারা বিশ্বাস করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন এক স্মারক —

১১ একজন রসুল যিনি তোমাদের কাছে আবৃত্তি করেন আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশাবলী যেন যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের তিনি আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে ; আর যে কেউ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত তাতে চিরদিনের জন্য বাস করতে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন এক উৎকৃষ্ট জীবিকা।

১২ আল্লাহ্ তিনি যিনি তৈরি করেছেন সাত আকাশ, আর পৃথিবী সম্বন্ধে তার অনুরূপ ; বিধান তাদের মধ্যে অবতরণ করে চলেছে, যেন তোমরা জানতে পারো যে আল্লাহ্ সব-কিছুর উপরে ক্ষমতাবান ; আর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ বেষ্টন ক'রে আছেন সব (তাঁর) জ্ঞানে।

আত্-তাহ্রিম

[আত্-তাহ্রিম—নিষিদ্ধ করা—কোর্আন শরীফের ৬৬ সংখ্যক সূরা।

এটি মদিনীয়। এর অবতরণ কাল আনুমানিক নবম হিজরি। সেই কালে হযরতের কনিষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম (তিনি শৈশবে পরলোকে গমন করেন) ও তাঁর মাতা হযরত মারিয়া হযরতের কাছে যে সমাদর পান তাতে হযরতের অন্যান্য পত্নী ঈর্ষান্বিত হন। সেই ঈর্ষার ফলে হযরতের সঙ্গেও তাঁদের মনোমালিন্য ঘটে, আর হযরত একমাস কাল পত্নীদের সংস্রব এড়িয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করেন। মধু হযরতের প্রিয় ছিল, এইকালে হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসাকে খুশি করার জন্য তিনি মধুপান ত্যাগ করেন। এই সূরার প্রথম চার আয়াতে এই সবের ইঙ্গিত আছে। বিস্তারিত বিবরণ হযরতের জীবনীতে পাওয়া যাবে]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে নবী, কেন তুমি (নিজের জন্য)[১] তা নিষিদ্ধ করেছ যা আল্লাহ্ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করতে চাও; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২ আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তোমাদের শপথগুলো থেকে মুক্তির উপায় আর আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু; আর তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৩ আর যখন পয়গাম্বর তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন, আর যখন তিনি (সেই স্ত্রী) পরে তা প্রকাশ করেছিলেন, আর আল্লাহ্ তাঁকে (পয়গাম্বরকে) তা জানিয়েছিলেন, তিনি (পয়গাম্বর) জানিয়েছিলেন তার একটি অংশ আর চেপে গিয়েছিলেন অন্য অংশ, ফলে, যখন তিনি (পয়গাম্বর) তাঁকে (স্ত্রীকে) সে সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন তিনি (স্ত্রী) বলেছিলেন : কে আপনাকে এই সংবাদ দিয়েছে? তিনি বলেছিলেন : (যিনি) জ্ঞাতা ওয়াকিফহাল তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।[২]

৪ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো (অনুতপ্ত হয়ে)—কেন না তোমাদের হৃদয় চেয়েছিল (এই নিষিদ্ধ করা), আর যদি তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো তাঁর (পয়গাম্বরের) বিরুদ্ধে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—হাঁ তিনি তাঁর রক্ষাকারী বন্ধু, আর জিব্রিল, আর বিশ্বাসীরা যারা সংকর্মশীল, আর তাদের পরে ফেরেশ্‌তারা, তাঁর সাহায্যকারী।

---

১ মধুপান অথবা বিবি মারিয়ার সঙ্গ, অথবা স্ত্রীদের সঙ্গ।

২ দ্রষ্টব্য ৫ : ৮৯। হযরত হাফসা বলেছিলেন হযরত আয়শাকে।

৫ হতে পারে তাঁর পালয়িতা, যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন, তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে দেবেন তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, বিনতা, অনুতাপকারিণী, উপাসনারতা, রোয়াপালনকারিণী, বিধবা এবং কুমারী।

৬ হে বিশ্বাসিগণ, নিজেদের ও নিজেদের পরিজনদের রক্ষা করো সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর ; তার উপরে আছে ফেরেশ্‌তারা অনুকম্পাহীন ও বলবান, তারা অবাধ্য হয় না আল্লাহ্ যা হুকুম করেন সে বিষয়ে, আর করে যা আদেশ করা হয় :

৭ হে অবিশ্বাসিগণ, আজকের দিনে তোমাদের জন্য কোনো অজুহাত খাড়া ক'রো না, তোমাদের মাত্র প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে তার জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো অকৃত্রিম ফেরায় : হতে পারে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ দূর করে দেবেন, আর তোমাদের প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত—সেইদিন যাতে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করে, তাদের আলোক তাদের সামনে চলবে আর তাদের ডান হাতের উপরে, তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের ক্ষমা করো ; নিঃসন্দেহ তুমি ক্ষমতাবান সব-কিছুর উপরে।

৯ হে নবী, অবিশ্বাসীদের আর কপটদের সঙ্গে সংগ্রাম করো, আর তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় হও, আর তাদের গৃহ জাহান্নাম, আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

১০ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যারা অবিশ্বাস করে তাদের—নূহ্-এর পত্নী আর লূতের পত্নী, তারা উভয়ে ছিল আমার দইজন সাধু-আত্মা দাসের অধীনে, কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ফলে তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো কাজে আসেন নি আর বলা হয়েছিল : আগুনে প্রবেশ করো যারা প্রবেশ করে তাদের সঙ্গ।

১১ আর যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—ফেরাউনের স্ত্রী, যখন সে বলেছিল : হে আমার প্রতিপালক আমার জন্য বেহেশতে তোমার সঙ্গে একটি গৃহ তৈরি করো, আর আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার কাজ থেকে, আর আমাকে উদ্ধার করো অন্যায়কারী লোকদের থেকে।

১২ আর মরিয়ম, ইম্‌রানের কন্যা, যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁর আবরণীয় (অঙ্গ) সেজন্য আমি তাতে শ্বাস দিয়েছিলাম আমার আত্মা (প্রেরণা) থেকে। আর তিনি সত্য জেনেছিলেন তাঁর পালয়িতার বাণী আর তাঁর গ্রন্থ, আর তিনি ছিলেন বিনতা বিনতদের মধ্যে।

আল্-মুল্ক

[আল্-মুল্ক্—রাজত্ব—কোর্আন শরীফের ৬৭ সংখ্যক সূরা। এটি মধ্যমক্কীয়। কোরেশদের ক্ষমতা-গর্বের ও হঠকারিতার পরিণাম মন্দ এই কথা এতে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।]

উনত্রিংশ খণ্ড

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কল্যাণময় তিনি যাঁর হাতে রাজত্ব, আর তিনি সব-কিছুর উপরে ক্ষমতাবান,—

২ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কাজে সব চাইতে ভালো, আর তিনি মহাশক্তি, ক্ষমাশীল।

৩ তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ স্তরে স্তরে—করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য পাবে না তুমি—পুনরায় দেখ—বিশৃঙ্খলা কী দেখছ?

৪ তবে বার বার ফেরাও চোখ—তোমার দৃষ্টি ফিরে আসবে তোমাতে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হ'য়ে।

৫ নিঃসন্দেহ আমি আকাশ শোভিত করেছি প্রদীপসমূহের দ্বারা আর সে সবকে করেছি শয়তানের তাড়াবার যন্ত্র[১] আর তাদের জন্য তৈরি করেছি জলন্ত আগুনের শাস্তি, —

৬ আর যারা তাদের পালয়িতায় অবিশ্বাস করে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি—আর তা মন্দ গন্তব্যস্থান।

৭ যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা শুনবে তার উচ্চ গর্জন আর তা স্ফীত হ'তে থাকবে —

৮ যেন ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই একদল তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তার প্রহরীরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেন নি?

৯ তারা বলবে : হাঁ—নিঃসন্দেহ—একজন সতর্ককারী আমাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম ও বলেছিলাম : আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা বড় রকমের পথভ্রান্তির মধ্যে ভিন্ন নও।

---

১ এর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে শয়তানরা যখন আকাশের রহস্য জানতে চেষ্টা করে তখন তাদের উল্কা ছুঁড়ে মারা হয়। অন্য ব্যাখ্যা হচ্ছে জ্যোতিষ্কদের নিয়ে জ্যোতিষীরা চিরদিন বিভ্রান্ত হচ্ছে।

১০ আর তারা বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা আমাদের বুদ্ধি থাকতো তবে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দা হতাম না।

১১ তাহলে তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করবে। তবে বহুদূরে অবস্থিত থাকুক জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দারা (করুণা থেকে)।

১২ নি:সন্দেহ যারা তাদের পালয়িতার ভয় রাখে গোপনে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৩ আর তোমাদের কথা গোপন করো আর প্রকাশ করো, নিঃসন্দেহ তিনি জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

১৪ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মের জ্ঞাতা—ওয়াকিফহাল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিনীত (সুগম)—সেজন্য এর বিস্তৃত দিকসূহে গমন করো, আর ভক্ষণ করো তাঁর দেওয়া জীবিকা থেকে, আর তাঁর কাছেই হবে মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তন।

১৬ যিনি অন্তরীক্ষে আছেন তাঁর কাছে থেকে কী তোমরা এই নিরাপত্তা গ্রহণ করেছ যে তিনি পৃথিবীর দ্বারা তোমাদের গ্রাস করাবেন না যখন নিঃসন্দেহ তা আন্দোলিত হবে?

১৭ অথবা যিনি অন্তরীক্ষে আছেন তাঁর কাছে থেকে তোমরা কী এই নিরাপত্তা গ্রহণ করেছ যে তিনি তোমাদের উপরে প্রস্তরবর্ষী মেঘ পাঠাবেন না? কিন্তু তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার ভয় প্রদর্শন;

১৮ আর নিঃসন্দেহ এদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল—তখন কেমন ছিল আমার অসন্তোষ!

১৯ তারা কি দেখে নি তাদের উপরে পাখিদের (পাখা) ছড়িয়ে দেওয়া আর গুটিয়ে নেওয়া? তাদের ধরে রাখেন করুণাময় ভিন্ন আর কে? নিঃসন্দেহ তিনি দেখেন সব।

২০ অথবা কে সে যে তোমাদের সাহায্যের জন্য হবে সৈন্যদল দয়াময় ব্যতীত? নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা ভ্রান্তির মধ্যে ভিন্ন নয়।

২১ অথবা কে সে যে তোমাদের দেবে খাদ্য যদি তিনি বন্ধ করেন তাঁর দেওয়া জীবিকা? না, তারা অনড় অবাধ্যতায় ও বিতৃষ্ণায়।

২২ যে আপন মুখের দিকে ঝুঁকে চলে (জন্তুর মতো) সে ভালো চালিত, না সে যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

২৩ বলো : তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন কান আর চোখ আর অন্তরাত্মা ; অল্পই তোমরা ধন্যবাদ জানাও।

২৪ বলো : তিনি তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

২৫ আর তারা বলে : কখন এই ওয়াদা সত্য হবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

২৬ বলো : (তার) জ্ঞান আল্লাহ্‌রই কাছে, আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নই।

২৭ কিন্তু যখন তারা তা নিকটে দেখবে তখন যারা অবিশ্বাসী তাদের মুখ হবে মলিন, আর বলা হবে, এ তাই যা তোমরা চাইতে।

২৮ বলো : তোমরা কী ভেবেছ, আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ধ্বংসই করুন অথবা আমাদের উপরে করুণাই করুন, কিন্তু কে অবিশ্বাসীদের রক্ষা করবে কঠোর শাস্তি থেকে ?

২৯ বলো : তিনি দয়াময়—তাঁতে আমরা বিশ্বাস করি আর তাঁর উপরে আমরা নির্ভর করি ; অতএব অবিলম্বে তোমরা জানবে কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

৩০ বলো : ভেবেছ কী, তোমাদের (সব) পানি যদি চলে যায় মাটির নিচে তবে কে সে যে তোমাদের জন্য আনবে বহতা পানি ?

আল্‌-কলম

[আল্‌-কলম—কলম কোর্‌আন শরীফের ৬৮ সংখ্যক সূরা—
এটি অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

•

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ নূন—(ভাবো) দোয়াত, আর কলম, আর যা তারা লেখে (তার কথা) ;

২ তোমার পালয়িতার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।

৩ আর নিঃসন্দেহ তোমার পুরস্কার হবে অব্যাহত।

৪ আর নিঃসন্দেহ তুমি মহৎ চরিত্রের।

৫ ফলে তুমি দেখবে আর তারাও দেখবে

৬ তোমাদের মধ্যে কে উন্মত্ত।

৭ নিঃসন্দেহ তোমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট আর তিনি ভালো জানেন পথে-চালিতদের।

৮ অতএব অন্যায়কারীদের অনুবর্তী হ'য়ো না।

৯ তারা চায় তুমি নমনীয় হও তবে তারাও নমনীয় হবে।

১০ আর অনুগত হ'য়ো না প্রত্যেক হীন শপথকারীর—

১১ নিন্দুকের, যে নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে,

১২ কল্যাণের নিষেধকারীর, সীমা অতিক্রমকারীর, পাপীর,

১৩ নীচের, এসব ভিন্ন অসৎ-চরিত্রের।

১৪ এইজন্য যে সে বিত্তবান আর সন্তান-সন্ততিযুক্ত —

১৫ যখন আমার নির্দেশাবলী তার কাছে পড়া হয় সে বলে : সেকালের লোকদের গল্প।

১৬ আমি দাগ দেবো তার উঁচু নাকে[১]।

১৭ নিশ্চয় আমি তাদের পরীক্ষা করবো যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের যখন তারা শপথ করেছিল যে তারা নিশ্চয় ভোরে ফসল কাটবে, —

১৮ আর ব্যতিক্রম করে নি (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্বন্ধে)।

---

১ ওয়ালিদ বিন্‌ মুগিরার নাক ছিল উঁচু — বদরের যুদ্ধে সে নাকে আঘাত পায়।

১৯ তার পর এক দুর্বিপাক তার উপরে এসে পড়েছিল তোমার পালয়িতা থেকে যখন তারা ঘুমোচ্ছিল।

২০ ফলে প্রভাতে তা হোলো যেন (তার ফসল) তুলে নেওয়া হয়েছে।

২১ আর প্রভাতে তারা এক অন্যকে ডাকলে

২২ এই বলে : তোমাদের ফসল ক্ষেতে যাও ভোরে যদি (ফসল) কাটতে চাও।

২৩ তাই তারা গেল, একে অন্যকে নিচু গলায় বললে :

২৪ হাভাতে কেউ আজ তোমার ক্ষেতে না ঢুকুক।

২৫ আর প্রভাতে তারা গেল শক্তিশালী হয়ে।

২৬ কিন্তু যখন তা দেখলে তারা বললে : নিশ্চয় আমাদে ভুল হয়েছে —

২৭ না—আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

২৮ তাদের মধ্যে যে সব চাইতে ভালো সে বললে : তোমাদের কি বলি নি, কেন আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো না?

২৯ তারা বললে : আমাদের প্রতিপালকের মহিমা কীর্তিত হোক, নিশ্চয় আমরা অন্যায় করেছি।

৩০ তার পর তাদের কেউ কেউ অন্যের কাছে গেল নিজেদের নিন্দা ক'রে ;

৩১ তারা বললে : দুর্ভাগ্য আমাদের, নিঃসন্দেহ আমরা সীমা অতিক্রম করেছিলাম ;

৩২ হতে পারে আমাদের পালয়িতা এর পরিবর্তে এর চাইতে ভালো যা তাই দেবেন ; নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার কাছেই আমরা প্রার্থী।

৩৩ এই হয়েছিল শাস্তি, আর নিঃসন্দেহ পরকালের শাস্তি আরো বড়—যদি তারা জানতো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৪ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে তারা তাদের পালয়িতার কাছে পাবে আনন্দময় বেহেশ্‌ত।

৩৫ কী—তবে কি আমি আত্মসমর্পিতদের করবো অপরাধী?

৩৬ কি হয়েছে তোমাদের? কি ভাবে তোমরা বিচার করো?

৩৭ অথবা তোমাদের কি কোনো গ্রন্থ আছে যাতে তোমরা পড়ো

৩৮ যে, নিশ্চয় তোমরা তাই পাবে যা তোমরা পছন্দ করো?

৩৯ অথবা, আমার কাছে থেকে কি শপথের দ্বারা সমর্থিত কেয়ামতের-দিন-পর্যন্ত বলবৎ এমন অঙ্গীকার পেয়েছ যে তোমরা নিশ্চয় তাই পাবে যা তোমাদের রায় হয়?

৪০ তাদের জিজ্ঞাসা করো তাদের কে এর জন্য জামিন হবে।

৪১ অথবা তাদের (আল্লাহ্ ভিন্ন) অংশী দেবতা আছে কি? তবে তারা তাদের অংশী দেবতাদের আনুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২ সেইদিন যখন সংকট দেখা দেবে আর তাদের বলা হবে সেজদা করতে কিন্তু তারা সক্ষম হবে না —

৪৩ তাদের চোখ অবনত—লাঞ্ছনায় তারা বিহ্বল—আর তাদের আহ্বান করা হয়েছিল সেজদা করতে যখন তারা ছিল অক্ষত।

৪৪ অতএব ছেড়ে দাও আমাকে ও তাকে যে প্রত্যাখ্যান করে এই বাণী আমি তাদের চালিয়ে নিয়ে যাবো ধাপে ধাপে কোথা থেকে তারা তা জানে না;

৪৫ আর আমি তাদের সহ্য করি; নিঃসন্দেহ আমার ফাঁদ মজবুত।

৪৬ অথবা তুমি কি তাদের কাছ থেকে চাও মজুরি যার ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়?

৪৭ অথবা তাদের কি যা অদৃশ্য (তার জ্ঞান) আছে যার ফলে তারা তা লিখে রাখে?

৪৮ সেজন্য ধৈর্য ধরো তোমার পালয়িতার রায় সম্বন্ধে, আর মাছের সঙ্গীর[২] মতো হয়ো না যিনি ডেকেছিলেন যখন বিপদে পড়েছিলেন;

৪৯ যদি এ না হোতো যে তাঁর পালয়িতার থেকে অনুগ্রহ তাঁর কাছে পৌছেছে তবে নিশ্চয় তিনি পরিত্যক্ত হতেন যখন তিনি ছিলেন করুণাবঞ্চিত।

৫০ কিন্তু তাঁর প্রভু তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন আর তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন সাধু-আত্মাদের মধ্যে।

৫১ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন তোমাকে তাদের চোখ দিয়ে আঘাত করবে যখন তারা স্মারক শোনে, আর তারা বলে : নিঃসন্দেহ সে পাগল।

৫২ আর এটি জাতিদের কাছে স্মারক ভিন্ন নয়।

---

২ ইউনুসের।

আল্ হাক্কাহ্

[আল্-হাক্কাহ্—অসংশয়িত সত্য—কোর্আন শরীফের ৬৯ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম তিন আয়াতে এই শব্দটি আছে।

এটি মধ্যমক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্র নামে

১ অসংশয়িত সত্য !

২ কি সেই অসংশয়িত সত্য ?

৩ আর কেমন করে তোমাকে বোঝানো যাবে অসংশয়িত সত্য কি ?

৪ সামূদ আর আদ্ আঘাতকারী বিপত্তিকে মিথ্যা বলেছিল।

৫ তার পর সামূদ—তারা বিধ্বস্ত হয়েছিল বিদ্যুতের দ্বারা ;

৬ আর আদ্—তারা বিধ্বস্ত হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর গর্জন-করা ঝড়ের দ্বারা —

৭ যাকে তিনি তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন দীর্ঘ সাত রাত্রি আর আট দিন, ফলে লোকদের তুমি তাতে দেখতে পেতে ভূতলশায়ী, যেন তারা খেজুর গাছের ফাঁপা গুঁড়ি। তার পর অবশিষ্ট কিছু কি দেখো ?

৯ আর ফেরাউন, আর তার পূর্ববর্তীরা, আর বিধ্বস্ত শহরগুলো গর্হিত (কাজ) করেছিল —

১০ যেহেতু তারা তাদের প্রতিপালকের বাণীবাহকের অবাধ্য হয়েছিল, সেজন্য তিনি তাদের ধরেছিলেন শক্ত ধরায়।

১১ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জাহাজে বহন করেছিলাম যখন পানি উঁচু হয়েছিল,

১২ যেন আমি তা করতে পারি তোমাদের জন্য এক স্মারক, আর যেন মনে-রাখা কানগুলো মনে রাখতে পারে।

১৩ আর যখন শৃঙ্গধ্বনি হবে একটি ধ্বনিতে,

১৪ আর পৃথিবী আর পাহাড়গুলো উপরে তোলা হবে আর চূর্ণ করা হবে এক আছাড়ে ;

১৫ সেইদিন মহাঘটনা ঘটবে ;

১৬ আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেইদিনের জন্য তা হবে ভঙ্গুর ;

১৭ আর ফেরেশ্তারা তার পার্শ্বগুলোতে দাঁড়াবে, আর তাদের উপরে সেইদিন আটজন বহন করবে তোমার প্রভুর সিংহাসন।

১৮ সেইদিন তোমরা অনাবৃত হবে—তোমাদের কোনো রহস্য গোপন থাকবে না।

১৯ তার পর যার বই দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে : নাও, আমার এই বই পড়ো :

২০ নিঃসন্দেহ আমি জানতাম যে আমাকে আমার হিসাব দিতে হবে।

২১ সুতরাং সে থাকবে আনন্দময় জীবনে :

২২ উঁচু উদ্যানে —

২৩ যার ফলের থোকাগুলো হাতের নাগালে —

২৪ খাও আর পান করো আনন্দে যা তোমরা পূর্বে করেছিলে বিগত দিনে তার জন্য।

২৫ আর যাকে তার বই দেওয়া হবে তার বাঁ হাতে, সে বলবে : হায় যদি আমার বই কখনো আমাকে না দেওয়া হোতো,—

২৬ আমি জানতাম না কি আমার হিসাব :

২৭ হায়, যদি এতে শেষ হোতো :

২৮ আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজে আসে নি,

২৯ আমার কর্তৃত্ব আমার থেকে চলে গেছে।

৩০ (বলা হবে) : তাকে ধরো, তার পর তার উপরে এক শিকল চড়াও,

৩১ তার পর তাকে ফেলো জ্বলন্ত আগুনে,

৩২ তার পর তাকে ঢোকাও এক শিকলে যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত,

৩৩ নিশ্চয় সে বিশ্বাস করতো না মহান্ আল্লাহ্‌তে,

৩৪ সে নিঃস্বদের খাবার দিতেও উৎসাহ দেখাতো না ;

৩৫ সেজন্য আজ এখানে তার নেই কোনো প্রেমিক ;

৩৬ কোনো খাদ্যও নেই আবর্জনা ভিন্ন —

৩৭ যা কেউ খায় না পাপীরা ব্যতীত,

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৮ কিন্তু না—আমি শপথ করি যা দেখছ সবের,

৩৯ আর যা দেখছ না (সেসবের),

৪০ এ নিশ্চয় এক সম্মানিত রসুলের বাণী ;

৪১ আর এ একজন কবির বাণী নয়,—সামান্যই তোমরা বিশ্বাস করো।

৪২ আর এ একজন গণকের বাণী নয়,—সামান্যই তোমরা চিন্তা করো।

৪৩ এ অবতরণ বিশ্বজগতের পালয়িতা থেকে।

৪৪ আর যদি সে আমার সম্পর্কে কিছু বাণী তৈরি করে থাকে,

৪৫ তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে ধরতাম ডান হাত দিয়ে।

৪৬ আর তার পর ছিন্ন করতাম তার মূল শিরা ;

৪৭ আর তোমরা কেউ আমাকে তা থেকে ফেরাতে পারতে না।

৪৮ আর নিঃসন্দেহ এ স্মারক তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে।

৪৯ আর নিশ্চয় আমি জানি যে তোমাদের কেউ কেউ প্রত্যাখ্যানকারী।

৫০ আর নিঃসন্দেহ এটি এক মহা মনঃক্ষোভ অবিশ্বাসীদের জন্য,

৫১ আর নিঃসন্দেহ এ নিশ্চিত সত্য।

৫২ সেজন্য কীর্তন করো তোমার প্রভুর নাম (যিনি) মহামহিম।

আল্-মা'আরিজ

[আল্-মা'আরিজ—উত্থানের পথ—কোর্আন শরীফের ৭০ সংখ্যক সূরা। এই সূরার তৃতীয় আয়াতে এই শব্দটি আছে।
এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্র নামে

১ একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে শাস্তি সম্বন্ধে, যা ঘটবে

২ অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে, কেউ নেই তা রোধ করতে পারে

৩ আল্লাহ্ থেকে (যিনি) উত্থানের পথের অধীশ্বর।

৪ তাঁর অভিমুখে আরোহণ করে ফেরেশ্তারা ও প্রেরণা (আত্মা) যার একদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

৫ সেজন্য ধৈর্য অবলম্বন করো শোভন ধৈর্যে।

৬ নিঃসন্দেহ তারা একে মনে করে বহু দূরে,

৭ আর আমি দেখি নিকটে।

৮ সেইদিন যেদিন আকাশ হবে গলানো তামার মতো,

৯ আর পাহাড়গুলো হবে পশমের থোকা,

১০ আর বন্ধু জিজ্ঞাসা করবে না বন্ধুর কথা,

১১ (যদিও) তাদের পরস্পরকে দেখানো হবে। অপরাধী যে সে চাইবে সেইদিনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে তার সন্তানদের মূল্যে,

১২ আর তার স্ত্রী, আর তার ভাই,

১৩ আর তার নিকট-আত্মীয় যে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল,

১৪ আর যা-কিছু আছে পৃথিবীতে (তাদের মূল্যে),—যদি তারা তাকে মুক্তি দিতে পারে।

১৫ কখনোই না ! নিঃসন্দেহ এটি এক জ্বলন্ত আগুন,

১৬ অগ্ন করার জন্য উদ্গ্রীব,

১৭ এ তাকে ডাকে যে ফিরেছিল আর পালিয়েছিল (সত্য থেকে),

১৮ আর জমিয়েছিল আর বন্ধ ক'রে রেখেছিল।

১৯ নিঃসন্দেহ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যস্ত ক'রে —

২০ অত্যন্ত ব্যথাতুর যখন মন্দ তাকে স্পর্শ করে, —

২১ আর কৃপণ যখন সুদিন তাকে স্পর্শ করে, —

২২ তারা ভিন্ন যারা উপাসনাকারী,

২৩ যারা তাদের উপাসনায় নিত্য নিযুক্ত,

২৪ আর যাদের ধনসম্পত্তিতে স্বীকৃত অধিকার রয়েছে,

২৫ তার যে ভিক্ষা করে, তার যে বঞ্চিত,

২৬ আর যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে জানে,

২৭ আর যারা তাদের পালয়িতার শাস্তি সম্বন্ধে ভীত —

২৮ নিশ্চয় তাদের পালয়িতার শাস্তি এমন যার সামনে নির্ভয় হওয়া যায় না —

২৯ আর যারা তাদের আবরণীয়ের সংরক্ষক,

৩০ তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে অথবা যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করেছে তাদের সম্বন্ধে ভিন্ন, কেন না এসব নিশ্চয় নিন্দনীয় নয় ;

৩১ কিন্তু যে এর বাইরে যেতে চায় তবে এরাই তারা যারা সীমা অতিক্রম করে,

৩২ আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে,

৩৩ আর যারা তাদের সাক্ষ্যে অবিচল,

৩৪ আর যারা তাদের উপাসনার সংরক্ষক ;

৩৫ এরাই স্থান পাবে বেহেশ্‌তে—সম্মানিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৬ কিন্তু কি হয়েছে তাদের যারা অবিশ্বাস করে, আর তারা তোমার দিকে চেয়ে থাকে, চোখ বড় ক'রে,

৩৭ দক্ষিণে ও বামে, দলে দলে !

৩৮ তাদের প্রত্যেক লোক কি চায় যে তাকে প্রবেশ করানো হবে আনন্দময় বেহেশ্‌তে ?

৩৯ কখনোই না ; নিশ্চয়—কি দিয়ে তাদের তৈরি করেছি তারা তা জানে।

৪০ কিন্তু না ! উদয়স্থানসমূহের আর অস্তগমনের স্থানসমূহের প্রভুর শপথ, নিঃসন্দেহ আমি সমর্থ

৪১ তাদের স্থলে তাদের চাইতে ভালোদের আন্‌তে, আর আমি পরাজিত হবার নই।

৪২ সেজন্য তাদের গল্প করতে ও খেলতে দাও যে পর্যন্ত না তারা সম্মুখীন হয় তাদের শাস্তির যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে।

৪৩ সেইদিন যেদিন তারা তাদের কবরগুলো থেকে আসবে ব্যস্ত হয়ে যেন তারা ত্রস্তপদে যাচ্ছে একটি লক্ষ্যের পনে।

৪৪ তাদের চোখ অনবত, লাঞ্ছনা তাদের বিহ্বল করেছে ; এই সেইদিন যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছিল।

নূহ্

[নূহ্—কোর্‌আন শরীফের ৭১ সংখ্যক সূরা। হযরত নূহ্‌-এর তাঁর জাতির ভিতরে প্রচারের কথা বলা হয়েছে এতে।

এটি অন্ত মক্কীয়]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে তাঁর লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এই বলে : তোমার লোকদের সাবধান করো তাদের উপরে এক কঠিন শাস্তি এসে পড়ার পূর্বে।

২ তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী তোমাদের কাছে :

৩ আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, আর তাঁর সীমা রক্ষা করো, আর আমার অনুবর্তী হও ;

৪ তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের কিছু কিছু দোষ-ক্রটি, আর কিছু বিরাম দেবেন এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল যখন আসে তখন তা মুলতবী রাখা যায় না— যদি তোমরা জানতে।

৫ তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা ; নিঃসন্দেহ আমি আমার জাতিকে ডেকেছি রাত্রিতে ও দিনে।

৬ কিন্তু আমার ডাকা কেবল বাড়িয়েছে তাদের পালিয়ে যাওয়া।

৭ আর যখনই আমি তাদের আরো ডাকি যেন তুমি তাদের ক্ষমা করতে পারো, তারা তাদের কানে আঙুল দেয়, আর নিজেদের আবৃত করে তাদের পোষাকে, আর গোঁ ধরে, আর অহঙ্কারে স্ফীত হয়।

৮ তার পর নিশ্চয় আমি তাদের ডেকেছি উচুঁ গলায়,

৯ তার পর নিশ্চয় আমি তাদের বলেছি প্রকাশ্যে আর তাদের বলেছি গোপনে,

১০ তার পর আমি বলেছি তোমাদের পালয়িতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি চিরক্ষমাশীল,

১১ তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে উন্মুক্ত করবেন প্রচুর বৃষ্টি,

১২ আর তোমাদের সাহায্য করবেন ধনসম্পত্তি ও বহু পুত্র দিয়ে, আর তোমাদের জন্য তৈরি করবেন বহু নদী ;

১৩ কি তোমাদের হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্ থেকে মর্যাদার আশা রাখো না ?

১৪ আর যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (বিচিত্র) স্তরের ভিতর দিয়ে[১]।

১৫ দেখো না আল্লাহ্ সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন কেমন স্তরে স্তরে !

১৬ আর চাঁদকে তাতে করেছেন এটি আলোক ; আর সূর্যকে করেছেন একটি প্রদীপ।

১৭ আর আল্লাহ্ তোমাদের পৃথিবী থেকে বর্ধিত করেছেন এক বিকাশরূপে।

১৮ তার পর তিনি তোমাদের তাতে ফিরে পাঠান ; তার পর তিনি তোমাদের আনবেন (নতুন) আনায়,

১৯ আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত,

২০ যেন তোমরা তাতে চলতে পারো চাওড়া পথে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২১ নূহ্ বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তারা আমার অবাধ্য হয়েছে আর তার অনুবর্তী হয়েছে যার ধনসম্পত্তি আর সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ভিন্ন আর কিছু বাড়ায় না ;

২২ আর তারা এক বড় ফাঁদ ফেঁদেছে,

২৩ আর তারা বলছে : তোমাদের উপাস্যদের কিছুতেই পরিত্যাগ ক'রো না, পরিতত্যাগ ক'রো না ওয়াদ্, সুওয়া, ইয়াগুস-কে অথবা ইয়াউক ও নস্র্-কে।[২]

২৪ আর নিশ্চয় তারা বহুজনকে পথভ্রান্ত করেছে, আর তুমি (আল্লাহ্) অন্যায়কারীদের আর কিছু বাড়াও না তাদের ভ্রান্তি ব্যতীত।

২৫ তাদের অপরাধের জন্য তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, আর তারা কোনো সহায় পায় নি আল্লাহ্ ভিন্ন।

২৬ আর নূহ্ বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, দেশে কোনো বাসিন্দা রেখো না অবিশ্বাসীদের থেকে,

২৭ কেন না যদি তাদের রাখো তবে তারা বিপথে নেবে তোমার দাসদের আর জন্ম দেবে না দুর্বৃত্ত ও অকৃতজ্ঞদের ব্যতীত।

২৮ হে আমার পালয়িতা, ক্ষমা করো আমাকে আর আমার পিতামাতাকে, আর যে আমার গৃহে আসে বিশ্বাসী হয়ে, আর বিশ্বাসী পুরুষদের আর বিশ্বাসিনী নারীদের, আর অন্যায়কারীদের আর কিছু বাড়িও না—তাদের ধ্বংস ব্যতীত।

---

১ মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিচিত্র স্তর অথবা বিবর্তনের বিচিত্র স্তর।

২ আরবদের দেবতাদের নাম।

আল্-জিন্

[আল্-জিন্—জিন—কোর্আন শরীফের ৭২ সংখ্যক সূরা।

এটি অন্ত্যমক্কীয়—তারেফ থেকে হযরতের ফিরে আসবার কালে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল, এই অনেকের মত। কোর্আনে জিন্ বলতে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ভিন্ন-জাতীয় লোক বোঝা হয়েছে, আবার এক ধরনের অশরীরী আত্মাও—Elemental spirit—বোঝা হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে।

১ বলো : এটি আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যে একজল জিন শুনেছিল, আর তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা এক আশ্চর্যজনক কোর্আন শুনেছি —

২ যা চালিত করে যথার্থ পথে, সেজন্য আমরা তাতে বিশ্বাস করি আর আমরা কাউকে আমাদের পালয়িতার সঙ্গে অংশী দাঁড় করাবো না,

৩ আর তিনি—সুউন্নত হোক আমাদের পালয়িতার মহিমা—স্ত্রী অথবা পুত্র গ্রহণ করেন নি ;

৪ আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলতো (এমন) জঘন্য মিথ্যা ;

৫ আর আমরা ভেবেছিলাম যে মানুষ ও জিন্ আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলবে না ;

৬ আর মানুষদের কেউ কেউ জিনদের কারো কারে আশ্রয় নিতো। ফলে তারা বাড়িয়েছিল তাদের বিদ্রোহ (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে,)

৭ আর তারা ভেবেছিল, যেমন তোমরা ভাবো, যে আল্লাহ্ কাউকে তুলবেন না—(মৃতদের থেকে,)

৮ আর আমরা আকাশে পৌছুতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখেছিলাম তা পূর্ণ সবল প্রহরীদের দিয়ে ও অগ্নিশিখা দিয়ে ;

৯ আর আমরা তার কোনো কোনো বসবার জায়গায় বসতাম চুরি ক'রে শুনবার জন্য, কিন্তু যে শুনতো সে দেখতো তার জন্য একটি অনল-শিখা অপেক্ষা ক'রে আছে,

১০ আর আমরা জানি না যারা পৃথিবীতে আছে—তাদের সবার জন্য মন্দ রয়েছে কি না ; অথবা তাদের পালয়িতা তাদের চালিত করতে চান কি না ;

১১ আর আমাদের কেউ কেউ ভালো আর আমাদের অন্যেরা তাদের থেকে বহু দূরে—আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন পন্থী।

১২ আর আমরা জানি যে আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারি না পৃথিবীতে আর তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারি না উড়ে গিয়েও ;

১৩ আর আমরা যখন পথনির্দেশ শুনেছি—আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি, সেজন্য যে কেউ তার পালয়িতায় বিশ্বাস করে, সে ক্ষতির ভয় করবে না, লাঞ্ছনার ও না ;

১৪ আর আমাদের কেউ কেউ সমর্পিতচিত্ত আর কেউ কেউ অন্যায়কারী, আর যারা আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করেছে তারা লক্ষ্য করেছে যথার্থ পথ,

১৫ আর যারা অন্যায়কারী—তারা জাহান্নামের ইন্ধন।

১৬ আর যদি তারা (বহুদেববাদীরা) ঠিক পথে চলে, আমি তাদের পানের জন্য দেবো প্রচুর জল,

১৭ যেন আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি তার দ্বারা, আর যে কেউ তার পালয়িতার স্মরণ থেকে ফিরে যায়, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন চিরবর্ধমান শাস্তিতে।

১৮ আর মসজিদগুলো আল্লাহ্‌র, সেজন্য আর কাউকে আহ্বান করো না আল্লাহ্‌র সঙ্গে,

১৯ আর যখন আল্লাহ্‌র দাস দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে আহ্বান ক'রে তারা তাঁর চারিদিকে ভিড় করেছিলে তাঁকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ক'রে।[১]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২০ বলো : আমি আমার প্রতিপালককে ডাকি, আর আমি কাউকে তাঁর অংশী করি না ;

২১ বলো : আমি কর্তৃত্ব করি না তোমাদের আঘাতের অথবা উপকারের উপরে ;

২২ বলো : নিশ্চয় কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ্ থেকে, তাঁকে ভিন্ন কোনো আশ্রয় ও আমি পেতে পারি না ;

২৩ (আমার) শুধু পৌঁছে দেওয়া আল্লাহ্ থেকে আর তাঁর বাণীসমূহ, আর যে কেউ অবাধ্য হয় আল্লাহ্‌র আর তাঁর বাণীবাহকের, তবে নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন—বাস করবে তাতে দীর্ঘকাল।

২৪ যে পর্যন্ত না তারা তা দেখে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে (তারা সন্দেহ করতে থাকবে) তার পর তারা জানবে কে দুর্বলতর সহায়তায় আর হীনতর সংখ্যায়।

২৫ বলো : আমি জানি না যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা নিকটে, অথবা আমার পালয়িতা তার জন্য একটি কাল নির্ধারিত করবেন :

২৬ অদৃশ্যের জ্ঞাতা অতএব কারো কাছে তিনি তাঁর রহস্য প্রকাশ করেন না —

২৭ তাঁর কাছে ভিন্ন যাঁকে তিনি বাণীবাহক নির্বাচিত করেন, তার পর নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর সামনে ও পেছনে প্রহরী রাখেন,

২৮ যেন তিনি (আল্লাহ্) জানতে পারেন যে তাঁরা তাঁদের পালয়িতার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আর তিনি ঘিরে আছেন তাদের কাজ, আর তিনি লিখে রাখেন সব কিছু সংখ্যা।

---

১ তায়েফের লোকেরা হযরতের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছিল তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে ভাবা হয়।

আল্‌-মুয্‌যাম্মিল

[আল্‌-মুয্‌যাম্মিল—বস্ত্রাবৃত—কোর্‌আন শরীফের ৭৩ সংখ্যক সূরা। হেরা গিরিগুহায় প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের পরে হযরত গৃহে ফিরে নিজেকে বস্ত্রাবৃত করেন। তাঁর সেই অবস্থায় জিব্রিল এসে তাঁকে সম্ভাষণ করে। এর শেষ আয়াতটি মদিনীয় ।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে বস্ত্রাবৃত,

২ রাত্রি জাগরণ করো অল্প সময় ব্যতীত,

৩ তার অর্ধেক, অথবা তার কিছু কম করো,

৪ অথবা তার কিছু বাড়াও, আর আবৃত্তি করো কোর্‌আন ছন্দ অনুযায়ী।

৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমার উপরে নামাবো এক গুরুভার বাণী।

৬ নিঃসন্দেহ রাত্রি জাগরণ এমন যখন অনুভূতি আরো তীক্ষ্ণ আর বাণী আরো স্থিরলক্ষ্য ;

৭ নিঃসন্দেহ দিনে তোমার দীর্ঘকর্মপরম্পরা।

৮ আর স্মরণ করো তোমার পালয়িতার নাম আর তাঁতে মনোযোগী হও একান্ত মনোযোগে।

৯ পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—সেজন্য তাঁকে গ্রহণ করো অধ্যক্ষরূপে।

১০ আর ধৈর্য ধরো যা তারা বলে সে সম্বন্ধে ; আর তাদের পরিহার করো শোভন পরিহারে।

১১ আর ছেড়ে দাও আমাকে আর প্রত্যাখ্যানকারীদের, সচ্ছলতা আর আরামের মালিকদের ; আর তাদের বিরাম দাও অল্পকাল।

১২ নিশ্চয় আমার কাছে আছে ভারী শিকল আর জ্বলন্ত আগুন,

১৩ আর খাদ্য যা গলা আটকায়, আর কঠিন শাস্তি।

১৪ সেইদিন যেদিন পৃথিবী ও পাহাড়গুলো কম্পিত হবে, আর পাহাড়গুলো হবে বালির স্তূপ ছড়িয়ে দেওয়া।

১৫ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে এক বাণীবাহক পাঠিয়েছি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে ; যেমন এক বাণীবাহক আমি পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে।

১৬ কিন্তু ফেরাউন পয়গাম্বরের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিল, ফলে আমি তাকে ধরেছিলাম শক্ত ধরায়।

১৭ তবে কেমন ক'রে তোমরা নিজেদের রক্ষা করবে, যদি অবিশ্বাস করো, সেইদিন যেদিন ছেলেপিলেদের চুল সাদা করবে ?

১৮ তার ফলে আকাশ বিদীর্ণ হবে ; তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরসফল।

১৯ নিঃসন্দেহ এটি একটি স্মারক। অতএব যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ নিক।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২০ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা জানেন যে রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আর (কখনো) তার অর্ধেক আর (কখনো) এক তৃতীয়াংশ তুমি জাগো আর তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দল। আর আল্লাহ্ পরিমাপ করেন রাত্রির ও দিনের। তিনি জানেন যে তোমরা[১] এটি গণনা করো না, সেজন্য তিনি তোমাদের দিকে ফিরেছেন (করুণায়) : সেজন্য কোর্আনের ততটা আবৃত্তি করো যা তোমাদের জন্য সহজ। আর তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে রুগ্ণ ব্যক্তিরা আছে, আর অন্যেরা যারা দেশে ভ্রমণ করে আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যের অন্বেষণ ক'রে, আর অন্যেরা যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, সেজন্য এর ততটা পড়ো যতটা সহজসাধ্য ; আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ, আর যা কিছু ভালো তোমরা নিজেদের জন্য পূর্বে পাঠাও তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে ; তাই ভালো আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ; আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

---

১ মুসলমান সর্বসাধারণ।

আল্-মুদ্দাস্সির

[আল্-মুদ্দাস্সির—পোষাক-পরিহিত—কোর্আন শরীফের ৭৪ সংখ্যক সূরা। প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের সম্ভবত ছয় মাস পরে হযরত এই প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এতে তাঁকে আদেশ করা হয় তাঁর লব্ধ সত্য প্রকাশ্যভাবে প্রচার তিনি আরম্ভ করুন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে পোষাক-পরিহিত,

২ ওঠো, তার পর সতর্ক করো,

৩ আর তোমার প্রতিপালক—তাঁর মহিমা কীর্তন করে,

৪ আর তোমার পোষাক—তা পবিত্র করো,

৫ আর কদর্যতা—পরিহার করো ;

৬ আর অনুগ্রহ ক'রো না পুনরায় বেশি পাবার জন্য ;

৭ আর তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো ;

৮ যেহেতু শৃঙ্গ ধ্বনিত হবে ;

৯ নিশ্চয় সেইদিন হবে দুঃখের দিন,

১০ অবিশ্বাসীদের জন্য—আরামের নয় ;

১১ ছেড়ে দাও আমাকে আর তাকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছিলাম ;

১২ আর তার পর তাকে দিয়েছিলাম প্রচুর ধনসম্পদ।

১৩ আর পুত্রদের,—সামনে উপস্থিত,

১৪ আর তার জন্য সব ব্যাপার সুসমঞ্জস করেছিলাম।

১৫ তার পরও সে চায় যে আরো বাড়িয়ে দিই।

১৬ না—কেন না নিঃসন্দেহ সে আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে হয়েছে ঘোর বিরোধী।

১৭ তার উপরে আমি আনবো এক ভয়ঙ্কর শাস্তি।

১৮ কেন না নিশ্চয় সে জেনেছিল, আর ফন্দি করেছিল ;

১৯ নিপাত যাক সে—কেমন ফন্দি সে করেছিল ;

২০ পুনরায়—নিপাত যাক সে—কেমন ফন্দি সে করেছিল ;

২১ তার পর সে তাকিয়ে দেখেছিল,

২২ তার পর সে ভ্রূকুটি করেছিল আর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

২৩ তারপর সে ফিরে গিয়েছিল গর্বে

২৪ আর বলেছিল : এ আর কিছু নয় সেকালের জাদু—

২৫ এ আর কিছু নয় একজন মানুষের কথা ভিন্ন।

২৬ আমি ফেলবো তাকে জ্বলায়।

২৭ আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে যে সেই জ্বলা কি !

২৮ তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, তা কিছুই ছেড়ে দেয় না।

২৯ তা কুঁকড়ে দেয় মানুষকে।

৩০ এর উপরে আছে উনিশ জন।

৩১ আর আমি ফেরেশ্‌তাদের ভিন্ন আগুনের প্রহরী করি নি, আর আমি তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করি নি যারা অবিশ্বাস করে তাদের পরীক্ষার জন্য ভিন্ন যেন যাদের গ্রন্থ্ দেওয়া হয়েছে তারা সুনিশ্চিত হতে পারে, আর যারা বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাসে বর্ধিত হতে পারে, আর যাদের গ্রন্থ্ দেওয়া হয়েছে আর যারা বিশ্বাসী তারা যেন সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি আর যারা অবিশ্বাসী তারা যেন বলতে পারে : আল্লাহ্ এই রূপকের দ্বারা কি বোঝাতে চান? এই ভাবে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনি চালিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর কেউ জানে না তোমার পালয়িতার সৈন্যদলকে তিনি ব্যতীত, আর এ আর কিছু নয় মানুষদের কাছে স্মারক ভিন্ন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩২ না—ভাবো চন্দ্রের কথা।

৩৩ আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয়,

৩৪ আর প্রভাত যখন তা উজ্জ্বল হয়,

৩৫ নিঃসন্দেহ এটি এক অতি বড় (নিদর্শন)—

৩৬ এক সাবধান বাণী মানুষের জন্য।

৩৭ তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে সামনে যেতে চায় অথবা পেছনে থাকতে চায়।

৩৮ প্রত্যেক প্রাণ জামিন যা সে অর্জন করে তার জন্য—

৩৯ ডান হাতের লোকেরা ব্যতীত,

৪০ উদ্যানসমূহে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে

৪১ অপরাধীদের সম্বন্ধে :

৪২ কি তোমাদের এই জ্বলায় এনেছে?

৪৩ তারা বলবে আমরা উপাসনাকারীদের অন্তর্গত ছিলাম না;

৪৪ আর আমরা দরিদ্রদের খাবার দিতাম না,

৪৫ আর আমরা বৃথা তর্ক করতাম বৃথা তর্ককারীদের সঙ্গে।

৪৬ আর আমরা বিচারের দিনকে মিথ্যা বলতাম

৪৭ যে পর্যন্ত না যা সুনিশ্চিত তা আমাদের মধ্যে এসেছিল।

৪৮ অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

৪৯ কি তবে হয়েছে তাদের যে স্মারক থেকে ফিরে যায়?

৫০ যেন তারা ভয়-পাওয়া গাধা

৫১ যা পালিয়েছে সিংহ থেকে।

৫২ না—তাদের প্রত্যেকে চায় যে তাকে দেওয়া হোক খোলা পৃষ্ঠা;

৫৩ না—কিন্তু তারা পরকালের ভয় করে না

৫৪ না—নিশ্চয় এটি এক স্মারক।

৫৫ সুতরাং যে কেউ চায় সে স্মরণ করুক।

৫৬ আর তারা স্মরণ করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আর তিনি সীমা রক্ষার উৎস, আর ক্ষমার উৎস।

আল্‌-কিয়ামাহ্‌

[আল্‌-কিয়ামাহ্‌—কেয়ামত বা পুনরুত্থান—কোরআন শরীফের ৭৫ সংখ্যক সুর। এর প্রথম আয়তে এই শব্দটি আছে। এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ না—আমি শপথ করি কেয়ামতের দিনের,

২ না—আমি শপথ করি আত্মসমালোচনা-পরায়ণ প্রাণের (যে এই গ্রন্থ সত্য)।

৩ মানুষ কি ভাবে যে আমি তার হাড়গুলো সংগ্রহ করবো না?

৪ হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি তার আঙুলগুলো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ করতে সক্ষম!

৫ না, মানুষ অস্বীকার করতে চায় যা তার সামনে আছে।

৬ সে জিজ্ঞাসা করে কেয়ামতের দিন কবে?

৭ যখন দৃষ্টি দিশাহারা হয়,

৮ আর চন্দ্র অন্ধকার হয়,

৯ আর সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত করা হয়,

১০ মানুষ সেদিন বলবে : কোথায় পালানো যাবে?

১১ কিছুতেই না—আশ্রয়ের কোনো স্থান নেই!

১২ সেদিন আশ্রয় কেবল তোমার পালয়িতার কাছে।

১৩ মানুষকে সেদিন জানানো হবে সে সম্বন্ধে যা সে পূর্বে পাঠিয়েছিল আর যা সে পাঠায় নি।

১৪ না—মানুষ তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী,

১৫ যদিও সে অজুহাত দেখায়।

১৬ এরা তোমার জিহ্বা নেড়ো না একে ত্বরান্বিত করতে[১]

১৭ নিঃসন্দেহ আমার উপরে, আছে এর সংগ্রহের (দায়িত্ব) আর এর আবৃত্তি।

১৮ সেজন্য যখন আমি এটি আবৃত্তি করি তখন সেই আবৃত্তি অনুসরণ করো।

১৯ পুনরায়—আমার উপরে রয়েছে এর ব্যাখ্যা।

২০ না—তোমরা ভালোবাস বর্তমান জীবন,

২১ আর অবহেলা করো পরকাল।

---

১ অর্থাৎ কোরআন তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণভাবে পেতে চেয়ো না।

২২ সেদিন (কতকগুলো) মুখ হবে উজ্জ্বল,
২৩ তাদের পালায়িতার দিকে চেয়ে।
২৪ আর সেইদিন অন্য মুখগুলো হবে আশাহীন
১৫ এই জেনে যে কোনো বড় বিপত্তি তাদের উপরে পড়তে যাচ্ছে।
২৬ না—যখন প্রাণ আসে কণ্ঠে ;
২৭ আর মানুষরা বলে : কোথায় সেই জাদুকর (যে তাকে এখন রক্ষা করতে পারে) ?
২৮ আজ সে জানে যে এ বিদায় নেওয়া,
২৯ আর যন্ত্রণা জমা হয় যন্ত্রণার উপরে,
৩০ তোমার প্রতিপালকের দিকে সেদিন হবে চালনা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩১ সে তবে সত্য স্বীকার করে নি, উপাসনাও করে নি,
৩২ কিন্তু সত্যকে বলেছিল মিথ্যা আর ফিরে গিয়েছিল,
৩৩ তার পর সে অনুবর্তীদের কাছে গিয়েছিল গর্বিতভাবে পা ফেলে,
৩৪ কাছে তোমার কাছে (ধ্বংস),
৩৫ পুনরায়, কাছে তোমার কাছে (ধ্বংস)।
৩৬ মানুষ কি ভাবে যে তাকে ঘুরতে দেওয়া হবে লক্ষ্যহীন ভাবে ?
৩৭ সে কি ছিল না একবিন্দু তরল পদার্থ যা বেরিয়েছিল বেগে ?
৩৮ তার পর সে হোলো রক্তখণ্ড, তার পর (আল্লাহ্) তাকে আকৃতি দিলেন ও পূর্ণাঙ্গ করলেন।
৩৯ তার পর তিনি তাকে যুগল করলেন—পুরুষ ও স্ত্রী।
৪০ তিনি কি সক্ষম নন মৃতকে প্রাণ দিতে ?

আল্-ইনসান্ অথবা আদ্-দহর

[আল্-ইন্সান্ অথবা আদ্-দহর—অথবা সময়—কোর্আন শরীফের ৭৬ সংখ্যক সূরা। এই দুটি শব্দই এর প্রথম আয়াতে আছে।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্র নামে

১ নিঃসন্দেহ মানুষের উপরে এসেছিল একটি সময় যখন সে ছিল এক অনুল্লেখযোগ্য বস্তু।

২ নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একবিন্দু ঘন তরল পদার্থ থেকে তাকে পরীক্ষার জন্য। সেজন্য আমি তাকে করেছি শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৩ নিঃসন্দেহ আমি তাকে পথ দেখিয়েছি—সে কৃতজ্ঞ হোক অথবা অবিশ্বাসী হোক।

৪ নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তৈরি করেছি শিকল আর বেড়ি আর জ্বলন্ত আগুন।

৫ নিঃসন্দেহ পুণ্যাত্মারা একটি পেয়ালা থেকে পান করবে, যাতে মিশ্রিত থাকবে কর্পূরের পানি,

৬ একটি ফোয়ারা—যা থেকে আল্লাহ্র দাসরা পান করবে, তা উথ্লে তোলা হবে পর্যাপ্তভাবে,

৭ (কেন না) তারা ব্রত পালন করে আর একটি দিনের ভয় করে যার মন্দ দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

৮ আর তাঁর প্রেমে খাদ্য দেয় নিঃস্বকে আর অনাথকে আর বন্দীকে (এই বলে) : আমরা তোমাদের খাদ্য দিই কেবল আল্লাহ্র জন্য আর তোমাদের থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও চাই না ;

১০ নিঃসন্দেহ আমরা আমাদের পালয়িতা থেকে ভয় করি এক কঠিন বিপত্তিপূর্ণ দিন।

১১ সেজন্য আল্লাহ্ তাদের থেকে দূর করে দেবেন সেইদিনের অকল্যাণ আর তাদের সাক্ষাৎ করাবেন আরাম ও সুখের সঙ্গে,

১২ আর তাদের প্রতিদান দেবেন উদ্যান ও রেশমী পোষাক দিয়ে যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যবান,

১৩ সেখানে উঁচু আসনে হেলান দিয়ে তারা পাবে না সূর্যোত্তাপ অথবা হিম,

১৪ তাদের ছায়া হবে তাদের উপরে নিবিড়, আর তাদের থোকা থোকা ফল নত হয়ে আসবে,

১৫ আর রূপার পাত্র তাদের মধ্যে ফেরানো হবে, আর কাচের বৃহৎ পানপাত্র,

১৬ কাচের (মতো উজ্জ্বল) কিন্তু রূপার তৈরি ; তারা তার পরিমাপ করেছে একটি পরিমাপ অনুযায়ী[১] ।

১৭ তাদের তাতে পান করানো হবে একটি পাত্র থেকে যাতে মিশ্রিত থাকবে যান্‌জাবীল (আদা,)

১৮ আর একটি ফোয়ারা থেকে যার নাম সাল্‌সাবীল।

১৯ আর তাদের চারপাশে ঘুরবে তরুণরা যাদের বয়স কখনো বদলাবে না ; যখন তাদের দেখবে তাদের মনে করবে ছড়ানো মুক্তা।

২০ আর যখন তুমি দেখবে তুমি সেখানে দেখবে আনন্দ আর এক মহারাজ্য।

২১ তাদের পরিধানে থাকবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম আর পুরু রেশম সোনায় বোনা, আর তাদের পরানো হবে রূপার কাঁকন, আর তাদের প্রভু তাদের পান করাবেন এক পবিত্র পানীয়।

২২ (আর তাদের বলা হবে) : নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতিদান,আর তোমাদের প্রয়াস স্বীকৃত হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৩ নিঃসন্দেহ আমিই তোমার কাছে কোর্‌আন অবতীর্ণ করেছি—এক প্রত্যাদেশ।

২৪ সেজন্য ধৈর্য ধরো আল্লাহ্‌র আদেশের জন্য, আর তাদের মধ্যেকার কোনো অপরাধীর অথবা অকৃতজ্ঞের অনুবর্তী হয়ো না।

২৫ আর কীর্তন করো তোমার প্রভুর নাম প্রাতেও সন্ধ্যায়।

২৬ আর রাত্রির একটি অংশে তাঁকে সেজদা করো আর তাঁর মহিমা কীর্তন করো সারা রাত ধ'রে।

১৭ নিঃসন্দেহ এরা ভালোবাসে যা অস্থায়ী। আর অবহেলা করে এদের সামনের এক কঠিন দিন।

২৮ আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি আর দৃঢ় করেছি তাদের গঠন, আর যখন আমি ইচ্ছা করি তখন তাদের বদলাবো আর তাদের জায়গায় আনবো তাদের তুল্যদের।

২৯ নিঃসন্দেহ এটি এক স্মারক ; সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে নিক তার প্রভুর দিকে পথ।

৩০ আর তোমরা ইচ্ছা করো না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করা ভিন্ন, নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞাতা।

৩১ তিনি প্রবেশ করান তাঁর করুণায় যাকে ইচ্ছা করেন, আর অন্যায়কারীদের জন্য—তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন কঠোর শাস্তি।

---

১ অর্থাৎ তারা তা পাবে তাদের কর্মের অনুযায়ী।

আল্‌-মুর্‌সালাত

[আল্‌-মুর্‌সালাত—প্রেরিতগণ—কোর্‌আন শরীফের ৭৭ সংখ্যক সূরা। এর প্রথম আয়াতেই এই শব্দটি আছে।

এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো প্রেরিত বাতাসদের কথা—একের পর আর ;

২ ভাবো গর্জন করা ঝড়দের কথা,

৩ আর তাদের কথা যারা পৃথিবীর উদ্ভিদ বর্ধিত করে :

৪ তার পর তাদের কথা যারা কুলোর বাতাস দিয়ে পৃথক করে ;

৫ তার পর তাদের কথা যারা স্মারক নিয়ে আসে,—

৬ মার্জনা করতে অথবা সতর্ক করতে—

৭ নিশ্চয় যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা অবশ্য ঘটবে,

৮ অতএব যখন তারারা নির্বাপিত হবে,

৯ আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

১০ আর যখন পাহাড়দের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

১১ আর যখন বাণীবাহকদের আনা হবে তাঁদের নির্ধারিত সময়ে—

১২ কোন্‌ দিনের জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছে?

১৩ মীমাংসার দিনের জন্য।

১৪ আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে মীমাংসার দিন কি !

১৫ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেই দিন।

১৬ পূর্বের লোকদের কি আমি ধ্বংস করি নি?

১৭ তার পর পরবর্তী লোকদের কি করাই নি অনুসরণ?

১৮ এইভাবে চিরদিন আমি আচরণ ক'রে থাকি অপরাধীদের প্রতি।

১৯ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন।

২০ তোমাদের কি আমি সৃষ্টি করি নি এক হীন তরল পদার্থ থেকে?

২১ তার পর তা আমি স্থাপন করি এক নিরাপদ স্থানে,

২২ একটি নির্ধারিত কালের জন্য,

২৩ এইভাবে আমি বিন্যস্ত করেছিলাম—কত উৎকৃষ্ট আমার বিন্যাস।

২৪ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন!

২৫ আমি কি পৃথিবীকে করি নি এক আধার

২৬ জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য;

২৭ আর তাতে কি স্থাপন করি নি উচু পাহাড় আর তাতে কি তোমাদের পান করতে দিই নি সুমিষ্ট জল?

২৮ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন।

২৯ (তোমাদের বলা হবে): যাও তার মধ্যে যা তোমরা অস্বীকার করতে,

৩০ যাও তিন স্তর আবরণের মধ্যে,

৩১ (তবু যা) উপশম করে না অথবা আশ্রয় দেয় না আল্লাহ্‌র তাপ থেকে:—

৩২ নিঃসন্দেহ স্ফুলিঙ্গ তোলে প্রাসাদের মতো;

৩৩ (অথবা) যেন তারা সোনালী রঙের উট।

৩৪ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন,

৩৫ আজকের দিনে তারা কথা বলবে না।

৩৬ আর তাদের অনুমতি দেওয়া হবে না যেন তারা অজুহাত দর্শাতে পারে।

৩৭ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন!

৩৮ আজ মীমাংসার দিন—আমি তোমাদের আর পূর্বকালের লোকদের একত্র করেছি।

৩৯ যদি এখন তোমাদের কোনো বুদ্ধি থাকে তবে বুদ্ধিতে আমাকে হারিয়ে দাও!

৪০ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন!

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪১ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করেছিল তারা থাকবে ছায়ায় ও ফোয়ারার মধ্যে।

৪২ আর ফল যা তারা চায়।

৪৩ খাও আর পান করো আনন্দে যা তোমরা করেছিলে তার জন্য।

৪৪ নিঃসন্দেহ এইভাবেই আমি প্রতিদিন দিই সৎকর্মশীলদের।

৪৫ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন!

৪৬ খাও আর ভোগ করো (পৃথিবীতে) অল্প কালের জন্য—নিঃসন্দেহ তোমরা অপরাধী।

৪৭ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেইদিন।

৪৮ আর যখন তাদের বলা হয় : (সেজদার জন্য) নত হও, তারা নত হয় না।

৪৯ হতভাগ্য প্রত্যাখ্যানকারীরা।

৫০ তবে এর কোন্ বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে ?

❖

আন্‌-নবা

[আন্‌-নবা—সংবাদ—অর্থাৎ কেয়ামতের সংবাদ—কোর্‌আন শরীফের ৭৮ সংখ্যক সূরা। এটি প্রাথমিক মক্কীয়।]

ত্রিংশ খণ্ড

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কি সম্বন্ধে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে?

২ মহাসংবাদ সম্বন্ধে।

৩ যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে?

৪ না—শীগ্‌গিরই তারা জানবে।

৫ না—না শীগ্‌গিরই তারা জানবে।

৬ আমি কি পৃথিবীকে করি নি সমতল ক্ষেত্র।

৭ আর পাহাড়গুলোকে করি নি তার খুঁটি?

৮ আর তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়;

৯ আর তোমাদের ঘুমকে করেছি (তোমাদের জন্য) বিশ্রাম;

১০ আর রাত্রিকে করেছি আবরণ;

১১ আর দিনকে করেছি জীবিকার জন্য;

১২ আর তোমাদের উপর তৈরি করেছি মজবুত সাত (আকাশ);

১৩ আর তৈরি করেছি একটি অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ,

১৪ আর মেঘ থেকে পাঠাই পানি প্রবল ধারায়;

১৫ যেন তার দ্বারা জন্মাতে পারি শস্য ও গাছপালা,

১৬ আর বাগান বহু-পত্রপল্লবে ভরা।

১৭ নিঃসন্দেহ বিচারের দিন এক নির্ধারিত কাল—

১৮ সেইদিন যেদিন শৃঙ্গধ্বনি হবে আর তোমরা আসবে দলে দলে,

১৯ আর আকাশ খোলা হবে— হবে যেন সব ফটক;

২০ আর পাহাড়গুলো হবে সঞ্চালিত—হবে যেন মরীচিকা।

২১ নিঃসন্দেহ দোযখ ওৎ পেতে আছে—

২২ সীমালঙ্ঘনকারীদের বাসস্থান—

২৩ তাতে থাকবে তারা বহুকাল।

২৪ সেখানে স্বাদ গ্রহণ করবে না শীতলতার, পাবে না পানীয়—

২৫ তপ্ত পানীয় ও অবশ করা হিম ভিন্ন আর কিছু—

২৬ কর্মের অনুপাতে প্রতিদান।

২৭ নিঃসন্দেহ তারা হিসাবের কথা ভাবে নি ;

২৮ আমার নিদর্শনসমূহকে বলেছিল মিথ্যা—জোরে বলেছিল মিথ্যা।

২৯ সব-কিছু আমি লিখে রেখেছি লেখায়।

৩০ অতএব স্বাদ গ্রহণ করো (যা অর্জন করেছ) : তোমাদের বাড়তি কিছুই দেবো না শাস্তি ব্যতীত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩১ নিঃসন্দেহ সীমারক্ষাকারীদের জন্য সাফল্য লাভ—

৩২ ঘেরা বাগান আর আঙুর,

৩৩ আর কিশোরীরা সঙ্গিনী,

৩৪ আর পূর্ণপানপাত্র ;—

৩৫ সেখানে কখনো তারা শুনবে না বৃথা কথা অথবা মিথ্যা কথা ;

৩৬ তোমার পালয়িতার কাছ থেকে প্রাপ্য—হিসাব মতো পুরস্কার—

৩৭ আকাশের ও পৃথিবীর পালয়িতা ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে—করুণাময়—তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে না কেউ।

৩৮ সেইদিন যেদিন রূহ্ (আত্মা, প্রেরণা) ও ফেরেশ্‌তারা সারবেঁধে দাঁড়াবে, তারা কথা বলবে না সে ব্যতীত যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন, আর সে বলবে ঠিক কথা।

৩৯ সেইদিন সত্য দিন ; অতএব যে কেউ চায় সে তার পালয়িতার শরণার্থী হোক।

৪০ নিঃসন্দেহ তোমাদের সাবধান করছি এক নিকটবর্তী শাস্তি সম্বন্ধে—যেদিন মানুষ দেখবে তার দুই হাত পূর্বে কি পাঠিয়েছে ; আর যে অবিশ্বাসী সে বলবে : আহা আমি যদি ধুলা হতাম।

আন্-নাযি'আত্

[আন্-নাযি'আত্—যারা টেনে আনে—৭৯, সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো তাদের কথা—যারা টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসে,

২ যেসব উল্কা ছুটছে,

৩ যেসব নিঃসঙ্গ তারা ভাসছে,

৪ যেসব ফেরেশতা ত্বরিত গমনে চলেছে,

৫ যারা ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করে ;

৬ যেদিন যার কাঁপবার সে কাঁপবে,

৭ তার পর যা অবশ্য ঘটবার তা ঘটবে,

৮ সেদিন বহুহৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হবে :

৯ তাদের চোখ হবে অবনত ;

১০ তারা বলছে : আমাদের সত্যই কি প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে ;

১১ আমরা যদি হই পচে-যাওয়া হাড় ?

১২ তার বলে : তেমন ফিরে আসা হবে লোকসানের ব্যাপার।

১৩ কিন্তু একটি মাত্র ধ্বনি হবে,

১৪ আর তারা হবে জাগ্রত।

১৫ তোমার কাছে পৌঁছেছে কি মূসার কাহিনী,

১৬ যখন তাঁর পালয়িতা তাঁকে আহ্বান করেছিলেন পুণ্য তুওয় উপত্যকায়—

১৭ (বলেছিলেন) : যাও ফেরাউনের কাছে, সে নিঃসন্দেহ বিদ্রোহ করেছে,

১৮ আর বলো তাকে : তোমার কি ইচ্ছা আছে বিশুদ্ধ হবার ?

১৯ তাহলে আমি তোমাকে তোমার পালয়িতার দিকে পরিচালিত করবো যেন তুমি ভয় করো (তাঁকে)।

২০ আর তিনি তাকে দেখালেন মহানিদর্শন।

২১ কিন্তু সে অবিশ্বাস করলো ও অবাধ্য হোলো।

২২ তার পর সে চলে গেল দ্রুত ;

২৩ তার পর লোক জড়ো করলো ও সবাইকে ডাকলো ;

২৪ আর ঘোষণা করলো : আমি (ফেরাউন) তোমাদের পালয়িতা, মহামহিম।

২৫ সেজন্য আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করলেন—(করলেন তাকে) পরকালের ও পূর্বের জীবনের শাস্তির দৃষ্টান্তস্থল।

২৬ নিঃসন্দেহ এতে আছে শিক্ষা যে ভয় করে তার জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৭ কঠিনতর তোমাদের সৃষ্টি করা, না আকাশ সৃষ্টি করা যা তিনি করেছেন?

২৮ এর উচ্চতা তিনি বাড়িয়েছেন আর শৃঙ্খলা বিধান করেছেন,

২৯ তা থেকে তিনি রাত্রিকে অন্ধকার করেছেন আর প্রভাত বার করেছেন।

৩০ আর তার পর পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন,

৩১ এর থেকে তিনি বার করেছেন জল আর চারণভূমি,

৩২ আর পাহাড়গুলোকে তিনি করেছেন অচঞ্চল—

৩৩ তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য তাতে আছে খাদ্যের আয়োজন।

৩৪ কিন্তু যখন সেই মহাদুর্বিপাক আসবে,

৩৫ যেদিন মানুষ স্মরণ করবে তার (সমস্ত) প্রচেষ্টা।

৩৬ আর দোযখ প্রত্যক্ষ হবে, যার দেখবার চোখ আছে তার সামনে,

৩৭ তার পর, যে বিদ্রোহ করেছিল,

৩৮ আর পক্ষপাতী ছিল ইহলোকের জীবনের—

৩৯ নিঃসন্দেহ দোযখ হবে তার বাসস্থান।

৪০ আর যে ভয় রেখেছে তার পালয়িতার সামনে দাঁড়াবার আর রোধ করেছিল তার প্রাণকে বাসনা থেকে—

৪১ নিঃসন্দেহ বেহেশ্‌ত হবে তার বাসস্থান।

৪২ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বিচারের দিন সম্বন্ধে—কখন তা এসে পৌছবে :

৪৩ কি সম্বন্ধে? এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে? (তোমার কাজ হচ্ছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া,)

৪৪ তোমার পালয়িতার দিকে সেই বিষয়ের (জ্ঞানের) সীমা; [১]

৪৫ তুমি মাত্র সাবধানকারী তার কাছে যে ভয় করে।

৪৬ যেদিন তারা একে দেখবে তাদের মনে হবে যেন এক সন্ধ্যা বা প্রাতঃকাল ভিন্ন তারা (পৃথিবীতে) কাটায় নি।

১. অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন কেয়ামত কখন সে বিষয়ে নবীকে কোনো জ্ঞান দেওয়া হয় নি।

’আবাসা

[’আবাসা — সে ভ্রূকুটি করেছিল — ৮০ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়। একদিন হযরত কোরেশ প্রধানদের সঙ্গে কথা বলছিলেন — তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন ইসলাম বলতে কি বোঝায়। তখন একজন অন্ধ এসে তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কোরেশ প্রধানদের তিনি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন, সেজন্য অন্ধের এই বাধাদানে তিনি কিছু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ; তার দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। তখন অবতীর্ণ হয়েছিল এই সূরা।

মানুষের সত্যকার মূল্য তার সামাজিক পদমর্যাদার উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার ধর্মজীবন যাপনের আগ্রহের উপরে, একথা তো এতে বলা হয়েছেই, সেই সঙ্গে এই প্রমাণও এ –থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে হযরত যে বাণী লাভ করেছিলেন তা ছিল তাঁর সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার অতীত কিছু।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ সে ভ্রূকুটি করেছিল ও ফিরে বসেছিল,
২ কেন না অন্ধ এসেছিল তার কাছে।
৩ আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে যে সে নিজেকে পবিত্র করবে ?
৪ অথবা সে সাবধান হতে পারে, সেইভাবে স্মারক বাণী তার কাজে আসতে পারে ?
৫ আর যে ভাবে (তোমার থেকে) তার কোনো প্রয়োজন নেই,
৬ তাকে তুমি সম্ভ্রম দেখাচ্ছ,
৭ কিন্তু সে যদি নিজেকে বিশুদ্ধ না করে তবে সেজন্য তোমার কোনো জবাবদিহি নেই,
৮ কিন্তু যে তোমার কাছে আসে আগ্রহ নিয়ে,
৯ আর ভয় রাখে,
১০ তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে ?
১১ না — এ (কোর্‌আন) নিঃসন্দেহ সাবধান বাণী,
১২ অতএব যার ইচ্ছা সে এর সম্বন্ধে মনোযোগী হোক,
১৩ — মর্যাদাময় পৃষ্ঠায়,
১৪ — সুউন্নত সুপবিত্র —
১৫ লেখা লিপিকরদের হাতে,
১৬ (যারা) সম্মানিত পূতআত্মা।
১৭ মানুষ আত্মঘাতী—কত অকৃতজ্ঞ সে !
১৮ কোন জিনিস থেকে তার সৃষ্টি করেছেন তিনি ?

১৯ একটি বীজ থেকে, তাকে সৃষ্টি করেছেন ও সুসমঞ্জস করেছেন।

২০ তার পর (ভূমিষ্ঠ হবার) পথ তার জন্য সোজা করেছেন,

২১ তার পর মৃত্যু বিধান করেন ও কবরে শায়িত করান।

২২ তার পর যখন তাঁর ইচ্ছা হবে তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

২৩ না — (মানুষ) করে নি যা তাকে তিনি হুকুম করেছিলেন।

২৪ মানুষ তার খাদ্যের কথা ভাবুক :

২৫ আমি বারিবর্ষণ করি — বর্ষণ করি প্রচুর ধারায়,

২৬ তার পর আমি ফাটাই মাটি — ফাটিয়ে ছিন্নভিন্ন করি,

২৭ তার পর তাতে জন্মাই শস্য ;

২৮ আর আঙুর আর শাকসব্‌জি,

২৯ আর জলপাই আর খেজুর,

৩০ আর ঘন ডালপালার বাগান,

৩১ আর ফল আর তৃণ —

৩২ তোমাদের ও তোমাদের পশুদের জন্য এই খাদ্য।

৩৩ কিন্তু যখন সেই কর্ণ-বধির করা ধ্বনি আসবে —

৩৪ সেইদিন যেদিন মানুষ ছেড়ে পালাবে তার ভাইকে,

৩৫ তার মাকে ও তার বাপকে,

৩৬ আর তার স্ত্রীকে ও ছেলেদের,

৩৭ সেদিন প্রত্যেক লোক এত ব্যস্ত থাকবে নিজের ব্যাপার নিয়ে যে (অপরদের সম্বন্ধে) হবে বেখেয়াল।

৩৮ সেইদিন অনেক মুখ হবে (প্রভাতের মতো) উজ্জ্বল,

৩৯ হাস্যময় ও উৎফুল্ল,

৪০ আর সেইদিন অন্য বহুমুখ — হবে ধূলিমাখা,

৪১ অন্ধকারে আবৃত।

৪২ এরা তারা যারা অবিশ্বাসী — দুর্বৃত্ত।

আর্ত-তক্‌বির

[আত্-তক্‌বির — জড়ানো — ৮১ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন সূর্য আবৃত হবে,

২ আর নক্ষত্ররা নিষ্প্রভ হবে,

৩ আর পাহাড়গুলো সঞ্চালিত হবে,

৪ আর যখন আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রীদের পরিত্যাগ করা হবে,

৫ আর যখন বন্য পশুরা (হিংস্র ও অহিংস্র) একত্রিত হবে,

৬ আর যখন সমুদ্র সব উত্তাল হবে,

৭ আর যখন প্রাণগুলি দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হবে,

৮ আর যখন জীবন্তপ্রোথিত কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে :

৯ কোন্ অপরাধের জন্য তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল ?

১০ আর যখন পৃষ্ঠাগুলো খুলে ধরা হবে,

১১ আর যখন আকাশের ঢাকা খুলে ফেলা হবে,

১২ আর যখন দোযখ জ্বালিয়ে তোলা হবে,

১৩ আর যখন বেহেশ্‌ত নিকটে আনা- হবে —

১৪ তখন প্রত্যেক প্রাণ জানবে কি সে তৈরি করেছে।

১৫ না — আমি সাক্ষী করি নক্ষত্রদের,

১৬ যারা চলে ও অস্ত যায়,

১৭ আর রাত্রিকে যখন তা বিগত হয়,

১৮ আর প্রভাতকে যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে —

১৯ নিঃসন্দেহ এ হচ্ছে এক সম্মানিত বাণীবাহকের[১] বাণী —

২০ শক্তির অধিকারী, সিংহাসনের অধীশ্বরের সামনে প্রতিষ্ঠিত,

---

১. জিব্রিলের

২১ মান্য ও বিশ্বস্ত।

২২ আর তোমাদের সঙ্গী পাগল নন —

২৩ নিঃসন্দেহ তিনি তাকে[২] দেখেছিলেন স্পষ্ট আকাশ প্রান্তে ;

২৪ আর যা গুপ্ত সে বিষয়ে তিনি কৃপণ নন,

২৫ আর এটি বিতাড়িত শয়তানের বাণী নয়।

২৬ কোন্‌দিকে তাহলে তোমরা যাবে ?

২৭ এটি বিশ্বজগতের জন্য স্মারক ভিন্ন আর কিছু নয়—

২৮ তোমাদের মধ্যেকার তার জন্য যে সোজা পথে চলতে চায় —

২৯ আর তোমরা (তা) চাইবে না যদি বিশ্বজগতের পালয়িতা না চান।

---

২ জিব্রিলকে

আল্‌-ইন্‌ফিতার

[আল্‌-ইন্‌ফিতার — বিদীর্ণ হওয়া — ৮২ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২ আর যখন নক্ষত্রদল বিক্ষিপ্ত হবে,

৩ আর যখন সমুদ্র-সকল ঢেলে দেওয়া হবে,

৪ আর যখন কবরগুলো খুলে দেওয়া হবে —

৫ প্রত্যেক প্রাণ জানবে কি সে পূর্বে পাঠিয়েছে আর কি পেছনে রেখে এসেছে।

৬ হে মানুষ কিসে তোমাকে ভুলিয়েছে তোমার পরমসদয় পালয়িতার সম্বন্ধে —

৭ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার পর আকার দিয়েছেন, তারপর তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন?

৮ যে রূপ দানে তাঁর ইচ্ছা সেই রূপে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

৯ না — তোমরা বিচারের দিনকে মিথ্যা বলেছ।

১০ নিঃসন্দেহ তোমাদের উপরে রক্ষকরা আছে —

১১ সম্মানিত লিপিকর —

১২ যারা জানে তোমরা যা কিছু করো।

১৩ নিঃসন্দেহ ধার্মিকরা থাকবে আনন্দে।

১৪ আর নিঃসন্দেহ পাপাচারীরা থাকবে দোযখে —

১৫ বিচারের দিন তারা এতে প্রবেশ করবে ;

১৬ আর কোনো উপায়ে পারবে না এর থেকে গরহাজির হতে,

১৭ আর কেমন করে তুমি বুঝবে বিচারের দিন কি?

১৮ পুনরায় (বলেছি) : কিসে তোমাকে বোঝানো যাবে বিচারের দিন কি?

১৯ সেইদিন যেদিন কোনো প্রাণ অপর কোনো প্রাণের উপরে ক্ষমতা রাখবে না, আর (অক্ষুণ্ন) হুকুম হবে আল্লাহ্‌র।

আত্-তৎফিক

[রাত্-তৎফিক — ঠকানো — ৮৩ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হতভাগ্য তারা যারা ঠকায় ;

২ যারা মানুষদের কাছ থেকে নেয় পুরো মাপ

৩ কিন্তু অন্যকে মেপে দেবার সময় অথবা তাদের হয়ে মাপবার সময় তাদের ক্ষতি করে।

৪ এইসব লোক কি ভাবে না যে তাদের পুনরায় তোলা হবে —

৫ এক ভয়ঙ্কর দিনে —

৬ যেদিন মানুষরা বিশ্বজগতের পালয়িতার সামনে দাঁড়াবে ?

৭ না — নিঃসন্দেহ বদলোকদের কর্মলিপি সিজ্জিনে।

৮ আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে সিজ্জিন কি ?

৯ একটি লিখিত বিবরণ।

১০ সেদিন আফসোস তাদের জন্য যারা প্রত্যাখ্যান করেছে,

১১ যারা বিচারের দিনকে মিথ্যা ভেবেছে —

১২ যা কেউ মিথ্যা ভাবে না সীমালঙ্ঘনকারী পাপী যে সে ব্যতিরেকে।

১৩ যখন আমার প্রত্যাদেশ তার কাছে পড়া হয় সে বলে : সেকালের লোকদের গল্প এসব।

১৪ না—যা তারা ক'রে এসেছে তা তাদের মনের উপরে পড়েছে মরচের মতো।

১৫ না—সেদিন নিঃসন্দেহ তারা বঞ্চিত হবে তাদের পালয়িতার (করুণা) থেকে,

১৬ তার পর নিঃসন্দেহ তারা প্রবেশ করবে আগুনে।

১৭ তখন এই বলা হবে (তাদের) : এ তাই যা তোমরা অস্বীকার করতে।

১৮ না — নিঃসন্দেহ ধার্মিকদের কার্যলিপি থাকবে ইল্লিয়িনে।

১৯ আহা কেমন করে তোমাকে বোঝানো যাবে ইল্লিয়িন কি ?

২০ লিখিত বিবরণ।

২১ যারা (আল্লাহ্‌র) নিকটে আকৃষ্ট হবে তারা তা দেখবে।

২২ নিঃসন্দেহ ধার্মিকরা পরমানন্দ লাভ করবে :

২৩ উঁচু আসনে বসে' — চেয়ে আছে —

২৪ তুমি তাদের মুখে দেখবে আনন্দের দীপ্তি।

২৫ তাদের পান করানো হবে বিশুদ্ধ মদিরা থেকে যা মোহর-মারা—

২৬ মোহর মৃগনাভির — আর তার জন্য আকাঙ্ক্ষীরা আকাঙ্ক্ষা করুক —

২৭ আর তাতে মেশানো হবে তস্‌নিমের পানি —

২৮ এটি একটি প্রস্রবণ যা থেকে পান করে যাদের (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যে আনা হয়েছে তারা।

২৯ নিঃসন্দেহ যারা অপরাধী তারা উপহাস করতো যারা বিশ্বাস করে তাদের।

৩০ আর পরস্পর চোখ ঠারতো যখন তাদের পাশ দিয়ে যেতো,

৩১ আর নিজেদের দলের মধ্যে গিয়ে খুব ঠাট্টা তামাশা করতো।

৩২ আর যখন তাদের দেখতো বলতো : সন্দেহ নেই এরা পথহারা।

৩৩ কিন্তু এদের জন্য তারা রক্ষক রূপে প্রেরিত হয় নি।

৩৪ আজ যারা বিশ্বাসী তারা হাসবে অবিশ্বাসীদের দশা দেখে —

৩৫ উঁচু আসনে — চেয়ে চেয়ে দেখছে।

৩৬ নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা যা করেছিল পেয়েছে তার প্রতিদান।

আল্-ইনশিকাক

[আল্-ইনশিকাক -- বিদারণ — ৮৪ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২ আর উৎকর্ণ হবে তার পালয়িতার প্রতি ভয়ে,

৩ আর পৃথিবীকে করা হবে সমতল,

৪ আর বার করে দেবে যা তার মধ্যে আছে সব আর হবে শূন্য,

৫ আর হবে উৎকর্ণ তার পালয়িতার প্রতি ভয়ে।

৬ হে মানব, নিঃসন্দেহ তুমি তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে যে কাজ ক'রে যাচ্ছ তা (তাঁর সামনে) দেখবে।

৭ তখন যাকে দেওয়া হবে তার বই (কার্যলিপি) তার ডান হাতে,

৮ নিশ্চয় তার হিসাব হবে সহজ।

৯ আর সে ফিরে যাবে তার লোকদের মধ্যে আনন্দে,

১০ কিন্তু যাকে দেওয়া হবে তার বই তার পিঠের দিকে —

১১ সে নিশ্চয় চাইবে বিলয়,

১২ আর নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত আগুনে।

১৩ নিঃসন্দেহ সে (এর পূর্বে) তার লোকদের মধ্যে ছিল আনন্দিত।

১৪ সন্দেহ নেই সে ভেবেছিল সে কখনো ফিরে আসবে না (তার পালয়িতার কাছে)।

১৫ না — কিন্তু তার পালয়িতা বরাবর তাকে দেখছিলেন।

১৬ কিন্তু না — আমি সাক্ষী করি সূর্যাস্তের রক্তিমা,

১৭ আর সাক্ষী করি রাত্রিকে যা কিছু সে আবৃত করে,

১৮ আর সাক্ষী করি চন্দ্রকে যখন সে পূর্ণাঙ্গতা পায় —

১৯ যে, তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রবেশ করবে।

২০ কিন্তু কি তাদের হয়েছে যে তারা বিশ্বাস করে না?

২১ আর যখন কোর্‌আন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তারা সেজদা (নতি) করে না?

২২ না — যারা অবিশ্বাস করে তারা অস্বীকার করবে।

২৩ আর আল্লাহ্ ভালো জানেন কি তারা লুকোচ্ছে।

২৪ অতএব জানাও তাদের এক কঠিন শাস্তির কথা,

২৫ তাদের ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে সৎকর্মশীল — তাদের জন্য যে পুরস্কার তা হবে নিরবচ্ছিন্ন।

আল্‌-বুরুজ

[আল্‌-বুরুজ — নক্ষত্র ৮৫ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের কথা,

২ আর সেই অঙ্গীকৃত দিনের কথা,

৩ আর সাক্ষ্যদাতার আর যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হবে তাদের কথা।

৪ আত্মধ্বংসী হয়েছে খন্দকের মালিকরা।[১]

৫ ইন্ধন দিয়ে জ্বালানো খন্দক —

৬ যখন তারা বসেছিল তার পাশে,

৭ আর তারা নিজেরাই ছিল তার সাক্ষী বিশ্বাসীদের প্রতি যা তারা করেছিল।

৮ তাদের প্রতি তাদের আর কোনো অভিযোগ ছিল না এই ভিন্ন যে তারা বিশ্বাস করেছিল শক্তিধর প্রসংশিত আল্লাহ্‌তে —

৯ অন্তরীক্ষের ও পৃথিবীর প্রভুত্ব যাঁর — আর আল্লাহ্‌র সবকিছুর সাক্ষী।

১০ সন্দেহ নেই যারা উৎপীড়ন করে বিশ্বাসবান পুরুষদের ও বিশ্বাসবতী নারীদের উপরে ও তার পরে অনুতপ্ত হয় না, নিঃসন্দেহ তারা শাস্তি পাবে জাহান্নামে, তারা শাস্তি পাবে আগুনে

১১ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করবে ও সৎকর্মশীল হবে তারা লাভ করবে উদ্যান যার নিচে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী—এ হচ্ছে মহাসাফল্য।

১২ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার আক্রমণ কঠোর।

১৩ নিঃসন্দেহ তিনি সৃষ্টি করেন এবং পুনঃসৃষ্টি করেন,

১৪ আর তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।

১৫ গৌবরান্বিত সিংহাসনের অধীশ্বর —

১৬ মহাবিধায়ক যা ইচ্ছা করেন তার।

১৭ তোমার কাছে কি সংবাদ পৌছেছে সৈন্যদলের?

১৮ ফেরাউনের আর সামূদ জাতির?

১৯ না — যারা অবিশ্বাসী তারা অস্বীকার করার কাজেই আছে,

---

১. প্রাচীনকালে এমন দেশে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসীদের উপরে এমন অত্যাচার হয়েছিল।

২০ আর আল্লাহ্ অদৃশ্যভাবে তাদের ঘেরাও করেন।

২১ না —এটি একটি গৌরবান্বিত কোরআন —

২২ বিধৃত সুরক্ষিত ফলকে।

আত্-তারিক

[আত্-তারিক—রাতের আগন্তুক—৮৬ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো আকাশের ও রাতের আগন্তুকের কথা।

২ আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে রাতের আগন্তুক কি?

৩ — অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র (শুকতারা)।

৪ এমন কোনো প্রাণ নেই যার জন্য রক্ষক নেই।

৫ অতএব মানুষ ভাবুক কিসের থেকে তার সৃষ্টি,—

৬ সে সৃষ্ট বেগবান বারি থেকে,

৭ পৃষ্ঠ ও বক্ষোস্থি থেকে নির্গত,

৮ নিঃসন্দেহ তিনি সমর্থ তাকে (জীবনে) ফিরিয়ে আনতে।

৯ যেদিন লুকোনো সবকিছু বাইরে প্রকাশ পাবে,

১০ সেদিন তার না থাকবে শক্তি না থাকবে সহায়।

১১ ভাবো (পুনঃ পুনঃ-বর্ষণকারী) মেঘযুক্ত আকাশের কথা,

১২ আর পৃথিবীর কথা (যা) বিদীর্ণ (উদ্ভিদের দ্বারা,)

১৩ নিঃসন্দেহ এটি (কোর্‌আন) মীমাংসা-বাক্য —

১৪ আর এটি তামাশা নয়।

১৫ নিঃসন্দেহ তারা চক্রান্ত করছে তোমার বিরুদ্ধে।

১৬ আর আমিও চক্রান্ত করছি।

১৭ অতএব অবিশ্বাসীদের অবসর দাও, কিছুকাল তাদের অবসর দাও।

আল্‌-আ'লা

[আল্‌-আ'লা—মহিমান্বিত—৮৭ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কীর্তন কারো তোমার পালয়িতার নাম — মহিমান্বিত তিনি ;

২ যিনি সৃষ্টি করেন ও পূর্ণাঙ্গতা দেন,

৩ আর নিয়মিত করেন ও পথপ্রদর্শন করেন ;

৪ যিনি শষ্প উদ্‌গত করেন —

৫ পরে তাকে শুষ্ক ধূলিবর্ণ করেন।

৬ আমি তোমাকে পড়াবো, তাতে তুমি ভুলবে না —

৭ আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন যা ব্যক্ত আর যা গুপ্ত আছে।

৮ আর আমি তোমার পথকে বিঘ্নরহিত করবো — নির্বিঘ্নতার দিকে।

৯ সেজন্য স্মরণ করিয়ে দাও, নিঃসন্দেহ স্মরণ করানোতে ফল আছে —

১০ যে ভয় করে সে মনোযোগী হবে ;

১১ আর একান্ত ভাগ্যহীন যে সে এড়িয়ে যাবে, —

১২ তাকে ফেলা হবে মহানলে ;

১৩ তাতে সে মরবেও না জীবিতও থাকবে না।

১৪ সে-ই সফলকাম যে নিজেকে পবিত্র করে,

১৫ আর কীর্তন করে তার পালয়িতার নাম ও উপাসনা করে।

১৬ না—তোমরা পক্ষপাতী ইহলোকের জীবনের,

১৭ কিন্তু পরলোক উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর স্থায়ী।

১৮ নিঃসন্দেহ এইসব আছে পূর্বের ধর্মগ্রন্থে—

১৯ ইব্রাহিমের ও মূসার ধর্মগ্রন্থে ;

আল্‌-গাশিয়াহ্‌

[আল্‌-গাশিয়াহ্‌—বিহ্বলকর ঘটনা—৮৮ সংখ্যক সূরা—প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তোমার কাছে কি বিহ্বলকর ঘটনার সংবাদ পৌঁছেছে?

২ সেইদিন (অনেক) মুখ হবে অবনত;

৩ শ্রমরত ও অবসন্ন,

৪ জ্বলন্ত আগুনে ঝলসানো;

৫ ফুটন্ত প্রস্রবণ থেকে পাচ্ছে পানীয় —

৬ অন্য ফল তাদের জন্য নেই বিস্বাদ কণ্টকফল ভিন্ন—

৭ তাতে পোষণও হবে না ক্ষুধাও মিটবে না।

৮ সেইদিন অন্যদের মুখ হবে শান্ত;

৯ আনন্দিত পূর্বে যে শ্রম করেছে সেজন্য;—

১০ উঁচু উদ্যানে,

১১ তাতে শুনবে না বৃথা বাক্য;

১২ সেখানে নহর বয়ে যাচ্ছে;

১৩ সেখানে আছে উঁচু সিংহাসন,

১৪ আর পানপাত্র হাতের কাছে,

১৫ আর তাকিয়া সারি সারি,

১৬ আর গালিচা বিছানো।

১৭ তাহলে কি তারা ভাববে না উটের কথা—কেমন করে হোলো তার সৃষ্টি?

১৮ আর আকাশ কেমন করে তাকে করা হোলো উন্নমিত,

১৯ আর পাহাড় কেমন করে তারা হোলো স্থাপিত,

২০ আর পৃথিবী, কেমন করে তা হোলো প্রসারিত?

২১ অতএব স্মরণ করিয়ে দাও, তোমার তো স্মরণ করাবারই কাজ।

২২ তুমি তাদের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ নও।

২৩ কিন্তু যে কেউ বিমুখ হও ও অবিশ্বাস করে,

২৪ আল্লাহ্‌ তাকে দেবেন কঠিনতম শাস্তি।

২৫ নিঃসন্দেহ আমার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন;

২৬ আর আমার কাছেই তাদের হিসাব-নিকাশ।

আল্-ফজ্‌র

[আল্-ফজ্‌র—প্রভাত—৮৯ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো প্রভাতের কথা,

২ আর দশরাত্রির কথা[১],

৩ আর জোড় ও বিজোড়ের কথা,

৪ আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয় ;

৫ নিঃসন্দেহ এতে আছে শপথ (সাক্ষ্য, ভাববার কথা) তাদের জন্য যারা চিন্তাশীল।

৬ ভাবো নি কি তোমার পালয়িতা কি করেছিল আদ্ জাতির প্রতি ?

৭ —এরমের প্রতি — তার ছিল বহুস্তম্ভযুক্ত গৃহ,

৮ তার মতো কিছু তৈরি হয় নি অন্য শহরে ?

৯ আর সামূদ—জাতির প্রতি–যারা উপত্যকায় পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ করেছিল ?

১০ আর ফেরাউনের সঙ্গে — মহাশক্তিশালী—

১১ যারা নগরে নগরে বাড়াবাড়ি করেছিল,

১২ আর অনেক অনর্থ ঘটিয়েছিল সেসবে ?

১৩ সেইজন্য তোমার পালয়িতা তাদের উপরে পাতিত করেছিলেন তাঁর শাস্তির কশা ;

১৪ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা নিরীক্ষণ করছেন।

১৫ আর মানুষকে যখন তার পালয়িতা পরীক্ষা করেন, দেন তাকে সম্মান, তার প্রতি বদান্য হন, সে বলে : আমার পালয়িতা আমাকে সম্মান দিয়েছেন।

১৬ কিন্তু যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন তারা বাঁচবার উপকরণের কমতি ঘটিয়ে সে বলে : আমার পালয়িতা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।

১৭ না—কিন্তু তোমরা তো অনাথকে সম্মান করো না ?

১৮ পরস্পরকে উৎসাহিত করো না নিঃস্বদের অন্ন দিতে ?

১৯ আর তোমরা উত্তরাধিকারের স্বত্ব গ্রাস করো কিছু মাত্র বাছবিচার না ক'রে ;

২০ আর ধনসম্পত্তি ভালোবাস সীমাহীন ভালোবাসায়।

২১ না — যখন পৃথিবী হবে চূর্ণবিচূর্ণ ;

---

১. হজের সময়কার দশরাত্রি।

২২ আর তোমার পালয়িতা আসবেন ফেরেশ্‌তাদের নিয়ে — নানা মর্যাদায় বিভক্ত তারা —

২৩ আর সেদিন দোযখকে আনা হবে নিকটে — সেদিন মানুষের স্মরণ হবে, কিন্তু স্মরণ হয়েই বা হবে কি তার?

২৪ সে বলবে : আহা, যদি পূর্বে আমার জীবনের জন্য (কিছু পাথেয়) পাঠাতে পারতাম।

২৫ কিন্তু কেউ তেমন শাস্তি দেয় না যেমন শাস্তি তিনি দেবেন সেদিন।

২৬ আর কেউ বাঁধে না যেমন করে তিনি তখন বাঁধবেন।

২৭ হে শান্তিপ্রাপ্ত প্রাণ,

২৮ প্রত্যাবর্তন করো তোমার পালয়িতার কাছে তাঁর প্রসাদ-লাভে ধন্য হয়ে — তাঁকে প্রসন্ন করে ;

২৯ তার পর প্রবেশ করো আমার দাসদের দলে —

৩০ আর প্রবেশ করো আমার বেহেশ্‌তে।

আল্‌-বলদ

[আল্‌—বলদ—নগর—৯০ সংখ্যক সূরা — অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ না—ভাবো এই নগবের কথা।

২ আর তুমি এই নগরের একজন বাসিন্দা (আর যখন এই নগরের উপরে তোমার অধিকার স্থাপিত হবে)।

৪ নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংকটের মধ্যে দিন কাটাবার জন্য।

৫ ভাবে কি সে যে তার উপরে কারো শক্তি নেই?

৬ সে বলে : আমি বহু বিত্ত অপব্যয় করেছি।

৭ সে কিভাবে কেউ তাকে দেখে না?

৮ তাকে কি আমি দিই নি দুটি চোখ?

৯ আর একটি জিহ্বা আর দুটি ঠোঁট?

১০ আর চালিত করি নি তাকে দুই গিরিপথের সামনে!

১১ কিন্তু উঁচুর দিকের পথে চলতে সে চেষ্টা করে নি।

১২ আর কেমন ক'রে তোমাকে বোঝানো যাবে উঁচুর দিকের পথ কি?

১৩ (তা হচ্ছে) দাসকে মুক্তি দেওয়া,

১৪ অথবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেওয়া —

১৫ নিকটসম্বন্ধের অনাথকে,

১৬ অথবা ধুলায় লুটানো নিঃস্বকে,

১৭ আর তাদের দলের হতে যারা বিশ্বাসবান্‌ আর পরস্পরকে বলে ধৈর্য অবলম্বনের কথা, বলে দয়া করার কথা।

১৮ এরা হচ্ছে ডানহাতের দিকের লোক।

১৯ আর যারা আমার প্রত্যাদেশ অস্বীকার করে তারা হচ্ছে বাঁ-হাতের দিকের লোক।

২০ আগুন হবে তাদের উপরকার আচ্ছাদন।

আশ্ শাম্‌স্

[আশ্ শাম্‌স্ — সূর্য — ৯১ সংখ্যক সূরা — অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো সূর্যের ও তার কিরণের কথা।

২ আর চন্দ্রের কথা যখন সে তার (সূর্যের) অনুসরণ করে।

৩ আর দিনের কথা যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে।

৪ আর রাত্রির কথা যখন সে তাকে আবৃত করে।

৫ আর আকাশের কথা আর যিনি তাকে তৈরি করেছেন।

৬ আর পৃথিবীর কথা আর যিনি তাকে প্রসারিত করেছেন।

৭ আর প্রাণের কথা আর যিনি তাকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছেন।

৮ আর তাকে প্রেরণা দিয়েছেন তার জন্য যা মন্দ সে সম্বন্ধে আর তার সীমারক্ষা সম্বন্ধে।

৯ সে-ই সফলকাম হবে যে একে (প্রাণকে) বিশুদ্ধ করে।

১০ আর সে ব্যর্থ হবে যে একে অপবিত্র করছে।

১১ সামূদ জাতি তাদের অবাধ্যতায় (এই সত্যকে) মিথ্যা বলেছিল,

১২ যখন তাদের মধ্যে সব চাইতে হতভাগ্য (ব্যক্তি) অন্যায় করে বসলো।

১৩ আল্লাহ্‌র প্রেরিতপুরুষ তাদের বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে বাধা দিও না, তাকে জলপান করতে দাও।

১৪ কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল আর উষ্ট্রী হত্যা করেছিল। সে জন্য তাদের পালয়িতা তাদের পাপের ফলে তাদের ধ্বংস করলেন আর (মাটির সঙ্গে) তাদের সমতল করলেন।

১৫ আর তিনি পরিণামের ভয় করেন না।

আল্-লয়ল্

[আল্-লয়ল্ — রাত্রি — ৯২ সংখ্যক সূরা — অতি প্রাথমিক মক্কীয় ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো রাত্রির কথা, যখন তা আবৃত করে ;

২ আর দিনের কথা, যখন তা ঝলমল করে ;

৩ আর তাঁর কথা, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রয়াস বিচিত্রমুখী।

৫ যে দান করে আর সীমা রক্ষা করে,

৬ আর কল্যাণে নিষ্ঠাবান,

৭ নিঃসন্দেহ আমি তার জন্য সুগম করবো আরামের অবস্থা।

৮ কিন্তু যে কৃপণ আর নিজেকে জ্ঞান করে অনন্যনির্ভর,

৯ আর অবিশ্বাস করে যা ভালো তাতে,

১০ নিঃসন্দেহ আমি তার পথ সুগম করবো অনারামের দিকে।

১১ আর তার ধন-সম্পত্তি তার কাজে আসবে না যখন সে বিনাশে পতিত হবে ;

১২ নিঃসন্দেহ আমার কাজ পথ দেখানো।

১৩ আর নিঃসন্দেহ আমারই শেষ আর সূচনা।

১৪ সে জন্য তোমাদের সাবধান করি জ্বলন্ত আগুন সম্বন্ধে :

১৫ তাতে প্রবেশ করবে না যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সে ব্যতীত —

১৬ যে (সত্য) অস্বীকার করে আর মুখ ফেরায়।

১৭ আর এর থেকে দূরে রাখা হবে তাকে যে উত্তম সীমারক্ষাকারী —

১৮ যে ধন-সম্পত্তি দান করে, ক'রে পবিত্র হয়।

১৯ আর কারো কাছে এমন অনুগ্রহ নেই যার জন্য সে প্রতিদান পেতে পারে।

২০ তার মহিমান্বিত প্রতিপালকের আনন (সন্তোষ) কামনা ব্যতীত (আর কিছু),

২১ আর অচিরে সে সন্তুষ্ট হবে।

আদ্‌-দুহা

[আদ্‌-দুহা — পূর্বাহ্ন — ৯৩ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।

প্রথম প্রত্যাদেশ লাভের পরে হযরত দুই তিন বৎসর কোনো প্রত্যাদেশ পান নি। তাতে তাঁর বিপক্ষ দল বলেছিল যে আল্লাহ্‌ মোহম্মদকে ত্যাগ করেছে, তাকে সে ঘৃণা করে। সেই সময় অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা।

এই সময় হযরতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি ; এতদিন তিনি ছিলেন মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক কিন্তু এই কালে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলছিল — তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তো করছিলই। এই সময়ে তিনি অন্তরে বাণী পেলেন : নিঃসন্দেহ্‌ শেষ তোমার জন্য হবে সূচনার চাইতে ভালো।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো পূর্বাহ্নের কথা।

২ আর রাত্রির কথা যখন তা অন্ধকারে আবৃত করে।

৩ তোমার পালয়িতা তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি — বিরূপও হন নি তিনি।

৪ নিঃসন্দেহ্‌ শেষ তোমার জন্য হবে সূচনার চাইতে ভালো।

৫ আর শিগ্‌গিরই তোমার পালয়িতা তোমাকে দেবেন-তাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

৬ তিনি কি তোমাকে পান নি অনাথ আর দেন নি কি আশ্রয়?

৭ আর পান নি কি তোমাকে দিশাহারা আর দেখান নি কি পথ?

৮ আর পান নি কি তোমাকে নিঃস্ব আর করেন নি কি তোমাকে ধনবান?

৯ অতএব যে অনাথ তার উপরে অকরুণ হয়ো না।

১০ আর যে প্রার্থী তাকে হাঁকিয়ে দিও না।

১১ আর তোমার পালয়িতার অনুগ্রহাবলীর কথা ঘোষণা করো।

আল্‌-ইন্‌শিরাহ্‌

[আল্‌-ইন্‌শিরাহ্‌—উন্মোচন– ৯৪ সংখ্যক সূরা–প্রাথমিক মক্কীয়।

কথিত আছে জিব্রিল বালককালে হযরতের বুক চিরে তাঁর অন্তরাত্মা ধুয়ে দিয়েছিল। তবে এই উন্মোচন অন্তরের সম্প্রসারণের অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচিত করি নি কি?

২ আর তোমার থেকে নামিয়ে দিই নি তোমার ভার—

৩ যা তোমার পিঠের উপরে চেপে বসেছিল?

৪ আর বাড়াই নি কি তোমার খ্যাতি?

৫ নিঃসন্দেহ কষ্টের সঙ্গে আসে আরাম;

৬ নিঃসন্দেহ কষ্টের সঙ্গে আরাম;

৭ সুতরাং যখন তুমি মুক্ত হয়েছ তখন শ্রম করে চলো;

৮ আর তোমার পালয়িতার পানে (সন্তোষ সাধনে) একান্ত প্রয়াসী হও।

আত্‌--তীন্‌

[আত্‌-তীন্‌—ডুমুর—৯৫ সংখ্যক সূরা—অতিপ্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো তীন্‌ ও যৈতুনের (ডুমুরের ও জলপাইয়ের অথবা জেরুজালেমের দুটি মন্দিরের) কথা ;

২ আর সিনাই পর্বতের কথা ;

৩ আর এই নিরাপদ নগরের কথা ;

৪ নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রেষ্ঠ আকৃতিতে ;

৫ তার পর তাকে পরিণত করি অধমতম অধমে—

৬ তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাসবান ও সৎকর্মশীল—আর তাদের জন্য পুরস্কার হবে অব্যাহত।

৭ অতএব এর পরে কে আর এই রায়কে মিথ্যা বলতে পারে তোমার কাছে ?

৮ আল্লাহ্‌ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন ?

আল্-অলক্

[আল্-অলক্—জমাট রক্ত—৯৬ সংখ্যক সুরা অতি প্রাথমিক মক্কীয়। এর প্রথম পাঁচ আয়াত হযরতের কাছে প্রথম প্রত্যাদেশ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ পড়ো তোমার পালয়িতার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,

২ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে,

৩ পড়ো—আর তোমার পালয়িতা মহাসম্মানিত —

৪ যিনি শিখিয়েছেন লেখনীর যোগে,

৫ শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

৬ না — নিঃসন্দেহ মানুষ সীমালঙ্ঘনকারী,

৭ যেহেতু সে নিজেকে দেখে অভাব থেকে মুক্ত

৮ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতার কাছেই প্রত্যাবর্তন।

৯ দেখছ তাকে যে নিবারণ করে

১০ দাসকে যখন সে উপাসনা করে?

১১ দেখেছ কি সে সৎপথে চলে কি না,

১২ অথবা সীমারক্ষার কথা বলে কি না?

১৩ দেখেছ কি তুমি সে (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) অস্বীকার করে আর চলে যায়?

১৪ সে কি জানে না যে আল্লাহ্ দেখছেন?

১৫ না — যদি সে না থামে তবে আমি নিশ্চয় তার কপালের চুলের গোছা ধরবো[১] —

১৬ মিথ্যাবাদী পাপী কপাল —

১৭ তাহলে ডাকুক সে তার পরিষদ—

১৮ আমি ডাকবো দোযখের প্রহরীদের।

১৯ না—শুনো না তার কথা, আর প্রণত হও, (সেজদা করো) ও (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হও।

---

১. আবু জেহল্‌কে লক্ষ্য করে বলা।

আল্‌-কদর্‌

[আল্‌-কদর্‌—মহিমা—৯৭ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়]।

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ আমি তা (কোর্‌আন) অবতীর্ণ করেছি শবে-কদরে (মহিমান্বিত রজনীতে)

২ আর কেমন ক'রে তোমাদের বোঝানো যাবে শবে-কদর — মহিমান্বিত রজনী কি?

৩ সেই মহিমান্বিত রজনী মহত্তর হাজার মাসের চাইতে।

৪ ফেরেশ্‌তারা ও প্রেরণা সেই রাত্রে অবতীর্ণ হয় তাদের পালয়িতার আদেশে, সমস্ত নির্দেশ নিয়ে —

৫ শান্তি — তা ঊষার প্রকাশ পর্যন্ত।

আল্-বাইয়েনাহ্

[আল্-বাইয়েনাহ্—স্পষ্ট প্রমাণ—৯৮ সংখ্যক সূরা। কারো মত এটি অন্ত্যমক্কীয়, কারো মতো মদিনীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্র নামে

১ গ্রন্থধারীদের মধ্যে থেকে যারা বিশ্বাস করে নি আর বহুদেববাদীরা (যারা বিশ্বাসী তাদের থেকে) বিচ্ছিন্ন হতে পারতো না যে পর্যন্ত না তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।

২ আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা বাণীবাহক পাঠ করছেন পবিত্র পৃষ্ঠাসমূহ।

৩ তাতে আছে নির্ভুল বিধানসমূহ।

৪ আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তারা বিচ্ছিন্ন হয় নি স্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

৫ আর তাদের এ ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নি যে তারা আল্লাহ্র উপাসনা করবে, ধর্ম রাখবে বিশুদ্ধ আল্লাহ্র জন্য, হবে স্বভাবত ন্যায়নিষ্ঠ, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখবে, আর যাকাত দেবে। এইই সত্যধর্ম।

৬ নিঃসন্দেহ গ্রন্থের অনুবর্তীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে নি আর বহুদেববাদীরা দোযখের আগুনে বসতি করবে — সৃষ্ট জীবদের মধ্যে তারা অধমতম।

৭ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা নি:সন্দেহ সৃষ্ট জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৮ তাদের পুরস্কার তাদের পালয়িতার কাছে : শাশ্বত উদ্যান—তার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী ; সেখানে তাদের চিরদিনের বাস—আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তাদের উপরে, তারা সন্তুষ্ট আল্লাহ্তে —যে আপন পালয়িতার ভয় রাখে তার জন্য এই।

আয্-যিল্যাল

[আয্-যিলযাল—ভূমিকম্প—৯৯ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন পৃথিবী তার (বিষম) কম্পনে কম্পিত হবে ;

২ আর পৃথিবী বার করে দেবে তার যত ভার ;

৩ আর মানুষ বলবে : এর কি হোলো ?

৪ সেই দিন বলবে সে তার সব কাহিনী ;

৫ যেহেতু তোমার পালয়িতা তাকে প্রেরণা দিয়েছেন।

৬ সেইদিন মানুষেরা বেরিয়ে পড়বে বিক্ষিপ্ত দলে, যেন তাদের কাজ তাদের দেখানো যেতে পারে ;

৭ কেউ অণুপরিমাণ ভালো করে থাকলে তা সে দেখবে,

৮ আর কেউ অণুপরিমাণ মন্দ করে থাকলে তাও সে দেখবে।

আল্-আদিয়াত

[আল্-আদিয়াত—আক্রমণকারী-১০০ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়। এর প্রথম পাঁচ আয়াত সহজবোধ্য নয়। তার যে অনুবাদ দেওয়া গেল তাতে যোদ্ধাদের ও তাদের ঘোড়াদের পরাক্রমযুক্ত এক চিত্তাকর্ষক ছবি ফুটেছে। এমন পরাক্রমযুক্ত মানুষ তার স্রষ্টা সম্বন্ধে উদাসীন এই হয়ত বলা হয়েছে।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো সশব্দ ধাবমানদের কথা,

২ যাদের (ক্ষুরের) আঘাতে আগুনের কণা ছিটকে পড়ে,

৩ যারা প্রভাতে আক্রমণ করতে ছোটে—

৪ এইভাবে ধূলি উড়িয়ে,

৫ (শত্রুর) মধ্যদেশ ভেদ করে।

৬ নিঃসন্দেহ মানুষ তার পালয়িতার প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৭ সে নিজেই তার সাক্ষী —

৮ নিঃসন্দেহ সে ধন-কামনায় দুর্ধর্ষ।

৯ সে কি জানে না যখন কবরে যা আছে তা তোলা হবে,

১০ অন্তরে যা আছে তা প্রত্যক্ষ হবে ?

১১ নিঃসন্দেহ সেইদিন তাদের পালয়িতা তাদের সম্বন্ধে সব অবগত থাকবেন।

আল্-কারিআহ্

[আল্-কারিআহ্—বিপৎপাত—১০১ সংখ্যক সূরা-মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্র নামে

১ বিপৎপাত !

২ কি সে বিপৎপাত ?

৩ হায়, কি ভাবে তোমাকে বোঝানো যাবে সেই বিপৎপাত কি ?

৪ সেইদিন মানুষরা হবে যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল ;

৫ আর পাহাড়গুলো হবে যেন ধোনা পশম।

৬ (সেদিন) যার (সুকৃতির) পাল্লা ভারি হবে—

৭ তার হবে সুখের জীবন।

৮ কিন্তু যার পাল্লা হবে হাল্কা —

৯ তার মাতা — (বাসস্থান, লালনস্থান) হবে হাবিয়াহ্।

১০ হায় কি দিয়ে তোমাকে বোঝানো যাবে কি সে !

১১ জ্বলন্ত আগুন।

আত্‌-তাকাসুর

[আত্‌-তাকাসুর—ধনাকাঙ্ক্ষার আধিক্য—১০২ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌ নামে

১ (ধনমানের) বাহুল্য তোমাদের মতিভ্রম ঘটায়,

২ যে পর্যন্ত না তোমরা করবে আসো।

৩ না—শীগগিরই তোমরা জানতে পারবে,

৪ না—কিন্তু শীগগিরই জানতে পারবে

৫ না—যদি নিশ্চিতভাবে জানতে —

৬ কেন না তোমরা দোযখের আগুন দেখবে।

৭ হাঁ—দেখবে তোমরা নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

৮ তার পর সেইদিন নিঃসন্দেহ তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে (আল্লাহ্‌র দেওয়া) সুখ সম্পদ সম্পর্কে।

আল্-আস্‌র্

[আল্-আস্‌র্—সময়—১০৩ সংখ্যক সূরা—অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ভাবো সময়ের কথা —

২ নিঃসন্দেহ্ মানুষ লোকসানে পড়েছে,

৩ তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে — আর পরস্পরকে বলে সত্য অবলম্বনের কথা, আর পরস্পরকে বলে ধৈর্য অবলম্বনের কথা।

আল্-হুমাযাহ্

[আল্-হুমাযাহ্ — নিন্দুক — ১০৪ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আক্ষেপ প্রত্যেক নিন্দুকের ও কুৎসারটনাকারীর, জন্য,

২ যে ধন সঞ্চয় করেছে ও তার গণনা করে,

৩ সে ভাবে তার ধন তাকে অমর করবে।

৪ না — নিঃসন্দেহ সে নিক্ষিপ্ত হবে হোতামা দোযখে।

৫ আহা কিসে তোমাকে বোঝানো যাবে হোতামা দোযখ কি ?

৬ তা আল্লাহ্‌র আগুন — জ্বালানো —

৭ যা হৃদয়ের উপরে ওঠে ;

৮ নিঃসন্দেহ তা অবরুদ্ধ তাদের চারপাশে —

৯ স্তম্ভের সারিতে !

আল্-ফীল

[আল্-ফীল্ — হস্তী — ১০৫ সংখ্যক সূরা — অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তুমি কি দেখো নি তোমার পালয়িতা হস্তীর মালিকদের[১] প্রতি কেমন আচরণ করেছিলেন?

২ তাদের চক্রান্ত তিনি কি বিফল করেন নি?

৩ আর পাঠান নি কি তাদের বিরুদ্ধে পাখীর দল;

৪ যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল কাদা দিয়ে তৈরি (ছোট) পাথর[২],

৫ আর করেছিল তাদের পশুতে খাওয়া শস্য ক্ষেতের মতো?

---

১. খৃষ্টান রাজা আবরাহার কাবা আক্রমণের কথা বলা হোলো।

২. পণ্ডিতরা বলছেন আবরাহার সৈন্যদলে বসন্ত দেখা দিয়েছিল।

আল্-কোরায়শ

[আল্-কোরায়শ — কোরেশ গোত্র — ১০৬ সংখ্যক সূরা — অতি প্রাথমিক মক্কীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ কোরেশ্‌দের নিরাপত্তার জন্য —

২ শীতে ও গ্রীষ্মে বিদেশযাত্রায় তাদের নিরাপত্তা।

৩ অতএব তারা এই গৃহের পালয়িতার উপসনা করুক ;

৪ যিনি তাদের ক্ষুধার খাদ্য দিয়েছেন, ভয়ে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

আল্-মাউন্

[আল্-মাউন্ — ছোটোখাটো সাহায্য — ১০৭ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়।

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যে ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাকে দেখছ কি?

২ সে সেই যে অনাথকে হাঁকিয়ে দেয়,

৩ আর দরিদ্রকে অন্ন দিতে দেয় না উৎসাহ

৪ আফসোস সেই উপাসনাকারীদের জন্য,

৫ যারা তাদের উপাসনা সম্বন্ধে অমনঃসংযোগী,

৬ যারা (ভালো কিছু) করে লোককে দেখাবার জন্য,

৭ আর বন্ধ করে ছোটোখাটো সাহায্য।

আল্‌-কাওসর

[আল্‌-কাওসর — প্রাচুর্য — ১০৮ সংখ্যক সূরা — মক্কায় অবতীর্ণ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে প্রাচুর্য দিয়েছি।

২ অতএব তোমার পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করো ও কোরবানি করো।

৩ নিঃসন্দেহ তোমার অপমানকারী সন্ততিহীন।[১]

---

১. হযরতকে একজন বলেছিল আঁটকুড়ে --- তার-ই উত্তর।

আল্‌-কাফিরূণ

[আল্‌-কাফিরূণ — অবিশ্বাসিগণ — ১০৯ সংখ্যক সূরা — মক্কায় অবতীর্ণ।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : হে অবিশ্বাসিগণ,

২ আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা করো,

৩ তোমরাও তার উপাসনা ক'রো না যার উপাসনা আমি করি,

৪ আমি তার উপাসনা করবো না যার উপাসনা তোমরা করো।

৫ তোমরাও তার উপাসনা করবে না যার উপাসনা আমি করি।

৬ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম।

আন্-নস্‌র্

[আন্ নস্‌র্ — সাহায্য — ১১০ সংখ্যক সূরা — কারো মতে মক্কায় কারো মতে মদিনায় অবতীর্ণ। এটি মক্কা-বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য আর বিজয়,

২ আর দেখছ লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করছে আল্লাহ্‌র ধর্মে —

৩ তখন কীর্তন করো তোমার পালয়িতার প্রশংসা আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নি:সন্দেহ তিনি বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (করুণাময়)।

আল্‌-লহব

[আল্‌-লহব—এর নাম মসদ্‌ — ১১১ সংখ্যক সূরা — প্রাথমিক মক্কীয়। হযরতের পিতৃব্য আবু লহব ও তার পত্নী হযরতের মতের ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁর পিতৃব্য-পত্নী তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ ধ্বংস হোক আবু লহবের দুই হাত আর ধ্বংস হবে সে ;

২ তার ধন ও উপার্জন কাজে আসবে না তার ;

৩ অচিরে প্রবিষ্ট হবে সে লেলিহান শিখায়।

৪ আর তার স্ত্রী — ইন্ধনবহনকারিণী —

৫ তার ঘাড়ের উপরে কড়াপাকের খেজুরের বাকলের রশি।

আল্-ইখ্লাস

[আল্-ইখ্লাস — একত্ব — ১১২ সংখ্যক সূরা। সাধারণতঃ এটিকে প্রাথমিক মক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : তিনি — আল্লাহ্ — এক,

২ আল্লাহ্ সবার নির্ভরস্থল,

৩ তিনি জন্মদান করেন না, জাতও নন,

৪ আর তাঁর তুল্য নয় কেউ।

আল্-ফলক্

[আল্-ফলক্ — ঊষা — ১১৩ সংখ্যক সূরা — কারো কারো মতে মক্কীয়, কারো কারো মতে মদিনীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : আমি শরণ নিই ঊষার পালয়িতার,

২ যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে,

৩ আর অন্ধকারের অকল্যাণ থেকে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়,

৪ আর গ্রন্থিমধ্যে কুহককারিণীদের অকল্যাণ থেকে[১],

৫ আর বিদ্বেষকারীর অকল্যাণ থেকে যখন সে বিদ্বেষ করে।

---

১. ইহুদি মেয়েরা নাকি হযরত সম্বন্ধে কিছু তুকতাক করেছিল — সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে অনুমান করা হয়।

আন্‌-নাস্‌

[আন্‌-নাস্‌ — মানুষ — ১১৪ সংখ্যক সূরা — কারো কারো মতে মক্কীয়, কারো কারো মতে মদিনীয়।]

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ বলো : আমি শরণ নিই মানুষের পালয়িতার,

২ মানুষর প্রভুর,

৩ মানুষের উপাস্যের,

৪ গুপ্ত মন্ত্রণাদাতার অকল্যাণ থেকে,

৫ — যে মানুষের মনের ভিতরে মন্ত্রণা দেয় —

৬ জিনের ও মানুষের।

গ্রন্থ-পরিচয়

হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ। কাজী আবদুল ওদুদের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী খুরশীদ বখ্‌ত, ৮ বি তারকদত্ত রোড, কলিকাতা—১৯ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। কে. সরকার কর্তৃক 'নিউ ইম্প্রেশন' ২০–এ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯ থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। পরিবেশক : ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রচ্ছদ শিল্পী গৌরাঙ্গ পণ্ডিত। তৎকালীন পাকিস্তানে গ্রন্থটির স্বত্বাধিকার ছিল কাজী আবদুল ওদুদের কন্যা বেগম জেবুন্নিসার। গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থটি "ঢাকা মুসলিম সাহিত্য–সমাজের স্মরণে" উৎসর্গ করেন।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : মুখবন্ধ পাঁচ—আট+সূচী নয়—বারো+প্রথম খণ্ড : পরিবেশ ও প্রযত্ন ১–৭৮+ দ্বিতীয় খণ্ড : সংঘর্ষ ৭৯–১৭১+ তৃতীয় খণ্ড : বিজয় ১৭৩–২৫৫+ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবৃত্তি ২৫৬–২৮০+চতুর্থ খণ্ড : পরিণতি ২৮১—৩০৬+ নির্দেশিকা ৩০৭—৩০৮। মূল্য আট টাকা।

পবিত্র কোর্‌আন--প্রথম ভাগ (১ থেকে ১৪ খণ্ড পর্যন্ত)

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ। লেখক কর্তৃক ৮ বি তারকদত্ত রোড, কলিকাতা—১৯ থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রাকর : সমীর দাশগুপ্ত, গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা—১৬। গ্রন্থটির পরিবেশক : ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রচ্ছদ শিল্পী : গৌরাঙ্গ পণ্ডিত।

তৎকালীন পাকিস্তানে এ-গ্রন্থেরও স্বত্বাধিকার ছিল অনুবাদকের কন্যা বেগম জেবুন্নিসার।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ভূমিকা তিন-পাঁচ+সূচিপত্র+১–৩৪০+ নির্দেশিকা ৩৪১—৩৪৫। মূল্য ৮.০০।

পবিত্র কোর্‌আন--দ্বিতীয় ভাগ (১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত)

প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। লেখক কর্তৃক ৮ বি তারকদত্ত রোড, কলিকাতা—১৯ থেকে প্রকাশিত হয়। পরিবেশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। প্রচ্ছদ শিল্পী গৌরাঙ্গ পণ্ডিত। মুদ্রাকর ১—১৩ ফর্মা শ্রী মোহনলাল নন্দী, টোয়েন প্রিন্ট এণ্ড সাপ্লাই এজেন্সী, ১০ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ ; শেষ অংশ শ্রী অনিল কুমার চন্দ্র, জগদ্ধাত্রী প্রেস, ৮/১ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা—৭।

তৎকালীন পাকিস্তানে এ-গ্রন্থেরও স্বত্বাধিকার ছিল অনুবাদকের কন্যা বেগম জেবুন্নিসার।
পৃষ্ঠা সংখ্যা : বিজ্ঞপ্তি+সূচীপত্র ১-৪+১—৪৯০+নির্দেশিকা ৪৯১—৪৯৪। মূল্য বারো টাকা।

'কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী'র ষষ্ঠ খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ একাধিকবার 'Creative Bengal' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ডে এ-গ্রন্থের কোনো বিস্তারিত পরিচয় নেই। প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থটির নাম গ্রন্থ-তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। তাই ষষ্ঠ খণ্ডের পরিশিষ্টে গ্রন্থটির পরিচয় দেয়া হলো।

CREATIVE BENGAL'. Published in 1950 by THACKER SPINK AND CO. (1933) LTD. 3 Esplanade East, Calcutta. Printed by A.B. Shah at Manohar Printing press, 4 Kyd Street, Calcutta.

Preface+Contents+1--152+Index 153--155. Price : Rupees Five and annas Four.

PREFACE

I had the privilege of being closely associated with a literary and cultural movement, inaugurated at Dacca, East Bengal, in 1926, Which had for its watchword 'Emancipation of the Intellect'. The endeavour has been noticed in the essay 'Modern Bengali Literature'.

Emancipation of the Intellect and Humanism are perhaps the basic thoughts on which the essays of the collection try to take their stand and the thoughts are intimately connected with the question of enlightment and progress in India and Pakistan.

We are now deep in the age of Totalitarianism and Fanaticism : the voice of reason and humanism sounds today feeble indeed. But feeble it has perhaps been and get persistent. This feeble and persistent voice needs must win the ear of humanity.

The pieces are all translations from my Bengali. 'Modern Bengali literature', read at the All India P. E. N. Symposium at Jaipur in 1945, was done into English by Prof. Taraknath Sen of Presidency College, Calcutta, and 'The Allah of the Quran' was partly done by Prof. Lotika Gosh of the Fraternity of Faiths. I take this opportunity to convey my warmest thanks to both of them. My special thanks are also due to Miss A.G. Stock, Professor of English, Dacca University, whose interest in the cultural life of India and Pakistan acted as an additional incentive to the preparation and publication of this book.

The story of Creative Bengal is the story of resurgent India and East. May the resurgence be a thing of joy for mankind.

Calcutta, May, 1949.

গ্রন্থের ইংরেজী রচনার মূল উৎস :

১. Modern Bengali Literature (পৃ.১—১৬)—১৯৪৫ সালে লিখিত মূল বাংলা প্রবন্ধ "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক তারকনাথ সেন (১৯০৯—৭১) Modern Bengali literature শিরোনামে অনুবাদ করেন। কাজী আবদুল ওদুদ ইংরেজীতে অনূদিত এই প্রবন্ধটি পি-ই-ইন আহূত জয়পুরে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন'-এ পাঠ করেন। পরে প্রবন্ধটি দিল্লীর 'সাহিত্য

অকাদেমী' প্রকাশিত 'Contemporary Indian Literature' গ্রন্থে সংকলিত হয়। মূল প্রবন্ধটি 'শাশ্বত বঙ্গ' (কলিকাতা ১৯৫১)-এ মুদ্রিত হয়েছে।

২. Rammohun Ray (পৃ. ১৭—৪৪)—"রামমোহন রায়" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধটি ওদুদ ১৯৩৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'রামমোহন শতবার্ষিকী'তে পাঠ করেন। পরে হবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬—৬৬) ও শামসুন নাহার (১৯০৯—৬৪) সম্পাদিত 'বুলবুল' (পৌষ—চৈত্র, ১৩৪০) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে 'সমাজ ও সাহিত্য' (কলিকাতা ১৩৪১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩. Mussalmans of Bengal (পৃ. ৪৫—৬২)—"বাংলার মুসলমানের কথা" শিরোনামে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে লিখিত এই প্রবন্ধটি 'আজকার কথা' (কলিকাতা ১৩৪৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পরে ইংরেজী প্রবন্ধটি পরিমার্জিত হয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪—১৯৬১) সম্পাদিত 'Studies in the Bengal Renaissance' (কলিকাতা ১৩৫৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

৪. Our Nineteenth Century Renaissance (পৃ.৬৩—৭৯)—মূল প্রবন্ধটি "দেশের জাগরণ" শিরোনামে ১৯৩৫ সালের ২৭ শে মার্চ তারিখে বিশ্বভারতীতে 'নিজাম বক্তৃতা' রূপে প্রদত্ত হয়েছিল। এটি কাজী আবদুল ওদুদ প্রদত্ত 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' শিরোনামের তিনটি বক্তৃতার দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তৃতাগুলো 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' নামে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৩৬ সালে (মাঘ ১৩৪২) গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

৫. Sarat Chandra (পৃ. ৮০—৮৯)—মূল প্রবন্ধটি "শরৎ প্রতিভা" শিরোনামে ১৯৩৮ সালে লিখিত এবং 'আজকার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৬. Bankim Chandra (পৃ. ৯০—৯৭)—১৯৩৮ সালে লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" শিরোনামের প্রবন্ধটি 'আজকার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৭. Renunciation (পৃ. ৯৮—১০১)—১৯৩৯ সালে লিখিত "ভারতের জাতীয় আদর্শ" শিরোনামের প্রবন্ধটি 'আজকার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৮. A Historical Character (পৃ. ১০২—১০৭)—"একটি ঐতিহাসিক চরিত্র" শিরোনামের প্রবন্ধটি প্রথমে সাপ্তাহিক 'কৃষক'-এর ঈদসংখ্যায় (১৯৪৭) প্রকাশিত হয়। পরে প্রবন্ধটি 'আজকার কথা' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

৯. The Allah of the Quran (পৃ. ১০৮—১১২)—"কোর্‌আনের আল্লাহ্" শিরোনামের প্রবন্ধটি প্রথমে সাপ্তাহিক 'কৃষক'-এর ঈদসংখ্যায় (১৯৪২) প্রকাশিত হয়। পরে প্রবন্ধটি 'শাশ্বত বঙ্গ'-এ মুদ্রিত হয়েছে।

১০. Iqbal (পৃ. ১১৩—১২২)—ওদুদ "ইকবাল" শিরোনামের প্রবন্ধটি ১৯৪৩ সালে রাজশাহী কলেজে অনুষ্ঠিত ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকীতে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে 'শাশ্বত বঙ্গ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১১. Nazrul Islam I : His Paganism (পৃ. ১২৩—১২৬)—১৯৪৩ সালে লিখিত "নজরুলের প্রতীক-প্রীতি" শিরোনামের প্রবন্ধটি 'নজরুল-প্রতিভা' (কলিকাতা, ১৯৪৯) গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রবন্ধরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১২. Nazrul Islam II : I bow to none except to myself' (পৃ. ১২৭—১২৯)—১৯৪৬ সালে লিখিত "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ" শিরোনামের প্রবন্ধটি 'নজরুল প্রতিভা' গ্রন্থে তৃতীয় প্রবন্ধরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৩. The Individual (পৃ. ১৩০——১৩৪)—১৯৪৮ সালে লিখিত "ব্যক্তির স্বাধীনতা" শিরোনামের প্রবন্ধটি 'শাশ্বত বঙ্গ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৪. The Foundations of State in Islam (পৃ. ১৩৫—১৪১)—১৯৪৮ সালে লিখিত "ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি" শিরোনামের প্রবন্ধটি 'শাশ্বত বঙ্গ'—এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫. Gothe (পৃ. ১৪২—১৫২)—"গ্যেটে" শিরোনামের প্রবন্ধটি ওদুদ ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সামাজ'-এর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি চতুর্থ বর্ষের 'শিখা' (১৩৩৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে 'সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়। পরে 'কবিগুরু গ্যেটে' প্রথম খণ্ড (কলিকাতা ১৩৫৩)-এর "অবতরণিকা" রূপে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'কবিগুরু গ্যেটে'—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্তি-কালে প্রবন্ধের ইংরেজী উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ দেয়া হয়েছে, যা 'সমাজ ও সাহিত্য'-এর পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত আছে।